বিশ্বকোষ।

সপ্তম ভাগ।

জা (স্ত্রী) জায়তে সম্বন্ধিনী যা, জন-ড টাপ্‌। ১ মাতা। ২ দেবরপত্নী।

গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা গবি জাতা গোজা ইত্যাদি। ৩ জায়মান। "পরিপাহিনোজাঃ" (ঋক্‌ ১।১৪।৩৩) 'জা জায়মানঃ অস্মাভিঃ' (সায়ণ)

জাই, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আহ্মদনগর জেলা-নিবাসী এক জাতীয় ব্রাহ্মণ। ইহারা মহারাষ্ট্র মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ করেন না। ইহাদের বেশভূষা প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মত। পৌরোহিত্য ব্যতীত ইহারা ব্রাহ্মণদিগের আর সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, কেরাণীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্তি এই সকল ইহাদের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদেরও ১০।১২ বর্ষীয় বালকের উপনয়নক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে বেদোচ্চারণ হয় না, অন্যান্য মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে স্বজাতিপ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন দুরূহ সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া থাকেন।

জাইস, ১ অযোধ্যার রায়বরেলী জেলার সলোন তহসীলের একটী পরগণা। পরিমাণফল ১৫৪½ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মোহনগঞ্জ পরগণা, পূর্ব্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে প্রতাপপুর ও অতেহা পরগণা এবং পশ্চিমে রায়বেরিলী পরগণা। ইহার ভূমি প্রায়শঃ অত্যন্ত উর্ব্বরা, কিন্তু স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ উষরক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। নিম্নভূমি সকল প্রতি বর্ষে বন্যার জলে ডুবিয়া যায়। জাইস নগরের নিকটস্থ ভূমি অতি সারবান্‌, তথায় পোস্তগাছ বহু পরিমাণে আবাদ হয়। এই পরগণায় মোট ১১০টী গ্রাম আছে। ৫টী পাকা রাস্তা এই পরগণার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

২ সলোন তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ১৫´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৩৫´ ৫৫´´ পূঃ। রায়বেরিলী হইতে সুলতানপুরের রাস্তায় নাসিরাবাদের ৪ মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈয়া নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরের নাম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালার মসৌদ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান নাম প্রদান করেন। চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য আম্রকানন-পরিবেষ্টিত একটী উচ্চ ভূখণ্ডোপরি এই নগর অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,৯২৬, তন্মধ্যে হিন্দু ৬,৩৪৫, মুসলমান ৫,৫৬১ ও জৈন ২০। এখানে একটীও হিন্দুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নির্ম্মিত একটী পার্শ্বনাথের মন্দির, মুসলমানদিগের দুইটী বড় মসজিদ ও একটী সুন্দর ইমামবাড়া আছে। শেষোক্ত বাড়ীর স্তম্ভ ও প্রাচীরাদিতে কোরাণের ভাল ভাল অংশ সকল খোদিত আছে। মুসলমান-দিগের তাঁতে-বুনা গোড়াকাপড় ও অন্যান্য কাপড় নানাস্থানে রপ্তানী হয়। এখানে সামান্য সোরা তৈয়ার হইয়া থাকে। তিনটী বৃহৎ পাক্ষিক মেলা হয়। একটী গবর্মেণ্ট স্থাপিত দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে।

জাওর (দেশজ) উদ্গার করিয়া পুনরায় চিবান।

জাওরা, ১ মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য প্রধানতঃ দুইখণ্ড পৃথক্‌ জনপদ লইয়া গঠিত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ৮৭২ বর্গমাইল। আর্য্যাবর্ত্ত

শাসনে সাহায্য করিবার জন্য হোলকর পাঠান সেনাপতি আমীরখাঁকে জাওরা প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মেহিদপুরের যুদ্ধে যথন ইংরাজেরা মালব জয় করেন, তথন জাওরারাজ্য গফুরখাঁর অধিকারে ছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরস্থায়ীরূপে এই স্থান প্রদান করেন। জাওরার নবাবগণ নামে মাত্র হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাজ গবর্মেণ্টের শাসনভুক্ত। প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকিলে মুসলমান প্রথানুসারে ইহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার পোস্তক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এথানে রৌপ্যের খনি ছিল। এথানকার নবাব ১৫টী কামান, ৬৯ গোলন্দাজ সৈন্য, ১২১ অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতিক সৈন্য রাখিতে পারেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগকে সাহায্য করায় নবাবের মান্যতোপ বাড়াইয়া ১৩টী করা হইয়াছে এবং বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়া ১৬১৮১৲ টাকা করা হইয়াছে। রাজপুতানা মালব ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের পশ্চিমমালব এজেন্সীর অধীন জাওরা রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা রাজপুতানা মালবষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন। অক্ষা° ২৩° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৮´ পূঃ। নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৯৩৫০, মুসলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪০৫, পারসী ১৯, খৃষ্টান ৭। কর্ণেল বর্থউইক এই নগরের রাস্তা ঘাট এবং বিখ্যাত প্রস্তর-সেতু নির্ম্মাণ করেন। দক্ষিণে ২০ মাইল দূরস্থ রৎলাম ও উত্তরে ৩২ মাইল দূরস্থ প্রতাপগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে আছে। এথানে আফিম ওজন করিবার একটী আড্ডা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পিরিয়া নামে একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত। বর্ষাকালে উহাতে ভীষণ বন্যা হয়।

জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটী গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৯° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ পূঃ।

২ রাজপুতানার অলবার প্রদেশের একটী গ্রাম। এই গ্রাম মথুরা হইতে অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫৬´ পূঃ।

৩ (জাবলি)—বোম্বাইপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪১৯ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ২৫২। ইহাতে ৫টী ফৌজদারী আদালত ও ২টী থানা আছে।

জাঁক (দেশজ) ১ সমারোহ। ২ দম্ভ।

জাঁকড়, দ্রব্যাদি পছন্দ করিবার জন্য স্থানান্তরিত করিলে যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত পছন্দ ও ক্রয় ঠিক না হয়, ততক্ষণ দোকানীর নিকট যে জিম্মা রাথিতে হয় তাহাকে জাঁকড় বলে। বিহার প্রদেশে ইহা জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্মেণ্ট কোষাগারে টাকা জমা রাথা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

জাথর, বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী পরগণা। বাঘমতী ও করাইনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারভাঙ্গার আদালতে ইহার বিচারাদি নিষ্পন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গা হইতে পুশা, নাগর, বস্তী ও রুশেরা পর্য্যন্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়া গিয়াছে।

জাগত (ত্রি) জগতীচ্ছন্দোঽস্য অণ্। জগতীচ্ছন্দযুক্ত মন্ত্রাদি। জগত্যাং ভবঃ অঞ্। জগতীচ্ছন্দ।

জাগত্য (ত্রি) পৃথিবীভব বস্তু।

জাগভাট, রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ভাটদিগের একটী শাথা। ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুত ও অন্যান্য লোকের বংশাবলী ও চরিত লিথিয়া রাথে।

[ভাট দেথ।]

জাগর (পুং) জাগৃ জাগরণে ভাবে-ঘঞ্ ততঃ গুণঃ (জাগ্রো ঽবিচীতি। পা ৭।৩।৮৫) ১ জাগরণ। (অমর) ২ অন্তঃ-করণের সমস্ত বৃত্তিপ্রকাশক বৃত্তিবিশেষ, যে অবস্থায় অন্তঃ-করণের (মন বুদ্ধি অহঙ্কারের) সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থার নাম জাগর। "রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ।" (রঘু) ৩ কবচ।

জাগরক (ত্রি) জাগৃ-ণ্বুল্ গুণঃ। নিদ্রারহিত, জাগরণাবস্থ।

জাগরণ (ক্লী) জাগৃ ভাবে ল্যুট্। ১ নিদ্রাভাব, জাগা। পর্য্যায়—জাগর্য্যা, জাগরা, জাগর, জাগ্রিয়া, জাগর্ত্তি। (অমরটী°)

জাগরলমুড়ি (চাগরলমূড়ি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বাগটূলা হইতে ২১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এথানে কএকটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

জাগরিত (ক্লী) জাগৃ ভাবে ক্তঃ। ১ জাগরণ, নিদ্রাভাব। ২ সাংখ্য মতে—যে সময় আত্মা, ইন্দ্রিয়প্রণালিকা দ্বারা প্রতি-বিম্বরূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত। বেদান্ত মতে যে সময় সোপধি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অনুমেয় ব্যবহারিক স্থূল বিষয় সকল অনুভব করে, সেই অবস্থাবিশেষ।

জাগরিতা (ত্রি) জাগৃ-তৃচ্ টাপ্। জাগরণশীল।

জাগরিতস্থান (পুং) জাগরিতং স্থানমস্য। বেদান্তমত প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা। ইহার স্বরূপ মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে এই

প্রকার লিখিত আছে—"জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। (মুণ্ড°) জাগরিতং স্থানমস্তেতি জাগরিতস্থানঃ। অস্য স্থানং জাগরিতং, ইন্দ্রিয়ৈরর্থজ্ঞানে স্বপ্নদর্শনহেতুকর্ম্মক্ষয়ে চ জাগরিতং আগচ্ছন্ স্বোপধিবস্তঃ করণেন্দ্রিয়সচিবস্তত্তদিন্দ্রিয়বিষয়ানম্নুমেয়ান্ স্থূলান্ ব্যবহারিকান্ সর্ব্বানম্নুভবতি।"

জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ, স্থূলভুক্, বৈশ্বানর প্রথম পাদ। উপাধিযুক্ত আত্মা, যে আত্মা আপনার উপাধিতে আপনি অলীক স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহারিক অনুমেয় স্থূল বিষয় অনুভব করে, সেই আত্মার নাম জাগরিতস্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনার মায়ায় আপনি মোহিত হইয়া যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করে।

জাগরিতান্ত (পুং) জাগরিতস্য অন্তঃ তত্র বিজ্ঞেয়ঃ। জাগরিতমধ্য, জাগরিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার বিষয়-গ্রহণরূপ অবস্থাবিশেষ।

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি" (কঠোপনিষৎ)

'স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নং বিজ্ঞেয়ং' (ভাষ্য)

জাগরিন্ (ত্রি) জাগরো জাগরণং অস্ত্যস্য জাগর-ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ১ জাগরূক্। (হেম°)

জাগৃ শীলার্থে ণিনি। ২ জাগরণশীল।

জাগরিষ্ণু (ত্রি) জাগর-ইষ্ণুচ্। জাগরণশীল।

জাগরূক (ত্রি) জাগর্ত্তি জাগৃ-উক (জাগরূক। পা ৩।২।১৬৫) জাগরণশীল, জাগরণকর্ত্তা। পর্য্যায়—জাগরিতা, জাগরী। (হেম°)

"স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদকস্তব" (রঘু ১০।২৪)

২ কর্ত্তব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অপ্রমত্ত।

"বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।" (রঘু ১৪।৮৫)

জাগর্ত্তি (স্ত্রী) জাগৃ ভাবে ক্তিন্। জাগরণ। (রায়মু°)

জাগর্য্যা (স্ত্রী) জাগৃ-যক্ (জাগ্রো হবিচীতি। পা ৩।৩।১০) টাপ্। জাগরণ। (অমর)

জাগীর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত চিঙ্গলপত জেলার ঐতিহাসিক নাম। মুসলমান সম্রাট্‌দিগের নিকট হইতে জমিদারী দান পাইলে উহাকে জাগীর বা জায়গীর বলা হইত। তদনুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে। আর্কটের নবাবের ও তাঁহার পিতার উপকার করায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে সনন্দ দ্বারা এই জায়গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে প্রথমে ইংরাজেরা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে জাগীর একটী প্রধান। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহ আলম্ ঐ সনন্দ অনুমোদন করেন।

জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে দেশে ভব, ইত্যণ্। ১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুঙ্কুম।

'অভিচৈত্তমগাদ্রথো হপি শৌরেরবনিং জাগুড়কুঙ্কুমাভিতাম্রৈঃ।' (মাঘ ২০।৩) (ত্রি) ৩ জাগুড়দেশবাসী।

"জাগুড়ান্ রামঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গনাম্" (ভা° ৩।৫১।২৪)

জাগৃবি (পুং) জাগর্ত্তি সাক্ষিস্বরূপতয়া জাগৃ-ক্বিন্ (জৄ শৄ স্তৄ জাগৃভ্যঃ ক্বিন্। উণ্ ৪।৫৪) ১ অগ্নি। (হেম°) (ত্রি) ২ জাগরণশীল।

"জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ" (ঋক্ ৫।১১।১) 'জাগৃবিঃ জাগরণশীলঃ সদা অপ্রমত্তঃ' (সায়ণ)

(পুং) ৩ নৃপ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৪ সদা নিজকার্য্যে অপ্রমত্ত।

জাগ্রিয়া (স্ত্রী) জাগৃ-ভাবে শঃ রিঙাদেশঃ। জাগরণ। (রায়মু°)

জাঘনী (স্ত্রী) জঘনস্য সমীপং জঘন-অণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ উরু। (ত্রিকা°) জঘনস্যার্দ্ধে জঘনৈকদেশে ভবঃ অণ্ ঙীপ্। ২ পুচ্ছকাণ্ড। "অথ জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি জঘনার্দ্ধং জাঘনী জঘনার্দ্ধাদ্বৈ যোষায়ৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" (শত° ব্রা° ৩।৮৫।৬)

"বনিষ্ঠু জাঘনি চাবগ্যবি" (কাত্যা°শ্রৌ° ৬।৭।১০)

জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার। পুচ্ছদণ্ড (হরিস্বামী।) বালদণ্ড (মাধবাচার্য্য।) যাহার দ্বারায় মশক দূর করা যায়। (ধূর্ত্তস্বামী।) বালধি। (জ্ঞানদীপিকা।) [জাঘনী দেখ।]

জাঘুরি, আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা হাজারাদিগের এক শ্রেণীমাত্র, এক দিকে কাবুল ও গজনীর সীমা হইতে হিরাত ও অন্যদিকে কান্দাহার হইতে বাল্‌থ এই চতুঃসীমার মধ্যে বাস করে।

জাঙ্গল (ক্লী) জঙ্গলেষু স্থলজপশুবিশেষেষু ভবং। জঙ্গল-অণ্। ১ মাংস। (হেম°) (পুং) জঙ্গলে ভবঃ জঙ্গল-অণ্। ২ কপিঞ্জল পক্ষী। ৩ বারিহীন দেশ। যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় অল্প এবং শমী, করীর, বিল্ব, অর্ক, পীলু, কর্কন্ধু প্রভৃতি নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল জন্মে এবং হরিণাদি পশুগণ বাস করে, সেই স্থানের নাম জাঙ্গল *।

সে স্থলে উদক ও তৃণ অল্প, বায়ু ও আতপ অত্যন্ত অধিক অথচ প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম জাঙ্গল। "স্বল্পোদক তৃণোর্যস্ত প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ। সজ্ঞেয়ো জাঙ্গলোদেশঃ বহুধান্যাদিসংযুতঃ॥"

যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃষ্ণা (অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকাময় স্থান), বৃক্ষসমূহ অত্যর্থশীল, সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর,

* "আকাশ-শুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ।
শমীকরীরবিল্বার্কপীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ।
সুস্বাদুঃ ফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ।" (সুশ্রুত)

পুষ্করিণী জলহীন, কূপ জলদ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়, শরীর সকল শুষ্ক শালিশস্য সকল হিমপতনজাত, সেই স্থানের নামও জাঙ্গল। সেই স্থানের গুণ—বাতপিত্তকারক, রুক্ষ ও উষ্ণ। তথাকার জলের গুণ—রুক্ষ, লবণ, লঘু, পথ্য, অগ্নি ও কফবিকারকারক। (ত্রি) ৪ স্থলজ পশুবিশেষ, ইহা হরিণাদি ভেদে নানা প্রকার। [পশু দেখ।] হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব প্রভৃতি।

ইহাদের মাংস গুণ—মধুর, রুক্ষ, কষায়, লঘু, বল্য, বৃংহণ, বৃষ্য, দীপন, দোষহারক, মূক গদ্গদচিত্তবাধির্য্যনাশক, রুচি, ছর্দি, প্রমেহ, মুখজরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র॰) শীতল ও মনুষ্যের হিতজনক। (রাজবল্লভ)

জাঙ্গলপথিক (ত্রি) জঙ্গলস্থঃ পন্থাঃ অচ্‌সমাসান্তঃ। ১ জঙ্গল পথ দ্বারা আহৃত। ২ জঙ্গল-পথ-গমনকারক।

জাঙ্গাল (দেশজ) ১ স্তূপ। ২ নদ্যাদির জলরোধার্থ উচ্চবাঁধ।

জাঙ্গিহরিতকি (দেশজ) হরিতকী ভেদ।

জাঙ্গীরপত্তন, ঢাকানগরের পুরাতন নাম। প্রবাদ সম্রাট জাহাঙ্গীর এই নাম প্রদান করেন। এখানে ঢাকেশ্বরী নামে দেবী আছে। [ঢাকা দেখ।]

জাঙ্গলিক (পুং) জাঙ্গলী বিষবিদ্যা তামধীতে ইতি ঠন্। বিষবৈদ্য, বিষচিকিৎসক।

জাঙ্গুলি (পুং) জাঙ্গুলঃ জঙ্গুলভবঃ সর্পাদিগ্রাহ্যতয়া অস্ত্যস্য জাঙ্গল-ইঞ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

"পরীক্ষিতং সমগ্নীয়াৎ জাঙ্গুলিভিঃ ভিষগ্‌বৃতঃ।" (বৈদ্যক)

জাঙ্গুলী (স্ত্রী) জঙ্গুলস্য ইয়ং ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। বিষবিদ্যা।

জাঙ্ঘনী (স্ত্রী) জঙ্ঘা। [জাঘনী দেখ।]

জাঙ্ঘপ্রহৃতিক (ত্রি) জঙ্ঘা দ্বারা আঘাতজনক।

জাঙ্ঘলায়ন (পুং) প্রবরঋষিভেদ।

জাঙ্ঘি (ত্রি) জঙ্ঘায়াং ভবঃ জঙ্ঘা-ইঞ্। জঙ্ঘাভূত, জঙ্ঘাসম্বন্ধী।

জাঙ্ঘিক (ত্রি) জঙ্ঘাভিশ্চরতি ইতি ঠন্ (পর্পাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।১২) ১ উষ্ট্র। ২ শ্রীকারী বৃক্ষ। (রাজনি॰) জঙ্ঘতি জীবতি (বেতনাদিভ্যোজীবতি পা॰ ৪।৪।১২) ইতি ঠন্। ৩ জঙ্ঘাজীবী, ধাবক, যাহারা জঙ্ঘাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। পর্য্যায় জঙ্ঘাকরিক। ৪ প্রশস্ত জঙ্ঘাবিশিষ্ট।

জাঙ্ঘিকাহ্বয় (পুং) শ্রীকারী মৃগ।

জাচন্দার (দেশজ) যে যাচাই করে, যাচনদার।

জাচন্দারী (দেশজ) যাচনদারের কার্য্য।

জাচা (দেশজ) ১ যাচাই করা। ২ প্রার্থনা।

জাজগড় (পুং) অজমীঢ় রাজ্যস্থিত নগরবিশেষ। এই স্থান কোটানগরের জালিমসিংহ ১৮০৩ খৃঃ অব্দে উদয়পুর হইতে বিচ্ছিন্ন করে। ইহার অধীনে ৮৪ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২২খানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি। তাহারা রূপবান্, বলবান ও যোদ্ধা। ইহারা অর্থ দ্বারা রাজাকে কর দেয় না, পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহারা হিন্দু, প্রায় সকলেই শিবোপাসক।

জাজপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক রাজ্যে বৈতরণীর দক্ষিণদিকে কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তরদিকে অবস্থিত। [যাজপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জাজল (পুং) অথর্ব্ববেদের এক শাখা।

জাজলি (পুং) এক ঋষি। অথর্ব্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য। এক সময় ইনি সমুদ্রতটে ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অদ্বিতীয় তপস্বী। অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষসগণ তাহার মনোগর্ব্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইপ্রকার মনে করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। বারাণসীনিবাসী বণিক্ তুলাধারও এ কথা বলিতে সাহসী হয় না। এ কথা শুনিয়া তিনি তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাণসীতে গমন করেন। তথায় তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। (ভারত শান্তি) এই জাজলি ঋষিপ্রবরপ্রবর্ত্তক। (হেমাদ্রিব্রং)

২ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত জনৈক বৈদ্য।

জাজল্লদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি চেদি-রাজ কোকলের বংশে পৃথ্বীশ বা পৃথ্বীদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। রত্নপুরে ইহার রাজধানী ছিল। তথাকার ৮৮৬ চেদিসংবৎ-জ্ঞাপক এক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ইহার মাতার নাম রাজল্লা। তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেদিরাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, কান্যকুব্জ ও জেজাভুক্তির রাজগণ তাঁহাকে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশ্বর নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, খিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিকা, ভানাড়া, তলহারি, দণ্ডকপুর, নন্দাবনী ও কুক্কুট প্রভৃতি মণ্ডলপতিদিগের নিকট কর ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন। [হৈহয়-রাজবংশ দেখ।]

জাজল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন নগর। জাজল্লদেব এই নগর স্থাপন করেন।

জাজিম (উর্দ্দু) মেজের উপর পাতিবার চিত্রিত বস্ত্রবিশেষ।

সচরাচর মোটা দেশী কাপড়ের উপর ছিট্ করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাজদেব, নয়চন্দ্রসূরিপ্রণীত "হম্মীর-মহাকাব্য" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ণিত রণস্তম্ভপুররাজ হম্মীরের সেনাপতি।

জাজন (ত্রি) জজ যোধে তাচ্ছীল্যে শিনি। যোধশীল, যুদ্ধ করা যাহাদের স্বভাব।

জাজ্বল্যমান (ত্রি) ভৃশং জলতি জল-যঙ্-শানচ্। অত্যুজ্জল, দেদীপ্যমান। "জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ।" (চণ্ডী)

জাঝালি (পুং) জঝ সংঘাতে-ঘঙ্ তং লাতি-লা-ডি। বৃক্ষভেদ।

জাট, ভারতবর্ষের একটী বিস্তৃত জাতি। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, এমন কি আফগানস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা জুতি, জিতি, জিৎ, জুট বা জাট যে নামই হউক, তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। কেহ বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই জাতি জাট নামে খ্যাত। কেহ বলেন, যদুবংশ হইতে এই জাতির উদ্ভব এবং যদু অথবা যাদব শব্দের অপভ্রংশ হইতে জাট কথার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, জাট জাতি চন্দ্রসূর্য্যবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতে যে মদ্র ও জার্ত্তিকগণের উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত—কোন নিম্নশ্রেণীর রাজপুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া রাজপুতসমাজে ইহাদিগের যথোচিত সম্মান নাই। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন, যে রাজপুত ও জাটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবে ব্যবসায়ের তারতম্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ঘটিয়াছে। ৩৬টী রাজপুত বংশের মধ্যে জাটদিগেরও উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে রাজপুতগণ জাটদিগের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইত না, এখন যদিও ইহাদিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকাশ্য বিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি রাজপুতগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

জাটদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। একদিন একটী গুর্জ্জরজাতীয় স্ত্রীলোক মাথায় একটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতে ছিল। সেই সময় একটী ছিন্নরজ্জু মহিষ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী পায়ে করিয়া মহিষের গলার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যে মহিষ আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। একজন রাজপুত রাজা অনতিদূর হইতে সেই স্ত্রীলোকটীর এই কার্য্য দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যান। রাজপুত ও ঐই গুর্জ্জর-জাতীয়া স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণে একটী নূতন জাতি গঠিত হইল। এই জাতিই জাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ বলিয়া থাকে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাটগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। বক্‌ত্রিয়ারাজ্যের অধঃপতনকালে অক্সস্ নদীতীরে বক্‌ত্রিয়া ও খোরাসানের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে সীদীয় (শক)-গণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হয়। ইহারা ক্রমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই সিদীয়গণের এক শাখা সিন্ধুদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে ও মেদ নামক অপর শাখা পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কাস্পিয়ান্ হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া যাহারা সিন্ধুনদের অপর পারে বাস করিয়া ছিল, তাহারা অতিশয় বলশালী ও সাহসী। সুলতান মাহ্মূদ সোমনাথ মন্দির হইতে বহুসংখ্যক ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া যখন গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল জাট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। ৪১৬ হিজরা (১০২৬ খৃঃ অব্দে) সুলতান মাহ্মূদের সহিত জাটদিগের একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক জাট নিহত হয়; কতকগুলি পলায়ন করিয়া বিকানের রাজ্যের সূত্রপাত করে। সম্রাট্ বাবরও জাটগণ কর্ত্তৃক অনেক ক্ষতি-গ্রস্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে জুটি বা জাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ইহার কতকাল পূর্ব্বে এই জাটজাতি এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই জাতি ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কতকগুলি একত্রে অবস্থিতি করায় ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব জন্মিলে ইহারা একটী রাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয়, পরে চূড়ামণের নেতৃত্বে ইহারা কতককৃতকার্য্যও হইয়াছিল এবং সূর্য্যমলের অধীনে ইহারা প্রকৃতরূপে ভরতপুরে একটী জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ভরতপুর দেখ।]

পাশ্চাত্য মতে, সিদীয় জাতীয় জাটগণ বোলান্ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের প্রান্তর ভূমির মধ্য দিয়া সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; ইহারা হিমালয়ের পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিম্নভাগে বাস করে, নাই।

সিন্ধু প্রদেশের উর্দ্ধভাগের অধিকাংশ অধিবাসীই জাটবংশীয় এবং ইহাদিগের ভাষাই প্রদেশীয় চলিত ভাষা। পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে জাটগণেরই প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট, ইহাদের সংখ্যা ৪৷৷০ লক্ষ। দোয়াব হইতে মূলতান পর্য্যন্ত ভূভাগ জাটদিগের অধিকৃত।

পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট কৃষিজীবী। আধুনিক শিখগণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন। পঞ্জাবের অনেক জাট মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা আরেন, বাগ্‌রি, মালবার, রঞ্জ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে, জয়শালমের, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জাটগণ বাস করে। বরেলি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশেও জাটগণ বিস্তৃত হইয়াছে। ভরতপুর, দিল্লী, দোয়াব, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও জাটগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমের জাটজাতি পচ্ছাদ এবং হেলে নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পচ্ছাদ জাটকে পুরাতন পঞ্জাববাসীরা ঘৃণার বাক্যে 'পচ্ছাদা' বলিয়া থাকে। কাল সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, পচ্ছাদার উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া থাকে। তাহা এই—

'বূঢ়ী ভৈংস পুরাণা গাড়া।
কালা সাংপ ঔর সগা পচ্ছাদা।
কুচ্ছ লাভ হুআ তৌ হুআ ন খাদই খাদা।'

পূর্ব্বে জাটগণ সকলেই এক সাধারণ নামে অভিহিত হইত। ইহারা আবর নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইহারা প্রতিবাসী অথবা অপরের গৃহপালিত পশ্বাদি অপহরণ করিত। অনেকেই রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। বলন ও নোহাল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং সরবত ও সলফলান জাটগণ তুয়ারবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, ভরতপুরের জাটগণ ও সিন্ধুপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ সকলেই এক বংশোৎপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে বক্ত্রিয়া হইতে অনেক জাট ভারতে প্রবেশ করিলে তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজপুতনায় অবস্থিত হইয়াছে। সময়ের অগ্রপশ্চাদ্ নিবন্ধন এবং আবাস-পরিবর্ত্তন জন্য তাহারা প্রধান শাখার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই।

জাটদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমান। মুসলমানগণ বলে, তাহারা গজনী হইতে ভারতে আগমন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও সিন্ধুপ্রদেশীয় অনেক জাট মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী নহে; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণ হিন্দুমতানুযায়ী নহে। ইহাদের বিশ্বাস—বিশ্বজননী ভবানী এক জাট কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে ইহারা সেই ভবানীর আরাধনা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের অন্য কোন বিধান গ্রাহ্য করে না। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় ইহাদের আস্থা অতি অল্প। একমাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইহারা বিশেষ অনুরক্ত। এই জাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে পাত্র ও পাত্রীর মস্তকোপরি কেবলমাত্র একটী চাদর দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহপ্রথাকে 'চাদর-চলন' কহে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প; অর্থ দ্বারা পাত্রী ক্রয় করিতে হয়; এই অসুবিধার জন্যই বোধ হয় ভ্রাতৃপত্নী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। পঞ্জাবের মুসলমান জাটগণ ভরৈচ এবং গণ্ডাল নামক দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। গুজরাট এবং শাহপুরে গণ্ডাল বংশীয়দিগের সংখ্যা অধিক—ইহারা অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহসী এবং বলিষ্ঠ, ইহারা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে ও তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত করে। গুজরাট ও তন্নিকটবর্ত্তী জাটগণ বিতস্তা নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বরা প্রদেশকে 'হিরাট' কহিয়া থাকে। এই জন্য ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই দেখিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার আদিম অধিবাসী বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু জাটদিগের ভাষার সহিত আর্য্যদিগের ভাষার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, ইহারা পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। যদি জাটগণ সিদীয় জাতি সমুদ্ভূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাষা কিরূপে বিলুপ্ত হইল?

মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অন্যান্য রাজপুতদিগের ন্যায় জাটগণও রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় অনেকেই কৃষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভরতপুর ও ঢোলপুর দুইটীই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান জাটগণ একত্র অবস্থিতি করে এবং সেই জন্যই তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। লাহোর ও শতদ্রুর উচ্চভাগস্থ জাটগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ এবং অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু জাঠগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ বিভিন্ন। ইহারা প্রায় সকলেই শিখধর্ম্মাবলম্বী। দিল্লী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের জাটদিগের সকলের উপাধি সিংহ নহে, তাহাদের কাহারও কাহারও উপাধি মল্ল। সিন্ধুপ্রদেশীয়

জাটগণ কৌম নামে খ্যাত ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী; ভূমিকর্ষণ, পশ্বাদিপালন প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যাহার নিজের জমী না থাকে, সে কোন জমীদারের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বেতন স্বরূপ কিছু কিছু ফসল প্রাপ্ত হয়। ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি। এই প্রদেশীয় জাটরমণীগণ সৌন্দর্য্য ও সতীত্বের জন্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুরুষদিগের ন্যায় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী। ইহারা সাংসারিক অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে। কচ্ছ প্রদেশীয় জাটগণ প্রায় সকলেই উষ্ট্র-ব্যবসায়ী। হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটী বিবাহ করে, কিন্তু পুত্রাদি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। মিরাট অঞ্চলের জাটগণ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, ধীর ও পরিশ্রমী। সাধারণতঃ ইহারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু প্রতিহিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ধারণ করে। সর্দ্দারের আদেশে ইহারা কোনকার্য্য করিতেই পরাঙ্মুখ নহে। ইহাদের অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। ইহারা হিন্দু বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিধারী জাটগণই জাটদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা অতিশয় লম্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, শ্মশ্রু দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখশ্রী অতিশয় শোভনীয়। পার্ব্বতীয় পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামকুশল। ইহারা কৃষিব্যবসায়ী, কঠিন পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী। অনেক জাটরমণী লিখিতে ও পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে; একস্থানের শস্য শকটে করিয়া অন্যস্থানে লইয়া যায়। ইহারা ভূমির সত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে। যে স্থানে জাটগণ বাস করে, তথায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী আছে। কিন্তু সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র; তবে পতিত জমী, গবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানুসারে কোন কার্য্য হয় না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ করে। আধুনিক মরাজরাজ্যের ন্যায় পূর্ব্বে রাজপুতানায় জাটগণের মধ্যে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত; ইহারা নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখায় বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসায়ী জাটের বাস। পঞ্জাবী ভাষায় জাট, জমিদারী ও কৃষক এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক। টড প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে মহারাজ রণজিৎসিংহ জাটবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আয়োদীবংশীয় জাটগণ পাণিপথ ও সোণপথ নামক স্থানে বাস করে; ইহাদের উপাধি মালিক। এই জন্য এই জাতীয় জাটগণ বংশগৌরবে অন্যান্য জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাচগন্ধব এবং গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে অনেক জাটের বাস আছে এবং ইহাদের ভাষা অন্যজাতির ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। জেলপ্রদেশীয় জমিদারগণ জাটবংশীয়। ইহারা কোন স্থানে যাইবার কালে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয় ও বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অর্দ্ধনগ্ন তরবারী হস্তে অনেক জাটকে দুর্ব্বল বলীবর্দ্দে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখা যায়। জাটগণ কাচগন্ধবপ্রদেশে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে; এই জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে তাহারা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। আলিগড়ের জাটদিগের সহিত রাজপুতদিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের বিরোধ এত প্রবল যে, এই দুই-জাতি কখন এক গ্রামে বাস করে না। অমৃতসরের শিখ জাঠগণ অতিশয় সাহসী ও কার্য্যক্ষম। ইহাদিগের ন্যায় সাহসী ও যোদ্ধা জগতে অতি বিরল। জাটদিগের বীরত্বের দুই একটী বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে জাটগণ রামগড় অধিকার করে এবং উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কোল নাম রাখে। আলিগড়ে শাসনী নামক স্থানে জাটগণ একটী মৃণ্ময়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।



জাট জাতি।

আফগানস্থানেও জাটদিগের বসতি আছে; তাহারা তথায় গুর্জ্জর নামে পরিচিত। জাটদিগের সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী নহে; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুসলমান ও কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়মে

তত আস্থা ছিল না বলিয়াই মহাত্মা নানক অতি সহজেই তাহাদিগকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জাটতুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জাটতুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জাটালি (স্ত্রী) কিংশুক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষভেদ, মোখা।

জাটালিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অ°)

জাটাসুরি (পুং) জটাসুরস্য অপত্যং ইঞ্। জটাসুরের পুত্র।

"জাটাসুরিভৈমসেনিং নানাশস্ত্রৈরবাকিরৎ।" (ভারত ১।৭৫ অঃ)

জাটি (দেশজ) যাণিযন্ত্রের চুঙ্গি বা নল।

জাটিকায়ন (পুং) অথর্ব্ববেদের এক ঋষি।

জাটিলিক (পুং, স্ত্রী) জটিলিকায়াঃ অপত্যং, শিবাদিত্বাদণ্। জটিলিকার পুত্র। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্।

জাঠ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী জায়গীর। অক্ষা° ১৬° ৫৫´ হইতে ১৭° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ১´ হইতে ৭৫° ৩১´ পূঃ। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই অনুর্ব্বর। মধ্যে এবং পূর্ব্বভাগে বড় নদী তীরস্থভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। দেশে কৃষিকার্য্যে কাহারও বিশেষ মনোযোগ নাই, কিন্তু পশুপালকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাণে গোমেষাদি বিক্রয় হয়। শস্যের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার প্রধান। তদ্ভিন্ন কার্পাস, গোধূম, ছোলা, কুসুমফুল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জাঠ জমিদারীর মধ্যে ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার রাজা মহারাষ্ট্রক্ষত্রিয়। তাঁহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি জায়গীরদার। দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দারগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। সাতারাস্থিত একজন পলিটিকাল এজেন্টের সাহায্যে ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। জাঠের জায়গীরদার প্রতিবৎসর ৬৪০০৲ টাকা গবর্মেণ্টে জমা দিয়া ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে পারেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে সর্‌দেশমুখী বলিয়া ৪৪৮০৲ টাকা কর দিতে হয়। জাঠ পূর্ব্বে সাতারারাজের অধীন ছিল।

২ পূর্ব্বোক্ত জাঠ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৬´ পূঃ। এই নগর সাতারা হইতে ৯২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

জাঠর (পুং) জঠরে ভবঃ অণ্। জঠরস্থিত পাচক অগ্নি ভক্ষণের পর যে অগ্নি সমস্ত দ্রব্য পরিপাক করে।

"জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।" (সুশ্রুত)

২ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৬ অ°)। জঠরস্য ইমাং তস্যেদং ইতি অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জঠর সম্বন্ধীয়।

"ত্বচং বিচ্ছেদজাঠরীং"। (মার্ক° পু° ২।৩৭।)

জাঠর্য্য (ত্রি) জঠরে ভবঃ জঠর-ঞ্য। জঠররোগবিশেষ, উদররোগ, অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না।

"এতন্নবায়সং এতেন জাঠর্য্যং ন ভবতি সন্নোঽগ্নি আপ্যায্যতে" (সুশ্রুত)

জাড় (দেশজ) ঠাণ্ডা। শীত।

জাড়কাঁটা (দেশজ) জিহ্বারোগবিশেষ। ইহাতে জিহ্বায় কাঁটা দেয়।

জাড়মোনাল (হিন্দী) তিত্তির জাতীয় বন্য পক্ষীবিশেষ। (Tetragallus Himalayensis) ইহাদের বর্ণ ধূসর এবং পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ ঈষৎ ধূমল রেখাঙ্কিত। পুচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের ক্ষুদ্রপাখা প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। কণ্ঠ ও কপোলের নিম্নভাগ শুভ্রবর্ণ। পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪০ ইঞ্চ হয়। এক একটা ওজনে প্রায় ৩৴, ৩৷৹ সের হইয়া থাকে।

হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্ব্বত্র ইহারা বাস করে। পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতশৃঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। শীতকালে অত্যন্ত তুহিনপাতের সময় ইহারা বাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু শীতাবসানে আবার ঠিক পূর্ব্বনিবাসে ফিরিয়া আইসে।

এই পক্ষী ৫টা হইতে ৩০টা পর্য্যন্ত দলবদ্ধ থাকে। কখন দুই এক জোড়া পৃথক্ দৃষ্ট হয়। ইহারা মনুষ্য দেখিলে একবারেই ভয়ে উড়িয়া পলায় না। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এককালে বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে। শিকারীগণ সহজে ইহাদিগকে মারিতে পারে না।

জাড়ব (পুং স্ত্রী) জড়স্যাপত্যং জড়-আরক্। জড়ের পুত্র।

জাড়া, কচ্ছপ্রদেশীয় জাড়েজা রাজবংশের জনৈক রাজা। ইহার নামানুসারেই তৎপুত্র লাখ নিজ বংশের নাম জাড়েজা রাখেন। [কচ্ছ দেখ।]

২ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত পূর্ব্ববঙ্গের একটী গ্রাম।

জাড়া (দেশজ) শীত। ফুরান।

জাড়ি (দেশজ) ১ শীতপ্রকার। ২ যুক্ত।

জাড়িঘ্য (দেশজ) জাড়কাঁটা।

জাড়িবেঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার ভেক।

জাড়েজা, কচ্ছপ্রদেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুত রাজবংশ। ইহারা আজিও কচ্ছপ্রদেশের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছেন। জাড়েজাগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে শম্মাবংশ-সম্ভূত বলিতেন। জাড়েজাবংশ আবার প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে দেদা, হোথি, গঞ্জন, অবড়া, মোড়, হালা, বুভট্টা

প্রভৃতি বহুতর শাখাতে বিভক্ত। জাড়েজাদিগের বংশাবলী ও ইতিবৃত্ত [কচ্ছ শব্দে দেখ।]

জাড়েরাণা, একজন প্রাচীন নৃপতি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে পারসীগণ সর্ব্বপ্রথম সঞ্জানে আগমন করিয়া ১৫টী সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়াছিল। পারস্য গ্রন্থে এই নৃপতির নাম জাড়েরাণা লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন, ঐ জাড়েরাণা সম্ভবতঃ অণহিল্লবাড় পত্তনের অধীশ্বর জয়দেব বা বাণরাজা হইবেন। এই বাণরাজা ৭৪৫ হইতে ৮০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জাড্য (ক্লী) জড়স্য ভাবঃ জড়-ষ্যঙ্। ১ জড়তা, স্তম্ভ।

"বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে।" (পঞ্চদশী ৬।৯৬)

২ মূর্খতা। (হেম) ৩ আলস্য, পরিশ্রমাদি দ্বারা জৃম্ভাদিযুক্ত শারীরিক অবস্থাবিশেষ।

"আলস্যশ্রমগর্ভাদ্যৈঃ জাড্যং জৃম্ভাসিতাদিকৃৎ।" (সাহিত্যদ°)

৪ অবিবেকরূপ দুঃখ।

"দুঃখাদুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ।" (সাংখ্যসূ° ১।৮৪)

'জাড্যবিমোকঃ অবিবেক নিবৃত্তিঃ দুঃখবিমোকঃ' (বিজ্ঞানভিক্ষু) যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মাদি জাড্যবিমোক অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না।

জাড্যারি (পুং) জাড্যস্য অরিঃ-৬তৎ। জম্বীর, জামীর। (রাজনি°)

জাত (ত্রি) জন-কর্ত্তরি ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ ব্যক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ জন্ম। ৪ পারিভাষিক পুত্রবিশেষ। জাত, অনুজাত, অতিজাত, ও অপজাত এই চারি প্রকার পারিভাষিক পুত্র।

"জাতঃ পুত্রোঽনুজাতশ্চ অতিজাতস্তথৈব চ।
অপজাতশ্চ লোকেঽস্মিন্ মন্তব্যাঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ।
মাতৃতুল্যোগুণোজাতস্তনুজাতঃ পিতুঃ সমঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৪১)

মাতৃতুল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বলা যায়।

৫ প্রশস্ত। ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

জাতক (ক্লী) জাতং জন্ম তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ইত্যণ্ ততঃ স্বার্থে কন্ বা জাতেন শিশোর্জন্মনা কায়তি কৈ-ক। জাত বালকের শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ, জাতকদীপিকা, জাতকামৃত, জাতকতরঙ্গিণী, জাতককৌমুদী, জাতকরত্নাকর, জাতকসার, জাতকার্ণব, জাতকচন্দ্রিকা, লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিঃগ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে জাত বালকের লগ্নরাশি, হোরা, দ্রেক্কান প্রভৃতি এবং তাহাতে জন্মাইলে বালকের শুভ কিম্বা অশুভ হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিস্ফুট ভাবে লিখিত আছে।

২ বৌদ্ধগ্রন্থবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক এক জন্মের বিবরণ। বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা ৫৫০। বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তী অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্যগণকে মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, ৫৫০ পূর্ব্ব জন্মে যে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ ৫৫০ জাতকে গল্পচ্ছলে বলিয়া যান। বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলিয়া বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রন্থকে পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এখন এই কয়খানি প্রচলিত—অগস্ত্য, অপুত্রক, অধিসহ শ্রেষ্ঠী, আয়ো, ভদ্রবর্ণীয়, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য্য, দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কাল্মষপিণ্ডি, কুম্ভ, কুশ, কিন্নর, মহাবোধি, মহাকপি, মহিষ, মৈত্রিবল, মৎস্য, মৃগ, মঘাদেবীয়, পদ্মাবতী, রুরু, শক্র, শরভ, শশ, শতপত্র, শিবি, শ্রেষ্ঠী, সুভাস, সুপারগ, সুতসোম, শ্যাম, উন্মাদয়ন্তী, বানর, বর্ত্তকপোত, বিশ, বিশ্বন্তর, বৃষভ, ব্যাঘ্রী, যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুষ্কর ইত্যাদি।

এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত। অনেকগুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই সকল জাতক প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বা ঈসপের গল্পের ন্যায়। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্পগুলিকে বিকৃত করিয়া বৌদ্ধদিগের মতানুযায়ী করা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম (ক্লী) জাতস্য জাতে সতি বা যৎকর্ম্ম। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, সন্তানের জন্মকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। জাতকর্ম্মের বিধান ভবদেবে এই প্রকার লিখিত আছে।

পুত্র জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ দিবে। পিতা পুত্র জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া, "নাভিং মাকৃন্তত স্তনঞ্চমাদত্ত।" নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তন দান করিও না, এই কথা বলিয়া সবস্ত্র স্নান করিবে। কৃতস্নান হইয়া যথাবিধি ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় ও ষোড়শমাতৃকা পূজা, বসুধারা ও নান্দীশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। পরে একখানি শিলা উত্তমরূপে ব্রহ্মচারী কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুতস্বাধ্যায় শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা ধুইয়া ব্রীহি যব দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "কুমারস্য জিহ্বাং নির্ম্মাষ্টি ইয়মাজ্ঞা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে সুবর্ণ দ্বারা ঘৃত লইয়া যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে "নাভিং কৃন্তত, স্তনঞ্চ দত্ত" নাভিচ্ছেদ কর, স্তনদান কর এই আজ্ঞা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন। পুত্রের পিতা পুত্র জন্মাইবার সময় যদি অন্য অশৌচ থাকে, তাহা হইলেও তিনি এই জাতকর্ম্ম করিতে পারিবেন।

"অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।
কর্ত্তব্যাকৌলিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিবার অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতকর্ম্ম নাভিচ্ছেদের পূর্ব্বে করিতে হয়।

"প্রাক্‌নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়াত" (মনু)

'নাভিবর্দ্ধনাৎ নাভিসম্বন্ধাৎ নাড়ীচ্ছেদনাৎ।' (টীকা) জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাতকর্ম্ম করিতে হইবে। আজকাল এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা স্রোতে এই সংস্কার লোপপ্রায়। [সংস্কার দেখ।]

জাতক্রিয়া (স্ত্রী) জাতস্য ক্রিয়া। জাতকর্ম্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ।]

জাতকাম (ত্রি) জাতঃ কামঃ যস্য বহুব্রী। জাতকামনা, যাহার কামনা জন্মিয়াছে।

জাতকোপ (ত্রি) জাতঃ কোপঃ যস্য বহুব্রী। জাতক্রোধ, যাহার ক্রোধ হইয়াছে।

জাতপুত্র (ত্রি) জাতঃ পুত্রঃ যস্য বহুব্রী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতমাত্র (ত্রি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ।

"জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং রোগঞ্চ প্রশমং নয়েৎ॥" (পঞ্চত° ১।২৬৪)

জাতরূপ (ক্লী) জাতং প্রশস্তং প্রাশস্ত্যে জাতঃরূপপ্ প্রত্যয়ঃ। ১ সুবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তররবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) জাতং রূপং যস্য বহুব্রী। ৩ উৎপন্নরূপ, উৎপন্ন মূর্ত্তি।

"ন জাতরূপচ্ছদজাতরূপতা" (নৈষধ ১।১২৯)

জাতরূপময় (ত্রি) সুবর্ণময়। (ঐত° ব্রা° ৮।১৩)

জাতরূপশিল (পুং) একটী সুবর্ণময় জনপদ। (রামায়ণ)

জাতবাসগৃহ [জাতবেশ্মন্ দেখ।]

জাতবিদ্যা (স্ত্রী) জাতে নিষ্পন্নে হোমাদৌ বিদ্যা বিদ্যতেহনয়া বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপিকা বাক্। হোমের পর প্রায়শ্চিত্ত-বোধক বাক্যবিশেষ।

"ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং" (ঋক্ ১০।৭১।১১) 'জাতে কর্ত্তব্যে প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিদ্যাং বেদত্রিত্রীং বাচং বদতি ব্রহ্মা হি সর্ব্বং বেদিতুং যোগ্যো ভবতি' (সায়ণ)

জাতবেদস্ (পুং) বিদ্যতে লভ্যতে, বিদ্-লাভে-অসুন্ বা জাতং বেদো ধনং যস্মাৎ। অগ্নি। মহাভারতে এই অগ্নির স্বরূপ এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—লোকদিগের পবিত্রকারক বলিয়া পাবক, হব্য বহন করে বলিয়া হব্যবাহন, বেদার্থের নিমিত্ত জন্মিয়াছে বলিয়া জাতবেদস্ নাম হইয়াছে।

"পাবনাৎ পাবকশ্চাস্মি বহনাদ্ধব্যবাহনঃ।
বেদস্বদর্থং জাতাঃ বৈ জাতবেদা স্ততোহস্মি॥" (ভা° ২।৩১।৪১)

"জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ।" (ঋক্ ৩।১।২০) জাত মাত্রই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্নির নাম জাতবেদা। জাতবিষয় সকল যিনি অবগত আছেন। "আদাব জাতবেদঃ" (ঋক্ ১।৪৪।১) 'জাতবেদঃ, জাতানাং বেদিতঃ' (সায়ণ)

'জাতবেদাঃ কস্মাজ্জাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যতে ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানো যৎ তজ্জাতঃ পশূন বিন্দত ইতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বং ইতি ব্রাহ্মণং। তস্মাৎ সর্ব্বানৃতূন্ পশবো অগ্নি মভি সর্পন্তি।' ৩ জাতপ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ সূর্য্য। "উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ" (ঋক্ ১।৫০।১) 'জাতবেদসং জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা' (সায়ণ) "পঞ্চমঃ পঞ্চতপসাং তপনো জাতবেদসাং"। পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যার মধ্যে তপনও একটী অগ্নিস্বরূপ। জাতানি সর্ব্বাণি কারণত্বেন বিদন্তি যং, বিদ্ জ্ঞানে-অসুন্। ৬ অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

"ওঁ পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জযান" (ভাগ° ৫।৭।১৪)

জাতবেদস (ত্রি) জাতবেদসঃ ইদং বাসদেবতা অস্য তাত-বেদস্-অণ্। অগ্নি সম্বন্ধীয়। "প্রনূনং জাতবেদসমশ্বং" (নিরুক্ত° ৭।২০) অগ্নিদেবতা সম্বন্ধীয় সাম বেদের ঋক্ মন্ত্রভেদ।

"তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে যত্তু কিঞ্চিদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসাং স্থানে যুজ্যতে।"

জাতবেদসী (স্ত্রী) জাতবেদস স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "উত্তরে জ্যোতিষি জাতবেদসী উচ্যতে" (ভারত ভীষ্ম)

জাতবেদসীয় (ক্লী) জাতবেদ সম্বন্ধীয়। (শতপ° ব্রা° ১৩।৫।১।১২)

জাতবেশ্মন্ (ক্লী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, আঁতুড়ঘর। (কথাসরিৎ ১৭।৬৭)

জাতস্নেহ (পুং) জাতঃ স্নেহঃ যস্য বহুব্রী। যাহার স্নেহ জন্মিয়াছে।

জাতাপত্য (পুং) জাতং অপত্যং যস্য বহুব্রী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতায়ন (পুং) জাতস্য গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য।

জাতি (স্ত্রী) জন-ক্তিন্। ১ জন্ম। ২ গোত্র। ৩ অশ্মন্তিকা। ৪ আমলকী। ৫ ছন্দোবিশেষ, ছন্দঃ দুইপ্রকার বৃত্ত ও জাতি, অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাত্রানুসারে হইলে জাতি হয়।

"বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ"। (ছন্দোম°) হ্রস্ব ও দীর্ঘানুসারে মাত্রা হয়।

"একমাত্রোভবেৎ হ্রস্বোদ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং।" (ছন্দোম°)

হ্রস্বস্বর একমাত্র, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র, প্লুতোস্বর ত্রিমাত্র, ব্যঞ্জন অর্দ্ধ-

মাত্র। যথা আর্য্যাজাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ-মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশমাত্রা, চতুর্থপাদে পঞ্চদশমাত্রা হইলে আর্য্যাজাতি হয়। ৬ জাতীফল। ৭ মালতী। (মেদিনী) ৮ বেদ-শাখাভেদ। ৯ ষড়্জাদি সপ্তস্বর। ১০ অলঙ্কারভেদ। ১১ চুল্লী। (শব্দার্থচি°) ১২ কাম্পিল্ল। (বিশ্ব)

১৩ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থকে জাতি বলে। বৈয়াকরণগণ বলেন শব্দ চারিপ্রকার। তন্মধ্যে জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জাতির লক্ষণ এইরূপ—

"আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্।
সকৃদাখ্যাতনিগ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ॥"

আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম জাতি। মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি এক কথা এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থ-টী সহজে বুঝিতে পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব প্রভৃতি হস্ত-পদাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি জানিতে না পারিলে মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব জানিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না, যেহেতু মনুষ্যের আর বৃক্ষের আকৃতি এক নহে। মনে কর যে ব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহা জানে না, তাহাকে বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হইবে। "যাহার শাখা, পল্লব ও বল্কলাদি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে।" সুতরাং সে ব্যক্তি শাখা পল্লবাদি আকৃতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষত্ব জানিতে পারিল।

আকৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অথবা ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব প্রভৃতি জানিতে পারা যায় না, এই জন্য দ্বিতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

"লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্।"

যাহারা সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে যাহাদের শব্দরূপ হয় না তাহারাও জাতি। যথা—ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। এই সকল শব্দের কোন পুংলিঙ্গে আর স্ত্রীলিঙ্গেই রূপ হইয়া থাকে। এই লক্ষণানুসারে দেবদত্ত কৃষ্ণ-দাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী সংজ্ঞাশব্দগুলিও জাতিবাচক হইতে পারে, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে বলা হইতেছে। "সকৃদাখ্যাত নিগ্রাহ্যা।"

একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। দেবদত্ত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী হইলেও কেবল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নহে।

বেদৈকদেশ ক্রিয়াবাচক কঠাদি শব্দ এবং গার্গ, গার্গী প্রভৃতি অপত্য প্রত্যয়ান্ত ত্রিলিঙ্গভাগী শব্দ সকল জাতিবাচক করিবার জন্য তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

"গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।"

বেদৈকদেশ কঠাদি শব্দ ও অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দও জাতিবাচক হইবে।

মহাভাষ্যে জাতির লক্ষণান্তর কথিত হইয়াছে—

"প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপদ্গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥"

কোন পণ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটী অনুগত ধর্ম্ম আছে তাহাই জাতি এবং ব্রহ্ম।

"সম্বন্ধভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমাগবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ।
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্তলাদয়ঃ॥"

গো প্রভৃতি নিখিল পদার্থ সম্বন্ধভেদে যে 'সত্তা' রূপ একটী পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাতেই সকল শব্দ অবস্থিত। এই জাতিই ধাত্বর্থ ও প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া বুঝিতে হয়। ইহা নিত্য ও আত্মস্বরূপ, ত্ব তল্ প্রভৃতি ভাবার্থক প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে। কেবল জাতিই এক ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য।

"অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতাঃ।"

অনেক ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত জাতিকে স্ফোট বলা হয়। শব্দ দুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্দ এক মাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্য শব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটী বর্ণ স্বরূপ যে অগ্নি শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল চারিটী বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলে বহ্নির বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটী বর্ণ মিলিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এ কথা বলা নিতান্ত ভুল, যে বর্ণ সকল আশুবিনাশী (পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়), সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্র অবস্থান সম্ভবে না। ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমত স্ফোটের অভিব্যক্তি

অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে। পরে স্ফুটতা (স্ফোট) দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

"কৈশ্চিদ্ ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ।"

ব্যক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করেন। জাতিকে যে স্ফোট বলা হইয়াছে, তাহা বাচ্য বাচকের একত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৪ নৈয়ায়িক মতে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ পদার্থ। গৌতম সূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সমানা প্রসবাত্মিকা।" (গৌ° ২।১৩৪)

'সমানঃ সমানাকারকঃ প্রসবো বুদ্ধিজন ন মাত্মস্বরূপং যস্যাঃ সা, তথা চ সমানাকারবুদ্ধিজননযোগ্যত্বমর্থঃ।' (গৌ-বৃ° ২।১৩৪)

যে পদার্থ সমান জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। উদাহরণ—মনুষ্যত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি।

মনে কর একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্র, এই উভয়কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিরূপে সমান বা এক বলা যায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, শূদ্রেরও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পূজা করেন, শূদ্র তাঁহার সেবা করে। ব্রাহ্মণের গলায় যজ্ঞোপবীত, শূদ্রের গলায় মালা, তবে এই স্থলে মনুষ্যত্ব লইয়া উভয়কে সমান বা এক বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব উভয়েই আছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব জাতি হইল।

সমান জ্ঞান যে জন্মায়, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির অপর নাম সামান্য। জাতি বলিলে যাহাকে বুঝিতে হইবে, সামান্য বলিলেও তাহাকেই বুঝিতে হইবে।

এই জাতির অনেক প্রকারলক্ষণ ও নানাপ্রকার ভেদ আছে। "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।" (গৌ° ১।৫৮) 'প্রযুক্তে হি হিতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে সা জাতিঃ স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্ভঃ প্রতিষেধঃ ইতি। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যস্যোদাহরণসাধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু রিত্যস্যোদাহরণবৈধর্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানং। প্রত্যনীকভাবাজ্জায়মানোঽর্থো জাতিঃ।' (বাৎস্যায়ন।১।২৫৯।)

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে দোষ কথন, তাহার নাম জাতি। "ছলাদি ভিন্ন দূষণা মর্থ মুত্তরং" ছলাদি ব্যতিরেকে দোষের যে অযোগ্য, তাহার নাম জাতি।

"স্বব্যাঘাতকমুত্তরং" (গৌবৃ° ১।৫৮) স্বপ্রতিবন্ধক উত্তরের নাম জাতি।

বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া যদি তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে, যথা—হরিপ্রসাদমহংভক্ষয়ামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিষ্ণুরূপ তাৎপর্য্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া বানররূপ অর্থকল্পনাপূর্ব্বক, "কি! তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর" ইত্যাদি দোষারোপ করা। এই প্রকার বাক্ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল রহিত অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদি কর্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ, অথবা নিজ মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে, এই জাতি পদার্থ ২৪ প্রকার। যথা—

"সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণহেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধিনিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ॥" (গৌ° সূ ৫।১)

সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, হেতুসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম, কার্য্যসম এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার জাতি। গৌতম সূত্রে, তর্কভাষা এবং তর্কদীপিতেও উক্তপ্রকার জাতির বিবরণ লিখিত আছে।

প্রভাকর মতে—আকৃতি দ্বারা ব্যঙ্গপদার্থকেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, গুণত্বাদির জাতিত্ব স্বীকার করা হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে গুণত্ব প্রভৃতিও জাতি হইয়া থাকে। তর্কপ্রকাশিকাতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হইয়াছে—"নিত্যাঽনেকসমবেতম্।"

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগ্‌ভাবরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে পদার্থ সকলে বর্ত্তমান আছে, তাহাকে জাতি বলে। যথা দ্রব্যত্ব গুণত্ব, ঘটত্ব, কর্ম্মত্ব ইত্যাদি।

দেখ—ঘটত্ব অর্থাৎ ঘটগত যে একটী বিলক্ষণ ধর্ম্ম আছে, তাহা নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটত্ব নষ্ট হয় না। ঘটত্ব নিখিল ঘটেই বিদ্যমান, যেহেতু একটী ঘট দেখিয়া আবার আর একটী ঘট দেখিলেও ঘট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই ঘটত্ব ঘটসমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ঘটত্বজাতি হইল (১)। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ঐরূপই জাতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।"

সামান্য অর্থাৎ জাতি দুই প্রকার, পরজাতি ও অপর-

(১) "ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়প্রকীর্ত্তিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জাতি। ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, আর অদ্যাপি জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যগুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থত্রয়ে যে সত্তা আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সত্তাজাতি কখনও অপরা জাতি হয় না, ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি যে জাতি, ইহারা অপরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, ইহারা কখনও পরা হয় না। কিন্তু দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি পরা অপরা উভয়ই হয়।

"দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্ত সত্তা পরতয়োচ্যতে।
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্ত পরাপরতয়োচ্যতে।" (ভাষাপরি°)

দ্রব্যত্বজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, সুতরাং অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া পরা হয়।

"যচ্চ কেষাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎসামান্য-বিশেষো জাতিঃ।" (বাৎস্যা° ২।২।৭১)

বাৎস্যায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্যবিশেষের নাম জাতি। উদাহরণ গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের মতে, ছয়টী ভাবপদার্থের অন্যতম এক পদার্থ জাতি। (বৈশেষিক)

অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা সামান্য ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্য আবার পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ।

জাতি, জাতি বলিলে এদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বুঝায়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ চারিবর্ণের বাস, এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা সংগঠিত। ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ জাতিকর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। এরূপ অনিবার্য্য জাতিভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

উৎপত্তি। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে, আমরা সর্ব্ব প্রথম চারিজাতির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, তাহা এই—

A—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"(ঋক্ ১০।৯০।১১-১২)

যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাঁহাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল, বাহু, উরু ও পদদ্বয়ই বা কি হইল? ইঁহার মুখে ব্রাহ্মণ ছিল, বাহুযুগলই রাজন্য করা হইল, যাহা হইতে বৈশ্য, তাহাই ইঁহার উরুযুগল এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাজসনেয়সংহিতা (৩১।১১) এবং অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) ঐ পুরুষসূক্ত আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই ঋক্‌সংহিতার সহিত মিল আছে, কেবল অথর্ব্ববেদে "উরূ" স্থানে "মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে) একটু বিশেষ করিয়া লিখিত আছে—

B—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বস্জত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যামুখতোহস্জ্যন্তোরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতান্বস্জ্যত ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যাবন্তো বীর্য্যাধ্যস্জ্যন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবাদেবাতা অন্বস্জ্যন্ত জগতীচ্ছন্দোবৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নধানাধ্য স্জ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াং সোহন্যোভূয়িষ্ঠাহি দেবতা অন্বস্জ্যন্ত পত্ত একবিংশং নিরমিমীততমনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অন্বস্জ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেনবক্লপ্তো ন হি দেবতা অন্বস্জ্যত তস্মাৎপাদাবুপজীবতঃ পত্তোহস্জ্যেতাং।" (৭।১।১।৪-৯)

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি জন্মিব'; তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, রথন্তরসাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে সৃষ্ট বলিয়াই তাহারা মুখ্য। বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ, বৃহৎসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজন্য এবং পশুগণের মধ্যে মেষ সৃষ্ট হইল, বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা বীর্য্যবান্। মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুগণের মধ্যে গো'ণ সৃষ্ট হইল; অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অন্নবান্; ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন, পরে অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ, বৈরাজসাম, মনুষ্যগণের মধ্যে শূদ্র ও পশুগণের মধ্যে

অশ্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শূদ্রই ভূতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) শূদ্র যজ্ঞে অনুপযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর কোন দেবতা সৃষ্ট হয় নাই। পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ে (অশ্ব ও শূদ্র) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে।

বাজসনেয়সংহিতায় আবার অন্য স্থলে লিখিত আছে—

C—"তিসৃভিরস্তুবত ব্রহ্মাসৃজ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ" ১৪।২৮। পঞ্চদশভিরস্তুবত ক্ষত্রমসৃজ্যতেইন্দ্রোঽধিপতিরাসীৎ। (১৪।২৯) নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাম্।" (১৪।৩০)

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা স্তব করায় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, ব্রহ্মণস্পতি অধিপতি হইলেন। (হস্ত ও পদাঙ্গুলি দশ, করযুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির ঊর্দ্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল; ইন্দ্র অধিপতি হইলেন। (এবং দশাঙ্গুলি ও শরীরের ঊর্দ্ধাধস্থ ছিদ্ররূপ নব প্রাণ এই) উনিশ দিয়া স্তব করিলে শূদ্র ও বৈশ্য সৃষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন। (মহীধর)

D—অথর্ব্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে—

"তদ্‌যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ। শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েত্তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে ॥ অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ চোদতিষ্ঠতাং।"

(অথর্ব্ব ১৫।১০।১-৩)

যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথিরূপে আগমন করেন, আপন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সম্মান করাই শ্রেয়। এরূপ করিলে তাঁহার রাজসম্মান বা রাজ্যের কিছুই হানি হয় না। এই (ব্রাত্য) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

E—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে—

"সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ ॥" (৩।১২।৯।২)

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন। আবার যজুর্বেদকেও ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

F—শতপথব্রাহ্মণে আবার লিখিত আছে—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্। এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্‌ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্।" (২।১।৪।১৩।)

"ভূঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়া ছিলেন, 'ভুবঃ' এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং স্ব এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

G—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এক স্থানে লিখিত আছে—

"দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অসুর্য্যো শূদ্রঃ।" (১।২।৬।৭)

দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং অসুর হইতে শূদ্রবর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার অন্য স্থানে লিখিত আছে—

"অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রঃ।" (৩।২।৩।১।)

অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

এই ত গেল বেদের কথা। মনুসংহিতা, কূর্ম্মপুরাণ ও ভাগবতপুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারিজাতির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ লক্ষিত হয়।

H—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দৃষ্ট্বা সিদ্ধিন্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে ॥
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ* পরস্পরম্ ॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণান্ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥
যে চান্যেঽপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ম্মসংস্থিতাঃ।
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ ॥
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্।
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ ॥
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ।
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ ॥" (৮।১৫৪-১৬০)

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভূ তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান" এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ; যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে "যথা ন্যায়ং" এইরূপ পাঠ আছে।

বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

I—বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণিত আছে। হরিবংশে লিখিত আছে—

"ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণু যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥
অক্ষরাদ্ব্রাহ্মণঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রাঃ ধূমবিকারতঃ॥
শ্বেতলোহিতকৈ র্বর্ণৈঃ পীতৈ র্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্বর্ত্তিতাঃ বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুণা॥
ততো বর্ণত্বমাপন্নঃ প্রজাঃ লোকে চতুর্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥
ততো নির্ব্বাণসম্ভূতাঃ শূদ্রাৎ কর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
তস্মাদ্নার্হন্তি সংস্কারং ন হ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে॥"

J—আবার মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাসৃজৎ প্রভুঃ॥
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানাং উরুতঃ শতম্।
পদ্ভ্যাং শূদ্রশতঞ্চৈব কেশবো ভরতর্ষভ॥"

হে যুধিষ্ঠির! তখন পুনরায় কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে শত বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শত শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে সকল মত উদ্ধৃত হইল, তাহার পরস্পর প্রায় বিরোধ, এরূপস্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না কিরূপে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল। তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির প্রসঙ্গ আছে, তখন বহুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগসঃ।" গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগানুসারেই আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

বাস্তবিক যখন বৈদিক আর্য্যগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় যাহাতে সমাজে কোন বিশৃঙ্খল উপস্থিত না হয়, সকল লোকেই গুণ ও কর্ম্মানুসারে নিযুক্ত থাকে, এই ভাবিয়াই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই প্রাচীনতম রাজগণের বংশাবলী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে পূর্ব্বকালে ব্যক্তিগত গুণকর্ম্মানুসারেই জাতি নির্ণীত হইয়াছিল।

এইরূপ নানা পুরাণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণ হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণ আবশ্যক নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি।

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। ভগবান্ মনুর দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর ৫ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ* হইতে চাতুর্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্মগ্রহণ করেন। "গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।" (বিষ্ণুপু° ৪।৮।১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি জন্মে।

"পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।" (হরিবংশ ২৯ অঃ)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটী আছে। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বৎসস্য বৎস্যভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।"

বৎস্য হইতে বৎস্যভূমি এবং ভার্গব হইতে ভর্গভূমি। ভার্গ-

---

* এই গৃৎসমদ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। সায়ণাচার্য্য দ্বিতীয় মণ্ডলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদঃ ঋষিঃ। স চ পূর্ব্বমঙ্গিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্র সন্ যজ্ঞকালেঽসুরৈ গৃহীতঃ ইন্দ্রেণ মোচিতঃ। পশ্চাত্তদ্বচনেনৈব ভৃগুকুলে শুনকপুত্রো গৃৎসমদনামাঽভূৎ। তথা চানুক্রমণিকা "যঃ আঙ্গিরস শৌনহোত্রে ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি। "গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গতঃ। শৌনহোত্রো প্রকৃত্যা তু যঃ আঙ্গীরস উচ্যতে।"

এই মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বে আঙ্গিরসবংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, অসুরেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ইন্দ্র তাঁহাকে মুক্ত করেন; পরে সেই দেবতার কথামত তাঁহার ভৃগুকুলে শুনকপুত্র গৃৎসমদ নাম হইল। সেই জন্য অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে 'গৃৎসমদ প্রকৃত আঙ্গিরসকুলে ও শুনহোত্রের পুত্ররূপে জন্ম হইলেও ভার্গব ও শুনকপুত্র হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মণ্ডল দেখিয়াছিলেন।

বের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অনু, অনু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই বলির স্ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র, এই পাঁচ পুত্র জন্মে, ইহারা বালেয় ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণ মতে সেই রাজা বলি হইতে চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়।

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ত্রিবর্ণের উৎপত্তি। প্রধান প্রধান পুরাণ মতে বিতথের পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোম্ব, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎসমতি। এই গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

"কাশকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ।
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম দুই বর্ণের উৎপত্তি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"বেনুহোত্রসুতাশ্চাপি গার্গ্যোনামা প্রজেশ্বরঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্তু বৎসো বৎসস্য ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।

বেনুহোত্রের পুত্র রাজা গার্গ্য, গার্গ্যহইতে গর্গভূমি ও বৎস্য হইতে ধীমান্ বৎস্য জন্মে। ঐ উভয়েরই পুত্রই সুধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—

"হরিতো যুবনাশ্বস্য হারিতা যত আত্মজাঃ।
এতেহ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, তৎপুত্রগণ হারিত। অঙ্গিরস পক্ষে ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণের (৪।৩।৫) টীকাকার ঐ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যতো হরিতাদ্ধারিতা অঙ্গিরসো দ্বিজা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ॥" হরিত হইতে অঙ্গিরস হারিতগণ, ইহারাই হারিতগোত্রপ্রবর।

ভাগবতে লিখিত আছে, পুরূরবার পুত্র আয়ু, তৎপুত্র রাভ, তৎপুত্র রভস, তাঁহা হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্মে। তাঁহার পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ জন্মে।

"রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ॥
তদ্গোত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ।" ৯।১৭।১০।

পুরু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে মহারাজ অপ্রতিরথ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়ন দ্বিজা বভূবুঃ।" (৪।১৯।২)

অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, তাঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতেও লিখিত আছে—

"সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ॥
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কণ্বাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
পুত্রোঽভূৎসুমতেরেভি দুষ্মন্তস্তৎসুতোমতঃ॥" ৯।২০।৭।

ভাগবতের মতে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন।

"অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।" ৯।২১।২১।

বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢ়ের ৭ম পুরুষে মুদ্গলের জন্ম, তাঁহা হইতে মৌদ্গল্য নামক ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

"মুদ্গলাস্যাপি মৌদ্গল্যা ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেহ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কণ্বমুদ্গলাঃ॥" (মৎস্য)

মৎস্যপুরাণে আরও লিখিত আছে—

"কাব্যানাস্তু বরাহ্যেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্ষয়ঃ।
গর্গাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্যা ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

গর্গ, সঙ্কৃতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই ৩ জন মহর্ষি ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। ভাগবত, বিষ্ণু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

"গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত।" ভাগ° ৯।২১।১৯।

গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্গ্যগণ জন্মলাভ করেন। সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা মহাবীর্য্য, তৎপুত্র উরুক্ষয়, এই উরুক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে, ত্রয্যারুণ, পুষ্করী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"উরুক্ষয়সুতঃ হেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।" (মৎস্যপুরাণ) ভাগবতের (৯।২১।১৯) টীকায় শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন—"যেহত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে।" এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়সন্তানই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় শব্দে তাঁহাদের অনেকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বিশ্বামিত্র, কৌশিক, কাণ্ব, আঙ্গিরস, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, কাণ্বায়ন, শুনক, হারিত প্রভৃতি অনেক গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষত্রোপেত-গোত্র অর্থাৎ সেই সেই ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে। সকল প্রধান পুরাণ মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণাবৈশ্যতাং গতঃ।" (ভাগ°৯।২।২৩)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ) লিখিত আছে—

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ব্রাহ্মণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও বেদের ঋষি বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে (১৩২ অঃ) বর্ণিত আছে—ভলন্দ, বন্দ্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্য বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

"ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা॥
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ।"

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে প্রকৃত গুণকর্ম্মানুসারেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে (১৪৩ অঃ) লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপ্যং নিসর্গাদ্ব্রাহ্মণঃ শুভে।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ।
কর্ম্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্ভ্রশ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
জ্যেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদ্ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি॥
যস্তু ব্রহ্মত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে।
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা।
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥…
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।"

(মহাদেব বলিতেছেন) 'হে দেবি! সহজে ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ। দুষ্কর্ম্মানুসারে দ্বিজ স্বধর্ম্মচ্যুত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া, (অতি যত্নে) রক্ষা করা বিধেয়। যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করে, সে আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া লোভ ও মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। বৈশ্যও শূদ্র হইতে পারে। ব্রাহ্মণও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের বনপর্ব্বেও (১৮০ অঃ) লিখিত আছে—

"সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতিঃ॥
বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্॥

সর্প উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির।
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ॥
তাভ্যাং হীনং পদঞ্চান্যন্নতদস্তীতি লক্ষয়ে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ন চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমতোঽন্যত্র পদং নাস্তীতি চেদপি॥
এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা॥
এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনং নাস্তি পদং ক্বচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্॥

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥"

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান্, আমায় বল কে ব্রাহ্মণ? আর জানিবারই বা কি আছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, নাগরাজ! স্মৃতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দ্দোষ, তপ এবং ঘৃণা, যাহাতে দেখা যায়, সেই ব্রাহ্মণ। দুঃখসুখবর্জ্জিত ব্রহ্মই জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না। আপনার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিলেন, চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য। শূদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা এবং ঘৃণা দৃষ্ট হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে সুখ দুঃখ নাই, এই দুইপদ-বর্জ্জিত (ব্রহ্ম ব্যতীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কোন শূদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, দ্বিজেও সেই সেই লক্ষণ আছে বটে। এরূপ স্থলে শূদ্রবংশ হইলে যে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর আপনি যে বলিলেন, সুখদুঃখ হীন কিছুই জানিবার নাই তাহা যথার্থ; যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। এইরূপ কোন পদই সুখদুঃখ হীন হইতে পারে না। আমারও এই মত। আপনি কি বিবেচনা করেন?

সর্প কহিলেন, রাজন্! যদি বৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণ হইল, তবে সে কৃতি না হইলে তাহার জাতি (জন্ম) বৃথা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প! এই মনুষ্যজন্মে সকল বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে। সকলের ভক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্মমৃত্যু এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত না মানবের বেদাধিকার জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে।*

* টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইতরস্তু ব্রাহ্মণপদেন ব্রহ্মবিদং বিবক্ষিত্বা শূদ্রাদেরপি ব্রাহ্মণত্বমভ্যুপগম্য পরিহরতি শূদ্রেস্বিতি। শূদ্রলক্ষ্যকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি ন ব্রাহ্মণলক্ষ্যকামাদিকং শূদ্রেস্বিতি ইত্যর্থঃ। শূদ্রোপি কামাদ্যপেতো ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যপেতঃ শূদ্র এব ইত্যর্থঃ।"

আবার শান্তিপর্ব্বে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

"অসৃজদ্ব্রাহ্মণানেবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্।
আচারঞ্চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুরমহোরগাঃ।
যক্ষ রাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজাস্তথা॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাংস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে॥
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং ন প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
স্বেদমাত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥

ভৃগুরুবাচ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তা স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥
ব্রহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থাস্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা॥
ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ॥
পিশাচা রাক্ষসা প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।
ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ ব্রূহি বদতাং বর॥
ভৃগুরুবাচ।
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ॥
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথো দ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
ক্ষেত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্যঃ ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে চৈতভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
স বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ), ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোগুণ), বৈশ্যগণ পীতবর্ণ (অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ) এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ) প্রাপ্ত হইল। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজন্! সকল মনুষ্যেইত সর্ব্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল বর্ণ (বা গুণ) দেখিয়া মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভৃগু কহিলেন, ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লোভ বশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকে, এই জন্য তপস্যা নষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ভৃগু কহিলেন, যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করে, তাহারাই শূদ্র। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত মহাভারতীয় প্রমাণ ও পৌরাণিক বংশবিবরণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে অতি পূর্ব্বকালে এখনকারমত জাতিভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্মদ্বারা তাহার জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইত। পূর্ব্বকালের লোকেরা পিতৃপুরুষের গুণ ও

কর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিত; এইরূপে এক এক বংশ বহুপুরুষ ধরিয়া একপ্রকার কর্ম্ম ও গুণশালী হইয়া একটা পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে চাতুবর্ণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রকৃত গুণকর্ম্ম অভাবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদানেও সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে ভারতে জাতি ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্যই এখন চাতুবর্ণের মধ্যে পূর্ব্বকালের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। [কোঙ্কণস্থ ও পুষ্কর ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চালর শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ভগবান্ মনুর মতে—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থঃ এক জাতিস্তু শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥" (১০।৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি, এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। মনুটীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—"পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত-জাত্যন্তর-ত্বান্ন বর্ণত্বম্।"

পঞ্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ দুই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিকে অশ্বতরাদির ন্যায় মাতা পিতা ছাড়া অন্য জাতিত্ব প্রযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য করা যায় না।

মনুর মতে—(১০।২০)

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।"

সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজাতিগণ নিয়মাদিহীন ও গায়িত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলে। শক, কম্বোজাদি পতিত ক্ষত্রিয়কে ব্রাত্য বলা যায়। [ব্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আবার মনু প্রকাশ করিয়াছেন—

"মুখবাহূরূপজ্জানাং যালোকে জাতয়োবহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তেদস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (১০।৪৫)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হয়, সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, তাহারা সকলেই দস্যু নামে গণ্য।

মন্বাদি স্মৃতিকারগণের মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও নীচ বর্ণের মাতা হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অনুলোম এবং নীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ণের মাতা হইতে যে পুত্র জন্মে তাহাকে প্রতিলোম বর্ণ সঙ্কর বলে, অনুলোম অপেক্ষা প্রতিলোম অতি হেয় বলিয়া গণ্য। ভগবান্ মনুর মতে অনুলোমগণ মাতৃদোষে দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হয়। শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া গণ্য। ব্রাত্যগণ প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঔর্দ্ধদৈহিকাদি পিতৃকার্য্যে অধিকারী হয় না।

আশ্বলায়ন স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ অনেক প্রকার জাতির উল্লেখ আছে। সেই সকল সঙ্কর জাতি হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। [সঙ্কর ও ভারতবর্ষ শব্দে সেই সেই জাতির নাম এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ও আচারব্যবহারাদি দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগকে আর্য্য, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে বৈদিককালে ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতির বাস ছিল। আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ এবং অনার্য্য বা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীগণ শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিলে অনেক আদিম অধিবাসী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারাও কর্ম্মানুসারে চাতুবর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কৃষ্ণবর্ণ আদিমজাতি আর্য্যগণের বিরোধী হইয়াছিল। তাহারা সকলেই শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। [বর্ণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপ আর্য্য হইতেও অনেক অনার্য্যজাতির উৎপত্তির কথা শুনিতে পাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।১৮) লিখিত আছে—"তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আশুঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ তদ্যে জ্যায়াংসো ন তে কুশলং মেনিরে। তাননু ব্যাজহারান্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি বিশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ তাহাতে (শুনঃশেপের অভিষেকে) ভাল বোধ করিল না। তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, "তোদের বংশধরেরা সকলেই নীচ জাতি হইবে।" তজ্জন্য বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিবগণ ভ্রষ্ট ও বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ দস্যু ভূয়িষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

শবর প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যগণ দ্রাবিড় শাখাসম্ভূত অনার্য্য জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আর্য্যজাতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপে জগতের বর্ণনির্ণয় করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীস্থ মানববর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের মুখশ্রী, দৈহিক উন্নতি, মস্তক-গঠন প্রভৃতি বাহ্য আকারের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে স্থানবিশেষের যাবতীয় লোকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই বৈষম্য ও সাদৃশ্য উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, যে সকল মানব যেরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোক হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগের আকারও তৎসদৃশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ পাঁচটী প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয় বা কাফ্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি দুইটীকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ককেসীয় জাতীয় লোকগণ পূর্ব্বে কাস্পীয় সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল স্থানে বাস করিত; মোঙ্গলীয়গণ আল্‌তাই পর্ব্বতের ভূভাগে এবং ইথিওপীয় অর্থাৎ নিগ্রো জাতি আত্‌লাস্ পর্ব্বতশৃঙ্খলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। এই সমস্ত জাতির আদিম বাসভূমি প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। যাহা হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি হইতে প্রধান দুইটী বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার এক শাখা আর্য্য, অপর শাখা সমিতিক (Semetic) নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু, পারসিক, আফগান, আর্ম্মাণী এবং প্রধান প্রধান যুরোপীয় জাতি আর্য্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সিরীয় ও আরবীয় জাতি সমিতিক শাখোৎপন্ন। আর্য্য ও সমিতিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জ্বল বর্ণের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই জাতীয় লোকদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি উচ্চ। ইহাদিগের মস্তকের গঠন সম্ভবমত পূর্ণ। ইহাদিগের শারীরিক আভ্যন্তরীন যন্ত্রগুলি পূর্ণভাবে কার্য্যকরী। আরবীগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহাদের রঙ্ ঈষৎ পিঙ্গল, কপালদেশ উচ্চ, চক্ষু দুইটী বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং ওষ্ঠ পাতলা। আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল। কেহ কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাখা হইতে য়িহুদিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আফ্রিকার মুরগণ ও কানানাইট (Cananite) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আত্‌লাস্ পর্ব্বতের উভয়পার্শ্বে তুয়ারিক নামক জাতি বাস করে। ইহারা যদিও আরবীয় অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত এবং ইহাদিগের রং ময়লা, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে ইহাদিগকে আরবীয় শাখোৎপন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যশাখোৎপন্ন মানবগণ প্রথমতঃ অক্সস্ নদীর তীরে বাস করিতেন। তাঁহারা তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়াছেন। একাংশ পারস্য দেশে ও অপরাংশ য়ুরোপভূমে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা কাশ্মীরের উত্তরে মধ্যএসিয়ার মধ্যে বাস করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় কতক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শব্দবিদ্যানুশীলন দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু, পারসিক, গ্রীক প্রভৃতি প্রধান প্রধান য়ুরোপীয়গণ সকলেই এক আর্য্যবংশসম্ভূত। আর্য্যশাখার যে সমস্ত লোক য়ুরোপখণ্ডে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক দল য়ুরোপের পশ্চিম প্রান্তে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহারা কেল্ট নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক আইরিস্, স্কট, ওয়েলস্ ও আরমোরিকগণ কেল্ট জাতি সমুৎপন্ন। আর একদল উত্তরখণ্ডে অবস্থিতি করেন, ইহারা জর্ম্মণ নামে বিখ্যাত। এই জর্ম্মণ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের অধিবাসিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন্ জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জর্ম্মণ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি টিউটন্ শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল লাটিন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া য়ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই লাটিন জাতি হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি। চতুর্থশাখা স্লাভোনীয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া য়ুরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। এই শাখা আবার দুইভাগে বিভক্ত, একভাগ হইতে পোল, বোহিমীয় প্রভৃতির উৎপত্তি, অপরভাগ হইতে রুষ ও সর্‌ভীয়দিগের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতিই এক ককেসীয় জাতি হইতে উৎপন্ন। ককেসীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক ও মুখাকৃতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ ডিম্বাকৃতি, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরু। ইহাদিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তি অতি প্রখর। ইহারা অতিশয় উন্নতিশীল। অন্যান্য জাতীয় লোক অপেক্ষা ইহারা অতিশয় উন্নত।


ককেসীয় জাতি।

মোঙ্গলীয়গণও পূর্ব্বে ককেসীয় জাতির নিকট আলতাই পর্ব্বতে বাস করিত। এই জাতীয় লোকও অতি ভ্রমণশীল। তাতার, মোঙ্গলীয়া, এসিয়াস্থ রুষিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ মোঙ্গলীয় জাতি-সম্ভূত। তুর্কীগণও এই জাতির এক শাখা হইতে উৎপন্ন। চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের উপকূলের অধিবাসিগণও মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভূক্ত। সাধা-

রণতঃ মোঙ্গলীয়দিগের রঙ্ অপক্ক জম্বাইফলের ন্যায়, কাহারও কাহারও রঙ্ প্রায় পীতবর্ণ; ইহাদিগের চুল কাল সোজা ও লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে। ইহাদিগের নাসিকা স্থূল, ক্ষুদ্র ও চেপ্টা। ইহাদিগের মস্তক আয়তাকার, পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ চৌরস্ এবং ললাটদেশ নিম্ন, চক্ষু ঈষৎ অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। এই জাতি অতিশয় অনুকরণপ্রিয়; নিজ বুদ্ধি বলে নূতন কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। ইহারা কৃষিকার্য্যে অতি পটু। নীতিজ্ঞানে অতিহীন। এই জাতির ভাষা অনুশীলন করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেশীয় জাতির ন্যায় দুইটী শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদিগের উৎপত্তি। চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগের সমস্ত কথাই একবর্ণিক।


মোঙ্গলীয়।

ইথিওপীয় অর্থাৎ কাফ্রিজাতি। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই এই জাতির বাস; কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে এই জাতীয় লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা মহাদেশের ঐ অঞ্চলে ককেশীয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কাফ্রিজাতীয় লোকদিগের বর্ণ ও চক্ষু উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মস্তকের পার্শ্বদেশ চাপা এবং সম্মুখদেশ বর্দ্ধিত, ললাটদেশ অপ্রশস্ত ও ক্রমনিম্ন, কপোলদেশ স্ফীত ও নিঃসারিত, নাসিকা স্থূল ও চেপ্টা, চক্ষু কুটিল ও ওষ্ঠ অতিশয় পুরু।



পূর্ব্বে আফ্রিকা ইথিওপীয় নামে অভিহিত হইত, এই জন্যই এই স্থানীয় লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে। এই জাতি নিগ্রো নামেও খ্যাত। দাস-ব্যবসায়ী নিগ্রোগণ যেরূপ আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে, সেইরূপ নিগ্রো গিনি প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তনিবাসী হটেন্‌টট্‌গণের আকৃতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ; ইহাদিগের মুখাকৃতি অতি কদর্য্য এবং শরীর অদৃঢ়। উত্তরপ্রান্তবাসী কাফ্রিগণ অপেক্ষাকৃত লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। একমাত্র হটেন্‌টট্‌প্রদেশ ব্যতীত আফ্রিকার সর্ব্বত্রই ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাফ্রিজাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহাদিগের আবিষ্কৃত কোন অক্ষর নাই, ইহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমশঃই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে।

আমেরিক জাতিগণের আবাসভূমি পূর্ব্বে অতিশয় বিস্তৃত ছিল। এখন উহাদিগের অধিকাংশ স্থান ককেশীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহারা আমেরিকার রক্তবর্ণ আদিম্ অধিবাসী নামেও খ্যাত। ইহাদের রং কৃষ্ণ, কিঞ্চিৎ রক্তাভ, চুল কাল, সোজা ও শক্ত। ইহাদের অল্প ও ক্ষুদ্র শ্মশ্রু জন্মে। কপাল দেশের অস্থি উন্নত, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, মস্তক ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাৎভাগ চেপ্টা, মুখ বৃহৎ ও ওষ্ঠ পুরু। ইহাদিগের শিক্ষাশক্তি অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। ইহারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। কেহ কেহ এই আমেরিকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মেক্সিকো, পেরুবীয় ও বসোটবাসী আমেরিকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই আমেরিকদিগের সকলের আকৃতি সমান নহে, কিন্তু ইহারা সকলেই প্রায় একরূপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও একরূপ। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে।



মলয় জাতি সুমাত্রা, বর্ণিও, যব, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে। ইহাদিগের শরীর তাম্রবর্ণাভ, ইহাদিগের চুল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য, মুখ বৃহৎ, নাসিকা স্থূল ও ক্ষুদ্র, মুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দন্তগুলি বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও গোলাকার, ললাটদেশ নিম্ন ও প্রশস্ত। ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। ইহারা নিগ্রো অথবা আমেরিকদিগের ন্যায় অলস অথবা সমুদ্রভীরু নয়। ইহারা অনেক সময় কার্য্যকালে বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।



পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক প্রদেশ আদিম অধিবাসীশূন্য হইয়া নূতন লোক কর্ত্তৃক উপনিবেসিত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। য়ুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই কেল্ট, জর্ম্মণ, লাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার ঘাত প্রতিঘাতে এক একটা নূতন জাতি সংগঠিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, কেল্টজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত। এই জাতি মধ্য-এসিয়া হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে য়ুরোপের সকল জাতিই ককেশীয়-কেল্ট শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ককেশীয়জাতির আধি-

পত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় সেখানকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত ককেসীয়জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে।

এইরূপে য়ুরোপীয় ও নিগ্রো জাতির সংমিশ্রণে মুলাটো (Mulatto), নিগ্রো ও আমেরিক জাতির সংস্রবে জম্বো (Zamboe) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ককেসীয়গণ শ্বেতবর্ণ, মোঙ্গলীয়গণ পীতবর্ণ, ইথিওপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাম্রবর্ণ। কিন্তু শারীরিক বর্ণ দ্বারা সকল সময়ে জাতিবিশেষ নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। হিন্দুগণ ককেসীয় জাতিভুক্ত, কিন্তু ইহাদের বর্ণ য়ুরোপীয় ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, এই জন্যই নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস উষ্ণপ্রধান দেশে। ইহাদিগের শরীরও উত্তাপ সহ্য করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর-সংস্থান বিষয়ে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোক-দিগের আঠাময় চর্ম্মেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অন্য শ্রেণীর তাহা থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কেশের মূলদেশে শারীরিক বর্ণের উপাদান বিন্যস্ত আছে। নিগ্রোদিগের পসমের ন্যায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ এবং আমেরিকদিগের খাড়া চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক বর্ণের সহিত কেশের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ চক্ষুর সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ সুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জ্বল এবং কেশও শোভনীয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং এই জন্যই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিরও পার্থক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মস্তক প্রায় গোলাকার, ললাটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুদ্র, সম্মুখের দন্তগুলি লম্বভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মস্তক আয়তাকার, কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত, নাসিকা চেপ্টা। ইথিওপীয় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্শ্বদেশে চাপা, ললাটদেশ ঈষৎ ন্যুব্জ, কপোলাস্থি উর্দ্ধপ্রসারিত ও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত। আমেরিকদিগের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের ন্যায়, কেবল ইহাদিগের উর্দ্ধদেশ গোলাকার এবং পার্শ্বদেশ মোঙ্গ-লীয়দিগের ন্যায় তত চাপা নহে। মলয়দিগের তালুদেশ ক্ষুদ্র। মুখের ও মস্তকাস্থির দৈর্ঘ্যবশতঃই ককেসীয়গণ বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত। এই ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখোৎপন্ন জাতিবিশেষের শিরো-স্থির তারতম্য জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় জাতিসমূহের শিরোস্থির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

মানবজাতিবিভাগ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লেব্নিজ ও লেসপিড (Leibnitz and Lacepede) মানবজাতিকে য়ুরোপীয়, লাপ্-লণ্ডীয়, মোঙ্গলীয় এবং নিগ্রো এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। লিনিয়স্ (Linnæus) বর্ণভেদে শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কান্ত (Kant) মানব-সমূহকে শ্বেতবর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও জল্পাই ফলের বর্ণ এই চারি বর্ণে বিভক্ত করেন। ব্লুমেনবক (Blumenbach) ককে-সীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয়, আমেরিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বাফুন (Buffon) মানবমণ্ডলীকে উত্তর-প্রদেশীয়, তৎপর প্রদেশীয়, দক্ষিণ এসিয়, কৃষ্ণবর্ণীয়, য়ুরোপীয় এবং আমেরিক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ড বলেন, মানবগণ ইরাণ (ককেসীয়), তুরাণ (মোঙ্গলীয়), আমেরিক, হটেন্‌টট্, নিগ্রো, পাপুয় ও আলফোরা (অষ্ট্রেলীয়) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। পিকারিং (Pickering) শ্বেত, মোঙ্গলীয়, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাব্‌সী, পাপুয়, নিগ্রিতো, অষ্ট্রেলীয় এবং হটেন্‌টট্ এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পিশ্চেলের (Peschel) মতে মানবগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) অষ্ট্রেলীয় ও তাসমণীয়, (২) পাপুয়, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) দ্রাবিড়ীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্ত নিবাসী অনার্য্যগণ এই বংশসম্ভূত), (৫) হটেন্‌টট ও বুসম্যান, (৬) নিগ্রো, (৭) ভূমধ্যসাগরপ্রদেশীয়। এই ভূমধ্যসাগর প্রদেশীয়গণই ব্লুমেনবাকের মতে ককেসীয় জাতি।

জাতিকোশ (ক্লী) জাতেঃ কোশমিব। জাতীফল।

জাতিকোষ (ক্লী) জাতেঃ কোশমিব। জাতীফল। (ভাবপ্র°) চলিত কথায় জায়ফল। "জাতীফলংজাতিকোষঃ মালতীফল-মিত্যপি।" ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, কটু, দীপন, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, মুখের বিরসতানাশক, মল-কারক, কৃমি, কাস, বমি, শ্বাস ও শোষনাশক এবং স্থূলকারক।

জাতিকোষী (স্ত্রী) জাতিকোষমস্ত্যস্তীতি অচ্ (অর্শ আদিভ্যো অচ্। পা ৫।২।১২৭) ততঃ ঙীপ্। জাতীপত্রী। (রাজনি°) জয়িত্রী।

* দ্রাবিড়ীয় জাতির মস্তক ঈষৎ চেপ্টা। নাসিকা অনুচ্চ ও প্রশস্ত, মুখকোণ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, ওষ্ঠাধর স্থূল, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও মাংসল। ইহাদের মুখশ্রী মোটের উপর কদর্য্য ও অসমান। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার গড় উচ্চতা ৬১.৪৯ ইঞ্চ হইতে ৬৩.৮২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শরীর স্থূল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দৃঢ়। শরীরের বর্ণ শ্যামল ধূমবর্ণ হইতে প্রায় ঘোর কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

জাতিধর্ম্ম (পুং) জাতীনাং ধর্ম্মঃ। ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্ম।

"উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।" (গীতা)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে জাতিধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জাতিধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, সম্যকৃরূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ, এই নয়টী সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়ন। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাজ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও যুদ্ধস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ক্ষত্রিয় যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হন। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়াধম। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়গণ প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক, যাহাতে তাহারা শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত্রিয় অন্য কোন কার্য্য করুন্ আর নাই করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয়, বাণিজ্যাদি এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যকে পশুরক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্যগণ পশুপালন করিলেই মঙ্গললাভ করিবে। বৈশ্য অন্যেরও একটী ধেনুর রক্ষক হইলে দুগ্ধ, শতধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটী গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তমভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থাপ্রদর্শন বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের সেবাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। বর্ণত্রয় শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, পাদুকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন। শূদ্রের এই সমস্ত দ্রব্য ধর্ম্মলব্ধ ধন। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্যকর্ত্তব্য। শূদ্র প্রভুর বিপদ্ উপস্থিত হইলে অথবা ধনক্ষয় হইলে কখন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহা বষট্ প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই জন্য শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবে, ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র।

ভগবান্ মনু জাতিধর্ম্মের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্ম। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের জাতিধর্ম্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ) ও কৃষি বৈশ্যের জাতিধর্ম্ম। এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা ও অনসূয়া শূদ্রের জাতিধর্ম্ম।

"অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" (মনু ১।৮৮-৯১)

জাতি(তী)পত্ৰী (স্ত্রী) জাতেঃ (জাত্যাঃ) পত্রী ৬তৎ গৌরাদিত্বা ঙীষ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জয়িত্রী। জাতিফলের ত্বগ্‌বিশেষ।

"জাতিফলস্ত ত্বক্‌ প্রোক্তা জাতিপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ॥
কফকাসবমিশ্বাসতৃষ্ণাকৃমিবিষাপহা॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণ ও রুচিকারক, কফ, কাস বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা কৃমি ও বিষনাশক।

জাতি(তী)ফল (ক্লী) জাত্যাথ্যং ফলং মধ্যলো° কর্ম্মধা। জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতীকোষ, ফলংজাতি, ফলজাতী, কোষক, কোশ, জাতিকোষ, জরাভোগ্য, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশস্য, শালূক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, পপুট, সুমনঃফল।

ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (Nutmeg) কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক মাইরিষ্টিকা ফ্রেগ্রান্স (Myristica fragrans), তদ্ভিন্ন M. officinalis, M. moschata, M. aromatica প্রভৃতিও কহে।

জাতিফল বা জায়ফল একরূপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর বৃক্ষ চিরকাল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নিবিড় পত্রাবৃত থাকে এবং প্রায় ৪০।৫০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কিন্তু উহাদের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে এবং উহারা প্রকৃত জায়ফলের ন্যায় সুগন্ধি নহে। প্রকৃত জায়ফল ১২৬° হইতে ১৩৫° পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর পর্য্যন্ত এবং ৩° হইতে ৭° উত্তর অক্ষরেখা পর্য্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। মলক্কাস্‌ দ্বীপপুঞ্জ, জিলোলো, সেরাম, আম্বোয়ানা, দম্মা, নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বৃক্ষ বন্যাবস্থায় দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই গাছ সত্বর জন্মে না, তবে মনুষ্যগণ নানাস্থানে ইহার চারা রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলভুক্‌ পক্ষীগণ ইহার বীজ বহুদূরে লইয়া গিয়া সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার করিতেছে। জল বায়ু ও মৃত্তিকা উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ সহজেই বর্দ্ধিত হয়। শিঙ্গাপুরের সম-অক্ষান্তরবর্ত্তী তার্ণেতদ্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দাজগণ উহার উন্নতির জন্য ১৬৩২ খৃঃ অব্দে তার্ণেত হইতে বান্দা দ্বীপপুঞ্জে ইহার উদ্যান স্থাপন করেন। তদবধি এখন পর্য্যন্ত বান্দা হইতে বিস্তর জায়ফল নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা বেঙ্কুলেন ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে ইহার আবাদ করেন; তৎপরে ক্রমে মলয়, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ্‌ ও তথা হইতে ব্রেজিল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাস হইতে লাগিল। কলিকাতার উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান বিষয়ক-উদ্যানেও ইহার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বেঙ্কুলেনদ্বীপে আজিও প্রচুর পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হইতেছে। এখন প্রধানতঃ বান্দা ও বেঙ্কুলেন এই উভয় স্থান হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পিনাঙ্‌ ও শিঙ্গাপুর দ্বীপেই অধিক জায়ফল জন্মিত। বান্দা হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ঐ সকল উদ্যান একবারে নষ্ট হইয়া যায়। চীনগণও সম্প্রতি স্বদেশে ইহার আবাদ করিতেছে। ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্ব্বতে ও সিংহলে ইহার চাস হইতেছে। অনেকের আশা ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে জামেকা দ্বীপেই ভবিষ্যতে প্রচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে।

জন্মস্থানে এই সকল বৃক্ষ নবম বর্ষে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পক্ক জাতিফল দেখিতে আখ্‌রোটের ন্যায়। ইহার উপরিভাগে খোসা, পরিপক্ক ও শুষ্ক হইলে উহা সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। খোসা ছাড়াইলেই কোমল পত্রাকৃতি স্তরবদ্ধ দল বাহির হয়, টাট্‌কা হইলে এই দল ঘোর রক্তবর্ণ থাকে। ইহাই জয়িত্রী, জয়িত্রীর পর জায়ফল। ইহার উপর আবার দুইটী আবরণ থাকে। উপরের আবরণ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও কঠিন, ভিতরের আবরণ পাতলা এবং ধূমলবর্ণ, ইহাই স্থানে স্থানে শস্যের ভিতর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে; তজ্জন্যই জাতিফল ছেদন করিলে উহাতে মার্ব্বলের ন্যায় ছিটা ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয়িত্রীর পরিমাণ সমস্ত শুষ্কফলের প্রায় একপঞ্চমাংশ।

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই দুই বস্তু বহু কাল হইতে এসিয়া ও য়ুরোপে বহু সমাদরে মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সকল দ্বীপে ইহারা উৎপন্ন হয় ঐ দ্বীপবাসিগণ আদৌ ইহাদের মর্ম্ম জানে না এবং কখন মসলারূপে ব্যবহার করে না।

বান্দাদ্বীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। ১ম শ্রাবণমাসে, ২য় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার চৈত্রমাসে ঐ সকল ফল পরিপক্ক হয়। ফল আহৃত হইলে খোসা ছাড়াইয়া জয়িত্রী বাহির করে এবং উহা পৃথক্‌ শুষ্ক করিয়া লয়। জাতিকোষ আবরণের মধ্যে দুইমাস ধরিয়া কাষ্ঠের ধূমে শুষ্ক করিতে হয়, নতুবা কীটে শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। বান্দাবাসিগণ প্রথমে দিন কএক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া অবশেষে ধূম দেয়। যখন শস্য খোসার মধ্যে নড়িতে থাকে, তখন ভাঙ্গিয়া বাহির করা হয়। অনেক সময় কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাতীকোষকে চূণে ডুবাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু ধূমশুষ্ক জাতীকোষই অনেকের ভাল লাগে।

জায়ফল হইতে দুইপ্রকার তৈল বাহির হয়। ১ম উদ্বায়ী তৈল, ২য় স্থায়ী তৈল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার শুভ্র ও জায়ফলের অতিশয় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার তৈল কঠিন, পীতাভ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। শেষোক্ত তৈল অকর্ম্মণ্য জাতীফল চূর্ণ ও বাষ্পের তাপে উষ্ণ করিয়া এবং তৎপরে নিষ্পীড়িত করিয়া বাহির করা হয়। শীতল হইলে ঐ তৈল কঠিন, দানাকার ও পাটলবর্ণে পরিণত হয়।

জলের সহিত চোঁয়াইয়া জয়িত্রী ও জায়ফল উভয় হইতেই ইহাদের গন্ধবৎ পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়। ঐ পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উদ্বায়ী। ঐ পদার্থকে জয়িত্রী ও জায়ফলের আরক বলা যাইতে পারে। জয়িত্রীর আরক ঈষৎ পীতাভ, জায়ফলের আরক স্বচ্ছ। এই উভয় প্রকার আরকই সাবান সুগন্ধি করিতে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই বিলাতে জয়িত্রী ও জায়ফলের কাট্‌তি এত অধিক। পিস্ (Piesse) সাহেব তাঁহার "আর্ট অব্ পারফিউমারি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে প্রতি বৎসর ১৪০,০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০ মণ জায়ফল খরচ হয়। আবার সিমণ্ডস্ (Simmonds) সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে পূর্ব্বে পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫৯২,৭৩৬ পৌণ্ড জায়ফল কেবল ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে খরচ হয়। ইহা পূর্ব্ব পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক।

বহুবিধ ইংলণ্ডীয় গন্ধদ্রব্যে জায়ফলের আরক মিশ্রিত থাকে। অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ইহা দ্বারা লাভেণ্ডার, বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোরম হয়।

পূর্ব্বে বান্দার সাবান বলিয়া জায়ফলের স্থায়ী তৈল হইতে একরূপ সাবান তৈয়ার হইত। এখন জায়ফলের আরক দিয়া সাবান সুগন্ধি করিবার প্রথা হওয়ায় উহার ব্যবসা লোপ হইয়াছে।

অনেকানেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জাতীফলের নামোল্লেখ ও উহার গুণাগুণের বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং জাতীফল যে কতকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৬১ শতাব্দীতে আরবদেশীয় বণিকগণ পূর্ব্ব হইতে জাতীফল আমদানী করিয়া য়ুরোপে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে পারস্য ও আরবদেশীয় বৈদ্যগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। হিন্দুবৈদ্য ও মুসলমান হাকিমগণ জায়ফলকে উদরাময় প্রভৃতি রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া থাকেন। হাকিমদিগের মতে, ইহা উত্তেজক, মাদক, পাচক, বলকারক ও উপদংশ-রোগে হিতকর।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকমণ্ডলীও প্রচুর পরিমাণে জাতীফলের আরক প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে, উহা উত্তেজক, বায়ুনাশক এবং বহুবিধ উদরাময়রোগে ফলপ্রদ। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা নিদ্রাকর। ইহার মাত্রা সচরাচর ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। জাতিফল-ভিজান-জল খাওয়াইলে ওলাউঠা রোগীর শান্তি হয়। জাতীফল হইতে তিন প্রকার দ্রব্য ঔষধ জন্য প্রস্তুত হয়, ১ উদ্বায়ী তৈল, ২ আরক ও ৩ স্থায়ী তৈল। শেষোক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য বেদনায় প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় কবিরাজগণ নিম্নলিখিত উপায়ে জাতীফল হইতে উদরাময়ের একরূপ ঔষধ প্রস্তুত করেন। একটী জাতীফলে একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আফিম (রোগীর অবস্থা ও বয়সানুযায়ী মাত্রা) পূরিয়া উহার গুঁড়া দ্বারা ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ জাতীফল কিঞ্চিৎ ময়দার আটার ভিতর পূরিয়া উষ্ণ ভস্মে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ কোষ ও আফিম চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়সানুযায়ী মাত্রা খাওয়াইতে হইবে। ইহা বলকারক ও বাতনাশক। জলে বাটিয়া ইহা ফুলা-স্থানে লাগাইলে উপকার হয়। ঘি ও চিনি মিশ্রিত করিয়া জায়ফল শিশুদিগের উদরাময়রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন জয়িত্রী ও জায়ফল উভয়ই রন্ধন ও পাণ প্রভৃতির মসলারূপে প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—কষায়, কটু, উষ্ণ, গলরোগ, রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃষ্য, দীপন, লঘু। (রাজনি॰) রস তিক্ত, তীক্ষ্ণ, রোচন, গ্রাহক, স্বরহিতকর, শ্লেষ্মা, বায়ু ও মুখের বিরসতা-নাশক, মল, দৌর্গন্ধ্য, কৃষ্ণতা, কৃমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগনাশক। (ভাবপ্র॰) তৃষ্ণাশূলনাশক। (রাজব॰)

জাতিফলাদিচূর্ণ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে শিউলী ছোপ, অথবা পাতাড়ি,) তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরীচ, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল এবং সকলের সমান সমান চিনি একত্র ভালরূপ মর্দ্দন করিয়া লইবে। গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

জাতিবাধক (ত্রি) জাতে বাধকঃ ৬তৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িক-দিগের মতে ব্যক্তির অভেদ।

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং জাতিবাধকসংগ্রহঃ।" (ভাষাপরি॰)

[জাতি শব্দ দেখ।]

জাতিধ্বংস (পুং) জাতেঃ ধ্বংসঃ ৬তৎ। জাতিভ্রংশ, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিব্রাহ্মণ (পুং) জাত্যা জন্মনা ব্রাহ্মণঃ ৩তৎ। তপঃ স্বাধ্যায়াদিরহিত ব্রাহ্মণ। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও যোনি এই এই তিনটী ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণ জাতিব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত।

"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্।
তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণএব সঃ॥" (শব্দার্থচি°)

জাতিভ্রংশ (পুং) জাতেঃ ভ্রংশঃ ৬তৎ। জাতিধ্বংস, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিভ্রংশকর (ক্লী) জাতের্ভ্রংশং করোতি কৃ-ট। নববিধ পাপের অন্তর্গত পাপবিশেষ, যাহা অনুষ্ঠান করিলে জাতি নষ্ট হয়। ভগবান্ মনু জাতিভ্রংশকর পাপের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পীড়া, অঘ্রেয়, লশুন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে মৈথুন আচরণ জাতিভ্রংশকর।

"ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্যা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্॥" (মনু ১১।৬৮)

এই পাতক জ্ঞানকৃত হইলে সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানকৃত হইলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হয়।

"জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া॥" (মনু ১১।১২৫)

[প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জাতিমৎ (ত্রি) উচ্চপদাভিষিক্ত।

জাতিমহ (পুং) জন্মোৎসব। (ব্যু°)

জাতিমাত্র (ক্লী) জাতিরেব, এবার্থে জাতি-মাত্রচ্। স্বাধ্যায়াদি হীন জন্মমাত্র।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
নৈষাং পরিগ্রহো দেয়ো ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্॥" (মনু)

জাতিবচন (পুং) জাতিজ্ঞান।

জাতিবৈর (ক্লী) জাত্যা স্বভাবতো বৈরং ৩তৎ। স্বাভাবিক শত্রুতা। ইহা ৫ প্রকার—স্ত্রীকৃত, বাস্তজ, বাগ্জ, সাপত্ন ও অপরাধজ। যেমন কৃষ্ণশিশুপাল—স্ত্রীকৃত, কুরুপাণ্ডব—বাস্তজ, দ্রোণদ্রুপদ—বাক্জ; মূষিকনকুল—সাপত্ন এবং পূজনী ব্রহ্মদত্ত—অপরাধজ। (ভারত)

জাতিব্যূহবিধান (ক্লী) জাতিব্যূহস্য জাতিসমূহস্য বিধানং ৬তৎ। বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম।

জাতিশক্তিবাদ (পুং) শব্দের জাতিশক্তিসমর্থক কথা-বিশেষ। [শক্তিবাদ দেখ।]

জাতিশব্দ (পুং) জাতিবাচকঃ শব্দঃ মধ্যলো°। প্রকার বিষয়ক, বিশেষ বিষয়ক, জাতিবাচক শব্দ, হংসমৃগাদি। [জাতি দেখ।]
'চিহ্নৈর্ব্যক্তের্ভবেদ্ব্যক্তে র্জাতিশব্দোঽপি বাচকঃ।' (হেম° ১।১৪)

জাতিশস্য (ক্লী) জাতেঃ শস্যং ৬তৎ। সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জায়ফল। (শব্দার্থচি°)

জাতিসঙ্কর (পুং) জাত্যোঃ বিরুদ্ধয়োঃ পরস্পরব্যভিচারিণোঃ পরস্পরাভাবসমানাধিকরণয়োঃ সঙ্করঃ ৬তৎ। বর্ণসঙ্কর, বিভিন্ন-জাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন। [সঙ্কর দেখ।]

জাতিসম্পন্ন (ত্রি) সদ্বংশজাত, উচ্চবংশীয়।

জাতিসার (ক্লী) জাতেঃ সারং ৬তৎ বা জাত্যা স্বভাবতো সারোঽত্র। জাতীফল, জায়ফল। (রাজনি°)

জাতিস্ফোট (পুং) বৈয়াকরণমতপ্রসিদ্ধ আট প্রকার স্ফোটের মধ্যে একটী। [স্ফোট দেখ।]

জাতিস্মর (পুং) জাতিঃ স্মর্য্যতে ঽত্র স্নানাদিনা স্মৃ আধারে, বাহুলকাৎ অপ্। তীর্থভেদ, জাতিস্মরহ্রদে স্নান করিলে মনুষ্য পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়।

"ততো দেবহ্রদেঽরণ্যে কৃষ্ণবেণ্বা জলোদ্ভবে।
জাতিস্মরহ্রদে স্নাত্বা ভবেজ্জাতিস্মরোনরঃ॥" (ভা° ৩।৮৫ অঃ)

জাতিং পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতি, স্মৃ-অচ্। (ত্রি) পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্তস্মারক। সর্ব্বদা বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্যা ও অহিংসা দ্বারা পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্॥"(মনু ৪।১৪৮)

জাতিস্মরতা (স্ত্রী) জাতিস্মরস্য ভাবঃ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্ব-জন্ম-স্মরণ।

জাতিস্মরত্ব (ক্লী) জাতিস্মরস্য ভাবঃ ভাবে ত্ব। পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-স্মরণ।

জাতিস্মরহ্রদ (পুং) জাতিস্মরো নাম হ্রদঃ। তীর্থবিশেষ। [জাতিস্মর দেখ।]

জাতিস্মরণ (ক্লী) পূর্ব্বজন্মের স্মরণ।

জাতিহীন (ত্রি) জাত্যা হীনঃ ৩তৎ। জাতিরহিত, নীচজাতি।

জাতী (স্ত্রী) জন-ক্তিচ্ ততো ঙীপ্। জাতীপুষ্প, হিন্দীমতে চামেলী বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—সুরভিগন্ধা, সুমনস্, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, হৃদ্যগন্ধা এই পুষ্প সকল পুষ্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী।" (উদ্ভট)

মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুলগাছ এই জাতীর সমজাতীয়। এই সকলের মধ্যে জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ। এই গাছ

গুল্মাকৃতি এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম সীমায় ছুই সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র ফিট্ উচ্চে বন্যাবস্থায় এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই বৃক্ষে শ্বেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয়। শুকাইলেও উহাদের গন্ধ যায় না, এজন্য অনেকে উহা গন্ধ-দ্রব্য॰জন্য রাখিয়া দেয়। জাতীফুল হইতে মনোরম এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয়।

সদ্য প্রস্ফুটিত জাতীফুলের সহিত তিল ছড়াইয়া রাখিলে, তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নূতন নূতন ফুল দ্বারা তিল উত্তমরূপ সুগন্ধ করিয়া তৈল বাহির করিলে উৎকৃষ্ট ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপে স্পানিস্ জ্যাস্মিন্ (Spanis Jasmine) নামক পুষ্প জাতীফুলের অনুরূপ। ফ্রান্সদেশে উহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। তথায় এক পর্দ্দা শূকর বা গোরুর চর্ব্বির উপর ক্রমাগত নূতন নূতন ফুল ছড়াইয়া ঐ চর্ব্বিকে সুগন্ধ করা হয়। এই চর্ব্বির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলেই সুগন্ধি পমেটম্ প্রস্তুত হয়। চর্ব্বির পরিবর্ত্তে একটী পরিষ্কার কাপড়ে তৈল মাখাইয়া উহাতে ফুল বাঁধিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইরূপ করিয়া নিংড়াইয়া লইলে জাতীকুসুমের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। মনোহর গন্ধের জন্য য়ুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ইহার বিশেষ আদর।

বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শীতল। ইহার পত্রের রস পান করিলে বহুবিধ চর্ম্মরোগ, মুখক্ষত, কর্ণস্রাব প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মহম্মদীয় হাকিমদিগের মতে, জাতীবৃক্ষ মৃদু-বিরেচক, কৃমিনাশক, মূত্রকারক ও রজোনিঃসারক। কেহ কেহ বলেন, ইহার ফুলের প্রলেপ কামোদ্দীপক। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্ম্মরোগ, মস্তকবেদনা এবং দৃষ্টি শক্তির দৌর্ব্বল্যে এবং পত্র দন্তশূলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগত ক্ষত আরোগ্য হয়। ঘৃতে ইহার পত্র ভাজিয়া লাগাইলেও উক্ত রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাখিলে চর্ম্ম কোমল ও নিরাপদ থাকে।

ইহার কুঁড়ির গুণ—নেত্ররোগ, ব্রণ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি॰) ২ আমলকী। ৩ মালতী।

জাতীফল (ক্লী) জাত্যাধ্যং ফলং। জাতীফল, জায়ফল। [জাতিফল দেখ।]

জাতীফলতৈল (ক্লী) জাতীফলস্য তৈলং ৬তৎ। জাতীফল-স্নেহ, জাতীফলের তৈল। ইহার গুণ—উত্তেজক, অগ্নি-কারক, জীর্ণাতীসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল ও আমবাতনাশক, বল্য, দন্তবেষ্ট ও ব্রণরোগহারক।

"তৈলং জাতীফলোদ্ভূতং সমুত্তেজনমগ্নিদম্।
জীর্ণাতিসারশমনং আধ্মানাক্ষেপশূলহৃৎ॥
আমবাতহরং বল্যং দন্তবেষ্টব্রণার্ত্তিনুৎ।" (আত্রেয়সংহিতা)

জাতীয় (ত্রি) জাতৌ ভব-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪) জাতি-ভব, জাতিসম্বন্ধীয়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি। ২ তদ্ধিত-প্রত্যয়বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ) পাণিনি মতে জাতীয়র্ প্রত্যয় হয়।

জাতীয়ক (ত্রি) জাতীয়-স্বার্থে কন্। জাতীয়।

জাতীরস (ক্লী) জাত্যা রস ইব রসো যস্য। বোল নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি॰)

জাতু (অব্য) জন্-ক্তুন্ পৃষোদরাৎ সাধুঃ। কদাচিৎ।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" (মনু ২।৯৪)

২ সম্ভাবিতার্থ। "কো জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব স্থিতাং" (ভারত ৫।১৭৯।২২।)

৩ নিন্দার্থ। (শব্দর॰)

"জাতু তত্র ভবান্ বৃষলং যাজয়তি।" গর্হার্থ-জাতুশব্দের যোগে সকল কালে লট্ বিভক্তি হয়।

"জাতু নিন্দসি গোবিন্দং জাতু নিন্দসি শঙ্করং" (মুগ্ধবোধ)

জাতুক (ক্লী) জাতু গর্হিতং নিন্দিতং কং জলং যস্মাৎ। হিঙ্গু, হিং। (শব্দর॰)

জাতুকপর্ণিকা (স্ত্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষভেদ। (সুশ্রুত)

জাতুকপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। (সুশ্রুত)

জাতুজ (পুং) জাতু-জন্-ড। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ।

জাতুধান (পুং) ধীয়তে সন্নিধীয়তে ইতি ধানং সন্নিধানমস্য জাতু গর্হিতং ধানমভিধানমস্য বা। রাক্ষস।

"জাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।" (কালিকাখণ্ড॰)

জাতুষ (ত্রি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অণ্ যুক্চ (ত্রপুজতুনোঃ যুক্। পা ৪।৩।১৩৮) জতুবিকার, জতুনির্ম্মিত। (জটাধর)

"যদাহংশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" (ভারত ১।১৩ অঃ)

জাতূ (ক্লী) জান্ তূর্বতি হিনস্তি তূর্ব-কিপ্ পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। বজ্র।

"স জাতূভর্ম্মা শ্রদ্দধানঃ" (ঋক্ ১।১০৩।২)

'জাতূ ইত্যশনিমাচক্ষতে' (সায়ণ)

জাতূকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"নবমে দ্বাপরে বিষ্ণোরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতূকর্ণপুরঃসরঃ॥" (হরিব॰ ৪২ অঃ)

ইনি একজন উপস্মৃতিকর্ত্তা।

"ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ।...

উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।" (হেমাদ্রিদা°)

জাতূকর্ণ্য (পুং স্ত্রী) জাতূকর্ণস্য অপত্যং পুমান্ অপত্যে যঞ্। জাতূকর্ণের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্, যলোপৌ। জাতূকর্ণের অপত্যসম্বন্ধীয়া স্ত্রী।

জাতূভর্ম্মন্ (ত্রি) জাতূরূপং ভর্ম্ম আযুধং যস্য বহুব্রী। ১ অশনিরূপ অস্ত্র। ২ জাতপ্রজার ভর্ত্তা।

"স জাতূভর্ম্মাশ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্" (ঋক্ ১।১০৩।৩)

'জাতূইত্যশনিং আচক্ষতে ভর্ম্ম আয়ুধং অশনিরূপং ভর্ম্ম আয়ুধং যস্য। স তথোক্তঃ যদ্বা, জাতানাং প্রজানাং ভর্ত্তা।' (সায়ণ)

জাতূষ্ঠির (ত্রি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ তস্য ষত্বং দীর্ঘশ্চ। সর্ব্বদা অস্থির, চঞ্চল। "জাতূষ্ঠিরস্য প্রবয়ঃ সহস্বতঃ" (ঋক্ ২।১৩।১১)

'জাতূষ্ঠিরস্য সর্ব্বদাস্থিরস্য' (সায়ণ)

জাতেষ্টি (স্ত্রী) জাতে পুত্রজননে ইষ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্ম্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ।]

জাতেষ্টিন্যায় (পুং) জৈমিনি-প্রদর্শিত পিতৃকৃত যজ্ঞদ্বারা পুত্রগত ফলসূচক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকরূপ ন্যায়ভেদ। [ন্যায় দেখ।]

জাতোক্ষ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবস্থঃ উক্ষা টচ্ সমা°। (অচ-তুরেত্যাদি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যুবাবৃষ, বলদ। উৎপন্ন উক্ষা। (অমর)

জাত্য (ত্রি) জাতৌ ভবঃ ইতি যৎ। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) ৩ সুন্দর। (জটাধর)

"কিং বা জাত্যাঃ স্বামিনো হ্রেপয়ন্তি" (মাঘ)

৪ কান্ত। "অতীব স জায়তে জ্ঞাতিমধ্যে

মহামণির্জাত্য ইব প্রসন্নঃ।" (ভার° ৫।৩৩।১২২)

জাত্যত্রিভুজ (পুং) যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একটী সমকোণ থাকে। (Right-angled Triangle.)

জাত্যন্ধ (ত্রি) জাত্যা জন্মন্যেবান্ধঃ। জন্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন।

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।" (মনু ৯।২০১)

জাত্যাসন (ক্লী) জাত্যং জাতিস্মারকং আসনং। যোগাঙ্গ আসনবিশেষ, যে আসনে হস্ত ও অঙ্ঘ্রিদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া গমনাগমন করা যায়, তাহাকে জাত্যাসন কহে, এই জাত্যাসনে সিদ্ধ হইলে পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

"অথ জাত্যাসনং বক্ষ্যে যেন জাতিস্মরো ভবেৎ।

হস্তাঙ্ঘ্রিযুগ্মং ভূমৌ চ গমনাগমনং ততঃ॥" (রুদ্রযামল)

জাত্যুত্তর (ক্লী) জাত্যা ব্যাপ্তিবিধুরসাধর্ম্মবৈধর্ম্মাদিনা উত্তরং। ন্যায়কথিত অসদুত্তর বিশেষ, এই অসদুত্তর ১৮ প্রকার, অর্থাৎ যে উত্তরে ব্যাপ্তি স্থির থাকে না। [জাতি দেখ।]

জাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার একটী জাতি। ইহারা চারি শাখায় বিভক্ত, পাঠশালী, সোমেশ্বার, কুরিনবার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অন্যত্র একত্র আহারাদি করেনা। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, ন্যায়পর, মিতব্যয়ী, শান্তপ্রকৃতি ও আতিথেয়। বস্ত্রবয়নই ইহাদিগের উপজীবিকা; তদ্ভিন্ন অনেকে বস্ত্রের ব্যবসা ও গো, মেষ, অশ্বাদি চরাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ইহাদের বস্ত্রবয়ন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্য অনেকে গৃহকার্য্যে সুবিধা হইবে বলিয়া একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অনেকের যুবতী অবস্থাতেও বিবাহ হয়। বরকে অনেক সময় পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবার বিবাহ-কালে কন্যার পিতা প্রথমবারের দ্বিগুণ পণ গ্রহণ করে। বিধবার প্রথম পক্ষের কন্যাপুত্রগণ উহাদিগের পিতার আত্মীয় বান্ধবাদির তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহাদের ভাষা কণাড়ী।

ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর সকলে বৈষ্ণব। শৈবেরা মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষ্ণবেরা দাহ করিয়া থাকে। জঙ্গমগণ জাদরদিগের পুরোহিত। [জঙ্গম দেখ।] কোন জাদর মরিলে পুরোহিত আসিয়া উহার মস্তকে পদস্থাপন করেন। পরে তাঁহার পদধৌত জল শবের মুখে দেওয়া হয়। তাহার পর কাষ্ঠের সিন্দুকে পুরিয়া বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ ঐ শব প্রোথিত করিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে একটী নূতন প্রথা আছে, তাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা শব সমাধিস্থ করিয়া উহার বস্ত্রাদি বাটীতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পূজা করিতে থাকে। ইহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে শেঠজী কহে। ঐ ব্যক্তি অন্যান্য মাতব্বর ব্যক্তির সহিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করে।

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষ্ণব সকলেই বাদামিস্থ বাণশঙ্কর গ্রামের বাণশঙ্করী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের নিকট দুইটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। প্রতিবৎসর তথায় একটী মেলা হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই দেবীর নিকট মানিয়া রাখে এবং রোগমুক্ত হইলে এই দেবীর নিকট মানসিক শুধিয়া যায়। মানসিক শুধিবার সময় প্রত্যেককে কলার মান্দাসে চড়িয়া পুষ্করিণী পার হইতে হয়। জঙ্গমগণ এই দেবীর পুরোহিত।

বিলাত ও বোম্বাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাদরদিগের ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহাদিগকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে।

জাদা (পারসী) পুত্র।
জাদু (পারসী) মোহ, মায়া, ভেল্কী।
জাদুগর (পারসী) মোহক, কুহকী, যাদুকর, ভেল্কীকর্তা।
জাদুগরী (পারসী) গুণ, কুহক, যাদু, মায়া, ভেল্কী।
জাদো (ত্রি) [প্রা] জাত। (প্রাকৃত-লঙ্কেশ্বর)
জান (পুং) জন ভাবে ঘঞ্, বেদে বৃদ্ধিঃ। ১ উৎপত্তি। "কো বেদ জানমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৩।১) 'জানমুৎপত্তিং' (সায়ণ) জনস্য ইদং জন-অণ্। (ত্রি) ২ জন সম্বন্ধীয়।
"মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়" (শুক্লযজুঃ ৯।৪০) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
জান (দেশজ জ্ঞাধাতুজ) ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ দৈবজ্ঞ। (জীবন শব্দজ) ৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে সুরটী প্রধান তাহাকে সেই রাগের জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধ্যম। ৪ প্রাণ। ৫ পুত্র।
জানক (ত্রি) জনকস্য পিতুঃ তন্নামনৃপস্যেদং জনক-অণ্। পিতৃসম্বন্ধীয়, জনকসম্বন্ধীয়।
জানকি (পুং) জনকস্য অপত্যং জনক-ইঞ্। ভারতপ্রসিদ্ধ নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)
জানকী (স্ত্রী) জনকস্য অপত্যং স্ত্রী, জনক-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্নী।
"মুমোচ জানম্নপি জানকীং নয়ঃ।" (মাঘ)
জানকীকোট (গড়) সারণপুর জেলায় একটী প্রাচীন গড়। ইহা বেতিয়া, কেশারিয়া ও বেসাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে নেপাল যাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্বপাদদেশ দিয়া প্রবাহিত। এখন এই গড় ধ্বংস হইয়াছে। কেবল কতকগুলি ভগ্ন মন্দির ও দুর্গপ্রাকারাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়।
জানকীতীর্থ, অযোধ্যানগরের সন্নিকট সরযূনদীর একটী ঘাট। এই ঘাট ধর্ম্মহরির ঈশানকোণে অবস্থিত ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে এই তীর্থে স্নান, দান, পূজা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।
জানকীনন্দন কবীন্দ্র, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি রামানন্দের পুত্র ও গোপালের পৌত্র।
জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা।
জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারাণসীধামের জনৈক কবি। ইনি ১৮১৪ খৃঃ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত রামচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের টীকা করেন। হিন্দীভাষায় যুক্তি-রামায়ণ নামে অপর একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

২ রায়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইনি জীবিত ছিলেন। পারসী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় সাহনামা নামে ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন। তদ্ভিন্ন হিন্দীভাষায় রঘুবীরধ্যানাবলী, রামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রামনিবাস-রামায়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচনা অতি বিশদ ও সুন্দর।
জানজী ভোন্‌স্লে, বেরারের একজন মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা। ইঁহার পিতার নাম রঘুজী ভোন্‌স্লে, তাঁহার উপাধি সেনা সাহেব সুবা। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে রঘুজী ভোন্‌স্লে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পেশবা কর্ত্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিপ্রায়ে পুণা যাত্রা করেন। তিনি পেশবাকে সাতারা রাজ্যের বন্দোবস্ত জন্য বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র-রাজ্যরক্ষার্থ ১০ সহস্র অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে পেশবা জানজীকে সেনা সাহেব সুবা উপাধি প্রদান করিয়া যথারীতি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে জানজী আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত সন্ধি করেন যে, মহারাষ্ট্রগণ উড়িষ্যার রাজস্বের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে। পেশবা বালাজীরাও ঐ সন্ধি অনুমোদন করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে জানজীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া জানজীকে অনেক স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে নিজাম ও পেশবা মিলিত হইয়া প্রায় উহার ¾ অংশ পুনরধিকার করেন।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে পেশবা মাধবরাও রঘুনাথরাওকে সাহায্য করা অপরাধে জানজীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পেশবা বেরার অভিমুখে উপস্থিত হইলে জানজী পশ্চিম দিক্ দিয়া গিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে পুণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ জানজীকে সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রেরণ করিল। তাহার পর মাধবরাও নিজামের সাহায্যে জানজীকে পরাজিত করিলে জানজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে প্রতারণালব্ধ সমস্ত রাজ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইল এবং তিনি পেশবার অধীনে পুণার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।
জানজী নিম্বল্‌কার, কর্ম্মালার মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা। ইনি নিজামের পক্ষে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রম্ভাজী বাবাজী, তিনিই কর্ম্মালা-নগর স্থাপন করেন ও তথায় একটী দুর্গ আরম্ভ করিয়া যান। জানজী ঐ দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে।
জানন (দেশজ) জানা।

জানন্তপি (পুং) অত্যরাতের বংশোপাধি। (ঐত° ব্রা° ৮।২৩)

জানন্তি (পুং) ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় ঋষিবিশেষ।

"জানন্তি বাহবিগার্গ্যগৌতমশাকল্যবাভ্রব্যমাণ্ডব্যমার্কণ্ডেয়াঃ তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু" (আশ্বগৃ° ৩।৪।৪)

জানপদ (পুং) জানেন উৎপত্ত্যা পদ্যতে পদ-অপ্। ১ জন, লোকমাত্র।

"কৃতপ্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ" (ভারত ১২।৮২ অঃ) জনপদএব স্বার্থে অ ণ্। ২ দেশ। (মেদিনী) জনপদাদাগতঃ জনপদে ভবঃ বা অণ্। ৩ জনপদ হইতে আগত, দেশান্তরাগত। ৪ দেশস্থ, জনপদবাসী।

"স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথা-কামং পরিবর্ত্ততে" (শত° ব্রা° ১৪।৫।১।২০) ৫ জনপদোৎপন্ন।

"দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু" (যাজ্ঞ° ২।৩৬)

জানপদিক (ত্রি) জনপদ সম্বন্ধীয়।

"ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি" (ভারত ১১।৭১।১২)

জানপদী (স্ত্রী) জনপদস্য ইয়ং, জনপদ-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বৃত্তি।

"বহুত্রিবর্ষস্য জানপদী ত্রিবৎস ইতি" (লাট্যায়ন ৮।৩।৯)

২ অপ্সরাবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম শরদ্বানের কঠোর তপ দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করেন। জানপদীকে দেখিয়া শরদ্বানের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে রেতঃ স্খলিত হইয়া কৃপ ও কৃপীর জন্ম হইল। (ভারত আদি) [কৃপ দেখ।]

জানরাজ্য (ক্লী) রাজত্ব, আধিপত্য। (শুক্ল যজুঃ ৯।৪০)

জানবাদিক (ত্রি) জনবাদে ভবঃ জনবাদস্য ইদং বা, জনবাদ-ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) জনবাদ সম্বন্ধীয় কথাদি।

জানপহ্চান্ (হিন্দী) পরিচয়, জানাশুনা, চেনা।

জানবর (পারসী) জন্তু, প্রাণী।

জানবাজ (পারসী) সতেজ, চালাক, সাহসী।

জানবিত (দেশজ) জানাশুনা, পরিচিত।

জানবিহারীলাল, বিজ্ঞানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক-প্রণেতা।

জানশ্রুতি (পুং) জনশ্রুতেঃ ঋষেরপত্যং। জনশ্রুতি ঋষির পুত্র। (ছান্দোগ্যোপ°)

জানশ্রুতেয় (পুং) জনশ্রুতেঃ ঋষেরপত্যং ইতি ঢক্। জন-শ্রুতির পুত্র ঔপবি নামক রাজর্ষি।

"ঔপবিনৈব জানশ্রুতেয়েন প্রত্যবরোঢ়ং" (শত° ব্রা° ৫।১।১।৫)

জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খৃষ্টিয়ান (Mr. John Christian) ইনি হিন্দীভাষায় বহুসংখ্যক খৃষ্টীয় গীত রচনা করেন। ত্রিহুত জেলায় অনেকে ঐ সকল গান গাইয়া থাকে। মুক্তিমুক্তাবলী নামে তিনি ছন্দোবন্ধে যীশুখৃষ্টের একখানি সুন্দর জীবনী লিখিয়া যান।

জানানা (যাবনিক) স্ত্রীজাতি।

জানানি (দেশজ) জানান।

জানামি (দেশজ) গুণ, কুহক, যাদু, মায়া, ভেল্কী।

জানায়ন (পুং স্ত্রী) জনস্য তন্নামকর্ষের্গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঙ্। জন নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

জানালা (পর্ত্তুগীজ Janella শব্দজ) বাতায়ন, গবাক্ষ।

জানিব্ (আরবী) অংশ।

জানিবদার (আরবী) প্রতিপালক, সাহায্যকারী।

জানিবদারী (পারসী) সাহায্য।

জানী (আরবী) ১ বেশ্যাসক্ত। ২ চক্ষুর পাতা।

জানু (ক্লী) জায়তে ইতি জন-ঞুণ্ (দৃসণিজনিচরিচটিভ্যো ঞুণ্। উণ্ ১।৩) উরুসন্ধি, উরুজঙ্ঘার মধ্যভাগ, হাঁটু। সংস্কৃত পর্য্যায়—উরুপর্ব্ব, অষ্ঠীবৎ, অষ্ঠীবান্, চক্রিকা। (রাজনি°)

"তস্য জানু দদৌ ভীমে জগ্নে চৈনমরিন্দমঃ" (ভারত ৪।৩২।৩৯)

জানুক (দেশজ) জানু-স্বার্থে কন্। জানু।

জানুকারক (পুং) সূর্য্যের পার্শ্বগামি বিশেষ। (শব্দার্থচি°)

জানুজঙ্ঘ (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১৩।১৬৫ অঃ)

জানুপ্রহৃতিক (ক্লী) জানুনা প্রহৃতং প্রহারস্তেন নির্বৃত্তং অক্ষদ্যুতাদিত্বাৎ ঠক্। মল্লযুদ্ধবিশেষ, যে মল্লযুদ্ধ পরস্পর জানু দ্বারা কৃত হয়।

জানুমানু (দেশজ) জানু ও মানু। চম্পানগরনিবাসী দুইজন মনসার ভক্ত।

জানুবিজানু (ক্লী) খড়্গাযুদ্ধের প্রকার ভেদ। ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বহুনিঃসৃত, আকর, বিকর, ভিন্ন, নির্ম্মর্য্যাদ, অমানুষ, সঙ্কুচিত, কুলচিত, সব্য, জানু, বিজানু, আহিত, চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুদ্রব, লবণ, ঘৃত, সর্ব্ববাহু, বিনির্ব্বাহু, সব্যেতর, উত্তর, ত্রিবাহু, উত্তুঙ্গবাহু, সব্যোন্নত, উদাসি, যৌধিক, পৃষ্ঠপ্রথিত, প্রথিত, এই ৩২ প্রকার খড়্গাযুদ্ধ।

"তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুর্য্যুদ্ধলালসৌ।…
ইতি প্রকারান্ দ্বাত্রিংশচ্চক্রতুঃ খড়্গাযোধিনৌ॥"
(হরিব° ৩১৬ অঃ)

জানুহিত (ত্রি) জনৈঃ হিতং পরিকল্পিতং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জনপরিকল্পিত।

"এতদ্ধি বা অস্য জানুহিতং প্রজ্ঞাতমবসানং।" (শতপথব্রা° ২।৬।২।৭) 'জানুহিতং জনৈঃ পরিকল্পিতং' (ভাষ্য)

জানেকা (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ। (Rhopala robusto)

জান্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (হরিব° ২৬ অঃ)

জান্সাঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুজাফরনগর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত একটী তহসীল। এই তহসীল গঙ্গা ও হিন্দান নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। এই তহসীলে জৌলি-জান্সাঠ, খটৌলি, ভুকরহেড়ি ও ভুমাসম্বলহেড়ি এই চারিটী পরগণা আছে। পরিমাণফল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৮৭ মাইলে চাস হয়।

এই তহসীলে ৩টী ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি বিচার মুজাফরনগরের মুন্‌সেফের নিকট হয়। ইহা চারিটী থানায় বিভক্ত, যথা—জান্সাঠ, ভোপা, মিরামপুর ও খটৌলি।

২ উপরোক্ত জান্সাঠ তহসীলের সদর ও নগর। অক্ষা° ২৯° ১৯´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´২০´´ পূঃ। এই নগর একটী প্রান্তরের নিম্নভাগে মুজাফরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই জান্সাঠেই দিল্লীরাজসভাসদ বিখ্যাত সৈয়দদিগের বাসস্থান ছিল। ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে উজীর কমার-উদ্দীনের আদেশে রোহিলাসৈন্য জান্সাঠ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ঐ যুদ্ধে অধিকাংশ সৈয়দ হত বা পরাজিত হন। যাহা হউক আজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাস করিতেছে। এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

জাপ (পুং) জপ-ঘঞ্ বা জপে মন্ত্রোচ্চারণে কর্ম্মণ্যুপপদে অণ্। ১ মন্ত্রজপাদি। ২ মন্ত্রজপকর্ত্তা। ৩ জাপানের অধিবাসী। [জাপান দেখ।]

জাপক (ত্রি) জপতি জপ-ণ্বুল্। জপকর্ত্তা। (ভারত ১২।১৯৬।৩) জপেন কৃতং জপজন্যং জপ-অণ্। (ত্রি) জপজন্য।

"অথবা সর্ব্বমেবেহ মমিকং জাপকং ফলম্" (ভারত ১২।১৯৯।৪৯)

জাপন (ক্লী) জপ-স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। নিরসন, প্রত্যাখ্যান। ২ নিবর্ত্তন, নিষ্পাদন। ৩ জপ।

"মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্য গায়ত্র্যাশ্চৈব জাপনাৎ।" (সংবর্ত্তস° ২০৯)

জাপান, একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বসীমায় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, এই দ্বীপগুলি লইয়াই জাপানসাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে। জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে একটী সাগর আছে, উহা জাপান সাগর নামে খ্যাত। জাপান সাগর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই জন্য জাপান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

যে সমস্ত দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত, তাহার মধ্যে নিফন ও জেসো অতি বৃহৎ; এই দুই দ্বীপের মধ্যে সঙ্গরপ্রণালী প্রবাহিত। ১২৯° হইতে ১৫০° দ্রাঘিমার মধ্যে জাপান অবস্থিত।

এই সাম্রাজ্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—জাপান এবং অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ। জাপান বলিতে কিস্থ, নিফন এবং সিট্‌কফ এই তিনটী বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রান্তে কিস্থ দ্বীপ অবস্থিত, ইহা দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। কিস্থ এবং সিট্‌কফের মধ্যে বুনঙ্গু প্রণালী। সিট্‌কফের দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল এবং প্রস্থ ৭০ মাইল। সিটকফ্ ও নিফনের মধ্যে কিস্থ এবং ওসাকাপ্রণালী দ্বয় প্রবাহিত। নিফনের দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০ মাইল।

অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জেসো, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং তারাকৈ প্রধান। জেসো দ্বীপ ৩০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার পরিসর সর্ব্বত্র সমান নহে; কোন স্থানে বৃহৎ, কোন স্থানে ক্ষুদ্র, স্থূলতঃ ইহার প্রস্থ ১০০ মাইলের ন্যূন নহে। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রান্তস্থিত কুনাসির ও ইয়ুত্তারাপ জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত; অন্যগুলি রুষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাকৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ চৈনকা নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসো দ্বীপ হইতে পিরোজ প্রণালী কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারাকৈ দ্বীপে জাপান অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ১৬০,০০০ বর্গমাইল। আবার কেহ কেহ বলেন, জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ইহাপেক্ষা অনেক অধিক, প্রায় ২৬০,০০০ বর্গমাইল হইবে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০০৭২৬৮৪ ছিল। তন্মধ্যে ৬১৮৭ জন বিদেশী। জাপান সাম্রাজ্যের টোকিয়ো সহরের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিয়ো পরেই ওসাকা বড় সহর; ইহার লোকসংখ্যা ৪৭৩৪১৭।

সাধারণতঃ নিফন দ্বীপই জাপান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চীনদেশবাসিদিগের নিকট ঐ দ্বীপ য়ংহু অথবা জিহ্নু নামে পরিচিত। জাপানী ভাষায় নিফন শব্দের অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান। জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির উপকূলভাগ অতিশয় পর্ব্বতসঙ্কুল এবং নিকটস্থ সাগরাংশ অধিক গভীর নয়; এই জন্যই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহার করে। জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্ব্বতবহুল, সেইরূপ অনেক স্থান অতি ভীষণ জলাবর্ত্তসঙ্কুল। নিফনের দক্ষিণাংশে ওসাকা ও মিয়া উপসাগরের মধ্যে এবং আমাকুসা দ্বীপের নিকটে দুইটী ভয়ঙ্কর জলাবর্ত্ত আছে। জাপান উপকূলভাগে সমুদ্র তত প্রখর নহে।

সাগালিন দ্বীপ পূর্ব্বে চীন ও জাপানবাসিগণ বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এই দ্বীপের উত্তরাংশ জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; সেখানকার অধিবাসিগণ কিউরাইল নামে খ্যাত। ইহারা অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত।

জেসোর প্রধান নগর মাট্‌সমৈ। জাপানের সম্রাট্ সময় সময় এই সহরে বাস করেন; এই সহরটী ক্রমনিম্ন। এই সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই সকল পাহাড়ে দেবদারু, ওক, ঝাউ, পিপল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নিফন দ্বীপস্থ হাদা নামক বন্দরটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-সন্নিকটস্থ ভূমি পর্ব্বতসঙ্কুল। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্ব্বত নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের প্রায় উপরিভাগ পর্য্যন্ত চাস করা হয় এবং যে স্থানে চাস করা হয় না, তাহা অনুর্ব্বর বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। তোমিয়া উপসাগরের অনতিদূরে ফুদসি জাম্মা নামে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্ব্বত-শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; ইহার কতকগুলি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে।

জাপানের ভূ-ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি নদীর বেগ এত প্রবল যে তদুপরি কোনরূপ সেতু নির্ম্মাণ করা যায় না; কতকগুলির উপর দিয়া নৌকা করিয়া যাওয়া আসা চলে। জেদোগোয়া নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই নদীটী নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল। এই নদীর সর্ব্বত্রই নৌকায় গমনাগমন করা যাইতে পারে। ওঁজিনগাভা, উমি ও আফ্‌ফাগাভা নামক নদীগুলিও ক্ষুদ্র নয়।

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় সময় বরফ পতিত হয়, কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। অল্প শীত হইলে তাপমানযন্ত্র ৩৫° (ফারেণ°) নিম্নগামী এবং গ্রীষ্মকালে উহা ৯৮° উর্দ্ধগামী হইতে পারে। জাপানে গ্রীষ্মের উত্তাপ তত প্রখর নহে, কারণ দিবাভাগে দক্ষিণদিক্ হইতে এবং রাত্রি-কালে পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। জাপানের ঋতু অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল এবং বারমাসই বেশ বৃষ্টি হয়। সাতকসী অর্থাৎ বর্ষাকালে এখানে অত্যধিক বৃষ্টি ও প্রায়ই ঝড় হয়।

জাপান সাম্রাজ্যের নিকটস্থ সমুদ্রসমূহে যেরূপ জলস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য কোন স্থানেও সেরূপ নহে। ভূমিকম্প ও বজ্রপতন এ স্থানে নিত্য ব্যাপার মধ্যে গণ্য। জাপানে প্রায়ই এমন একটী মাস অতিবাহিত হয় না যে মাসে একটী না একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। জাপানের ভূমিকম্প অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অতিশয় অনিষ্টকারী। ভূমিকম্পে আলোকমঞ্চ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয়। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোকমঞ্চ এরূপ ভাবে স্থাপিত হইতেছে যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে। জাপগণ ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। প্রথম কম্পনেই তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারে, তবে নিতান্ত শিশু ব্যতীত বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপই এক একখানি বালিশ উঠাইয়া মস্তকোপরি স্থাপন করে এবং ক্রমে নিকটস্থ শূন্যস্থানে আসিয়া সেগুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে জাপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটী বৃহৎ তিমি আছে, ঐ তিমিটী নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে এবং যে যে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের বিশেষ অনুগ্রহ আছে।

জাপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকাতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সিকুফেন নগরে পূর্ব্বে একটী কয়লার খনি ছিল, খনক-দিগের অনবধানতায় এক দিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়; তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্ন্যুদ্গম হইত। ফেসি নামক পর্ব্বত হইতে দুর্গন্ধময় কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হই-তেছে। উন্‌সেম পাহাড় হইতেও অনবরত ধূম নির্গত হয় এবং তাহা এত দুর্গন্ধময় যে কোন পাখীও তাহার নিকট যাইতে পারে না। যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্ব্বত অতি ভয়ঙ্কর দেখায়; বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত পর্ব্বতটী আগুনে সিদ্ধ হইতেছে। এই পর্ব্বতের নিকট একটী স্নানকুণ্ড আছে, সেই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিলে উপদংশ-সম্বন্ধীয় প্রায় সকল রোগই আরোগ্য হয়।

এই প্রস্রবণে স্নান করিবার পূর্ব্বে ওবামা প্রস্রবণে স্নান করিতে হয়, স্নানান্তে গরম খাদ্য আহার করিয়া গরম কাপড় গায়ে দিয়া শুইতে হইবে। গরম কাপড় দিয়া এরূপভাবে গা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়।

পূর্ব্বে যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাটের আদেশে উষ্ণপ্রস্রবণে নিক্ষেপ করা হইত। ফিজেন এবং উরিফুনো গ্রামে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহাতেই অধিকাংশ স্বধর্ম্ম-ত্যাগীকে ফেলিয়া দিত।

জাপজাতি যেরূপ কৃষিকুশল পৃথিবীতে আর কোন জাতিই সেরূপ নহে। তাহারা সমুদ্র উপকূলভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের অতি উচ্চস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানই অতি যত্নপূর্ব্বক কর্ষণ করে। ধান্যের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশী, যব, গম প্রভৃতি অন্যবিধ শস্যও উৎপাদন করে। তাহারা মাখন অথবা চর্ব্বি ব্যবহার করে না, তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ তৈলাক্ত উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করে।

জাপানে আলু, কাফি, মূলা, শসা, তরমুজ এবং নানাবিধ খাদ্যোপযোগী শাক সবজি, তৃণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাট, পশম, তুলা, তুতগাছ, ওক, দেবদারু প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। নেবু, কমলা, আঙ্গুর, দাড়িম্ব, আখ্‌রোট, পেয়ারা, পিচ, চেরি প্রভৃতি সুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। জাপগণ উত্তমরূপ চা চাষ করে। প্রায়ই দেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের জমীর চারিপার্শ্বে চা-ক্ষেত্র। জাপদিগের গৃহে কোন বন্ধু আসিলে অথবা যাইবার কালে তাহাকে চা পান করিতে দেয়।

জাপানে চার যথেষ্ট আবাদ থাকিলেও চীনের ন্যায় তত প্রচুর নহে। ইহাদিগের চা বিদেশে প্রেরিত হয় না। জাপানে তুতগাছ অধিক পরিমাণেই জন্মে এবং তাহা হইতে নানাবিধ পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার বার্ণিশ গাছ আছে, এই গাছ হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ আসবাবের চাকচিক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। জাপানের কোন অধিবাসীই বার্ণিসের কার্য্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে অতি ধনী সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই বার্ণিসের কাজ করেন। সম্রাট্-প্রাসাদে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র অপেক্ষা জাপান-বার্ণিস দ্বারা চাকচিক্যময় পাত্রই সমধিক আদৃত। সেখানে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সমাদর। কৃষিকার্য্যের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সম্রাটের এরূপ আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমী চাস করিবে, দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন জমী চাস করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনরূপ সত্ত্ব থাকিবে না।

জাপানের অশ্বগুলি মধ্যমাকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। সচরাচর আরোহণ করিবার জন্যই জাপগণ অশ্ব ব্যবহার করিয়া থাকে। গাড়ী টানিবার জন্য ও জলমগ্ন জমী চাস করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত হয়, জাপগণ ইহাদের দুধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে হংস, কুক্কুট, ডাক, ভরতপাখী প্রভৃতি দেখা যায়। শশক, হরিণ, ভল্লূক, শুকর প্রভৃতি বন্যজন্তুও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সম্রাটের আদেশানুসারে প্রত্যেক রাস্তায় কতকগুলি করিয়া কুকুর রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়া কুকুরের আহার যোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ একটী কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জাপান সম্রাট্‌কে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, "ভাই চুপ কর, সম্রাটকে তিরস্কার করিও না, বরং জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, যে সম্রাট্ অশ্বচিহ্নিত সময়ে জন্মেন নাই, কারণ তাহা হইলে আমাদিগের বোঝা আরও ভারী হইত।' পূর্ব্বে জাপগণ বৎসরাঙ্ক বারটি চিহ্নে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে চিহ্নিত অঙ্কে লোক জন্মিবে তদনুসারে মন গঠিত হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিত।

জাপানে উই বড় বেশী, ইহার দৌরাত্ম্যে জাপান ব্যতিব্যস্ত। জিনিষের নীচে এবং তাহার চারিদিকে লবণ ছড়াইয়া দিলে কতকটা উদ্ধার পায়। জাপগণ উইকে দোতুস্ বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে তিতাকাজ্য এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সাপ অতিশয় ভয়ানক; এই সাপে কাহাকে দংশন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। সূর্য্যোদয়কালে দষ্ট হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চত্ব পাইতে হয়। জাপানী সৈন্যগণ এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা অতিশয় সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইবে। জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, তাহাকে জামাকাগাটো অথবা দোজা বলে। অনেক জাপ এই সাপ দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

জাপানে নানাপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়, জাপগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে। তথায় ইরাকিউ নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা বিষাক্ত। সতর্কভাবে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এই মাছ আত্মহত্যা করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়া অনেক সময় অনেক জাপ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি জাপগণ এ মাছ ত্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশানুসারে এ মাছ খাইতে পারে না। এ মাছের মূল্যও অধিক। জাপান সাগরে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেখিতে দশবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায়, ইহার মস্তক বৃহৎ, বক্ষস্থলে এবং মুখদেশে কোনরূপ শল্ক

নাই। ইহার পেটটী বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণোপযোগী। এ মৎস্যের পা আছে এবং বালকের যেরূপ আঙ্গুল, এ মৎস্যের পায়েও সেইরূপ আঙ্গুল আছে। এই মাছ জেডো উপসাগরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর একপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়; ইহার রং অতি উজ্জল, পূর্ব্বে জাপগণ এই মৎস্যকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করিত। বক এবং মুকি নামক কূর্ম্মকে জাপগণ অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই আপনাদিগের আহারের জন্য মাছ ধরে। মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে।

জাপানের সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপগণ মুক্তাকে কৈনাতাম্মা কহে। পূর্ব্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য জানিত না, তাহারা চীনদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তা ধরিবার জন্য কাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। প্রত্যেক জাপেরই মুক্তা তুলিবার অধিকার আছে। বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজা কহে। পূর্ব্বে জাপেরা বলিত, এই মুক্তার একটী বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা একটী জাপানী চিক বার্ণিসপূর্ণ বাক্সে রাখিলে এই মুক্তার পার্শ্বে ছোট ছোট দুইটী মুক্তা জন্মে। তকারাগৈ নামক শুক্তি হইতে এই বার্ণিস প্রস্তুত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর প্রভৃতি জাপানের সমুদ্রে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ শুক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে হাতল লাগাইয়া চামচ প্রস্তুত হয়।

জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাম্রই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্রাটের বিনানুমতিতে স্বর্ণখনি খনন করা যাইতে পারে না। যে প্রদেশে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা সম্রাটকে অংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট নিজে ভোগ করেন। বহু বৎসর অতীত হইল, একটি পর্ব্বত পড়িয়া যাওয়ায় একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন ছিল; কএকটী স্বর্ণখনি খনন করিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনে করিয়া সে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিঙ্গো প্রদেশীয় টিন রৌপ্যের ন্যায় অতিশয় উজ্জল। জাপানে লৌহ অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনাদি তামায় প্রস্তুত হয়। এখানে একরূপ সুন্দর মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেও চিনামাটি বলে, তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়।

জাপানের নগর ও গ্রাম সকল বহুজনাকীর্ণ। জাপানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরেও ৫০০ ঘর লোকের বাস এবং বৃহত্তর সহরে ২০০০ অধিক ঘর লোকের বাস। এখানকার ঘর সাধারণতঃ দোতালা এবং প্রতি ঘরে অনেক লোক বাস করে।

জাপান সাম্রাজ্যের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্ব্বরা এবং ইহার অনেক স্থলেই চাষ হয়।

নাগাসিকি, সঙ্গ এবং কোকুরা এই তিনটী প্রধান সহর। নাগাসিকি বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। এ স্থানের গৃহগুলি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত। এই নগরের মধ্যে ও বাহিরে অনেক ধর্ম্মমন্দির আছে। এই সহরের ঘরগুলি সাধারণতঃ একতলা। ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, অন্তর প্রদেশ মাটিলেপা এবং সমস্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া আটিয়া দেওয়া হয়। প্রতি ঘরেই একটী করিয়া বারান্দা আছে। সঙ্গনগরে নানারূপ মনোহর বাসন প্রস্তুত হয়।

নিফনের অতি অল্প স্থলই অনুর্ব্বর, এই স্থানের কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। সিমনসেকি, ওসাকা, মিয়াকো, কোয়ানো এবং জেডো এই গুলিই নিফনের প্রধান সহর। ওসাকা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুলি নদী আছে এবং প্রত্যেক নদীর উপরে অতি সুন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই সহরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি পরিষ্কার। এখানকার ঘরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চূণ ও কাদালেপা। এই স্থানের অধিবাসিগণ অতিশয় ধনাঢ্য। জাপগণ ওসাকা সহরকে প্রমোদভবন বলিয়া অভিহিত করে। এই সহরের নিকটে এক স্থানে চাউল হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকো সহরে প্রধান ধর্ম্মযাজক বাস করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই সহরের পশ্চিমাংসে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও বহুজনাকীর্ণ। দৈদমু হইতে জাপগণ একরূপ মদিরা প্রস্তুত করে, তাহাকে সয় কহে।

জাপান সাম্রাজ্যে বিদেশীয়দিগের যাতায়ত অতি বিরল। যাহারা বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং তাহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেও সর্ব্বত্র তাহারা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে একমাত্র ওলন্দাজগণই জাপানের নাগাসিকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, কারণ জাপগণ বিশ্বাস করিত য়ুরোপীয়গণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে প্রতিবৎসর সম্রাট্ দরবারে তাঁহার সম্মানার্থ একজন দূত পাঠাইতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি জাপান সাম্রাজ্যের সহিত রুষিয়া ও মার্কিণ রাজ্যের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বৈদেশিক জাতি জাপানের কএকটী সহরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরাজগণ জাপানের সংস্রবে আসিয়াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অব্দ

পর্য্যন্ত জাপানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী বাণিজ্য কুঠী ছিল। ক্রমে ক্রমে জাপগণ সমস্ত জাতির সহিত সংসৃষ্ট হইতেছে। তাহারা সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মবিষয়ে অতি শীঘ্রই আশ্চর্য্যজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের পুরাতত্ত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জাপগণ য়ুরোপ ও মার্কিনদিগের নিকট হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়।

যে সহরে বিদেশীয়দিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, যাহাতে বিদেশীয়গণ অধিবাসিদিগের সহিত অধিক মিশিতে না পারে, তজ্জন্য সে সহরের চারিদিক তক্তা দিয়া ঘেরিয়া রাখা হয় এবং ২টী মাত্র দরজা থাকে; একটী সমুদ্রের দিকে, অপরটী সহরের দিকে। দিবাভাগে প্রহরিগণ অতি সতর্কভাবে এই দরজাগুলি রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে।

জাপানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও ফুল দেখা যায়। এ স্থানের ফুল ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে অতিশয় মনোহর। ওসাকা সহরে নানাপ্রকার ফল জন্মে। উদ্যানে এবং ধর্ম্মমন্দিরের চারিদিকে অতি যত্নপূর্ব্বক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়।

মিয়াকো সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান স্থান। এই সহরে প্রধান বিচারপতি বাস করেন। জেডো জাপানের রাজধানী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান; এ স্থানের নদীগুলির উপর সুন্দর সুন্দর সেতু আছে। প্রধান সেতুটীর নাম নিফবস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাকা সহরের গৃহের ন্যায়। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে হয়, এই জন্য এই সহরে সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক প্রাসাদও লক্ষিত হয়। সহরের নিকট যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত আছে। রাজ-ভবন সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট্ পূর্ব্বে কিউবো উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহার বাসের জন্য বড় বড় পাঁচটি প্রাসাদ আছে এবং পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বড় বড় উদ্যান আছে। জেসো সহরে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। এই সহরের পূর্ব্বাংশে বহুসংখ্যক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে। রুষগণ কিউরাইল দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাপগণ জেসো দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। এই প্রদেশে ইহাদিগের নিজ ধর্ম্ম ও আইন প্রচলিত আছে। জাপান-সম্রাটের সম্মতিক্রমে তথায় রাজপুরুষগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহৎকায় ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকায়। এই ক্ষুদ্রকায় মঙ্গোলীয় জাতি হইতে জাপ বা জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইহারা প্রথমতঃ চীনবাসিদিগের নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহারা ধাতু, পশম, তুলা, কাচ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে। সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণ করে। চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা ও সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহারা অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে। ইয়োকোহামার ১৫ মাইল দূরে কামাকারা নামক স্থানে ৫০ ফিটু উচ্চ একটী ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আর এক স্থানে ৬৩॥ ফিট উচ্চ একটী পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জাপগণ সুন্দর মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণে অতি সুদক্ষ। ইহাদিগের মৃৎশিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহুযুগ পূর্ব্বে স্মরণাতীতকালে ও নামুচিমিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে জাপানে এইরূপ নিয়ম ছিল যে সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে একাকী সমাধিস্থ না করিয়া জীবিতকালের ন্যায় সহচরপরিবৃত করিবার জন্য তাঁহার সহিত অন্য কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ করা হইত। এই নিয়ম জাপানে স্মরণাতীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে খৃষ্ট জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে এক সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার কতকগুলি প্রিয় ক্রীতদাসীকে মনোনীত করা হইয়াছিল। সেই সময় ইদশৌনী প্রদেশ হইতে নমিনোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি কতকগুলি মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্ঞীর প্রিয়াসুচরীগুলির পরিবর্ত্তে সেই মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তিগুলি রাজ্ঞীর সহিত সমাধিস্থ করিতে সম্রাটকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই অবধি সেই নৃশংস ও গর্হিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি প্রোথিত করা হয়। নমিনোসাউকাউলিকে হাজি নামক মান্যসূচক উপাধি প্রদান করা হইল। হাজি শব্দের অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। উৎসবকার্য্যে জাপানে রাকু দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ইহা দেখিতে 'চীনা' অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কথিত আছে ১৫০০ খৃঃ অব্দে আমিয় নামক একজন কোরিয়াবাসী সিসের ন্যায় চাকচিক্যশালী এক রূপ মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করেন; পরে তাহার সন্তান সন্ততিগণ, জাপানে আসিয়াই উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ঐ ব্যবসা জাপানে স্থায়ী হইয়াছে।

জাপগণ খর্ব্বাকৃতি। অতিশয় শান্ত, শিষ্ট ও দয়ালু। জাপানের স্ত্রীলোকগণের হাত এবং পা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের স্কন্ধ ও গলদেশের গঠন অতি সুন্দর। পশুজাতিকে ইহারা অতিশয় দয়া করে, কিন্তু ইহারা স্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর। গ্রীষ্মকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্নাবস্থায় ভ্রমণ করে। ইহাদের স্ত্রীগণ অতিশয় স্বাধীন। জাপগণ অতি মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্টচরিত্র।

জাপানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রথমে আপনা-আপনি অস্ত্রাঘাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত বন্ধু তাঁহার শিরচ্ছেদন করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অতি পূর্ব্বে জাপানে সিণ্টো-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, সিণ্টো সূর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় দার্শনিক কন্‌ফুচি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী লোকও জাপানে অনেক আছে। ফ্রান্সিস্-জেভিয়র সাহেব অনেক জাপকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মই অধিক প্রচলিত। জাপদিগের ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ও খৃষ্টধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে জাপগণের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তাহারা বলিত স্বর্গে সাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে যখন সমস্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন একটা দণ্ড দ্বারা সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া দণ্ড উঠাইলে তাহা হইতে মৃত্তিকার গাদ ক্ষরিত হইল, তাহা একত্র হইয়া জাপান দ্বীপগুলি সৃষ্ট হইল। তাহারা জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথবা অন্য লোক আছে। লোকস্থিতি সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ শুনা যায়। কোন সময়ে চীনদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে এখানকার কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট্ ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই অবিলম্বে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে ঘাতকগণ হত্যাব্যাপারে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সম্রাটকে জানাইলে তিনি অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে জাপানে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহাদিগের বংশেই আধুনিক জাপগণের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলে যে, একজন চীনদেশীয় সম্রাট্ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত বিলাস ও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; অমর হইতে পারেন এরূপ কোন ঔষধ পাইবার জন্য পৃথিবীর নানাদেশে উপযুক্ত চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিতর একজন চিকিৎসক বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই ঔষধের উপকরণ জাপান দ্বীপে আছে, কিন্তু ইহার এই একটা বিশেষগুণ আছে যে কোন ভ্রষ্ট চরিত্র লোক ইহা স্পর্শ করিলে এই ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকরণ গুলি শুকাইয়া যাইবে। তিনি সম্রাটের আদেশানুসারে ৩০০ বলিষ্ঠ যুবক ও ৩০০ যুবতী সমভিব্যাহারে জাপানদ্বীপে আগমন করেন। উক্ত চীনসম্রাট্ অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসক এই উপায়ে চীন হইতে আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঔষধ লইয়া যাইবার তাঁহার কোন ইচ্ছা ছিল না।

কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে জাপানীদিগের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্ব্বকালে চীন ও জাপানের ধর্ম্ম ও তাহাদের ভাষারও কোন সাদৃশ্য ছিল না। উভয় জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাবিলন হইতে ভাষা-বিভ্রাট্‌কালে যাহারা পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসিয়া অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়া হইতে অনেকে আসিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির সংমিশ্রণে জাপদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। জাপানের সকল অধিবাসিদিগের আকৃতি একরূপ নহে। নিফনের সাধারণ লোক খর্ব্বাকৃতি ও ইহাদের নাসিকা চেপ্টা। ইহারা তাম্রবর্ণ। কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনেকাংশে য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়। নিফনের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিকা চেপ্টা। ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ।

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাপানের সৃষ্টি হইলে তাহারা তথায় রাজত্ব করেন। বহুবৎসর পরে সেই দেববংশে অর্দ্ধদেব ও অর্দ্ধমানবধর্ম্মবিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপগণের সৃষ্টি। জাপানে জ্যেষ্ঠের মান্য অধিক ছিল; প্রথম-জাত পুত্রের উপাধিও ভিন্ন ছিল। পূর্ব্বকালে জাপানের সম্রাটের শরীর অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত; কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। সম্রাট্ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেন না। কোন স্থানে যাইবার কালে মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িয়া যাইতেন। সম্রাটের

শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাঁহার নখ, দাড়ি, চুল পর্য্যন্ত কেহ কর্ত্তন করিতে পারিত না ; তবে তাহার নিদ্রিতাবস্থায় কর্ত্তন করিলে কোনরূপ দোষ বিবেচিত হইত না—কারণ তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ কার্য্য করাকে চৌর্য্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য করা হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাহার দেবত্ব নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে মুকুট পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজা মুকুট পরিয়া যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে ; এই জন্য শেষে মুকুট সিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের ভক্ষ্য প্রত্যহ নূতন পাত্রে রন্ধন করা হইত এবং রন্ধনান্তে সে পাত্র ভঙ্গ করা হইত ; কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট্-ব্যবহৃত পাত্র অন্য কেহ ব্যবহার করিলে সম্রাটের শারীরিক অসুখ উৎপন্ন হইবে। আবার জাপদিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরির পবিত্র পরিচ্ছদ অন্য কেহ পরিধান করিলে তাহার অসুখ হইবে। সম্রাট্ মিকাডো নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটী বিবাহ করিতেন, কিন্তু একজনের পুত্র সম্রাটের উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, দৈরো, কামি প্রভৃতি ভিন্ন মান্যসূচক উপাধি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত। যাজকমণ্ডলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক হইতে বিভিন্ন ; ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। জাপরমণীগণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহাদিগের বৎসর গণনা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত। ইহাদিগের নিনো নামক যুগ খৃষ্ট ৬৬০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অব্দও প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা অব্দ দ্বারা নির্ণীত হয়।

সতকৃতৈসের সময় জাপানে পৌত্তলিকতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন রাত্রিকালে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখেন যে, সূর্য্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল মৃদু স্বর্গীয় কিরণ তাঁহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং শুফোবোফাৎ তাঁহাকে বলিতেছেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আপনাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিতে পাইলেন এবং দ্বাদশ মাসে বিনা কষ্টে ফাতফিফিনো নামে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র সতকৃতৈস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সিন্টো ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিনুজু বলে। মিয়া সিয়া নামে ইহাদিগের অনেক মন্দির আছে। নেগি এবং কানিফি নামে বিবাহিত লোকগণ এই মন্দিরের সেবক। ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, অধার্ম্মিকগণ মরিলে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা কোনরূপ কার্য্য করে না, উপাসনা ও আমোদে অতিবাহিত করেন। ইহাদিগের বৎসরের ২য় পর্ব্বে আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হয়। রিনফাগাভার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা সন্তানাদি না হওয়ায় কামির নিকট প্রার্থনা করায় শীঘ্রই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। কালে উক্ত কন্যা এক সময়ে ৫০০ অণ্ড প্রসব করিলেন এবং ভয়ে সেগুলিকে বাক্সে বদ্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন ; বাক্সের উপর ফস্জোরু কথাটি লিখিয়া দিলেন। এক ধীবর সেগুলিকে পাইয়া বাটী লইয়া গেল এবং সময়ে তাহা হইতে ৫০০টী শিশু জন্মিল। ধীবর কিছুদিন তাহাদিগকে পালন করিলে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। ধীবর তাহাদিগের আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢ্য স্ত্রীলোকের বাটী আসিয়া আহার প্রার্থনা করে। তিনি তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও বাক্সোপরি লিখিত কথা অবগত হইয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। তথনই নানাবিধ খাদ্যে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন ; সেই সময় আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এই ঘটনা একটী পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সিন্তুগণ তীর্থযাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়। ইহাদিগের টুপিতে এবং গাত্রে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা থাকে ; কারণ যদি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারও কষ্ট হইবে না। অনেক পরে জাপগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ জাপানে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অনুবাদই ভ্রমপূর্ণ। জাপানে সংস্কৃত চর্চ্চা অতি বিরল। জাপান হইতে যে দুই যুবা ইংলণ্ডে গমন করেন, তন্মধ্যে বন্য়িউ নন্জিও (Baniu Nanjio) ত্রিপিটকান্তর্গত পুস্তকাবলীর একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত ১৬৬২ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে। প্রকৃত পক্ষে চীনদিগের নিকট হইতে জাপানীগণ বিদ্যা, শিল্প, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের কএকটি অনুশাসন জাপানে প্রবল দেখা যায়,—(সেসিত) অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা করিও না, (ফুলতা) অর্থাৎ চুরি করিওনা। (সিজেন) অর্থাৎ চরিত্র দূষিত করিও না। (মেগো) অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলিওনা। (অন্‌ফিন) অর্থাৎ মাদক

দ্রব্য সেবন করিওনা। কিন্তু জাপানীগণ প্রায়ই উক্ত নিয়ম গুলি পালন করেনা। জাপানের ৩৪ লক্ষ লোক বৌদ্ধ; ইহার মধ্যে ১০লক্ষ সিঙ্গু সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা বলে ৩৮১ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় পণ্ডিত হুইউয়েন একটী মঠ স্থাপন করেন; সেই মঠ হইতে শ্বেতপদ্ম মত প্রচারিত হয়; ইহারা সেই মতানুসারে কার্য্য করে। এই মত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ খৃঃ অব্দে সিন্জু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি জাপানে মহাযানসূত্রের একখানি হাতের লেখা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে।

জাপানে পুরাতত্ব অনুসন্ধানের জন্য কোহাট জুকৈ নামক একটী সমিতি আছে। এই সমিতিতে ২০০ জন সভ্য আছেন; ইহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাজধানী জেডো নগরে মিলিত হন; অন্য সময়ে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য মান্য ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুরোহিতগণ এই সভার সভ্য। পুরোহিতগণ দ্বারাই এই সভার অধিক উপকার হইতেছে। ধর্ম্ম-মন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে যে সমস্ত পুরাকালীন দ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই সকলকে অবগত করাইতেছেন। এই সমিতি হইতে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; এই পুস্তকখানি পড়িলে ধারা বাহিকরূপে ও শৃঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই ইতিহাসে তাহাদিগের সম্রাট্দিগের নামও লিখিত আছে।

পূর্ব্বে জাপানের সম্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন; কেহই কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী হইত না। সম্রাট্ সাক্ষাৎ দেবতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তিও সম্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। সম্রাট্ সহজে ও সুখে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনরূপ গোলযোগ না হয়, এই জন্য সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা বংশানুক্রমে সেই সেই স্থানে রাজত্ব করিতেন। যাঁহারা বৃহৎ প্রদেশ শাসন করিতেন, তাঁহাদিগকে দৈমিও অর্থাৎ উচ্চ উপাধিবিশিষ্ট বলিত, আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাঁহাদিগকে সিওমিও বলিত। সিওমিওগণ ৬মাস তাঁহাদিগের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন, অবশিষ্ট ৬মাস সম্রাটের দরবারে থাকিতে হইত। তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি বার মাসই প্রতিভূ স্বরূপ রাজধানীতে বাস করিতেন। জাপানে শাসন ব্যাপারে সম্রাটের যেরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল, ধর্ম্মবিষয়ে দৈরির সেইরূপ একাধিপত্য ছিল। কোন সময়ে দৈরি অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তাঁহাকে সম্রাটের অধীনেই থাকিতে হইয়াছে। জাপানে সকলের ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক; সকলের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার পদ প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল জাপান সম্রাটের উপাধি কিউবো সোমা ছিল। কিউবো সোমা উপাধিধারী সম্রাট্গণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বহুদিন প্রচলিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে সাহসী হইতেন না।

জাপগণকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা শাসনকর্ত্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, যাজক, সামরিক কর্ম্মচারী, বিচারবিভাগীয় কর্ম্মচারী, বণিক, শিল্পব্যবসায়ী এবং মজুরগণ।

জাপান অতিশয় উন্নতিশীল রাজ্য। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানীগণ যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জাপান এসিয়ার বৃটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকরণ করে।

১৮৮৪ সালে মুৎসুহিতো জাপানের সম্রাট্ হন। খৃঃঅব্দের ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে জিম্মুতেন্নো যে বংশ স্থাপন করেন, মুৎসুহিতো সেই বংশসম্ভূত। এই বংশ এ পর্য্যন্ত জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। মুৎসুহিতো জিম্মুতেন্নো হইতে ১২৩ পুরুষ অধস্তন। ইনি এখনও জীবিত। এ সম্রাটের উপাধি মিকাডো। সম্রাট্ দৈজোকোয়াঁ অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই রাজবংশ স্থাপনের প্রাক্কালেই এই সভার সূত্রপাত হইয়াছিল। য়ুরোপীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে জেনরোইন নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভায় তর্কবিতর্কের পর যে সমস্ত আইন স্থিরীকৃত হয়, মন্ত্রীসভাদ্বারা সমর্থিত এবং সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভায় ৩৭ জন সভ্য আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সান্জিইন্ নামে একটী রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যগণ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক রাজপুরুষগণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিচার করেন। এই সভ্যগণ বিচারসম্বন্ধীয় অভিযোগও মীমাংসা করেন।

জাপান ৪৭টী ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, প্রতি বিভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি সহর ও গ্রাম আছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহ হেতু এক একজন লোক আছেন; তাঁহাকে চো কহে। জাপান এসিয়াখণ্ডে একটী পাশ্চাত্য গঠনে গঠিত রাজ্য। ইহার সৈনিক বিভাগ জর্ম্মণ আদর্শে গঠিত, প্রতি জাপকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের সামরিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ ছিল; ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ জন পদাতিক, ১দলে ৪৮২ জন অশ্বারোহী, ৭দলে ২৬৮৭জন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল।

ভবিষ্যতের জন্য প্রথম বিভাগে ৪২,৬০৬ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ১৬০৮০জন সৈন্য ছিল এবং সাহায্যার্থ ৬০৩৩ জন সৈন্য ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের মোট সৈন্য সংখ্যা ১০৫১১০ ছিল। জাপানের সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে ১২০০ ছাত্র আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে বড় বড় ২৮খানি রণতরি ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান থাকিত, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংগ্রাম জন্য সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাপানীদিগের ইতিহাস একরূপ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীগণ অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়, য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের প্রাদেশিক বাণিজ্যই বেশী। তাহাদিগের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি বন্দর আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্তাগুলি প্রায় সকল সময়েই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বেই বৃক্ষাবলী রোপিত আছে।

জাপান হইতে তাম্র, কর্পূর, বার্ণিসদ্রব্য, পশমীবস্ত্র, চাউল, সাকি এবং সয় নামক মদিরা বিদেশে রপ্তানী হয়। চিনি, গজদন্ত, টিন, সীসক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, চসমা প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। পূর্ব্বে জাপানে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর ভাগ অধিক ছিল; কিন্তু এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় ১৬ কোটী টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটী টাকার দ্রব্য। জাপানের গড়পড়তা রাজস্বও অধিক নহে। প্রত্যেক জাপানীর গড়পড়তা আয় ৬২ টাকা আর তাহাকে রাজস্ব দিতে হয় ৪৲ টাকা। জাপানে বাণিজ্যার্থ যাহারা গমন করে তাহারা সর্ব্বত্র যাইতে পারেনা, এমন কি চীনবাসিদিগকেও সর্ব্বত্র যাইতে দেওয়া হয় না। কেহ ভ্রমণ করিতে গেলেও সম্রাটের অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার অধিকার নাই। সম্প্রতি চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্য্যবহ্নি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন য়ুরোপের একটী প্রবল জাতিকে (ফরাসীদিগকে) পরাজিত করিল, সেই চীন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানীদিগের নিকট বার বার পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিশেষ অবমানিত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত হইয়াছে।

জাপান সাধারণতঃ 'সূর্য্যোদয়ের স্থান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দিন দিনই জাপগণ উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এসিয়া খণ্ডে জাপান একটী ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও শৌর্য্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটী প্রধান রাজ্য। জাপান সম্রাটের বিনানুমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে পারেনা। জাপানে চাউলই প্রধান খাদ্য। সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেনা, এই কারণেই দুর্ভিক্ষ নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত হইতেছে। জাপগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বর্ত্তমান জাপান-সম্রাট্ অতি সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। ১৮৯০ সালে জাপানে প্রথম পার্লামেণ্ট সভা আহূত হয়। জাপানের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইলেও মিকাডো অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা অধিক পরিমাণেই অক্ষুন্ন রহিয়াছে। জাপানের প্রায় সকল স্থলেই লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১২১৩ মাইল রাস্তায় বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিত। জেডো অথবা টোকিয়ো, কানাগাওয়া অথবা ইয়োকোহামা, হিয়োগো, ওসাকা, হাকাদেৎ, নিয়াইগাতা এবং নাগাসাকি এখন এই কএকটী স্থানে বিদেশীয়গণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়। জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফ তার বসান হইয়াছে।

জাপিন্ (ত্রি) জপ শীলার্থে পিনি। জপকারক।

জাপ্য (ত্রি) জপ-ণ্যৎ। জপযোগ্য।

জাবট (দেশজ) বৃন্দাবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর জাওগ্রাম, এই স্থানে আয়ানের মাতা, রাধিকার শ্বশ্রূ জটিলা বাস করিত। [জটিলা দেখ।]

জাপ্‌টাজাপ্‌টি (দেশজ) পরস্পর বেগে জড়াইয়া ধরা।

জাফ্‌নাপত্তন, সিংহলদ্বীপের উত্তরাংশস্থিত একটী নগর। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে একটী খাড়ীর প্রান্তে অক্ষা° ৯° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫´ পূঃ অবস্থিত। ঐ খাড়ী দিয়া বাণিজ্যতরি সকল নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই নগরে একটী দুর্গ আছে। দুর্গের আকৃতি পঞ্চকোণ, চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা ও তৎপরেই বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গ হইতে

ক্রমনিম্ন প্রান্তর। দুর্গের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, সিংহলী প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং ভক্ষ্য সুলভ, এজন্য অনেক ওলন্দাজ এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানে কৃষিকার্য্যেও বেশ উন্নতি হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তদ্ভিন্ন তাল ও শঙ্খ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাফ্নার নিকট সমুদ্রকূলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ওলন্দাজগণ হলণ্ডের নগরগুলির নামানুসারে ঐ সকল দ্বীপের ডেল্ট, লিডেন, হার্লেম, আমষ্টার্ডেম প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। সমস্ত সিংহলের মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পূর্ব্বে মিসনরীগণ এখানে গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির ভগ্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে।

জাফরগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটী সহর ও ব্যবসার আড্ডা। একটী সেতুবিশিষ্ট রাজবর্ত্ম দ্বারা এই সহর ১২ মাইল দূরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

জাফরআলিখাঁ, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজকার্য্যে অবহেলা জন্য ইংরাজগণ ইঁহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইঁহার জামাতা মীরকাশিমআলিখাঁকে বাঙ্গালায় নবাব করেন। মীরকাশিম ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হন। তৎপরে জাফরআলিখাঁ (মীরজাফর) পুনর্ব্বার নবাব হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদে ইঁহার কবর আছে। [মীরজাফর দেখ।]

জাফরখাঁ, ইঁহার প্রকৃত নাম মুর্শিদকুলিখাঁ। ইনি এক ব্রাহ্মণের পুত্র, শৈশবাবস্থায় একজন মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়েন। সম্রাট্ আলমগীর ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ইঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ইনি নিজ নামানুসারে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। [মুর্শিদকুলিখাঁ দেখ।]

জাফরবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব্ব অংশের একটী তহসীল। ইহার অধিকাংশ উর্ব্বরা এবং পর্ব্বতনিঃসৃত অসংখ্য নির্ঝরিণীবিশিষ্ট। পরিমাণফল ৩০২ বর্গ মাইল। ইহাতে একটী ফৌজদারী; দুইটী দেওয়ানী আদালত ও দুইটী থানা আছে।

২ পূর্ব্বোক্ত জাফরবাল তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩২° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ পূঃ। এই নগর দেঘ নদীর পূর্ব্বকূলে শিয়ালকোট হইতে ২৫ মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, বজবা জাট বংশীয় জাফরখাঁ নামে এক ব্যক্তি প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে এই নগর স্থাপন করেন। চিনি ও শস্যাদি স্থানীয় দ্রব্যজাতের কিছু কিছু ব্যবসা হয়। এই নগরে তহসীল, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও পথিকদিগের জন্য ডাকবাঙ্গালা ইত্যাদি আছে।

জাফরবেগ (আসফখাঁ), সম্রাট অক্‌বরের একজন সভাসদ ও কবি। ইঁহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজমান। ইঁহার খুল্লতাত আলি আসফ খাঁ সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়া আসেন। অকবর তাহাকে ২০ জন সেনার জমাদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে জাফর ঐ নিকৃষ্টপদে অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগপূর্ব্বক বাঙ্গালায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নূতন শাসনকর্ত্তা মুসাফরখাঁর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনতিকাল পরে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। যাহা হউক জাফর স্বীয় চতুরতা বলে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আসিলে তিনি অক্‌বর কর্তৃক দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক ও আসফ্খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

জলাল রৌসানি, বরাক্‌জাই ও আফ্রিদি আফ্‌গানদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আসফ্খাঁ তাহাকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনখাঁ কোকার সাহায্যে আসফ্‌জলালকে পরাজিত করেন।

জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইলে আসফখাঁ রাজপুত্র পার্ব্বিজের আতালিক অর্থাৎ উজীর নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল উপাধি ও পাঁচ সহস্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন।

ইঁহার পর তিনি রাজপুত্র পার্ব্বিজের সহিত দাক্ষিণাত্য জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। বুর্হান্‌পুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসফ্খাঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ রাজস্ব সচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া পৃষ্ঠার সমুদায় হিসাব বলিয়া দিতে পারিতেন। বাগানে তাঁহার বিলক্ষণ সখ ছিল। আসফের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনায় তাঁহার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। তিনি অকবরের সমকালীন একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য।

জাফর শাদিক, মুসলমানদিগের ১২ জন ইমামের মধ্যে

৬ষ্ঠ ইমাম, মদিনানগরে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি মহম্মদ বেকারের পুত্র, আলি জৈনুউল্ আবেদীনের পৌত্র ও ইমাম-হোসেনের প্রপৌত্র। ইঁহারা সকলেই ইমাম ছিলেন। জাফর-শাদিক (অর্থাৎ সাধু জাফর) মুসলমানদিগের মধ্যে একজন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে, একদা খলিফ অল্‌মনসুর সদুপদেশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জাফরশাদিককে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠান। জাফর তাহাতে এই উত্তর দেন যে, সংসারে উন্নতিলোলুপ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রকৃত উপদেশ দিবে না, আর যে ব্যক্তির সংসারে স্পৃহা নাই পরকালের মঙ্গলেচ্ছু, সে সম্রাটের নিকট যাইবে কেন? ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। মদিনার অল্‌বকিয়া নামক গোরস্থানে ইঁহার এবং ইঁহার পিতা ও পিতামহের কবর আজিও বর্ত্তমান আছে।

কেহ কেহ বলেন, জাফরশাদিক পঞ্চশতাধিক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। 'ফালনামা' নামক অদৃষ্টব্যাপক গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া খ্যাত।

জাফরান্ (আরব্য) ১ আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা তাতার বংশসম্ভূত। ২ সুগন্ধিপুষ্প, কুসুমফুল। [কুসুম্ভ দেখ।]

জাফরাবাদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় এজেন্সির শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫০´ হইতে ২০° ৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৮´ হইতে ৭১° ২৯´ পূঃ। পরিমাণফল প্রায় ৪২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১২। এখানে অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও গোধূম প্রধান। মোটা কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

জাফরাবাদ রাজ্য জঞ্জীরার অধীনস্থ সর্দ্দারের অধীন।

২ উপরোক্ত জাফরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ২৫´ পূঃ। ইহার সমগ্র নাম মুজাফরা-বাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়া জাফরাবাদ হইয়াছে। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দূরে কণাই নামক নদীতীরে অবস্থিত। নদীমুখ গভীর এবং চড়াশূন্য বলিয়া বাণিজ্যপোত যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। কেবল দীউ নগর ব্যতীত গুজ-রাটের মধ্যে জাফরাবাদ সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান।

জাফরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২০° ১৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ পূঃ। এই নগর জোল্‌না নগরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন গড় আছে।

জাফরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৩৩´ ৪´´ পূঃ। এই নগর ফতেপুর নগরের ১০ মাইল দূরে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই নগর জরিপের একটী আড্ডা।

জাফ্‌ফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহারা আবার উপজীবিকা অনুসারে ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। এক সম্প্রদায় কুম্ভকার ও আর এক সম্প্রদায় জমি মাপ প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহারা নেবার সমাজে অতি মাননীয় এবং অপর সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্দ্ধেক জাফ্‌ফু। ইহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী, কিন্তু অনেক হিন্দু দেবদেবীর পূজাও করিয়া থাকে। পূজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধযাজক ও একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া কার্য্য সমাধা করে। নেপালে জাফ্‌ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের ন্যায় আরও প্রায় ২৪টী সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হিন্দুদেব দেবীর একত্র উপাসনা করে। ধর্ম্মবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাহারা জাফ্‌ফুদিগের অপেক্ষা হীন। জাফ্‌ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান ও একত্র ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

জাব (দেশজ) ১ গবাদির খাদ্য। ২ আর্দ্র।

জাবনা (দেশজ) ১ জাব। ২ মাছ ধরিবার চার।

জাবাবাঁশ (দেশজ) বাঁশবিশেষ, এই বাঁশ অত্যন্ত মোটা ও লম্বা, প্রায় ৩০ হাত পর্য্যন্ত হয়। এই বাঁশের কঞ্চি বড় হয় না, ভিতর ফাঁফা, ইহাতে উত্তম ছেচা হয়।

জাবাল (পুং) জবালায়াঃ অপত্যং পুমান্-ইতি অণ্। মুনি বিশেষ, সত্যকাম, জবালার পুত্র। জবালা অনেক পুরুষের সহবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যকাম ঋষিগণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাঁহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গোত্র জানিতেন না, তিনি মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিল—"অনেকের সহিত আমি সহবাস করিয়াছি, তুমি কাহার ঔরসজাত তাহা আমি জানি না। তুমি গুরুর নিকট 'সত্যকাম জাবাল' বলিয়া পরিচয় দিও।" তদনুসারে সত্য-কাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। (শতপথব্রা°, ঐতব্রা° ও ছান্দোগ্যউ°) ইনি একজন স্মৃতিকার। ২ মহাশালের উপাধি। ৩ বৈদ্যক গ্রন্থভেদ। ৪ অজাজীব। (অমর ২।১০।১১।) ৫ উপনিষদ্ বিশেষ। "ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংসআরুণিঃ।" (মৌক্তিকোপনি°)

৬ দর্শনশাস্ত্রবিশেষ।

"অধীত্য কূটজাবালং শার্গালিং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"(রামদত্তশাপ°)

জাবালায়ন (পুং) একজন বৈদিক আচার্য্য। (বৃহদা° ৪।৬।৬)

জাবালি (পুং) জবালায়াঃ অপত্য পুমান্ ইনি-ইচ্। কশ্যপ-

বংশীয় একজন মুনি। ইনি দশরথের গুরু ছিলেন। ইনি চিত্রকূটে রামকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (রামা°) ইনি ব্যাস কথিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শ্রোতা। (ব্রহ্মবৈ°)

জাবালিন্ (পুং) বেদের এক শাখা।

জাব্দা (আরবী) খরচের খাতা।

জাম (দেশজ, জম্বূশব্দের অপভ্রংশ) জম্বু। [জম্বু দেখ।]

জামজহরী (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

জাম্-জো-তন্দো, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ২৫´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৩৪´৩০´´ পূঃ। অধিবাসী মুসলমানদিগের অধিকাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা খাস্কেলি সম্প্রদায়ভুক্ত, হিন্দুগণ অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংশীয়গণ এই নগর স্থাপন করেন। ঐ বংশের খানানিগণ এখনও এখানে বাস করিতেছেন। হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়ার-জো-তন্দো দিয়া মীরপুরখাশ পর্য্যন্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো শব্দের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর।

জামতারা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহা জামতারা থানা লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৩° ৪৮´১৫´´ হইতে ২৪° ১০´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৪১´ হইতে ৮৭° ২০´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণফল ৬৯৬ বর্গমাইল। ইহাতে একটী ফৌজদারী, একটী দেওয়ানি ও একটী সাঁওতালদিগের জন্য দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে।

জামদগ্ন (পুং) চতুরহ যাগভেদ।

জামদগ্নিয় (ত্রি) জমদগ্নি সম্বন্ধীয়।

জামদগ্নেয় (পুং) জমদগ্নেরপত্যং, প্রত্যয়বিধৌ তদন্তগ্রহণস্য প্রতিষেধেঽপি আর্ষত্বাৎ ঢক্। (অগ্নি-কলিভ্যাং। পা) পরশুরাম, ভার্গব।

"ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দ্দনং।" (রামা° ১।৮৪ অঃ)

জামদগ্ন্য (পুং) জমদগ্নেরপত্যং পুমান্-ইতি-যঞ্ (গর্গাদিভ্যোঃ যঞ্। পা ৪।১।১০৫) জমদগ্নিপুত্র, পরশুরাম, ভার্গব। (রামা° ১।৭৭।১২)

জামনি, মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের একটী নদী। এই নদী মধ্যভারতে উৎপন্ন হইয়া বুন্দেলখণ্ড ও চন্দেরী প্রদেশ দিয়া প্রায় ৭০ মাইল গমনের পর বেতবা নদীতে মিশিয়াছে।

জামনিয়া, (দবীর) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্সীর একটী ঠাকুরাত অর্থাৎ সর্দ্দারী জমিদারী। সর্দ্দারের উপাধি ভূমিয়া। ঠাকুরগণ সকলেই ভূলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই ভূলাল জাতি রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জামনিয়া নগরে বিখ্যাত ভূমিয়া নাদিরসিংহ প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন। সিন্ধিয়ার পাঁচটী গ্রাম লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত। তদ্ভিন্ন খেরী, দাভর ও ৪৭ ভীলপাড়া ইহার অন্তর্গত। পরিমাণফল প্রায় ৪৬,৫৭৫ বিঘা। মানপুর হইতে ধারানগরের রাস্তা প্রায় ৭ মাইল এই জমিদারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সদর কুঞ্জরোড়।

জামনের, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২০° ৩২´ ৩০´´ হইতে ২০° ৫২´২০´´ উঃ। দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ৫০´´ হইতে ৭৬° ৩´ ৪৫´´ পূঃ। পরিমাণফল ৫২৫ বর্গমাইল, ইহাতে ২টী নগর ও ১৫৬টী গ্রাম আছে। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত নিম্নস্থান দিয়া, উভয় তীরে ঘন বাবলাবৃক্ষসমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্বভাগে তরুণ শালবনভূষিত অনুর্ব্বর ভূধরমালা বিরাজিত। এখানে জল সর্ব্বত্র প্রচুর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চ। নদীর মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাগ, সুরি, হর্কি ও সোনিজ প্রধান, তদ্ভিন্ন ইহাতে বিস্তর কূপ আছে। ইহার ভূমি মোটের উপর অনুর্ব্বর। পূর্ব্বে ইহা হায়দরাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে খর্দ্দার যুদ্ধের পর ইহা মহারাষ্ট্রগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে এই উপবিভাগ ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার ও বাজরা প্রধান, তদ্ভিন্ন তণ্ডুল, গোধূম, ভুট্টা, কলায়, কার্পাস, শণ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত ও ১টী থানা আছে।

২ উক্ত জামনের উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৫´ পূঃ। এই নগর ধুলিয়ার ৬০ মাইল অগ্নিকোণে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখন ইহার পূর্ব্ব বাণিজ্যশিল্পাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের বাহিরে রামমন্দির নামে রামচন্দ্রের একটী মন্দির এবং পুণাঅশ্বারোহী সৈন্যদলের একটী সৈন্যাবাস আছে। এখানে ডাকঘর ও একটী গবর্মেণ্ট স্কুল আছে।

জামপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত দেরা-গাজি খাঁ জেলার একটী তহসীল। এই তহসীল সিন্ধু নদী ও সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম সংখ্যা ১৪১। অধিবাসিদিগের প্রায় ⅞ মুসলমান। উৎপন্নদ্রব্য —জোয়ার, বাজরা, গোধূম, তণ্ডুল, কার্পাস ও নীল। একজন তহসীলদার, ১ জন মুন্সেফ ও ৩ জন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, এবং ৪টী ফৌজদারী ও ৪টী দেওয়ানি আদালত আছে।

২ পূর্ব্বোক্ত জামপুর তহসীলের সদর নগর। অক্ষা°

২৯° ৩৮´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৩৮´ ১৬´´ পূঃ। এই নগর দেরা-গাজি খাঁ নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজনপুর ও জাকুবাবাদ নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর জনৈক জাট সর্দ্দার স্থাপন করেন। তহসীল কাছারী ব্যতীত এখানে বিদ্যালয়, ডাকবাঙ্গলা, দাতব্য ঔষধালয়, সরাই, মদের ভাটী ও একটী মিউনিসিপালটী আছে। এখানকার নানাবিধ কাষ্ঠের খোদাই জিনিস অতি প্রশংসনীয়। তাহাই অধিবাসিদিগের প্রধান ব্যবসায়।

জামরি, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাণ্ডারা জেলার একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। অক্ষা° ২১° ১১´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫´ ৩´´ পূঃ। ইহা গ্রেট ইষ্টারণ রোড নামক রাজপথের উত্তরে সাকোলির নিকট অবস্থিত। পরিমাণফল ১৫ বর্গমাইল, উহার ১ মাইলে মাত্র চাস হয়। অধিকারী গোঁড় জমীদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করেন।

জামরুল (দেশজ) ফলবিশেষ। [জম্বু দেখ।]

জামর্য্য (ত্রি) [বৈ] প্রাণীদিগকে অমরকারী।

"জামর্য্যেণ পয়সা পীপায়।" (ঋক্ ৪।৩।৯)

জামল (ক্লী) আগমশাস্ত্রবিশেষ, রুদ্রজামল প্রভৃতি।

জামলি, মধ্যভারতে ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী সহর। ইহা সর্দ্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে ঝাবুয়া নগর হইতে ৩০ মাইল ঈশাণকোণে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর উপাধিধারী একজন ওমরাহ বাস করেন।

জাম সাতোজী, কচ্ছপ্রদেশের জাড়েজা বংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। ধাত-পার্কর অধিপতি সোঢ়ার সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল। সূর্য্যবংশীয় বীরবলের পুত্র কাঠিরাজ বালাজীর সাহায্যে তিনি পার্কর জয় করিয়া লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে একদিন বালাজীর কাঠি-সৈন্যগণ প্রথমেই আসিয়া নিগালা সরোবরের তীরে বৃক্ষতলে শিবির সংস্থাপন করিল। তীরে অল্পমাত্র বৃক্ষ ছিল, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে যখন জাম সাতোজী আসিয়া দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত তরুতলই অধিকার করিয়াছে, তাঁহার জন্য একটীও রাখে নাই। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বালাজীকে তাম্বু উঠাইতে কহিলেন। বালাজী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্য সহ প্রস্থান করিলেন। জাম সাতোজী বিপদ্ ভাবিয়া অনেক অনুনয় দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালাজী শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বালাজী রাত্রিযোগে অতর্কিত ভাবে জাড়েজাদিগকে আক্রমণ করিয়া পঞ্চভ্রাতার সহিত জাম্ সাতোজীকে বিনাশ করিলেন। কেবল কনিষ্ঠ সহোদর জাম অবড়া রক্ষা পাইলেন। তিনি বালাজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে থানের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে সূর্য্যদেব স্বয়ং শ্বেতাশ্বে আরোহণ করিয়া বালাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন।

জামা (স্ত্রী) জম-অদনে অণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

"অন্যত্র জাময়া সার্দ্ধং প্রজানাং পুত্র ঈহতে।" (ভা° ১৩।৪৫ অঃ)

জামা (পারসী) বেনিয়ান্, কুর্ত্তি, কোট, পিরান্।

জামাই (দেশজ) জামাতা, কন্যার পতি।

জামাইপুলিশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম।

জামাতৃ (পুং) জায়াং মাতি, মিমীতে, মিনোতি বা, (নপ্তৃনেষ্টৃ ত্বষ্টৃ হোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃইতি। উণ্ ২।৯৬) ১ দুহিতার পতি, জামাই। "বিষ্ণুং জামাতরং মন্যে" (যাজ্ঞ°) ২ সূর্য্যাবর্ত্ত। (ত্রিকা°) ৩ ধব। ৪ বল্লভ। (হেম°)

জামাতৃক (ত্রি) ১ জামতাসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ কন্যার পতি।

জামাতৃত্ব (ক্লী) জামাতুর্ভাবঃ জামাতৃ-ত্ব। জামাতার কার্য্য।

জামালগড়ী, স্বাৎ ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ য়ুসুফজাই কহে। এই য়ুসুফজাই প্রদেশস্থ পাজা পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত। জামালগড়ী মরদান হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তখ্‌তিবহি হইতে উত্তরপূর্ব্বকোণে, শাহবাজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত। উক্ত তিনটী স্থান হইতেই প্রায় সমদূরবর্ত্তী।

পূর্ব্বে কোন্ সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল; এই স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের গৃহ হইতে এ স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ভাস্করকার্য্য সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ স্থলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়—অনেক প্রতিমূর্ত্তিই অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই স্থানের স্তূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি বৌদ্ধমঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামরায় বুদ্ধদেবের এক একটী মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকস্থলই পাথরে নির্ম্মিত; সম্মুখভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ন আছেন, আবার এক স্থানে দেখিতে পাইবে, তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই দুই প্রকার মূর্ত্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠগুলির দেওয়ালের গায়েও অনেক প্রতিমূর্ত্তি বসান ছিল। এই বিধ্বস্ত স্তূপের মধ্য হইতে অনেক-

গুলি প্রতিমূর্ত্তি বাহির হইলে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ তাহার অনেক গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মঠগুলির নিকটে প্রাচীরের মধ্যেই একটী বৌদ্ধপ্রাঙ্গণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলির স্কন্ধদেশ ও বাহুর ঊর্দ্ধদেশ রত্নে মণ্ডিত এবং পদে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ 'বিহার'-প্রাঙ্গণ নামে অভিহিত। এই প্রাঙ্গণটি ৭২ ফিট্ লম্বা এবং ৩৩ ফিট্ চৌড়া; ইহার চারিদিকে ২৭টী এবং মধ্যদেশে ৯টী ধর্ম্মমঠ আছে। এই প্রাচীর মধ্যস্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতি বিভাগই প্রায় আয়তাকার। ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্ঘারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য; এই জন্য জামালগড়ীর নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি মঠে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বাস করিতেন, যাহাতে তাঁহারা সহজে জল পাইতে পারেন, তজ্জন্য কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত ছিল, এই আধারে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাসই ইহাতে জল থাকিত। জামালগড়ী প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মমঠাদির। ইহা দ্বারা খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে কাবুল উপত্যকাবাসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

জামালপুর, ১ ময়মনসিংহ জেলার একটী মহকুমা, ২৪° ৪৩´ হইতে ২৫° ২৫´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৩৮´ হইতে ৯০° ২০´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পরিমাণ ১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪০২। এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৪০০ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ১৫টী পল্লীগ্রাম, প্রতি পল্লীগ্রামে ২৬৫ জন লোকের বাস। জামালপুরে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং অন্যান্য জাতীয় লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জে তিনটী পুলিশ থানা, একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ২ জন মুন্সেফ আছে।

২ উক্ত ময়মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুমাস্থ সদর। এখানে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট থাকেন। উক্ত মহকুমার মিউনিসিপাল কার্য্যালয়ও এই স্থানে আছে। স্থানটী ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে ২৪° ৫৬´ ১৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৫৮´ ৫৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে লোকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৭৩৩ জন এবং মুসলমান ১০৬৫৫ জন। জামালপুর সহরটী ৯৩১৮ একর বিস্তৃত। জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে নসিরাবাদ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। ব্রহ্মপুত্রনদের উপর একটী সেতু আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে একটী সেনানিবাস ছিল।

জামালপুর, মুঙ্গের পাহাড়ের পাদদেশে ২৫° ১৮´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৬° ৩২´ ১´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে জামালপুর অবস্থিত। জামালপুর মুঙ্গের জেলার একটী সহর, এখানে একটী মিউনিসিপালিটি আছে। জামালপুর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের একটী ষ্টেসন, কলিকাতা হইতে ২৯৯ মাইল ব্যবধান। লৌহ-কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে ৩০ একর বিস্তৃত জমীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্-রেলওয়ে কোম্পানীর কতকগুলি লৌহ-কারখানা আছে। এই সমস্ত কারখানায় ৫০০ য়ুরোপীয় ও ৩০০০ দেশীয় লোক নিযুক্ত থাকে। বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্ম্মকার এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। কোম্পানী কারখানার কর্ম্মকার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ১৮০৮৯ জন লোকের বাস ছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, মুসলমান ৩২৯০, খৃষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি প্রজাকে বার আনা হইতে ১৲ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল কর দিতে হয়।

য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সদর রাস্তায় বাস করেন। তাহাদের গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। দেশীয় লোকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভৃতি য়ুরোপীয় পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন। দেশীয় ও য়ুরোপীয় পল্লীর মধ্যে একটী রেলের রাস্তা আছে। জামালপুরে একটী পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। এখানে নাট্যশালা, গির্জ্জা, কতকগুলি বিদ্যালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং য়ুরোপীয়দিগের একটী সন্তরণস্থান আছে। এগুলি সমস্তই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে। মুঙ্গের পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী খাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে যে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকেরা ব্যবহার করে।

জামি (স্ত্রী) জম-ইঞ্। ইন্ নিপাতনাৎ সাধুরিত্যেকে। ১ ভগিনী। ২ কুলস্ত্রী। ৩ দুহিতা। ৪ পুত্রবধূ। ৫ নিকট সম্বন্ধ সপিণ্ড স্ত্রী। (শব্দার্থচি°) ৬ বন্ধু। "জামি সিন্ধূনাং ভ্রাতেব" (ঋক্ ১।৬৫।৭) 'জামির্বন্ধু' (সায়ণ)

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ"

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং" (মনু)

'ভগিনীগৃহপতিসংবর্দ্ধনীয়সন্নিহিতসপিণ্ডস্ত্রিয়শ্চ পত্নীদুহিতৃস্নুষাদ্যাঃ।' (কুল্লূক) ভগিনী, গৃহপতি ও সন্নিহিত সপিণ্ড পত্নী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে জামি কহে। যে গৃহে জামি অপমানিত বা লাঞ্ছিত হয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গল হয় না। যেথানে ইহারা পূজিত হন, সেই স্থানে সকল প্রকার সুখ বর্দ্ধিত হয়। ৭ উদক। ৮ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু)

জামি, একজন পারসী কবি। ইহার প্রকৃত নাম মৌলানা নুরুদ্দীন্ আব্‌দর্-রহমন্। ১৪০১ খৃঃ অব্দে হিরাটের নিকটবর্ত্তী জাম নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তদনুসারে সকলে ইহাকে জামি কহে। তাঁহার সমকালে তাঁহার তুল্য বৈয়াকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্থফির দর্শনশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন।

জামিকৃৎ (ত্রি) জামিং করোতি জামি-কৃ-কিপ্। সম্বন্ধকারী।

জামিত্র (ক্লী) বিবাহাদি শুভকর্ম্মকালীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। "জামিত্রং সপ্তমং স্থানং।" (জ্যোতিষ)

জামিত্রবেধ (পুং) বিধ-ঘঞ্ জামিত্রস্য বেধঃ ৬তৎ। শুভকর্ম্মবিষয়ক যোগবিশেষ। যদি কর্ম্মকালীন নক্ষত্রঘটিত রাশি হইতে সপ্তম রাশিতে সূর্য্য কিম্বা শনি অথবা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধ হয়। কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলেই জামিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চন্দ্র যদি আপন মূলত্রিকোণে কিম্বা আপন ক্ষেত্রে থাকে, অথবা পূর্ণ চন্দ্র হয়, অথবা পূর্ণচন্দ্রে শুভগ্রহের বা নিজগ্রহের ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহা নষ্ট হয়। তাহাতে অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে।

জামিত্ব (ক্লী) সম্বন্ধ।

জামিন্ (আরবী) প্রতিভূ। কাহারও জন্য দায়িত্ব স্বীকার। কাহারও হইয়া কোন দ্রব্য আবদ্ধ বা গচ্ছিত রাখা।

জামিন্‌দার (আরবী) ১ জামিন্। ২ যে জামিন দেয়।

জামিনী (পারসী) জামিন। প্রতিভূ।

জামিশংস (পুং) ভগিনী ভ্রাতা কর্ত্তৃক যে অভিশাপ দেওয়া হয়।

জামী (স্ত্রী) জামি-ঙীষ্। জামি, ভগিনী প্রভৃতি। [জামি দেখ।]

জামীর (দেশজ) নেবুবিশেষ। [জম্বীর দেখ।]

জামুখা, (জুম্‌খা) গুজরাটের রেবাকাম্বার একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। পরিমাণফল এক বর্গমাইল।

জামূড়া (দেশজ) ব্রণকিণ, সর্ব্বদা অস্ত্রাদি ব্যবহার জন্য হস্তপদাদিতে কঠিন মাসরূপ রোগ। ২ অপক্বাবস্থায় আঘাতাদি দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব।

জামেয় (পুং) জাম্যাঃ ভগিন্যাঃ অপত্যং (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪।১।১২) ইতি ঢক্। ভাগিনেয়, ভগিনীপুত্র।

জাম্‌খেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদনগর জেলার অগ্নিকোণে স্থিত একটী উপবিভাগ। ইহাতে ৭৫টী গ্রাম আছে। পরিমাণফল ৪৮২ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের গ্রামগুলি কোথাও বা পরস্পর সংলগ্ন চাকলাবদ্ধ, কোথাও আবার এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে নিজামের অধিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি। নাগর ও বালাঘাটপর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া বিস্তৃত। ইহার মৃত্তিকা কোমল ও উর্ব্বরা। উত্তরভাগের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু সন্নিকটে বৃহৎ নগরাদি না থাকায় ব্যবসায়ের বিশেষ কষ্ট হয়। উচ্চ পর্ব্বতের সন্নিহিত বলিয়া এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। ধান্য, গোধূম, বাজরা, দেধান, জনার, মুগ, মসুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন তামাক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

জাম্‌খেড় নগর হইতে আহ্মদনগর পর্য্যন্ত ৪৬ মাইল বিস্তৃত একটী পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা কতক ইংরাজের রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়া গিয়াছে। জাম্‌খেড় ও আহ্মদনগরের বাণিজ্য এই রাস্তা দিয়া সম্পন্ন হয়। নিজামের রাজ্য দিয়া জিনিস লইয়া গেলেই নিজামকে কর দিতে হয়, তজ্জন্য ব্যবসায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

ঐ রাস্তা ভিন্ন জাম্‌খেড় হইতে খর্দা, কাজরাত ও কর্ম্মালা পর্য্যন্ত আরও ৩টী রাস্তা আছে। ঐ গুলির একটীও ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টী হাট হইয়া থাকে। অকোলা ও খেড়া নগরে রবিবারে, খর্দা নগরে মঙ্গলবারে এবং জামখেড় ও ডঙ্গর-কিঙ্গি নগরে শনিবারে হাট বসে। বহুদূর হইতে ব্যাপারিগণ জামখেড়ে বেচা কেনা করিতে আসে। এখানে ছাগমেষাদি অতিশয় সস্তা।

শিল্পের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। খর্দা নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্য পরিমাণে পিত্তল ও কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিঙ্গি নগরে তৈলঙ্গদিগের একটী চুড়ির কারখানা আছে। পূর্ব্বে এখানে বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পূর্ব্বে পেশবার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পেশবার নিকট কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্‌খেড় ও আর আর পাঁচটী গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ করা হয়। ক্রমে আরও কএকটী গ্রাম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল। এই উপবিভাগ অনেকবার কর্ম্মালার সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া আহ্মদনগর জেলাভুক্ত হইয়াছে।

২ আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত জাম্‌খেড় উপবিভাগের সদর ও নগর। অক্ষা° ১৮° ৪০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২২´ পূঃ। এই নগর আহ্মদনগর হইতে ৪৫ মাইল দূরে অগ্নিকোণে অবস্থিত, মধ্য দিয়া একটী পাকারাস্তা গিয়াছে। এই নগরে

হেমাড়পন্থীদিগের একটী মল্লিকার্জ্জুন মহাদেব ও অপরটী জটাশঙ্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মল্লিকার্জ্জুন মহাদেবের মন্দিরের কেবল লিঙ্গমূর্ত্তি ও ভগ্ন স্তম্ভ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। জটাশঙ্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল। প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট বসে। জাম্‌খেড়ের ঈশানকোণে ৬ মাইল দূরে নিজামরাজ্যভুক্ত সৌতরা গ্রামের নিকট ইঞ্চর্ণ নদীতে ২০৯ ফিট্ গভীর একটী জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা দর্শকদিগের দ্রষ্টব্য বটে।

জাম্‌কি, পঞ্জাবস্থ শিয়ালকোট জেলার শিয়ালকোট তহসীলের একটী সহর। অক্ষাং ৩২° ২৩´ উঃ, দ্রাঘিং ৭৪° ২৮´ ৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ আছে, প্রায় ৫।৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শাহবাল হইতে জাম নামে একজন চুনা জাট পিণ্ডি নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্ব্বে পিণ্ডি-জাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্‌কি নাম হইয়াছে। এখানে চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে।

জাম্‌দানি (উর্দু) ১ চিকণ কার্য্যযুক্ত বস্ত্রবিশেষ। সচরাচর সূতার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রাদির প্রতিকৃতি তুলিয়া জামদানি প্রস্তুত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জামদানি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় ফুলের নামানুসারে উহার করল্লা, তোড়াদার, বুটিদার, তেড়চা, জালয়ার, পান্নাহাজারা, তুরিয়া, গেঁদা প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া যায়। [চিকণ শব্দ দেখ।]

২ বস্ত্রাদি রাখিবার ধাতুনির্ম্মিত পেটিকা।

জাম্পুই, বাঙ্গালার অন্তর্গত পার্ব্বত্য ত্রিপুরার একটী প্রধান পাহাড়। এই পাহাড় দেবও লুঙ্গাই নদীদ্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০০ ফিট্ এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬০ ফিট্ উচ্চ।

জাম্বব (ক্লী) জবাঃ ফলং অণ্ (জম্ব্‌বাবা। পা ৪।৩।১৬৫) ইতি অণ্ তস্যাবধানাৎ ন লুক্। জম্বূফল, জাম। [জম্বূ দেখ।] ২ স্বর্ণ। ৩ আসব। (সুশ্রুত)

জাম্ববক (ত্রি) জাম্ববেন নিবৃত্তং অরীহণাদিত্বাদ্‌বুঞ্। জম্বূফল।

জাম্ববতী (স্ত্রী) কৃষ্ণের পত্নী জাম্ববানের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জাম্ববান্ ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জাম্বমানকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক মণির সহিত জাম্ববতীকে লাভ করেন। [স্যমন্তক দেখ।] ইহার গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ ও কেতুর জন্ম হয়। (ভাগবত)

জাম্ববান্ (পুং) জাম্ব-মতুপ্ মস্য বঃ। এক ঋক্ষরাজ, সুগ্রীবের মন্ত্রী, লঙ্কার যুদ্ধে রামের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র। দ্বাপর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে স্যমন্তক মণি আনয়ন করেন। সেই সূত্রে ইহার কন্যা জাম্ববতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। (ভাগবত)

জাম্ববি (পুং) জাম্বব-ইচ্। বজ্র।

জাম্ববী (স্ত্রী) জাম্ববং তদাকারো হস্ত্যস্যাঃ অণ্ ঙীপ্। নাগদমনীবৃক্ষ। (রাজনিং)

জাম্ববৌষ্ঠ (ক্লী) জাম্ববমিব ওষ্ঠোঽস্য। ব্রণ দগ্ধ করিবার সূক্ষ্ম অস্ত্রভেদ। ইহার অপর নাম জাম্বৌষ্ঠ, জম্বোষ্ঠ।

জাম্বীর (ক্লী) জম্বীরস্য ফলং জম্বীর-অণ্। জম্বীর ফল।

জাম্বীল (ক্লী) জম্বীর-অণ্ বেদে রস্য বা লঃ। ১ জম্বীর ফলাকার। ২ জানুমধ্যভাগ। "জাম্বীলেনারণ্যং" (শুক্লযজুঃ ২৫।৩) 'জাম্বীরং জম্বীরতরোঃ ফলং রলয়োরভেদঃ। তদাকারেণ জানুমধ্যভাগে জাম্বীলস্তেনারণ্যদেবং প্রীণামীতি' (বেদদীপ)

জাম্বুঘোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার নরুকোট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষাং ২২° ১৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘিং ৭৩° ৪৭´ পূঃ। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরে নায়কড়া জাতি দেশীয় সৈন্যবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে কাঠিয়াবাড় প্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে একদল দস্যু আসিয়া লুণ্ঠন করে। তদবধি এখানে ৪২৭০০ টাকা ব্যয়ে একটী পুলিস ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ পুলিশ ষ্টেসন একটী ক্ষুদ্র দুর্গের মত। নরুকোটের রাজা অর্দ্ধমাইল দূরে ঝোতবার নামক স্থানে বাস করেন। এখানে একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

জাম্বুব (জাম্বু) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের একটী নদী। বরদারাজ্যে দেবলিয়ার নিকট উৎপন্ন হইয়া মকরপুর নগরের নিকট দিয়া ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুরের নিকট সাগরে মিশিয়াছে। ইহার উপর দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে, একটী কল্যাণপুরে অপরটী মকরপুরের নিকট।

জাম্বুবৎ (পুং) জাম্ববৎ পৃষোদরাদিত্বান্নিপাতঃ। ঋক্ষরাজ। [জাম্ববান্ দেখ।]

জাম্বুমালী (পুং) প্রহস্তের পুত্র। সীতান্বেষণ সময়ে যখন হনুমান্ রাবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অন্যান্য বীরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাম্বুমালী হনুমানের হস্তে স্তম্ভাঘাতে নিহত হয়। (রামায়ণ)

জাম্বূনদ (ক্লী) জম্বূনদ্যাং ভবং ইত্যণ্। স্বর্ণ, এই স্বর্ণ জম্বূনদ হইতে উৎপন্ন হয়। মেরুমন্দর পর্ব্বতস্থ জম্বূবৃক্ষের ফলের

রসে জম্বুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া ইলাবৃতবর্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা জম্বূরস সম্পর্কে বায়ু ও সূর্য্যকিরণে বিপাচিত হইয়া স্বর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাম হইয়াছে। (ভাগবত) মহাভারতে লিখিত আছে—উত্তরকুরুদেশে ভদ্রাশ্ব নামে এক প্রধান বর্ষ আছে, নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর সুদর্শন নামে এক সনাতন জম্বূবৃক্ষ আছে। এই নিমিত্ত এই স্থান জম্বূদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই জম্বূবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধচারণ প্রভৃতি নিরন্তর এই বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শতসহস্র যোজন উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য দুই সহস্র পাঁচশত অরত্নি। ঐ জম্বূফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ ফল হইতে সুবর্ণ-সন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে। জম্বূফলের রস পান করিলে জম্বূদ্বীপবাসিদিগের অন্তঃকরণে শান্তিসঞ্চার হয়, পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকেনা। সেইস্থলে দেবগণের ভূষণ জাম্বূনদ নামে অত্যুত্তম কনক উৎপন্ন হয়। (ভারত শান্তি) ২ ধুস্তূর, ধুতরা গাছ।

জাম্বূনদেশ্বরী (স্ত্রী) জাম্বূনদস্য ঈশ্বরী ৬তৎ। দেবীভেদ, জাম্বূনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (শব্দার্থচি°)

জাম্বোতি, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার একটী পাহাড়। এই পাহাড় বেল্লূরের প্রায় ৬-মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং সহ্যাদ্রি হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত।

২ উক্ত বেলগাম্ জেলার একটী ক্ষুদ্র সহর। এই সহর বেলগাম্ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম কস্‌বা, ইহাতে দেশাই বাস করে; অপর ভাগের নাম পেট, ইহাই বাজার এবং কস্‌বা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র সরদেশাইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার অবস্থা সন্নিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল। সরদেশাই তাঁহার দখলী জমিদারীতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেখাইতে না পারায় জাম্বোতি প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন এবং তাঁহাকে দুইখানি গ্রাম ও বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা বৃত্তি দেন। জাম্বোতি হইতে অনেক অধিবাসী উঠিয়া গিয়াছে। পেট অর্থাৎ বাজার অংশে এখনও অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লিঙ্গায়ত বাস করে। তথায় প্রতি মঙ্গলবারে একটী হাট বসে। জাম্বোতির সন্নিহিত জঙ্গলে শিকার বিস্তর। ব্যাঘ্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

জাম্বোষ্ঠ (ক্লী) জাম্বমিব ওষ্ঠোঽস্য। জাম্ববোষ্ঠ, জাম্বোষ্ঠ, ব্রণ দগ্ধ করিবার সূক্ষ্ম অস্ত্র ভেদ।

জায় (পারসী) লেখা, বিবরণ।

জায়ক (ক্লী) জয়তি অপরং গন্ধং জি-ণ্বুল্। কালীয়ক, পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। (অমর ২।৬।১২৫)

জায়গা (পারসী) স্থান, ভূমি।

জায়গীর (পারসী) রাজার দত্ত পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূসম্পত্তি।

জায়গীরদার (পারসী) যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান রাজগণ কাহার প্রতি কোন কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন। যাহারা এই নিষ্কর ভূমি পাইতেন, তাহারা জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন।

জায়দাদ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তির দান।

জায়ফল (দেশজ) জাতীফল। [জাতিফল দেখ।]

জায়া (স্ত্রী) জায়তে পুত্ররূপেণাস্মাৎস্যাং জন-যক্-আত্বঞ্চ। পত্নী, যথাবিধি পরিণীতা ভার্য্যা। পতি শুক্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য পত্নীর নাম জায়া।* অথবা ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য পত্নীর নাম জায়া বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অপরিণীতা ভার্য্যাকে জায়া বলা যায় না, কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিণ্ডদানের ক্ষমতা থাকে না এবং সে জারজ বলিয়া অভিহিত হয়। একটী পুরুষের অনেকগুলি জায়া হইতে পারে।

"একস্য পুংসো বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি" (শতপথব্রা° ৯।৪।১।৬) তাহার মধ্যে চারিটী মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী এই চারিটী অভিমত। "চতস্রো জায়া উপক্লৃপ্তা ভবন্তি মহিষী বাবাতা পরিবৃক্তা পালাগলী" (শতপথব্রা° ১৩।৪।১।৮) ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। এই সপ্তম স্থানে জায়াবিষয়ক সমস্ত শুভাশুভ গণনা করিতে হয়।

---

* "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।" (মনু)

"পতিঃ শুক্ররূপেন ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভতামাপদ্য তস্যাং ভার্য্যায়াং পুত্ররূপেণ জায়তে। আত্মা বৈ পুত্র নামাসীতি" (শ্রুতি)

"জায়ায়া স্তদেব জায়াত্বং যতোঽস্যাং পতিঃ পুনর্জায়তে।"

(বহ্বৃচ্ ব্রাহ্মণে) "পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহ মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ।" (কুল্লূক)

জায়াঘ্ন (পুং) জায়াং হন্তি, জায়া-হন-টক্। ১ পত্নীনাশক যোগযুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পত্নীনাশক যোগ থাকে। ২ তিলকালক। (সি° কৌ°) ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। লগ্নাপেক্ষা সপ্তম স্থানে যদি মঙ্গল অথবা রাহুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। যাহার এই যোগ, তাহার অবশ্যই জায়া নাশ হইবে।

জায়াজীব (পুং) জায়য়া তন্নর্ত্তনবৃত্ত্যা জীবতী, বা জায়া আজীবঃ জীবনোপায়ঃ যস্য, জীব-অচ্। ১ নট, নাট্যকারক, বেশ্যাপতি। ২ বকপক্ষী।

জায়াত্ব (ক্লী) জায়ায়াঃ ভাবঃ জায়া-ত্ব। পত্নীত্ব। [জায়া দেখ।]

জায়ানুজীবিন্ (পুং) জায়য়া সঙ্গীতনর্ত্তনাদিনা অনুজীবতি, অনু-জীব-ণিনি। ১ নট, বেশ্যাপতি, যাহারা জায়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ২ দরিদ্র। ৩ বকপক্ষী।

জায়াপতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ তৌ দ্বন্দ্বঃ। স্বামী ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব সমাসে জায়া ও পতির সমাস হইতে তিনটী পদ হয়—জায়াপতী, দম্পতী, জম্পতী। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

জায়িন্ (ত্রি) জৈ-ণিনি। ১জয়যুক্ত। (পুং) ২ ধ্রুবকজাতীয় তালবিশেষ।

"জায়ীতি নাম্না ধ্রুবকো দ্বাবিংশত্যক্ষরান্বিতঃ।
সন্নিপাতেন তালেন শৃঙ্গারেঽভীষ্টদোরসে।"
(সঙ্গীতদামো°)

জায়ু (পুং) জয়তি রোগান্ জি-উণ্। ১ ঔষধ, ভেষজ। ২ জায়মান। "বনেষু জায়ুঃ" (ঋক্ ১।৬৭।১) 'বনেষু জায়ুঃ অরণ্যেষু জায়মানঃ' (সায়ণ) ৩ জেতা। "তে সন্তু জায়ব" (ঋক্ ১।৩৫।৮) 'জায়বো জেতারঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ৪ জয়শীল। "অমিতো জায়বো রণে" (ঋক্ ১।১১৯।৩) 'জায়বো জয়শীলাঃ' (সায়ণ)

জায়েন্য (পুং) জি-ষ্ণ্য। জয়ন্ত, জয়শীল। (তৈত্তিরীয়) অথর্ব্ববেদে জায়ান্য পাঠ আছে।

"যো হরিমা জায়ান্যোঽঙ্গভেদো বিশল্যকঃ" (অথর্ব্ব° ১৯।৪৪।২)

জার (পুং) জীর্য্যতি স্ত্রিয়াঃ সতীত্বমনেন করণে জৃ-ঘঞ্। ১ উপপতি।

"শূদ্রো যদর্য্যায়ৈ জারো ন পোষ মনুমন্যতে" (শুক্লযজুঃ ২৩।৩১)

২ জরয়িতা। "জারকনীনাং পতিজনীনাং" (ঋক্ ১।৬৬।৮) 'কনীনাং কন্যকানাং জারঃ জরয়িতা। যতো বিবাহসময়ে অগ্নৌ লাজাদিদ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে। অতো জরয়িতেত্যুচ্যতে' (সায়ণ) ৩ পারদারিক। "জারকনীন ইব" (ঋক্ ১।১১৭।৮) 'জারঃ পারদারিকঃ' (সায়ণ)

জারক (ত্রি) জীর্য্যতি, জৃ-ণ্বুল্। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাচক।

জারজ (পুং স্ত্রী) জারাৎ উপপতের্জায়তে জার-জন-ড। উপপতিজাত পুত্র, বেজন্মা।

"অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।" (অমর)

জারজপুত্র কোন ধর্ম্মকার্য্যের অধিকারী হয় না এবং তাহারা পিণ্ডাদি দান করিতে পারে না।

জারজযোগ (পুং) জারজস্য সূচকো যোগঃ। জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। জন্ম সময়ে যদি লগ্নে ও চন্দ্রে বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা রবির সহিত চন্দ্রযুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের সহিত যদি রবিযুক্ত হন, তাহা হইলে সেই বালকের জারজযোগ হইবে। দ্বাদশী, দ্বিতীয়া কিম্বা সপ্তমী তিথিতে রবি শনি বা মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, ইহাদের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)। ইহাতে বিশেষ এই, ধনু কিম্বা মীন রাশি হইলে যদি অন্য কোন গৃহে চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ থাকে এবং চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্রেক্কানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাত বালকের জারজযোগ থাকিলেও সে পরজাত নহে জানিবে।

জারজাত (পুং) জারাৎ উপপতের্জাতঃ জার-জন-ক্ত। উপপতি-জাত পুত্র।

জারজাতক (পুং) জারাৎ জাতঃ স্বার্থে কন্। উপপতিপুত্র। গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপর দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, কিম্বা পুত্র সত্ত্বে দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন করায়, তাহা হইলে ঐ উভয়বিধ সন্তানই জারজাতক বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না।

"অনিযুক্তা সুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতককামজৌ।" (মনু ৯।১৪৩)

জারণ (পুং) জারয়তি, জৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ জারক দ্রব্যভেদ। জার্য্যতে ২নেন জৃ-ণিচ্-করণে ল্যুট্। ২ জারণ-সাধন দ্রব্যভেদ। কর্ত্তরি ল্যু। ৩ জীরক। (রাজনি°) ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন।

।*। বৈদ্যকমতে ধাতু দ্রব্যাদি ভস্মবৎ ও চূর্ণীকৃত করাকে জারণ কহে। কবিরাজগণ প্রথমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, অভ্র, হীরক প্রভৃতি শোধন করিয়া পরে নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাকদ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপ কএকবার করিতে করিতে ঐ সকল দ্রব্যের স্বরূপত্ব লোপ হইয়া যায় এবং উহারা ভস্মে পরিণত হয়। এই ভস্মকে দ্রব্যের নামানুসারে জারিত স্বর্ণ, জারিত অভ্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

(১) "ন লগ্নমিন্দুঞ্চ গুরু নিরীক্ষিতে ন বা শশাঙ্কং রবিণা সমাযুতম্।
সপাপকোঽর্কেণ যুতো হথবা শশী পরেণ জাতং প্রবদন্তি নিশ্চয়াৎ।
দ্বাদশ্যাস্তু দ্বিতীয়ায়াং সপ্তম্যাং ভগ্ন ঋক্ষকে।
রবিমন্দকুজে বারে জাতো ভবতি জারজঃ।
গুরুক্ষেত্রগতে চন্দ্রে তদ্যুক্তে বাপ্যবেশ্মনি।
তদ্দ্রেক্কানে নবাংশে বা জায়তে ন পরেণ সঃ।" (জ্যোতি°)

জারিত ধাতু ইত্যাদিকে মারিতও বলা হয় এবং ভস্মীভূত হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা মৃত বলা যায়। [উহাদিগের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও গুণাগুণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জারণ প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ক্যাল্‌সিনেশন্ (Calcination) বা অক্সিডেশন্ (Oxidation) বলা যাইতে পারে। ধাতুদ্রব্যকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বায়ুস্থিত অম্লজান আকর্ষণ করিয়া ঐ ধাতুর মড়িচায় পরিণত হয়। আবার অম্লাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও ধাতু প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া এক নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়া মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল সূত্র। আবার প্রবালাদি কোন কোন বস্তু উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে দ্যম্লাঙ্গারক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং কঠিন প্রবালাদি ভস্মে পরিণত হয়। কবিরাজগণ যে উপায়ে জারণ করেন, তাহাতেও নিঃসন্দেহে এই সকল মূল ক্রিয়া হয়। তবে তাহাতে আনুষঙ্গিক ও অপরাপর কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। বিলাতে ধাতুর জারণাদি সহজে রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জারণের সমগুণসম্পন্ন হইবে তাহা বলা যায় না।

জারণী (স্ত্রী) জারণং স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্থূলজীরক, মোটাজীরে। (রাজনি॰)

জারতা (স্ত্রী) জারস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। উপপতিত্ব। "শচীপতেরহল্যা জারতা।"

জারতিনেয় (পুং স্ত্রী) জরত্যা অপত্যং ঢক্ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৬) ইতি ইনঙ্। জরতীর পুত্র। জরজিনোঽপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। জরতির পুত্র।

জারৎকারব (পুং) জরৎকারোরপত্যং শিবাদিত্বাদণ্। জরৎকারুর পুত্র।

জারদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বরদার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে রেবাকান্থা এজেন্সী, পশ্চিমে বরদা উপবিভাগ, দক্ষিণে দাভই উপবিভাগ এবং পূর্ব্বে হালোল জেলা। পরিমাণফল ৩৫০ বর্গমাইল। ইহার ভূমি সমতল ও জঙ্গল পূর্ণ। বিশ্বামিত্রী, সূর্য্য ও জাম্বুনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণ। কার্পাস, বাজরা ও জোয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সাবলি নগর এই উপবিভাগের সদর।

জারদ্গবী (স্ত্রী) একটী বীথি। ইহাতে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আছে। (বিষ্ণুপু॰ টী॰ ২।৮।৮০) বরাহমিহিরের মতে, এই বীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎস॰ ৯।৩)

জারভর (পুং) জারং বিভর্ত্তি পোষয়তি, ভৃ-পচাদিত্বাদচ্। জারপোষক।

জারা (দেশজ) ক্ষয়প্রাপ্ত।

জারাশঙ্কা (স্ত্রী) জারস্য আশঙ্কা ৬তৎ। উপপতির আশঙ্কা।

জারিণী (স্ত্রী) কামুকী, স্বৈরিণী। "এবাং নিষ্কৃতং জারিণীব" (ঋক্ ১০।৩৪।৫) 'জারিণীব যথা কামব্যসনেনাভিভূয়মানা স্বৈরিণী' (সায়ণ)

জারিত (ত্রি) জৃ-ণিচ্-ক্ত। ১ শোধিত। ২ মারিত।

জারী (স্ত্রী) জারয়তি জৃ-ণিচ্-অচ্ গৌরাদিত্বাদ্ ঙীষ্। ঔষধভেদ। (মেদিনী) চলিত কথায় জাড়ী।

জারী (আরবী) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সমাচার।

জারু (পুং) জৃ-উণ্। ১ জরায়ু। (ত্রি) ২ জারক।

জারুজ (ত্রি) জারৌ জরায়ৌ জাতঃ জারু-জন-ড। জরায়ুজাত, মনুষ্য প্রভৃতি। "বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি" (ঐতরেয় উপ॰ ৫।৩) 'জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি।' (ভাষ্য)

জারুধি (পুং) জারু র্জারকো দ্রব্যভেদো ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি, উপস॰। সুমেরুর কর্ণিকাকেশরভূত পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগ॰ ৫।১৬।২৭)

জারুল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Lagerstocmia regina) এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তুত হয়।

জারূথী (স্ত্রী) জরূথেন অসুরবিশেষেণ নির্বৃত্তা, অণ্-ঙীপ্। নগরীবিশেষ। "জারূথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ নির্জিতঃ।" (হরিবংশ ১৬ অঃ)

জারূথ্য (ত্রি) জরূথং মাংসং স্তোত্রং বা তদর্হতি ণ্য। ১ মাংসদানপুষ্ট। ২ স্তোত্রার্হ। ৩ ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ।

> "ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
> দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥"
> (ভারত ৩।২৯০।৭০)

কোন কোন পণ্ডিত জারূথ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রামাদিক, কারণ "জৃ বৃভ্যামূথন্" এই উণাদিসূত্রে জৃধাতুর উত্তর উথন্ করিয়া জরূথ এই পদ হয়, পরে জরূথ হইতে জারূথ হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক প্রয়োগেরও মিল আছে, যথা—'জরূথোঽসুরবিশেষঃ' (বেদভাষ্য) ইত্যাদি।

জার্তিক (ত্রি) জর্ত্তিকদেশ বা তন্নামক জাতি সম্বন্ধীয়।

জার্য্য (ত্রি) জৃ-ণ্যৎ। স্তুত্য। "শেবং হি জার্য্যং বা বিশ্বাসু" (ঋক্ ৫।৬৪।২) 'জার্য্যং স্তুত্যং' (সায়ণ)

জার্য্যক (পুং) জার্য্যঃ স্বার্থে কন্। মৃগভেদ। "কালাপেক্ষী ক্ষিতিপতিঃ শরীরমিব জার্য্যকঃ॥" (রাজত॰ ৫।৩২১)।

জাল (পুং ক্লী) জলঘাতে জলাদিস্থাং-ণ। মৎস্যাদি বা পশু-পক্ষ্যাদি বন্ধনার্থ সূত্রাদিনির্ম্মিত যন্ত্র, ফাঁদ।

"অভ্যাযযুশ্চ তং দেশং নিশ্চিতা জালকর্ম্মণি।
জালং তে যোজয়ামাসু র্নিঃশেষেণ জনাধিপঃ॥"
(ভারত ১৩।৫০ অঃ)

২ গবাক্ষ। ৩ সমূহ। ৪ ক্ষারক। ৫ দম্ভ। (মেদিনী) ৬ ইন্দ্রজাল। ৭ গবাক্ষছিদ্র।

"গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতন্ত্যঃ" (ভট্টি ১।৪)

৮ পুষ্পকলিকা, কোরক। জালয়তি শাখাপ্রশাখাদিভিঃ সংবৃণোতি জল ণিচ্-অচ্ (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) ৯ কদম্ববৃক্ষ।

☞ কাহাকেও বঞ্চনা করিবার জন্য যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, অথবা দলীল কিম্বা তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা হয়, কিম্বা যদি কাহারও হস্তাক্ষরের অনুরূপ লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উত্তমরূপ জানিয়া শুনিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্রকৃত বলা হয়, তবে তাহাকেও জাল কহে। দলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্য্যন্ত প্রকৃত লেখকের হইলেও যদি কোন একটী সারবান্ কথা পরিবর্ত্তিত করা হয় কিম্বা অসদভিপ্রায়ে যদি কিছু নূতন লেখা হয়, কিম্বা যদি একটী কথা কাটিয়া অথবা উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকেও জাল বলা যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলে যেরূপ জাল হয়, কোন মৃত অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলেও ঠিক সেইরূপ জাল হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সত্ত্ব নষ্ট করিবার জন্য যে অসদভিপ্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অনুকরণ অথবা তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্ত্তন করা হয়; অথবা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য তাহার সহির অনুকরণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কহে। যাহার নামে জাল করা হয়, তাহার হস্তাক্ষরের সহিত যদি জাল দলীলের লেখার সাদৃশ্য থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন অভিজ্ঞ লোকের মনে দুই দলীলের লেখা একজনের হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেই জাল করা হইল।

যদি কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্য দলীলে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্ব্বের তারিখ লেখেন, তাহা হইলে তিনি জাল অপরাধে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও ইচ্ছা-পত্র (will) প্রস্তুত করিবার কালে তাহাকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ না করিয়া অথবা করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা হইলে তাহার জাল করা হইল। মোটামুটী বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়া উক্তরূপ কোন কার্য্য করিলেই জাল করা হয়।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তুত ও ব্যবহার করিত কিম্বা জাল উইল বা কোন আদালতের জাল-দলীল সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিজাবেথ, সি১৪ বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণ করিতে হইত এবং তাহার খরচের দ্বিগুণ টাকা দিতে হইত। জাল অপরাধীর দুই কাণ কাটিয়া নাসারন্ধ্র পুড়াইয়া দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধির সহিত যখন লিখিত কাগজপত্রে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্য আইনে নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ আইন চতুর্থ জর্জ্জ এবং এক উইলিয়ম (৪র্থ) সি৬৬ বিধি অনুসারে যদি কেহ রাজকীয় মোহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত; পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও বিনিময়পত্র (Bill of exchange) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। এখন ৭,৪র্থ উইলিয়ম এবং ১ বিক্টোরিয়া ৮৪ ধারা অনুসারে জালিয়াতকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আইনের বিধান; লোককে ফাঁসি দিবার জন্য নহে।

এখন জালিয়াতদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহার অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনানুসারে তাহাকে সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কাহাকে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা হয়। কেহ বা এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ থাকে।

বহুপূর্ব্বে যাহার নাম জাল করা হইত, এ হাতের লেখা তাহার কি না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে সাক্ষী মধ্যে গণ্য করা হইত। কিন্তু সকল সময় হাতের লেখা দেখিয়া জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন কোন সময় অন্যরূপ হইতে পারে। যদি কলম ও কাগজ খারাপ হয়, যদি তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে হয় এবং যদি কোন কারণে তাহার হাত তখন কাঁপিয়া যায়, তবে তখন তাহার লেখা অন্যরূপ হইতে পারে। এই জন্য হাতের লেখার সাদৃশ্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয়।

যাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাদিগকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করা যাইতে পারে।

জাল নানাবিধ—দলীলপত্রাদি জাল, টাকা জাল, লোক জাল, ষ্ট্যাম্প জাল ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মুদ্রা প্রচলিত ; রাজার আদেশানুসারে মুদ্রা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞাতসারে সেইরূপ মুদ্রার অনুকরণ করিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার টাকা জাল করা হয়। নোট জালও সেইরূপ। যে জালমুদ্রা প্রস্তুত করে অথবা যে জানিয়া শুনিয়াও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, বর্ত্তমান আইনানুসারে তাহাকে ৭ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। যদি কেহ জালমুদ্রা প্রস্তুত অথবা প্রচলিত করিবার জন্য কাহাকে প্রবর্ত্তিত করে, তবে তাহাকেও জালিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত করা হয়।

রাজস্বের জন্য রাজার আদেশে যেরূপ ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, যদি কেহ গবর্মেণ্টকে ঠকাইবার জন্য ঠিক সেইরূপ ষ্ট্যাম্প নিজে প্রস্তুত করে অথবা ব্যবহার করে, তবে তাহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রকৃত একব্যক্তি এই দলীল খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস করাইয়া কাহাকে ঠকাইবার জন্য যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয় অথবা অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে এই দলীল খানি লিখিয়াছেন, এই বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহাকে জাল কহে। কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতি করিয়া নিজের লাভ করিবার জন্য যদি তাহার ব্যবসা-চিহ্ন (Trade-Mark) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক রাখিবার জন্য যে চিহ্ন (Property-Mark) ব্যবহার করেন, তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহাকে বঞ্চিত করে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক জাল করা হইল। যাহার নামে পরিচয় দেয়, প্রকৃত পক্ষে সে লোক না থাকিলেও জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকালে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যাপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার নামে কোন বর্ণনাদি দেয়, তবে তাহাকে তিন বৎসরের জন্য কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

যে প্রদেশের লোক যত অধার্ম্মিক ও নষ্টচরিত্র, সে প্রদেশের লোক তত জালিয়াত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জালের নামও কেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জাতির সংস্রবে বঙ্গদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমারই প্রথম জাল অপরাধে দণ্ডিত হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে মহারাজ নন্দকুমার জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাহার দুই একটী কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাহাতে হেষ্টিংসের মনে বিজাতীয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের নামে এক জাল দলীল প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার বিচারার্থ সুপ্রিমকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। হেষ্টিংসের প্রিয়বন্ধু সর ইলাইজা ইম্পি তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মহারাজের ফাঁসির হুকুম হইল। তখন বঙ্গদেশে ফাঁসি কথাটীও নূতন। বহুদূর হইতে লোকগণ ফাঁসি দেখিতে আসিল এবং যখন তাহারা ফাঁসি কি তাহা দেখিতে পাইল, তখন তাহারা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

জালক (ক্লী) জল সংবরণে ভাবে ঘঞ্, জালেন ঈষদাবরণেন কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্ বা। অস্ফুটকলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

"প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈ র্জালকৈ র্মালতীনাম্।" (মেঘদূ° ৯৯)

২ কুষ্মাণ্ডাদি ক্ষুদ্র ফল। পর্য্যায়—ক্ষারক। ৩ কোরক। ৪ দম্ভ। ৫ কুলায়। ৬ আনায়।

"দৃষ্টির্ভ্রংশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে।
মক্ষিকান্ মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি॥"(সুশ্রুত ৫।৭অঃ)

৭ সমূহ। (শব্দর°)

"বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধিবদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং জালকম্।" (শকুন্তলা)

৮ বংশলোহাদিনির্ম্মিত জালাকৃতি দ্রব্যবিশেষ। "ততো যষ্টিং শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথা।" (পঞ্চত° ৩।১৭।৯) ৯ ভূষণ-বিশেষ, সীঁতি। ১০ মোচকফল। (মেদিনী) (পুং) ১১ গবাক্ষ। (হেম ৪।৭৮) জানালা।

জালকারক (পুং) জালং করোতি কৃ-ণ্বুল্, জালস্য কারকো বা। ১ মর্কটক, মাকড়সা। (হেম ৪।২৭২) (ত্রি) ২ জালকারী, জালিয়াৎ, যে শঠতা দ্বারা কৃত্রিম দলীলাদি প্রস্তুত করে।

জালকি (পুং) আয়ুধজীবিভেদ, শস্ত্রব্যবসায়িবিশেষ।

"ক্রোষ্টুকির্জালমালিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথ জালকিঃ॥" (সি° কৌ°)

জালকিনী (স্ত্রী) জালকং লোমসমূহস্তদস্তি অস্যাঃ ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ততো ঙীপ্। মেষী, ভেড়ী।

জালকীট (পুং) জালে পতিতঃ কীটোঽস্য। ১ মর্কট, লূতা, মাকড়সা। ২ মাকড়সার জালে পতিত মশকাদি কীটবিশেষ।

জালকীয় (পুং) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শস্ত্রব্যবসায়ী।

জালক্ষীর্য্যা (স্ত্রী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ যৎ। ক্ষীরবিষবৃক্ষ ভেদ।

"কুমুদঘ্নী স্নুহী জালক্ষীর্য্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি।"

(সুশ্রুত কল্প° ২ অঃ)

জালগর্দ্দভ (পুং) রোগবিশেষ, ক্ষতঘ্ন প্রভৃতি।

"বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্।

দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ।" [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জালগোণিকা (স্ত্রী) জালবৎ গোণ্যা ছিন্নবস্ত্রেণ কায়তি কৈ-ক ততো হ্রস্বঃ। দধিমন্থনের ভাণ্ডবিশেষ, পর্য্যায় কণ্ডালা। (শব্দর°)

জালজীবিন্ (ত্রি) জালেন জীবিতুং শীলমস্য জাল-জীব-ণিনি। ধীবর, জেলে।

জালধকা (জলধাকা) উত্তর বঙ্গের একটী নদী। এই নদী ভূটানে উৎপন্ন হইয়া ভূটান রাজ্য ও দার্জিলিঙ্গ জেলার সীমান্তপ্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে জল্পাইগুড়ী প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে কোচবেহারের মধ্য দিয়া ধরলা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদীর গোড়া হইতে কতকদূর ডি-চু ও শেষভাগ সিঙ্গীমারী নামে অভিহিত। উপনদী পয়্লাং-চু, রং-চু ও মা-চু দার্জিলিঙ্গে; মূর্ত্তি ও দীনা জল্পাইগুড়ীতে এবং মুজ্নাই, সতঙ্গা, ডুডুয়া, দোলঙ্গ ও দালখোয়া কোচবেহারে প্রবাহিত। এই নদী অতি প্রশস্ত, কিন্তু অগভীর।

জালন্ধর, শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উর্দ্ধাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্ত্ত ছিল। এ প্রদেশের প্রধান সহর জালন্ধর। কোটকাঙ্গড়া (অথবা নাগর কোট) নামক স্থানে একটী দৃঢ় দুর্গ ছিল, বিপদ্‌কালে জালন্ধরের অধিবাসিগণ সেস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

পদ্মপুরাণে জালন্ধরের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে—এক সময়ে সাগরের ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামক এক দানবের জন্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্রহ্মা ত্রিলোকের বিপৎপাত দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া হংসে আরোহণপূর্ব্বক সাগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সাগর! তুমি কেন বৃথা এরূপ গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছ?' সাগর উত্তর করিল, 'হে দেবাদিদেব! এ আমার গর্জ্জন নয়; আমার পুত্রের গর্জ্জনে এরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতেছে।' ব্রহ্মা সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সাগরপুত্র ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র জোরে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া টানিল। ব্রহ্মা কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল। ব্রহ্মা সাগরশিশুর পরাক্রমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশয় দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এই জন্য জগতে জলন্ধর নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা তাহাকে আরও এই বর প্রদান করিলেন যে, এই বালক দেবগণেরও অজেয় হইবে এবং আমার অনুগ্রহে ত্রিলোকের প্রভু হইবে।

সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র সাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে সাগর, তোমার পুত্র ভুজবলে ত্রিলোকের রাজা হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাত্মা-দিগের আবাসস্থল জম্বুদ্বীপ হইতে কিছু দূরে সরিয়া যাও এবং তোমার পুত্রের বাসোপযোগী কিছু স্থান দিয়া সেই স্থানে তোমার পুত্রকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান কর।" দৈত্যগুরু শুক্র এই কথা বলিলে সাগর ৩০০ যোজন পথ সরিয়া গেল। সেই জলনির্ম্মুক্ত স্থান পরে জালন্ধর নামে খ্যাত হইয়াছে। (পদ্মপুরাণ উত্তর°)

উক্ত আখ্যানটী কাল্পনিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাজ্য নহে, ইহার সহিত একটী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ আছে। জালন্ধরপ্রদেশ গঙ্গা ও সিন্ধুনদের উপত্যকা-প্রদেশান্তর্গত; পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় মানুষের আবাসভূমি হইয়াছে।

জলন্ধর দানবের মৃত্যুবৃত্তান্ত অতিশয় শোচনীয়। জলন্ধরের এইরূপ বর ছিল, যতদিন তাহার স্ত্রী বৃন্দার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে বঞ্চনা করেন। এই হেতু পরে শিব জলন্ধরকে পরাজয় করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরস্পর যুদ্ধকালে শিব যতবার জলন্ধরের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, ততবারই আবার তাহার মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল। পরিশেষে শিব আর অন্য উপায় না দেখিয়া কাটা মুণ্ড মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন। দানবের শরীর এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে ৩২ ক্রোশ পরিমিত স্থান আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্যই

আধুনিক জালন্ধরতীর্থও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী। জালন্ধর জেলার প্রধান সহরকে হিন্দুগণ জালন্ধরপীঠ কহে। জালন্ধরবাসী হিন্দুগণ বলেন, যে জলন্ধর দানবকে কবরিত করা হইলে তাহার মস্তক বিপাসা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ জালামুখী নামক স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছিল; তাহার শরীর শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার পিঠ জালন্ধর জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মূলতানে পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে এই আখ্যানটীর সহিত এই প্রদেশের আকৃতির সামঞ্জস্য আছে। নদয়োন নামক স্থান হইতে শতদ্রু ও বিপাসানদী ২৪ মাইল অগ্রসর হইয়া দানবের পৃষ্ঠাকারে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে নদী পৃথক্ হইয়া ৯৬ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া স্কন্ধদেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন ঐ ২টী নদী ফিরোজপুরে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কিন্তু কএক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৬ মাইলের অধিক দূরে মিলিত হইয়া দানবের কটিদেশের সৃষ্টি এবং মূলতান পর্য্যন্ত সমান্তরাল রেখায় দুই নদী প্রবাহিত হইয়া পাদদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল।

জালন্ধর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী উত্তম গল্প আছে। জলন্ধর নামে একটা রাক্ষস ছিল। যখন ভগবান্ অন্তর্বেদী সৃষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষস অতিশয় বাধা প্রদান করে। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসকে নিহত করেন। রাক্ষস আহত হইলে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটী নগর নির্ম্মিত হইল। এই নগর জালন্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থল হইতে উভয়দিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্ম্মাণ হয়; পরে অন্যান্য স্থান অধিকৃত হইয়াছে। কতদূর ব্যাপিয়া এই রাক্ষস নিপাতিত ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, নিগল নদীর উপর জিন্দ্রাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নীচে জালন্ধর রাক্ষসের মস্তক নিহিত আছে। এই স্থান ও পালাম্‌পুরের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলময় প্রদেশকে জালন্ধরের স্ত্রী বৃন্দার নামানুসারে বৃন্দাবন কহে। এই রাক্ষসের মস্তক বৈদ্যনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বকোণে সুনসোলে মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নীচে নিহিত আছে। একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং অপর হাত বৈদ্যনাথে স্থাপিত। ইহার পদদ্বয় জালামুখীর দক্ষিণে বিপাশা নদীর পশ্চিমপ্রান্তে কাণপুরে অবস্থিত।

শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ত্রিগর্ত্ত অথবা ত্রৈগর্ত্তদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতদ্রু, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা এই তিনটী নদী প্রবাহিত, এইজন্য ইহাকে ত্রিগর্ত্ত বলা যায়। মহাভারত, পুরাণ ও কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে ত্রিগর্ত্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রও 'ত্রিগর্ত্ত' জালন্ধরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

জালন্ধরের রাজবংশ অতি প্রাচীন। রাজবংশীয়গণ বলেন, তাঁহারা চন্দ্রবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সুশর্ম্মা আধুনিক মূলতানে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি কৌরব-পাণ্ডব-সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সুশর্ম্মাচন্দ্রের অধীনে জালন্ধরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং কোটকাঙ্গড়ায় একটী দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। জালন্ধরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া চন্দ্র উপাধি ধারণ করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সুশর্ম্মারাজার সময় হইতেই তাঁহারা চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোন কোন মুসলমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে জালন্ধরের রাজগণ বহুপূর্ব্ব হইতে চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জালন্ধরের রাজার নাম জয়চন্দ্র ছিল। কহ্লণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিগর্ত্তরাজ পৃথ্বীচন্দ্র শঙ্করবর্ম্মার ভয়ে পলায়ন করেন। ১০৪০ খৃঃ অব্দে ইন্দুচন্দ্র জালন্ধরের রাজা ছিলেন।

ত্রিগর্ত্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুরূহ। কোন সময়ে নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ প্রদেশীয় রাজগণ ত্রিগর্ত্তের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন; আবার ত্রিগর্ত্তরাজগণ প্রবল হইয়া স্বরাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন ত্রিগর্ত্ত-রাজগণ তাঁহাদের সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই; তাঁহারা শকদিগের অধীনে করদ রাজা ছিলেন এবং যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের প্রাচীন দুর্গ কোটকাঙ্গড়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময় মহম্মদ তোগলক এই দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আবার রাজা রূপচাঁদের হস্তে পতিত হয়; পুনরায় ফেরোজশা তাহা অধিকার করেন। পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় ত্রিগর্ত্তরাজ এই দুর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং সম্রাট্ অকবরের সময় পর্য্যন্ত এই দুর্গ তাঁহাদিগেরই অধীন ছিল। অকবরের সময় রাজা ধর্ম্মচন্দ্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহী হন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কালক্রমে

রাজা সংসারচন্দ্র কোটকাঙ্গড়া দুর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু শেষে গোর্খাসৈন্য কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া রণজিৎসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহায্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্তু কোটকাঙ্গড়া দুর্গ সেই অবধি জালন্ধর রাজাদিগের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইল।

চীনভ্রমণকারী হিউএনসিয়াং ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে জালন্ধর-রাজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি জালন্ধররাজকে উতিতো নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদিমকে তিনি উতিতো (উদিত) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জয়চন্দ্র ত্রিগর্ত্তের রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্রের পর ক্রমান্বয়ে ১৮ জন রাজা রাজত্ব করেন, পরে ১০২৯ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রচন্দ্র জালন্ধর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর হইতে রাজা রূপচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ৩৪ জন রাজা হন। রাজা রূপচন্দ্রের পর ৪৭ জন রাজা জালন্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে রণবীরচন্দ্র রাজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হন। রূপচন্দ্রের বংশে হরি ও কর্ম্ম নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। হরি জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একদা হরসর নামক স্থানে একটী কূপের মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া গেল না; সুতরাং তাঁহার ভ্রাতা কর্ম্ম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ২ দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাপারী তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না, তাঁহাকে গুলার নামক ১টী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদত্ত হইল। সেই অবধি গুলারেও জালন্ধররাজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন।

প্রাচীন ত্রিগর্ত্তরাজ্যে জালন্ধর, পাঠানকোট, ধরমেরি, কোটকাঙ্গ্ড়া, বৈদ্যনাথ এবং জালামুখীর দেবমন্দির এই কএকটীই প্রসিদ্ধ।

১ অধুনা জালন্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটী রাজস্ব বিভাগ বুঝায়। ইহার অধীনে জালন্ধর, হুসিয়ারপুর এবং কাঙ্গড়া এই তিনটী জেলা আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষাং ৩০° ৫৬′ ৩০″ হইতে ৩২° ৯৫′ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫° ৬′৩০″ হইতে ৭৭° ৪৯′ ১৫″ পূঃ। জালন্ধরের নিম্ন প্রান্তরভূমি মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ দুর্গ কাঙ্গড়ার নামানুসারে সে স্থানও কাঙ্গড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এ স্থানকে কেহ কেহ কতোচ বলিয়া থাকেন।

বৃটীশ অধিকারভুক্ত জালন্ধর প্রদেশে হিন্দু ও শিখ-ধর্ম্মাবলম্বী জাট, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, গুর্জ্জর, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতির বাস। জালন্ধরের উচ্চপ্রদেশে অনেকগুলি কূপ আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বহু পরিমাণে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; ইহার জল ৫৫৮৭ ফিট উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। মণিকর্ণের নিকট পার্ব্বতীয় তুষারস্রোত প্রবাহিত। এই স্থানে বিসৎ নামে একটী গন্ধকগর্ভ উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

জালন্ধরের কোহিস্থান, সুখেত ও মন্দি উপত্যকায় এবং মন্দিনগরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামগুলিতে যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি গমন করে, তখন সেই সেই পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকগণ সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণ পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক গীতি গান করে। এই উপলক্ষে সেই আগন্তুককে প্রতি দলে একটী করিয়া টাকা দিতে হয়।

জালন্ধর বিভাগের ভূপরিমাণ ১২৫৭১ বর্গমাইল। এই বিভাগে ৩১টী প্রধান সহর ও ৩৯৫১ খানি গ্রাম আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২৩৫৬৭৬ জন লোকের বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লোকের বাস। অতএব দেখা যাইতেছে সহরের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ৯.৭ অংশ।

৭৪০৫৫৯৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৫৮৭৯৬ একর জমি আবাদ করা হয়। ৫০২৮৮০৫ একর জমি আবাদ করা যাইতে পারে না। এই ভূমির প্রায় ১/৩ অংশ পর্ব্বতসঙ্কুল।

এই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, ধান, গম, তিল, জোয়ার, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, নীল, পেস্তা ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ ও অন্যান্য কর বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৩০৪৫৭০৲ টাকা ছিল। জালন্ধর বিভাগ একজন কমি-সনরের অধীন। বিচারকার্য্যের জন্য এখানে একজন সহকারী কমিসনর আছেন। এই বিভাগে ৩ জন ডেপুটি কমিসনর এবং কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেকরই এক এক সহকারী আছে। এ ছাড়া ৩ জন সহকারী কমিসনর, ৮ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর, ১ জন সেনানিবাসের মাজি-ষ্ট্রেট, ১৩ জন তহসীলদার, ১৩ জন মুন্সেফ এবং কতকগুলি অধীনস্থ কর্ম্মচারী আছে।

২ বৃটীস অধিকারভুক্ত জালন্ধর জেলা পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন। অক্ষাং ৩০° ৫৬′ ৩০″ হইতে ৩১° ৩৭′ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫° ৬′ ৩০″ ও ৭৭° ৪৯′ ১৫″ পূঃ। এই জেলা

জালন্ধর বিভাগের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর পূর্ব্বকোণে হুসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপূরথলা মিত্ররাজ্য, ও দক্ষিণে শতদ্রু নদী। জালন্ধর বিভাগের লোকসংখ্যার শতকরা ৪.১৯ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাণের শতকরা ১.২৪ বর্গমাইল ভূমি জালন্ধর জেলায় আছে। এই জেলা ৪টী তহসীল অথবা মহকুমায় বিভক্ত। জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর ফিল্লোর এবং দক্ষিণাংশ নাকোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ ১৩২২ বর্গমাইল। রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারিগণ জালন্ধরে অবস্থিতি করেন। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী একটী ত্রিকোণাকার ভূমি জালন্ধর অথবা বিস্‌ৎদোয়াব নামে খ্যাত। এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপূরথলা রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক অংশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত। পঞ্জাবের মধ্যে এই দোয়াবই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ইহার কোন কোন স্থান বালুকাস্তরাবৃত দেখা যায়, কিন্তু বালুকাকীর্ণ স্থান অতি বিরল। ইহার প্রায় সকল স্থলেই নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে। এই দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই। ইহার রাহণ মালভূমিটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০১২ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু হিউন্ সহরের দিকে ইহা অতিশয় নিম্ন। এই প্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে ১৫ ফিট্ জল থাকে। মাঝারি নৌকা এই নদীতে বারমাস গতায়াত করিতে পারে। ফিল্লোলের নিকট শতদ্রু নদীর উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটী সেতু আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর জন্য শীতকালে নদীর উপর নৌকার সেতু প্রস্তুত হয়। হুসিয়ারপুর জেলায় শিবালিক পাহাড় হইতে দুইটী ক্ষুদ্র স্রোত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত হইয়া দুইটী বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটী শ্বেত অথবা পূর্ব্ব-বেন, অপরটী কৃষ্ণ অথবা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীয়টী কপূরথলা ও প্রথমটী জালন্ধরপ্রদেশে প্রবাহিত। এই জেলায় কতকগুলি ঝিল আছে; তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়। গ্রীষ্মকালেও সেই জল একেবারে শুকাইয়া যায় না। রাহণের নিকটের ঝিলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা ৮৬৫০ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৩০০০ ফিট্ প্রস্থ। ফিল্লোরের নিকটবর্ত্তী ঝিলটীও অতিশয় বৃহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী বাস করে। জালন্ধরে বহুপরিমাণে কঙ্কর পাওয়া যায়। এস্থানে হিংস্র পশু বিরল।

সম্রাট্ অকবরের সময় জালন্ধর সরকার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ দিল্লীর সম্রাট্‌কে কিছু কর দিয়া কতক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। এই প্রদেশের শেষ মুসলমান শাসনকর্ত্তা আদিনাবেগ ইতিহাসে সুপরিচিত। মুসলমান অবনতিকালে কতকগুলি শিখ সর্দ্দার অস্ত্রবলে জালন্ধরের স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের (দলের) হস্তগত হয়; সেই সময়ে খুসালসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন। খুসালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই সহরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ দেওয়ান মোকামচাঁদকে ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন। সেই অবধি এই জেলা রণজিৎসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত এবং সর্দ্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত করা হয়। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং একজন কমিসনর এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ পরোক্ষে লাহোরস্থ বৃটীশ রেসিডেণ্টের শাসনাধীন করা হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত হইলে এই প্রদেশের শাসনকার্য্য সাধারণ নিয়ম অনুসারেই চলিতে থাকে। জালন্ধর কমিসনরের বসতিস্থল রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালন্ধর, হুসিয়ারপুর ও কাঙ্গড়া এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এই প্রদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম মোহিউদ্দীন্ অত্যধিক রাজস্ব আদায় করিয়া অধিবাসিদিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ সেরূপ নীতি অবলম্বন করেন নাই। পূর্ব্বে ফয়জ্‌উল্লাপুরিয়া মিশিলের অধীনে অতিশয় দয়ালু ও ন্যায়বান্ শিখশাসনকর্ত্তা রূপলাল যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টী প্রধান সহর—জালন্ধর, কর্ত্তারপুর, আলবালপুর, আদমপুর, বঙ্গা, নবসহর, রাহণ, ফিল্লোর, নুরমহল, মহাতপুর, নাকোদর, বিলগা, জানদিবালা, রুরুকা ও কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষা প্রচলিত; নিম্নশ্রেণীর লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

প্রদেশের ১৩৬৬৩২৮৩ একর আবাদী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ একর জমীতে জলসিঞ্চন করিতে হয়। জলসিঞ্চনের জন্য স্থানে স্থানে কূপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মে এবং তাহা বিক্রয় করিয়াই চাষী প্রজাগণ তাহাদিগের রাজকর পরিশোধ করে। এখানে গাভী, বৃষ, অশ্ব, অশ্বতরী, গর্দ্দভ, ভেড়া ও ছাগল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কোন জমী চাস করিবার জন্য যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত হয়, তাহারা বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ ফসল পাইয়া থাকে।

ব্যবসায় বাণিজ্য—লুধিয়ানা, ফিরোজপুর এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে জালন্ধরে শস্যাদি আমদানী হয়, কিন্তু সময় সময় জালন্ধর হইতেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্গদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার ইক্ষুদণ্ডই প্রধান পণ্য দ্রব্য। এ স্থানের চিনি ও গুড় বিকানের, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত ইক্ষু মাড়ার শব্দ অনবরতই শুনা যায়। কোন কোন গ্রামে ৫০টীরও অধিক আক মাড়িবার কল আছে। জালন্ধরের অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ ফেলিয়া দেয়, তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করে। জালন্ধর রাহণ, কর্ত্তারপুর এবং নুরমহলে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। জালন্ধরের ঘাটি নামক বস্ত্র অতিশয় সুন্দর ও চাকচিক্যময়। এখানকার সুসি নামক বসনও মন্দ নয়। এখানে একশতের অধিক তাঁত চলিতেছে; এই সমস্ত তাঁতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোনা হয়। এখানে সচরাচর পাগড়ির জন্ম লুঙ্গি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার চাদর ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়; জালন্ধরের কাপড়ের মধ্যে তাহাই অতি প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরের দারু-কার্য্য অতিশয় মনোহর; কাষ্ঠের উপর অতি সুন্দর চিত্র থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ 'কামাগরি' কহে। ইহা এত সুন্দর যে এক একটীর মূল্য ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুন্দর চেয়ার প্রস্তুত হয়; শিশু ও তূণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তুত করা হয়। থান্‌থানানের কাষ্ঠের কার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরে রৌপ্যের পাত ও একপ্রকার মনোহর সোণার জরি প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময়কার্য্যও মন্দ নয়; ধূমপানের জন্ম একপ্রকার ছিলম্ ও মর্ত্তবান্ প্রস্তুত হয়; তাহার মূল্যও অধিক।

জালন্ধর জেলায় ৪৯ মাইল রেলপথ আছে। ফিল্লৌর, ফগবারা, জালন্ধরসৈন্তনিবাসের নিকট ও জালন্ধর সহরে সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তার শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হুসিয়ারপুর হইতে কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত একটী ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। রেলপথে ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইয়াছে।

জালন্ধর জেলায় একজন ডেপুটিকমিসনর, একজন কি দুইজন সহকারী এবং দুই কিম্বা ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর থাকেন। অতিরিক্ত কমিসনরদিগের মধ্যে একজন য়ুরোপীয় হওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন রাজস্ব ও চিকিৎসা-বিভাগের কর্ম্মচারিগণও তথায় অবস্থিতি করেন। পুলিশে ৩৬৪ জন স্থায়ী কর্ম্মচারী থাকে। মিউনিসিপাল পুলিশে ১০০ জন এবং সেনানিবাসের পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেবল আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার। গবর্মেণ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৫৭। এছাড়া আর আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ম প্রত্যেক জেলা ৪টী তহসীল এবং ৯টী থানায় বিভক্ত।

জালন্ধর প্রদেশের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪৯ ইঞ্চি। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অধিক। সময় সময় বসন্তরোগে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই উদরাময় রোগাক্রান্ত। জালন্ধর জেলায় স্থানীয় লোকগণের চাঁদায় ৭টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

৩ জালন্ধর জেলার উত্তরাংশের তহসীলটী জালন্ধর নামে খ্যাত। অক্ষা° ৩১° ১২´ হইতে ৩১° ৩৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ৫১´ ৩০´´ পূঃ। এই তহসীলের অধীনে ২৭৫ গ্রাম আছে। এই প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গম, তৈল, যব, জোয়ার, ছোলা, তুলা, পাট, ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তহসীলের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহার্থ একজন ছোটআদালতের জজ, একজন তহসীলদার, ২জন মুন্সেফ এবং ৩ জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন। এই তহসীলের অধীনে ৪টী থানা, ১৪৪জন স্থায়ী পুলিশ কর্ম্মচারী এবং ৩৭৪জন চৌকিদার আছে।

৪ জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালন্ধর জেলার প্রধান সহর; এখানে মিউনিসিপালিটি ও সৈন্তাবাস আছে। অক্ষা° ৩১° ১৯´ ৩৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ ৪৮´´ পূঃ। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এবং সিন্ধুপঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

জালন্ধর পূর্ব্বে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, এই সহরের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টী অতি প্রাচীন সরোবর আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমানদিগের অধীন করেন। মোগল সম্রাট্‌দিগের শাসনকালে এই সহর শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের রাজধানী ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। সহর হইতে এক মাইল কি দুই মাইল দূরে অনেকগুলি বসতি এবং একটী সুন্দর সরাই আছে। কথিত আছে, ইমামুদ্দীনের প্রতিনিধি সেখ করিমবক্স সেই সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জালন্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯৪জন মুসলমান,

১৫৬৯জন খৃষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিখ এবং তিন জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২০২। এখানে আমেরিকার প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ের একটী স্কুল আছে। এখানে উক্ত পাদরিদিগের একটী স্ত্রী-বিদ্যালয়ও আছে। এই সহরে একটী দরিদ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্ব্বশ্রেণীর দরিদ্রগণই সাহায্য পাইয়া থাকে। সহর হইতে ৪ মাইল দূরে সৈন্যাবাস স্থাপিত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। এই সৈন্যাবাসের ভূপরিমাণ ৭¼ বর্গমাইল। জালন্ধর দুর্গে একদল য়ুরোপীয় পদাতিক, একদল গোলন্দাজ ও একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য আছে।

ইহা একটী পীঠস্থান, এই স্থানে ভগবতীর বামস্তন পতিত হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, মহাকালের নাম ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখীমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজিত আছেন।

"জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিস্কিন্ধপর্ব্বতে" (দেবীভাগ° ৭।৩০।৭২)

৫ জালন্ধরদেশবাসী। ৬ দৈত্যবিশেষ।

"পুরা জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনং।
পাদাঙ্গুষ্ঠস্য রেখাতশ্চক্রং সৃষ্ট্বা হরোঽহরৎ।" (কাশীখণ্ড ২১।১০৬)

৭ ঋষিবিশেষ। (ব্যাকরণ)

জালন্ধরায়ন (পুং) জলন্ধরের অপত্য।

জালন্ধরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈদ্য।

জালপাদ্ (পুং) জালমিব পাদৌ যস্য। হংস।

"টিট্টিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুক্কুটং তথা।" (সম্বর্ত্ত)

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাতিত্যদোষ জন্মে।

"হংসং পারাবতঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (স্মৃতি)

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদোঽস্য। হংস।

"জালপাদভুজৌ তৌ তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ।"
(ভারত ১২।১৩৪ অঃ)

২ শরারি পক্ষী।

৩ যে সকল পশুর পদ ত্বকে আবৃত হইয়া মৎস্যের ডানার ন্যায় কার্য্য নিষ্পন্ন করে (Pinnepedia)। যথা সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি।

জালপদ তস্যা অদূরোভবদেশে বরণাদিত্বাদণ্ পৃষোদরাদিত্বাদস্যালোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ।

জালপ্রায়া (স্ত্রী) জালস্য প্রায়ো বাহুল্যং যত্র বহুব্রী। লোহময় অঙ্গরক্ষিণী, বর্ম্ম, লৌহার সাঁজোয়া।

জালভুজ (ত্রি) যাহার অঙ্গুলি জালবৎ ত্বকে আঁটা।

জালমানি (পুং) ১ শস্ত্রব্যবসায়িবিশেষ। ২ ত্রিগর্ত্তের অধিবাসিভেদ। [জালকি দেখ।]

জালবৎ (ত্রি) ১ তন্তুবৎ। ২ সাঁজোয়া দ্বারা ঢাকা। ৩ কপট।

জালবর্ব্বুরক (পুং) জালাকারো বর্ব্বুরকঃ। দৃঢ় স্থূল কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট ছত্রপর্ণ বর্ব্বুর জাতীয় বৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—ছত্রাক, স্থূলকণ্টক, সূক্ষ্মশাখ, তনুচ্ছায় ও বজ্রকণ্ট। চলিত কথায় কাঁটা-বাবলা। ইহার গুণ—বাতাময় ও কফনাশক, পিত্তদাহকারক, কষায়, উষ্ণ। (রাজনি°) কোথায়ও বজ্রকণ্ট স্থানে রন্ধ্রকণ্ট পাঠ দেখা যায়।

জালবাল (পুং) মৎস্যভেদ, বাদাল।

জালহ্রদ (ত্রি) জলপ্রচুরো হ্রদঃ তস্যেদং বা, শিবাদিত্বাদণ্। জলবহুল হ্রদোৎপন্ন, জলপ্রচুরহ্রদসম্বন্ধীয়।

জালা (দেশজ) অলিঞ্জর, জলাদি রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

জালাক্ষ (পুং) জালমিবাক্ষি-যস্য। গবাক্ষ, জানালা।

"হেমজালাক্ষ নির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা।" (ভাগ° ৮।১৫।১৯)

জালালখেরা, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২১° ২৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৭´ পূঃ। কাতোলের ১৪ মাইল পশ্চিমে জাম ও বর্দ্ধানদীদ্বয়ের সঙ্গমের নিকট অবস্থিত। অধিবাসিগণ অধিকাংশ কৃষক। প্রবাদ আছে, এই নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাস ছিল, পরে পাঠানসৈন্যের অত্যাচারে এই সহর বিধ্বস্ত হয়। এখনও সহরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২ বর্গমাইল স্থানে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, আমনের ও জালালখেরা পূর্ব্বে একটী বৃহৎ নগর ছিল।

জালালপুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সুরাট জেলার একটী উপবিভাগ। উত্তরে পূর্ণানদী, পূর্ব্বে বরদা উপবিভাগ, দক্ষিণে অম্বিকানদী, পশ্চিমে আরবসাগর। দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল, প্রস্থে ১৬ মাইল, পরিমাণফল প্রায় ১৮৯ বর্গ-মাইল। গ্রাম সংখ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিময় এবং সমুদ্রের দিকে ক্রমনিম্ন হইয়া লবণময় জলায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রকূলে লবণভূমি ব্যতীত ইহার সর্ব্বত্র উর্ব্বরা এবং সুন্দররূপে কর্ষিত হইয়া থাকে। নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য আছে। গ্রামগুলি বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু। সমুদ্রকূল ব্যতীত পূর্ণা ও অম্বিকা নদীতীরে বিস্তীর্ণ লবণময় জলা আছে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে জলাভূমির প্রায় অর্দ্ধেক অংশে আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। তদবধি উহাতে অল্প পরিমাণে ধান্য জন্মিতেছে। জোয়ার, বাজ্‌রা ও তণ্ডুল প্রধান শস্য। তদ্ভিন্ন নানাবিধ কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, ইক্ষু, কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪ ইঞ্চ। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত ও ১টী থানা আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটী

তহসীল। বেতবা নদীর দক্ষিণকূলে বিস্তৃত। এখন ইহাকে মুস্করা কহে। [মুস্করা দেখ।]

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার গুজরাট তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ৩২° ২১´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৫´ পূঃ। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দূরে ঈশান-কোণে অবস্থিত। এখানে চতুর্দ্দিকে উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী চতুষ্পথ আছে। ইহা হইতে চারিটী রাস্তা চারিদিকে শিয়ালকোট, ঝিলম্, জম্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে। সুন্দর বাজার ও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি আছে। এখানে কাশ্মীরীশালের বিস্তীর্ণ ব্যবসা চলে। পূর্ব্বে ঐ ব্যবসার খুব উন্নতি ছিল। কিন্তু ফরাসীপ্রুসীয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সদেশে শালের কাটতি কম হওয়ায় এখানকার ব্যবসারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এখানে একটী ভাল গবর্মেণ্ট স্কুল, টাউন হল, সরাই, বাঙ্গলা ও ঔষধালয় আছে।

৪ পঞ্জাবের মূলতান জেলার লোধরান্ তহসীলের একটী ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৬´ পূঃ। শতদ্রু ও ত্রিমাব নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান হইতে ১২ মাইল উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত, বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাঁধ আছে। এখানে সৈয়দ সুলতান আহ্মদ নামক ফকিরের কবর আছে। প্রবাদ এইরূপ, ইহার ভূত ছাড়াইবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়।

৫ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম্ জেলার ঝিলম্ তহসীলের একটী পুরাতন সহর। অক্ষা° ৩২° ৩৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ২৭´ পূঃ। এই সহর বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা নদীতে আলেকজাণ্ডারের প্রিয় অশ্ব হত হইলে, তাহার স্মরণার্থ আলেকসান্দার যে নগর নির্ম্মাণ করেন, ইহা সেই প্রাচীন বুকেফল নগর। অদ্যাপি ইহার সন্নিহিত ১০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় প্রাচীন প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। এই সকল ভগ্নস্তূপের মধ্যে গ্রীক্-বক্ত্রিয় রাজাদিগের সমকালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার বিস্তার বর্ত্তমান সহরের চতুর্গুণ ছিল। পরে বিতস্তানদী পূর্ব্বদিকে ২ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণ কৃষিজীবী।

জালালপুর দেহী, অযোধ্যাপ্রদেশে রায়বরেলী জেলায় দল্‌মৌ তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ২´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৬২´ পূঃ। এই সহর দল্‌মৌ হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে এবং রায়বরেলী হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দেহী নামক এক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত। এখানে প্রতি পক্ষে সহরের কিছু দূরে একটী হাট বসে।

জালালপুর নহবী, অযোধ্যাপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ১০´ ৩০´´ পূঃ। এই সহর ফয়জাবাদের ৫২ মাইল দূরে তমসা নদীতীরে অবস্থিত। তমসা এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত গভীর খাত মধ্যে কুটিল গতিতে প্রবাহিত। এখানে বিস্তর তন্তুবায় বাস করে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানকার তন্তুবায়গণ প্রত্যেক কাপড়ের উপর সিকি পয়সা চাঁদা তুলিয়া চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের পূর্ব্বদিকে একটী ইমামবাড়া নির্ম্মাণ করে।

জালালাবাদ, ১ আফগানস্থানের কাবুল বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩৪° ২৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ২৮´ পূঃ। এই নগর কাবুল হইতে ১০০ মাইল পূর্ব্বে এবং পেশাবর হইতে ৯১ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ কূলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ ও পেশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম এবং জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যে জগ্‌দলক্, খুর্দ্দকাবুল প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম আছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সময় নগর-প্রাচীর ২১০০ গজ দীর্ঘ ছিল। ঐ সময়ে প্রাচীর মধ্যে ৩০০ গৃহ ও ২০০০ অধিবাসী বাস করিত। এই প্রাচীরের বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পূর্ব্ব প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ থাকায় শত্রুদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বিখ্যাত পর্য্যটক বার্ণেস্ সাহেবের মতে, জালালাবাদ নগর প্রাচ্য অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। ব্যবসা সম্বন্ধে ইহার অবস্থান সুবিধাজনক। পেশাবর হইতে কাবুলের রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জালালাবাদ হইতে দেরবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বামিয়ান্ ও ইয়র্কন্দ পর্য্যন্ত রাস্তা আছে।

জালালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা ও একজন মোল্লা বা কাজি একত্র বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে ন্যায়বিচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই। ১৫৭০ খৃঃ অব্দে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাগমন-কালে সম্রাট্ অকবর এই নগর স্থাপন করেন। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহজহানের সময় এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

জালালাবাদ নগর দুইবার ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খৃঃ অব্দে; এই সময়ে সর্ রবার্ট সেল সসৈন্যে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী মহম্মদ অকবরখাঁর সহিত ১৮৪১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর হইতে

১৮৪২ খৃঃ অব্দের এপ্রেল পর্য্যন্ত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। জেনারেল এলফিন্‌ষ্টোন কাবুল যুদ্ধে সদলে নিহত হইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দের প্রথমেই জালালাবাদে পৌছেন।

দ্বিতীয়বার ১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে আফগান যুদ্ধের সময় জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈন্তের সমাবেশ হয়। এই সময় এখানকার বালা-হিসার অর্থাৎ দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত এবং দুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাঁসপাতালাদি নির্ম্মিত হয়। যুদ্ধের সময় এখানে রসদ থাকিত।

২ অযোধ্যার হর্‌দোই জেলার একটী সহর। মল্লানুবান্ নগরের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কনোজ ব্রাহ্মণ। এখানে পক্ষান্তরে একটী হাট বসে।

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´৪৫´´ পূঃ। এই সহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইতে শাহরণপুরের পথে কৃষ্ণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে রবি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসে। সহরের অনতিদূরে রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-প্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ দুর্গে ১৫ ফিট্ ব্যাসবিশিষ্ট একটী কূপ ও একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। জাবিতা খাঁর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রগণ এই নগর অনেকবার লুণ্ঠন করে। আজিও জাবিতার বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি সহরের নিকট নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে। শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়া এই স্থান জয় করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ শান্ত ছিল।

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ৪৩´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´৫৩´´ পূঃ। এই সহর জালালাবাদ তহসীলের সদর। শাহজহানপুরের ১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঙ্গা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে দুইটী পাক্ষিক মেলা হয়। তহসীলদারের আদালত, থানা, ডাকঘর ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে। এই নগরের অবস্থা অতি হীন। রাস্তার ক্ষুদ্র, দোকানের সংখ্যা অল্প এবং রাস্তা সকল বাঁধান নহে।

৫ উক্ত জেলার একটী তহসীল, গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত। রামগঙ্গা ও সোত নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই তহসীলের ভূমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। সর্ব্ব পূর্ব্বভাগে প্রায় ৪০ মাইল স্থান অধিকাংশ বালুকাময়, তথায় অত্যল্প গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। মধ্যভাগ রামগঙ্গা ও বহগুল নদীর তীরবর্ত্তী ১২৮ বর্গমাইল পরিমিত পলিময় জমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অনায়াসে প্রচুর শস্য প্রসব করে।

৩ রামগঙ্গা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ১৪০ বর্গমাইল ভূভাগ। ইহার মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন। সর্ব্বদা জলসেচন না করিলে কোনরূপ শস্য হয় না, মাটি ফাটিয়া যায়। দুইটী পাকা রাস্তা এই স্থান দিয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন যে সকল কাঁচা রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ষা ও শীতকালে তাহা খাল ও কর্দ্দমাদিতে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। ইহাতে ২টী ফৌজদারী আদালত আছে। তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার দেওয়ানী বিচার হয়।

জালালি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলিগড় জেলার কোইল তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ৫১´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৭´৩৫´´ পূঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪½ মাইল দূরে বুদাউন যাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের দুই পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার দুইটী খাল গিয়াছে। নগরের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ সৈয়দবংশীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। ইঁহাদের অনেকে ইংরাজ সরকারে সৈনিক ও বিচারাদি বিভাগে চাকরী করেন। ইঁহারাই এখানকার জমীদার। নগরে ৮০টী মস্‌জিদ আছে, তন্মধ্যে ৩০টী বৃহৎ ও সুন্দর। রাস্তা বাঁধান নহে, অতি অপ্রশস্ত। এখানে ভাল বাজার নাই। ব্যবসা বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। নগরের অর্দ্ধমাইল দূরে শিবিরস্থাপনের মাঠ আছে।

জালাষ (ক্লী) শান্তিকর ঔষধবিশেষ।

"জালাষেণাভিষিঞ্চত জালাষেণোপসিঞ্চত। জালাষমুগ্রং ভেষজং তেন নো মৃড় জীবথ।" (অথর্ব্ব ৬৷৫৭৷২)

জালি, ধান্যবিশেষ। নদীয়া জেলায় এই ধান্য বৈশাখমাসে রোপণ করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া লয়।

জালিআ [জালিয়া দেখ।]

জালিক (পুং) জালেন জীবতি (বেতনাদিভ্যোজীবতি। পা ৪৷৪৷১২) ইতি ঠন্। (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪৷৪৷১০) ১ জালজীবী, ধীবর, জেলে। [জালিয়া দেখ।] ২ মাকড়সা। ৩ বাগুরিক, ব্যাধ, যে জালদ্বারা মৃগ বধ করে। (ত্রি) ৪ কূটলেখক, জালকারী, প্রতারক, ঐন্দ্রজালিক।

জালিকা (স্ত্রী) জালং জালবদাকৃতিরস্তি অস্যাঃ। জাল-ঠন্ তত-ষ্টাপ্। ১ স্ত্রীলোকদিগের মুখাবরক বস্ত্রবিশেষ। ২ গিরিসার। ৩ জলৌকা। ৪ বিধবা। ৫ অঙ্গরক্ষিণী, সাঁজোয়া। ৬ ক্ষারক। (শব্দার্থ°)

জালিনী (স্ত্রী) জালং চিত্রকর্ম্মবস্তুসমূহো বিদ্যতেঽস্যাং জাল-ইনি স্ততো ঙীপ্। ১ চিত্রশালা, চিত্র লিখিবার গৃহ। (হেম) ২ কোষাতকী, ঝিঙ্গে। ৩ ঘোষাতকী, ঘোষাল। ৪ পটোললতা। (রাজনি°) ৫ প্রমেহরোগীর পীড়কভেদ। [প্রমেহ দেখ।]

"জালিনী তীব্রদাহাতু মাংসজালসমাবৃতা।" (স্থশ্রুত)

অত্যন্ত দাহযুক্ত ও মাংসসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে জালিনী হয়।

জালিম (আরবী) ক্রূর, অত্যাচারী।

জালিয়া (দেশজ) ধীবর, জেলে। যাহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে, বঙ্গদেশে তাহারা সাধারণতঃ জালিয়া প্রভৃতি নামে খ্যাত।

জালিয়া শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন, জাল দ্বারা মৎস্য ধৃত করে বলিয়া ইহাদিগকে জালিয়া কহে, আবার কেহ কেহ বলেন জলে মাছ ধরে বলিয়া ইহারা জালিয়া নামে খ্যাত। যাহা হউক, জালিয়া বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না;—মালো, তিয়র, কৈবর্ত্ত, বাউড়ি, বাগ্দী, রাজবংশী প্রভৃতি সকল মৎস্য-ব্যবসায়িগণকেই বুঝায়। কোন কোন স্থানে জালিয়া বলিতে মুসলমান মৎস্যব্যবসায়িদিগকেও বুঝায়; আবার কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে পরিচিত। নোয়াখালি জেলায় জালিয়া বলিলে চাট্‌গাঁয়ে জালিয়া, ভুলুয়া জালিয়া, ঝালা জালিয়া এবং কৈবর্ত্ত জালিয়া এই চারি শ্রেণী বুঝায়।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ অতিশয় সাহসী, বলিষ্ঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু। হুগলি জেলার জালিয়াগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী।

জালিয়াগণ জাল দিয়া মাছ ধরে। ইহারা টানাজাল, ক্ষেপলা জাল, বেড়া জাল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ভালবাসে; কিন্তু কৈবর্ত্তগণ বেড়া জাল ব্যবহার করে না।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আটপ্রকার জাল ব্যবহার করিয়া থাকে—(১) ঝাকি বা ক্ষেপলা, (২) উঠার বা গলতি (৩), সাংলা, (৪) বাওতি, (৫) চাঁদি, (৬) বেড়, (৭) বেসাল বা খাড়া, (৮) কোণা।

বঙ্গদেশীয়গণ প্রাণীতত্ত্বপ্রিয় নহে; কিন্তু ধীবরগণ এ বিষয় কতক কতক জানে। ইহারা মৎস্যের রীতি নীতি উত্তমরূপ জ্ঞাত আছে। জালিয়াগণ জানে মাছ ধরিতে হইলে নিস্তব্ধতার আবশ্যক, এই জন্যই ইহারা রাত্রিকালেই মাছ ধরিতে বাহির হয়; ইহারা আরও জানে যে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় এবং ভরা জ্যোৎস্নার সময় জাল ফেলিতে পারিলে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় ধীবরদিগের এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ জালিয়াগণ জাল ফেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়া তাহাদের নৌকার তক্তায় আঘাত করিতে থাকে। এদেশীয় জালিয়াগণও জানে যে জল ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মৎস্য সমস্ত ভীত হইয়া নড়িতে আরম্ভ করে এবং যখন তাহারা জাল টানিতে আরম্ভ করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকায় আঘাত করিয়া শব্দ করিতে থাকে।

অশৌচকালে জালিয়াগণ মাছ ধরে না বা বিক্রয় করে না। কোন জালিয়াই সাণ্ড, পাঙ্গাস, গরুয়া ও গাগর মাছ কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া আঁইস-শূন্য মাছ ঘৃণা করে, এমন কি সিঙ্গি মাছ স্পর্শও করে না। মুসলমান-দিগের হানিফী সম্প্রদায় কাঁকড়া প্রভৃতি খায় না।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাগ্দী ও বাওড়ীরা মাছের ব্যবসা করে। দিনাজপুরের অধিবাসী রাজবংশী জালিয়াগণ অনেকে পাল্কিবেহারার কার্য্য করে।

জালিয়া অমরাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-বাড়ের উন্দসর্ব্বীয় জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতানা হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই রাজ্য একটী মাত্র গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার সামন্তরাজ সর্ব্বীয়-রাজপুতবংশোদ্ভব।

জালিয়াৎ (দেশজ) যে জাল করে। [জাল দেখ।]

জালিয়াদেওয়ানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-বাড়ের হালার জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১০টী গ্রাম আছে।

জালিয়ামনাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-বাড়ের উন্দসর্ব্বীয় জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একটী মাত্র গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

জালী (স্ত্রী) জালমস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ জ্যোৎস্নী, ঝিঙ্গা। ২ পটোল। (রাজনি°)

জালীপড়া (দেশজ) জালের ন্যায় নির্ম্মিত, জালবৎ।

জালু বসন্তগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী পর্ব্বত। এই পাহাড় সহ্যাদ্রির একটী শাখা এবং করাড়ের নিকট কোয়না ও কৃষ্ণাসঙ্গমের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ মাইল বিস্তৃত।

জালেরুহ, উড়িষ্যার একজন প্রাচীন রাজা। তারানাথ-প্রণীত মগধরাজবংশাবলী-চরিতে ইনি উড়িষ্যার পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর বা মাড়বার রাজ্যের একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৭´ ৪৫´´ পূঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে এই নগর অবস্থিত। প্রমারবংশীয় জনৈক রাজা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলন্ধর দেশ। নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। এখানে ঠঠেরাগণ কাঁসার ফুলকাটা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের দুর্গ বহু প্রাচীনকাল হইতে সুদৃঢ় বলিয়া পরিচিত। এই দুর্গ নগরের নিকট প্রায় ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ ফিট্, বিস্তার ৪০০ ফিট্। দুর্গমধ্যে ২টী পুষ্করিণী আছে।

জালোরি, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা। দুইটী পথ এই পর্ব্বতের উপর দিয়া দিয়াছে, একটী ১০৯৮০ ফিট্ উচ্চ জালোরি-গিরিবর্ত্ম দিয়া সিমলায় গিয়াছে, অপরটী ১০৮৮০ ফিট্ উচ্চ, রামপুর অভিমুখে গিয়াছে।

জাল্‌জাল (দেশজ) জালের ন্যায় নির্ম্মিত, জালবৎ।

জাল্‌তি (দেশজ) মুখস, যাহাদ্বারা পশুদিগের মুখ বন্ধকরা যায়।

জাল্‌না, দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ জেলার একটী সহর ও সেনানিবাস। অক্ষা° ১৯° ৫০´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৮´ পূঃ। এই নগর আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্ব্বে কুণ্ডলিকা নদীতীরে অবস্থিত। নগরের পূর্ব্বে হায়দরাবাদ-সৈন্যের এক দলের ছাউনি আছে। প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন ইহার জানকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল অকবরের রাজসভা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কিছুকাল এই নগরে বাস করেন; তখন জাল্‌না একজন মোগল সেনাপতির জায়গীর ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল ষ্টিভেন্সন-চালিত সৈন্যদল এইখানে আড্ডা করেন। প্রস্তর নির্ম্মিত সরাই, একটী মস্‌জিদ, তিনটী হিন্দু দেবমন্দির এই কএকটী নগরের প্রধান অট্টালিকা। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তর অবনতি হইয়াছে। এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি এবং বস্ত্র অল্প প্রস্তুত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্যান আছে। এখানকার ফল বহুপরিমাণে বোম্বাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি দূরদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে মতিতলাও নামে এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে সরবরাহ হয়। জাল্‌নায় ডাকঘর, ডাকবাঙ্গলা ও দুইটী গির্জ্জা আছে।

জাল্ম (ত্রি) জালয়তি দূরীকরোতি হিতাহিতজ্ঞানং জল-ণিচ্ বাহুলকাৎ মঃ। ১ নীচ ব্যক্তি, ইতরলোক, অবিবেচক, মূর্খ, জড়, ক্রূর, পামর।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন তথা বাধতে স্কন্ধং যথা বাধতি বাধতে॥" (উদ্ভট)

২ যাহারা গুরুর নিকট খট্টাদিতে আরোহণ করে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "নন্বেব জাল্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুমর্হসি" (ভারত ১২।১৩২অ)

জাল্মক (ত্রি) জাল্ম-স্বার্থে কন্। মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্বেষী। "মিত্রব্রহ্মগুরুদ্বেষী জাল্মকস্তুবিগর্হিতঃ।" (ভারত ৭।১৯৬অঃ)

জাল্য (পুং) জল-ণ্যৎ। ১ শিব। "মৎস্যো জলচরো জাল্যোঽকলঃ কেলিকলঃ কলিঃ" (ভারত ১২।২৮৬ অঃ)

(ত্রি) ২ জলে ধারণযোগ্য।

জাবজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদনগর জেলার একজন কোলি সর্দ্দার। ইহার পিতার নাম হীরাজী। হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনারস্থ পেশোবার কর্ম্মচারী জাবজীকে পৈতৃকপদে স্থাপন না করায়, জাবজী পেশোবার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক লোকসংগ্রহপূর্ব্বক লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্ব্বত ছাড়িয়া পেশোবার সৈন্যদলে মিলিতে আদেশ করা হইল, কিন্তু জাবজী প্রতারণা ভাবিয়া খান্দেশে পলায়ন করিলেন। রামজী সামন্ত নামে জুনারের জনৈক কর্ম্মচারী জাবজীর শত্রু ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার জন্য কতক সৈন্য চারিদিকে প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জাবজী হঠাৎ একদিন রামজী ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। পেশোবা ঘোষণা করিলেন, "যে জাবজীর মুণ্ড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবে।" জাবজী রঘুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিলেন। দাজীকোকাত নামে একজন কোলিসর্দ্দার জাবজীকে ধরিবার জন্য নানা-ফড়্‌নবিস্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল। একদিন অরণ্যে দাজী ও জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। দাজী জাবজীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল। পরে উভয়ে স্নান করিতে গেলে জাবজীর একজন লোক দাজীর বস্ত্রের পোঁটলায় নানা-ফড়্‌নবিসের ঘোষণাপত্র দেখিয়া জাবজীকে বলিয়া দিল। সেই রাত্রিতেই দাজী ও তাহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইল। ইহার পর জাবজীকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। জাবজী নাসিকের

শাসনকর্ত্তা ধুন্ধুগোপালের পরামর্শে সমস্ত দুর্গাদি তকাজী হোলকরকে অর্পণ করিলেন। হোলকরের মধ্যস্থতায় জাবজীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল এবং তাহাকে রাজুরের ৬০টী গ্রামের সুবাদার করা হইল। জাবজী এই পদে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহারই একজন অনুচরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগে জাবজী অনেক ডাকাইতি নিবারণ করিয়াছিলেন।

জাবজীর যুবা বয়সের এইরূপ বর্ণনা আছে, ইহার শরীর দোহারা, কর্ম্মঠ, দেখিতে সুশ্রী। তিনি অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন।

জাবড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ পূঃ। এই সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট্ উচ্চ। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে অর্পণ করেন। নগরের চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

জাবন্য (ক্লী) জবনস্য ভাবঃ দৃঢ়াদি° বা ষ্যঞ্। বেগ, দ্রুতগতি।

জাবাড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সালেম জেলার তিরুপত্তুর তালুকের একটী গিরিমালা। এই গিরি প্রায় ৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কোথাও উচ্চ শৃঙ্গ, কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অনুচ্চ প্রবণ উপত্যকা। ইহার উপরে প্রায় ১৩৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফিট্। গিরিমালার পূর্ব্বাংশ শিখরদেশ পর্য্যন্ত শ্যামল তরুলতাকীর্ণ। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। য়ুরোপীয়দিগের অনুপযোগী। অলঙ্গায়মের নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালভূমিতে সুন্দর শস্যাচ্ছাদিত প্রান্তর ও তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী আছে। বোম্বাই-কুপ্পম্ ও মত্রপল্লীর দিকে গিরি-পার্শ্বে একটী অদ্ভুত নির্ঝরিণী আছে। উহার জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে—তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন দ্রব্য ডুবাইলে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। পাহাড়ে উঠিবার পথ অতি কুটিল ও দুর্গম। কড়িকাষ্ঠ ও চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেণ্ট খাসে রাখিয়াছেন। পর্ব্বতে অধিকাংশ বেল্লালর ও পচাই বেল্লালর জাতির বাস।

জাযক (ক্লী) জযতি মুঞ্চতি সদ্গন্ধাদিকং জস-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য যত্বং। কালীয়ক, কালীয়ানামক সুগন্ধি কাষ্ঠ।

জাঙ্কমদ (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ।

"অনিরুবা জাঙ্কমদা গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ।" (অথর্ব্ব ১১।৯।১)

জাম্পতি (পুং) জায়তে জন-ড জায়াঃ দুহিতুঃ পতিঃ বেদে নিপা°। কন্যার পতি, জামাতা, জামাই। "সদভিজ্জাম্পতিং বা" (ঋক্ ১।১৪৫।৮) 'জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিং জামাতরং' (সায়ণ)

জাম্পত্য (ক্লী) জায়া চ পতিশ্চ জায়াপতী তয়োর্ভাবঃ কর্ম্ম বা পৃষোদরাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। জায়াপতীর কার্য্য, স্বামী স্ত্রীর কর্ম্ম।

"সং জাম্পত্যং সুয়মা কৃণুষ্ব" (ঋক্ ৫।২৮।৩)

'জাম্পত্যং জায়াপত্যোঃ কর্ম্ম' (সায়ণ)

জাস্ (আরবীজ) অতি দক্ষ, নিপুণ, চতুর।

জাহ, তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ, অক্ষি, ওষ্ঠ, কর্ণ, কেশ, গুল্ফ, দন্ত, নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, ভ্রূ, মুখ, শৃঙ্গ এই সকল শব্দের উত্তর জাহ প্রত্যয় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি।

জাহক (পুং) দহ-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘোঙ্ঘ, ঘোঘ, বিড়াল-কারুণ্ডিকা, মণ্ডলাকার চিত্রবিশিষ্ট শরীর-সঙ্কোচি বহুরূপী বিলেশয় প্রাণীবিশেষ। পর্য্যায়—গাত্রসঙ্কোচী, মণ্ডলী, বহুরূপক, কামরূপী, বিরূপী, বিলাবাস (রাজনি°) [ঘোগ দেখ।]

জাহাঙ্গীর, (জাহাঁগীর, জহান্গীর) সম্রাট্ অক্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে ২রা সেপ্টেম্বর, অক্বরের প্রিয় মহিষী জয়পুর-রাজ-দুহিতা মারিয়ম্ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ্ঞী মুসলমানসাধু সলিম চিস্তর বরে এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'মহম্মদ নুরউদ্দীন্ সলিম্ মির্জা' এই নাম রাখেন। সম্রাট্ অকবর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পুত্রও সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে সলিমের সহিত অম্বররাজ ভগবান্ দাসের কন্যা ও প্রথিত-নামা রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর বিবাহ হয়।

১৫৮৭ খৃঃ অব্দে রায়সিংহ কুমার সলিমের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

সম্রাট্ বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিখ্যাত হল্দীঘাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে যাত্রায় অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষা পাইয়াছিল।

অক্বর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্য মানসিক কষ্টে পীড়িত হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সলিম নিজের অপর দুধ

বুঝিতে পারিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া অকবর পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাদিগের সাক্ষাতে সলিমকে সম্রাট্পদে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে রাজকীয় পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও তরবারী দ্বারা সজ্জিত করিতে অনুমতি দিলেন।

১০১৪ হিজরা ৮ই জুমাদসানি (১৬০৫ খৃঃ অব্দ ১২ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার সলিম ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাদুর্গে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া 'জাহাঙ্গীর' অর্থাৎ 'বিশ্ববিজয়ী' উপাধি ধারণ করিলেন। আগ্রা-দুর্গে দিল্লী-দরজায় একখানি পাথরে জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটনা লিখিত। শেষ ছত্রে লিখিত আছে, "আমাদের রাজা জাহাঙ্গীর জগতের রাজা হউন ১০১৪।" জাহাঙ্গীরের অভিষেক উপলক্ষে যাহারা আনন্দসূচক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল।



জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপক্ষভাবে ও শান্তিময়ী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অসৎ চরিত্র এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান অন্তরায় হইল। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা স্বত্বেও তিনি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও অতিশয় দৃঢ় ছিল। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া সুশাসনের কতক আভাস দিলেন।

পূর্ব্বে সকলের ভাগ্যে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না; কোন বিচারপ্রার্থী সম্রাটের সম্মুখে যাইতে পারিত না। কর্ম্মচারিদিগকে যৌতুক অথবা উৎকোচ না দিলে কাহারও অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচরও হইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার পাইতে পারে, তজ্জন্য নবীন সম্রাট্ একগাছি সোণার শিকল প্রস্তুত করাইলেন। তাহার একদিক্ রাজপ্রাসাদের বপ্রের সহিত, অপর দিক্ নদীতীরস্থ একখানি প্রস্তরের সহিত সম্বদ্ধ ছিল। এই শিকলগাছি ৩০ গজ লম্বা ও ইহাতে ৬০টী সোণার ঘণ্টা বাঁধা। এই ঘণ্টাগুলি সম্রাটের গৃহের ঘণ্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই শিকল ধরিয়া ঘণ্টা নাড়িলেই সম্রাট্ জানিতে পারিতেন এবং সম্রাট্ সম্মুখে নীত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি ঘণ্টা নাড়িয়া সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিতেন। সুতরাং কর্ম্মচারিগণ উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বাদশাহ শুল্ক আদায়ের অনেক দোষ সংস্কার করিলেন। তিনি তম্‌ঘা ও মীরবাড়ী নামক করদ্বয় উঠাইয়া দিলেন এবং জায়গীরদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত অন্যায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন। লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী পথে ও যে সমস্ত পথে চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ-খনন করিতে জায়গীরদারদিগকে আদেশ করিলেন এবং খালিসা জমীর নিকটবর্ত্তী স্থানে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিদিগকেও আদেশ দিলেন। বণিকদিগের বিনানুমতিতে কেহ তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্য অথবা রাজকর্ম্মচারী গৃহে বাস করিতে পারিবে না, কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, কোন জায়গীরদার কোন প্রজার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা সম্রাটের বিনানুমতিতে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল।

পূর্ব্বে সম্রাটের আদেশে সময় সময় অপরাধিদিগের নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহাঙ্গীর সে প্রথা একবারে রহিত করিলেন।

তিনি প্রধান প্রধান সহরে হাঁসপাতাল স্থাপন করিলেন; উত্তমরূপ চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অভিষেক দিবসে (বৃহস্পতিবার) ও তাঁহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পশুহত্যা নিবারিত হইল।

তিনি তাঁহার পিতার কর্ম্মচারিদিগের গুণানুসারে মনসব ও জায়গীর কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত যাহারা কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার পিতার কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশকেই স্বপদে রাখিলেন; কিন্তু যাহারা অকবর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের আচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে প্রজাদিগকে চলিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু সরিফখাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও সৈয়দখাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

বাদশাহ্ হরিদাস রায়কে বিক্রমজিৎ উপাধি প্রদান করিয়া গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং রাজা মানসিংহের পুত্র ভাও-সিংহকে একজন মন্‌সবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের পুত্র জমানাবেগ মহাবৎখাঁ উপাধি লাভ করিয়া একজন মন্‌সবদার হইলেন।

রাজা নরসিংহ দেব নামে জনৈক বুন্দী রাজপুত বিখ্যাত সেখ আবুলফজলের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন। [আবুলফজল দেখ।]

রাজা মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর গর্ভে সলিমের খস্‌রু নামে এক পুত্র হয়। অকবরের শেষ দশায় ইঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া খস্‌রুকে কারারুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে একদিন রাত্রিকালে তিনি সম্রাট্ অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি প্রদান করিলে খস্‌রুর সহিত ৫০ জন অশ্বারোহী অনুচর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। খস্‌রু তাহাদের সহিত পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। খস্‌রু বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই রাত্রিতেই সেখ ফরিদ বোখারিকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রত্যুষে স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন। খস্‌রু পথিমধ্যে হাসেন্‌বেগ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন এবং বণিক ও পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর আগ্রা ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় ইতিমাদ্-উদ্দৌলার উপর সমস্ত ভার দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দাল নামক স্থানে আসিয়া তিনি দোস্ত মহম্মদকে আগ্রায় প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দিলাবার খাঁ খস্‌রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া নিজ পুত্রকে যমুনানদী পার হইয়া অগ্রসর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিলাবারখাঁ অতি দ্রুত লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলকেই খস্‌রুর বিদ্রোহ সংবাদ দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন।

২৪ জেলহজ্জ, খস্‌রুর পাঁচ জন অনুচর ধৃত হইয়া সম্রাট্ সম্মুখে নীত হইল। সম্রাট্ দুই জনকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খাঁ অগ্রসর হইয়া লাহোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার দুই দিবস পরে খস্‌রু প্রায় ১২০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে লাহোর দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার অনুচর-দিগকে নগরের একদ্বারে অগ্নি প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর অধিকৃত হইলে সৈন্যগণ সাত দিন পর্য্যন্ত এই নগর লুঠ করিতে পাইবে। মীর্জা হুসেন, দিলাবার বেগখাঁ, হুসেনবেগ দিবান এবং নূরউদ্দীন্ কুলি এই কয়জন নগররক্ষার্থ সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দখাঁ চন্দ্রভাগাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; খস্‌রুর বিদ্রোহসংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি অবি-লম্বে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই সম্রাটের সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে জাহাঙ্গীর আগা-কুলির উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে সেই রাত্রিতেই খস্‌রু সম্রাট্‌সৈন্য আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, সম্রাট্ কতকগুলি সৈন্য সেখ ফরিদখাঁর অধীনে লাহোরাভি-মুখে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্য নগর সম্মুখে উপনীত হইলে খস্‌রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। খস্‌রু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ ফরিদকে অগ্রে পাঠাইয়া পর দিন যখন স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

গোবিন্দবাল সেতু পার হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে সমসের নামক জনৈক তোষাখানার ভৃত্য আসিয়া সম্রাট্‌কে বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাহাকে খোসখবরখাঁ উপাধি প্রদান করিলেন।

সম্রাট্ খস্‌রুকে বশে আনিবার জন্য পূর্ব্বে মীরজমাল্-উদ্দীন্‌কে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন যে, খস্‌রুর সৈন্যবল এত অধিক ও তাহারা এত সাহসী যে ফরিদের অল্পসংখ্যক সৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। বাদশাহ সমসেরের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু পরে খস্‌রুর যান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে ফরিদ বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সৈফ খাঁর শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল।

খস্‌রু পরাজিত হইয়া কাবুলাভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে ধরিবার জন্য মহাবতখাঁ এবং আলিবেগকে প্রেরণ করিলেন। খস্‌রু বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল, হিন্দুস্থানে থাকিয়া রাজ্যে গোলযোগ উৎপাদন করাই শ্রেয়, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত। খস্‌রু হাসেন্‌বেগের সহিত একমত হইয়া কাবুলে যাওয়াই স্থির করিলেন। ইহাতে হিন্দুস্থানী ও আফগানগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

খস্রু শাপুর নামক স্থানে পার হইতে না পারায় শাহধরা নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই পঞ্জাবের জায়গীরদার ও খেয়ারক্ষকদিগকে খস্রু সম্বন্ধে সতর্ক হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিযোগে যখন খস্রু পার হইতেছিলেন, তখন শাহধরার একজন চৌধুরী দেখিতে পাইয়া সম্রাটের আদেশ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পারঘাটের অধ্যক্ষ আবুল কাশিমখাঁ এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি অনুচর ও অশ্বারোহী সৈন্য সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন বেগ চারিখানা নৌকা লইয়া পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একখানি বালুকায় আটকাইয়া গেল।

বাদশাহকুমার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। জাহাঙ্গীর খস্রু বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আমীরউল্ ওমরাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি মীর্জা কম্রাণের উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন; খস্রু তথায় আনীত হইলেন। সে দৃশ্য অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক। যুবরাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার দক্ষিণে হুমায়ুন বেগ, বামে আবদুল আজিজ। কুমার তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। খস্রুকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। হুমায়ুন ও আবদুলকে গোরু ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হইল; তাহাদিগকে গাধায় চড়াইয়া লেজের দিকে মুখ রাখিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। গোরুর চামড়া শীঘ্রই শুকায়, এই জন্য হুমায়ুন শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাইল; আবদুল একদিন ও একরাত্রি পরে ইহলীলা সম্বরণ করিল। এ দৃশ্যের এখনও শেষ হয় নাই। সম্রাটের প্রতিহিংসা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরদ্বার হইতে কম্রাণের উদ্যান পর্য্যন্ত দুই সারে শূল পোতা হইল। সম্রাট্ ৭০০ বন্দীকে শূলে আরোপিত করিলেন। হতভাগ্যগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল। তাহারা শূলযন্ত্রণায় একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। হতভাগ্যগণের শেষ দশা দেখিবার জন্য খস্রুকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া তথায় আনা হইল।*

সেখ ফরিদকে পুরস্কার স্বরূপ মুরতাজাখাঁ উপাধি প্রদান করা হইল। বিপাশার নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত জায়গীরদার খস্রুকে অবরুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা আবার জায়গীর পাইলেন। এই জমীদারদিগের মধ্যে কমাল চৌধুরীর জামাতা কনানই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জ্জুনমল্ল (আদি গ্রন্থসঙ্কলয়িতা) বিদ্রোহী খস্রুকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে নির্জ্জনে কারারুদ্ধ রাখিয়া বিশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করা হইল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অন্যরূপ—একদিন তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার কালে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যান। শিখদিগের মতে অর্জ্জুনমল্লই তাঁহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণগুরু এবং তাঁহার মৃত্যুতেই এই শান্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

খস্রুকে দূরে কোন কারাগারে পাঠান হইল না; সম্রাট্ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিলেন।

জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতিকালেই সংবাদ পাইলেন যে ফজল বাসিস্ কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। তিনি গাজিবেগ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি খিলজিখাঁ, মিরণ সদর ও জহান্ নীর সরিফের উপর লাহোরের রক্ষা ভার দিয়া স্বয়ং কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে (১০১৫ হিজরা) সম্রাট্ কাবুলাভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেজ উদ্যানে চারিদিন কাটাইয়া হরিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথা হইতে জাহাঙ্গীরপুরে আসিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্ব্বে মৃগয়া করিতেন। এই গ্রামের নিকট সম্রাটের আদেশে এক মৃগের

* পঞ্জাবের ইতিহাসলেখক সৈয়দ মহম্মদ লতিফ বলেন, যে খস্রুর মাতা তাঁহার দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অকবরনামা-লেখক বলেন যে, মানসিংহের ভগিনী ও খস্রুর মাতা যোধাবাই সলিমের প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। তিনি অন্তপুরস্থ কোন স্ত্রীর প্রাধান্য সহ্য করিতে পরিতেন না। একদিন সলিম মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলে পরে অন্তঃপুরস্থ কোন স্ত্রীর সহিত যোধাবাইএর কলহ হয়। যোধাবাই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করেন। জাহাঙ্গীর মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রিয়ার শোকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নিতান্ত অভিভূত ছিলেন। পরে অকবর আসিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যোধাবাইএর মৃত্যুর কারণ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে খস্রুর মাতা তাঁহার পুত্রের অসৎ ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া অহিফেন খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এমন কি সলিমের একগাছি কেশের জন্য তিনি শত শত পুত্র ও ভ্রাতা পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই খস্রুকে তাঁহার পিতার অনুগ্রহের বিষয় বলিতেন; কিন্তু কুমার তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। যখন দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের চরিত্র কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না; তখন ভাবিলেন যে, হয়ত তিনি মরিলে খস্রু সমস্ত বুঝিতে পারিয়া নিজের দোষ সংশোধন করিবেন। এই ভাবিয়া জাহাঙ্গীর মৃগয়ায় বহির্গত হইলে এক দিন তিনি অপরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (১০১৩ হিজরা, ২৬ জেলহজ্জ)

কবরোপরি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মৃগটী জাহাঙ্গীর নিজে ধরিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। সেই মৃগটী অন্য মৃগ ভুলাইয়া আনিত। উক্ত মস্‌জিদের গায়ে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কএকটী কথা লেখা ছিল—"এই আনন্দময় স্থানে সম্রাট্ নূরউদ্দীন্ মহম্মদ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক একটী মৃগ ধৃত হয় এবং সে মৃগটী একমাস মধ্যে পোষ মানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়া তাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিতেন।" যাহা হউক সম্রাট্ মৃত মৃগের স্মরণার্থ এবার এখানে আসিয়া শিকার করিলেন না। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া জৈনখাঁ কোকার পুত্র জাফরখাঁকে আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, সম্রাটসৈন্য লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই যেন থাতুরের সর্দ্দারদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। সিন্ধুনদের তটে পৌঁছিয়া মহাবত খাঁকে ২৫০০ সৈন্যের অধিপতি নিযুক্ত করা হইল। সম্রাট্ পেশাবরে পৌঁছিয়া সরদারখাঁর উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে যুসফ্‌জাই আফগানগণ আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সেরখাঁ নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। ৩রা সফর তারিখে রাজা বিক্রমজিতের পুত্র কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন মুসলমানী বেশ্যাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতামাতাকে হত্যা করিয়া নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাহার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট্ খস্‌রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাবুলে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। খস্‌রু ফতেউল্লা, নূরউদ্দীন্, আসফখাঁ এবং সরিফখাঁ প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোকের সাহায্যে সম্রাট্‌কে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন ষড়যন্ত্রকারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান) দেওয়ান খোজা কুরাইসির নিকট তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিল। খুরম্ সম্রাটকে জানাইলে তিনি ফতেউল্লাখাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং ৩।৪ জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন।

১৬০৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৮০০০০৲ টাকা প্রেরণ করিলেন। ৪ঠা রবিউল আব্বল্ তারিখে জগৎসিংহের কন্যা সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিতোরের রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবত খাঁকে প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীশ্বর দেখিলেন ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল নরপতিই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তখন এক রাণাই কি উন্নত মস্তক থাকিবে? কাপুরুষ অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সর্দ্দারকুলতিলক চন্দাবৎ ও শালুম্বৃাবীরগণ বলপূর্ব্বক তাঁহা দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করাইলেন এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। যাহা হউক, যুবরাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে সম্রাট্‌পক্ষে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় (১৬০৯ খৃঃ অব্দে) সম্রাট্ কুমার পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এই সময় ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনস্‌কে জাহাঙ্গীরের দরবারে দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন।

হকিনস্ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ১৬ এপ্রিল তারিখে সুরাটে আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, সম্রাট্ তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং হকিনস্‌কে বার্ষিক ৩২০০০৲ টাকা বেতন দিয়া ইংরাজদিগের দূত স্বরূপ তাঁহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হকিনন্ অর্থলোভে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তিনি সম্রাটের এত প্রিয়পাত্র হইলেন যে সম্রাট্ তাঁহার সহিত দিল্লীর অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এক আর্ম্মাণী স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যাহা হউক, ভারতের পর্ত্তুগীজগণ সম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইল, তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল। কর্ম্মচারিগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দিল যে, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইলে যেরূপ সুফল হইবার সম্ভাবনা, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত অমিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়া হকিনস্‌কে শীঘ্রই ভারত ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

১৬১০ খৃঃ অব্দে কুতব নামক একজন ফকীর পাটনার নিকট উজ্জয়িনীতে আসিয়া বাস করে। তথায় বহুসংখ্যক অসৎলোকের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে খস্‌রু বলিয়া পরিচয় দেয়। সে বলে যে কারগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং কারাগারে বাস করিবার কালে তাহার চক্ষুদেশে গরম বাটী বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এই জন্য চক্ষুদেশে দাগ হইয়াছে।

সেরূপ পরিচয় পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়া সে পাটনায় প্রবেশ করিয়া দুর্গ অধিকার করিল। সে সময় পাটনার শাসনকর্ত্তা আফ্‌জলখাঁ সেখ বানারসী ও গয়াস্‌ জেলখানির উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া গোরক্ষপুরে তাঁহার নূতন জায়গীরে গিয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ দুর্গে প্রবেশ করিলে দুর্গরক্ষকগণ পলায়নপূর্ব্বক আফ্‌জলখাঁর নিকট গমন করিতে চেষ্টা করিল। এ দিকে আফ্‌জলখাঁ বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই খস্‌রু প্রকৃত খস্‌রু নয়, তাহা বারবার সকলকে জানান হইল। প্রতারক আফ্‌জলখাঁর আগমন সম্বাদ পাইয়া বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু আবার তাহারা আফ্‌জলের গৃহ অধিকার করে। শেষে প্রতারক কুতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত হইল দেখিয়া নিরুপায় হইয়া আফ্‌জলখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। আফ্‌জল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। সম্রাটের নিকট এই সম্বাদ পৌঁছিলে তিনি সেখ বানারসী গয়াস্‌রিহানী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সেই বিদ্রোহিদিগের দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন এবং হীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

১৬১০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। খান্‌খানান্‌কে কুমার পারবিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বুর্হান্‌পুরে পৌঁছিয়া সৈন্যদিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন। এখানে আসিলে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য দ্রব্যেরও অভাব হইল। এইজন্য পুনরায় বুর্হান্‌পুরে সৈন্যদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হইল। এই সমস্ত অসুবিধার জন্য শত্রুদিগের সহিত কিছু দিনের জন্য সন্ধি করা হইল। খান্‌খানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে লাগিল। সম্রাট্‌ তখন খান্‌খানান্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া খাঁজহানকে প্রেরণ করিলেন।

১৬১১ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের সহিত মীর্জা গয়াস্‌বেগের কন্যা নূরমহলের (নূরজহানের) বিবাহ হইল।

ইয়াজাবাদের উজীর খোজামহম্মদ সরিফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মীর্জা গয়াস্‌বেগ অতিশয় দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া ২টী পুত্র ও একটী কন্যা সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থান অভিমুখে আসিতেছিলেন; এই সময়ে তাহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন, এই গর্ভে ভারতের ভাবী সাম্রাজ্ঞীর জন্ম হয়। তাঁহারা যে পথিকদিগের সহিত আসিতেছিলেন সেই দলে মালিক মস্থদ নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালিকার অসামান্য সৌন্দর্য্যে অতিশয় বিস্মিত হইয়া ও তাহাদিগের দুর্দ্দশায় অতি দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সম্রাট্‌ অকবর এই ব্যক্তিকে অতিশয় সম্মান করিতেন। মস্থদ মীর্জা গয়াস্‌কে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাট্‌ গয়াসের পিতা হুমায়ুনের দুরাবস্থার সময় তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া এবং গয়াসের আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অকবর তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের মাতা মরিয়াম্‌ জমানীর বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। গয়াসপত্নী তাহার কন্যা মেহেরউন্নিশাকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় সলিমের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মেহেরউন্নিশা নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় সুচতরা, রূপে অলোকসামান্যা, ইহার ন্যায় রূপবতী কামিনী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউন্নিশা তাঁহার মাতার সঙ্গে মরিয়াম্‌ জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সাম্রাজ্ঞীর চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল, সলিম তাঁহার রূপে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। সলিম তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিখাঁ নামক জনৈক ইরাক্‌প্রদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আবদুল রহিম (পরে খান্‌খানান্‌) মূলতানের যুদ্ধকালে আলিকুলির বীরত্বে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্‌ অকবরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। যাহা হউক, সলিম মেহেরউন্নিশাকে পাইবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মেহেরের মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া মহারাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং তিনিও সম্রাট্‌ অকবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সম্রাট্‌ এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় না দিয়া আলিকুলির সহিত মেহেরের বিবাহকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য গয়াস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আলিকুলির সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল এবং সম্রাট্‌ আলিকুলিকে শাসনকর্ত্তা করিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে ভুলিলেন না। তিনি সম্রাট্ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাঁহাকে হত্যা করিতে সম্রাটের সাহস হইল না; তিনি কৌশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আলিকুলিকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্ এত ঘৃণিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন যে তাৎকালিক গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে ইহা কেহই বিশ্বাস করিত না। সম্রাটের আজ্ঞায় একটী ব্যাঘ্র আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল, তোমায় এই ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট্ স্বয়ং তাহার মৃত্যু দেখিবার জন্য দর্শক হইয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ইহার সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয়। কিন্তু অস্বীকার করিলে কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। অতুল সাহস ও অদম্য বিক্রমে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য্য শিক্ষায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট্ লোক দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সেরআফগান অর্থাৎ সিংহঘাতক উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য একটী মত্তহস্তী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত করা হইল। বীরবর এক আঘাতে সেই হস্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নরাধম নৃশংস সম্রাট্ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একদিন রাত্রিকালে আলিকুলির শয়নগৃহে ৪০ জন গুপ্তঘাতককে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহারাও কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া সম্রাট্ কুতবউদ্দীনকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং তাহাকে এই বলিয়া দিলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউন্নিশাকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন করিবে। কুতবউদ্দীন্ সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার ভান করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সের আফগান ছলনা বুঝিতে পারিয়া একখানি শাণিত তরবারী বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কুতব পুনরায় মেহেরউন্নিশার কথা উত্থাপিত করিলে বাদানুবাদে সেরআফগান তাঁহার বক্ষে অসি বিদ্ধ করিলেন। কুতব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পীর মহম্মদ অগ্রসর হইয়া সেরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল, অব্যর্থ সন্ধানে তাহা নিবারণ করিয়া সের পীরের মস্তক চূর্ণ করিলেন। প্রহরিগণ সকলে মিলিয়া অগ্রসর হইলে সের ক্ষিপ্র হস্তে চারি জনকে ভূমিশায়ী করিলেন। কিন্তু তিনি একা কি করিবেন? তবুও বীরের উৎসাহ কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে প্রহরিগণ দূর হইতে গুলির আঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল। এইরূপে অসম বীর কাপুরুষ ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে রাজদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া আগ্রায় আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল। মেহেরউন্নিশাকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মেহের পতি-হন্তারকের বিবাহ-প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে রাজমাতার কিঙ্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার ব্যয় স্বরূপ প্রত্যহ এক টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিশাকে কিছুদিন ভুলিয়া রহিলেন। পরে নোরোজার দিন অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মেহের শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার রূপরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পিপাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সম্রাট্ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

অতি জাঁকজমকের সহিত পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। সম্রাট্ তাঁহার হস্তে পুত্তলিকা স্বরূপ হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে নূরমহল (অন্দরের আলোক) এবং অতি শীঘ্রই নূরজাহান (পৃথিবী-সুন্দরী) উপাধি প্রদান করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সমস্ত সুখ ও সান্ত্বনা নূরজাহান।

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতা অধিকার করিলেন; কোন সাম্রাজ্ঞীই তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালিনী হন নাই। তাঁহার নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইল। জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই অহিফেন ও মদ্যে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন; প্রায় সর্ব্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন। নূরজাহান তাঁহার মদ্যপানের মাত্রা কমাইলেন এবং তাঁহারই যত্নে সম্রাট্ সর্ব্বসাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূরজাহান রাজদরবারের বাহ্য আড়ম্বর ও অপব্যয় অনেক কমাইলেন। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়ে নূরজাহানের অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নূরজাহানের জীবনবৃত্তই জাহাঙ্গীরের ইতিহাস। নূরজাহানের

পিতাকে প্রধান উজীর ও তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফজলকে ইতিমাদখাঁ উপাধি প্রদান করা হইল।

মহম্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-লেখক) বলেন যে, কএক বৎসর মধ্যে এইরূপ হইল যে, সমাট্ রাজকীয় সমস্ত ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই হইত। জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলিতেন, "আমার সাম্রাজ্য আমি নূরজাহানকে প্রদান করিয়াছি, আমার নিজের জন্য কিছু মদ্য ও মাংস পাইলেই যথেষ্ট।"

সম্রাট্দিগের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহারা ঝরকার (বাতায়ন) সম্মুখে উপবেশন করিতেন ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিম্নে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সম্রাট্ নূরজাহানকেও উক্তরূপ মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আমীর ওমরাহগণ তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। নূরজাহানের নামে যে টাকা প্রস্তত হইত, তাহার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা থাকিত, "জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর নূরজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিতেছে।" সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তাঁহার মোহরের নিম্নে এই কথাগুলি লিখিত হইত "যে মাননীয়া মহারাণী নূরজাহান বেগমের আদেশে।" সম্রাট্ নূরজাহানের বিরহ ক্ষণেকও সহ্য করিতে পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই তাঁহার পার্শ্বে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নূরজাহানের জন্য সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, সম্রাট্ নূরজাহানের জন্য মুসলমানদিগের একটী চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি নূরজাহানের সহিত খোলা শকটে আগ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন।

সম্রাট্ ১৬১১ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশীয় আমীরদিগের প্রতি কতকগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) কেহ ঝরকার সম্মুখে বসিতে পারিবে না, (২) অপরাধীকে শাস্তি দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে পারিবে না বা কাহারও নাক কাণ কাটিতে পারিবে না, (৩) অনুচরবর্গকে কোনরূপ উপাধি দিতে পারিবে না, (৪) তাহাদিগের বহির্গমনকালে কোনরূপ ঢক্কা বাজাইতে পারিবে না। তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই-জাহাঙ্গীরি নামে খ্যাত।

সম্রাট্ অকবর বঙ্গদেশে ওসমানকে দমন করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীর ইসলামখাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইস্লামখাঁর অধীনে সুজাতখাঁ নামে একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলে ইস্লামখাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওসমান্ একটী অজ্ঞাতগুলি দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্রগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৬১২ খৃঃ অব্দে ইস্লামখাঁ সম্রাটের নিকট বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে ছয় হাজারী মন্সবদারপদে বরণ করিলেন এবং সুজাতখাঁকে রস্তম উপাধি প্রদান করিলেন।

ঐ বর্ষে সম্রাট্ নিজ হস্তে মৃত রায়সিংহের পুত্র দলপৎসিংহের কপালে রাজটীকা প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৬১০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরে মালিক অম্বর বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট্-সৈন্য পরাস্ত করেন; সেই সময় খস্রু বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মোগলগণ তখন আহ্মদনগরে ছিল। সুতরাং মালিক অম্বর দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর মালিকঅম্বরকে দমন করিবার জন্য খাঁ জাহান্ লোদীর সাহায্যার্থ একদল সৈন্য আবদুল্লাখাঁর অধীনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবদুল্লা কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অম্বর প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সম্রাট্সৈন্য পরাস্ত করিলেন। আবদুল্লা মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। খাঁজহান্ সাহসী হইয়া তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে সুরাট ও আহ্মদাবাদের শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে সুরাট, কাম্বে, গোগা এবং আহ্মদাবাদ এই চারিস্থানে কুঠী নির্ম্মাণের অধিকার দিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নিকট একজন দূত চাহিলেন এবং ১৬১৫ খৃঃ অব্দে সার্ টমাস রো দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার ও চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জাহাঙ্গীরের এইরূপ প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; 'প্রথমে উপাসনা করেন, পরে তাঁহার নিকট ৪।৫ প্রকার সুস্বাদু ও সুপক্ক মাংস আনা হয়; তাঁহার ইচ্ছানুসারে একটু খান এবং একটু মদ খান। পরে খাস-কামরায় যান, তথায় বিনানুমতিতে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। এখানে বসিয়া ৫ বাটী মদ্যপান

করেন; পরে অহিফেন সেবন করেন। সকলে প্রস্থান করিলে ২ ঘন্টা নিদ্রা যান। ২ ঘন্টা পরে তাঁহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া খাদ্য খাওয়াইয়া দিতে হয়; অবশিষ্ট রাত ঘুমাইয়া কাটান।' রো আরও বলেন, যে যখন তিনি প্রথম আইসেন, তখন রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগেই যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা। সুরাটে আসিয়া দেখিলেন, তথাকার শাসনকর্ত্তা বণিকদিগের পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছেন এবং অতি সামান্য মূল্যে তাঁহার নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সার্ টমাস রোর সহিত অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন। প্রায় সর্ব্বদাই সম্রাট্ তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হয়, সার্ টমাস রো আসিয়া তাহাই দৃঢ়তর করিয়া যান। এই সন্ধি বেষ্টের সহিত হয় এবং ইহার নিয়মানুসারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩৷৷০ টাকার অধিক আমদানী শুল্ক দিতে হইবে না, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়।

সম্রাট্ চিতোর জয় করিবার জন্য ১৬১০ খৃঃ অব্দে যে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে নিজ পুত্র খুরমের (পরে শাহজহান) অধীনে একদল বৃহতী সেনা প্রেরণ করিলেন।

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজমীড়ে পৌঁছিয়াই তাঁহার বিজয়ী পুত্র খুরমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবেন ও কার্য্যেও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দুস্থানের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃপ্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নতমস্তক। কতকাল ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন! অবিরাম মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা ক্রমেই হীনবল হইতেছেন, ইহাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ওদিকে দিল্লীর সম্রাট্ বার বার পরাস্ত হইয়া অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে মেবার-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রাণা অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, যাহা হউক অতুল বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এতকাল দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার আর পারিলেন না। ১৬১৪ খৃঃ অব্দে রাণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিয়া খুরমের নিকট শুভকর্ণ ও হরিদাস ঝালাকে প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট হইতে রাণার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাণাকে অভয় প্রদান করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিল্লীর অধীন নরপতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। রাণা তাঁহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদারী প্রদান করিলেন।

১৬১৫ খৃঃ অব্দে একদিন সম্রাট্ খুরমের সহিত একত্র মদ্যপান করিলেন। খুরম্ পূর্ব্বে মদ খাইতেন না; জাহাঙ্গীরের অনুরোধে তাঁহাকে এই প্রথম মদ্যপান করিতে হইল। উক্ত বৎসর মালিক অম্বরের সহিত তাঁহার কএকজন পারিষদের মনোমালিন্য হওয়ায় তাহারা আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। প্রত্যাগমনকালে মালিক অম্বরের একদল সৈন্যের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়, মালিক অম্বরের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কিছুদিন পরে মালিক অম্বর অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিলে উভয় দলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাট্পক্ষ জয়লাভ করিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্জাবে একটী মহামারী উপস্থিত হয়; ইহাতে অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দস্যু কোতোয়ালির অর্থ অপহরণ করে। ইহারা ধৃত হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হইল। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে কুমার খুরমকে ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি এবং তাঁহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা উপাধি প্রদান করিয়া সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহজহানকে সেনাপতি করিয়া মালিক অম্বরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ মাণ্ডু পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। মালিক অম্বর পরাজিত হইয়া আহ্মদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রভুত্ব স্থায়ী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্রাটের সিংহাসনের পার্শ্বে ভিন্ন আসনে বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অধীনে ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা দিলেন।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রার ২০গুণ ভারী স্বর্ণ ও রৌপ্যের তঙ্কা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই মুদ্রা ইনিই প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর-তঙ্কা নামে খ্যাত হইল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুয়াজিমখাঁর

পুত্র মক্‌রামখাঁ খুরদার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দিল্লীর অধীন করিলেন। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ গুজরাট অধিকার করেন।

পূর্ব্বে মুদ্রার একদিকে সম্রাটের নাম অঙ্কিত হইত, অপর দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্ত্তে সেই মাসের রাশিচিহ্ন (মেষ, বৃষ ইত্যাদি) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বৎসরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদানের কিছুক্ষণ পরে তাঁহার একজন প্রিয় পারিষদের একান্ত অনুরোধে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া হতভাগার পদদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা পৌছিবার পূর্ব্বেই সেই হতভাগ্য বন্দীর মস্তক তাঁহার পূর্ব্ব আদেশানুসারে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এই জন্য সম্রাট্ এই নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহাকে বধ করা হইবে না এবং সূর্য্যাস্তের সময় পর্য্যন্ত দণ্ডের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

১৬১৯ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত সেখ আবদুল হক দিলামী সম্রাট্ দরবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি অতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

১৬২০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণবারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নসরুখাঁকে পরাজয় করেন। সম্রাট্ এই সম্বাদ পাইয়া দিলাবরখাঁর পুত্র জালালকে তথায় প্রেরণ করিলেন। খুরম কাঙ্গড়া দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিলেন। এই দুর্গটী অতি প্রাচীন ও পূর্ব্বে কোন সম্রাট্ই ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। এই সময় দাক্ষিণাত্যে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মালিক অম্বর বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। সময় সময় অতর্কিতভাবে সম্রাটের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহা-দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কুমার খুরম্ কাঙ্গ্‌ড়া অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রধান যোদ্ধাগণ যোগ দিয়া ছিলেন, সুতরাং জাহাঙ্গীর বিদ্রোহি-দিগকে দমন সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে বিদ্রোহিগণ বালাঘাট ও মাণ্ডু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অধিবাসিদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গ্‌ড়া-বিজয়বার্ত্তা শীঘ্রই সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট্ যুবরাজ খুরম্‌কে দাক্ষি-ণাত্য বিজয় জন্য প্রেরণ করিলেন। খুরম্ উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া পড়িল। তিনি অটল উৎসাহ ও অদম্য সাহসে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মালিক অম্বরও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইতে হইল। এই সময় খুরমের অনুরোধে সম্রাট্ খসরুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার শূল-বেদনায় মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, সম্রাট্ কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লাহোরে শিবির সংস্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ খৃঃ অব্দে খসরুর মৃত্যু হয়।

নূরজাহানের পিতা অতিশয় সুদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নূরজাহান পিতার পরামর্শানুসারে চলিয়াই রাজকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। নূরজাহান তাঁহার উপদেশ না পাইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে গিয়া জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি অতিশয় শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহরীয়ারের সহিত তাঁহার পূর্ব্বস্বামী সেরআফ-গানের ঔরসে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং শাহরীয়ারকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পূর্ব্বে তিনিই উদ্যোগী হইয়া সম্রাটের মত করাইয়া শাহজহানকে ভাবী সম্রাট্ মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন শাহজহানকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুবিধাও উপস্থিত হইল।

১৬২১ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পারস্যরাজ শাহ অব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের প্ররোচনায় বাদশাহ কুমার শাহজহানকে সেই প্রদেশ অধিকার নিমিত্ত অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজহান এই চাতুরীর মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবি-ষ্যতে তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে না, ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক নিদর্শন না পাইলে তিনি তথায় যাইবেন না। সম্রাট্ তাঁহার সে কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সৈন্য ও কর্ম্মচারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে শাহজহান শাহ-রীয়ারের কএকটী জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী আসুরাফ উলমুলুকের সহিত একটী খণ্ড যুদ্ধ করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য শাহরীয়ারের সৈন্য-দলভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন।

শাহজহান আগ্রা অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। খান্‌খানান্‌ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়া দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্‌ মহাবতখাঁ ও আবদুল্লাখাঁকে বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবদুল্লা শত্রুদিগের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে সম্রাট্‌ অকবরের জীবিতকালে সলিম যখন আজমীড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তথন তিনি একবার দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে কিয়ৎদিবস অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রতিফল পাইয়াছিলেন। সেইরূপ এখন জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর যেরূপ তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিতান্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহার প্রিয়পুত্র শাহজহান বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। (১৬২৩ খৃঃ অব্দে) সম্রাট্‌ স্বয়ং লাহোর হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্যের তুমুল সংঘর্ষ হইল। শাহজহান পরাজিত হইয়া মাণ্ডু অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট্‌ আজমীড় পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া মহাবতখাঁ, মহারাজ গজসিংহ, ফজলখাঁ, রাজা রামদাস প্রভৃতি সুদক্ষ কর্ম্মচারীর সহিত একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নর্ম্মদানদীর তীরে কালিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতখাঁর যত্নে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিশ্বস্ত অনুচরগণ আসিয়া পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদিকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে শাহজহান ভীত হইয়া বুর্হানপুরে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিলে খান্‌খানান্‌ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত শাহজহানের অনুচর কর্ত্তৃক ধৃত হয়। শাহজহান ক্রুদ্ধ হইয়া খান্‌খানান্‌কে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। খান্‌খানান্‌ উভয়পক্ষে সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে রাজকীয় কতকগুলি সাহসী সৈন্য হঠাৎ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া খান্‌খানান্‌কে মহাবতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শাহজহান তেলিঙ্গায় পলায়ন করিলেন। এস্থান হইতে ১৬২৪ খৃঃ অব্দে তিনি বঙ্গদেশে আসিলেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাজমহলের শাসনকর্ত্তাকে পরাজয় করিয়া সে প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিলে শাহজহানের সহিত যুদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি শেষে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। এস্থানে আসিয়া মালিক অম্বরের সহিত মিলিত হইলেন। মালিক অম্বরের সহিত তিনি বুর্হানপুর অবরোধ করিলেন, কিন্তু সরবুলন্দরায়ের বীরত্বে তাঁহারা উক্ত প্রদেশ অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে পারবিজ ও মহাবতখাঁ নর্ম্মদা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। শাহজহান এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ খৃঃ অব্দে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্‌ তাঁহার পুত্র দারা ও অরঙ্গজিবকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিলেন। শাহজহান তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাট্‌ বালাঘাট প্রদেশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে মহাবতখাঁ সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশঙ্কা হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাবতের নামে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়াছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে মহাবতকে আগ্রায় আহ্বান করিয়া পাঠান হইল। মহাবতখাঁ বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাণী নূরজাহান ও আসফখাঁর প্ররোচনায় তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে; এই জন্য তিনি ৫০০০ রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোগলদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যার বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবতখাঁ তাহা না করিয়াই বরকরদারের সহিত নিজ কন্যার পরিণয়কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। মহাবত রাজাজ্ঞা পাইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্‌ তখন নূরজাহানের সহিত কাবুলে গমন করিতেছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহাবত চির-প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ জন্য তাঁহার ভাবী জামাতাকে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। যুবক সম্রাট্‌-শিবিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হস্তী হইতে অবতরণ করান হইল; তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া হীনবেশ পরিধান করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ করা হইল। পরে

তাঁহাকে একটী কৃশ অশ্বে আরোহণ করাইয়া লেজের দিকে মুখ রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন।

মহাবত অগ্রসর হইলে তাঁহাকে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। মহাবত এইরূপে অবমানিত হইয়া এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া সম্রাট্‌কে আয়ত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট্ পার হইবার জন্য বিপাশা নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট করিতে তাহার অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাত্রিকালে ১০০জন অনুচর সহ সম্রাট্-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্ নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হইয়া দেখিলেন মহাবতের সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, তোর অভিপ্রায় কি?" মহাবত উত্তর করিলেন, "আমার নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছি।" যাহা হউক তিনি সম্রাটকে বিশেষরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গজপতিসিংহ সম্রাটের নিজ হস্তী আনয়ন করিলেন। সম্রাট্ তাহাতে আরোহণ করিলে গজপতি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্রাট্ কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। এদিকে নূরজাহান ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া জবাহিরখাঁর সহিত নদীর অপর পারে রাজকীয় সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নূরজাহান তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাপতির দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কারণ সম্রাটের রক্ষার্থ সৈন্যদিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর পারে রাখা হইয়াছিল এবং এই জন্যই মহাবত বিনা বাধায় সম্রাট্‌কে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক যে রাত্রিতে সম্রাট্ মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর দিন প্রত্যূষে নূরজাহান রাজকীয় সৈন্যের অগ্রভাগে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা নদী পার হইতে পারিলেন না, কারণ মহাবতের আদেশে পূর্ব্বেই সেতু ভঙ্গ করা হইয়াছিল। নূরজাহান হাঁটিয়া পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিনি নিজেই প্রথমে জল মধ্যে নামিলেন; কিন্তু অপর পারস্থিত শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত তীরে পার হইতে পারিলেন না। ফিদাই খাঁ মহাবতের সৈন্যদিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার-সাধনের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দী সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন।

মহাবত বন্দী সম্রাট্‌কে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন। এখানে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত স্নেহসূচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার সম্বন্ধে গোপনে তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তিনি প্রায়ই তাহা মহাবতকে বলিয়া দিতেন। সায়স্তাখাঁর স্ত্রী যখনই সুবিধা পাইবে, তখনই তাহাকে গুলির আঘাতে হত্যা করিবে, একথাও সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। এই সকল কারণে মহাবতখাঁ সম্রাটের কারাবাস শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয়। এই সুযোগে নূরজাহান স্বপক্ষ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হুসিয়ারখাঁ নামে তাঁহার একজন অনুচর লাহোর হইতে ২০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইল। সম্রাট্ একদিন মহাবতের নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজাহানের সৈন্য পরিদর্শন করিবেন এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈন্যগণ কুচ কাওয়াজ না করে; কারণ তাহা হইলে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। নূরজাহানের সৈন্যগণ সম্রাটের দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর হইল যে, মহাবতের রাজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফখাঁ মহাবতের হস্তে বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার নিকট ৪টী লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন— (১) মহাবত শাহজহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন। (২) আসফ্ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) যুবরাজ দানিয়লের পুত্রদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) লস্করীকে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। তাঁহাকে ইহাও জানান হইল যে, আসফখাঁকে পাঠাইতে বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্রাট্ কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আসফখাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

শাহজহান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া কতিপয় অনুচর সহ আজমীড়ে গমন করিলেন। পারস্যরাজ শাহ অব্বাসের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল; আশা করিয়াছিলেন যে তথায় পৌছিতে পারিলে হয়ত তাঁহার দুর্দ্দশা শেষ হইতে পারে; এই মনে করিয়াই তিনি আজমীড়ে গমন করিলেন। তথায় পৌছিলে শাহরীয়ারের একজন বিশ্বস্ত অনুচর সরিফ-উল্‌মুলুক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভয় পাইয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণে আক্রমণ না করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহজহানের নিষেধ স্বত্বেও তাঁহার কএকজন অনুচর দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

শাহজহান প্রকৃতপক্ষে তখন বিদ্রোহী ছিলেন না। তাঁহার ১০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজা কৃষ্ণসিংহের তখন মৃত্যু হইয়াছে। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারস্যে গমন করিতেছিলেন, যাহা হউক আজমীড় দুর্গ আক্রমণের সম্বাদ পাইয়া সম্রাট্ মহাবতকে শাহজহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। শাহজহানের সৈন্যগণ যখন দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা পারবিজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই দুরবস্থায়ও তাঁহার রাজ্যলাভপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত সম্রাট্ কর্ত্তৃক শাহজহানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাহজহান দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে মহাবত তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

তাঁহারা কি করিবেন ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই কুমার শাহরীয়রের পীড়া-সংবাদ ও সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে সম্রাট্ অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না; এই জন্য ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাহাঙ্গীর মৃগয়া করিতে অতি ভালবাসিতেন, কিন্তু এ সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি লাহোরে যাইবার সময় বৈরামকালা নামক স্থানে আগমন করিয়া একদিন শিবিরদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটী হরিণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সম্রাট্ একটী হরিণকে গুলি করিলেন; আহত মৃগ দৌড়িয়া মৃগীর নিকট যাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে একটী লোকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই লোকটী মৃগের পশ্চাতে ছিল এবং বন্দুকের শব্দে উচ্চস্থান হইতে গড়াইয়া নিম্নে পড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাট্ মৃত ব্যক্তির মাতাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটীর মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে মদ্য পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মদ্য আনীত হইলে তাহা পান করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ক্রমশঃই অসুস্থ হইতে লাগিল। তিনি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

১০৩৭ হিজিরা, ২৮ সফর তারিখে প্রাতঃকালে ভারতের সম্রাট্ মহম্মদ নূরউদ্দীন্ জাহাঙ্গীর হাঁপানি কাশে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই রোগে তিনি বহুদিন অবধি কষ্ট পাইতেছিলেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে প্রেরিত হইল এবং নূরজাহান যে উদ্যান প্রস্তত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল। তিনি তাঁহার নিজের জন্য একটী সমাধিস্থান পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬২৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

জাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রষ্টচরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; তাঁহার পিতাকে আপামর সকলেই ভক্তি ও মান্য করিত বলিয়াই তিনি সুখে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই বিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাহাতে অন্য কেহ এই দোষে দূষিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাষী সম্রাট্ ছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সমসাময়িক; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাদের উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী এবং চরিত্রও প্রায় সদৃশ। উভয়ই কৌতুক ও আমোদপ্রিয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খৃঃ অব্দে তামাক সেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন; ঠিক ঐ সময়েই ইংলণ্ডেও সেই ঐরূপ ব্যবস্থা হয়। জাহাঙ্গীর ক্ষমাগুণসম্পন্ন ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী কুমার খস্রুকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছেন এবং মানসিংহ ও খান্খানানকেও যথেষ্ট ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি নৃশংস মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, যাহার উপর তাঁহার ক্রোধ হইত, যেরূপে হউক তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রথমে তিনি অক্বরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন; কিন্তু সম্রাট্ হইয়া ইস্লামি ধর্ম্মে গোঁড়া হইয়াছিলেন। অন্তিমকালে আবার এ ভাব দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার ভজনালয়ে বুদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের ছবি দেখা যাইত।

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্করকার্য্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সম্রাট্ অক্বরের একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করাইবেন, কিন্তু তিনি খস্রুর বিদ্রোহে ব্যস্ত থাকায় এই মন্দির তাঁহার আশানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, তিনি কয়েক স্থান ভঙ্গ করিয়া পুনরায় নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন।

যাহারা সুন্দর ছবি প্রস্তত করিতে পারিত, সম্রাট্ তাহাদিগকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিতেন। তাঁহার কাব্যে

ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার অনেক সভাসদ্ গজল লিখিয়া তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ আবাদী জমীতে ফল বৃক্ষ রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। জাহাঙ্গীর একটী আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া ফলকর রহিতের আজ্ঞা দেন। গল্পটী এই—একদিন কোন রাজা সূর্য্যকিরণে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক ফলের বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উদ্যানপালকে দেখিতে পাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে দাড়িম্ব পাওয়া যায় কি না? উদ্যানপাল তাঁহাকে দাড়িম্ব গাছ দেখাইলে তিনি একবাটী দাড়িম্ব রস প্রার্থনা করিলেন। উদ্যানপালের কন্যা নিকটে ছিল। তাহাকে বলিলে সে শীঘ্রই একবাটী রস আনিয়া আগন্তুককে প্রদান করিল। পরে সেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্যানপাল বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহার বাৎসরিক ৩০০ দীনার লাভ হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের বাগান আছে; যদি প্রতি উদ্যানের লাভের দশমাংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হয়, তবে তাঁহার অনেক লাভ হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটী বাটী রস প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু এবার রস আনিতে বিলম্ব হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্যা উত্তর করিল, পূর্ব্বে একটী দাড়িম্বের রসেই বাটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এবার অনেক গুলির রসেও সে পরিমাণ হইল না। ইহাতে আগন্তুক অতিশয় বিস্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজাদিগের ইচ্ছা থাকিলেই ফসল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের রাজা হইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আয়ের কথা শুনিয়া আপনার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জন্যই বাটীপরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা অপ্রতিভ হইয়া এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে কখন ফলকর গ্রহণ করিব না এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি আর এক বাটী রস আনিতে বলিলেন। সেই স্ত্রীলোকটী অতিশীঘ্রই পরিপূর্ণ একবাটী রস আনিয়া রাজাকে অর্পণ করিল। সুলতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া তাহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এই আখ্যায়িকা শুনিয়াই ফলকর গ্রহণ করেন নাই।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নুরজাহান ও তাঁহার মাতা আতর আবিষ্কার করেন।

জাহাঙ্গীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিতে লম্বা, তাঁহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, ভুজদ্বয় লম্বিত এবং তাঁহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল থাকিত। তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দুস্থানে নানাপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজদরবারে পারস্যভাষা ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিত। সম্রাট্ ও তাঁহার কএকজন অমাত্য তুর্কি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের ১৮ বৎসরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর চাগতাই তুর্কি ভাষায় লিখিতেন।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ কাবুলী, সম্রাটের জাহাঙ্গীরের রাজসভাস্থ জনৈক আমীর। ইনি পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৬০৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ, সম্রাট্ অকবর ও জাহাঙ্গীরের জনৈক কর্ম্মচারী। ইনি খাঁ আজিম মীর্জা আজিজ কোকার পুত্র। ১৬৩১ খৃঃ অব্দে শাহজহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর মীর্জা, দিল্লীশ্বর ২য় অকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি দিল্লীর রেসিডেণ্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন বলিয়া রাজকীয় বন্দীরূপে আলাহাবাদে নীত হন এবং তথায় সুলতান খসরুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে ৩১ বর্ষ বয়সে সেই উদ্যানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে গোর দিবার সময় আলাহাবাদের দুর্গ হইতে ৩১টী তোপধ্বনি হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ উদ্যানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পরে তাঁহার কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়া নিজামুউদ্দীন্ আলিয়ার গোরস্থানে প্রোথিত হয়।

জাহাঙ্গীরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলন্দসহর জেলায় অনুপসহর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৮° ২৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫´´ পূঃ। বুলন্দসহর হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বড়গুজরের রাজা অনুরায় এই নগর স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভু জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখিয়া যান। এখানে ছিট, গাড়ী ও

রথ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানকার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে বিদ্যালয়, সরাই, থানা ও ডাকঘর আছে। নগরের চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা, তথায় প্রচুর পরিমাণে কুসুম ফুল ও তিল সর্ষপাদি জন্মে।

জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটী সহর। এই সহর সীতাপুর হইতে ২৯ মাইল পূর্ব্বে বরাইচের উচ্চ পথপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে অনেক জোল্‌হা অর্থাৎ মুসলমান তন্তুবায় বাস করে। প্রতি পক্ষে একটী করিয়া হাট বসে।

জাহাজ (আরবী জহাজ) পোত, অর্ণবযান। [পোত দেখ।]

জাহাজগড় (জর্জগড়) পঞ্জাবের রোহতক জেলার ঝাঝরের সন্নিহিত একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ পূঃ। থর্ণ্‌টন সাহেব বলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়া নিজ নামানুসারে ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দেশীয় লোকে জর্জগড় হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র-গণ ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, জর্জ টমাস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়া শেষে হাঁসীনগরে পরাজিত হন।

জাহাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটী সহর। ইহার নিকট পর্ব্বতের উপর একটী দুর্গ আছে। দুর্গ দুই প্রস্থ পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটী গিরিপথে অবস্থিত। এই নগর জাহাজপুর পরগণার রাজধানী। পরগণায় ১০০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাজাতীয়।

জাহাজী (আরবীজ) নাবিক, খালাসী।

জাহান্‌আরা বেগম, সম্রাট্‌ শাহজহানের ঔরসে তাঁহার উজীর আসফ্‌খাঁর কন্যা মাম্‌তাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে ২৩এ মার্চ্চ তারিখে বুধবার জাহান্‌আরার জন্ম হয়। তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রাজকুমারী সচ্চরিত্রা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, উদারহৃদয়া, বিদুষী এবং অতিশয় সুন্দরী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ হিজিরা, ২৭এ মহরম তারিখে রাত্রিকালে যখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার দোদুল্যমান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ কোন প্রদীপের শিখায় জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মস্‌লিন্‌ নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরিচ্ছদের সর্ব্বাংশ জলিয়া উঠিল, তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইল। তিনি কোনরূপ শব্দ করিলেন না। চীৎকার করিলে অনতিদূর হইতে যুবকগণ আসিয়া তাঁহাকে অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত হয়ত তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিবে, এই আশঙ্কায় জীবন সঙ্কটাপন্ন জানিয়াও তিনি কোনরূপ চীৎকার করিলেন না। বেগে অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হই-লেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের কোনরূপ আশা ছিল না। বহু চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সম্রাট্‌ শাহ-জহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। তিনিই রাজকুমারীর স্বাস্থ্য বিধান করেন। সম্রাট্‌ এই উপকারের পারিতোষিক স্বরূপ উন্নতহৃদয় ডাক্তার বাউ-টনের প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজ বণিকদিগকে মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রদান করেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে (১০৫৮ হিজিরা) জাহান্‌আরা বেগম অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগ্রা দুর্গের নিকট একটী লাল প্রস্তরের মস্‌জিদ নির্ম্মিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলম্‌গীরের রাজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ৩রা রোমজান তারিখে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর) তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্‌-আরার পিতার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ভগিনী রসন্‌আরার চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসন্‌আরা তাঁহার পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত অরঙ্গজেবকে প্রোৎ-সাহিত করেন। পক্ষান্তরে জাহান্‌আরা তাঁহার বৃদ্ধ পিতার কারাবাসকালে সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন। জাহান্‌আরার কবরো-পরি একটী শ্বেতবর্ণ মারবল প্রস্তরের মস্‌জিদ নির্ম্মিত হই-য়াছে এবং তদুপরি পারস্যভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত আছে, "কেহ আমার কবরোপরি সবুজবর্ণ পত্রাদি ভিন্ন অন্য কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরভিমান ব্যক্তির কবরে ইহাই শোভা পায়।" পার্শ্বে লিখিত আছে—"চিস্‌তির পুণ্যাত্মাদিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্যা বিলাসী ফকির জাহান্‌আরা বেগম ১০৯২ হিজিরায় মানবলীলা শেষ করেন।"

জাহান্‌খাতুম, একজন প্রসিদ্ধা রমণী। ইহার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সিরাজের শাসনকর্ত্তা সাহ আবু ইসাকের সচিব আমিন্‌ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

জাহান্‌বানো বেগম, সম্রাট্‌ অকবরের পুত্র মুরাদের কন্যা। জাহাঙ্গীরের পুত্র কুমার পারবিজের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পারবিজের ঔরসে নদিয়া বেগম নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সম্রাট্‌ শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা-সেকোর সহিত সেই কন্যার পরিণয় হয়।

জাহান্‌শা তুর্কী, করাইস্থক তুর্কির পুত্র ও সিকন্দর তুর্কির ভ্রাতা। ১৪৩৭ খৃঃ অব্দে (৮৪১ হিজিরায়) সিকন্দরের মৃত্যুর পর জাহান্‌শা আমীর তৈমুরের পুত্র শারুক্ মীর্জা কর্তৃক আজরবিযানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৪৪৭ খৃঃ অব্দের (৮৫০ হিজিরা) পরে জাহানশা পারস্যের অনেক অংশ স্বাধিকারভুক্ত করেন এবং দায়রবিকার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন, কিন্তু ১৪৬৭ খৃঃ অব্দে ১০ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হাসনবেগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

জাহান্ সজ্, সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন ঘোরী জহান্ সজ্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার গয়া জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬০৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ১৪৫৪। ইহাতে অরবাল ও জাহানাবাদ এই দুইটী থানা ও দুইটী ফোজদারী আদালত আছে।

২ গয়া জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২৫° ১৩´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২´ ১০´´ পূঃ। এই সহর গয়ার ৩১ মাইল ঠিক উত্তরে পাটনার শাখা রাস্তায় মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, হাঁসপাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পূর্ব্বে বৃহৎ বাণিজ্য স্থান ছিল, আজিও ওলন্দাজদিগের তিনটী কুঠীর ভগ্নাবশেষ ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দিতেছি। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এই নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটী কারখানা ছিল। পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসীরা সোরা প্রস্তুত করিত। মাঞ্চেষ্টরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার বস্ত্রের ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক জোল্‌হা তন্তুবায় বাস করে।

জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৩৮ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৬৪৯। ইহাতে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিনটী থানা এবং ২টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী আদালত আছে।

২ হুগলী জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ৫৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪৯´ ৫০´´ পূঃ। এই সহর দারকেশ্বর নদীতীরে অবস্থিত।

জাহানাবাদ কোরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ফতেপুর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৬´ ২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ২৪´ ১৮´´ পূঃ। এই নগরের প্রাচীন অট্টালিকাদি অতিশয় বিখ্যাত। তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অযোধ্যার উজীরদিগের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত রাওলাল বাহাদুরের বিলাসগৃহ, বারদ্বারী উদ্যান ও ঠাকুরদ্বার নামক একটী আধুনিক প্রাসাদ, নগরের এক মাইল পশ্চিমে একটী গোরস্থান, প্রাচীন প্রাচীর ও তোরণ বিশিষ্ট একটী সরাই প্রধান।

জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌর জেলার দারানগর পরগণার একটী সহর। এই নগর বিজনৌর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে নবাব সৈয়দ মহম্মদ সুজায়েৎখাঁর সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত গোরস্থান আছে।

জাহানাবাদ, রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলিভিত তহসীলের একটী সহর। ইহা সদরের ৪½ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। জাহানাবাদের নিকটে বলিয়া বা বলাই-পশিয়াপুর গ্রামে বলাইখেরা নামে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই বলিয়া গ্রামে বহুসংখ্যক বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ঐ সকল ইষ্টক বাহির হইলেই জাহানাবাদে লইয়া আসে, সুতরাং বলিয়াতে সম্প্রতি বিশেষ কিছুই নাই। যাহা হউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়া গ্রাম প্রাচীন অনুমিত হয়। তথায় প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাজ বলির স্থাপিত।

জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলায় মহম্মদাবাদ তহসীলের একটী প্রাচীন সহর। ইহার বর্ত্তমান নাম মাউনাটভঞ্জন। অক্ষা° ২৮° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৩৫´ পূঃ। এই সহর আজমগড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কোন্ সময় ইহা স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য বাস করিত, পরে মালিক তাহির নামে জনৈক ফকির দৈত্যকে দূর করিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। তদনুসারে ইহার নাম মাউনাটভঞ্জন অর্থাৎ দৈত্যদূরকারী নগর হইয়াছে। আজিও এখানে সেই মালিক তাহিরের কবর আছে। আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট্ শাহজহানের সময় এই স্থান সম্রাট্দুহিতা জাহান্‌আরা বেগমকে অর্পিত হয়। তদনুসারে ইহার নাম জাহানাবাদ হইয়াছে।

বেগমের আদেশে তথায় একটী কাটরা অর্থাৎ চান্দনী তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে ৮৪টী মহল্লা ও ৩৬০টী মস্‌জিদ ছিল।

জাহান্দারশাহ, দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুরশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার চারি পুত্র জাহান্দার, আজিম উশ্‌শান, রফি উশ্‌শান ও খোজাস্তার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম উশ্‌শান বাহাদুরের ২য় পুত্র পিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং বাহাদুরের জীবিতকালে তিনি অনেক সময় রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর আজিম্‌-উশ্‌শান্

সিংহাসন অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এই সন্ধি হইল যে আজিম উশ্শান্কে পরাজিত করিয়া তাঁহারা তিন ভ্রাতা সাম্রাজ্য সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন। আমীরউল্ওমরা জুল্ফিকারখাঁ তাঁহাদিগের প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন। আজিমউশ্শান্ অতিশয় বীর ও সাহসী ছিলেন; তিনিও ভ্রাতাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। ৫ দিন ধরিয়া গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। ৮ম দিবসে আজিম উশ্শানের সৈন্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। মোকামচাঁদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজসিংহ নামক একজন জাটরাজা উশ্শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। সন্ধ্যাকালে আজিমের সৈন্য লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আজিম উশ্শান স্বয়ং এক হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় রাজা জয়সিংহ আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু সেই সময় একটী প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে ইহারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় হইল। আজিম উশ্শান আহত হইয়া হস্তীর সহিত জল মধ্যে পতিত হইলেন, তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না।

পূর্ব্বসন্ধির নিয়মানুসারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ করিয়া লইবার কথা উঠিল। কিন্তু জুল্ফিকারখাঁর কুটমন্ত্রণাবশে জাহান্দারশাহ ½ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল, খোজস্তা আখ্তর জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাহান্দারের সহিত যুদ্ধ হইল, আখ্তর পরাস্ত ও নিহত হইলেন। রফি উশ্শান্ এতক্ষণ পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। জুল্ফিকারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতায় যুদ্ধ করিয়া যিনি জয়ী হইবেন, জুল্ফিকারের সহায়তায় তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যেন সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি জাহান্দারকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল বিক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনিও নিহত হইলেন।

জাহান্দারশাহের পূর্ব্বে নাম ছিল মৌজ উদ্দীন্। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহান্দারশাহ নাম গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন, আজিম উশ্শানের পুত্র সুলতান করিমুদ্দীন, আজিমশাহের পুত্র আলি তাবর, কমবক্সের দুই পুত্র প্রভৃতি রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিয়া লাহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন।

জাহান্দার তাঁহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ দুই দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থলে রাখিতে আদেশ করেন। পরে দিল্লীতে আনিয়া হুমায়ুন মস্জিদে গোর দেওয়া হয়।

এই সম্রাট্ অতিশয় বিলাসী, অলস, নষ্ট চরিত্র, ব্যসনাসক্ত ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি সম্রাট্ হইবার একান্ত অনুপযুক্ত। তিনি একজন বারাঙ্গনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য স্বরূপ ছিলেন। এই স্ত্রীলোকটীর নাম লালকুমারী। জাহান্দার নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া সর্ব্বদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন; লালকুমারী ক্রমে এত ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্রাট্ তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট্ লালকুমারীকে ইম্তিয়াজ্ মহল বেগম নাম প্রদান করিলেন এবং তাহার হাত-খরচের জন্য বার্ষিক ২ কোটী টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজবংশীয় ব্যতীত অন্য কেহ সম্রাটের পার্শ্বে হস্তীর উপর বসিতে পারিত না; সম্রাট্ সেই গণিকাকে সে অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-তাস্খাঁকে আমীর-উল্ ওমরা পদ এবং খাঁ জাহান বাহাদুর উপাধি প্রদান করিলেন। লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ও তাহার খুড়া নিয়ামতকে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন ঘনিষ্ঠা সখী জোরাকেও একটী জায়গীর দেওয়া হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা সম্রাটের অনুগ্রহ পাইবার জন্য জোরার তোষামোদ করিতেন। সম্রাট্ প্রায় সর্ব্বদাই লালকুমারীর সহিত একত্র শকটে ভ্রমণ কারিয়া বেড়াইতেন। একদিন সম্রাট্ সঙ্গিনীগণ সহ মদ্যপানাদি দ্বারা এত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন যে, প্রাসাদে ফিরিতে পারিলেন না; রাত্রিকালে জোরার সহিত যাপন করিলেন। কিন্তু সম্রাটের কিছুতেই লজ্জা হইত না। সম্রাট্ এত লজ্জাহীন ও ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীকন্যা তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়া লালকুমারী এত গর্ব্বিতা হইয়া উঠিয়াছিল যে, একদা সম্রাট্ অরঙ্গজিবের বিদুষী কন্যা জেব্ উন্নিশাকে অবমানিতা করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইল না।

জাহান্দারশাহের রাজত্বকালে জুল্ফিকারখাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইত। সাম্রাজ্যের এই গোলযোগের সময় আজিম উশ্শানের পুত্র

ফরুখ্‌শিয়ার আবদুল্লাখাঁ ও হোসেন আলি নামক সৈয়দ ভ্রাতার সাহায্যে পাটনায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচারিত করিলেন। সম্রাট্ আজুউদ্দীন, খোজা আসানখাঁ এবং খাঁ ছুরানের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরাস্ত হইল। তাহাতে সম্রাট্ জুল্‌ফিকারখাঁকে সেনাপতি করিয়া ৭০০০০ অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে আগ্রায় যুদ্ধ হইল, কিন্তু জয়াশা না দেখিয়া লালকুমারীকে লইয়া সম্রাট্ হস্তী আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া দাড়ি গোঁফ কামাইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উজীর আসদ্ উদ্দৌলার বাটী গমন করিলেন। আসদ্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফরুখ্‌শিয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে ফরুখ্‌শিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিছু দিন পরে শ্বাসরোধ করিয়া জাহান্দাকে হত্যা করা হইল।

জাহান্দারশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

জাহান্দারশাহ্ (জবান্ বথ্‌ত্) বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার কার্য্যগতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে পলাইয়া আসেন। এই সময় আসফ্ উদ্দৌলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য হেষ্টিংস্ লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্দার হেষ্টিংসের সহিত কাশীধামে আগমন করেন এবং এখানে বাস করিতে থাকেন। হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষ্ণৌএর নবাব-উজীর জাহান্দারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল জাহান্দার কাশীধামে ইহ-লোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহাকে কাশীস্থ একটী সুন্দর মস্‌জিদে গোর দেওয়া হয়। গোর দিবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ সকল মান্যগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রকে ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান, ইংরাজরাজ এখনও তাঁহার বংশধর-দিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জাহান্দার একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "বয়াজ্ ইনায়েৎ মুর্শিদ্‌জাদা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার অবস্থা সমালোচনা করিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে স্কট সাহেব যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই জাহান্দার রচিত একখানি পারসী পুস্তকের কিয়দংশের অনুবাদ।

জাহান্নাম (আরবী) মুসলমানদিগের নরক। মুসলমানদিগের শাস্ত্রে এই ৭টী নরকের বর্ণনা আছে—জাহান্নাম মুসলমানদিগের, লজবা খৃষ্টানদিগের, হুতমা য়িহুদীদিগের, সের সাবিয়ানদিগের, সগর পারসিক অগ্ন্যুপাসকদিগের, জলুম পৌত্তলিকদিগের এবং হবিয়া কপটীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

জাহির (আরবী) গুপ্ত বিষয় প্রকাশ।

জাহিরা (আরবী) প্রকাশ্য ভাবে, স্পষ্ট।

জাহুষ (পুং) রাজভেদ। "পরিশিষ্টং জাহুষং বিশ্বতং" (ঋক্ ১।১১৬।২০) 'জাহুষঃ কশ্চিৎ রাজা' (সায়ণ)

জাহ্নব, জনপদবিশেষ।

জাহ্নবী (স্ত্রী) জহ্নোরপত্যং স্ত্রী জহ্নু-অণ্ ঙীপ্। জহ্নুতনয়া, গঙ্গা। পূর্ব্বে জহ্নু মুনি কোপপরবশ হইয়া গঙ্গাকে পান করি-য়াছিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জানু দিয়া বাহির করিয়া দেন, এই জন্য ইহার জাহ্নবী নাম হইয়াছে।

ইহাতে স্নান করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়। [গঙ্গা দেখ।]

জাহ্নবী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটী নদী ও গঙ্গার শাখা। ইহা অক্ষা° ৩০° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৮´ পূঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩০ মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটীর নিকট গঙ্গায় মিশিয়াছে।

জি (ত্রি) জয়তি জি বাহুলকাৎ ডি। ১ জেতা। ২ পিশাচ।

জিআদা (আরবী) অধিকতর।

জিআন (দেশজ) বাচান।

জিউলি (দেশজ) মৎস্যবিক্রেতা, যে বিক্রয়ের জন্য মৎস্য বাঁচাইয়া রাখে।

জিউলী (দেশজ) গুড়ীকাষ্ঠ। (Odina Woodier.)

জিওল (দেশজ) গুড়ীকাষ্ঠ।

জিওলমাচ (দেশজ) কচ্ছপ।

জিকন (পুং) একজন প্রাচীন স্মৃতিকারক, ইনি অন্ত্যেষ্টিবিধি, অনুমরণবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জিকর (আরবী) কথাবার্ত্তা, কথোপকথন।

জিকরমজগুর (আরবী) কথোপকথন, খোস গল্প।

জিগত্নু (পুং) গচ্ছতি গম-ত্নুঃ সন্বচ্চ (গমেঃ সন্বচ্চ। উণ্ ৩।৩১) অনুদাত্তোপদেশে ইত্যাদিনা মলোপঃ। ১ প্রাণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ গমনশীল। "জিগত্নবোহংগীনাং" (ঋক্ ১০।৭৮।৩) 'জিগত্নবো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

জিগমিষা (স্ত্রী) গন্তুমিচ্ছা গম-সন্ তত টাপ্। গমনেচ্ছা, যাই-বার ইচ্ছা।

জিগমিষু (ত্রি) গম-সন্ উঃ। গমনেচ্ছু, গমনোৎসুক।

জিগর (যাবনিক) পরমার্থ বিষয়ক গান।

জিগা (পারসী) মুকুট, রাজার মস্তকাভরণ।

জিগির্ (আরবী) চীৎকার, স্পষ্ট প্রকাশ, প্রত্যক্ষ।

জিগর্ত্তি (পুং) গৃ বাহুলকাৎ-তি দ্বিত্বঞ্চ। আচ্ছাদক। "জিগর্ত্তি-মিন্দ্রো অপজগুর্রাণঃ" (ঋক্ ৫।২৯।৪) 'জিগর্ত্তিং গরন্তমাচ্ছা-দয়ন্তং' (সায়ণ)

জিগীষা (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্ ভাবে অ। ১ জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। ২ প্রকর্ষ। ৩ উত্তম।

জিগীষু (ত্রি) জি-সন্ তত উ। ১ জয়েচ্ছু। ২ উৎকর্ষলাভেচ্ছু। ৩ উদ্যমশীল।

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অধীনস্থ একটী দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ২১২৮ বর্গমাইল। হামীর-পুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দসান ও বেতবা নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগ্নি। অক্ষা° ২৫° ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৮´ পূঃ। জিগ্নির রাজা এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুন্দেলা জাতীয় হিন্দু। বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১৪০০০৲ টাকা। রাজার দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। বুন্দেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই রাজ্যে ১৪টী গ্রাম ছিল, কিন্তু রাজার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সেই সমস্তই বাজেয়াপ্ত হয়, পরে ১৮১০ খৃঃ অব্দে ৬টী গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে। রাজার ৫১ জন পদা-তিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে।

জিগ্যু (ত্রি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী।

জিঘত্নু (পুং) হন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঘাংসা, হননেচ্ছা। "যোনঃ সহুত্য উতবা জিঘত্নুঃ" (ঋক্ ২।৩০।৯) 'জিঘত্নু জিঘাংসু' (সায়ণ)

জিঘৎসা (স্ত্রী) অত্তুমিচ্ছা, অদ্-সন-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। ভক্ষ-ণেচ্ছা, ক্ষুধা। (হেম°)

জিঘৎসু (ত্রি) অদ-সন্ ঘসাদেশস্তত উঃ। ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু।

জিঘাংসক (ত্রি) প্রতিহিংসক, হননেচ্ছু।

জিঘাংসা (স্ত্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছা। ২ প্রতিহিংসা।

জিঘাংসিন্ (ত্রি) জিঘাংসাকারী।

জিঘাংসু (ত্রি) হন্তমিচ্ছুঃ হন-সন্-তত উ। হননেচ্ছু।

জিঘৃক্ষা (স্ত্রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্ ভাবে অ। গ্রহণেচ্ছা।

জিঘৃক্ষু (ত্রি) গ্রহ-সন্ তত উ। গ্রহণেচ্ছু, গ্রহণাভিলাষী।

জিঘ্র (ত্রি) জিঘ্রতি ঘ্রা-কর্ত্তরি শ। (পাঘ্রাধ্মাধেট্দৃশঃ। পা ৩।১।১৩৭) ১ ঘ্রাণকর্ত্তা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙের বিভক্তিতে ঘ্রাধাতুস্থানে জিঘ্র আদেশ হয়।

"স্বামী নিশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিঘ্রঃ সপত্নীজনঃ।"

(সাহিত্যদ° ৭।৪৫)

জিঙ্গি (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দর°)

জিঙ্গিনী (স্ত্রী) জিগি গতৌ ণিনি। শাল্মলী জাতীয় বৃক্ষ-ভেদ, কৃষ্ণশাল্মলী, চলিত কথায় কাকশিমূল। ইহার নির্য্যাস অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। পর্য্যায়—ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা, প্রমোদিনী। ইহার গুণ—মধুর, উষ্ণ, কষায়, যোনিবিশোধন, কটু, ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতীসার-নাশক। (ভাবপ্র°)

জিঙ্গী (স্ত্রী) জিগি গতৌ-অচ্ গৌরা° ঙীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। [জিঙ্গিনী দেখ।]

জিজা (হিন্দী) ভগিনীপতি।

জিজিয়া (হিন্দী) ১ ভগিনী। (আরবী) [অধিকার, বশীভূত-করণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন।] ২ মুসলমান-দিগের প্রবর্ত্তিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রের উপর মুণ্ডকর।

আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিফ ওমার মুসল-মান ব্যতীত অপর সকল জাতির উপর এক কর স্থাপন করেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দর্হাম, মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্হাম এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থদিগের পক্ষে ১২ দর্হাম ছিল।

কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ঠিক বলা যায় না। টড্ সাহেব অনুমান করেন, সম্রাট্ বাবর শাহ তম্‌গা করের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামো-ল্লেখ পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন্ বরণী ও ফেরিস্তা-লিখিত পুস্তকে আলাউদ্দীন্ ও তাঁহার কাজি মুঘিস্উদ্দীনের কথোপ-কথন এইরূপ বর্ণিত আছে। আলা কহিল, "কোন্ প্রকার হিন্দু হইতে বশ্যতা ও কর গ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত?" নীচমনা কাজি উত্তর করিল, "ইমাম্ হানিফ কহিয়াছেন যে কাফের-দিগকে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মৃত্যু সদৃশ গুরু জিজিয়া করভারে প্রপীড়িত করাই ধর্ম্মসঙ্গত। এই জিজিয়া উহাদের রক্ত শোষণ করিয়া যতদূর সম্ভব কঠোররূপে আদায় করিতে হইবে, কেন না এই দণ্ড যাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।"

যাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সক-লের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার পরও ফিরোজশাহের সময় পর্য্যন্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন। শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, সম্রাট্ ফিরোজশাহ নিম্নলিখিত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপর সর্ব্বপ্রথম জিজিয়া স্থাপন করেন। "উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ এ পর্য্যন্ত জিজিয়া হইতে মুক্ত,

আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান সম্রাট্‌গণ, মন্ত্রী ও দুষ্ট গুরুগণকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগণই অধিবাসিদিগের প্রধান, সুতরাং জিজিয়া ইহাদেরই নিকট অগ্রে আদায় করা উচিত।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ফিরোজশাহই প্রথম ব্রাহ্মণদিগের উপর জিজিয়া ধার্য্য করেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের প্রাসাদে একত্র হইল এবং জিজিয়া হইতে মুক্তি না দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরাপর হিন্দুগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের ঐ করভার নিজেরাই বহন করিতে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তি দিল। ঐ সময়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের জিজিয়ার হার প্রত্যেক জনের ৪০৲ তঙ্কা, মধ্যমশ্রেণীর ২০৲ ও তৃতীয়শ্রেণীর হার ১০৲ তঙ্কা স্থির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের হার উক্ত হাঙ্গামার পর সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইল।

অকবর তাঁহার রাজত্বের ৯ম বর্ষে এই কর রহিত করেন। কিন্তু ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গজেব অকবরের এ উদার নীতির অনুসরণ না করিয়া তাঁহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে ঐ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেন। তিনি কেবল করস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করদাতাগণ যাহাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, তাহারও যথাসাধ্য উপায় করিলেন। জুবদাৎ উল্ অখ্‌বারাৎ পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব নিম্নলিখিতরূপে জিজিয়া আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। করদাতা স্বয়ং পদব্রজে জিজিয়া লইয়া আদায়কারীর নিকট দাঁড়াইত। আদায়কারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার হস্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর স্বয়ং দিয়া যাইতে হইত, ভৃত্যাদি দ্বারা পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দিতে হইত। মধ্যবিত্তগণকে দুই এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্থ ব্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে হইত। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলে কিম্বা মৃত্যু হইলে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই সময় হইতে জিজিয়া রীতিমত আদায় হইয়া আসিতে লাগিল।

ফরুকশিয়ার সম্রাটের সময় ভূতপূর্ব্ব অরঙ্গজেবের পারিষদ নীচমনা ইনায়েত-উল্লা রাজস্ব সচিব হইলে এই কর চূড়ান্ত উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল। পরে রাফিউদ দর্জাতের সময় সৈয়দগণ এই কর রহিত করেন। রতনচাঁদ নামে জনৈক হিন্দু রাজস্ব সচিব হইলে হিন্দুগণ অনেক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রতনচাঁদের মৃত্যুর পর আর একবার এই কর স্থাপিত হয়। পরে মহম্মদশাহ মহারাজ জয়সিংহ ও গিরিধর বাহাদুরের অনুরোধে জিজিয়া উঠাইয়া দেন। মহম্মদের পর আর কোন সম্রাট্ জিজিয়া স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই।

আরও জানা যায় যে বহ্‌লোল ও সেকন্দর লোদির সময় এই কর অতি কঠোর উপায়ে আদায় করা হইত এবং সেই জন্যই মোগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল এবং এই পক্ষপাতিতায় সকলেই মুসলমান সম্রাট্‌গণের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোগল সম্রাট্‌গণ যথাসাধ্য অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ ঐ নীতির গূঢ় কর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। যতদিন সম্রাট্‌গণ তেজস্বী ও মহাবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবামাত্র জিজিয়া করই এদেশ হইতে মুসলমান রাজ্য বিলোপের একতম কারণ হইয়া উঠিল।

২ সাগর জেলায় কৃষিকার্য্যহীন নাগরিকদিগের গৃহের উপর কর বিশেষ।

জিজিবাই, মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত শিবজীর মাতা। ইহার স্বামী শাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জিজিবাইকে এক দুর্গ হইতে অপর দুর্গে আশ্রয় লইতে হয়। এই সময়ে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জুনার সন্নিহিত শিবনের দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। একদা জিজিবাই মোগল কর্ত্তৃক বন্দিনী হন, কিন্তু পরে মুক্ত হইয়া সিংহগড়ে আগমন করেন। [শিবজী দেখ।]

শাহাজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে জিজিবাই পুত্রসহ পুণায় বাস করিতে লাগিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব নামে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জিজিবাই ও শিবজীর বাস জন্য তথায় রঙ্গমহল নামে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

জিজি বেগম, অকবরের ধাত্রী এবং মীর্জা-আজিজ কোকার গর্ভধারিণী। অকবর কোকাকে খাঁআজিম উপাধি দিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জিজিবেগমের মৃত্যু হয়। অকবর নিজ স্কন্ধে তাহার শবদেহ বহন এবং পুত্রের ন্যায় মস্তক ও শ্মশ্রুমুণ্ডনাদি করিয়াছিলেন।

জিজীবিষা (স্ত্রী) জীবিতুমিচ্ছা জীব-সন্ ততঃ ভাবে অ। জীবনেচ্ছা, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা।

জিজীবিষু (ত্রি) জীবিতুমিচ্ছুঃ জীব-সন্-তত-উ। জীবনেচ্ছু, বাঁচিতে ইচ্ছুক, জীবনাভিলাষী।

জিজুরি, (জেজুরি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণা জেলায় পুরন্দরপুর উপবিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ১৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১২´ পূঃ। এই স্থান হিন্দুদিগের একটী তীর্থ। তীর্থযাত্রিদিগের প্রত্যেকের উপর ৵০ দুই আনা করিয়া কর আদায় হয়, উহা দ্বারাই মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

জিজ্হোতি (জঝোতি) বুন্দেলখণ্ডের একটী প্রাচীন নাম। ইহার প্রকৃত নাম জেজাকভুক্তি। আবু রিহান্ ও হিউয়েন্‌সিয়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী খাজুরাহর উল্লেখ আছে।

জিঝোতিয়া, কনোজ ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা। কাহারও মতে, যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে বাস করে। কাশীতেও অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়।

[জজ্হোতী দেখ।]

কাহারও মতে, বারাণসীর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে—বুন্দেলখণ্ডে জঝুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহুসম্মানে তাঁহাদিগকে সাদরে নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থ সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণগণ একটী পৃথক্ শ্রেণী হইয়া পড়িল এবং আশ্রয়দাতা জঝুতের নামানুসারে আপনাদিগকে জঝোতিয়া বা জিঝোতিয়া নামে আখ্যাত করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দেরীতে একদল বণিক বাস করে, উহারা আপনাদিগকে জঝোতিয়া বণিক কহে। ইহাদের উপাধি যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারেনা, সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যথন জঝোতি বা জিঝোতি বলিয়া এক প্রদেশ ছিল এবং যথন কনোজের নামানুসারে কনোজিয়া, মিথিলার নামানুসারে মৈথিলী, গৌড় হইতে গৌড়ীয়, রাঢ় হইতে রাঢ়ীয় ইত্যাদি নাম হইয়াছে, সেইরূপ এই জঝোতি প্রদেশ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়া উপাধি হইয়া থাকিবেক। আরও দেখা যাইতেছে যে এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণ গঙ্গা ও যমুনার দক্ষিণপ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্ব্বে মীর্জাপুরের সন্নিহিত বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত নানাস্থানে বাস করিত। যমুনার উত্তরে বা বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহারা বাস করে না। আবার হিউয়েন্‌সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা যায়, ঠিক এই ভূভাগই অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রায় সমগ্র বুন্দেলখণ্ড পূর্ব্বে জঝোতি নামে খ্যাত ছিল। যদি জিঝোতিয়া উপাধি প্রাদেশিক বিভাগ না হইয়া আচারানুষ্ঠানগত কোন শ্রেণী বিভাগ হইত, তাহা হইলে জিঝোতিয়াগণ জিঝোতি প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্রও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহারা যথন জিঝোতিতেই আবদ্ধ, তখন ঐ অনুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে।

জিঝোতিয়াদিগের আচার ব্যবহারাদি অপরাপর কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়। নিম্নে ইহাদিগের কতিপয় প্রধান প্রধান শাখায় গাঞি গোত্র ও উপাধি দেওয়া গেল।

বাসস্থান (গাঞি)	গোত্র	উপাধি।
রোরা	উপমন্যু	পাঠক।
বিনবের	উপমন্যু	বাজপেয়ী।
শায়পুর	কাশ্যপ	পতেরীয়।
বঙ্গব	কাশ্যপ	পস্তোড়।
রূপনৌবল	গৌতম	চৌবে।
মরই	গৌতম	গঙ্গেল।
হামিরপুর	শাণ্ডিল্য	মিশ্র।
কোৎকে	শাণ্ডিল্য	অজেরীয়।
কোরিয়া	মৌনস	মিশ্র।
ঐজীক	ভারদ্বাজ	তেবারী।
উদাসেন	ভারদ্বাজ	ছবে।
পাত্রলি	বাৎস্য	তেবারী।
পিপরি	বশিষ্ঠ	নায়ক।

২ বুন্দেলখণ্ডবাসী বণিকদিগের শাখাবিশেষ।

জিজ্ঞাপয়িষু (ত্রি) জ্ঞাপয়িতুমিচ্ছুঃ জ্ঞা-ণিচ্ সন্ তত উ। জানাইতে ইচ্ছুক।

জিজ্ঞাসন (ক্লী) জ্ঞা-সন্ ততো-লুট্। কথন, জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া বলা।

জিজ্ঞাসা (স্ত্রী) জ্ঞাতুমিচ্ছা, জ্ঞা-সন্ তত-অ। জানিতে ইচ্ছা, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈমিনিসূ° ১।১)

জিজ্ঞাসমান (ত্রি) জিজ্ঞাস-শানচ্। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু।

জিজ্ঞাসিত (ত্রি) জিজ্ঞাস-ক্ত। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে।

জিজ্ঞাসু (ত্রি) জ্ঞাতু মিচ্ছুঃ জ্ঞা-সন্-উ। জানিতে ইচ্ছুক, মুমুক্ষু।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।" (গীতা)

জিজ্ঞাস্থি (ক্লী) অস্থ্নঃ জিজ্ঞাসা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ সালোপশ্চ। অস্থিজিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাস্য (ত্রি) জিজ্ঞাস্যতে, জ্ঞা-সন্ কর্ম্মণি-যৎ। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসনীয়।

জিজ্ঞাস্যমান (ত্রি) জিজ্ঞাস-শানচ্। যে বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে।

জিজ্ঞু (ত্রি) জিজ্ঞাসু।

জিঞ্জির (পারসী) শৃঙ্খল।

জিঞ্জিরাম, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের একটী উপনদী। ইহা আগিয়াগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্ত্তী জলা হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

জিঞ্জীরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটী ক্ষুদ্র হাব্সি রাজ্য। [জঞ্জীরা দেখ।]

জিঠুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটী গ্রাম ও বাজার।

জিৎ (ত্রি) জি-ক্বিপ্। জেতা, যে জয় করে। কোন শব্দের পর ব্যবহৃত হয়, যথা ইন্দ্রজিৎ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি।

জিত (ত্রি) জি-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ পরাজি, পরাভূত, স্বায়ত্তীকৃত, বশীকৃত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ জয়। তদস্ত্যস্তি ইতি অচ্। ৩ অর্হদুপাসকভেদ।

জিতকর্ণ, চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের বংশধর একজন রাজা। জয়সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের আয়সী আম্মনুগ্রামের (বর্ত্তমান নিহানি উমরবান) শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

জিতকাশি (পুং) জিতেন জয়েনোন্তমেন কাশতে প্রকাশতে, কাশ-ইন্, বা জিতঃ অভ্যাসপুটুতয়া দৃঢ়কৃতঃ কাশিঃ মুষ্টির্যেন। দৃঢ়মুষ্টি যোদ্ধৃভেদ, যাহারা ঘুসি দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (নীলকণ্ঠ)

জিতকাশিন্ (ত্রি) জিতেন জয়েন কাশতে কাশ-ণিনি। জয়যুক্ত, জয়গর্ব্বিত।

"অনিরুদ্ধং রণে বাণো জিতকাশী মহাবলৈঃ।"

(হরিব° ১৭৫।১৪১।)

জিতক্রোধ (ত্রি) জিতঃ ক্রোধো যেন বহুব্রী। ১ ক্রোধশূন্য। (পুং) ২ বিষ্ণু।

"মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুর্বিদারণঃ।" (বিষ্ণুস°)

জিতনেমি (পুং) জিতা নেমির্যেন বহুব্রী। ১ অশ্বত্থ নির্ম্মিত দণ্ড। (ত্রি) ২ ক্রোধশূন্য। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

"অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াবহঃ।" (বিষ্ণুস°)

জিতল, মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সময়ে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। ইহার মূল্য ১০০ রতি, তঙ্কার $\frac{1}{৫০}$ অংশ।

জিতলোক (ত্রি) জিতঃ আয়ত্তীকৃতঃ কর্ম্মাদিদ্বারা লোকঃ স্বর্গাদির্যেন। যিনি পুণ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় করিয়াছেন। "স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দঃ অথ যে শতং পিতৃণাং জিতালোকমানন্দঃ।" (শতপথব্রা° ১৪।৭।১।৩৩) (ত্রি) ২ অভিভূত লোক।

জিতবৎ (ত্রি) জি-ক্ত মতুপ্ মস্য বঃ। কৃতজয়।

জিতবতী (স্ত্রী) জিতবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রাজা উশীনরের দুহিতা। নরদেবাত্মজার প্রিয়সখী। (ভারত ১৯৯ অঃ)

জিতব্রত (ত্রি) জিতং আয়ত্তীকৃতং ব্রতং যেন। আয়ত্তীকৃত-ব্রত, যিনি ব্রতকে আয়ত্ত করিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবির্দ্ধান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।২৩।৮)

জিতশত্রু (পুং) জিতঃ শত্রু র্যেন বহুব্রী। বিজয়ী, যে শত্রুকে পরাজয় করিয়াছে।

জিতাক্ষর (ত্রি) জিতানি অক্ষরাণি শীঘ্রং তদ্বাচনপাঠনাদির্যেন বহুব্রী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে।

জিতাত্মন্ (ত্রি) জিতঃ বশীকৃত আত্মা ইন্দ্রিয়ং মনো বা যেন। ১ জিতেন্দ্রিয়। ২ শ্রাদ্ধভাগার্হ দেবভেদ।

জিতামিত্র (ত্রি) জিতা অমিত্রো রাগদ্বেষাদয়ো বাহ্যাবরণাদয়শ্চ যেন বহুব্রী। ১ শত্রুপরাজয়কর্ত্তা। ২ কামাদি রিপুজেতা। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯)

জিতামিত্র মল্ল, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় একজন রাজা। ইনি জগৎপ্রকাশ মল্লের পুত্র। ইনি ১৬৮২ খৃঃ অব্দে হরিশঙ্কর দেবের একটী মন্দির এবং ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন।

জিতারি (পুং) জিতা অরয়ো আভ্যন্তরা রাগাদয়ো বাহ্যাশ্চ রিপবো যেন বহুব্রী। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা° ১।১।৮) ২ বুদ্ধার্হৎপিতা। (হেম ১।৩৬) (ত্রি) ৩ জিতশত্রু, শত্রুপরাজয়কারী। ৪ কামাদি রিপুজেতা। ৫ অবিক্ষত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১৯৫।৫০)

জিতাষ্টমী (স্ত্রী) জিতা পুত্রসৌভাগ্যদানেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ স্থিতা যা অষ্টমী কর্ম্মধা। গৌণাশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী, ইহার অপর নাম জীমূতাষ্টমী। ইহাতে নারীগণ পুত্রসৌভাগ্য কামনা করিয়া প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রদোষ সময়ে শালিবাহনরাজ-পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী যে দিন প্রদোষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে। যদি দুই দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন করা বিধেয়। যদি কোন দিন প্রদোষ না পায়, তাহা হইলে যে দিন উদয় পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে সূর্য্য উদিত হইবে, সেই দিন করিবে। যে স্ত্রীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃতবৎসা ও বৈধব্য লাভ করে।*

* "ইষেমাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ।
পুত্রসৌভাগ্যদা স্ত্রীণাং খ্যাতা সা জীবপুত্রিকা।
শালিবাহনরাজস্য পুত্রো জীমূতবাহনঃ।
তস্যাং পূজ্যঃ স নারীভিঃ পুত্রসৌভাগ্যলিপ্সয়া।
পুষ্করিণীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরস্রিকাম্।" (ভবিষ্যোত্তরে)
"আশ্বিনস্যাসিতাষ্টম্যাং যাঃ স্ত্রিয়োঽন্নং হি ভুঞ্জতে।
মৃতবৎসা ভবেয়ুস্তা বৈধব্যঞ্চ ভবেদ্‌ধ্রুবং।" (চিন্তামণি)

এবং যাঁহারা এই অষ্টমী তিথিতে সায়ংকালে জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অশেষবিধ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহাদের কখন মৃতবৎসা দোষ হয় না এবং বৈধব্য দুঃখও ভোগ করিতে হয় না।

জিতাহব (পুং) জিতঃ শত্রুরাহবে যেন বহুব্রী। বিজয়ী, যে যুদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকাশী। (হেম°)

জিতাহার (পুং) জিতঃ আহারঃ যেন বহুব্রী। যিনি আহারকে জয় করিয়াছেন, আহারজেতা।

জিতি (স্ত্রী) জি-ক্তিন্। ১ জয়। ২ লাভ।

জিতিহরিণ (দেশজ) হরিণবিশেষ, কস্তুরী মৃগ।

জিতী (দেশজ) বৃক্ষভেদ, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। (Asclepias tenacissima)

জিতুম (পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতি°)

জিতেন্দ্রিয় (ত্রি) জিতানি বশীকৃতানীন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদিনি যেন বহুব্রী। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় সকল যাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারে না, তিনিই জিতেন্দ্রিয়।

"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বাথ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ।" (মনু ১০ অঃ)

পাতঞ্জলে ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।" (পাত° সূ° ২।৪১)

আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সত্ত্ব গুণ প্রকাশিত হয়, তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব, এই ন্যায়ে চিত্তশুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইলে তমঃ ও রজঃ নিজের ধর্ম্ম চিত্তচাঞ্চল্যাদি কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, বাস্তবিক সত্ত্বগুণেরই সহায়তা করে। তখন সর্ব্বদা মনে প্রীতির অনুভব হয়। কখনও কোনরূপ খেদ থাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে অর্থাৎ অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) সর্ব্বদা ধ্যেয় বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। কখনও বিষয়ান্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে না। তখন ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেন্দ্রিয় অবস্থা হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ অবস্থা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় পদবাচ্য।

২ শান্ত। (পুং) ৩ কামবৃদ্ধি বৃক্ষ। (হেম°)

জিতেন্দ্রিয়তা (স্ত্রী) জিতেন্দ্রিয়স্য ভাবঃ জিতেন্দ্রিয়-তল্-টাপ্। ইন্দ্রিয়-জয়ের কার্য্য, কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া রাখা।

জিতেন্দ্রিয়াহ্ব (পুং) জিতেন্দ্রিয়ং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে ক। কামবৃদ্ধি বৃক্ষ। (রাজনি°)

জিত্তম (পুং) জিৎ-তমপ্। ১ জিতুম, মিথুন রাশি। (জ্যোতি°) ২ জয়শীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জিৎপাল, তোমর বংশের স্থাপয়িতা মালবের রাজা। বিক্রমাদিত্যের বংশধর প্রমার (পুয়ার) বংশীয় শেষ রাজা জয়চাঁদের মৃত্যুর পর জিৎপাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার বংশীয়েরা ১৪২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জিত্যা (স্ত্রী) জি-ক্যপ্ টাপ্। (বিপূয়-বিনীয়-জিত্যা মুঞ্জকল্কহলিষু। পা ৩।১।১১৭) বৃহদ্ধল, লাঙ্গলভেদ। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে এই শব্দ পুংলিঙ্গ—জিত্য।

জিত্বন্ (ত্রি) জি-ক্বনিপ্। জয়শীল। কর্ণাদিস্থাৎ চতুরর্থ্যাং ফিঙ্। অদূরদেশাদি।

জিত্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্ (ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩।) জেতা।

জিত্বরী (স্ত্রী) জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে জি-করপ্-ঙীপ্। কাশী। (ত্রিকা°)

জিদ্ (আরবী) ১ বিরোধ। ২ বিরুদ্ধ মত।

জিদ্রুপালঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার গাছ (Salcornia Indica.)

জিন (পুং) জি-নক্। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ অর্হৎ।

ইহারা জিনেশ্বর, অর্হৎ, তীর্থঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩ বিষ্ণু। (হেমচ°)
৪ (ত্রি) জিত্বর। (মেদিনী)

জিন (ইংরাজী) বস্ত্রবিশেষ। জিন কাপড়।

জিন (দেশজ) বন্য বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ সুন্দরবনের সকল স্থানে বিশেষতঃ বাকরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ কোমল ও বটবৃক্ষের ন্যায়, ইহা কেবল জালানি জন্য ব্যবহৃত হয়। গুঁড়ির গড় পরিধি ৪ ফিট্ ও উচ্চতা ২০ ফিট্।

জিন্ (আরব্য) দৈত্য, অপদেবতা। মুসলমানশাস্ত্র মতে, ইহারা কাফ্ পর্ব্বতে বাস করে এবং কুক্কুর, শৃগাল, সর্পাদির আকার পরিগ্রহ করিয়া মানবের ইষ্টানিষ্ট সাধন করে।

ইহাদের একজন নেস্নাস্ অতি ভীষণমূর্ত্তি; ইহার শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটা জিন্ হইয়াছে। প্রত্যেকের এক চক্ষু এক কর্ণ অর্দ্ধ-মস্তক অর্দ্ধ-উদর, এক হস্ত এবং এক পদ, কিন্তু উহা দ্বারাই লাফাইয়া লাফাইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে।

জিন্ (পারসী) ঘোড়ার পিঠে বসিবার পালান বা গদি।

জিনকীর্ত্তি, সোমসুন্দরের জনৈক শিষ্য। ইনি চম্পকশ্রেষ্ঠীকথানক, ১৪৯৭ সম্বতে দণ্ডশালিচরিত্র, দানকল্পদ্রুম এবং

শ্রীপালগোপালকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৪৯৭ সম্বতে ইনি স্বরচিত নমস্কারস্তবের টীকা লিখিয়া যান।

জিনকুশল, একজন জৈন গ্রন্থকার। জিনবল্লভ, জিনদত্ত ও জিনচন্দ্রের বংশে খরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সম্বতে জন্ম গ্রহণ এবং ১৩৮৯ সম্বতে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি তরুণপ্রভকে আঁচার্য্যপদ প্রদান করেন। চৈত্যবন্দনকুলবৃত্তি নামে ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে।

জিনগর (পারসী) জিন-নির্ম্মাতা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ, বিজাপুর প্রভৃতি জেলার জাতিবিশেষ। জিন অর্থাৎ অশ্বের পালান প্রস্তুত করে বলিয়া পারসী ভাষায় ইহাদের নাম জিন্‌গর হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম চিত্রকর। ইহারা আপনাদিকে আর্য্য ও সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। জিন্‌গরেরা বলে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহাদিগের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে একদা দেব ও ঋষিগণ বৃহদারণ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, বৃত্রাসুরের পৌত্র দুর্দ্ধর্ষ জন্নুমণ্ডল নামে এক দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব ও অজেয়ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও ঋষিগণ ভয়ে মহাদেবের স্মরণ লইলেন। দানবের এই অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে মহাদেবের ললাট হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম তাঁহার মুখবিবরে পতিত হইল। ঐ ঘর্ম্মবিন্দু হইতে মৌক্তিক বা মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। মুক্তাদেব জন্নুমণ্ডলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দেব ঋষিগণকে অভয়দান করিলে তাঁহারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে রাজ্য প্রদান করিলেন। মুক্তাদেব দুর্ব্বাসার কন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রভাবতীর গর্ভে মুক্তাদেবের ৮০টী পুত্র জন্মিল। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুক্তাদেব তাহাদিগকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্নীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পুত্রগণ গৌরব-মদে মত্ত হইয়া একদিন লোমহর্ষণ ঋষির অবমাননা করিল। ঋষি ক্রোধে অভিসম্পাত করিলেন, "যেমন তোরা রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলি, সেই অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া মহাকষ্টে কালাতিপাত করিতে থাকিবি।" মুক্তাদেব পুত্রগণের উপর এই দারুণ ব্রহ্মশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া শিবকে সমস্ত জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ। তবে আমি বলিতেছি, তোমার পুত্রগণ গোপনে বেদবিধির অনুষ্ঠান করিবে এবং 'আর্য্যক্ষত্রি' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকর, স্বর্ণকার, শিল্পকার, পটকার (তন্তুবায়), রেসম-কর বা পাটবেকার, লোহার, মৃত্তিকাকর ও ধাতুমৃত্তিকাকর এই আট নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। সকলের মধ্যেই পরস্পর আদান প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। চবান, ঢেংলে, যাদব, মলোদকার, কাম্বলী, নবগীর, পোবার প্রভৃতি ইহাদিগের প্রধান প্রধান উপাধি। আঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, গৌতম, কণ্ব, কৌণ্ডিন্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ইহাদের আটটী গোত্র। পুরুষগণ সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ। স্ত্রীলোকগণ কৃশাঙ্গী, গৌরবর্ণা ও বেশ সুন্দরী। পুরুষগণ মস্তকে শিখাধারণ করে এবং সপ্তাহে একবার করিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ললাটে চন্দন লেপন করে। স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুর দেয় এবং মস্তকের পশ্চাতে একটী খোঁপা বন্ধন করে। কুলাঙ্গনাগণ পরচুল বা পুষ্পাদি দ্বারা মস্তক শোভিত করে না, বলে যে, ঐ সমস্ত বারবিলাসিনী বা নর্ত্তকীদিগেরই উপযুক্ত।

ইহাদিগের ভাষা মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্, সুদক্ষ, স্বাবলম্বী, শান্তপ্রকৃতি, আতিথেয় ও শিষ্ট। পেশবাগণ শিল্পকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। জিন্, ঘোড়ার অপরাপর সাজ প্রভৃতি তৈয়ার করাই ইহাদিগের পৈত্রিক উপজীবিকা। এখন অনেকেই সূত্রধার, স্বর্ণকার, লৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম্ম করিয়া থাকে। অনেকে পুস্তক বাঁধে ও খেলনা প্রস্তুত করে। কেহ কেহ ঘড়ি মেরামত প্রভৃতিও করিয়া থাকে। ইহারা গৃহে গোমহিষ অশ্বাদি পালন করে। ছাগমেষাদির মাংস খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদ্যও পান করে।

জিন্‌গরগণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ধুতি, চাদর, কোর্ত্তা, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষগণ দোকানে নিজ নিজ কর্ম্ম করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিয়া কখন কখন পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। বালকেরা ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ১৭।১৮ বর্ষের সময় পাকা কারিগর হইয়া উঠে। ইহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু গৃহে গণপতি, বিঠোবা, ভবানী প্রভৃতির মূর্ত্তিও রাখিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যাজকতা করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাসনাদি হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। সন্তানাদি জন্মিলে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। বালকের ১১ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যে চূড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ৯ম বর্ষে উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহারা ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে পারে, কিন্তু ১২ বৎসরের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেয়।

এই জাতি শবদাহ করে। অগ্নিসৎকারের সময় তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন বিষয় মীমাংসা

করিতে হইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সভা করিয়া তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা আপনাদিগকে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় কহিয়া থাকে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত আচারাদি অনুষ্ঠান করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজে ইহারা নিম্নস্থানীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ নাপিতগণ অপবিত্র জাতি বলিয়া ইহাদিগের ক্ষৌর করিতে অস্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অভিযোগ আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। পুণাবাসিগণ বলে, জিনগরগণ চর্ম্ম দ্বারা অশ্বসজ্জা নির্ম্মাণ করে বলিয়া অপবিত্র। আবার অনেকে বলে যে কোন লাভজনক বৃত্তি পাইলে ইহারা স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তজ্জন্যই সকলে ইহাদিগকে ঘৃণা করে।

ইহারা পুত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। সচরাচর ১১।১২ বৎসর বয়স হইলেই ইহারা পুত্রদিগকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপূর্ণ।

জিন্‌গরদিগের আর একটী নাম পাঁচচাল। অনেকে বলে ইহারা পাঁচ প্রকার চাল অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলেন, পাঁচচালগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকে। সেই জন্যই ইহাদের অবস্থা সমাজে এত নিম্ন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাঁচ চাল শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চশীল অর্থাৎ পঞ্চ ধর্ম্মনীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছভুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্য; কাহারও মতে বুদ্ধিসাগরের শিষ্য। ইনি সম্বেগরঙ্গসালা নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনচন্দ্রগণি, উকেশগচ্ছভুক্ত ককসূরির শিষ্য, নবপদপ্রকরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুপ্তসূরি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এই নামে ১০৭৩ সম্বতে তাঁহার নিজ গ্রন্থ নবপদের শ্রাবকানন্দ নামে একখানি টীকা প্রণয়ণ করেন। ইনি পরে কুলচন্দ্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনদত্তের শিষ্য; জন্ম ১১৯৭ সম্বৎ, মৃত্যু ১২২৩ সম্বৎ। ১২০৩ সম্বতে দীক্ষা এবং ১২১১ সম্বতে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

জিনচন্দ্র, নেমিচন্দ্রের শিষ্য, আম্রদেবসূরির গুরু।

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনপ্রবোধের শিষ্য। জন্ম ১৩২৬ সম্বৎ, মৃত্যু ১৩৭৬, দীক্ষা ১৩৩২ ও পদমহোৎসব ১৩৪১ সম্বৎ। ইনি চারি জন রাজাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার বিরুদ কলিকাল-কেবলিন্। ইনি তরুণপ্রভকেও দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), খরতরগচ্ছসম্প্রদায়ভুক্ত একজন খ্যাত জৈনাচার্য্য। ইনি শাস্ত্রবিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। একদিন সম্রাট্ অকবর তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সদ্গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে 'সপ্তমশ্রীযুগপ্রধান' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে অকবর আষাঢ়ের ৮ দিন প্রাণীহত্যা ও কাম্বে উপসাগরে (স্তম্ভতীর্থ-সমুদ্রে) মৎস্যধারণ বন্ধ করিয়া দেন। অকবরের আদেশে তিনি ১৬৫২ সংবতে মাঘীশুক্লদ্বাদশীতে যোগবলে পঞ্চনদ পার হন এবং ৫টী পীরকে আবির্ভূত করেন। আচার্য্য জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিষ্য ছিল। তাঁহারই পরামর্শে অণহিল্লবাড়পত্তনে বাড়ীপুর পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়।

জিনদত্ত সূরি, খরতরগচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার।

জিনবল্লভ খরতরগচ্ছের পরবর্ত্তী গুরু। মূল নাম সোমচন্দ্র। ইহার ১১৩২ সম্বতে জন্ম ও ১১৪১ সম্বতে দীক্ষা হয়। দীক্ষানাম প্রবোধচন্দ্রগণি। ইনি ১১৬৯ সম্বতে চিত্রকূটে দেবভদ্রাচার্য্যের নিকট সূরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাস্থানে অদ্ভুত কার্য্য দ্বারা জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি সন্দেহদোলাবলী প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১২১১ সম্বতে অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়।

জিনদত্ত সূরি, শ্রীজিনেন্দ্রচরিতপ্রণেতা অমরচন্দ্রের গুরু। ইনি বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৭৭ সম্বতে বস্তুপালের তীর্থযাত্রাকালে জিনদত্তসূরি বায়ড়-গচ্ছ উপস্থিত ছিলেন।

জিনদাস গণি-মহত্তর, অনুযোগচূর্ণিপ্রণেতা; নিশীথবৃহৎকল্পভাষ্যবস্তুকাদিচূর্ণিকার প্রদ্যুম্নক্ষমাশ্রমণের শিষ্য।

জিনপতি, জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনেশ্বর খরতরগচ্ছের গুরু, জিনেশ্বর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গিপ্রকরণের টীকাকার। জন্ম ১২১০ সম্বৎ, দীক্ষা ১২১৮ সম্বৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সম্বৎ। জয়দেবাচার্য্য কর্ত্তৃক ১২২৩ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, জিনপতি ১২৩৩ সম্বতে বিক্রমপুর বাস্তব্যে কল্যাণ নগরে মহাবীরের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি চর্চরী, সামাচরীপত্র এবং বৃদ্ধটীকা-প্রণেতা। ইনি ষষ্টিশতকপ্রণেতা নেমিচন্দ্রকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জিনপুত্র, একজন জৈন যতি ও যোগাচার্য্য-ভূমিশাস্ত্রকারিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

জিনপ্রভ সূরি, জিনসিংহ সূরির শিষ্য এবং ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকা-প্রণেতা রত্নশেখর সূরির গুরু। ১৩৬৫ সম্বতে সাকেতপুরে অবস্থান কালে ভয়হরস্তোত্রের এবং নন্দিষেণ প্রণীত অজিতশান্তিস্তবের টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি সূরিমন্ত্রপ্রদেশবিবরণ, তীর্থকল্প এবং পঞ্চপরমেষ্টিস্তব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার গুরু জিনসিংহ সূরি ১৩৩১ সম্বতে লঘুখরতরগচ্ছ শাখা স্থাপিত করেন।

জিনপ্রভ, রুদ্রপল্লীয়গচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার। ১৪০০ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যক্তসপ্ততিকার টীকা-প্রণেতা সঙ্ঘতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগ্‌লক্‌কে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রভপ্রণীত সন্দর্শনীর অনুকরণে তাঁহার শিষ্য রাজশেখর সদ্দর্শসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধ, খরতরগচ্ছভুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২৮৫ সম্বতে জন্ম, ১২৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৩৩১ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ সম্বতে মৃত্যু হয়। ইঁহার দীক্ষানাম প্রবোধমূর্ত্তি। ইনি ত্রিলোচনদাস প্রণীত কাতন্ত্রবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা নামক গ্রন্থের পঞ্জিকদুর্গপদপ্রবোধ নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধ সূরি, ইঁহার পূর্ব্ব নাম পর্ব্বত। ইনি শ্রীচন্দ্রের পুত্র এবং জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২২৯ সম্বতে জন্ম, ১২৮৭ সম্বতে মৃত্যু।

জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭০, দীক্ষা ১৭৭৯, ১৭৮০ সম্বতে সূরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮০৪ সম্বতে হয়। ইঁহার দীক্ষা নাম ভক্তিক্ষেম। ইনি জিনসৌখ্যসূরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছীয় জিনলাভ সূরির গুরু।

জিনভদ্র, খরতরগচ্ছ জিনেশ্বরের শিষ্য, সুরসুন্দরীকথাপ্রণেতা। ইঁহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি।

জিনভদ্র, জিনদত্ত খরতরগচ্ছের শিষ্য, জিনচন্দ্রের বংশে জন্ম।

জিনভদ্র গণি ক্ষমাশ্রমণ, যুগপ্রধান, ইনি মহাশ্রুত হইতে সংক্ষিপ্তজিতকল্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সম্বতে জন্ম ও ৬৪৫ সম্বতে মৃত্যু।

জিনভদ্র মুনীন্দ্র, শালিভদ্রের শিষ্য। ১২০৪ সম্বতে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় মালাপগরণকহা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনভদ্র সূরি, জিনরাজসূরির শিষ্য।

জিনযোনি (পুং) মৃগ, হরিণ। (শব্দর°)

জিনরত্ন সূরি, একজন জৈনাচার্য্য। জিনরাজসূরির শিষ্য এবং জৈনচন্দ্রসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ১৬৯৯ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন এবং ১৭১২ সম্বতে আশ্রয়-জীবন ত্যাগ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম রূপচন্দ্র, ইঁহার সহিত ইঁহার মাতা জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

জিনরাজ সূরি, একজন জৈনাচার্য্য। ১৬৪৭ সম্বতে জন্ম এবং ১৬৯৯ সম্বতে পাটনায় মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৬৭৪ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকালে রাজসমুদ্র নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শিষ্য এবং জিনরত্ন খরতরগচ্ছ ও জয়সাগরের গুরু। ইনি ১৬৭৫ সম্বতে শত্রুঞ্জয়ে ৫০১টী ঋষভ এবং অন্যান্য জিনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। জৈনরাজী নামে নৈষধকাব্যের একখানি বৃত্তি এবং আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৬৮৬ সম্বতে সময়সুন্দর ইঁহার গাথাসহস্রী সংগ্রহ করেন।

জিনরাজ সূরি, জিনবর্দ্ধনের গুরু, সপ্তপদার্থী টীকা-প্রণেতা। ১৪০৫ সম্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জিনলাভ, একজন জৈনাচার্য্য। ১৭৮৪ সম্বতে জন্ম, ১৭৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৮০৪ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সম্বতে মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে লক্ষ্মীলাভ নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নাম লালচন্দ্র। বিকানেরে ইঁহার জন্ম হয়।

১৮৩৩ সম্বতে শ্রীমনিরাখ্যবিন্দিরে আত্মবোধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৯ সম্বতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গৌড়ী পার্শ্বেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সম্বতে ৮৫ জন সাধুর সহিত অর্ব্বুদ তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জিনবর্দ্ধন সূরি, জিনরাজসূরির শিষ্য। ইনি ভাগবতালঙ্কার টীকা ও সপ্তপদাবলী টীকা প্রণয়ন করেন।

জিনবল্লভ, অভয়দেবসূরির শিষ্য এবং জিনদত্তসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—পিণ্ডবিশুদ্ধিপ্রকরণ, ষড়শীতি, কর্ম্মগ্রন্থ, কর্ম্মাদিবিচারসার ও বর্দ্ধমানস্তব। ১১৬৭ সম্বতে দেবভদ্রাচার্য্য কর্ত্তৃক সূরিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার শিষ্য রামদেব ১১৭৩ সম্বতে ষড়শীতিকচূর্ণি রচনা করেন; এই গ্রন্থে লিখিত আছে জিনবল্লভ চিত্রকূটের বীরচৈত্যের প্রস্তরে তাঁহার চিত্রকাব্যগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সেই চৈত্যের দরজার উভয় পার্শ্বে ধর্ম্মশিক্ষা ও সঙ্ঘপট্টক অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিনবল্লভপ্রশস্তি অথবা অষ্টসপ্ততিকা এখনও খোদিত আছে। শেষোক্ত গ্রন্থ ১১৬৪ সম্বতে রচিত হয়।

জিনশেখর সূরি, জিনবল্লভের শিষ্য এবং পদ্মচন্দ্রের গুরু। ইনি ১২০৪ সম্বতে রুদ্রপল্লীতে রুদ্রপল্লী খরতরগচ্ছ শাখা স্থাপন করেন।

জিনশ্রী, একজন প্রধান বৌদ্ধযাজক। ভদ্রকল্পাবদান, ব্রতাবদানমালা প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি মহারাজ অশোকের গুরু উপগুপ্ত বর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং বুদ্ধগয়াবাসী জয়শ্রী তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন।

জিনসঘন্ (ক্লী) জিনস্থ সংঘ ৬তৎ। জিনগৃহ, চৈত্য, বিহার। (হেম°)

জিনসাগর, একজন জৈনাচার্য্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য। ১৪৯২ সম্বতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন।

জিনসিংহ সূরি, পূর্ণিমাগচ্ছ মুনিরত্ন সূরির শিষ্য। ইহার গুরু ১২৫২ সম্বতে অম্মস্বামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত পুস্তকের প্রশস্তি লিখিয়াছেন।

জিনসিংহ সূরি, জিনরাজসূরি খরতরগচ্ছের গুরু। ইহার ১৬১৫ সম্বতে জন্ম, ১৬২৩ সম্বতে দীক্ষা, ১৬৭০ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৬৭৪ সম্বতে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অকবরের পরামর্শানুসারে জিনচন্দ্র লাহোরে প্রজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার জিনসিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল।

জিনসুন্দর, সোমসুন্দরের শিষ্য এবং রত্নশেখরের গুরু। ইনি দীপালিকাকল্প এবং একাদশাঙ্গীসূত্রার্থধারক নামে ২ খানি জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জিনসেন সূরি, সুভদ্র, যশোভদ্র, যশোবাহু এবং লোহার্য্যের পরবর্ত্তীকালে ইহার ন্যায় জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুরাণ ও ৭০৫ শকে হরিবংশ প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

জিনসৌখ্য সূরি, একজন প্রধান জৈনাচার্য্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনভক্তির গুরু। ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা ১৭৫১, সূরিপদ ১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সম্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষসামীদাস ইহার পদ মহোৎসবে ১১০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

জিনহর্ষ, একজন জৈন গ্রন্থকার। কনকবিজয়গণির অনুরোধে শুভশীলগণিলিখিত স্নাতৃপঞ্চাশিকার বালাববোধ নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

জিনাৎউন্নিসা, সম্রাট্ আলম্‌গীরের এক কন্যা। ১৭১০ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অন্তর্গত শাজহানাবাদের দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনাতীরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের জিনাৎ উল্‌মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার কবর আছে।

জিনাধার (পুং) একজন বোধিসত্ত্ব।

জিনিস (আরবী) দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি, কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা বা কাশিকাবৃত্তিন্যাস নামক গ্রন্থরচয়িতা। কাশ্মীরে বরাহমূল (বর্ত্তমান বারমূল) নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন।

জিনেন্দ্র (পুং) জিনানামিন্দ্রঃ জিন ইন্দ্র ইব বা। ১ বুদ্ধ। ২ তীর্থঙ্কর। (কবিকল্পদ্রুম)

জিনেশ্বর (পুং) জিনানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। (হেম°)

জিনেশ্বর, মুনিরত্নসূরি পূর্ণিমাগচ্ছের সহকারী গুরু। মুনিরত্ন সূরি কর্ত্তৃক ১২৫২ সম্বতে ইনি সুরপ্রভের অধিকারি-রূপে মনোনীত হন।

জিনেশ্বর, জিনপতির শিষ্য ও জিনপ্রবোধ খরতরগচ্ছের গুরু। ১২৪৫ জন্ম, ১২৫৫ দীক্ষা, ১২৫৮ সূরিপদ এবং ১৩৩১ সম্বতে মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রপ্রভস্বামিচরিত্র রচনা করেন। ইনি লঘু খরতরশাখার প্রধান ব্যক্তি। ইহার শিষ্য জিনসিংহসূরি ১৩৩১ সম্বতে উক্ত শাখা স্থাপিত করেন।

জিনেশ্বর সূরি, চান্দ্রকুলজ বর্দ্ধমানের শিষ্য এবং জিনচন্দ্র, অভয়দেব ও জিনভদ্রের গুরু। বুদ্ধিসাগর ইহার বন্ধু ছিলেন। খরতর-সাধু-সন্ততি ইহা হইতে উদ্ভূত। ১০৮০ সম্বতে জাবালপুরে অবস্থান কালে অষ্টকবৃত্তি প্রণয়ন করেন। চৈত্যবাসিদিগের সহিত বিচার করিবার জন্য বুদ্ধিসাগরের সহিত গুর্জ্জরদেশে গমন করেন। উক্ত সম্বতে অণহিলপুরের দুর্লভরাজের সভায় সরস্বতীভাণ্ডাগার হইতে যে দশবৈকালিক সূত্র আনা হয়, তাহা হইতে সাধ্বাচার সম্বন্ধে কএকটী শ্লোক পঠিত হইলে চৈত্যবাসিদিগের সহিত তাঁহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ করিয়া রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরুদ লাভ করেন। উক্ত গুজরাট রাজের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চলিঙ্গিপ্রকরণ, ১০৯২ সম্বতে আশাপল্লীতে লীলাবতীকথা, দিন্দিয়ানক গ্রামে কথানককোষ এবং বীরচরিত রচনা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ সোমের পুত্র, আদি নাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম প্রাপ্ত হন।

জিনেশ্বর সূরি, অভয়দেব সূরির শিষ্য এবং অজিতসেন সূরি রাজগচ্ছ বজ্রশাখ কোটিকগণের গুরু। মাণিক্যচন্দ্র হইতে উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ; রাজা মুঞ্জের সমসাময়িক (১০৫০ খৃঃ অঃ)। ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরসূরি ও অজিতসিংহসূরির গুরু মুঞ্জরাজ সভাস্থ ধানেশ্বরসূরি একই ব্যক্তি।

জিনোত্তম (পুং) জিনানাং উত্তমঃ ৬তৎ। বুদ্ধ।

জিন্দগানী (পারসী) জীবন।

জিন্দুক, মঙ্খের সমসাময়িক একজন মীমাংসক।

জিন্দ্ পীর, একজন মুসলমান ফকির। সিন্ধুপ্রদেশে বাথর নগরের কিছু উত্তরে নদী মধ্যস্থ একটী দ্বীপে ইহার কবর আছে। সিন্ধু প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই পীরের পূজা দিয়া থাকে। ইহার পূজকগণ বহুব্যয়ে কবরের উপর এক প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। ঐ মঠে হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকার বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে।

জিন্ধর, গুজর রাজপুতদিগের একটী শাখা।

জিব (দেশজ) জিহ্বা।

জিবছোলা (দেশজ) যাহা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করা যায়।

জিবল (দেশজ) বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিবাইশ (পারসী) অলঙ্কার, গহনা, ভূষণ, আভরণ।

জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্ষী। (শব্দরত্ন°)

জিমুরু, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাহিত রাপ্তীর একটী শাখা নদী।

জিম্মা (আরবী) কএদ, অধীন, গচ্ছিত করণ।

জিয়ল (দেশজ) বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিয়লমাছ (দেশজ) কচ্ছপ।

জিয়াউদ্দীন্ নক্সবী, বিখ্যাত তুতিনামা অর্থাৎ শুকসারীর উপন্যাস, গুলরেজ প্রভৃতি পারস্যগ্রন্থ-রচয়িতা।

জিয়াউদ্দীন্ বরণী, একজন মুসলমান-ইতিহাসলেখক। ইনি সুলতান মহম্মদ তোগলক ও ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। বরণ অর্থাৎ বর্ত্তমান বুলন্দসহরে ইঁহার জন্ম হয়, তদনুসারে ইনি আপনাকে জিয়া-ই-বরণী নামে পরিচয় দিয়াছেন। ইনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামে সুলতান গিয়াসুদ্দীন্ হইতে ফিরোজশাহ তোগলক পর্য্যন্ত ৮ জন রাজার ইতিহাস লিখিয়াছেন।

জিয়াগঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১৪´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮´ ৩১´´ পূঃ। নবাবদিগের সময় এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তণ্ডুল, কার্পাস, রেসম, সোরা প্রভৃতির ব্যবসা হইত।

জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া (জয়জী) গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান রাজা। ইঁহার পুরা নাম মহারাজ আলিজা জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া। জনকরাও সিন্ধিয়ার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর ইনি দত্তক গৃহীত হন এবং গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জিয়াধনেশ্বরী, আসামের দরঙ্গ জেলার একটী নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। বৎসরের সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

জিরঙ্গ, আসামের খাসি পর্ব্বতের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারের নাম মৈতসিংহ। এখানে তণ্ডুল, লঙ্কা, মরিচ, রবর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনে উৎকৃষ্ট শাল বৃক্ষ পাওয়া যায়।

জিরঙ্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের রেবাকান্থা জেলার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্য। অধিকারিগণ সংখেরা মেহবা।

জিরঙ্গগড়, জুনাগড়ের প্রাচীন নাম। [জুনাগড় দেখ।]

জিরণ (দেশজ) বিশ্রাম করা।

জিরাণ (দেশজ) পরিশ্রমের পর শ্রান্তিদূর করা, বিশ্রাম করা।

জিরাণকাটা (দেশজ) খেজুর গাছের প্রথম বার রস লইয়া গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাহার পর কাটিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাকে জিরাণকাটা বলে।

জিরানিয়া (দেশজ) বিশ্রাম।

জিরাপোশ (পারসী) বর্ম্ম-পরিধান।

জিরাফা (আরব্য) রোমন্থক পশুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী শৃঙ্গবিশিষ্ট অপর শ্রেণী শৃঙ্গহীন। জিরাফা উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাণীর শৃঙ্গ কেশাচ্ছাদিত চর্ম্মে আবৃত এবং শৃঙ্গের অগ্রভাগ কেশগুচ্ছ-মণ্ডিত। আফ্রিকা-খণ্ডে এই প্রাণী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত খণ্ডে আরব্য ভাষায় ইহাকে জিরাফা, জোরাফ, জেরাফে বা জেরাফৎ কহে। ইহার অবয়ব উষ্ট্রের ন্যায় এবং বর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায়। এই জন্য কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (Camelopard) অর্থাৎ উষ্ট্র-ব্যাঘ্র বলিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার পশু আছে, তন্মধ্যে জিরাফাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহাদিগের খোবনা নিম্ন নহে, কিন্তু কেশে আবৃত এবং নাসারন্ধ্র সম্মুখে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত। ইহাদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য, ইচ্ছা করিলে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারে। গলা লম্বা, শরীর ক্ষুদ্র, পশ্চাদ্দিকের পা ছোট, লেজ লম্বা এবং তাহার শেষভাগ ঘন কেশগুচ্ছবিশিষ্ট।

এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অন্যান্য পশুর মত নহে। ইহার গ্রীবাদেশ অতিশয় লম্বা এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি উচ্চে মস্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিস্থল গলদেশ হইতে অতি উচ্চে। অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সরু ও লম্বা। ইহার মাথার খুলি অতি পাতলা। ইহার শৃঙ্গ-নির্ম্মাণ-কৌশল অতি আশ্চর্য্য। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দ্বারা গঠিত। একখানির করোটি দ্বারা এই অস্থিগুলি কপাল-পার্শ্বস্থ অস্থির সহিত সংযুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয় জাতীয় জিরাফার ললাটাস্থির সহিত উক্তরূপ একখানি অতিরিক্ত অস্থি সম্বদ্ধ আছে। এই অস্থিখানি মূলদেশে একটী নূতন শৃঙ্গের মত দেখায়। ইহাদিগের মস্তকের উপরে অনেকগুলি ভাঁজ আছে এবং এই জন্যই ইহাদিগের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ কিছু উন্নত। ইহারা পশ্চাদ্দিকে মস্তক ফিরাইতে পারে এবং আবার গ্রীবার সহিত এক রেখায় রাখিতে পারে। ইহাদিগের মেরুদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি আছে, সেই অস্থিখানি পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

জিহ্বা দ্বারা ইহাদিগের দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদ্দ্বারা ইহারা আস্বাদ গ্রহণ করে এবং হস্তী শুণ্ড দ্বারা যে কার্য্য করে, জিরাফাগণ জিহ্বা দ্বারা তাহাই করিতে পারে। ইহাদিগের জিহ্বায় কাঁটা উঠিবার পূর্ব্বে অতিশয় মসৃণ থাকে। তাহা একপ্রকার চর্ম্মস্তরে আচ্ছাদিত। এই জন্যই রৌদ্রে ইহাদিগের জিহ্বায় কোনরূপ ফোস্‌কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে জিহ্বা ১৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগের জিহ্বার নিকট একটী আধার আছে, ইহাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্যই অল্প বল প্রয়োগ করিলে ইহারা জিহ্বাকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জন্তুর জিহ্বা একটী রেখা দ্বারা লম্বভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে কতকগুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্শ্বের রক্তপ্রবাহক নাড়ী হইতে রক্তসঞ্চিত হইয়া জিহ্বার আয়তন প্রসারিত করে। রক্তাধারগুলি পরিপূর্ণ থাকিলে জিরাফাদিগের জিহ্বা ইচ্ছা হইলে বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শূন্য হইলেই আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহারা জিহ্বা দ্বারা নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করে। জিহ্বা এত ছোট করিতে পারে, যে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে।

উষ্ট্রাদি শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুদিগের পাকস্থলীতে যেরূপ জলাধার আছে, জিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেরূপ কোন জলাধার নাই। জিরাফার বৃহৎ নাড়ীও মৃগ প্রভৃতির নাড়ীর ন্যায় পেঁচাল। আর একটী সরল নাড়ী আছে, তাহা ২ ফিট্ ২ ইঞ্চ লম্বা। ইহাদিগের মূত্রাশয় গোলাকার নহে। নাসারন্ধ্রে একপ্রকার চর্ম্ম আছে, তাহাতে ইহারা ইচ্ছানুসারে নাসাপথ রুদ্ধ করিতে পারে। ইহারা মরুপ্রদেশে বাস করে এবং ঝটিকাকালে যখন বালুকণা উড়িতে থাকে, তখন ইহাদিগের নাসারন্ধ্রে, যাহাতে বালি ঢুকিতে না পারে, তজ্জন্যই বোধ হয় জগদীশ্বর উক্ত চর্ম্মাবরণের সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নাসারন্ধ্র রোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের চক্ষু খুব বড় এবং এরূপভাবে অবস্থাপিত যে ইহারা চারিদিকে কি হইতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। এমন কি মাথা না ফিরাইয়াও পশ্চাদ্দিকের সমস্ত দেখিতে পারে। ইহাদিগের চক্ষুর কিয়দংশ চক্ষুকোটর হইতে বহির্গত। অতি সন্তর্পণে ইহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়; হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে বা অনুসরণ করিলে ইহারা শত্রুকে অতি বেগে পদাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগের ক্ষুর বিভক্ত এবং রোমন্থক পশুদিগের পায়ের পার্শ্বে যেরূপ ছোট ছোট দুইটী অঙ্গুলিবৎ পদার্থ থাকে, জিরাফাদিগের তাহা নাই।

তুর্কি ভাষায় এই জন্তুকে জুরনাপা, জুরনেপা অথবা সুরনাপা কহে।

পূর্ব্বে আফ্রিকা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই জিরাফা পাওয়া যাইত না। জুলিয়াস্ সিজারের শাসনকালের পূর্ব্বে এই প্রাণী ইতালীপ্রদেশে দেখা যাইত না।

কাষ্টাইলরাজপ্রেরিত দূত যখন পারস্যরাজদরবারে গমন করিতেছিলেন, তখন বাবিলনে সুলতানের দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সহিত একটী জিরাফা ছিল। য়ুরোপীয় দূত সেই পশু সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—ইহার শরীর অশ্বের ন্যায়, গলা অতিশয় লম্বা এবং সম্মুখের পাদদ্বয় পশ্চাদ্দিকের পাদদ্বয় অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ক্ষুর গবাদির ন্যায়। সম্মুখের পায়ের ক্ষুর হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এই প্রাণী ১৬ হাত উচ্চ এবং স্কন্ধ হইতে মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ মৃগের ন্যায় পাতলা। এই প্রাণীর সম্মুখ ও পশ্চাতের পাদদ্বয়ের উচ্চতার তারতম্য এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দাঁড়াইয়া আছে কি বসিয়া আছে, তাহা ঠিক করা যায় না। ইহার শ্রোণিদেশ ক্রমনিম্ন। রঙ্ সুবর্ণের ন্যায় এবং শরীরে বড় বড় শাদা শাদা ডোরা। ইহার মুখের নিম্নভাগ হরিণের ন্যায়। ললাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোল এবং কর্ণ অশ্বের ন্যায়। ইহার শৃঙ্গের অনেকাংশ কেশযুক্ত। গলা এত উচ্চ যে অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাতা ভক্ষণ করিতে পারে। অন্যান্য পশু যে সকল বন অথবা মরুপ্রদেশে যায় না, জিরাফাগণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে; মনুষ্য দেখিবামাত্র বেগে পলায়ন করে।

জিরাফা যখন ছোট থাকে, শিকারীগণ তখন তাহাদিগকে ধরিতে পারে। বড় হইলে ইহাদিগকে ধৃত করা অতি দুষ্কর।

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফা এত উচ্চ যে, এক ব্যক্তি অশ্বে আরোহণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ দিয়া গমন করিতে পারে। জিরাফার শৃঙ্গ হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় কঠিন বটে, কিন্তু গঠন একরূপ নহে। বড় জিরাফাগুলির কপালের মধ্যস্থলে একটী কড়া আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সেই স্থান দিয়া একটী শৃঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

এই পশু দৌড়িবার কালে খঞ্জভাবে গমন করে না, এত বেগে গমন করে যে অতি দ্রুতগামী অশ্বও সকল সময় ইহার অনুসরণ করিতে পারে না। দ্রুতগমনকালে কখন বা হাটিয়া চলে, কখনও বা লাফাইয়া চলে, সম্মুখের পাদদ্বয় উঠাইবার কালে প্রতিবার পশ্চাদ্দিকে ঘাড় ফিরায়। মৃত্তিকা হইতে ঘাস খাইবার কালে অশ্বের ন্যায় জিরাফাও একখানি

হাঁটু কিঞ্চিৎ বক্র করে এবং ছোট ছোট বৃক্ষশাখা হইতে পত্র-ভক্ষণ করিবার কালে সম্মুখের পা প্রায় ২½ ফিট্ পশ্চাতের পায়ের দিকে আনয়ন করে। আফ্রিকার হটেনটটগণ এই পশুর মজ্জা বড় ভালবাসে এবং তজ্জন্যই বিষাক্ত তীর দ্বারা ইহাদিগকে শিকার করে। তাহারা জিরাফার চর্ম্ম দ্বারা জল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার প্রস্তুত করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ লে ভেলাণ্ট (Le Vaillant) বলেন, জিরাফার প্রকৃত শৃঙ্গ নাই, ইহাদের উভয় কর্ণের মধ্যস্থলে মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে দুইটী মাংসপেশী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৮।৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই দুইটী পেশী পরস্পর মিলিত হয় না, ইহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ গোল এবং লোমে আবৃত হয়। ইহাকেই সকলে সাধারণতঃ জিরাফার শিং বলে। স্ত্রী জিরাফাগুলি পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চ হয় না। উক্ত প্রাণিতত্ত্ব-বিৎ বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫।১৬ ফিট্ আর স্ত্রীগুলি ১৩ ফিট্ ১৪ ফিট্ উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। পুরুষগুলির শরীর ধূসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের ডোরা এবং স্ত্রী-গুলির ধূসরবর্ণ শরীরে তাম্রবর্ণের ডোরা। জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার ন্যায় হয়, পরে বয়স অনুসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী ভ্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে; ইহারা তুলসীজাতীয় গাছের পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে, সেই প্রদেশেই বাস করে। এই জন্তু ঘাসও খাইয়া থাকে। ইহারা রোমন্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন করে, সেইজন্য ইহাদের বক্ষের অস্থি দৃঢ় ও জানুদেশ কঠিন চর্ম্মে আবৃত। ইহারা অতিশয় শান্ত ও ভীত। ইহারা অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে এবং পদাঘাতে সিংহকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনাণ্টা (Pennanta) সাহেব বলেন, দূর হইতে দেখিলে জিরাফা চিনিতে পারা যায় না। ইহারা এরূপ ভাবে দাঁড়ায় যে দূর হইতে একটী জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় বোধ হয়, শিকারীগণ দূর হইতে জিরাফা বলিয়া চিনিতে পারে না, তজ্জন্যই ইহারা অনেক সময় মনুষ্যের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

ওগিলবি (Mr. Ogilby) সাহেব রোমন্থক পশুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিডি (Camelidœ), (২) সারভিডি (Cervidœ), মসিডি (Moshidœ) (৪) ক্যাপ্রা-ইডি (Capridæ) (৫) বোভাইডি (Bovidæ)। তিনি বলেন, উক্ত ২য় বিভাগ হইতে ক্যামিলোপার্ডের উৎপত্তি। তিনি আরও বলেন, এই জাতীয় প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই শৃঙ্গ আছে, তাহা সরল এবং চর্ম্মে আবৃত। তাহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

সর্ব্বপ্রথম জুলিয়াস্ সিজারের সময় রোমে জিরাফা আনীত হয়। ইহার বহুশতাব্দী পরে ডামাস্কাসের রাজা সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে একটা জিরাফা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রথম আনীত হয়।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের প্রাণিতত্ত্বসমিতি হইতে ৪টী জিরাফা ক্রীত হয়। এম থিবো (M. Thibaut) এই জিরাফা-গুলিকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন।



এম থিবো (M. Thibaut) আগষ্ট মাসে ডঙ্গোলায় যাইয়া আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া জিরাফা শিকার করিতে বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্ডফনে যাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা দুইটী জিরাফা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিলেন না। আরবগণ দ্রুত অনুসরণ করিয়া স্ত্রী জিরাফাটীকে হত্যা করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা আবার শিকারে বহির্গত হইয়া ১টী জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন। জিরাফা পোষ মানাইবার জন্য তাঁহারা তথায় ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটা পোষ মানিল এবং ইচ্ছা করিয়া মানুষের নিকট আসিত। মধ্যে মধ্যে থিবো ইহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তাঁহারা আরও ৪টী জিরাফা ধরিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে শীতে ৫টী জিরাফার মধ্যে ৪টী মরিয়া গেল। একটী মাত্র জিরাফা রহিল। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থিবো বহুপরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া আর তিনটী জিরাফা ধৃত করিলেন। ৪টী জিরাফা লইয়া তিনি লণ্ডনে আগমন করেন এবং পশুশালার কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। ষ্টিডম্যান সাহেব (Mr. Steedman) বলেন, জিরাফাগণ দল বাঁধিয়া বাস করে এবং এক এক দলে ৬টী হইতে ১০টী পর্য্যন্ত থাকে।

লিটাকো হইতে কএক দিবসের পথ উত্তরে গেলে জিরাফা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিরাফা সমতল ক্ষেত্রে বাস করে। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তর জিরাফা দৃষ্ট হইত, কিন্তু কএক বৎসর হইল, এখন তথায় এই প্রাণী দেখা যায় না।

জিরাফার শৃঙ্গদ্বয় ত্বগাচ্ছাদিত, পাকস্থলী জলাধারবিহীন এবং অন্যান্য অন্তরেন্দ্রিয় হরিণের তুল্য। এই নিমিত্ত কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাণীকে হরিণ ও কালসারের মধ্যে এক পৃথক্ শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, এই পশুর পশ্চাৎপদ অপেক্ষা সম্মুখের পদ দীর্ঘ। কিন্তু উহা ভ্রম মাত্র, অন্যান্য পশুর ন্যায় ইহাদেরও পশ্চাতের পদ অপেক্ষাকৃত কিছু দীর্ঘ।

এই পশুর দন্ত সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে চর্ব্বণদন্ত ২৪ এবং ছেদন-দন্ত ৮টী। উপরের মাড়ীতে এই পশুর দাঁত জন্মে না।

ইহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই ইহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহাদিগকে একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ সম্মুখে পদদ্বয় প্রসারিত অথবা জানুদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত না করিলে ইহাদের মুখ ভূমি স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা স্বভাবতঃ ধীর। এক একটা ধাড়ি জিরাফা ১০॥ হাত উচ্চ হয়।

জিল (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণস্বর, উচ্চস্বর। ২ তানপুরা বেহালাদি যন্ত্রের তার, গুণ।

জিলমরিচ (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। (Sphenoclea Zeylanica.)

জিলা (আরবী) প্রদেশ। [জেলা দেখ।]

জিলাদার (পারসী) জেলারক্ষক, শাসনকর্ত্তা।

জিল্লাবন্দী (পারসী) আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব।

জিলিঙ্গা, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটী পাহাড়। উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩০৫৭ ফিট্ এবং পরবর্ত্তী ভূমি হইতে ১০৫০ ফিট্। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপত্যকায় চা আবাদ হইতেছে।

জিলিঙ্গ্‌সিরিং, ছোটনাগপুরের একটী সহর। এই সহর লোহারডাগা নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৬১´ পূঃ।

জিলিপি (দেশজ) সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। [জিলেপি দেখ।]

জিলিপুঁটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

জিলেপ (আরবী) দূত, সংবাদবাহক, ধাবক।

জিলেপি (জিলাপী) মিষ্টান্নবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নানাস্থানে নানাপ্রকার। নিম্নে একপ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত হইল। খোসা রহিত ভিজা কলায় উত্তমরূপ বাটিয়া উহার সহিত সমপরিমাণ পরিষ্কার মিহি সবেদা অর্থাৎ আতপ তণ্ডুলের গুঁড়ি মিশাইয়া অনেকক্ষণ হস্ত দ্বারা ফেনাইতে হয়। সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটী ছিদ্রযুক্ত পুরু নেকড়ায় কিম্বা নারিকেলের খোলার কতকটা লইয়া তপ্ত ঘৃতোপরি ঝাঝরার উপর কুণ্ডলিত আকারে ছাড়িতে হয়। রীতিমত ভাজা হইলে উহা গরম গরম তুলিয়া রসে ছাড়িলেই জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্ত্তে ময়দা দেয়, পরিমাণেরও তারতম্য আছে।

জিলো, জিলোপত্তন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের তোরবতী জেলার একটী সহর।

জিল্কা, আহ্মদাবাদ জেলার একটী নদী। ইহার তীরে প্রাচীন ভীমনাথ মহাদেব অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি আছে।

জিল্‌দ (আরবী) পুস্তকবন্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খণ্ড।

জিল্‌দগর (পারসী) পুস্তকবন্ধনকারী, দপ্তরী।

জিল্লীআম্নের, বরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোর্সি তালুকের একটী গ্রাম। এই গ্রাম জাম ও বর্দ্ধানদীর সঙ্গম স্থলে জলালখেড় সহরের পরপারে অবস্থিত। ইহাকে আম্নেরও কহে।

জিল্লা (আরবী) প্রভা, শোভা, কান্তি, দ্যুতি, তেজ, চাকচিক্য।

জিল্লাদার (আরবী) দীপ্ত, শোভক, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, জাঁকাল।

জিল্লিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশভেদ। সোঽভিজনোঽস্য অণ্ তস্য রাজা বা। তদ্দেশবাসী বা সেই দেশের রাজা।

"জিল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদাননকাননাঃ" (ভারত ৬।৯ অঃ)

জিল্লেল্ল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার প্রোদ্দাতুরু তালুকের একটী গ্রাম। এখানে খালের তীরের নিকট এক প্রাচীন অস্পষ্ট শিলালিপি আছে।

জিল্লেল্ল, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজা। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাবুতুংপল্লী, পামুলপাড়ু প্রভৃতি স্থানে ইহার উৎকীর্ণ দানপত্র পাওয়া যায়।

জিল্লেল্লমুড়ি (জিলামুড়ি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেল্লূর জেলার কন্দুকুড় তালুকের একটী গ্রাম। গ্রামের উত্তরে একটী জনার্দ্দনদেব ও অপরটী আঞ্জনেয় দেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

জিব্রা, য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জিব্রাকে ইকুইডি (Equidæ) জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় পশুদিগের প্রত্যেক পাদের প্রান্তসীমায় তীক্ষ্ণ ক্ষুরে আচ্ছাদিত একটী অঙ্গুলিবৎ পদার্থ আছে এবং করভ ও পদতলের প্রতি পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। ইহাদিগের দন্ত সংখ্যা এই প্রকার—

ছেদনদন্ত $\frac{৬}{৬}$, তীক্ষ্ণদন্ত $\frac{১-১}{১-১}$, পেষণদন্ত $\frac{৬-৬}{৬-৬}$=৪২।

ইকুইডি জাতির অন্তর্ভূক্ত পশু সকল পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু অধুনা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে তাহারাও জিব্রা কোয়াগা প্রভৃতির ন্যায় স্থান বিশেষে নিবদ্ধ ছিল।

ইকুইডি (Equidæ) জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইকুয়াস (Equius) এবং অসিনাস (Asinus)।

অসিনাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত পশুদিগের লাঙ্গুলের উর্দ্ধভাগ সূক্ষ্ম লোম ও অধোভাগ দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং লাঙ্গুলের প্রান্তদেশ কেশগুচ্ছযুক্ত। ইহাদিগের শরীর কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ডোরাবিশিষ্ট। অশ্বের সম্মুখের পদে যে স্থানে উপমাংস আছে, ইহাদিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ্ণ কঠিন আঁচিল আছে; কিন্তু পশ্চাতের পদের নিম্নভাগে নাই।

ইহাদিগের শরীরের বর্ণ সর্ব্বস্থানেই প্রায় একরূপ; পৃষ্ঠোপরি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। স্থান অনুসারে এই শ্রেণীর জন্তুদিগের আকৃতির হ্রস্ব দীর্ঘ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের জিব্রা উষ্ণপ্রধান দেশবাসী জিব্রা অপেক্ষা হ্রস্বকায় ও অধিক লোমযুক্ত।

জিব্রা অসিনাস্ শ্রেণীর অন্তর্গত পশু। ইহাদিগের বর্ণ শ্বেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্য্যন্ত কাল রেখাবিশিষ্ট; নাসিকাদেশ রক্তাভ, পেট ও হাঁটুর ভিতর দিকে কোনরূপ রেখা নাই, লেজের শেষভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের ক্ষুর অপ্রশস্ত ও ক্ষুরের তলদেশ ফাঁকা ও কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার। ইহাদিগের মস্তকের খুলি কিঞ্চিৎ গোলাকার। জিব্রার লেজের শেষভাগে দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদদ্বয় উপমাংসশূন্য। ইহাদের গ্রীবাদেশ অর্দ্ধগোলাকার এবং কেশরগুলি খাড়া। পদ হইতে স্কন্দ পর্য্যন্ত ১২ হাত উচ্চ। ইহারা স্থূলকায় নহে এবং দেখিতে সুশ্রী। জিব্রাদিগের কাণ লম্বা ও প্রসারিত। ইহাদিগের গলদেশ ও শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে রেখা। পদের ডোরাগুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। জিব্রাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে ভালবাসে।' যে সমস্ত স্থানে অন্য কোন জীব গতায়াত করে না, জিব্রাগণ সেই স্থানে বাস করে।

ইহাদিগের দর্শন, আঘ্রাণ ও শ্রবণ-শক্তি অতি আশ্চর্য্য। সামান্য শব্দ হইলেই ইহারা সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করে। ইহারা অতিশয় ভীত জন্তু; পলায়নকালে কাণ ও লেজ খাড়া করিয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া পর্ব্বতের দুরারোহ স্থানে গমন করে। যে স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্থানে শিকারিগণ গমন করিতে পারে না। ইহারা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে; তখন যদি কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে দলস্থ জিব্রাগুলি ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া দাঁড়ায়; সকলের মস্তক একদিকে রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে থাকে। ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শত্রুকে আঘাত করে যে তাহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হয়। ইহারা পদাঘাতে সিংহ ব্যাঘ্রকেও দূরীভূত করিতে পারে। অল্পবয়স হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে জিব্রা মানুষের বশ্য হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির ন্যায় ইহারা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের বশবর্ত্তী হয় না। যাহা হউক, জিব্রাগণ ভারবাহী পশুর কার্য্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসিগণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিব্রার মাংস ভক্ষণ করে।



জিব্রার সহিত গর্দ্দভ ও অশ্বের সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। জিব্রাদিগের প্রকৃতি গর্দ্দভের ন্যায়; অশ্বের সদৃশ নহে। অশ্বের লেজ হইতে জিব্রার লেজ ভিন্নরূপ—অশ্বের লেজের সর্ব্বাংশ বড় বড় লোমে আবৃত; জিব্রা প্রভৃতির লেজের শেষভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত। আবার অশ্বের কেশর লম্বা ও দোদুল্যমান; জিব্রার কেশর ক্ষুদ্র ও সরল। ইহাদের বর্ণ সম্বন্ধেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশ্বের শরীরে ত্বকের সাধারণ যে রঙ্, তাহাপেক্ষা ভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চিহ্নের ক্রম আছে, কিন্তু জিব্রার শরীরে সর্ব্বদাই ডোরার আভাস দেখা যায়।

জিব্রাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহারা ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরভূমিতে একপ্রকার জিব্রা পাওয়া যায়। কেপ্‌টাউন প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া আইসে। এই স্থানের জিব্রা অতিশয় দুষ্ট ও চঞ্চল।

প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ বাফন বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে জিব্রা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহার আকার অশ্বের ন্যায় সুশ্রী, গতি মৃগের ন্যায় ক্ষিপ্র এবং ত্বক্ সাটিনের ন্যায় মসৃণ। পুরুষ জিব্রাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও পীতবর্ণ, কিন্তু অতিশয় উজ্জ্বল; স্ত্রী জিব্রার রেখাগুলি কাল ও শ্বেতবর্ণ। জিব্রাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—পার্ব্বত্য প্রদেশের জিব্রাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহাদের সর্ব্বশরীরে ডোরা। ইহারা দক্ষিণ

আফ্রিকার পর্ব্বতে বাস করে, ইহারা প্রায়ই সমতল ভূমিতে আসে না। এই জিব্রাগুলি অতিশয় বন্য। ইহারা দুরারোহ পর্ব্বতে বিচরণ করে, যখন ইহারা দলে দলে পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া বিচরণ করে, তখন কোন শত্রু আসিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য এক একটী জিব্রা প্রহরী স্বরূপ উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোনরূপ সন্দেহ হইলেই সেই প্রহরী জিব্রা একপ্রকার শব্দ করে। শব্দ শুনিবামাত্র দলস্থ সমস্ত জিব্রা এত বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদিগকে আর কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। অন্যবিধ জিব্রাকে বার্চেল-জিব্রা (Burchell's Zebra) কহে। এই শ্রেণী কেপ্‌টাউনের নিকটবর্ত্তী মালভূমিতে বাস করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণ। পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহার দুইটীর মধ্যে একটী করিয়া ধূসরবর্ণের ডোরা আছে। এই জিব্রাগুলির পদ শ্বেতবর্ণ। অন্যান্য অংশে পাহাড়ী জিব্রা ও বার্চেল-জিব্রা প্রায় একরূপ।

জিব্রাগণ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে ঝরণায় জলপান করিতে যায়। এই সময়ে ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সিংহ জিব্রাদিগকে আক্রমণ করে। কথিত আছে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে সিংহ জিব্রা শিকারে বহির্গত হয় না; কারণ তখন তাহারা দূর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে।

জিষ্ণু (পুং) জয়তি জি-গ্নু, (গ্লাজিস্থশ্চগ্স্নুঃ। পা ৩।২।১৩৯) ১ বিষ্ণু। ২ ইন্দ্র। (ভারত ৫।৭০।১৩) ৩ অর্জ্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ অর্জ্জুনের সম্মুখে আগমন করিতে পারিত না এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিতেন এই নিমিত্ত অর্জ্জুনের নাম জিষ্ণু হইয়াছিল। ৪ সূর্য্য। ৫ বসু। (ত্রি) ৬ জয়শীল, জেতা। (পুং) ৭ ভৌত্য মনুর এক পুত্র। (হরিবংশ ৭।৮৮)

জিষ্ণুগুপ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অংশুবর্ম্মার বংশধর এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। তাঁহার সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, জিষ্ণুগুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজা ছিলেন না। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় মানগৃহাধিপতি ধ্রুবদেবকে আপনার প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, এই সময়ে নেপাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণ এবং অপরদিকে অংশুবর্ম্মা ও জিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

জিহ্ (দেশজ) জিহ্বা, জিভ।

জিহাদ, জহাদ (আরবী) ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার জন্য যুদ্ধকে মুসলমানেরা জিহাদ কহে। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে যে জাতির সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অগ্রে তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে (মুসলমান ধর্ম্মে) দীক্ষিত হইতে আদেশ করা কর্ত্তব্য। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে কিম্বা জিজিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের সর্ব্বস্ব লইতে পারেন। পরাজিত অবিশ্বাসিদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিজেতা মুসলমানদিগের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই ধর্ম্মানুসারে বিধর্ম্মিদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধে কোন মুসলমান মরিলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

কিরূপ স্থলে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিধর্ম্মিগণ মুসলমান হইতে বা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করিলে এবং শত্রুকে পরাজয় করিবার উপযুক্ত সৈন্য থাকিলে, যদি অন্য কোন সন্ধি না থাকে, তবে শত্রুর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া সুন্নিদের মত। কিন্তু সিয়াগণ বলেন, ঐ সকল সত্ত্বেও ইমাম্ কিম্বা তাঁহার নিয়োজিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জিহাদ ঘোষিত হইতে পারে না। তাঁহারা এখন অদৃশ্য আছেন, সুতরাং বর্ত্তমান কালে জিহাদ অসম্ভব। ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমভিব্যাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার করেন। এরূপ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিস্তার আর কোন ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মুসলমান-অধিকৃত ভূভাগ দর-উল্-ইস্‌লাম, এবং অবশিষ্ট দর-উল্-হার্ব নামে খ্যাত। যে ভূভাগ এক সময়ে দর-উল্-ইস্‌লাম ছিল, এখন বিধর্ম্মী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাইতে পারে না।

ভারত গবর্মেণ্টের সহিত আরব, পারস্য, আফ্‌গান স্থান প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরস্পর সন্ধি বন্ধন থাকায় ভারতের উপর কোন মুসলমান রাজার জিহাদ ঘোষণা নিষিদ্ধ। সুতরাং জিহাদের নিয়মানুসারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগদান করিতে বাধ্য নহে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ ইংরাজরাজ্যে সুরক্ষিত হইয়া বাস করিতেছে, সুতরাং তাহারা জিহাদ ঘোষণা করিলে রাজদ্রোহী হইবে মাত্র।

জিহান (ত্রি) গমনীয়, প্রাপণীয়।

জিহানক (পুং) জহানক, জগতের বিনাশ।

জিহাসা (স্ত্রী) হা-সন্-ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

জিহাসু (ত্রি) দাতুমিচ্ছুঃ। হা-সন-উ। ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক।

জিহি (দেশজ) জিহ্বা, জিভ।

জিহীর্ষা (স্ত্রী) হর্ত্তুমিচ্ছা সন্ ভাবে অ। হরণেচ্ছা।

জিহীর্ষু (ত্রি) হর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সন্ ভাবে উ। হরণ করিতে ইচ্ছুক, হরণাভিলাষী।

জিহোনিয়া, জনৈক রাজচক্রবর্ত্তী। ইনি মনিগলের পুত্র। জিহোনিয়া নৃপতি কুছুলকর কাড্‌কাইনিস্ নৃপতির অধীন ছিলেন। পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক স্থানের কিছুদূরে জিহোনিয়ার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

জিহ্ম (ত্রি) জহাতি হা-মন্, সন্বদালোপশ্চ (জহাতে সন্বদালোপশ্চ। উণ্ ১।১৪০। ১ কুটিল, কুঞ্চিত, মন্দ। "আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্মউচ্যতে।" (ভারত)

(ক্লী) ২ তগর পুষ্প। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ বক্র। "জিহ্মং-সুস্নুদে" (ঋক্ ১।৮৫।১১) 'জিহ্মং বক্রং তির্য্যঞ্চ' (সায়ণ) ৪ অধর্ম্ম। ৫ অপ্রসন্ন। "বিধিসময়নিয়োগাদ্দীপ্তিসংহারজিহ্মং" (কিরাত) 'জিহ্মং অপ্রসন্নং' (মল্লিনাথ)।

জিহ্মগ (পুং স্ত্রী) জিহ্মং কুটিলং মন্দং বা গচ্ছতি, জিহ্মং-গম-ড। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। মন্দগতি।

জিহ্মগতি (পুং স্ত্রী) গম-ক্তিন্। ১ সর্প, জিহ্মগ। জিহ্মং কুটিলং গচ্ছতি। ২ বক্র গমন।

জিহ্মগামিন্ (স্ত্রী) জিহ্মং গন্তুশীলমস্য গম-ণিনি। বক্রগামী, মৃদু গমনশীল।

জিহ্মতা (স্ত্রী) জিহ্মস্য ভাবঃ, ভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কুটিলতা, বক্রতা। ২ সর্প। (রামায়ণ ২।৪৩।২)

জিহ্মবার (ত্রি) ১ অধস্তাৎ বর্ত্তমান, নিম্নদেশে থাকা। "উচ্চাবুধ্নং চক্রতুর্জিহ্মবারং" (ঋক্ ১।১১৬।৯) 'জিহ্মমধস্তাৎবর্ত্তমানং' (সায়ণ) ২ পিহিত দ্বার, আচ্ছাদিত দ্বার। "অর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুৎ" (ঋক্ ৮।৪০।৫) 'জিহ্মবারং আচ্ছাদিতদ্বারং অর্ণবং।' (সায়ণ)

জিহ্মমেহন (পুং স্ত্রী) জিহ্মং মন্দং মেহতি মিহ-ল্যু। ভেক।

জিহ্মমোহন (পুং) জিহ্মং কুটিলং মুহ্যতি মুহ-ল্যু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) অথবা, জিহ্মস্য কুটিলস্য সর্পস্য মোহনশ্চিত্ত-মোহনঃ। ভেক। (শব্দর°)

জিহ্মশল্য (পুং) জিহ্মং কুটিলং শল্যং যস্মাৎ বহুব্রী। খদিরবৃক্ষ। (জটাধর)

জিহ্মশী (ত্রি) জিহ্মং বক্রং শেতে-শী-ক্বিপ্। বক্রভাবে শয়িত, কুটিল শয়িত।- "জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোন্যা" (ঋক্ ১।১১৩)

'জিহ্মশ্যে জিহ্মং বক্রং শয়ানায় পুরুষায়' (সায়ণ)

জিহ্মাশিন্ (ত্রি) জিহ্মং মন্দং অশ্নাতি অশ্-ণিনি। মন্দভোজী। যাহারা আস্তে আস্তে ভোজন করে।

ততঃ অপত্যে শুভ্রাদিত্বা ঢক্। জৈহ্মাশিনেয়।

জিহ্মিত (ত্রি) জিহ্ম-ইতচ্। ১ ঘূর্ণিত। ২ চক্রীকৃত।

জিহ্মীকর (ত্রি) বক্রকর।

জিহ্ব (পুং স্ত্রী) হূয়তে আহূয়তেঽনেন, বাহুলকাৎ হ্বে-ড দ্বিত্বাদৌচেতি সাধুঃ। জিহ্বা।

"দ্বিসহস্রেণ জিহ্বেন বাসুকিঃ কথয়িষ্যতি।" (হরিব° ১১২।৬৫)

জিহ্বল (ত্রি) জিহ্বেন জিহ্বায়া লাতি গৃহ্লাতি পরদ্রব্যানীতি জিহ্ব-লা-ক। লুব্ধ, ভোজনলোলুপ।

"শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ জিহ্বলাঃ।

পতন্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া।" (স্মৃতি)

জিহ্বা (স্ত্রী) জয়তি বসমনয়া জি-বন্ (শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীরাঃ। উণ্ ১।১৫৪) বন্ প্রত্যয়েন হুগাগমে নিপাতনাৎ সাধুঃ। রসজ্ঞানেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায় মধুর প্রভৃতি রসাস্বাদন করা যায়, তাহাকে রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা কহে। চলিত কথায় জিব। সংস্কৃত পর্য্যায়—রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুস্রবা, রসিকা, রসাঙ্কা, রসন, জিহ্ব, রসালোলা, রসালা, রসলা, ললনা। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রচেতা। জিহ্বা সাত প্রকার—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা।"
(মুণ্ডকোপনি°)

অধিকাংশ প্রাণীরই পাঁচটী প্রধান ইন্দ্রিয় আছে; ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা একটী; ইহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায়। মনুষ্যের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে স্থাপিত; ইচ্ছানুসারে ইহার কতকাংশ এক দিক্ হইতে অন্য দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য আহার করিবার কালে অথবা মুখের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য রাখিলে এবং কথা কহিবার কালে জিহ্বার গতি নানাদিকে চালিত হয়।

জিহ্বার কার্য্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাপেক্ষা কিছু জটিল; ইহা দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা আমরা আস্বাদ গ্রহণ করি এবং দ্রব্যস্পর্শ করিতে পারি। জিহ্বার উপরিভাগ একখানি সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত। এই স্থান হইতে কোন দ্রব্যের আস্বাদগ্রহণ অথবা স্পর্শন দ্বারা তাহার গুণাগুণ বুঝিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে ইহার চালনা-শক্তি উদ্ভূত হয়।

দর্শনের সাহায্যে জিহ্বার বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অতি সূক্ষ্ম মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত, এই মাংসপেশীগুলি বিভিন্ন দিকে সংস্থাপিত এবং সকল দিকেই সমান পরিমাণে বিন্যস্ত। এই

মাংসপেশীর অধিকাংশ দ্বারা জিহ্বা শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং নিম্নভাগ মুখ ও কপোলের চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। ইহা একখানি অতি সূক্ষ্মত্বকে আচ্ছাদিত, এই ত্বক্‌খানি রসনানিঃসৃত লালা দ্বারা সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে। নিম্নপ্রদেশের চর্ম্মখানি অতিশয় পাতলা, মসৃণ এবং স্বচ্ছ। মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটী উন্নত ভাঁজ আছে। জিহ্বার উপরিভাগের ও পার্শ্বের ত্বক্ পুরু এবং নিম্নপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক কোষময়। এই ত্বকেই জিহ্বার কাঁটা থাকে এবং এই অংশেই সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। জিহ্বার নিম্নদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বারা অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহা নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত এবং ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। মাংসপেশিগুলি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বসাময় অংশ ও শ্বেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহা আবার কতকগুলি শিরা স্নায়ু ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত।

যতই জিহ্বার শেষভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার উপরিভাগের দিকে কাঁটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্শ্বে আদৌ কাঁটা দেখা যায় না। এই কাঁটাগুলি তিন প্রকার। এক রকম কাঁটা আছে, তাহা সাধারণতঃ ৭টী কি ৯টী দেখা যায়। ইহা ২০টীর অধিক বা ৩টীর কম হয় না। ইহা কোণাকারে দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত। এই গুলি ত্বকের যে যে স্থানে সংস্থাপিত সেই সেই স্থানে ত্বক্ অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই প্রকার কাঁটাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ম্যাগনি (Magnee) কহেন।

দ্বিতীয় প্রকার কাঁটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক; কিন্তু তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই কাঁটাগুলির আকৃতি একরূপ নহে—কতকগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার, কতকগুলি নলাকার, আবার কতকগুলি অতি সূক্ষ্মাকার। এই গুলি কিছু চেপ্টা এবং ইহাদিগকে লেণ্টিকুলার (Lenticular) কহে। জিহ্বার অবশিষ্ট প্রকার কাঁটাকে কনিকাল (Conical) অর্থাৎ শিখাকার কহে।

জিহ্বার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশীসূত্র ব্যতীত কতকগুলি পেশীগুচ্ছ আছে। ইহার উপর মাংস পেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অস্থি সঞ্চালিত হয়। জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন তিন জোড়া স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। ১ম, জৈহ্ব-স্নায়ু, এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত, ইহা দ্বারা সঞ্চালনশক্তি জন্মে। এই স্নায়ুগুলি সঙ্কুচিত অথবা বিচ্ছিন্ন হইলে জিহ্বা নাড়া যায় না; কিন্তু ইহার ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হয় না।

২য়, জৈহ্ব-শাখা-স্নায়ু (সময় সময় ইহাকে স্পর্শ-স্নায়ুও কহে) এই স্নায়ুগুলি দ্বারা শীত উষ্ণ জ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান জন্মে। এগুলি জিহ্বার অগ্রভাগের নিকট অধিক পরিমাণে বিন্যস্ত এবং এই অংশের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক।

৩য়, আস্বাদস্নায়ু—ইহা কতকাংশ জিহ্বার সহিত মিলিত। এই স্নায়ু দ্বারা জিহ্বার আস্বাদ জ্ঞান জন্মে।

দ্রব্যের কোন্ গুণে আস্বাদ জ্ঞান জন্মে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। স্বাদেন্দ্রিয়ের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কতক মিল আছে। উত্তেজক দ্রব্য হইলেই ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে আস্বাদ পাইবার জন্য মানুষ ওষ্ঠের সহিত জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব্দ করে। ভিন্ন রকম দুইটী জিনিষ ভক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটী ভক্ষণ করা যায়, তাহার আস্বাদ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের চক্ষুর কার্য্যও ঐরূপ। প্রথমে একটী রঙ্ দেখিয়া পরে যদি অন্য আর একটী রঙ্ দেখা যায়, তবে শেষকালে যেটী দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেত্রে অঙ্কিত হয়।

জিহ্বার উপরিভাগ পার্শ্ব এবং নিম্নভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ অন্য কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অন্যান্য অংশ শ্লেষ্মময় সূক্ষ্মত্বক্ দ্বারা নিকটবর্ত্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত। যে যে স্থানে উক্ত সূক্ষ্মত্বক্ দ্বারা মুখ মধ্যস্থ অন্যান্য স্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি ভাঁজ আছে। এই ভাঁজে অতি সূক্ষ্ম পেশীসূত্র আছে; এই সূত্রগুলি জিহ্বাকে অন্য স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার বন্ধনসূত্র স্বরূপ। প্রধান ভাঁজটীকে জিহ্বার বল্গা (Frolnum bridle) কহে। এই ভাঁজ থাকিবার জন্যই জিহ্বার অগ্রভাগ মুখের ভিতরে পশ্চাদ্দিকে অধিক দূরে ফিরান যাইতে পারে না। কাহারও কাহারও এই বন্ধনসূত্রটী জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় সে কথা কহিতে পারে না এবং দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করাও তাহার পক্ষে সুদুষ্কর হয়। উক্ত বল্গা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে বালকের জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্ত্তন করা বলে। অন্যান্য ভাঁজগুলি উপজিহ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপজিহ্বা একখানি পাতলা সূত্রোপাস্থিময় পত্র, ইহা শ্বাসনলীর কপাট স্বরূপ, শ্বাসগ্রহণের সময় একটু সরিয়া যায়, পুনরায় আবার ঐ স্থানে আইসে। পার্শ্বে দুইখানি ভাঁজ আছে, তাহাদিগকে নলী দ্বারের স্তম্ভ কহে; এই স্থানে মুখবিবর অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত। জিহ্বা-কণ্টকের পশ্চাদ্ভাগে নিম্ন প্রদেশে কয়েকটী বড় বড়

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান হইতে লালা নির্গত হইয়া জিহ্বাকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখে। নিম্নভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে বল্গা পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ খাতটী আছে, তাহা উপরিভাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গভীর; ইহার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি শিরা আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিম্নে একটী শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিগুচ্ছ আছে। য়ুরোপে এই গ্রন্থিগুচ্ছ নাক-গুচ্ছ নামে কথিত হয়, কারণ ১৬৯০ খৃঃ অব্দে নাক (Nuck) সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্চাদ্দিকের শেষভাগ চেপ্টা এবং পার্শ্বদেশে মূলাস্থির নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। জিহ্বার পেশীগুলি দুই প্রকার; প্রথম বাহ্যপেশী, ইহাদ্বারা জিহ্বার অন্য স্থলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ইহা দ্বারা জিহ্বা সেই সেই প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তর পেশী, ইহা দ্বারাই জিহ্বা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই জিহ্বার এক অংশ অন্য অংশের উপর সঞ্চালিত করা যায়।

মনুষ্য-জিহ্বার সহিত পশুদিগের জিহ্বার কতক সাদৃশ্য আছে। যে সমস্ত প্রাণী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগের জিহ্বার আকৃতি কামলার ন্যায়। জিরাফা ও পিপীলিকাভুকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। জিরাফাদিগের জিহ্বা তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য ধারণের একটী প্রধান ও বিশিষ্ট উপায়। পিপীলিকাভুক্‌দিগের জিহ্বা অতিশয় আটাল, ইহারা পিপীলিকা-স্তূপের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আটালু জিহ্বায় সংশ্লিষ্ট হইয়া পিপীলিকাগণ তাহাদের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

মার্জ্জার জাতীয় পশুদিগের জিহ্বায় শিখাকার কণ্টক নাই; ইহাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত। তদ্দ্বারা উক্ত জাতীয় প্রাণিগণ অস্থি ভঙ্গ এবং গাত্রলোম পরিষ্কার করিতে পারে। স্তন্যপায়ী জীব ভিন্ন অন্য প্রাণিদিগের জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয় নহে।

শম্বূক জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্র স্থূল শম্বূক আছে। ইহাদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত ত্বক্ নির্ম্মিত; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রভাগ নলের ন্যায়। এই ত্বক্‌খানির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের ন্যায় উন্নতি দেখা যায়। এই দাঁতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

জিহ্বা দ্বারা স্বাদগ্রহণ, চর্ব্বণ, ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত লালা মিশ্রণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যকথন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। মনুষ্য ও বানর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যাদি ধারণ, নিষ্ঠীবনপরিত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ করে। স্থলশম্বূকগণ জিহ্বা দ্বারা আহারীয় দ্রব্য চূর্ণ করে।

জিহ্বায় প্রদাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। এই রোগ হইলে জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, জিহ্বার সহিত কোন দ্রব্য সংশ্লিষ্ট হইলে অতিশয় অসহ্য বোধ হয় এবং কথা বলিতে ও কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে অতিশয় কষ্ট হয়। পূর্ব্বে কোন রোগ না হইলে এই ব্যারাম বড় একটা হয় না। জিহ্বা-প্রদাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লালা নির্গত হয়। সামান্য খাদ্য আহার এবং অতি বিরেচক ও কুলি করিবার ঔষধ ব্যবহার করিলে এই রোগ উপশম হয়; জিহ্বা চিরিয়া দিলে শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কখন কখন উপকার হয়। সময় সময় প্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্বা অতিশয় ফুলিয়া উঠে, এত ফুলিয়া উঠে, যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। সময় সময় জিহ্বাপ্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা হইতে জিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও প্রথম ২১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনরূপ সূচনা দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একটী শিশুর বিষয় বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহ্বা মুখ হইতে কতকটা বাহিরে ছিল এবং শিশুর যতই বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে লাগিল; এবং শেষে একটী গোবৎসের হৃৎপিণ্ডের আকারের ন্যায় বড় হইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বায় সাধারণতঃ ক্ষত হইয়া থাকে। (১) একটী জীর্ণ দন্তের সহিত কোন অসমান স্থানের উত্তেজনা হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দাঁত তুলিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় স্থলে সারসাপারিলার সহিত পোটাসিয়াম্ আইয়োডাইড (Iodide of Potassium) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে এবং তৃতীয় স্থলে নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে আহার করিলে এবং শয়নকালে সুস্থির থাকিলে উক্ত রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সারসাপারিলার কাথের সহিত মুসব্বরের কাথ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩বার সেবন করিলে এবং শয়নকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসায়ামাস (Hyoscyamus) সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। জিহ্বার কঠিন অথবা বহিস্ত্বকের উপর ক্ষত হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ভগ্ন দন্তের উত্তেজনায় এবং মৃৎ নলে ধূমপান করিলে এই রোগ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা জিহ্বার যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ৩৯ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অধ্যাপক রিড সাহেব (Prof. Reid of St. Andrews) ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪১

খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহার জিহ্বা ফুলিয়া ৫ শিলিং একটী মুদ্রার আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত অংশ কাটিয়া দিলে অধ্যাপক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্তু একমাসের মধ্যেই পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত হইলেন। এই রোগের প্রারম্ভেই যদি ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপশমের আশা করা যাইতে পারে।

শারীর-স্থানে জিহ্বাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) মূলপ্রদেশ, (২) মধ্যপ্রদেশ, (৩) অন্ত্যপ্রদেশ। মুখবিবরের মধ্যে অগ্রভাগকে অন্ত্যপ্রদেশ কহে। ইহা মুখ মধ্যস্থ কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মূলপ্রদেশ ও অন্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী অংশকে মধ্যপ্রদেশ কহে। এই অংশ পুরু ও প্রশস্ত। মুখ বিবরের মধ্যে পশ্চাৎদিকের অংশকে মূলপ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বার মূলাস্থির সহিত সংযুক্ত। জিহ্বামূলাস্থি ঘোটকের নালের ন্যায় বক্র এবং জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই জন্য য়ুরোপীয় ভাষায় ইহাকে লিঙ্গুয়াল অস্থি কহে। জিহ্বা দেখিয়া মানুষের রোগনির্ণয় করা যায় এবং কি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা খস্ খসে ও অমসৃণ। শরীরে যেরূপ অমসৃণ উপত্বক্ আছে, জিহ্বায়ও সেইরূপ আছে, কিন্তু জিহ্বায় খুব কম।

জিহ্বার ঠিক কোন্ স্থানে আস্বাদ গ্রহণ করা হয় এবং আস্বাদনের প্রকৃত স্নায়ুগুলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। জিহ্বার মূলদেশে যে স্থানে ম্যাঁগনি (Magnee) কণ্টকগুলি বিন্যস্ত আছে, সেই কেন্দ্র হইতে বৃত্ত পরিমিত স্থানে আমরা তীব্র-স্বাদবিশিষ্ট বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও তীব্র জিনিষের স্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়; কিন্তু পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থানে কোনরূপ স্বাদজ্ঞান হয় না। বোম্যান (Bowman) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল তালুতে স্বাদ-জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাদের গলকোষ ও দন্তমাড়ী আস্বাদ-শক্তিশূন্য।

রাসায়নিক অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়াহেতু স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদ অনুভূত হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে আমরা দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগে হঠাৎ মৃদুভাবে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ আস্বাদ অনুভব করি। জিহ্বার মূলদেশে উপরি-ভাগে যদি কোন কাচনির্ম্মিত পদার্থ অথবা একবিন্দু চোয়ান জল রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা একটু তীব্র স্বাদ পাই। জিহ্বায় শীতল বাতাস লাগাইলে কিঞ্চিৎ লবণাক্ত আস্বাদ অনুভূত হয়। ১২৫° তাপের জলে এক মিনিট জিহ্বা ডুবাইয়া রাখিয়া যদি শর্করাদি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কোনরূপই আস্বাদ পাওয়া যায় না। সুস্বাদু দ্রব্য গলিয়া জিহ্বার কাঁটা ভেদ করিয়া আস্বাদবহনকারী স্নায়ুর সহিত সংসৃষ্ট হইলে আমরা তাহার আস্বাদ পাই। আর যে সমস্ত দ্রব্য দ্রবীভূত হয় না, স্পর্শ দ্বারা আমরা সে সকল দ্রব্য অনুভব করি। অতি সুস্বাদু দ্রব্য হইলেও যদি তাহা শুষ্ক হয় এবং জিহ্বার কোন শুষ্ক অংশে সংলগ্ন করা হয়, তবে আমরা তাহার কোন আস্বাদ পাই না। জিহ্বার কাঁটার উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয়া নাড়িলে আমরা দ্রব্যের স্বাদ শীঘ্রই পাইতে পারি। মুখের মধ্যে আমরা যে স্থানে আস্বাদ পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার স্বাদ বুঝা যাইতে পারে। স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার কালে আমাদিগের ঘ্রাণ-বহনকারী স্নায়ুমণ্ডলী অল্প বিস্তর উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম দ্রব্য আহার অথবা পান করিবার কালে আমরা তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই অনুভব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমরা এক নূতন আস্বাদ প্রাপ্ত হই। শিশুকে কোন অরোচক দ্রব্য পান করাইবার কালে যাহাতে কোন রূপ আস্বাদ প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য তাহার নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ধরা হয়। কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার পর যে আস্বাদের অংশ থাকে, তাহা সাধারণতঃ তীব্র; কিন্তু অম্ল ও সঙ্কোচক ঔষধ বিশেষের পরবর্ত্তী আস্বাদ মধুর।

জিনিষের আস্বাদ দ্বারা আমরা খাদ্য দ্রব্য পছন্দ করিয়া লই এবং আস্বাদ কালে লালা নির্গত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। সাধারণতঃ সুস্বাদু দ্রব্যই আমাদিগের পক্ষে উপকারী।

জিহ্বাকে বাগিন্দ্রিয় বলিলেও কোন দোষ হয় না; জিহ্বা আছে বলিয়াই আমরা কথা কহিতে পারি এবং অন্যের নিকট আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহ্বা না থাকিলে মানবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইত না। যদিও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করা হয় বটে, তবু কথা কহিবার নিমিত্তই জিহ্বাকে ইন্দ্রিয় মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করা যাইতে পারে। এই জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা হেতুই কত লোক জগতে প্রিয় ও কত লোক জগতে অপ্রিয় হইতেছে। রূঢ় ও সকলের বিরক্তিজনক কটুকথা না বলিয়া প্রিয় ও মিষ্টকথা বলাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মনিষ্ঠ

ব্যক্তিবর্গের মতে যে জিহ্বা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করে সে জিহ্বাই বৃথা। বস্তুতঃ যে জিহ্বা দ্বারা ধর্ম্মবিষয়িণী কথা উচ্চারিত না হইয়া কেবল পরনিন্দা ও ধর্ম্মবিগর্হিত কথা প্রচারিত হয়, সে জিহ্বা মাংসপিণ্ড মাত্র।

গোসাপ প্রভৃতির জিহ্বা ভিন্নরূপ; তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। সেই জিহ্বা লম্বা লম্বা; গোসাপ অনবরতই জিহ্বা একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া লয়। ইহাদিগের জিহ্বা দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ইহাদিগের জিহ্বা অতিশয় সরু এবং অগ্রভাগ দুইটী নলীতে বিভক্ত।

কফাদি দোষ দুষ্ট হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। জিহ্বা বায়ু দূষিত হইলে শাকপত্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও রুক্ষ হয়, পিত্ত দূষিত হইলে রক্ত ও শ্যামবর্ণ হয়, কফ দূষিত হইলে ধবল আর্দ্র ও পিচ্ছিল হয়, ত্রিদোষান্বিত হইলে খরস্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়।

"শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটিতা রসনাঽনিলাৎ।
রক্তা শ্যামা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।" (ভাবপ্র°)

জিহ্বার উৎপত্তি বিষয় সুশ্রুতে এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে। উদরে পচ্যমান কফ-শোণিত-মাংসের আধ্মান জন্য রুক্মসারবৎ সার ভাগই জিহ্বারূপে পরিণত হয়।

"উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ।
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে॥"
(সুশ্রুত শা° ৪ অঃ)

জিহ্বাগ্র (ক্লী) জিহ্বায়াঃ অগ্রং ৬তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ।
"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।" (উদ্ভট)

জিহ্বাজপ (পুং) জিহ্বয়া জপঃ ৩তৎ। তন্ত্রসারোক্ত জপভেদ। যে জপ কেবল জিহ্বা দ্বারা করা যায়।
"জিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ।" (তন্ত্রসার) [জপ দেখ।]

জিহ্বাতল (ক্লী) জিহ্বায়া তলং ৬তৎ। জিহ্বার পৃষ্ঠভাগ।

জিহ্বানির্লেখন (ক্লী) জিহ্বা নির্লিখ্য হনেন জিহ্বায়া নির্লেখনং সংস্কারং নির্‌-লিখ-ল্যুট্‌। জিহ্বা-মার্জ্জন, জিবছোলা। সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা লৌহ নির্ম্মিত দশাঙ্গুলপরিমিত সূক্ষ্ম অথচ কোমল মার্জ্জনীতে জিহ্বা মার্জ্জন করিবেক। জিহ্বা মার্জ্জনে মুখের বিরসতা এবং জিহ্বা ও দন্তাশ্রিত ক্লেদ দূর হইলে আরোগ্য, রুচি ও মুখের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। (রাজব°)

জিহ্বাপ (পুং) জিহ্বয়া পিবতি পা-ক। (আতো হনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩)। ১ কুকুর। ২ ব্যাঘ্র। ৩ বিড়াল। ৪ ভল্লুক। (শব্দর°) ৫ চিত্রকব্যাঘ্র। (বিশ্ব)

জিহ্বাপরীক্ষা (স্ত্রী) জিহ্বায়া পরীক্ষা ৬তৎ। জিহ্বা যদি সরু কিম্বা পাতলা হয়, এবং তাহাতে উথার মতন ধার হয় অথচ স্ফোটকযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ বায়ুজ, জিহ্বা হইতে রক্তস্রাব হইলে পিত্তজ এবং শ্বেতবর্ণ অম্লরসাপ্লুত ও জলনিঃসৃত হইলে শ্লেষ্মজ বলিয়া বুঝিবে। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আলজিহ্বাভিমুখী হইলে সান্নিপাতিক জানিবে। ঐ অবস্থায় মুখ হইতে বাহির হইয়া উলটিয়া পড়িলে রোগীর মৃত্যু নিকট হইয়াছে বুঝিবে। (সার° কৌ°)

জিহ্বামল (ক্লী) জিহ্বায়াঃ মলং ৬তৎ। জিহ্বাস্থিত মল। (ত্রিকাণ্ড)

জিহ্বামূলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ জিহ্বামূল-ছ (জিহ্বামূলাঙ্গুলেশ্ছঃ। পা ৪।৩।৬২) বজ্রাকৃতিবর্ণ, অযোগবাহান্তর্গত বর্ণভেদ; ক, খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বামূলীয় হয়, জিহ্বামূলীয়ের চিহ্ন এই প্রকার, যথা, হরিঃ কাম্যঃ হরি × কাম্যঃ। ইহার উচ্চারণ বিসর্গের ন্যায়। "জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলং" (পাণিনি)

"অধোবিরেকযুক্তাগ্রামাত্রবদ্ধয়রূপকঃ।
জিহ্বামূলীয় ইত্যেব গজকুম্ভোপমোঽপরঃ॥" (সুপদ্মব্যাকরণ)

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল, এই জন্য ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে।

জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রদো দন্ত ইব যস্য। পক্ষী। (হারা°)

জিহ্বারোগ (পুং) জিহ্বায়া রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগান্তর্গত রসনাজাত ব্যাধি। সুশ্রুতের মতে জিহ্বাগত রোগ পাঁচ প্রকার—ত্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কণ্টক এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার। বায়ুজ জিহ্বারোগে জিহ্বা ফাটিয়া যায়, রসজ্ঞানের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ হয়, পিত্ত জন্য পীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত হয়। কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমূল কাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রগাঢ় ফুলা জন্মে, তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কফ রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধ করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাস্রাব, কণ্ডূ ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিকা হয়। (সুশ্রুত)

জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য। (ভাবপ্রকাশ।) এই রোগে বৃহৎখদিরবটিকা একটী উত্তম ঔষধ। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু সম্বন্ধীয় রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়, ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়,

জিহ্বারোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্ল দ্রব্য, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাসকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ করিবে। [মুখরোগ দেখ।]

জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায়। গুলঞ্চ, পিপ্পলী, নিম্ব ও কটকীর কাথ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কুলি করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হয়। পিত্তজ জিহ্বারোগে পত্র দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দূষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে। কাকোল্যাদিগণকৃত অতিসারণ, গণ্ডূষ, নস্য ও মধুর দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজ জিহ্বা মণ্ডলাদি অস্ত্র দ্বারা নির্লেখন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত পিপ্পল্যাদিগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। উপজিহ্বরোগে কর্কশ পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া যবক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ এবং ধূমপ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বারোগ প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরিতকী ও চিতা, এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিম্বা ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জলদ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উপজিহ্বারোগ ভাল হয়।

জিহ্বালিহ্ (পুং) জিহ্বয়া লেঢ়ি জিহ্বা-লিহ্-ক্বিপ্। কুক্কুর।

জিহ্বালোল্য (ক্লী) পেটুকতা, ঔদারিকতা।

জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যজুর্বেদীয় বংশান্তর্গত ঋষিবিশেষ।

"জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবাঁ বাধ্যোগঃ।" (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩৩)

(ত্রি) ২ জিহ্বাযুক্ত।

জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বায়া শল্যমিব। খদির বৃক্ষ। (রাজনি°)

জিহ্বাস্বাদ (পুং) জিহ্বয়া স্বাদঃ ৩তৎ। লেহন, চাটা।

জিহ্বিকা (স্ত্রী) জিহ্বা।

জিহ্বোল্লেখন (ক্লী) জিহ্বা চাঁচা।

জিহ্বোল্লেখনিকা (স্ত্রী) জিবছোলা।

জী (দেশজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মান্যসূচক পদ। মহাশয়।

জীঅক (দেশজ) সজীব, সতেজ।

জীআ (দেশজ) সজীব।

জীআপিপীড়া (দেশজ) একপ্রকার পিপীড়া।

জীআপুতা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nageia Putranjiva)।

জীআশিম (দেশজ) একপ্রকার শিমগাছ।

জীউ (দেশজ) ১ জিহ্বা, জিব, রসনা। ২ জীব।

জীঞ্জুনী, গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ পূঃ। এই সহর কুমারী নদীতীরে গোয়ালিয়র নগরের ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

জীতল, একপ্রকার প্রাচীন তাম্রমুদ্রা। [জিতল দেখ।]

জীতি (স্ত্রী) জি-ক্তিন্ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জয়। "অজীতয়েঽহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে" (ঋক্ ৯।৯৬।৪) 'অজীতয়ে অজয়ায়' (সায়ন) "অচঃ" ইতি সম্প্রসারণস্য দীর্ঘ। ২ হানি।

জীন্ (পারসী) জিন্। [জিন্ দেখ।]

জীন (ত্রি) জ্যা-ক্ত সম্প্রসারণস্য দীর্ঘঃ। জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ।

"জীনকার্ম্মুকবস্তাদীন্ পৃথক্ দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে"। (মনু ১১।১৩৮)

জীমূত (পুং) জয়তি আকাশমিতি জি-ক্ত, (জেমূর্টচোদাত্তঃ দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯১) মূড়াগমোধাতোর্দীর্ঘশ্চ। জায়তে অনিলেন বা জীবনস্য উদকস্য মূতং বন্ধো যস্যেতি বা, জ্যানং জীর্ণং জ্যা-ক্বিপ্, জিয়া বয়োহান্যা মূতো বন্ধো বা। ১ পর্ব্বত। ২ মেঘ। ৩ মুস্তা। ৪ দেবতাড় বৃক্ষ। (অমর) ৫ ইন্দ্র। ৬ ভৃতিকর। ৭ ঘোষালতা। (হেম°) ৮ সূর্য্য।

"বরুণঃ সাগরোঽংশুশ্চ জীমূতো জীবনোঽরিহা।" (ভা° ৩।৩।২২)

৯ ঋষিবিশেষ। (ভারত ৫।১১১।২৪)

"জীমূতৈরপিহিতসানুরিন্দ্রকীলঃ" (কিরাত) "জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকম্।" (ঋক্ ৬।৭৫।১)

১০ মল্লবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বল্লভ-বেশী ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত ৪।১২।১২)

১১ স্বনামখ্যাত দশার্হের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২।২৫)

১২ বপুষ্মৎ পুত্র, ইনি শাল্মলী দ্বীপের রাজা ছিলেন, ইঁহার ৭টী পুত্র হয়।

"শাল্মলস্যেশ্বরাঃ সপ্ত সুতাস্তে তু বপুষ্মতঃ।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৬)

১৩ শাল্মলী দ্বীপের একটী বর্ষ। ১৪ ছন্দোবিশেষ। ১৫ দণ্ডকভেদ।

জীমূতক (পুং) জীমূত-স্বার্থে-কন্। [জীমূত দেখ।]

জীমূতকূট (পুং) জীমূতঃ মেঘঃ কূটে শিখরে যস্য। ক্ষুদ্রশৈল, পাহাড়।

জীমূতকেতু (পুং) হিমালয়স্থিত বিদ্যাধররাজভেদ, জীমূত-বাহনের পিতা। [জীমূতবাহন দেখ।]

জীমূতমুক্তা, জীমূত অর্থাৎ মেঘ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্তা। প্রাচীন রত্নশাস্ত্রাদিতে এই অত্যদ্ভুত মুক্তার বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু মেঘে কিরূপে মুক্তা জন্মে, তাহা বুঝা যায় না। মেঘ হইতে মেঘান্তরগত তড়িৎপ্রভা কিম্বা সূর্য্য-কিরণে বিভাসিত নানাবর্ণ দীপ্তিমান্ বিমানস্থ জলকণা বা করকাখণ্ড দেখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মেঘমুক্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন, না উহা এক কবি কল্পনা মাত্র, না মেঘ মুক্তা সত্য তাহা বলিতে পারা যায় না। ফলে ইহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা মেঘমুক্তার

বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন, উহা মেঘ হইতে মুক্ত হইবামাত্র দেবগণ কর্ত্তৃক অপসারিত হয়। সুতরাং এরূপ থাকা আর না থাকা সমান কথা।

যাহা হউক প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শুক্তি, গজ, সর্পাদির ন্যায় মেঘমুক্তারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"মৎস্যাহিশঙ্খবারাহবেণুজীমূতশুক্তিতঃ।
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত্যুদ্ভবং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ মৎস্য, সর্প, শঙ্খ, বরাহ, বংশ, মেঘ ও শুক্তি হইতে মুক্তা হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অধিক।

"দ্বিপভুজগশুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥"
(বৃহৎসংহিতা।)

হস্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, মেঘ, বাঁশ, তিমি মৎস্য ও শূকর হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই উত্তম ও প্রচুর।

এতভিন্ন গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মেঘমুক্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রকারেরা ইহার আকার ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহসংহিতায় লিখিত আছে—

"বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্কন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্ভ্রষ্টম্।
হ্রিয়তে কিল খাদ্দিব্যৈস্তড়িৎপ্রভং মেঘসম্ভূতম্॥"

মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা জন্মে, সেইরূপ মুক্তাও জন্মে। করকা সকল যেমন মেঘ হইতে পতিত হয়, মেঘমুক্তাও সেইরূপ সপ্তম বায়ুর স্কন্ধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবগণ সেই তড়িৎপ্রভাময় মেঘমুক্তা হরণ করিয়া লয়।

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে—

"ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।
দুর্লভং তন্মনুষ্যাণাং দেবৈস্তৎ হ্রিয়তে হ্বরাৎ॥"

জলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জন্মে। তাহা মনুষ্যের দুর্লভ। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হরণ করেন।

"কুক্কুটাণ্ডসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।
ঘনজং ভানুসঙ্কাশং দেবভোগ্যমমানুষং॥"

মেঘজাত মণি কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে ভারি এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য, মনুষ্যেরা ইহা পায় না।

গরুড়পুরাণেও এইরূপ কথা লিখিত আছে। যথা—

"নাভোতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তৎ বিবুধা হরন্তি।
অর্চিঃপ্রভানাবৃতদিগ্বিভাগমাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বম্॥"

মেঘপ্রভব মুক্তা ধরণীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবতারা তাহা হরণ করেন। ইহা তেজ ও প্রভা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে। ইহা আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। উক্তপুরাণে আরও বর্ণিত আছে, ইহার জ্যোতিঃ হুতাশন, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরস্কার করিয়া প্রকাশ পায় এবং দিবারাত্রি উভয় ভাবেই সমান দীপ্তকর। ইহার মূল্য সম্বন্ধে উক্ত পুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

"বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরামা।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা॥"

আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিযুক্তা সুবর্ণপূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীও ঐ মুক্তার সম মূল্য হয় কিনা সন্দেহ।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কখন মহৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শত্রুহীন হইয়া সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিতে পারে। উহা যে কেবল রাজাদিগের শুভকারী এমন নহে, প্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। উহা চতুর্দ্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ করে। জল, জ্যোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং মেঘজাত মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক মেঘজাত হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতিঃ-প্রধান মেঘ হইতে জন্মিলে তাহা সুগোল, সুকান্তি ও সূর্য্য-কিরণের ন্যায় কিরণশালী, সুতরাং দুর্নিরীক্ষ্য হয়। বায়ু-প্রধান মেঘজাত হইলে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিমল ও লঘু হয়।

জীমূতমূল (স্ত্রী) জীমূতস্য মুস্তায়া মূলমিব মূলমস্য। শঠী। (শব্দর°)

জীমূতবাহন (পুং) জীমূতো মেঘো বাহনমস্য। ১ মেঘবাহন, ইন্দ্র। ২ শালিবাহনের পুত্র, গৌণ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে স্ত্রীগণ জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকে। [জিতাষ্টমী দেখ।] ৩ বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র, ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের নায়ক। জীমূতবাহন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পিতার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা ও অন্যান্য যাচক-দিগকে দারিদ্রশূন্য এবং ইহার জ্ঞাতিগণ রাজ্যলোলুপ হইলে ইনি যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্ব্বতের নিকট সিদ্ধাশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মলয়পর্ব্বতবাসী সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। একদিন ইনি বন্ধুভগিনী মলয়বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন পূর্ব্বজন্মের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলেন। ইহার পর একদিন মিত্রাবসু প্রস্তাব করিলেন, সখে! আমার ভগিনী মলয়বতীকে তোমার করে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।

জীমূতবাহন বলিলেন, সখে! পূর্ব্বজন্মে আমি ব্যোমচারী বিদ্যাধর ছিলাম, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে ক্রীড়ারত হরগৌরী আমাকে দর্শন করিয়া শাপ প্রদান করেন, সেই শাপে আমি মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া বল্লভীনগরবাসী এক ধনী বণিকের পুত্র হইয়া বসুদত্ত নামে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ গমন করিলে একদল দস্যু আমাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং চণ্ডীর মন্দিরে বলি দিবার জন্য লইয়া চলিল। চণ্ডালরাজ পূজায় বসিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আমার পরিবর্ত্তে নিজ শরীর দেবীকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল। "তুমি ক্ষান্ত হও, আমি প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" শবররাজ বর প্রার্থনা করিলেন, আমি জন্মান্তরে যেন এই বণিক তনয়ের বন্ধু হই। কিছু দিন পরে দস্যুবৃত্তির অপরাধে রাজার নিকট সেই শবররাজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি রাজার নিকট আমার প্রতি তাহার দয়াবর্ণনা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার আলয়ে ছিলেন, পরে আপনার পত্নীকে আমার আলয়ে রাখিয়া নিজ দেশে গমন করেন।

একদিন তিনি মৃগান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহারূঢ়া এক কন্যা দেখিলেন, তাহাকে আমার অনুরূপ মনে করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী আমাকে দেখিতে চাহিল, তদনুসারে বন্ধু আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। কুমারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইল। তখন আমরা সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশে আসিলাম, আমার ভাবিপত্নী বন্ধুকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিলেন। শুভদিনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ স্বদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া বলিল, আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, এইটী আমার কন্যা, ইহার নাম মনোবতী; আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিত্য বনে বনে বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়া ভাগীরথীর উপর দিয়া গমন করিতেছি, এমন সময় আমার মস্তকের মালা জলে পতিত হইল, দৈববশে দেবর্ষি নারদ সেই জলে স্নান করিতেছিলেন। মালা তাহার মস্তক স্পর্শ মাত্র তিনি শাপ দিয়া আমাকে এক সিংহ রূপে পরিবর্ত্তিত করেন। আমি তদবধি এই কন্যা লইয়া এইরূপে ছিলাম। আমার শাপের সীমা এই পর্য্যন্তই ছিল। এখন তোমরা সুখে থাক, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। কালে আমার এক পুত্র হইল, তাহার নাম হিরণ্যদত্ত রাখিলাম। তাহার প্রতি সকল ভার দিয়া মিত্র ও পত্নী মনোবতীর সহিত কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিলাম। তথায় আমার বিদ্যাধরত্ব লাভ হইলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিবার সময় মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলাম, পরে যেন ইহাদিগকে বন্ধুরূপে ও এই মনোবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হই। তখন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া এই দেহ পরিত্যাগ করিলাম। সখে! তুমি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী আমার পূর্ব্বজন্মের সহচরী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ করিতে আপত্তি কি? অনন্তর ইহার সহিত মলয়বতীর বিবাহ হইল।

একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় কোন ব্যক্তি একটী যুবাকে অত্যুচ্চ শিলার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। যুবা ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। ইনি তাহা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবা বলিল, আমার নাম শঙ্খচূড়, গরুড় আমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইনি বলিলেন, সখে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পরিবর্ত্তে গরুড়ের ভক্ষ্য হইব। এই বলিয়া শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় আসিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় সহসা পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গরুড় বিস্মিত হইয়া ইহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং ইহার অনুরোধে সমস্ত মৃত জীবকে জীবিত করিয়া দিলেন। অনন্তর ইহার জ্ঞাতিগণ ইহার মহত্ত্ব জানিতে পারিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল। ইনি সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসাগর) ৪ ধর্ম্মরত্ন নামক স্মৃতি সংগ্রহকর্ত্তা।

জীমূতবাহিন্ (পুং) জীমূতং মেঘমুদ্দিশ্য বহতি ঊর্দ্ধং গচ্ছতি, বহ-ণিনি। ধূম। (হেম°)

জীমূতাষ্টমী (স্ত্রী) গৌণ আশ্বিন মাসের অষ্টমী।

[জিতাষ্টমী দেখ।]

জীর (পুং) জবতীতি জু-রক্ (জীরীচ। উণ্ ২।২৩) ঈশ্চান্তাদেশঃ। ১ জীরক। ২ খড়্গ। ৩ অণু। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ জবশীল। ৫ ক্ষিপ্র। (উজ্জ্বল) "উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বঃ" (ঋক্ ১।১৪১।১২) 'জীরাশ্বঃ ক্ষিপ্রাশ্বঃ' (সায়ণ) ৬ শত্রুর বয়োহানিকর। "প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্ত্যং" (ঋক্ ১।৪৪।১১) 'জীরং শত্রুণাং বয়োহানিকরং' (সায়ণ) ৭ বিদ্যাযুক্ত। 'জীরং বিদ্যাবন্তং' (দয়ানন্দভাষ্য)

জীরক (পুং) জীর-সংজ্ঞায়াং কন্। স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্রব্যবিশেষ, জীরা। পর্য্যায়—জরণ, অজাজী, কণা, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নিশিখ, মাগধ, দীপক। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দীপন, বাত, গুল্ম, আগ্মান, অতীসার, গ্রহণীও

কৃমিনাশক। (রাজনি°) রুচি ও স্বরকর, গন্ধযুক্ত, কফবাত-নাশক, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, লঘু ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজব°)

জীরক তিনপ্রকার—শ্বেতজীরক, কৃষ্ণজীরক ও বৃহৎ জীরা। শুক্লবর্ণ জীরকে জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক বলে, কৃষ্ণজীরকে সুগন্ধ, উদ্গারশোধণ, কণা, অজাজী, সুগবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা এবং বৃহৎ জীরাকে উপকুঞ্চী ও কুঞ্চী বলে। পারস্য ভাষায় জীরক ও জির, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় জীরা, আরব্য ভাষায় কমুন, ইংরাজী ভাষায় কিউমিন (Cumin) ও ব্রহ্ম ভাষায় জীয় কহে।

জীরা গাছে জন্মে। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার—শাদা ও কাল। এদেশে কালকে কালজীরা ও শাদাকে শাজীরা বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজিরা অর্থে শাদা ও কাল উভয়বিধ জীরাই বুঝায়।

জীরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে; বঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে।

শাদা জীরা বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জীরার গাছ ছিলনা, পারস্য দেশ হইতে এখানে আনা হইয়াছে এবং ভারতের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই গাছের আমদানী হইয়াছে। এই জীরার রঙ্ ধূসর, স্বাদ উত্তম কিন্তু মৌরির ন্যায় নহে ও কিছু তীব্র। য়ুরোপে এবং সিসিলি ও মাণ্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বহু পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। জীরা দ্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক) প্রস্তুত হয়। এই তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও পরিষ্কার; কিন্তু ইহার আস্বাদ কটু ও কষায় গুণযুক্ত এবং ঘ্রাণ বিরক্তিজনক।

জীরা সাধারণতঃ বাতঘ্ন ও বায়ুনাশক, সুগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। উদরাময় ও অজীর্ণরোগে জীরা ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইহা সঙ্কোচক। ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের বাজারেই জীরা পাওয়া যায়; ইহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল বায়ুনাশক। জীরা ও তাহার তৈল উভয়েরই ধনিয়ার ন্যায় বায়ুনাশক গুণ আছে; কিন্তু ঔষধার্থে ভারতবর্ষীয়গণ ইহা যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, য়ুরোপীয়গণ সেরূপ করেন না। ইহার শৈত্যগুণ অধিক; এই জন্য মেহরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপদাহ ও যন্ত্রণা আরোগ্য হয়। য়িহুদীগণ ত্বক্‌ছেদনকালে জীরার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানগণ জীরার অতিশয় প্রশংসা করেন; তাঁহারা পিষ্টকের মসলারূপে ব্যবহার করেন। আরব ও পারস্যদেশীয় গ্রন্থে ৪ প্রকার জীরার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—ফরসি, নবতি, কিরমানি অর্থাৎ কৃষ্ণজীরা এবং শানূ অর্থাৎ সিরীয় জীরা।

বৈদ্যক মতে বিছায় কামড়াইলে মধু, লবণ এবং ঘৃতের সহিত জীরা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ডাক্তার র‍্যাটন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্তাধিক্য হেতু বমনকালে নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীরা সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রসূতিকে দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য কালজীরা খাওয়ান হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণে ঘৃত মাখিয়া নলে সাজিয়া জীরার ধূমপান করিলে হিক্কা সরিয়া যায়। জীরার দ্বারা অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহেব প্রণীত চিকিৎসাতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

জীরা অনেকাংশে সলুফার ন্যায়; কিন্তু সলুফাপেক্ষা কিছু বড় ও রঙ্ উহাপেক্ষা কিছু ফিকে। পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ জীরা মসলারূপে ব্যবহার করিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখন সলুফা ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে জীরা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও ইহা দ্বারা একরূপ সুস্বাদু আচার প্রস্তুত হয়।

জীরা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপে এই মসলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এখন য়ুরোপে সলুফা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাণ্টা, সিসিলি এবং মরক্কো হইতে জীরা ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়; ভারত হইতেও অল্প পরিমাণে যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে জীরার রপ্তানী উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে জীরা ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতে জীরার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রায় ৪গুণ অধিক; কিন্তু কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণে জীরা ব্যবহৃত হয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। বোম্বাই প্রদেশে জব্বলপুর, গুজরাট, রতলম এবং মস্কট হইতে জীরা আমদানী হয়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, জীরার ধূমপান করিলে মুখ বিবর্ণ হয়। [কৃষ্ণজীরক দেখ।]

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীরক রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচি-

জনক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকারক এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতীসারনাশক। (ভাবপ্র°) ইহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুগন্ধ, বায়ুনাশক ও উষ্ণকারক।

জীরকাদিমোদক (পুং) জীরক আদির্যস্য সঃ তাদৃশঃ মোদকঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জিত ও বস্ত্রপূত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটী, যষ্ঠীমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্য-রত্নাবলী গ্রহণ্যধিকার)

আরও একপ্রকার জীরকাদি মোদক আছে, তাহার প্রস্তুত প্রণালী এই প্রকার। জীরক, ত্রিফলা, মুস্ত, গুড়্‌চীত্বক্, অভ্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরত্বক্, এলাচ, লবঙ্গ, ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ। সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবনের পর শীতল জল সেবন করিতে হয়। এই মোদক জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা এবং পাণ্ডুরোগনাশক। এই মোদক স্বয়ং মহাদেব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (কালী° চিকিৎসাসারস° জ্বরাধিকার)

জীরকাদ্যচূর্ণ (ক্লী) জীরকাদ্যং চূর্ণং কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্ফা, দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ, এই সমুদয় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণ্যধিকার)

জীরকাদ্যমোদক (পুং) জীরকাদ্যঃ মোদকঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনিয়া ৩ পল, শুল্ফা, যমানী, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬।০ সের, ঘৃত ৮ পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল।

ইহা সেবনে সূতিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

জীরণ (পুং) জীরকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ণঃ। জীরক। (রাজনি°)

জীরদানু (পুং) জীরঃ ক্ষিপ্রঃ জবশীলঃ বা দানুর্যস্য। জীরদানু। ১ শীঘ্র দান। "বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং" (ঋক্ ১।১৬৬।১৫) 'জীরদানুং জবশীলদানং" (সায়ণ) "জীর দানুরেতো দধ্যত্যোষধীষু" (ঋক্ ৫।৮৩।১) 'জীরদানুঃ ক্ষিপ্রদানঃ' (সায়ণ) ২ ক্ষিপ্রদাতা।

জীরা, ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটী গ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে একটী হাট বসে। হাটে সন্নিহিত গারোগণ লাক্ষা প্রভৃতি পর্ব্বতজাত দ্রব্য বিনিময়ে বস্ত্র, লবণ, তণ্ডুল ও শুষ্ক মৎস্যাদি লইয়া যায়। ঐ গ্রামের নামানুসারে জীরাদ্বার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতরুসম্বলিত একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ আছে।

২ গুজরাটের একটী সহর। ইহা রাজকোটের দক্ষিণপূর্ব্বে ৭১ মাইল দূরে এবং বরোচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪´ পূঃ।

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাঘেলখণ্ডের একটী সহর। ইহা সাসিরাম হইতে ১২৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ২৭´ পূঃ।

জীরা, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর জেলার একটী তহসীল। পরিমাণফল ৫০০ বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা ৩৪৪। এই তহসীলের ভূমি সর্ব্বত্র সমান, একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গিরিগহ্বরাদি নাই। বন্যাজল খালে আসিয়া পড়ে, তাহাতেই কৃষি সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, কার্পাস, গোধূম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও ফলমূলাদি। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেফ ১টী দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে ৫টী থানা আছে।

২ পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জীরা তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২´ ২৫´´ পূঃ। ইহা ফিরোজপুর হইতে লুধিয়ানা যাইবার পথে ফিরোজপুর নগর হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যানশ্রেণী পরিবেষ্টিত এবং

সুন্দর রূপে নির্ম্মিত। একটী খাল ইহার নিকট দিয়া গিয়াছে। ইহাতে দুইটী বাজার আছে। এখানে তহসীলদারের কাছারী, থানা, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, মিউনিসিপালহল সরাই, বাঙ্গলা প্রভৃতি আছে।

জীরাগুড় (ক্লী) জীরাযুক্তং গুড়ং মধ্যলো°। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ, ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ক্ষেৎপাপড়া, গুড়ূচী ও বাসকের কাথ বা ত্রিফলার রস, জীরা, গুড়, মধু ও সেফালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় হয়, এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মযুক্ত বিষমজ্বর ও সাধারণ বিষমজ্বর বা সর্ব্বপ্রকারজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগনাশক। (চিকিৎসাসারস° জ্বরা°)

অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, গুড়, জীরা ও মরিচ একত্র করিলে তাহা প্রস্তুত হয়, এই জীরাগুড় ঐকাহিক জ্বরে আশুফলপ্রদ।

"জীরকং গুড়সংযুক্তং কিঞ্চিন্মরিচসংযুতম্।
জয়দেকাহিকং সদ্যো রণে বীররিপূনিব॥" (চিকিৎসাসারস°)

জীরাধ্বর (ত্রি) [বৈ] বিঘ্ন বা বিপদ্-রহিত।

জীরাশ্ব (ত্রি) [বৈ] ক্ষিপ্রগতি অশ্বযুক্ত।

জীরি (পুং) জীর্য্যতি জৄ-বাহুলকাৎ রিক্। ১ মনুষ্য। "রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি" (ঋক্ ৩।৫১।৫) 'জীর্য্যন্তি ইতি জীরয়ো মনুষ্যাঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক। "প্রজীরয়ঃ সিস্রতে সধ্রাক্ পৃথক্" (ঋক্ ২।১৭।৩) 'জীরয়ো জরয়িতারঃ" (সায়ণ)

জীরিকা (স্ত্রী) জীর্য্যতি জৄ-রিক্-ঈশ্চান্তাদেশঃ ততঃ স্বার্থে কন্। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি°)

জীর্ণ (ত্রি) জৄ-ক্ত তস্য নিষ্ঠা নত্বং (গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষেতি। পা ৩।৪।৭২) ১ বয়ঃপ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত। ২ পুরাতন। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" (গীতা)

(পুং) ৩ জীরক। (রাজনি°) ৪ শৈলজ। (রাজনি°)

(ত্রি) ৫ উদরাগ্নি দ্বারা যাহার পরিপাক হইয়াছে, পরিপক্ব। "জীর্ণমন্নপ্রশংসীয়াৎ শস্যঞ্চ গৃহমাগতং।" (চাণক্য)

কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত হইলে জীর্ণ হয়, তাহার বিষয় জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। নারিকেলের সহিত তণ্ডুল, ক্ষীরের সহিত রসাল, জম্বীরোত্থ রস ও মোচাফলের সহিত ঘৃত, গোধূমের সহিত কর্কটী, মাংসের সহিত কাঞ্জিক, নারঙ্গের সহিত গুড়, পিণ্ডারকে কোদ্রব, পিষ্টান্নে সলিল, পিয়াল ফলে পথ্যা, ক্ষীরভবে খণ্ড ও তক্র, কোলম্বজে ঈষদুষ্ণ জল, এবং মৎস্যে আম্রফল শীঘ্র জীর্ণ হয়। জলপানের পর মধু, পৌষ্করজে তৈল, পনসে কদল, কদলে ঘৃত, ঘৃতে জম্বুরস, নারিকেল ফল ও তালবীজে তণ্ডুল; দাড়িম, আমলক, তাল, তিন্দুকী, বীজপুর ও লবলী বকুলফলের সহিত; মধুক, মালূর, নৃপাদন, পরূষ, খর্জ্জুর ও কপিত্থ পিচুমর্দ্দ বীজের সহিত, ঘৃতের সহিত তক্র; মাতুলপত্রকের সহিত গোধূম, মাষ, হরিমন্থ, সতীন ও মুদ্গ; শৃঙ্গাটক ও মধুফলের সহিত মুস্ত, মাংস ও পনসের সহিত আম্রবীজ, সৈন্ধবের সহিত কৃশর (তিলযাউ); মহিষদুগ্ধ পিপ্পলী ও দিপ্যকের সহিত চিপিট; কর্পূর, সুপারি, নাগবল্লী, কাশ্মীর, জাতিফল, জাতিকোশ, কস্তূরিকা, সিহ্লক ও নারিকেলজল সমুদ্রফেনের সহিত; শ্যামাক, নীবার, কুলথ, ষষ্ঠী, চিঙ্কা ও কুলথ তিলতৈলের সহিত; কশেরু, শৃঙ্গাট, মৃণাল ও খর্জ্জুরখণ্ড নাগরের সহিত, অম্ল বা ঈষদুষ্ণ অন্নের সহিত ঘৃত, কাঞ্জিকের সহিত তিলতৈল; পনস ও আমলক সর্জ্জমজ্জার সহিত, মৎস্য ও মাংস শুক্তের সহিত এবং বহ্নিপক্ব মাংসের সহিত মৎস্য জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপিঞ্জলের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উষ্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে জীর্ণ হয়। শঙ্খচূর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ জীর্ণ হয়। মুদ্গযূষের সহিত পায়স, বার্ত্তাকু, বংশাঙ্কুর, মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেষবরের সহিত জীর্ণ হয়। তিল-নালজের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। চঞ্চুক, সিদ্ধার্থক ও বাস্তুক গায়ত্রিসারের কাথে শীঘ্র জীর্ণ হয়। শ্রমজে মৃগমাংস হিতকর, সুরতাবসানে সুনিদ্রা, অতি ব্যবায়ে ছাগাণ্ড হিতকর এবং তিলতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণরোগ ভাল হয়।

জীর্ণক (ত্রি) জীর্ণপ্রকারঃ স্থূলাদিত্বাৎ কন্। জীর্ণপ্রকার।

জীর্ণজ্বর (পুং) জীর্ণঃ পুরাতনো জ্বরঃ কর্ম্মধা। পুরাতন জ্বর, ১২ দিনের অধিক হইলে জ্বর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হয়। এই জ্বরের বেগ মন্দগামী।

"যো দ্বাদশভ্যো দিবসেভ্য উর্দ্ধং
দোষত্রয়স্তদ্দ্বিগুণেভ্য উর্দ্ধম্।
নৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগো
ভিষগ্‌ভিরুক্তো জ্বরএষ জীর্ণঃ॥" (বৈদ্যক)

পুরাতন জ্বরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হয়, শরীর দুর্ব্বল হইলে জ্বরের তেজঃ বৃদ্ধি হয়। [জ্বর দেখ।]

জীর্ণজ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জীর্ণজ্বরে অঙ্কুশ-ইব যোরসঃ কর্ম্মধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, রসের দ্বিগুণ গন্ধক ও টঙ্কণ, রসের সমান বিষ, বিষের পঞ্চগুণ মরিচ, কট্‌ফল ও দন্তীবীজ, মরিচের সমান এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারক, ইহার নাম জীর্ণজ্বরাঙ্কুশ।

এই ঔষধ ত্রিদোষজ সকল প্রকার জ্বর বা উৎকট জ্বর, বিজ্বর জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বরকে আশু বিনাশ করে এবং কাশ শ্বাস অরোচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে। (চিকিৎসাসারস° জ্বরাধিকার)

জীর্ণতা (স্ত্রী) জীর্ণস্য ভাবঃ জীর্ণ-তল্ টাপ্। জীর্ণত্ব, পুরাতন হওয়া।

জীর্ণদারু (পুং) জীর্ণমিব দারু যস্য। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিধারা। পর্য্যায়—জীর্ণফঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা, সূক্ষ্মপর্ণা। ইহার গুণ—গৌল্য, পিচ্ছিল, কফকাস ও বাতদোষনাশক এবং বল্য। (রাজনি°)

জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ণঃ দেহঃ যস্য বহুব্রী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ শরীর, যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে।

জীর্ণপত্র (পুং) জীর্ণং পত্রমস্য বহুব্রী। ১ পট্টিকালোধ্র, পাঠিয়া-লোধ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ জীর্ণপত্রযুক্ত।

জীর্ণপত্রিকা (স্ত্রী) জীর্ণানি পত্রাণ্যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ ততষ্টাপ্ অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি°)

জীর্ণপর্ণ (পুং) জীর্ণানি পর্ণানি যস্য বহুব্রী। ১ কদম্ব। (রাজনি°) (ক্লী) জীর্ণং পর্ণং কর্ম্মধা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা। জীর্ণং পর্ণং তাম্বূলং এইরূপ সমাস বাক্যে পুরাতন তাম্বূল।

"পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণপর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী॥" (বৈদ্যক)

তাম্বূলের অগ্রশিরা বাদ দিয়া ভক্ষণ করিবে।

জীর্ণফঞ্জী (স্ত্রী) জীর্ণা ফঞ্জী কর্ম্মধা। বৃদ্ধদারকবৃক্ষ, বিধারা। (রাজনি°)

জীর্ণবুধ্ন (পুং) জীর্ণোঽদৃঢ়ো বুধ্নোমূলমস্য বহুব্রী। পট্টিকা-লোধ্র। (রাজনি°)

জীর্ণবুধ্নক (ক্লী) জীর্ণোবুধ্নোমূলং যস্য বহুব্রী, ততো-কপ্। ১ পট্টিকালোধ্র। (রাজনি°) ২ পরিপেল, কেউটামুতা।

জীর্ণবজ্র (ক্লী) জীর্ণং পুরাতনং বজ্রং হীরকমিব। বৈক্রান্ত-মণি। (রাজনি°)

জীর্ণবস্ত্র (ক্লী) জীর্ণং বস্ত্রং কর্ম্মধা। পুরাতন বস্ত্র, পর্য্যায়—পটচ্চর। (অমর)

জীর্ণসীতাপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী প্রাচীন নগর। একজন জৈন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বেলগাঁ ও শাপুর যে স্থলে অবস্থিত জীর্ণসীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। আজও ইহার দুর্গপ্রাচীর ও পুষ্করিণী প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

জীর্ণা (স্ত্রী) জৄ-ক্ত টাপ্। ১ স্থূলজীরা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রাচীনা, পুরাতনী।

জীর্ণাস্থিমৃত্তিকা (স্ত্রী) কৃত্রিম মৃত্তিকাভেদ, কৃত্রিম মৃত্তিকার বিষয় শব্দার্থচিন্তামণিতে এই প্রকার লিখিত আছে। শিলা-জতু স্থলে মনোহর দীর্ঘ গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্তে দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের অস্থি দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সর্জ্জিক্ষার, মহা-ক্ষার, মৃৎক্ষার, লবণ, গন্ধক ও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, এই-প্রকার ৬ মাস করিয়া পাষাণ মৃত্তিকা দিতে হইবে। এইরূপে তিন বর্ষে সকল বস্তু একত্র হইয়া প্রস্তর সদৃশ হয়। পরে সেই গর্ত্ত হইতে তাহা তুলিয়া চূর্ণ করিয়া পাত্র প্রস্তুত করিবে। এই পাত্রে ভোজন অতি প্রশস্ত, ভোজন দ্রব্য যদি বিষদূষিত হয়, তাহা হইলে এই পাত্রে দিলে জানিতে পারা যায়। এই পাত্রে যদি মহাবিষ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, দূষীবিষাদির সংযোগ হইলে স্ফোটাকৃতি চিহ্ন হয় এবং ক্ষুদ্র-বিষ সংযুক্ত হইতে কৃষ্ণবর্ণ হয়।

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্ণস্য সংস্কারঃ ৬তৎ। মেরামত, ভাঙ্গা দ্রব্য সারা।

জীর্ণসংস্কৃত (ত্রি) জীর্ণস্য সংস্কৃতঃ ৬তৎ। যাহার মেরামত করা হইয়াছে।

জীর্ণি (স্ত্রী) জৄ ক্তিন্। জীর্ণতা। (অমর)

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ণস্য পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গাদেরুদ্ধারঃ ৬তৎ। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির উদ্ধার, ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কার, যে বস্তু জীর্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা তাহা পূর্ব্ববৎ সম্পাদন। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীর্ণো-দ্ধারের বিষয় অগ্নিপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

মূর্ত্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষা করিবে, অতি জীর্ণ হইলে পরিত্যাগ করিবে, ভগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে সংহার বিধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া গুরু রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাদি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে। ধাতুজ বা রত্নজ হইলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। যে পরিমাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই পরিমাণ মূর্ত্তি শুভদিনে স্থাপিত করিতে হয়, কূপ, বাপী ও তড়াগাদির জীর্ণোদ্ধার মহা ফলজনক।

অনাদি সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদি (অর্থাৎ যে লিঙ্গ কেহ প্রতিষ্ঠিত করে নাই) ভগ্নাদি হইলে প্রতিষ্ঠাদি জীর্ণোদ্ধার করিবার আবশ্যক করে না, কিন্তু সেই মূর্ত্তির মহাভিষেক করিবে। "জীর্ণোদ্ধারং করিষ্যে," এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। "ওঁ ব্যাপকেশ্বরশিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া শত অঘোর মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে অগ্নি স্থাপিত করিয়া

ঘৃত ও সর্ষপ দ্বারা সহস্র হোম করিবে। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব দ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের হোম করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—

"জীর্ণভগ্নমিদং চৈব সর্ব্বদোষাবহং নৃণাং।
অস্যোদ্ধারে কৃতে শান্তিঃ শাস্ত্রে ঽস্মিন্ কথিতা ত্বয়া॥
জীর্ণোদ্ধারবিধানঞ্চ নৃপরাষ্ট্রহিতাবহম্।
তদধিতিষ্ঠতাং দেব! প্রহরামি তবাজ্ঞয়া॥"

হোমাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে।

"লিঙ্গরূপং সমাগত্য যেনেদং সমধিষ্ঠিতম্।
যায়াস্ত্বং সম্মিতং স্থানং সন্ত্যজ্যৈব শিবাজ্ঞয়া॥
অত্র স্থানে চ যা বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যেশ্বরৈর্যুতা। শিবেন সহ সংতিষ্ঠ।"

এই মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রিত জলদ্বারা অভিষেক করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইলে মধু মাখাইয়া দগ্ধ করিবে। হেম ও রত্নাদি নির্ম্মিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শান্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র দ্বারা সহস্র তিলহোম করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে—

"ভগবান্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
জীর্ণলিঙ্গসমুদ্ধারঃ কৃতস্তবাজ্ঞয়া ময়া॥
অগ্নিনা দারুজং দগ্ধং ক্ষিপ্তং শৈলাদিকং জলে।
প্রায়শ্চিত্তায় দেবেশ! অঘোরাস্ত্রেণ তর্পিতং॥
জ্ঞানতো ঽজ্ঞানতো বাপি যথোক্তং ন কৃতং যদি।
তৎ সর্ব্বং পূর্ণমেবাস্তু ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"গোবিপ্রশিল্পিভূতানামাচার্য্যস্য চ যজনঃ।
শান্তির্ভবতু দেবেশ! অচ্ছিদ্রং জায়তামিদম্॥"

নূতনমূর্ত্তি স্থাপন করিলে এই মাত্র বিশেষ—

"ত্বৎপ্রসাদেন নির্বিঘ্নং দেহং নির্ম্মাপয়ত্যসৌ।
বাসং কুরু সুরশ্রেষ্ঠ! তাবত্ত্বং চাল্পকে গৃহে॥
বসন্ ক্লেশং সহিস্বেহ মূর্ত্তিং বৈ তব পূর্ব্ববৎ।
যাবৎ কারয়েৎ ভক্তঃ কুরু তস্য চ বাঞ্ছিতম্॥"

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া যথাবিধি অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

২ জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার। যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ প্রভৃতি ভগ্ন হয়, এবং রাজা যদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। যে সকল লোক ভগ্ন দেবালয় প্রভৃতি সংস্কার করে, তাহারা দ্বিগুণ ফল লাভ করে। যাহারা পতিত এবং পতমান দেবগৃহাদিকে রক্ষা করে, তাহারা অন্তে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন করে। নূতন দেবগৃহ প্রতিষ্ঠাদি অপেক্ষা জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক।

"মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ।" (বিষ্ণুরহস্য)

বাপী, কূপ, তড়াগ, নদী প্রভৃতির সংস্কার করিলেও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। (স্মৃতি)

জীর্বি (পুং) জীর্য্যতি ছিন্নী ভবত্যনেন জৄ-ক্বিন্ (জৄশৄস্তৄ জাগৃভ্যঃ ক্বিন্। উণ্ ৪।৫৪) ১ কুঠার। (উজ্জ্বল) ২ শকট। ৩ কায়। ৪ পশু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

জীব (পুং) জীবনমিতি জীব-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) বা জীবতি জীব-ক। ১ প্রাণী। ২ জীবন্তীবৃক্ষ। ৩ বৃহস্পতি। ৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ। পর্য্যায়—আত্মা, পুরুষ, পুদ্গল, অন্তর্যামী, ঈশ্বর। (ত্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বৃত্তি, আজীবিক। (মেদিনী) জীব জীবের জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সহস্ত জীবের অহস্ত জীব জীবিকা, চতুষ্পদ জীবদিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না, একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

"অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥"(ভাগ° ১।১৩।৪৭)

৮ মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্র। ৯ কার্য্যকারণ সমূহ। সূক্ষ্ম জীবের পরিমাণ কেশাগ্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় তাহাকে সহস্রভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত সূক্ষ্ম। "বালাগ্রো শতশো ভাগঃ কল্পিতস্য সহস্রধা। তস্যাপি শতশোভাগো জীবঃ সূক্ষ্ম উদাহৃতঃ।" (শব্দ) [জীবাত্মা দেখ] ১৬ বিষ্ণু।

"জীবো বিনয়িতা সাক্ষীঃ মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।৬৮)

১৭ অশ্লেষা নক্ষত্র। (জ্যোতিঃ) ১৮ মহা নিম্ববৃক্ষ।

"মহানিম্বঃ স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টিনিম্বকশ্চ কার্ম্মুকো জীব ইত্যপি॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্ব°)

জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হন না। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে ও ব্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। জলপান ও বৃক্ষফলাদি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। প্রত্যেক পদার্থই জীবযুক্ত, প্রতি পদবিক্ষেপে কত জীবহিংসা হইয়া থাকে, কে

তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই জীবহিংসা জন্যই জীব-বিমুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত জগৎ জীব পরিব্যাপ্ত।

"জীবৈর্গ্রস্তমিদং সর্ব্বমাকাশং পৃথিবী তথা।
অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে॥
অহিংসেতি যদুক্তং হি পুরুষৈর্বিস্মিতৈঃ পুরা।
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম॥"
(ভারত বনপর্ব্ব ২০৭ অঃ)

১০ অনেকান্তবাদিদিগের পারিভাষিক জীবাস্তিকায় (অর্থাৎ জীবসংজ্ঞক) পদার্থভেদ, ইহা তিনপ্রকার অনাদি সিদ্ধ, মুক্ত, বদ্ধ। আদি হইতেই সিদ্ধ, যিনি সাধনাদি দ্বারায় সিদ্ধ নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইহার নাম জীবাস্তিকায়। যাহার বন্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি অপগত হইয়াছে, যিনি ত্রিবিধ দুঃখের অতীত এবং যাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি বিমুক্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত। যিনি সর্ব্বদা মোহাদি আচরণ বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন, তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অস্মদাদির সদৃশ সাধারণ সংসারী জীব। ১১ উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ বাক্‌মন অন্তঃকরণসমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, বাক্ মন অন্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হন্।

১২ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য; ভূত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটী; শরীর আকাশ অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রবিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মশরীরত্রয়ে অবস্থিতি করিলে জীবপদবাচ্য হন, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই প্রকার এই শরীরত্রয় বিনষ্ট হইলে জীবও ব্রহ্মে লয় হয়।

১৩ দর্পণস্থিত মুখ প্রতিবিম্বের ন্যায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্য-প্রতিবিম্ব বুদ্ধি ও চৈতন্য যখন প্রতিবিম্বিত হন, তখনই তিনি জীব বলিয়া অভিহিত হন।

১৪ প্রাণাদিকালের ধারয়িতা, যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন তাহাকে জীব বলা যায়।

"প্রাণান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্ জীব উচ্যতে।" (ভাগবত)

১৫ লিঙ্গদেহ।

"এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতঃ।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥" (ভাগবত)

পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, গুণ, সত্ত্ব, রজ, তম, ষোড়শ বিকৃতি, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত ইহাদিগের সহিত অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত যুক্ত হইলে জীবপদবাচ্য হয়, এই জীবের পরিণাম কেশাগ্রের সহস্র ভাগের এক ভাগ সদৃশ।

"বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্রুতি)

জীব-উন্নিশা বেগম, সম্রাট্ আলমগীরের কন্যা। ১০৪৮ হিজিরা ১০ই সবাল তারিখে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে) ইহার জন্ম হয়। আরব্য ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন; সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, ইনি জীব-উল তফশীর নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার ছিল। ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পারস্য ভাষায় একটী দিবান লিখিয়াছেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন; ১১১৩ হিজিরায় (১৭০২ খৃঃ অব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীর কাবুলী দরজার নিকট ইহাকে সমাধিস্থ করা হয়; রাজপুতানায় লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণকালে ইহার সমাধিমন্দির ভঙ্গ করা হইয়াছে। জীব-উন্নিশা বেগম মথ্‌ফী নামেই খ্যাত ছিলেন।

জীবক (পুং) জীবয়তি আরোগ্যং করোতি জীব-ণিচ্-ণ্বুল্। জীববৃক্ষ, অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধবিশেষ। পর্য্যায়—কূর্চ্চশীর্ষ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, জীবন, দীর্ঘায়ুঃ, প্রাণদ, জীব্য, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরঞ্জীবী, মধুর, মঙ্গল্য, কূর্চ্চশীর্ষক, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্, জীবদ, বলদ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুরোগ, ক্ষয়, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনিং) বলকারক, কৃশতা ও বাতনাশক। ইহা সেবন করিলে জীবন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহাকে জীবক কহে। জীবক, কন্দ, কিম্বা কূর্চ্চশীর্ষ জাতীয়, ঋষভক হইতে ক্ষুদ্র, ইহার মস্তক হইতে কূর্চ্চাকার শীষ্ বাহির হয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকে মোচ বা শীর্ষ বাহির হয়, ইহা তদ্রূপ)। জীবক ও ঋষভক উভয়ই একজাতীয় এবং উভয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কূর্চ্চাকার ও ঋষভের শীর্ষ বৃষশৃঙ্গবৎ। ইহাতে বোধ হয় Caplatus নামক এক প্রকার সকণ্টক শৃঙ্গাকৃতি বৃক্ষ আছে, তাহার স্বরূপ গোলাঙ্গুলাকৃতি পত্রাদি দেখা যায় না। গাত্রের চতুষ্পার্শ্বে দীর্ঘভাবে শির তোলা। ২ পীত-সালবৃক্ষ। (ভাবপ্রং) (পুং) ৩ ক্ষপণক। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ সেবক। ৬ বৃদ্ধি জীবী, সুদখোর। (পুং) ৭ অহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে। (মেদিনী)

জীবগোস্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। বৈষ্ণবদিক্‌দর্শনীতে ইহার জন্মাদির তারিখ এইরূপ লিখা আছে—

জন্ম—১৪৪৫ শক। (মতান্তরে ১৪৩৫ শক)
গৃহবাস—২০ বৎসর। }
বৃন্দাবন বাস ৬৫ ঐ } ৮৫ বৎসর প্রকট স্থিতি।

অন্তর্দ্ধান ১৫৪০ শক। আবির্ভাব পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। তিরোভাব আশ্বিনের শুক্লা তৃতীয়া।

পিতার নাম বল্লভ। চৈতন্যদত্ত নাম অনুপম। জীবের বাসস্থান তিনটী ছিল, একটী বাকলা চন্দ্রদ্বীপে, অপরটী ফতেয়াবাদে, আর একটী রামকেলি গ্রামে। রামকেলিতেই শ্রীজীব (জ্যেষ্ঠতাত রূপ সনাতন সহ) অধিক সময় বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হুসেনশাহের মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সনাতন ও শ্রীরূপ।

মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে আগমন করেন, শ্রীজীব তখন বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন।

বস্তু শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না। নিমাইর দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের যাহা হইত, বালকেরও তাহাই হইল, চৈতন্যে অনুরাগ জন্মিল, বালক খেলা ছাড়িয়া ধৈর্য্যে মতি দিল।

ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বল্লভ চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার পিতা ও শ্রীরূপ (নীলাচল যাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বল্লভের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে ;—

"যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে॥
নানারত্ন ভূষা অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বাস।
অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস।
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে।
রাজ্যাদি* বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥"

তার পর লিখিত আছে ;—

"গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক।
অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক॥
শ্রীজীবের এ হেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন।
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন॥' ভ°-র°।

শ্রীজীবের এরূপ সংসারে বিরাগ দর্শনে প্রতিবেশিগণ চিন্তিত হইল, ভাবিল শ্রীজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন? ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেননা শ্রীজীবের—

"অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥

* রূপ সনাতন রাজকার্য্য স্বীকার করায় জায়গীর স্বরূপ যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহারই বিষয় বলিতেছেন। ঐ জায়গীরের কথা গ্রন্থে আছে—"রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া।" ভক্তি-রত্নাকর।

সদা কৃষ্ণকথা সুখসমুদ্রে সাঁতারে।
অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে॥" ভ°-র°

একদিন রাত্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্নেও শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ তাহাকে দর্শন দেন। ইহার পর দিনই শ্রীজীব নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। লোকের এবং আত্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে যাইতেছেন।

"রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে—
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে গণ সনে॥
স্বপ্নভঙ্গে জীবের আকুল হৈল প্রাণ।"

তখন জীব চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন, একটী ভৃত্য সঙ্গে ফতয়াবাদ আসিলেন ও তথা হইতে নবদ্বীপ চলিলেন। যথা—

"নিদ্রাভঙ্গ হৈলে দেখে নিশি পোহাইল।
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল॥
চন্দ্রদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে।
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥
শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া।
ফতয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া॥" ভ°-র°।

শ্রীজীব পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। পথের লোক বলিতে লাগিলেন—

"দেখ দেখ এহো কোন রাজার কোঙর।
কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর।" ইত্যাদি

শ্রীজীব যথাসময়ে নবদ্বীপ পৌঁছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তখন নবদ্বীপে। তিনি শ্রীজীবের প্রতি প্রভুত কৃপা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবাসাদি অপরাপর নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দও শ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব কৃতার্থ হইলেন। যথা—

"নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল॥
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা॥" ভ°-র°

নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে করিয়া শ্রীজীবকে নবদ্বীপের প্রতি লীলাস্থান দেখাইলেন। তখন শ্রীজীব বলিলেন যে, তিনি নীলাচলে যাইবেন অথবা চিরদিন যদি কৃপানুমতি করেন, তবে তাঁহার সহিত থাকিবেন। নিত্যানন্দ একথা অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ;—

"প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ পয়াণ।
তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছে সে স্থান॥" ভ°-র°।

শ্রীজীবের প্রতি তিনি আর একটী আদেশ করিলেন, তাহা এই—

শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের যে

তর্ক হয়, যাহাতে সার্ব্বভৌম পরাজিত হন, সেই প্রভুর মত, সার্ব্বভৌম আপন প্রিয়শিষ্য মধুসূদন বাচস্পতিকে শিখাইয়াছেন, বাচস্পতি এখন কাশীতে। তুমি তাহার কাছে বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা করিয়া যাইবে। শ্রীজীব যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে কাশীতে পৌছিয়া তপনমিশ্রের আবাসে গেলেন। সেখানে মধুসূদন বাচস্পতিকে দেখিতে পাইলেন ও তাহার নিকট বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিলেন। অতএব শ্রীজীবের বৈদান্তিক গুরু মধুসূদন বাচস্পতি।

"তেঁহো রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥
তেঁহো শ্রীজীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা।
কতদিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা॥" ভ°-র°।

কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বৃন্দাবন চলিলেন ও যথাসময়ে তথায় পৌছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় আনন্দিত হইলেন। শ্রীরূপ শ্রীজীবকে মন্ত্র দান করিলেন।

শ্রীজীব এখন বৃন্দাবনে, অগাধ বিদ্যা, অপ্রতিহত পাণ্ডিত্য,—"ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই।" ভ-র°

বৃন্দাবনে তিনি নিম্নলিখিত (সংস্কৃত) গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। যথা—

১। ষট্‌সন্দর্ভ (দার্শনিক গ্রন্থ)

২। গোপালচম্পূ। ৩ গোবিন্দবিরুদাবলী।

৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ (গয়া হইতে আসিয়া মহাপ্রভু যে প্রণালীতে অল্পদিন মাত্র শিষ্যদিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন, এই ব্যাকরণের সূত্রাদির সেইরূপই ব্যাখ্যা আছে, ইহা পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা হইয়া থাকে।)

৫। ধাতুসূত্রমালিকা (ঐ) ৬। মাধবমহোৎসব।

৭। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম। ৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণেরকরপদচিহ্নবিনির্ণয় গ্রন্থ। ৯ উজ্জ্বলনীলমণির টীকা।

১০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা।

১১। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা।

১২। ব্রহ্মসংহিতোপনিষদের টীকা।

১৩। অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাষ্য।

১৪। বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টীকা)

১৫। রূপসনাতনের ইচ্ছায় ভাগবতসন্দর্ভ।

১৬। মুক্তাচরিত্র। ১৭ সারসংগ্রহ।

এই কয়খানিই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তির শক লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বৃন্দাবনে দুইজন অতিপ্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাজয় করেন। একটীর কথা ভক্তমালে আছে। অপরের নাম রূপনারায়ণ, প্রেমবিলাসে তাঁহার দিগ্বিজয় বার্ত্তা বর্ণিত আছে।

বল্লভভট্টের সহিত শ্রীজীবের আর একটী বিচার হয়। যে বল্লভভট্ট "বল্লভী" নামক একটী বৈষ্ণবশাখা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা, উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যিনি অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, যিনি নীলাচলে গর্ব্ব করিয়া মহাপ্রভুকে বলিয়া ছিলেন যে, "আমি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একটী টীকা করিয়াছি, শ্রীধরস্বামীর টীকার দোষ ধরিয়াছি" মহাপ্রভু যাহার বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, ইনি পণ্ডিতপ্রধান সেই বল্লভ।

শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিতেছেন, এমন সময় বল্লভ আসিয়া বসিলেন, শ্রীরূপের হাতে কাগজ ছিল, তাহা লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া একটী শ্লোকের ভুল দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীবের আর সহিল না। কিন্তু গুরু যাঁহাকে মান্য করেন, গুরুর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিলেন না। জল আনিবার ছলে কলসী লইয়া পথে আসিলেন এবং বল্লভ চলিয়া যাইবার সময় (সেই শ্লোক লইয়া) বিচার আরম্ভ হইল, বহু সময়ব্যাপী বিচারের পর বল্লভ পরাজিত হইলেন।

পর দিন বল্লভ শ্রীরূপের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই অল্পবয়স্ক বালকটী এখানে ছিল, ওটী কে?" শ্রীরূপ বলিলেন, "ও আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য।" বল্লভ শ্রীজীবের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

বল্লভ চলিয়া গেলে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,"এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অভিমান রহিয়াছে। অতএব তুমি যথা ইচ্ছা যাও, মন স্থির হইলে আসিও।"

'গুরু আদেশ অবিচারে পালনীয়।' শ্রীজীব চলিয়া বৃন্দাবনের একটী বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) পড়িয়া রহিলেন, আহারস্নানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা—এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

৭।৮ দিন মধ্যে সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপালয়ে আসিলেন। ভক্তিরসামৃতের রচনা কতদূর পর্য্যন্ত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ উত্তর দিলেন, "শ্রীজীব থাকিলে এতদিন হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিয়া উঠিতেছি না, সে বড় সাহায্য করিত।" সনাতন শ্রীজীবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ সমুদয় বলিলেন। তখন সনাতন কহিলেন, "আমি আসিবার কালে বনের ধারে একটী বালককে দেখিয়া

আসিয়াছি, সেই জীব হইবে, যাও তাহাকে ক্ষমা কর, ঢের শিক্ষা হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনয়ন কর।"

সনাতন শ্রীরূপের গুরু, গুরুর আদেশে তিনি শ্রীজীবকে ক্ষমা করিলেন। পুনর্ব্বার গুরুশিষ্যে মিলন হইল।

পূর্ব্বে যে দুইটী দিগ্বিজয়ীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের সহিতও এইরূপেই শ্রীজীবের তর্ক বাধে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ সনাতনের নাম শুনিয়া মহা আস্ফালন পূর্ব্বক আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেড়া কাঁথা গায় দুইটী বৈরাগী। দেখিয়া তাহাদের আর তেমন ভক্তি বা সম্ভ্রম থাকিল না। অগ্রাহ্য ভাবেই শাস্ত্রবিচার করিতে চাহিলেন। রূপ সনাতন ভক্তিরসে নিমগ্ন—স্বভাব দীনহীন। বাদবিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা নাই। বলিলেন "বাবা! আমরা মূর্খ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও।" পণ্ডিত বলিলেন—"শাস্ত্র বিচার করিতে পার না? তবে জয়পত্র লিখে দাও।" "তথাস্তু"—রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিলেন।

পণ্ডিত মহাদম্ভে সঙ্গী সঙ্গে গর্ব্ব ভরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। শ্রীজীবের সহিল না, কলসী লইয়া পথে বা যমুনাঘাটে আসিলেন, দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীর সহ বিচার আরম্ভ হইল, তাহাকে পরাস্ত করিলেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেন। এইরূপ একদা একটী পণ্ডিতসহ ক্রমাগত সাত দিবস বিচার হইয়াছিল।

শ্রীজীবের বংশ তালিকা।

জগদ্‌গুরু (কর্ণাটের রাজা ১৩০৩ শক)
অনিরুদ্ধ (১৩৩৮ শকে রাজা হন)
রূপেশ্বর   হরিহর।
পদ্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম)
পুরুষোত্তম   জগন্নাথ   নারায়ণ   মুরারি   মুকুন্দ
কুমার
নাম {জানা নাই} ঐ   সনাতন   রূপ   বল্লভ
শ্রীজীব

জীবগৃভ (বৈ) জীবন্তে গ্রহণ।

জীবগ্রহ (পুং) [বৈ] টাটকা সোমপূর্ণ।

জীবগ্রাহ (পুং) বন্দী।

জীবঘন (পুং) জীবএব ঘনো মূর্ত্তিরস্য বহুব্রী। হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা। "সএতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরম্" (প্রশ্নোপনি°)

জীবঘোষস্বামিন্, একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ।

জীবজ (ত্রি) জীবজাত, যে জীবনাদি জন্মগ্রহণ করে।

জীবজীব (পুং) জীবেন ভক্ষ্য ক্ষুদ্রকীটাদিনা জীবয়তি জীব-অচ্ যদ্বা জীবঞ্জীব পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবঞ্জীব পক্ষী। (শব্দর°) স্ত্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব্দপ্রযুক্ত ঙীষ্ হয়।

জীবজীবক (পুং) জীবজীবঃ স্বার্থে কন্। চকোর, জীবঞ্জীব পক্ষী।

"হৃত্বা রক্তানি মাংসানি জায়তে জীবজীবকঃ।" (মনু ১২।৬৬)

জীবঞ্জীব (পুং স্ত্রী) জীবং জীবয়তি বিষদোষং নাশয়তি, বাহুলকাৎ খচ্। ১ চকোর পক্ষী। (অমর ২।৫।৩৫) ২ অপর পক্ষিবিশেষ, কোন লোক বিষমিশ্রিত অন্নাদি দিলে এই পক্ষী সন্নিকটে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়।

"হংসঃ প্রস্খলতি গ্লানির্জীবঞ্জীবস্য জায়তে।
চকোরস্যাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌঞ্চস্য স্যান্মদোদয়ঃ।"
(বাভট্ট সূ° ৭।১৬)

৩ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্, স্বার্থে-কন্।

"জীবঞ্জীবিক সঙ্ঘাশ্চাপ্যনুগচ্ছন্তি পণ্ডিতান্।" (ভারত উ°)

জীবতত্ত্ব (ক্লী) জীবস্য তত্ত্বং যত্র, বহুব্রী। যে শাস্ত্রে জীবদিগের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া এবং চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

জীবত্তোকা (স্ত্রী) জীবৎ তোকং অপত্যং যস্যাঃ বহুব্রী। জীবৎপুত্রিকা, জেয়োঁৎপোয়াতী, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে। জীবসূ। (হেম)

জীবৎপতি (স্ত্রী) জীবন্ পতির্যস্যাঃ বহুব্রী। সধবা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত আছে।

জীবৎপিতর্ (ত্রি) যাহার পিতা জীবিত।

জীবৎপিতৃক (পুং) জীবন্ পিতা যস্য বহুব্রী। যাহার পিতা জীবিত আছে, বিদ্যমানপিতৃক জন। পিতা জীবিত থাকিলে অমাস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, যে অমাস্নানাদি করে সে পিতৃহন্তা হয়।

"অমাস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনম্।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে তু পিতৃহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জীবৎপিতৃক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইলে শ্রাদ্ধ বিশেষে অধিকার আছে, নিরগ্নি হইলে পারিবে না।

"ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমগ্নিমৃতে দ্বিজঃ।
যেভ্য এব পিতা দদ্যাত্তেভ্যঃ কুর্ব্বীত সাগ্নিকঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

পিতামহ জীবিত থাকিলেও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে পারে। কিন্তু প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবে না।

"পিতামহেঽপ্যেবমেব কুর্য্যাজ্জীবতি সাগ্নিকঃ।
সাগ্নিকোঽপি ন কুর্ব্বীত জীবতি প্রপিতামহে॥"

প্রয়োগপারিজাত প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের মতে

সাগ্নিক জীবৎপিতৃকই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্য্য করিতে পারিবে, নিরগ্নি পারিবে না। কিন্তু এই মত বিশুদ্ধ নয়। নিরগ্নি জীবৎপিতৃক হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

"অনগ্নিকোঽপি কুর্ব্বীত জন্মাদৌ বৃদ্ধিকর্ম্মণি।
যেভ্য এব পিতা দদ্যাত্তানেবোদ্দিশ্য তর্পয়েৎ॥" (হারীত)

এই বচন আর অন্যান্য বহুল প্রমাণ আছে, যাহাতে জীবৎপিতৃক নিরগ্নি হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে। এই সকল বচনের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সাগ্নিক জীবৎ-পিতৃক সকল শ্রাদ্ধই করিতে পারে, নিরগ্নি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

জীবৎপুত্রিকা (স্ত্রী) জীবন্ পুত্রো যস্যা, বহুব্রী, জীবৎপুত্র স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। যাহার পুত্র জীবিত আছে।

জীবত্ব (ক্লী) জীবস্য ভাবঃ। জীবের ভাব।

জীবথ (পুং) জীবত্যনেন জীব-অথ (শীঙ্‌শপিরুগমিবঞ্চিজীবি-প্রাণিভ্যোঽথঃ। উণ্ ৩।১১৩) ১ প্রাণ। ২ কূর্ম্ম। ৩ ময়ূর। ৪ মেঘ। (ত্রি) ৫ ধার্ম্মিক। ৬ দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। (উজ্জল)

জীবদ (পুং) জীবং জীবনং দদাতি ঔষধাদিসুপ্রয়োগেণ, জীব-দা-ক। ১ বৈদ্য। ২ জীবক বৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°) জীব-দো-ক। ৪ শত্রু। (ত্রি) (মেদিনী) ৫ জীবনদাতা।

জীবদা (স্ত্রী) জীবদ-টাপ্। জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবদাতৃ (ত্রি) জীবং জীবনং দদাতি দা-তৃচ্। জীবনদায়ী।

জীবদাত্রী (স্ত্রী) জীবদাতৃ-ঙীপ্। ১ ঋদ্ধি নামক ঔষধ। ২ জীবন্তী বৃক্ষ।

জীবদান (ক্লী) জীবস্য দানং ৬তৎ। প্রাণদান।

জীবদানু (ত্রি) জীবং দদাতি দা-বাহুলকাৎ নু। জীবকে যিনি ধারণ করেন। "বিরপ্‌সিন্ দাদায় পৃথিবীং জীবদানুং" (যজুঃ ১৪।২৮) 'জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবস্য ধাত্রীং।' (মহীধর)

জীবদাসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে একখানি সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জীবদেব, আপদেবের পুত্র। ইঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি পাওয়া যায়—অশৌচনির্ণয়, গোত্রপ্রবরনির্ণয় ও সংস্কার-কৌস্তভের অন্তর্গত ভাট্টভাস্করী।

জীবদৃষ্টা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় দৃষ্টা। জীবন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবদ্দশা (স্ত্রী) ৬তৎ। জীবনকাল, যে পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করা যায়।

জীবধন (ক্লী) জীবএব ধনং রূপককর্ম্মধা। জীবরূপধন, গো, মহিষ, মেষ প্রভৃতি।

জীবধানী (স্ত্রী) জীবা ধীয়ন্তে হস্যাং অধিকরণে ধা-ল্যুট্-ঙীপ্। সর্ব্বজীবের আধাররূপা পৃথিবী।

"দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত।"
(ভাগ° ২।১৩।২)

'জীবধানীং সর্ব্ববীজাধারভূতাং মহীং।' (শ্রীধর)

জীবন (ক্লী) জীব-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃত্তি। ২ প্রাণধারণ। করণে ল্যুট্। ৩ জল। (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, এই জন্য জল জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ।' (ছান্দোগ্য°)

জল তিন ভাগে বিভক্ত জলের স্থূলধাতু মূত্ররূপে, মধ্যম ধাতু রক্তরূপে ও অনু-ধাতু প্রাণরূপে পরিণত হয়।

"আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং ভবতি যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ"
"পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি"
"ষোড়শকলঃ সৌম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামময়ঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে" (ছান্দোগ্যউ°)

(ত্রি) ৪ জীবনসাধন। "সর্ব্বোঽর্চ্চ্যোজীবনঃ পাতা" (মুগ্ধবোধ) ৫ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত। শ্রুতিতে আছে, 'আয়ুর্ঘৃতং' ঘৃতই আয়ু, ঘৃতভোজনই আয়ুবৃদ্ধিকর, এই জন্য ঘৃত জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৫ মজ্জা। (পুং) ৬ বাত। ৭ জীবকৌষধ। (রাজনি°) ৮ ক্ষুদ্রফলবৃক্ষ। (শব্দচ°) ৮ পুত্র। (হেম) জীবয়তি জীব-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু। ১০ পরমেশ্বর।

"সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবয়ন্ জীবনঃ।" (ভাগ°)

১১ গঙ্গা। "জীবনং জীবনপ্রায়া জগজ্জ্যেষ্ঠা জগন্ময়ী।" (কাশীখ২৯।৬৫)

১২ বৃত্তি, জীবিকা।

"কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্বিদ্যা কুশীদং শকটং গিরিঃ।
সেবানূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

১৩ জীবনদাতা। "শীতস্তত্র ববৌ বায়ুঃ সুগন্ধিঃ জীবনঃ শুচিঃ।"
(ভারত ৩।১৬৮ অঃ)

জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

জীবনক (ক্লী) জীব্যতেঽনেন জীব করণে ল্যুট্ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ অন্ন। (হেম°) ২ হরিতকী। (রাজনি°)

জীবনশর্ম্মন্, গোকুলোৎসবের পুত্র, বালকৃষ্ণচম্পূ নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

জীবনবাজার, ইহার অপর নাম গোরাঘাট। দিনাজপুর জেলার একটী বন্দর। করতোয়া নদীর উপর সংস্থাপিত। এই বন্দর হইতে দিনাজপুরের চাউল অন্য স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জীবনমোল্লা, ইহার প্রকৃত নাম সেখ আহ্মদ। ইনি সম্রাট্,

আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আহ্মদী নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ১১৩০ হিজিরা (১৭১৮ খৃঃ অব্দে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোল্লা জীবান জৌনপুরী নামেও পরিচিত।

জীবনযোনি (স্ত্রী) জীবনস্য যোনিঃ কারণং ৬তৎ। ন্যায়োক্ত দেহে প্রাণসঞ্চারকারণ যত্নবিশেষ, এই যত্ন অতীন্দ্রিয়।

"যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারকারণং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপ°)

জীবনসাধন (ক্লী) জীবনস্য সাধনং ৬তৎ। জীবনের সাধন, জীবন হেতু।

জীবনস্থা (স্ত্রী) [বৈ] জীবনের ইচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা।

জীবনহেতু (পুং) জীবনস্য হেতু উপায়ঃ ৬তৎ। জীবন সাধন, জীবন রক্ষার উপায়। গরুড়পুরাণে বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুশীদ এই দশ প্রকার জীবনোপায় লিখিত আছে।

"বিদ্যাশিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ।
বৃত্তির্ভৈক্ষ্যং কুশীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।" (গরুড়পু° ২১৪ অ°)

জীবনা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ণিচ্ যুচ্ বা ল্যু তত টাপ্। ১ মহৌষধ। ২ জীবন্তীবৃক্ষ। (অমরটী°)

জীবনাঘাত (ক্লী) জীবনং আহন্যতেঽনেন করণে আ-হন-ঘঞ্ বা জীবনস্যাঘাতো যস্মাৎ। বিষ। (শব্দচ°)

জীবনাথ, একজন হিন্দি কবি। অযোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার দেওয়ান বালকৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসন্তপচিশী নামে একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা। ২ কএখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ রচয়িতা। ৩ তত্ত্বোদয়প্রণেতা।

জীবনাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-ঘঞ্ জীবনং জলং আবাসোঽস্য বা। ১ বরুণ। (শব্দর°) (ত্রি) ২ জলবাসী। জীবনস্য আবাসঃ ৬তৎ। ৩ জীবনায়তন, দেহ।

জাবনিকা (স্ত্রী) জীবন ঠন্ টাপ্ বা জীবনী সংজ্ঞায়াং কন্ হ্রস্বশ্চ। হরিতকী। (রাজনি°) [হরিতকী দেখ।]

জীবনী (স্ত্রী) জীবত্যনেন জীব করণে ল্যুট্-ঙীপ্। ১ কাকোলী। ২ ডোড়ী। ৩ মেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনি°) ৫ যূথী। (শব্দচ°) ৬ জীবন্তী। পর্য্যায়—জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী। (ভাবপ্র°)

জীবনীয় (ক্লী) জীব্যতেঽনেন অস্মাদ্বা করণে অপাদানে বা জীব-অনীয়র্। ১ জল। (হেম°) (স্ত্রী) ২ জয়ন্তীবৃক্ষ। (অমর) কর্ম্মণি অনীয়র্। ৩ উপজীব্য। (ত্রি) ভাবে অনীয়র্। ৪ বর্ত্তনীয়। শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি দশপ্রকার জীবনোপায়। "এভির্দশভিরাপদিজীবনীয়ং" (কুল্লূক) ৫ জীবনপ্রদ।

"গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং।
জীবনীয়ং যথা বাতপিত্তয়ং পরমং স্মৃতং।" (সুশ্রুত ১।৪৪)

জীবনীয়গণ (পুং) জীবনীয়ানাং ওষধীনাং গণঃ ৬তৎ। বলকারক ঔষধবিশেষ। মিলিত ভৈষজবৃক্ষসমূহ। অষ্টবর্গ পর্ণিনী, জীবন্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিয়া কথিত, কেহ কেহ ইহার নামান্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন।

"অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যৌ জীবন্তী মধুকস্তথা।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনস্ত পুনস্তথা॥" (বৈদ্যকপরি°)

জীবন্তী, কাকোলী, মেদ, মুদ্গ, মাষপর্ণী, ঋষভক, জীবক ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ। (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

ইহার গুণ—শুক্রকারক, বৃংহণ, শীতল, গুরুগর্ভপ্রদ, স্তনদুগ্ধদায়ক, কফবর্দ্ধক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষ্ণা, শোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

জীবনীয়া (স্ত্রী) জীব-অনীয়র্ স্ত্রিয়াং টাপ্। জীবন্তীবৃক্ষ। [জীবন্তী দেখ।]

জীবনেত্রী (স্ত্রী) জীবং নয়তি জীব-নী-তৃচ্-ঙীপ্। সৈংহলী বৃক্ষ। (রাজনি°)

জীবনোপায় (পুং) জীবনস্য উপায় ৬তৎ। জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। জীবনৌষধ।

জীবনৌষধ (ক্লী) জীবনস্য ম্রিয়মাণপ্রাণস্য রক্ষণার্থং ঔষধং ৬তৎ। ঔষধবিশেষ, যে ঔষধ দ্বারা ম্রিয়মাণ ব্যক্তিও জীবিত হয়। (অমর ২।৯।১২০)

জীবন্ত (পুং) জীবয়তি জীব্যাতে ঽনেন বা জীব-ঝচ্ (রুহিনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিদাশিষি। উণ্ ৩।১২৬) ১ ঔষধ। ২ প্রাণ। ৩ জীবশাক। (রাজনি°) ৪ (ত্রি) আয়ুর্বিশিষ্ট। (উজ্জল)

জীবন্তিক (পুং) জীবান্তকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবান্তক।

জীবন্তিকা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ঝচ্ কন্-টাপ্, কাপি অত ইত্বং। ১ বন্দা। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছা। ৩ গুড়ূচী। ৪ জীবাখ্যশাক। ৫ জীবন্তী। ৬ হরিতকী। (রাজনি°) ৭ শমী।

জীবন্তী (স্ত্রী) জীব-ঝচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লতাবিশেষ, চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। পর্য্যায়—জীবনী, জীবনীয়া, জীবা, মধু, জীবনা, মধুস্রবা, স্রবা, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, মধুশ্বাসা, জীববৃষা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীবপুষ্পা। কেহ কেহ মধুশ্বাসা হইতে জীবপুষ্পা পর্য্যন্ত এই কয়টী শব্দ

পর্য্যায় অতিরিক্ত ধরেন। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ু, ক্ষয়, দাহ, জ্বরনাশক, কফ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°) স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুহিতজনক, গ্রাহক, লঘু। (ভাবপ্র°) ২ সুরাষ্ট্রদেশজ স্বর্ণ বর্ণ হরিতকী, এই হরিতকী স্নেহপাকে অতি প্রশস্ত, ইহা সকল জীর্ণ-রোগনাশক। (রাজব°) (১)

"জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী" "জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।" (ভাবপ্র°)

৩ শমী। ৪ গুড়ূচী। ৫ বন্দা, চলিত কথায় পরগাছা। ৬ ডোড়ী। (রাজনি°) ৭ শাকবিশেষ। ৮ শর্করার ন্যায় মধুরপুষ্পলতা।

"জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্য নামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী।" (ভাবপ্র°)

জীবন্ত্যাদ্যঘৃত (ক্লী) জীবন্ত্যাদ্যং যৎঘৃতং। চক্রদত্তোক্ত পক্বঘৃতভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ঘৃতপাকপ্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। ঘৃত ৪ সের, জল ১৩ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, ভূঁইআমলা, বলা, ডুমুর, ছুরালভা, পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত যক্ষ্মারোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, এই ঘৃত পান করিলে ১১ প্রকার উগ্র যক্ষ্মারোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

জীবন্মুক্ত (ত্রি) জীবন্নেব মুক্তঃ আত্মজ্ঞানেন মায়াবন্ধরহিতঃ কর্ম্মধা। তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে। যিনি অজ্ঞানরূপ তমঃ ভেদ করিয়া সুখ দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। জীবন্মুক্তের লক্ষণ বেদান্তসারে এই প্রকার লিখিত আছে, অখণ্ড চৈতন্য এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য পাপ পুণ্য এবং সংশয় ভ্রমাদির নিবৃত্তি হেতু সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবন্মুক্ত হয়। *

"কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।" এই ন্যায় অনুসারে যাহারা সুখ দুঃখাদি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্য্য সংসার বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে? ইহাতে এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (শ্রুতি)

সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল নষ্ট হয়, সংশয় সকল দূর হয় এবং সদসৎ কর্ম্ম সকল ধ্বংস হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবন্মুক্ত হয়। এই প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্রাদির আধাররূপ ষাট্‌কৌশিক শরীর দ্বারা, আন্ধ্য মান্দ্য অপটুতাদির আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা, বধিরতা, কুণ্ঠতা, অন্ধত্ব, জড়তা, জিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত, মন্দতা এই ১১টী ইন্দ্রিয় বধ দ্বারা এবং অশন, পিপাসা, শোক মোহাদির আকাররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত সংস্কার দূর হয়।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।" (শ্রুতি)

শত শত কল্প অতীত হইলেও কর্ম্মভোগ না করিলে সেই সংস্কার বিনষ্ট হয় না, এই জন্য শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা আছে। যে কামনা রহিত হইতে পারে, তাহার আর এরূপ সংস্কারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম্ম দ্বারা যদি পূর্ব্ব সংস্কার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং সকাম ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা নূতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না। তখন জ্ঞানের অবিরোধি প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ভোগ করিয়া দৃশ্যমান এই জগৎ যথার্থ সত্য বস্তু নহে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল দেখিয়া ইন্দ্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই স্থির করেন। "সচক্ষুরচক্ষুইব সকর্ণোঽকর্ণ-ইব সমনা অমনাইব সপ্রাণো প্রাণইব" (শ্রুতি) বাহ্য বিষয়ে চক্ষু থাকিয়াও চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণ হীন, মন সত্ত্বেও মন রহিত, প্রাণ সত্ত্বেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জ্ঞান করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি সুষুপ্তের ন্যায় বাহ্য বস্তু দেখেন না, আর দ্বৈত বস্তুকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয়, তিনিই জীবন্মুক্ত। তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে। জীবন্মুক্তির উত্তরকালে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যে প্রকার অনুবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শুভকর্ম্ম সকলেরই বাসনার অনুবৃত্তি হয়, তখন অশুভকর্ম্মের বাসনা হয় না এবং পরে শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান হইলেও যদি যথেচ্ছাচরণে বাসনা হয়, তবে অশুচি ভক্ষণে কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ থাকিল?

(১) এদেশে বেণের দোকানে যেরূপ জীবন্তী পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণবর্ণ ও তৃণজাতীয়, প্রথমোক্ত সপুষ্পকলতা বোধ হয় না। ইহাতে অনুমান করা যায়, যাহা তৃণ জাতীয়, তাহাই স্বর্ণ জীবন্তী হইবে।

* "জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্ম-বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।" (বেদান্তসার)

অতএব জ্ঞান হইলেও যে ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণ অনুবৃত্ত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত নহেন, তাহাকে আত্মজ্ঞ বলা যায়। জীবন্মুক্তি সময়ে অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন গুণ সকল ও অদ্বেষ্টৃত্বাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের ন্যায় সেই জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবর্ত্তিত হয়। অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানিপুরুষের অসাধনরূপ অদ্বেষ্টৃত্বাদি সদ্‌গুণ সকল অযত্ন সুলভে অনুবর্ত্তিত হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা, এই তিনপ্রকার আরব্ধ কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে বুদ্ধ্যাদির অবভাসক হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে প্রত্যেক আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়; পরে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ সংস্কার সকলের বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্যরূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ লোকান্তর গমন না করিয়া পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মে কৈবল্যসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। (বেদান্তদর্শন)

সাংখ্যপাতঞ্জল মতে, প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে জীবন্মুক্তি হয়। "ইয়ং প্রকৃতিঃ জড়া পরিণামিনী ত্রিগুণময়ী" এইপ্রকৃতি জড়া ও পরিণামশীলা, সত্ত্বরজঃস্তমগুণময়ী, অর্থাৎ সুখ দুঃখমোহময়ী, আমি নির্জর, চৈতন্য-স্বরূপ, এই জ্ঞান যথন জন্মে, তথন পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়। পুরুষ নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে করিতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যে এই দুঃখ নিবৃত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়। পরে শাস্ত্রজ্ঞানেচ্ছা জন্মে। পরে বিবেক শাস্ত্রানুসারে যোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তথন প্রকৃতি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, পুনর্ব্বার আর তাহার সহিত সংযুক্ত হয় না।

"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং নকিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥" (তত্ত্বকৌমুদী ৬১)

প্রকৃতি হইতে সুকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর দর্শন দেয় না। তথন পুরুষ আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়, তথন সুখ দুঃখ মোহের অতীত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবন্মুক্তি (স্ত্রী) জীবতো মুক্তিঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অখিলাভিমান ত্যাগ হইলে, তথন ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়, নঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হয় না। জীবন্মুক্তির উপায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, যোগ প্রভৃতি। "জীবন্মুক্তাবুপায়স্তু কুলমার্গোহিনাপরঃ"। (তন্ত্রসার) [জীবন্মুক্ত দেখ।]

জীবন্মৃত (ত্রি) জীবন্নেব মৃতঃ মৃততুল্যঃ। জীবিতাবস্থায় মৃতকল্প, বেঁচে থেকে মরা, যাহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুথ, তাহারা সর্ব্বদাই দুঃথ অনুভব করে, তাহারাও জীবন্মৃত। যাহারা আত্মম্ভরি, অনেক কষ্টে আত্মাকে পোষণ করে, বৈশ্বদেব অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সৎকার করিতে সমর্থ হয় না, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র মতে সেও মৃতের ন্যায় বাস করে।

"জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।" (দক্ষ)

জীবন্যাস (পুং) জীবস্য ন্যাস ৬তৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়।

জীবপতি (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পতিরস্যাঃ বহুব্রী। যে নারীর পতি জীবিত আছে, সধবা স্ত্রী। "স্ত্রীচৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতির্যশোগুণম্।" (ভাগ° ৬।১৯।২)

জীবপত্নী (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পতির্যস্যাঃ বহুব্রী। জীবৎপতিকা, সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে।

"ব্রাহ্মণ্যাশ্চ বৃদ্ধায়াঃ জীবপত্ন্যাঃ জীব প্রজায়া অগারে এতাং রাত্রিং বসেৎ।" (আশ্ব° গৃ° ১।৭।২১।

"তমেতমবেক্ষিতকৃশরং বীরমূর্জ্জবস্থঃ জীবপত্নীতি ব্রাহ্মণ্যো মঙ্গল্যাদিভির্বাগ্‌ভিরুপাসীরন্" (স° ত° গোভিল)

জীবপত্রপ্রচায়িকা (স্ত্রী) জীবস্য জীবপুত্রকস্য পত্রাণি প্রচীয়ন্তেঽস্যাং। জীব-প্রচি-ভাবে ণ্বুল্। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ। 'জীবপত্রপ্রচায়িকা উদীচাং ক্রীড়া' (সি° কৌ°)

জীবপত্রী (স্ত্রী) জীবন্তী। [জীবন্তী দেখ।]

জীবপুত্র (পুং) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হর্ষহেতুত্বাৎ। ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

জীবপুত্রক (পুং) জীবপুত্রঃ ইবার্থে কন্। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জীয়াপুতা।

জীবপুত্রা (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্ পুত্রো যস্যাঃ বহুব্রী। যে নারীর পুত্র জীবিত আছে।

"সা জীবপুত্রা সুভগা ভবত্যমরবর্ণিনী।" (হরিব° ১৩৮ অঃ)

জীবপুষ্প (ক্লী) জীবঃ জন্তুঃ পুষ্পমিব রূপককর্ম্মধা°। জন্তুরূপ পুষ্প।

"অস্মাকং শিবিরে তাবন্নিশিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শত্রূণাং জীবপুষ্পাণি বিচিন্বন্তু নগেষ্বিব।" (রামা° ৫।৪৩।১৩)

জীবপুষ্পা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব ণিচ্ অচ্, জীবং জীবকং পুষ্পং যস্যাঃ। বৃহজ্জীবন্তী। (রাজনি°)

জীবপ্রিয়া (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়া হিতকারিত্বাৎ জীবং প্রীণাতি প্রী-ক-টাপ্। ১ হরিতকী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ জীববল্লভা।

জীবভদ্রা (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ জীবন্তীলতা। (রাজনি°) (ক্লী) জীবের কুশল।

জীবমন্দির (ক্লী) জীবস্য আত্মনো মন্দিরং গৃহমিব। শরীর, দেহ, আত্মা যাহাতে থাকে, শরীর আত্মার আধার।

জীবমাতৃকা (স্ত্রী) জীবস্য মাতৃকা ৬তৎ। কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই ৭ জন জীবমাতৃকা।

"কুমারী ধনদা নন্দা বিমলা মঙ্গলা বলা।
পদ্মা চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতাঃ জীবমাতৃকাঃ॥" (বিধানপারিজাত)

এই ৭ জন সর্ব্বদা মাতার ন্যায় জীবের মঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য ইহারা জীবমাতৃকা বলিয়া অভিহিত হন।

জীবযাজ (পুং) জীবৈঃ পশুভিঃ যাজঃ যাজনং যজ-ণিচ্ ভাবে অচ্। পশু দ্বারা যাজন।

"জীবযাজং যজতে সোমপাদিবঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৫)
'জীবৈঃ পশুভির্যাজনং জীবযাজঃ' (সায়ণ)

জীবযোনি (স্ত্রী) জীবা জীবনবতী যোনিঃ কর্ম্মধা। সজীব জন্তু।

"তির্য্যঙ্‌মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষু" (ভাগ° ৩।৯।১৯)

জীবরক্ত (ক্লী) জীবোৎপাদকং রক্তং শাকত°। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব শোণিত গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া ইহাকে জীবরক্ত বলা যায়, গর্ভের অগ্নীষোমত্ব হেতু অর্থাৎ শীতোষ্ণ উভয় গুণ থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব শোণিত আগ্নেয়। জীবরক্ত পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ যে পঞ্চভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা জীবরক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণশীল এবং লঘু, শোণিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ বলা যায়। (সুশ্রুত ১৪ অঃ)

জীবরত্ন (ক্লী) পুষ্পরাগ।

জীবরাজদীক্ষিত, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রকার। রাঘবের অনুরোধে রাগমালা নামে একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবরাজ, ১ লঘুচিত্রালঙ্কার-প্রণেতা।
২ সেতুবন্ধরসতরঙ্গিণী-টীকাকার।
৩ ইহার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামরূপসূরি। ইনি গোপালচম্পূটীকা এবং তর্ককারিকা ও তাহার তর্কমঞ্জরী নামে টীকা রচনা করেন।

জীবরাম, ১ সামগ্রীবাদ-প্রণেতা। ২ স্বস্তিবাচনপদ্ধতি-প্রণেতা।

জীবলা (স্ত্রী) জীবং উদরস্থ ক্রিমিং লাতি গৃহ্লাতি নাশয়তি লা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) সৈংহলী। (রাজনি°) সিংহপিপ্পলী। (রাজব°)

জীবলোক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬তৎ। ১ সংসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের বাসস্থান, মর্ত্ত্যলোক।

"বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ।" (উদ্ভট)

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীতা)

২ জীবরূপ জন।

"তদা বীরো ভবতি জীবলোকে।" (ভারত বন ৩৪ অঃ)

জীববর্গ (পুং) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। জীবসমূহ।

জীববল্লী (স্ত্রী) জীবয়তীতি জীবা প্রাণদাত্রী সা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি°)

জীববিবুধ, নলানন্দ নাটকপ্রণেতা।

জীববৃত্তি (স্ত্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্ম্মধা°। পশুপালন-ব্যবসায়। (হেম°) জীবে বৃত্তিস্থিতিরস্য বহুব্রী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে সকল গুণ জীবে থাকে। "জীববৃত্তী স্থিমৌগুণৌ।" (ভাষাপ°)

জীবশংখ (পুং) ক্রমিশংখ।

জীবশংস (পুং) জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ঃ শন্‌স্ স্তবৌ কর্ম্মণি ঘঞ্। জীব কর্ত্তৃক কামনা।

"অশ্ব্‌নাগাস্ব আ ভজ জীবশংসে" (ঋক্ ১।১০৪।৬)
'জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতব্যে।' (সায়ণ)

জীবশর্ম্মন্, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

জীবশাক (পুং) জীবো হিতকরঃ শাকঃ কর্ম্মধা°। মালবদেশীয় প্রসিদ্ধ শাকবিশেষ, চলিত কথা থোস্‌নো শাক। পর্য্যায়—জীবন্ত, রক্তনাল, তাম্রপর্ণ, প্রবাল, শাকবীর, সুমধুর, মেষক। ইহার গুণ—সুমধুর, বৃংহণ, বস্তিশোধন, দীপন, পাচন, বল্য, বৃষ্য ও পিত্তাপহারক। (রাজনি°)

জীবশুক্লা (স্ত্রী) জীবা হিতকরী শুক্লা শুভ্রবর্ণলতা। জীবয়তি জীব ণিচ্ অচ্। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি°) ক্ষীরকাঁকলা।

জীবশূন্য (ক্লী) জীবৈঃ শূন্যং ৩তৎ। জীবরহিত, জীবহীন।

জীবশেষ (পুং স্ত্রী) মুমূর্ষু, যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে।

জীবশোণিত (ক্লী) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাক° তৎ। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব শোণিত, ইহা গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া জীবশোণিত নামে কথিত। [রজস্ দেখ।]

জীবশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় শ্রেষ্ঠা ৪তৎ। বৃদ্ধিনামৌষধ।

জীবসংক্রমণ (ক্লী) জীবানাং সংক্রমণং ৬তৎ। দেহান্তরপ্রাপ্তি।

জীবসংজ্ঞ (পুং) জীব ইতি সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী। কামবৃদ্ধিবৃক্ষ।

জীবসাধন (ক্লী) জীবস্য জীবনস্য সাধনং ৬তৎ। ধান্য, ধান।

জীবসুতা (স্ত্রী) জীবঃ সুতঃ যস্যাঃ বহুব্রী। যাহার পুত্র জীবিত আছে, জীবপুত্রা।

"মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী"। (ভাগ° ৬।১৯।২৬)

জীবসূ (স্ত্রী) জীবং প্রাণিনং সূতে সূ-ক্বিপ্। জীবতোকা, যে নারী জীবন্ত সন্তান প্রসব করে।

"জীবসূ র্বীরসূর্ভদ্রে! বহুসৌখ্যগুণান্বিতা।
সুভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা॥" (ভারত ১।১৮৯।৭)

জীবস্থান (ক্লী) জীবস্ত জীবনস্ত স্থানং ৬তৎ। মর্ম্ম। (হলায়ুধ) যে স্থানে জীবাত্মা অবস্থান করে, মর্ম্মস্থান, জীবাত্মার অবস্থিতি-স্থান। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবা (স্ত্রী) জীবয়তে জীব-ণিচ্ অচ্ বা টাপ্ জ্যা-ক্বিপ্, সং-প্রসারণে দীর্ঘঃ সা অন্ত্যস্থ ব। ১ ধনুকের ছিলা, জ্যা। ২ জীবন্তিকা নামৌষধ। ৩ বচা। ৪ শিঞ্জিত। ৫ ভূমি। ৬ জীবনোপায়। জীব-ভাবে অ-টাপ্। ৭ জীবন। (জটাধর)

জীবাতু (পুং ক্লী) জীবত্যনেন জীব-আতু (জীবেরাতু। উণ্ ১।৮০) ১ ভক্ত, অন্ন। ২ জীবনৌষধ। জীবিত, জীবন।

"রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্ত শিশোর্দ্বিজস্ত
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।" (উত্তরচরিত ২ অঙ্ক)

জীবাতুমৎ (পুং) জীবাতু-মতুপ্। আয়ুষ্কামযজ্ঞে দেবতা-বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আয়ুষ্কামনা করিতে হয়। "আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাতুমন্তৌ" (আশ্ব° শ্রৌ° ২১১০।১২)

জীবাত্মন্ (পুং) জীবস্ত জীবনস্ত আত্মা অধিষ্ঠাতা ৬তৎ বা জীবশ্চাসৌ আত্মা চেতি কর্ম্মধা°। দেহী। পর্য্যায়—পুনর্ভবী, জীব, অসুমান্, সত্ত্ব, দেহভৃৎ, জন্তু, জন্যু, প্রাণী, চেতন। যাহার চৈতন্য আছে, সেই আত্মা পদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। যেমন রথ গমন দ্বারা সারথির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্য-শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি ঐ শক্তি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ-লব্ধি হইত, সন্দেহ নাই। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে, আমি সুখী ও দুঃখী হইয়াছি, এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে *। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদবাচ্য। পরমাত্মা এক মাত্র পরমেশ্বর। যিনি সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই জীবাত্মা পদবাচ্য, এই জীবাত্মার গুণ চতুর্দ্দশ প্রকার—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

"বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণাএতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।" (ভাষাপরি° ৩২)

* "শরীরস্ত ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ।" ৪৮
"প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ।
অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ।" (ভাষাপ° ৫০)

জীবাত্মার যে যে গুণ আছে, পরমাত্মারও প্রায় সেই সকল গুণ আছে, কেবল দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কএকটী নাই। পরমাত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি কএকটী গুণ নিত্য।

জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলে কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

এ জগতে যে যে বস্তু নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন না একজন কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার কর্ত্তা একজন কুম্ভকার আছে। পট দেখিলেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্ত্তা আছে। অগম্য অরণ্যস্থ বৃক্ষাদিও কার্য্য বটে, কিন্তু তাহারও একজন কর্ত্তা আছে বলিতে হইবে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভবে না। যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, সুতরাং সেখানকারও স্থাবরাদির কর্ত্তা একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহাদি হইতে পারে না।

"এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি ন চ তৎকর্তৃত্বং অস্মদাদীনাং সম্ভবতি অতস্তৎকর্তৃত্বেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ" (মুক্তাবলী)

"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (শ্রুতি°)

পরমেশ্বরের ভোগসাধনশরীরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই। কেবল নিত্যজ্ঞান ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটী গুণ আছে। জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ এক একটী জীবাত্মা আছে, যদি সকলেরই আত্মা এক হইত, তাহা হইলে একজনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী হইত। যেহেতু সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম, এক ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসদ্ভাব থাকিত না। নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলা, তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভিন্ন, আর কিছুই বলা যায় না। কারণ যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বরূপই আত্মা হইত, তাহা হইলে 'আমি চক্ষু' ইত্যাদি ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলে আত্মাও বিনষ্ট হইত। যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ সকলের স্মরণ হইত না।

আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলা স্থূলদর্শিতার

কর্ম্ম বলিতে হইবে। কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে? স্বর্গ বা নরকাদিকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাগাদিরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত না, পরদার প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখ, যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে সদ্যপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই, এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহাও তাহার জানা নাই। তবে কেন তাহার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি হয়? সে তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ইহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদি-ভোক্তা নিত্য এক অতিরিক্ত আত্মা আছে, কারণ ঐ বালকের পূর্ব্বজন্মানুভূত হর্ষাদি কারণের স্মৃতি হইতেই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বানুভূত স্তন্যপানের সংস্কার দ্বারাই তৎকালে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে, শরীরভেদে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

নাস্তিক চার্ব্বাক দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখের উপায়ই চেষ্টা করিবে। যখন সকল ব্যক্তিই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বান্ধবেরা শবদেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন যাহাতে সুখে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক সুখ-লিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে কষ্টভাগী করা নিতান্ত মূঢ়-তার কার্য্য, কারণ ভস্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাঁহারা পঞ্চভূত স্বীকার করেন না। তন্মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চারিভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে এই প্রকার মীমাংসা করেন যে, যদিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, গুড় ও তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্য স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থূল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। ইহারা আরও একটী প্রমাণ দিয়াছেন যে, যেমন লৌহ ও চুম্বক দুই-ই অচেতন, কিন্তু উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই ক্রিয়াশক্তি জন্মে, সেই প্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হইলে তাহার চৈতন্যস্বরূপ একটী শক্তি জন্মে। [চার্ব্বাক দেখ।]

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি ও দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা কহেন—কিছুই নাই, সকলই শূন্য, কারণ যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদ-বস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সমুদয় বস্তু জাগ্র-দবস্থায় দৃষ্ট হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে, সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার-মতাবল-ম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আর্হত মতাবলম্বীরা প্রতি শরীরে এক একটী আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক্ আত্মা না থাকিত, তাহা হইলে ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্ত সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা সে ফল ভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষি-বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলভোগ করি-

তেছি, সকল লোকেরই এই প্রকার অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিতে হইবে। (আর্হতদ°)

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা, তবে যে পরস্পর ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। অনুমান-প্রণালী এইরূপ—যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সেই পরমেশ্বর, যাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নহেন; যেমন গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহার আর সন্দেহ কি? এ স্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঈশ্বরতা স্বরূপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল সংযোগাদি হইলে মৃত্তিকায় পতিত বীজ জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে, বিষ জানিয়া বা না জানিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার জীবাত্মা ঈশ্বরের ন্যায় জগন্নির্ম্মাণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন কাজেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেও কার্য্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয় ততক্ষণ সে কারণ দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না জানিলে তদ্গৃহস্থিত পিশাচ হইতে ভীরু ব্যক্তিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান হইলেই ভয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবাত্মার পরমাত্মত্ব থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইতে পারিলে পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মারও ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও তাহা জানা না থাকিলে প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধন আছে, এরূপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা, এই প্রকার জীবাত্মার ঈশ্বরতা-জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ প্রীতি জন্মে, এজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঐ দর্শন মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছেন এরূপ স্বীকার করিলে জীবাত্মাও পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন, স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা কখনই জীবাত্মা বা পরমাত্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারেনা। কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তু হয়, সে বস্তুর প্রকাশ কালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার যে প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশের নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্যক ছিল? জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইপ্রকার আপত্তি করিলে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কোন কামাতুরা কামিনী ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, তাহার স্বর অতি মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহাস্যবদন, এই উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার ঐ সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, ততক্ষণ যেমন আহ্লাদিত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার পরমাত্মতাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, ততদিন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একভাব অর্থাৎ পূর্ণভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা যায়, তখন জীবাত্মার সর্ব্বজ্ঞতাদিরূপ পরমাত্মার ধর্ম্ম আমাতেই আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন পূর্ণভাব হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। (প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন।)

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা (পুরুষ) নিত্য। সাংখ্যবাদীরা আত্মাকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ। আত্মা সত্ত্বাদি ত্রিগুণশূন্য, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন-স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ দুঃখাদিশূন্য মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য, তবে যে আমি করিতেছি, আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে, সে ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ সুখ দুঃখ বা কর্তৃত্ব আমার নাই, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম। দেখ, কখন পরম সুখজনক সামগ্রী পাইলেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখলাভ হয়, আর কাহারও রাজ্যলাভে ও পর্য্যঙ্ক শয়নেও সুখবোধ হয় না। কেহ বা ভিক্ষালাভে ছিন্নশয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখ অনুভব করে। অতএব ইহা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে, যে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কিছুই অনুগত নাই। যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবাত্মার ধর্ম্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের সহিত এই বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে—ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত হইলেই আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব করে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহা অলীক।

"বদ্ধমোক্ষং সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥" (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা মায়াখ্য প্রকৃত্যুপাধি দ্বারা বদ্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বরূপে অনুভব করে।

বাস্তবিক ইহা আত্মার স্বরূপ নহে। এই প্রকার অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (সাংখ্য ভাষ্য)

প্রকৃতিসম্ভূত গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্য সকল আত্মা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আমিই কর্ত্তা এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ ইহা নহে।

"নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মা প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ।" (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা, নির্ব্বাণময়, জ্ঞানময়, অমল। প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল দুঃখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা আত্মার নহে। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, জীবাত্মাকে যদি প্রকৃতি স্থানীয় করা যায়, তাহা হইলে দুই মতের উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে। সাংখ্য-মতে প্রকৃতিকে জগতের আদিকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "প্রকৃতিঃ প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ আদিকারণং।" (সাংখ্যদ°)

প্রকৃতির পরিণাম দুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির বিকৃতি হয় না। যখন বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রথমে প্রকৃতির ৭টী বিকৃতি জন্মে। ১৬টী বিকার পদার্থ, এই ১৬টী হইতে কোন প্রকার বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত। পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, এই প্রকৃতিই আত্মাকে নানা প্রকারে বিমোহিত করে। আত্মা প্রকৃতির মায়ায় আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না, প্রকৃতিই সমস্ত সুখ দুঃখাদি অনুভব করে, তাহা হইলে দেখা যায় প্রকৃতির ধর্ম্ম ও জীবাত্মার ধর্ম্ম একই [প্রকৃতি দেখ।] ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা আর সাংখ্যাদি মতের প্রকৃতি একই বস্তু।

আত্মা শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা এক হইত, তাহা হইলে একের জন্মে বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মৃত্যু হইত এবং একের সুখে বা দুঃখে জগন্মণ্ডল সুখী বা দুঃখী হইত, যখন সুখদুঃখের এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পুরুষ বা আত্মা নানা এবং যে আত্মায় যে যে প্রকার কার্য্য করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়, যদিও আত্মার সুখ ও দুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনেক ইহা সাধিত হইলে একজনের সুখে জগৎ সুখী না হয় কেন? এ প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতেই পারে না। তথাপি যেমন জবাপুষ্পের নিকট অতি শুভ্রস্ফটিকও রক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ বোধ হয়। সকল ব্যক্তির ঐকাত্মপক্ষে একজনের ঐরূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে, তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই। আত্মার যখন কিছুই নাই, তখন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু এরূপ হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা যখন এক একটী আত্মা দেখা যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন? কিন্তু ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা আত্মার নহে।

"তস্মান্ন বধ্যতে হসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥"
(সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ৬২ সূ°)

আত্মা বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, প্রকৃতি নানারূপ ধরিয়া বদ্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান) না হয়, ততদিন বিরত হয় না।

নর্ত্তকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিয়া নৃত্য হইতে নিবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ তখন আত্মা মুক্ত হয়। আত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়া সুখ বা দুঃখ প্রতিবিম্ব রূপে ভোগ করে, সেই শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা ও পিতা দ্বারা উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে লোম,

শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই ৬টী বস্তুঘটিত স্থূল শরীরকে ষাট্‌কৌশিক এবং উক্ত রীতি ক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে মাতাপিতৃজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এই শরীরও ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র। যে বস্তু ভক্ষণ করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় এবং অসার ভাগ মল ও মূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই ষাট্‌কৌশিক শরীরই অন্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম, অথবা শৃগাল কুক্কুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবে। যিনি যতই যত্ন করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামরবৎ করিতে পারিবেন না, সকলই কিছুদিনের জন্য, অন্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি, দরিদ্রেরও সেই গতি। এই স্থূল শরীরাতিরিক্ত একটী শরীর আছে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর।

"সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" (সাং তং কৌং ৩৯)

বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি এই সূক্ষ্মশরীর নিত্য, অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকে যাইতে পারে; সূক্ষ্ম শরীর কখনও নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে এবং কখন স্বর্গীয় কখন বা নারকীয় স্থূল শরীর আর কখন পুনর্ব্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে। এই শরীরে সুখ দুঃখভোগ হয়। আত্মা (জীবাত্মা) মৃত্যুর পর অর্থাৎ ষাট্‌কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করিলে অষ্টাদশ তত্ত্বের অবয়ব-সমষ্টি-রূপ লিঙ্গশরীর লইয়া স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ করে, পরে পাপ বা পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার পুনরায় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। শ্রুতি প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" (কঠোপনিং ৬৷২৭)

জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রেণ সূক্ষ্মতামুপপাদয়তি" (সাংখ্যদং ভাং) জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হওয়া অসম্ভব, তবে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই কথা বলায় সূক্ষ্ম প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন মতে কেশাগ্রকে শতভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত সূক্ষ্ম। প্রকৃতি সৃষ্টির আদিতে এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর অধুনা আর জন্মে না? সকল পুরুষই জীবাত্মা। সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ পরমাত্মা কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ, কপিলদেব "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যসূং ১৷৯২) এই সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন এবং পরমাত্মসাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন, কপিলদেবের মতেও পরমাত্মা বা ঈশ্বর আছেন, তবে যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। অতএব "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র রচনা না করিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—

কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন। পরমাত্মা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নহে। যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উহাদিগের আনয়নাদি করে, তখনই ঐ ঘটপটাদি স্বকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রকৃতিও জড়, সুতরাং কিরূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতিরও একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না, কারণ জীবগণ স্থূলদর্শী ও অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি দোষে দূষিত, জীবের এমন কি শক্তি আছে, যে জগৎকরণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। সুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বারাধ্য পরমাত্মার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, এই যুক্তি দ্বারা পরমাত্মা বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যেমন কাক তোমার কর্ণ লইয়া গেল, এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত হওয়া উপহাসনীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড় বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, যেমন নবজাত কুমারের জীবনধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধপ্রবৃত্তি হয় এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি

জড় মেঘ হইতে বৃষ্ট্যুৎপত্তি হয়। অতএব জীবের কল্যাণার্থ জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মা স্বীকারে প্রয়োজন কি? যদি পরমাত্মা সংস্থাপনের আশায় বল পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন বা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হন, এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরসাধক না হইয়া পরমাত্মার বাধক হইয়া উঠে। দেখ, করুণা শব্দে পরের দুঃখ-নিবারণেচ্ছা বুঝায়, সুতরাং পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া সৃষ্টি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্মা জীবের দুঃখ নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও দুঃখ ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে পরমাত্মা প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলেন, আর কিহেতুই বা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার এইরূপ অসৎ দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থ ঔষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দ্বেষই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া থাকে, সেইরূপ যদি পরমাত্মা জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবেচকের ন্যায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই বা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত, জীবের দুঃখ-সঞ্চারের পর পরমাত্মা করুণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে পরমাত্মা তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এ জন্য সৃষ্টি দুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং সৃষ্টি হইলে দুঃখের আবির্ভাব হয়, এজন্য দুঃখও সৃষ্টিসাপেক্ষ, এই পরস্পর সাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। আরও দেখ, যদি পরমাত্মা করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই পরমাত্মার কৃপার পাত্র এবং পরমাত্মা পক্ষপাত প্রভৃতি দোষশূন্য। অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন প্রকৃতিই জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছে।

যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে জড়াত্মক লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্নিধানে জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগন্নির্ম্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যেমন অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতনা প্রকৃতি জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগন্নির্ম্মাণ করে, জীবাত্মা প্রকৃতির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাহা নিজের ধর্ম্ম নয়, প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাহাই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে। এ জন্য প্রকৃতি পুরুষ (জীবাত্মা) পরস্পর সাপেক্ষ। এই জীবাত্মার অদৃষ্ট (ধর্ম্ম অধর্ম্ম) জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, ইহা বীজাঙ্কুর-ন্যায়বৎ অনাদি। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি না হইবে, ততদিন প্রকৃতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। "জ্ঞানান্মুক্তি" (সাং্দং) এই জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শ্রবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্মা মুক্ত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বাসনা (সংস্কার) অপনীত না হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় নাই। (সাংখ্যদং) পাতঞ্জলদর্শনের সহিত সাংখ্যের জীবাত্মার একমত আছে।

যোগসূত্রকার জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে—অবিদ্যা, অস্মিতা, দ্বেষ, অবিনিবেশাখ্য পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বাসনা দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা যায়, অর্থাৎ যে অনির্ব্বচনীয় পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্ব্বদা পরমানন্দ স্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত কর্ম্ম করেন না, যাঁহার কোনরূপ কর্ম্মফলের বাসনা নাই এবং এইরূপে যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ গুণশালী, তাঁহার সদৃশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রেই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন। পাতঞ্জলের মতে—পরমাত্মসাধক যুক্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তুই সাতিশয়, অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত, বস্তু সকলের শেষ সীমা আছে, যথা অল্পত্ব ও অধিকত্ব, পরিমাণের শেষসীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ, অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণ মাত্রে, কাহাকে অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা তত্তৎ শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও

সাতিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানাদি কোথাও শেষ সীমা লাভ করিয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তা রূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরম স্থূলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা, এবং বিদ্বানের বিদ্বাবত্তাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে। নতুবা তদ্বিপরীত স্থূলত্বাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিক বিষয়তা ও অল্প বিষয়তাই লক্ষিত হইবে। এই জন্যই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলা যায়। এরূপে যখন অধিক বিষয়তাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন অপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডস্থ খেচর অরণ্যচর ও আমাদিগের চক্ষুর অগোচর সর্ব্ববস্তুবিষয়তাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতা-রূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জীবাত্মার সম্ভবে না, যেহেতু জীবাত্মার বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় দৃক্‌শক্তিপরিচ্ছিন্ন, এই দৃক্‌শক্তির দ্বারা কখনই সর্ব্বগোচরজ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং অপরিচ্ছন্ন দৃক্‌শক্তিমানকেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ঐরূপ অপরিচ্ছন্ন দৃক্‌শক্তিমান যিনি, তিনিই যোগসূত্রকারের অভিমত পরমাত্মা। এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া কেবল বাগাড়ম্বর করা অজ্ঞানের বিজৃম্ভপ্রলাপ মাত্র। এই পরমাত্মা জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীরধারণপূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক ও সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীমকৃপানিধান এবং অন্তর্যামি-রূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় এই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে। যোগসূত্রের আত্মা (জীবাত্মা) ও পরমাত্মা ভিন্ন জগতের সকল বস্তু পরিণামী।

"পরিণামস্বভাবাহি গুণাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।"

(তত্ত্বকৌ°)

গুণ সকল পরিণামশীল, ক্ষণকাল পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। জগতের যে বস্তুই পর্য্যবেক্ষণ কর না কেন, প্রতিক্ষণই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিণামী আত্মা।

"পরিণামিনোহভাবাঃ ঋতে চিতি শক্তে।" (সা°ত°কৌ°)

চিৎশক্তি অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত সকলই পরিণামী। (পাতঞ্জলদ°)

বেদান্ত মতে, একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, আর সমুদয় জগৎই মিথ্যা। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। জীব (জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা বা উপাধিযুক্ত আত্মা) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবামাত্রই ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারদুঃখ অতিক্রম করে, এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোনই উপায় নাই। ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা শুনিলেই শ্রবণ হয় না, গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বিশ্বাস করিবে, এই সকল একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকা জলভ্রান্তি, তেমনি ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সকলই রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় মিথ্যা, যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম বা আত্মা, কিন্তু অবিদ্যামোহিত হইয়া আত্মার স্বরূপ না দেখিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, প্রথমে এই জ্ঞানলাভ অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, সুতরাং আমি (আত্মা) জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাআপনি অহং অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে, অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। ইহাকে মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবন্মুক্তিবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তিবল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার, সে অবস্থা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত। এখন যাহা সুখদুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সুখদুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন, আনন্দ, একরস ও কূটস্থ নিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড আত্মাই (চৈতন্য) ব্রহ্ম, এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় রহি-য়াছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিভাসিত অথবা মায়িক-রূপে দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই

এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য। চৈতন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভূত নহে এবং এই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যই আত্মা, আত্মা চৈতন্য ভিন্ন নহে। অতএব যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন আত্মা সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি? এই জীব ব্রহ্মের ঐক্যই "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয় ও বিনাশরূপ বড়্‌বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(গীতা ২।২০)

ইঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইঁহার বিনাশ নাই। আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন এবং আত্মাই পরম আনন্দ স্বরূপ। যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র। দেখ আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে। অন্যের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীতি না হয়, যদি আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল, সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই দোষপরিহারার্থ যদি আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্ জীব স্রক্‌চন্দনাদি উপভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে, কিন্তু এই আপত্তি বদ্ধমূল হইত যদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এই স্থলে অন্যান্য বালকের অধ্যয়নরূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ এইটী চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ বিশেষ জানা যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ এই মাত্র জানা যায়, যে ইহার মধ্যে চৈত্রের অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরমাত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সৎ বা অসৎরূপে অনির্ণেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলা যায়, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ ভেদে দুইটী শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও *অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা।* বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধানকে অবিদ্যা কহে। এই মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অন্তর্যামীস্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি সমস্তই জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি ও বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া প্রায়ই এক জিনিস, কিন্তু পরস্পরের সহিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উত্থাপিত আছে। যেহেতু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা জগতের কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতিই জগতের কারণ এবং বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া জগতের কারণ। এই জন্য এই তিনই এক পদার্থ বলিয়া অনুমিত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এ জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ কল্পিতমাত্র। জীবাত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই জীবাত্মা। অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ করা বন্ধ্যাপুত্রের নামকরণের ন্যায় উপহাসাস্পদ।

যদি পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে, জীবই পরমাত্মস্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থক নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ পরম মুক্তি স্বতসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না। সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে যত্নবান্ হইয়া থাকে? কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিগীষা ও স্থূলদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে। কারণ সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রমনিরাকরণার্থ

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি—দশজন মূঢ় ব্যক্তি নদী পার হইয়া সকলই আপনাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে ৯ জন ভিন্ন ১০ জন হয় না, তখন তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, একজনকে নিশ্চয় কুম্ভীরে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক "দশম তুমি" এইরূপ উপদিষ্ট হইল, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে দশ জনই আছি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলব্ধ বস্তুর লাভে পরম আনন্দিত হইল। আর প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, অন্যমনস্ক অবস্থায় নিজ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া অন্য স্থানে অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব জীব পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত যুক্তি-ক্রমে অবশ্য কর্ত্তব্যই হইতেছে।

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, মন কর্ম্মে-ন্দ্রিয় সহিত মনোময়কোষ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময় কোষ বলিয়া গণ্য। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্ ও কর্ত্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন। মনোময়কোষ ইচ্ছা-শক্তিশীল ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তি-শালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়, ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই লিঙ্গ-শরীরের যখন স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময় যেমন জলৌকা একটী তৃণ অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী ভাবনাময় শরীর হয়। ঐ শরীর হইলে যাবজ্জীবন-ব্যাপী কর্ম্মরাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন কর্ম্মানুসারে যে কোন মনুষ্য পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি একটী আশ্রয় করিলে আত্মা লিঙ্গশরীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব-দেহ পরিত্যাগ করে। [ব্রহ্ম দেখ।] প্রাণ নির্গত হইবার সময় নবদ্বার দিয়া নির্গত হয়।

জীবাদান (স্ত্রী) জীবানাং আদানং ৬তৎ। বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতায় বমন ও বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটে, তাহার মধ্যে জীবাদান একটী। সুশ্রুতে ইহার বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—বিরেচনের অতিযোগে প্রথমে শ্লেষ্মসহ জল, পরে মাংসধৌত জলের ন্যায় জল, পরে জীবশোণিত, পরে গুদস্থান (গোগোল) পর্য্যন্ত নির্গত হয় এবং কম্প ও বমন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অধোভাগে গুদনিঃসৃত হইলে ঘৃতে অভ্যক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট করাইবে, অথবা ক্ষুদ্ররোগের প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিবে। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

কম্প হইলে বাতব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। [বাতব্যাধি দেখ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে কাশ্মরী ফল, বদরী ও দূর্ব্বার ডাঁটা দিয়া দুগ্ধপাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃতমণ্ড ও অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও ঘৃত এই সকল শোণিত সংসৃষ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধশোণিত নিঃসৃত হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের ন্যায় প্রতীকার করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথও প্রয়োগ করা যায়। যে শোণিত নির্গত হয় তাহা জীবশোণিত। রক্ত কি পিত্ত ইহা জানিবার জন্য তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডুবাইয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত করিবে। যদি রঞ্জিত থাকে, তাহা হইলে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে। অথবা সেই শোণিত অন্নে মাখাইয়া কুক্কুরকে দিলে যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৪ অঃ)

জীবাধান (স্ত্রী) জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য আধানং ৬তৎ। শরীর, দেহ।

জীবাধার (পুং) জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য আধারং আশ্রয়স্থানং ৬তৎ। হৃদয়। (হেম°) "হৃদ্যয়ং তস্মাদ্ধৃদয়ং" (ছান্দোগ্য° উ°) 'জীবস্য হৃদয়াধারোক্তে স্তথাত্বং' (ভাষ্য)

হৃদয়ে জীব (জীবাত্মা) অবস্থান করে, এই জন্য হৃদয়ের নাম জীবাধার।

জীবান্তক (পুং) জীবং অন্তয়তি নাশয়তি জীব-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ শাকুনিক, ব্যাধ। (ত্রি) ২ জীবননাশক।

জীবার্দ্ধপিণ্ডক (পুং) চক্রস্থিত রাশিকলার ১৮০০ ভাগের অষ্টম ভাগ। (সূর্য্যসি°)

জীবালা (স্ত্রী) জীবং উদরস্থকৃমিং আলাতি গৃহ্লাতি নাশয়-তীত্যর্থঃ আ-লা-ক টাপ্। সৈংহলী। (রাজনি°)

জীবাস্তিকায় (পুং) অর্হন্মতপ্রসিদ্ধ জীবভেদ, ইহা তিন প্রকার, অনাদিসিদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ অর্হৎ, যিনি সকল অবস্থায় অবিদ্যা প্রভৃতি দুঃখরহিত, অণিমাদি প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবিকা (স্ত্রী) জীব্যতেহনয়া (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) জীব অ-কন্ অত ইত্বং। ১ জীবনোপায়। পর্য্যায়—আজীব, বার্ত্তা, বৃত্তি, বর্ত্তন, জীবন। (অমর) ২ জীব। (শব্দর°) "আজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেৎ ব্রাহ্মণজীবিকাং।" (মনু ৪।১১) ৩ জীবন্তী। (মেদিনী)

জীবিত (ক্লী) জীব ভাবে ক্ত। ১ জীবন, প্রাণধারণ। (হেম°)

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং" (উত্তর রামচ° ১ অঃ)

কর্ত্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ জীবনযুক্ত, যে প্রাণধারণ করিতেছে।

জীবিতকাল (পুং) জীবিতস্য জীবনস্য কালঃ ৬তৎ। আয়ুঃ, প্রাণধারণ সময়। (অমর)

জীবিতঘ্ন (ত্রি) জীবিতং জীবনং হন্তি জীবিত হন-টক্। প্রাণনাশক, যে জীবন নষ্ট করে।

জীবিতজ্ঞা (স্ত্রী) জীবিতস্য জীবনস্য জ্ঞা জ্ঞানং যস্যাঃ। নাড়ী দেখিয়া জীবের জীবনকাল জানা যায়, এই জন্য ইহার নাম জীবিতজ্ঞা বলে।

জীবিতনাথ (পুং) জীবিতস্য নাথঃ ৬তৎ। জীবিতেশ, প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিতান্তক (পুং) জীবিতস্য অন্তকঃ ৬তৎ। ১ জীবনান্তক, যম। [জীবান্তক দেখ।] (ত্রি) ২ প্রাণীহিংসাকারী।

জীবিতেশ (পুং) জীবিতস্য ঈশঃ প্রভুঃ ৬তৎ। ১ প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর। ২ যম। ৩ ইন্দ্র। ৪ সূর্য্য। ৫ দেহমধ্যস্থিত চন্দ্রসূর্য্যরূপ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, দেহে স্থিতি জন্য ইহারা জীবিতেশ বলিয়া অভিহিত। [নাড়ী দেখ।] (ত্রি) ৬ জীবিতেশ্বর। (মেদিনী)

জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিতস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। জীবিতেশ, প্রাণেশ্বর। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিন্ (ত্রি) জীব অস্যাস্তীতি জীব-ইনি। ১ প্রাণধারক, প্রাণিমাত্র। ২ জীবনোপায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।" (রঘু ১ অঃ)

জীবেন্ধন (ক্লী) জীবরূপং ইন্ধনং রূপককর্ম্মধা। জীবরূপকাষ্ঠ।

জীবেষ্টি (স্ত্রী) জীবোদ্দেশিকা ইষ্টিঃ। বৃহস্পতিসত্র, যে যজ্ঞ বৃহস্পতির উদ্দেশে করা যায়।

জীবোৎপত্তিবাদ (পুং) জীবস্য সঙ্কর্ষণাভিধস্য উৎপত্তৌ উৎপত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬তৎ। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক প্রতিবাদ। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তেরা বলেন, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন এবং এই চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াই জীবোৎপত্তি করিয়াছেন।

বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ, অনিরুদ্ধব্যূহ, এই চারি প্রকার ব্যূহ তাঁহারই স্বরূপ।

"ব্রহ্মণো বাসুদেবাখ্যাজ্জীবঃ সঙ্কর্ষণাভিধঃ।
জায়তে চ মনস্তস্মাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং ততঃ পুনঃ॥
অহঙ্কারো হনিরুদ্ধাখ্যশ্চত্বারো বিশ্বরূপকাঃ।
বাসুদেবারাধনাদ্যৈর্জ্জায়তে বন্ধমোক্ষণম্॥" (পঞ্চরাত্র)

বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের অন্য নাম জীব, প্রদ্যুম্নের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার। এই চারি প্রকার ব্যূহের মধ্যে বাসুদেবব্যূহই পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ, বাসুদেবব্যূহ হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। সুতরাং তাহা সেই পরাপ্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে* রত থাকিলে নিষ্পাপ হয়, পরে পাপরহিত হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্ বাসুদেবকে প্রাপ্ত হয়। (বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতদিগের এই মত শারীরক সূত্রভাষ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর, পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাপনি অনেক প্রকারে বা ব্যূহ (সমূহ) ভাবে অবস্থিত বা বিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব ভাগবতমতাবলম্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন না পরমাত্মা একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন। "স একধা বা ত্রিধা ভবতি" (শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে। ইহাদের মতে এ অংশও নিষিদ্ধ নহে। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। সুতরাং পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে।

তাঁহারা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরকভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। জীব যদি উৎপত্তিমানই হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, জগতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য। উৎপত্তিশীল পদার্থ অনিত্য ভিন্ন নিত্য হইতে পারে না। জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

"নাত্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।" (শা° সূ° ২।৩)

আত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহে। কেন না শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্ণীত নাই। বরং অজ জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাই

* অভিগমন অর্থাৎ তদ্গতভাবে ও কায়মনোবাক্যে ভগবদ্দালয়ে গমন প্রভৃতি উপাদান অর্থাৎ পূজাদ্রব্যাদি আহরণ বা আয়োজন। ইজ্যা অর্থাৎ পূজা যজ্ঞ প্রভৃতি। স্বাধ্যায় অর্থাৎ অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ। যোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি।

বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মফলভোক্তা জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য এরূপ সংশয় হইতে পারে। কোন কোন শ্রুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কোন শ্রুতি বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বসৃষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব ভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয় হইলেই পূর্ব্বপক্ষ তাহাতে পাওয়া যায়, জীবও উৎপন্ন হয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ শ্রুত্যুক্ত প্রমাণের বাধক নহে *।

অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, ইহা কিসে জানা যায়? তাহা সহজে জানা যায় না। কারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমাত্মাই জীব এ তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। পরমাত্মা নিষ্পাপ, নিধর্ম্মক, নিষ্ক্রিয়, জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [জীবাত্মা দেখ।] বিভাগ থাকিলেও জীবের বিকারত্ব (জন্মমরণ) জানা যায়। আকাশাদি যে কিছু বিভক্ত বস্তু সমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যাপাপকারী সুখদুঃখ-ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্য জীবেরও জগদুৎপত্তি-কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি পরমাত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ জন্মলাভ করে। শ্রুতি এইরূপে জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—"এই সকল আত্মা তাহা হইতে ব্যুচ্চারিত হয়।" শ্রুতির এই উক্তিতে ভোগাত্মগণের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ জন্মে। সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অক্ষর সমানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে সমানরূপী এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি সমান রূপী। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমানরূপী, উভয়ই চেতন, সুতরাং সমানরূপী। এক শ্রুতিতে উৎপত্তি কথন নাই, তাই বলিয়া অন্য শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা বলা যায় না। অন্য শ্রুতিস্থ অতিরিক্ত পদার্থ সর্ব্বত্র সংগৃহীত হয়। পরমাত্মা স্বসৃষ্ট শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতিতে অনুপ্রবেশ শব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে শরীরে অবিকৃত ব্রহ্মের প্রবেশ নহে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মের বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত যুক্তিতে জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে। কিন্তু আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি প্রকরণের বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অনুক্ত আছে। এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলে তদ্দ্বারা শ্রুত্যন্তর কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় না সত্য, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কেন না জীব নিত্য। শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দ দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব অবিকারিত্ব, অতএব অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতি দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। আত্ম-নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতিনিচয় এই, "জীব মরেনা, তিনিই এই, ইনি মহান্ জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জন্মেন না ও মরেন না, এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন," "জীব নামক আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব" "সেই পরমাত্মা এই শরীরে নাসাগ্র পর্য্যন্ত আবিষ্ট আছেন" এ সকল শ্রুতি জীবের নিত্যত্বের বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিলে তাহাও বলিতে পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম বিশিষ্ট), বিকারত্ব নিবন্ধন উৎপত্তিমান এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" (শ্রুতি)

সেই সর্ব্বব্যাপী একই দেব সর্ব্বভূতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত। সুতরাং তিনি সমুদয় ভূতের অন্তরাত্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদি সম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি উপাধি সম্বন্ধ দ্বারা বিভক্তের ন্যায় প্রতিভাত হন।

এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ আছে—"সেই এই ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়" ইত্যাদি। এই শাস্ত্রদ্বারা একই ব্রহ্মের বহুত্ব ও বুদ্ধ্যাদিময়ত্ব বলা হইয়াছে। জীবের যাহা যথার্থরূপ তাহা বিস্পষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর না হওয়ায় বুদ্ধ্যাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তদ্ভাবাপত্তি ঘটে। যেমন স্ত্রীময় ইত্যাদি। কোন কোন শ্রুতিতে যে যে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাও উপাধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন। উপাধির উৎপত্তিতে উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রুতি-প্রমাণে প্রমাণ করা হইয়াছে। বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান

* অর্থাৎ শ্রুতি যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একতে জানিলেই সকলকেই জানা যায়। জীব যদি ব্রহ্মপ্রভব না হয়, আর পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম জানিলে জীব জানা হইবে না। কাজেই সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে।

এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার ভূতের বিনাশে বিনষ্ট হয় এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐ বিনাশ উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে। তাহাও এই শ্রুতি-প্রমাণে নিরাকৃত হইয়াছে। "ভগবন্! আত্মা বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান অথচ সংজ্ঞা থাকে না, আপনার এই কথা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম না।" ইহার প্রত্যুত্তরে ঋষি বলিলেন, "আমি ভ্রান্ত কথা বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও পরিণাম হয় না। তবে কিনা তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ বিষয়ের সম্পর্ক হয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হয়, আবার বিষয়-বিগমে কেবল হন।" অবিকৃত ব্রহ্মই শরীর সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্যরূপ। এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই অনুমিত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত ভাগবতদিগের যে ঐ কল্পনা তৎপ্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে।

"ন চ কর্ত্তুঃ করণং" (সাং সূং)

লোক মধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদিকরণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতেরা বর্ণন করেন, সঙ্কর্ষণ নামক কর্ত্তা জীব প্রদ্যুম্ন নামক করণ মন জন্মাইয়া থাকেন। আবার সেই কর্ত্তৃজন্মা প্রদ্যুম্ন (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) উৎপত্তি হয়। ভাগবতদিগের এই কথা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করা কাহারও সঙ্গত নহে। ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহে। উহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত বল বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব-নিরধিষ্ঠিত ও নিরবদ্য *। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে, তাহাদের উক্ত অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নির্দ্ধারিত হয় না। অর্থাৎ অন্য প্রকারে ঐ দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইরূপ, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা পরস্পর ভিন্ন একাত্মক নহে অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থ তত্ত্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি দোষও ঘটে।

ঐ চতুর্ব্যূহ ভগবান্ই এবং তাহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এরূপ হইলেও উৎপত্তিসম্ভব দোষ তদবস্থ থাকে। যেহেতু অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না থাকায় বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্যকারণের মধ্যে অতিশয় থাকাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোনটী কার্য্য কোনটী কারণ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। আরও দেখ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি তারতম্যকৃত ভেদ মানেন না। বাস্তবিক ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব বলিয়া মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ (ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে? তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত (স্তম্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগৎই ভগবদ্ব্যূহ। ইহা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা অবশ্যই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্ বাসুদেব। আরও দেখ তাহাদের শাস্ত্রে বেদনিন্দা আছে।

"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রং অধিগতবান্।" (শাং সূং ভাং) শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরম শ্রেয়োলাভ না করিয়া অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্মগ্রন্থে বেদনিন্দা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর গ্রহণীয় নহে। এই কারণে ভাগবতমতাবলম্বী-দিগের জীবোৎপত্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসঙ্গত ও নিতান্ত অগ্রাহ্য।

কণাদের মতে—আত্মা আগন্তুক চৈতন্য অর্থাৎ স্বতঃচেতন নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্য নামক গুণ জন্মে। আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা নিত্য চৈতন্যরূপী। এই দুই বিরুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার স্বরূপ কি? তিনি কি বৈশেষিকদিগের ন্যায় আগন্তুক চৈতন্য? না সাংখ্যের অভিমত নিত্য চৈতন্যরূপী? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগন্তুক চৈতন্য পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গুণ জন্মে, তেমনি মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্যগুণ জন্মে। আত্মা নিত্য চৈতন্যরূপী হইলে অবশ্যই সুপ্ত, মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় চৈতন্য দর্শন থাকিত। ঐ সকল অবস্থায় চৈতন্য

* নিরধিষ্ঠিত অপ্রাকৃতিক, অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভূত নহে। নিরবদ্য নাশাদিরহিত। নির্দ্দোষ রাগদ্বেষ রহিত।

থাকে না, চৈতন্যের অভাব হয়। তাহা ঐ সকল অবস্থার পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, কখন অচেতন, এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিত চৈতন্য নহে। কিন্তু আগন্তুক চৈতন্য, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে, আত্মস্থ নিত্যোদিত চৈতন্য, পূর্ব্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু অর্থাৎ যেহেতু আত্মা উৎপন্ন হন না। অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, সেই জন্য তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তুক চৈতন্য নহেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, যে সুপ্ত পুরুষের চৈতন্য থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, আত্মা সুষুপ্তিকালে দেখেন না, এমত নহে। দেখেন অথচ দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী। সেইজন্য তখনও তাহার বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন। অন্য সময়ে তাহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য) বিভক্ত হয়। তাই তিনি তাহা দেখেন। শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। পুরুষ সুষপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন, অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্যাভাববশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাব বশতঃই ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে দ্রষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং তাহার স্বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিক ন্যায় প্রভৃতির এই কথা সুসঙ্গত নহে। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবোপাধি (পুং) জীবস্য উপাধিঃ ৬তৎ। স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগ্রদবস্থা এই তিনটী জীবের উপাধি। সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধি কি প্রকারে সম্ভবে? ইহা সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধ্যাদিতে (অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি থাকে। যে প্রকার বস্ত্রে সুগন্ধি পুষ্প বন্ধন করিয়া রাখিয়া পরে পুষ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুষ্পবাসিত বস্ত্র সুগন্ধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার জীবেরও বুদ্ধ্যাদি সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। অতএব সুষুপ্তিতেও জীবের উপাধি থাকে। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্বাসনা (সংস্কার) রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাসনা (সংস্কার) সকল পরিস্ফুট থাকে। জাগ্রদবস্থায় সূক্ষ্মশরীরের সহিত স্থূল শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের দুঃখের কারণ, জীব উপাধিরহিত হইতে পারিলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই উপাধি দূর করিতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আবশ্যক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্কাররাশি বিদূরিত হইয়া যায়। তখন জীব অনায়াসে উপাধিরহিত হইতে পারে। এই উপাধি অজ্ঞান বা মায়া হইতে হয়। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবোর্ণা (স্ত্রী) জীবস্য ঊর্ণা ৬তৎ। জীবিত মেষাদির রোম। "পবিত্রমস্মিন্ করোতি শুক্লং জীবোর্ণানাং" (কাত্যা° ৯।২।১৬) 'জীবন্মেষরোমনির্ম্মিতসূত্রনির্ম্মিতং।' (কর্ক)

জীব্যা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় হিতায়, জীব-যৎ। ১ হরিতকী। ২ জীবন্তী। ৩ গোক্ষুরদুগ্ধ। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ জীবনোপায়। "জীব্যোপায়ং তু ভগবান্ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।" (হরিবংশ ২৬৩ অঃ)

জুআ (হিন্দী) জুয়াখেলা, দ্যূতক্রীড়া।

জুআচোর (দেশজ) ধূর্ত্ত, বঞ্চক, শঠ, প্রতারক।

জুআচোরি (দেশজ) প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, খেলিবার সময় ঠকান।

জুআর (হিন্দী) ১ সমুদ্র হইতে আগত জলস্রোতঃ, জলোচ্ছ্বাস। [জুয়ার দেখ।]

জুআরিয়া (হিন্দী) জুয়াখেলা সম্বন্ধীয়।

জুআরী (হিন্দী) ১ দ্যূতক্রীড়ক। ২ জুয়াচোর।

জুআল (দেশজ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাঙ্গল দিবার সময় যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে।

জুই (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। (Ixora tomentosa) [যূথী দেখ।]

জুইপাশা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Justicia nasuta.)

জুঁই (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (Jasminum auricula.)

জুঁইয়া (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট কলাগাছ প্রভৃতিকে নষ্ট করে।

জুঁকি (দেশজ) ওজন। "কাঞ্চন জুঁকিয়া লয়ে হইল বিদায়।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

জুকুট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

জুখ (দেশজ) পরিমাণ।

"দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে।"

জুগৎ (দেশজ) পরামর্শ, যুক্তি। হস্তে ভেকি দেখান।

জুগুপিষু (ত্রি) গোপিতুমিচ্ছুঃ। গুপ-সন্-উঃ। নিন্দুক।

জুগুপ্সক (ত্রি) গুপ সন্ ভাবে অ-ধুল্। যে অকারণে নিন্দা করে, পরের নিন্দা করা যার ব্যবসায়।

জুগুপ্সন (ক্লী) গুপ-সন্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিন্দন। (অমর) (ত্রি) কর্ত্তরি যুচ্। ২ নিন্দাশীল, নিন্দক। ৩ দোষ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া যে স্থলে নিন্দা করা যায়।

"দোষেক্ষণাদিভির্গর্হা জুগুপ্সা বিষয়োদ্ভবা।" (সাহিত্যদ° ৩প°)

জুগুপ্সা (স্ত্রী) গুপ-সন্ ভাবে অ-টাপ্। নিন্দা। (অমর) বীভৎস রসের স্থায়িভাব, শান্তরসের ব্যভিচার ভাব।

[বীভৎসরস দেখ।]

"জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ" (সাহিত্যদ° ৩।২৩৬)

দেহ-জুগুপ্সার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।" (পাত° ২।৪০) যাহার শৌচ সাধিত হয়, কারণ স্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও ঘৃণা জন্মে। আত্মা শুচি হইলেই শরীরকে অশুচি জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যত্ন থাকে না এবং স্বীয় শরীরের প্রতি জুগুপ্সা (ঘৃণা) বোধ হয়, এই কারণে অন্যান্য শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছা হয় না। যাহার নিজ দেহের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে, তাহার যে অপর শরীরীর সহিত দ্বেষ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্মশৌচবান্ ব্যক্তি অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্য সাধু যোগীদিগকে প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি সর্ব্বদা জুগুপ্সা করিবে, শরীরের প্রতি জুগুপ্সা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, যদি বিবেচনা করা যায় এই দেহ অনিত্য, ইহা রসান্ত, ভস্মান্ত বা বিষ্ঠান্ত হইয়া যাইবে। এই মাতাপিতৃজ বাট্‌কৌষিক শরীরভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব ইহাতে আস্থা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের দোষ অনুসন্ধান করিবে।

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং॥" (গীতা)

জুগুপ্সিত (ত্রি) নিন্দিত, যাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, ঘৃণিত।

জুগুপ্সু (ত্রি) নিন্দুক।

জুগুর্বণি (ত্রি) গৃ-স্তুতৌ গৃণতে যঙ্ লুগন্তাৎ ক্বিপিচ্ছান্দসীরূপ-সিদ্ধিঃ। স্তোতৃদিগের সংবিভক্ত, স্তবকারীদিগকে যিনি বিভাগ করেন।

"মন্দ্রজিহ্বাজুগুর্বণী হোতারঃ" (ঋক্ ১।১৪২।৮) 'জুগুর্বণী ভৃশং গৃণতাং স্তবতাং যজমানানাং সংভক্তারৌ' (সায়ণ)

জুগোপিষা (স্ত্রী) গুপ-গোপনে গুপ-সন্-টাপ্। গোপনেচ্ছা, গোপন করিবার ইচ্ছা।

জুঙ্গ (পুং) জুগ-অচ্। বৃদ্ধদারক, বিধারক গাছ। থুল্। জুঙ্গক।

জুঙ্গা (স্ত্রী) জুঙ্গ-অচ্-টাপ্। বৃদ্ধদারক।

জুঙ্গিত (ত্রি) জুঙ্গ-ক্ত। পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত।

জুঙ্গী, নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

জুজু (দেশজ) ভয়ানক বস্তু। ভয়প্রদর্শক মূর্ত্তিবিশেষ, কল্পিত ভূতযোনি প্রভৃতি।

জুটক (ক্লী) জুট সংহতৌ জুট-ক (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। জটা। (শব্দর°)

জুটিকা (স্ত্রী) জুটক টাপ্ অতইত্বং। শিখা। (শব্দর°) চলিত কথায় ঝুটী, টিকী, শিখা। শিখা বন্ধন না করিয়া কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিতে নাই।

"জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

[শিখা দেখ] ২ গুচ্ছ। ৩ কর্পূরবিশেষ।

জুড়ন (দেশজ) ১ মিলন। ২ শীতল করণ।

জুড়নিয়া (দেশজ) যে শীতল করে।

জুড়ান (দেশজ) শীতল করান।

জুতন (দেশজ) বিনামা প্রহার, জুতামারা।

জুতনিয়া (দেশজ) বিনামা প্রহারকারী।

জুতল (দেশজ) সুন্দর, সুশ্রী, সুসজ্জিত।

জুতা (দেশজ) চর্ম্মপাদুকা, উপানৎ। [পাদুকা দেখ।]

জুতাজুতি (দেশজ) পরস্পর বিনামা প্রহার।

জুতী (দেশজ) বিনামা।

জুন, (June) য়ুরোপীয় এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের ৪র্থমাস, আধুনিক ইংরাজ প্রভৃতি দেশের ষষ্ঠমাস। কেহ কেহ বলেন, লাটিন জুনিয়রিস্ (Junioris) অর্থাৎ যুবক কথা হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বর্গের ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাঁহার নামের রূপান্তর লাটিন জুনিয়াস্ কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই মাস ৩০ দিনে শেষ হয়। এই মাসে সূর্য্য কর্কটরাশিতে সংক্রমিত হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ও আষাঢ়মাসের প্রথম লইয়া জুনমাস চলিয়া থাকে।

জুনবক (দেশজ) এক জাতীয় বকপক্ষী।

জুনাগড়, বোম্বাই বিভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের একটী দেশীয় করদরাজ্য। এই রাজ্যে বৃটীশ গবর্মেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী (Political agent) অবস্থিতি করেন। অক্ষা° ২০° ৪৮´ হইতে ২১° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫৫´ হইতে ৭১° ৩৫´ পূঃ পর্য্যন্ত। ইহার ভূপরিমাণ ৩২৮৩ বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, য়িহুদি প্রভৃতি জাতি বাস করে। জুনাগড়ে গির্‌নর নামে একটী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শৃঙ্গের নাম গোরখনাথ। এই শৃঙ্গটী সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায় ৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে 'গির' নামে একটী অংশ আছে, ইহার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলাবৃত। কোন কোন স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, আবার কোন কোন স্থান এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলময় হইয়া যায়। এই রাজ্যের

মৃত্তিকার রঙ্‌ সাধারণতঃ কাল; কিন্তু স্থানে স্থানে অন্য বর্ণও দেখা যায়। এই স্থানে চাসীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্য্যন্ত খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্যক মত সেই জল অথবা কূপ হইতে জল তুলিয়া মশকে পরিপূর্ণ করিয়া জমীতে সিঞ্চন করে।

মোটের উপর এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক, কিন্তু কেবলমাত্র গিরনর পর্ব্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্য্যন্ত অতিশয় গরম।

এই রাজ্যে জ্বর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবাসিগণ তাহা দ্বারা বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করে।

জুনাগড়ে তূলা, যব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বেরাবল বন্দর হইতে তূলা বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে দেশীয় এবং মরিচসহরের ইক্ষুদণ্ড উভয়বিধই জন্মিয়া থাকে। তৈল ও মোটাকাপড় এখানে প্রস্তুত হয়।

দেশীয় বাণিজ্যের জন্য উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর আছে। এই বন্দরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন নৌকাদি নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। যতগুলি বন্দর আছে, তাহার মধ্যে বেরাবল, নব-বন্দর এবং সুতরাপাড়া এই তিনটাই প্রধান।

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্তা আছে। জুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাজীর দিকে এবং বেরাবল অভিমুখে যে যে রাস্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড়। আর যে রাস্তাগুলি আছে, তাহা তত বড় ও প্রধান নহে, তবে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সে সমস্ত রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া চলিয়া থাকে, সামান্য সামান্য পণ্যদ্রব্য বোঝাই গাড়ী এই রাস্তার উপর দিয়া চলে। জুনাগড়ে ৩৪টী বিদ্যালয় আছে।

জুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান; এখানে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। গিরনর পর্ব্বতের উপরিভাগ বহুসংখ্যক জৈনমন্দির শোভিত। বেরবল বন্দর এবং সোমনাথের প্রভাসের ভগ্নমন্দির বিশেষ বিখ্যাত।

কাঠিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে; তন্মধ্যে জুনাগড় একটী প্রধান। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। জুনাগড়ের রাজা মুসলমান; তাঁহার 'নবাব' উপাধি। নবাব ইংরাজদিগের নিকট হইতে ১১টী মান্যতোপ পাইয়া থাকেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর খাঁজি জুনাগড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার উৰ্দ্ধতন নবম পুরুষ সের খাঁ বাবি এই বংশের আদিপুরুষ। জুনাগড়ের নবাব বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬০৪৲ টাকা কর প্রদান করেন। নবাবের ২৬৮২ জন সৈন্য আছে। এখানকার নবাবের জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের দত্তকপুত্রগ্রহণের ক্ষমতা আছে। নবাবই তাঁহার প্রজাবর্গের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা*। তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ আছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সতীদাহপ্রথা রহিত করিবেন এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রকার বিপদ্ হেতু যে সমস্ত জাহাজ তাঁহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের কোন শুল্ক আদায় করিবেন না।

মুসলমানদিগের প্রভুত্বের পূর্ব্ব নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে বর্ত্তমান। যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি পাইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করেন না। কাঠিয়াবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া নবাবের নিকট প্রেরণ করেন।

পূর্ব্বকালে জুনাগড় সুরাষ্ট্র বা আনর্ত্তের হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল। চূড়াসমাবংশীয় রাজপুতগণ বহুদিন এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খৃঃ অব্দে আহ্মদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্বকালে তাঁহার গুজরাটস্থ প্রতিনিধি এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খাঁ আজম্ সম্রাট্ অকবর কর্ত্তৃক গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে তিনি জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের দুর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে কেহই সাহস করিয়া আক্রমণ করে নাই। খাঁ আজম্ আক্রমণ করিলেন বটে; কিন্তু দুর্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল, দুর্গও অজেয় বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল; এই জন্য দুর্গরক্ষীরা প্রথমে আক্রমণকারীদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। দুর্গের মধ্যে ১০০টী কামান ছিল; প্রত্যহ অনেকবার তাহারা গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। খাঁ-ই-আজম্ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একটী উচ্চস্থানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং সেই স্থান হইতে দুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। অনবরত গোলা বর্ষণে দুর্গবাসিগণের মনে ভয় হইল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি জুনাগড় মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

* প্রজাদিগের জীবন ও মৃত্যু নবাবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

১৭৩৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে গুজরাটের মোগলসম্রাট্-প্রতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার অধীনস্থ জনৈক বিশ্বাসঘাতক সৈন্য ক্ষমতাশালী হইয়া গুজরাট হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিল ও তথায় নিজ অধিকার স্থাপন করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব উপাধি ধারণ পূর্ব্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন।

প্রবাদ এইরূপ, পূর্ব্বে যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে সময়ে গিরনরের উগ্রসেনের কন্যা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজীমতীর বাসগৃহ দুর্গের নিকটই ছিল। নেমিনাথ এক দিন তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার সামর্থ্যে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার দৈহিক বল হরণ করিবার জন্য নেমিনাথকে ১০০ গোপী বিবাহ করিতে বলেন এবং রাজীমতীর সহিত নেমিনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

কথিত আছে 'বালা' বংশীয়গণ পূর্ব্বে জুনাগড়ে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রামরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। নগরঠঠার রাজার সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই রাজা সম্মাবংশীয় ছিলেন। রামরাজ তাঁহার ভাগিনেয় রা গারিওকে নিজ রাজত্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনাগড়ের চূড়াসমাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুষ।

রা গারিওর মৃত্যুর পর দুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজত্ব করেন। পরে রা দয়াস্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় পট্টনরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পট্টনের রাজকুমারী সোমনাথ দর্শনে আগমন করিলে রায় দয়াস্ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করেন। পট্টনরাজ এই বিবরণ অবগত হইয়া জুনাগড়-রাজকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

রায় দয়াস্ গিরনর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পট্টনরাজ বহুদিন অবরোধের পরও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় বিজল নামক একজন চারণ আসিয়া তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোষিকের লোভে রায় দয়াসের মস্তক পট্টনরাজকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। সে জানিত রায় দয়াস্ কর্ণের ন্যায় দাতা। বাস্তবিক প্রার্থনা করিবামাত্রই তিনি নিজ মস্তক অর্পণ করিলেন। যে দিন চারণ রাজার নিকট গমন করিল, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সোরঠরাণী স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটী মস্তকহীন মনুষ্য তাঁহার নিকট রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলিলেন, শীঘ্রই তাঁহার স্বামী নিজ মস্তক কর্ত্তন করিয়া কাহাকেও উপহার দিবেন। রাণী ভীতা হইয়া রাজাকে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু নরকলঙ্ক বিজল রাজার গুপ্ত বাস-স্থল অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। রাজা একগাছি দড়ি ও লাঠি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন। সেই পাপাশয় রাজার মস্তক প্রার্থনা করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোরঠরাণী চারণকলঙ্কের মত পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; রাজার প্রতিজ্ঞাও কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। রাজা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই চারণকে দিতে আদেশ করিলেন। রাজার মৃত্যুর পর পট্টনরাজ সহজেই জুনাগড় রাজ্য অধিকার করিলেন এবং থানদারকে তথায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রায় দয়াসের প্রথমা স্ত্রী সহমৃতা হইলেন, তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুত্র নোঘাণের সহিত বাম্বলী নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈৎবোদর নামক আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আহীরের বাটীতে লুকাইয়া রাখিলেন। দেবৈতের ভ্রাতার নিকট শুনিয়া থানদার দেবৈৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নোঘাণকে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তাহার বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে পাঠাইবার জন্য লিখিতে পারি।" দেবৈতের পত্র পাইয়া চারিদিক্ হইতে আহীরগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

এদিকে নোঘাণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার কতকগুলি সৈন্য ও দেবৈৎবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর বোড়িধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবৈৎ দেখিলেন, বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিজ পুত্র উগকে আনিয়া থানদারের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। উগ নোঘাণের সমবয়স্ক। নরপিশাচ থানদার উগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবতুল্য উদারহৃদয় বোদর একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না; রাজকুমার নোঘাণকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশেষ প্রফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহার জামাতা সংস্তিওকে আনাইয়া সকল জানাইলেন এবং জুনাগড় সিংহাসনে নোঘাণকে অভিষিক্ত করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। বোদরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে থানদারকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সেই রক্তপিপাসু নরকুলকলঙ্ক আগমন করিলে গুপ্তস্থান হইতে আহীরগণ বহির্গত হইয়া সৈন্য সমেত তাহাকে বিনাশ করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিল। ৮৭৪ সম্বতে নোঘাণ জুনাগড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জুনাগড়ে

রাও চূড়াচাঁদ নামে একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার সময় হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়াসমা নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রাও গারিও চূড়াসমাবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি।

চূড়াসমাবংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্ত্তী দেশ জয় করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্য স্থানে তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী ছিল না।

চোর্বাড় (জুনাগড়), পুরন্দর (কান্তেলা) প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গহ্লোট ইতিহাসে এই স্থান অসিলদুর্গ (আসিলগড়) নামে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, কুমার অসিল তাঁহার পিতৃব্যপত্নীর সম্মতি অনুসারে গিরনরের নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুর্গ তাঁহার নামানুসারে আসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের ২০ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহায় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থানে ৫০টী বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত।

২ বোম্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড় নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই নগরটী অক্ষা° ২১° ৩১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ। রাজকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করে।

জুনাগড় নগর গিরনর এবং দাতার পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী পরম রমণীয় নগর। এই স্থানে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন দুর্গের অনেক স্থলে বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অতিশয় সুন্দর খোদিত কৃত্রিম গহ্বর দেখা যায় এবং দুর্গের পরিখার সর্ব্বস্থানে অনেকগুলি গুহা আছে। খোদিত গুহা দ্বারা স্থানটী যেন মধুচক্রে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খাপ্রাকোড়িয়ার গুহাটী অতিশয় রমণীয়; দেখিলেই বোধ হয় যেন পূর্ব্বে এই স্থানে একটী দ্বিতল কি ত্রিতল মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে পাহাড় কাটিয়া এই গুহাটী নির্ম্মিত এবং দুর্গরক্ষার একটী উত্তম উপায়স্বরূপ। পূর্ব্বকালে যখন চূড়াসমাবংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন একজন রাজার দুইজন বালিকা দাসী কর্ত্তৃক উপরকোটে দুইটী বাপী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে সুলতান মান্দ্‌দবেগরা একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; এই মস্‌জিদের নিকট ১৭ ফিট্ লম্বা একটী কামান আছে।

শত্রুগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার অধিকার করিয়াছে। সেই বিপদ্‌কালে রাজা এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরনরের উপরিস্থিত দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গিরনর দুর্গ অতিশয় দুরারোহ; তজ্জন্যই শত্রুগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি এখানে একটী সুন্দর হাঁসপাতাল ও রাজকার্য্যের জন্য কতকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

অনেক গণ্য মান্য প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সহরটীকে সুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

নবাবের বাসভবনের সম্মুখে কতকগুলি দোকান আছে। সেইগুলিকে মহাবৎচক্র কহে। এই স্থানে একটী বড় মন্দির ও তাহাতে একটী ঘড়ি আছে।

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তফাবাদ। এই নগরটী গুজরাটের সুলতান মান্দ্‌দবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন।

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে দামোদরকুণ্ড নামক পবিত্র তীর্থ। একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর জলে এই কুণ্ড সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে-ই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাহ্মণদিগের শ্মশানমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের নিকট দামোদরজির মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন; কিন্তু এখনও প্রায় নূতনের মত দেখায়। কথিত আছে, বজ্রনাভ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দিকে যে প্রাস্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট্ ও প্রস্থ ১২৫ ফিট্। এই স্থানে ধর্ম্মশালা ও বলদেবজীর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেকগুলি পৌরাণিক মূর্ত্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ রেবতীকুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে দুই খানি প্রাচীন শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। এখানে প্যারা বাবা মঠের নিকট নয়টী কৃত্রিম পর্ব্বতগুহা আছে। এই গুহাগুলি এখন তৃণাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে আরও ৭টী গুহা আছে। এখানকার জমামসজিদ্, আদি চড়িবাব এবং নোঘাণকূপ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই গুহাটীর উপরিতল ৩৭ ফিট্ লম্বা এবং ৩ ফিট্ চৌড়া

ইহার স্তম্ভ ছয়টী এবং স্তম্ভগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার নিম্নতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪৪ ফিট্। এই গুহাটী ২৯ ফিট্ গভীর। ঊর্দ্ধদেশে একটী ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্র দিয়া আলো প্রবেশ করে।

আস্কদর্থাজির মুকোর্বা মুসলমান রীতি অনুসারে নানাবিধ ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত; কিন্তু ইহার ভাস্করকার্য্য বাহাদুর-খাঁজি ও লাড্‌লি বিবির মুকোর্বার গঠন হইতে অন্যবিধ।

মৃগীকুণ্ড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই তীরে ভবনাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের চৌকাঠে একটী প্রাচীন লিপি আছে।

গিরনর পাহাড়ের সানুদেশে বোরদেবীর মন্দিরও বিখ্যাত।

জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিমে খেঙ্গারবাব। ইহার অধিরোহিণীর নিম্নভাগ দ্বিতল। এখন এই বাবটী ধ্বংসপ্রায়।

জুনাগড় ও দামোদরকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ে অশোক, স্কন্দগুপ্ত এবং রুদ্রদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই-ঘধেচি নামক স্থানের মধ্যে দাতার নামে একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে, ইহার নিকটে ৩৯ ফিট্ লম্বা একটী মস্‌জিদ্ আছে। ইহার দ্বারের ভাস্করকার্য্য এবং স্তম্ভের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে পূর্ব্বে এখানে মহাদেবের একটী মন্দির ছিল। মাই-ঘধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িয়ার পাঁচটী গুহা। ইহার প্রত্যেকটী অন্যান্য গুলির সহিত সংযুক্ত। খাপ্রা-কোড়িয়াগুহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই গুহা-গুলিতে ৫৯টী স্তম্ভ আছে এবং স্তম্ভগুলির অগ্রভাগে সিংহ প্রভৃতি পশুর প্রতিমূর্ত্তি খোদা আছে। ইহার তৃতীয় গুহাটীর প্রাচীরে পারস্য ভাষায় খোদিত একখানি লিপি আছে।

বামনস্থলী বা বান্থলীতে সূর্য্যকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট-বর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ পর্ব্বোপলক্ষে এই সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া স্নান করে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩২ ফিট্।

পূর্ব্বে যে জমা-মস্‌জিদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথমে হিন্দুদিগের একটী মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা বলিয়া সাধারণের পরিচিত। ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ ভঙ্গ করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছে। এই মস্‌জিদের দক্ষিণভাগে একটী অন্ধকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের একটী স্তম্ভে ১৪০৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত শিলালিপি আছে।

জুনাগড়ের মান্দোল নামক নগরেও একটী জমামস্‌জিদ্ আছে, এই গৃহ পূর্ব্বে ১২০৮ সম্বতে জেঠবা-রাজগণ নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে সমস্খাঁ উহা মস্‌জিদে পরিণত করেন। এখানকার একটী প্রাচীন দেবমন্দিরও বাবলী মস্‌জিদ্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই মস্‌জিদে ১৪৫২ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। দেলবাড় ও উনার নিকট গুপ্তপ্রয়াগ, ব্রহ্মগয়া, রুদ্রগয়া ও বিষ্ণুগয়া প্রভৃতি কএকটী তীর্থ আছে।

তুলসীশ্যামের ছইমাইল পূর্ব্বে ভীমচাস নামে একটী পরিখা আছে। ১২ ফিট্ উচ্চ হইতে জামেরী নদীর জল এই স্থানে পতিত হইতেছে। কথিত আছে, একদিন ভীমজননী কুন্তীদেবী পিপাসাতুরা হইয়া ভীমের নিকট জল প্রার্থনা করিলে, ভীম লাঙ্গল দ্বারা জমি বিদ্ধ করিলে যথেষ্ট পরিমাণে জল বাহির হইল। এই জন্যই এই পরিখা ভীমচাস নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নিকটে কুন্তীর নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুত্রাপাড়া গ্রামে চরণেশ্বর কুণ্ডে অনেক লোক পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করে। এই কুণ্ডের অল্প দূরে একটী সূর্য্যের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার-দেশে একখানি খোদিত লিপি আছে।

চক্রতীর্থে (বিষ্ণুগয়া) একখানি প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিখানি বালবোধ অক্ষরে লিখিত। জুনা-গড়ের নিকটবর্ত্তী গিরনর পর্ব্বত পূর্ব্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত হইত। [উজ্জয়ন্ত দেখ।] গিরনর পাহাড়ের ২৭০০ ফিট্ উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে।

গিরনরের ভবনাথ-সঙ্কটের নিকট ছইটী ক্ষুদ্র নদী আছে; ইহার একটীর নাম সোণারেখা। এই স্থানের নিকট একটী প্রাচীন বাঁধের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধটী দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুসলমান ফকীর জরাসার মস্‌জিদের ঠিক বিপরীতদিকে। রুদ্রদামার যে খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে এই বাঁধ রাজা রুদ্রদামার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ রুদ্রদামার রাজত্বকালে এই বাঁধটী যে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, ইহা রুদ্রদামার পরে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং খোদিতলিপিতে যে সময় বর্ণিত আছে তাহা ক্ষত্রপ মুদ্রার প্রচারকাল।

পুষ্যগুপ্ত গিরনরের পাদদেশে সুদর্শন নামে একটী বাপী খনন করাইয়াছিলেন। একদিন অকস্মাৎ বৃষ্টি হওয়ায় ইহার জল এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে জলের গতিতে একটী বাঁধের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুনাগড়ে সুদর্শনকুণ্ডের নাম এখন বিলুপ্ত।

জুনাগড়, কালাহান্দি (অথবা খরোন্দ) জমিদারীর রাজধানী।

জুনার, (জুন্নর) বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত পুণা জেলার একটী উপবিভাগ। জুনার সহরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে শিবনেরি নামক একটী দুর্গ আছে, এই দুর্গের নাম অনুসারে প্রাচীনকালে জুনার শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। পুণা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জুনার তালুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার ভূ-পরিমাণ ৬১১ বর্গমাইল। জুনারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। জুনার উপবিভাগে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী বিচারালয় ও একটী থানা আছে।

জুনারে কএকটী নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ঘোড়ে পতিত হইয়াছে, এই ঘোড়টী দেখিতে একটী কাঁটার ন্যায়; ইহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও তিনদিকে বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নদীটী তাহার নাম মীনা। প্রতি বৎসরেই এই নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়া ১০ মাইলের মধ্যবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই স্থানের মৃত্তিকাস্তর অতিশয় নরম; জলের গতিরোধ করিবার কোন রূপ কার্য্যই হইতে পারেনা। অধিবাসিগণ নদীর ও মৃত্তিকার প্রকৃতি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্থানপরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে না। মাধাজি সিন্ধিয়ার জনৈক কর্ম্মচারী হিন্দুস্থান লুণ্ঠনকালে সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি (কুলকরণী বংশীয়), নির্গুড়ি গ্রামে একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কএক বৎসর গত হইল, মীনানদী সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দিরটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী যে স্থানে নদী পার হইয়া জুনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদূরেই নদীর সেই অগভীর প্রদেশ। নির্গুড়ির দুই মাইল নিম্নদিকে প্রসিদ্ধ মোগল বাঁধ। পূর্ব্বে এই স্থান হইতে শিবনরি দুর্গের 'বাগলহোর' উদ্যান পর্য্যন্ত একটী খাল প্রবাহিত ছিল; এখন আর এখানে জলের চিহ্নও নাই। পুণা এবং নাসিক রাস্তার নিকট নারায়ণগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে একটী বহুকালের বাঁধ আছে। বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই বাঁধ থাকায় ৮০০০ একর ভূমির জলসিঞ্চনকার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। নারায়ণগ্রামের অনতিদূরে মীনা নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পিম্পলেখার নিকট 'মীনা' ঘোড়ে পতিত হইয়াছে। ইহার বামদিকেই নারায়ণগড়।

কুকরি নদী কোলীপজির নিকট হইতে নির্গত হইয়া নানাঘাটের উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানটী কোঙ্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক সীমা স্বরূপ। কথিত আছে, পূর্ব্বে ঘাটগড় এবং কোঙ্কণের অধিবাসিদিগের মধ্যে এই স্থানটী লইয়া অতিশয় বিবাদ ছিল। একদা উভয়পক্ষ একত্র হইয়া সীমা স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে ঘাটগড়ের সীমান্তরক্ষক মহার বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অবস্থায় থাকিবেন, সেই স্থানটী উভয় পল্লীর সীমারূপে গৃহীত হউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে দুইপক্ষ সম্মিলিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লম্ফ প্রদান করিলেন। যে স্থানে তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, সেইস্থান ঘাটগড় ও কোঙ্কণের সীমারূপে স্থিরীকৃত হইল। পূর্ব্বে জুনারে ৭টী দুর্গ ছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত ছিল যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির ন্যায় দেখাইত।

সেই সাতটী দুর্গের নাম চাবন্দ, শিবনেরি, নারায়ণগড়, হরিচন্দ্রগড়, জীবধন, নিমগড় এবং হর্ষগড়।

জুনারে বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধগুহার ন্যায় জুনারের গুহাগুলি খোদিত মূর্ত্তিশোভিত নহে। গুহানির্ম্মাণের অনেক পরে এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। জুনারের গুহাগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল অতিশয় বিস্ময়জনক। এই গুহাগুলির স্থানে স্থানে উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সময়ের নহে; মোটের উপর মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্বে এ গুলি খোদিত হইয়াছিল।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন তগর অধুনা জুনার নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন তগরের শিলাহারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বে তগরপুরবরাধীশ্বর উপাধিটী বিশেষ প্রচলিত ছিল।

এই প্রদেশে মুসলমানদিগের প্রথম আধিপত্যকালে জুনারে রাজধানী ছিল এবং কোঙ্কণের কিয়দংশ জুনার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জুনার হইতে নারায়ণগ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত একটী সুন্দর দুর্গ আছে।

জুনার, উক্ত জুনার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষাং ১৯° ১২´ ৩০´´ এবং দ্রাঘিং ৭৩° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। জুনার সহরের উত্তরাংশে একটী নদী এবং দক্ষিণে [দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে] শিবনেরি দুর্গ। সহরের ভূ-পরিমাণ ২৩৩ একর। জুনার

উপবিভাগের রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। এইখানে একটী মিউনিসিপালিটি, একটী সবজজ আদালত, একটী ডাকঘর ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। মুসলমান-দিগের সময় হইতেই জুন্নর নগরের আয়তন কমিয়া গিয়াছে এবং মহারাষ্ট্রীগণ প্রবল হইয়া যখন বিচার ও শাসনালয়গুলি পুণানগরে স্থানান্তরিত করিল, তখন হইতে জুনারের খ্যাতিও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। যাহা হউক, অধুনা জুনার নিতান্ত নগণ্য সহর নয়—নানাঘাট হইয়া যে সমস্ত শস্ত ও বাণিজ্যদ্রব্যাদি কোঙ্কণে প্রেরিত হয়, তাহা জুনারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু আজকাল য়ুরোপীয় কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জুনারের কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে; এখন অতি অল্পই প্রস্তুত হয়।

মহারাষ্ট্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে জুনার দুর্গ ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে মালিক-উল্-তিজর কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে শিবজীর পিতামহ শিবনের দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই দুর্গে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শিবজীর জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধকালে এই দুর্গ অনেকবার শত্রু-দিগের হস্তগত হইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি উৎস আছে। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জুনারে মোগলসৈন্যের বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

পূর্ব্বে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল; ইহার অপভ্রংশে জুনার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার নগরের চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্ম্মিত। গণেশগুহাটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। যে পাহাড়ে এই গুহাটী নির্ম্মিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ সমতলভূমির নাম গণেশমল। জুনারে গণেশদেবই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও তুলসীলেনার নির্ম্মাণপ্রণালী অন্যান্য গুহার নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে পৃথক্। বারাকোটরীতে বারটী গুহা আছে। জুনারের পূর্ব্বাংশে মানমোরী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ভীমশঙ্করগুহা ভীম কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

মানমোরী পাহাড়ের উপরিভাগে ফকিরের মস্‌জিদের নিকট যে জলাশয়টী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা কখনও শুষ্ক হয় না। জুনারের পাহাড় বহুসংখ্যক গুহাময়; এই গুহাতে বাজ, চিল, পারাবত, মৌমাছি প্রভৃতি বাস করে। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ৭টী দ্বার আছে, সে দ্বারগুলি পর-স্পর একসূত্রে গ্রথিত। পাহাড়ের উপরিভাগে যতগুলি হর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে পীরজাদার সম্মানার্থ নির্ম্মিত ইদগা ও একটী কবর, এই দুইটীই প্রধান। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্ন-দেশে একটী জলাশয়ের নিকট যে মস্‌জিদ আছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী অনন্যসাধারণ। এই মস্‌জিদটী চাঁদবিবির স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জুনার সহরে মুসলমানদিগের পূর্ব্বকালীন জাঁকজমকের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আটটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে জুনারের দুর্গপরিখা জলপূর্ণ করা যাইতে পারিত, কোন এক স্থান হইতে মৃত্তিকার নিম্নদেশ দিয়া নগরের দুর্গের মধ্যে জল প্রবেশ করিত। জুনার সহরের হর্ম্মশ্রেণীর মধ্যে জমা মস্‌জিদ এবং বাবণচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবণ-চৌরীর সম্মুখভাগে একটী অথিলিস্ খাঁর গৌরবার্থ খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

জুনার পূর্ব্বে অতি সুন্দর নগর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন যদিও এখানে দুই একটী প্রাচীন ধর্ম্মশাল ও সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর এই সহরের অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রভাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের ধ্বংসের পর জুনার আর তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে নাই।

এখানকার মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর-জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ প্রধান। মহরমকালে ইহারা অতিশয় উদ্ধত হইয়া উঠে। কাগজী নামক মুসলমান সম্প্র-দায় জুনারের কাগজ প্রস্তুত করে।

জুনারের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় ও দুর্দ্দান্ত।

এখানে শিয়া ও সুন্নী উভয় শ্রেণীর মুসলমান বাস করে। দাক্ষিণাত্যে জুনার ইসলামধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার মুসলমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, সকল মুসলমানই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জুনারে প্রাচীন সিংহবংশীয় রাজাদিগের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে ১৪০টী পর্ব্বতগুহা আছে এবং সেগুলি ছয়টী বিভাগে বিভক্ত।

সহরের দুই মাইল পূর্ব্বে আফিজবাগ নামক উদ্যান। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, হাবসি হইতে আফিজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার কিছুদিন আহ্মদনগর রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিন্তু অসুবিধা হওয়ায় শেষে আহ্মদ-নগরেই রাজধানী স্থাপিত করা হয়।

জুনিদ খাঁ, সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ দায়ুদ খাঁ নামক জনৈক পাঠানবংশীয় নরপতির শাসনাধীন ছিল। তিনি বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দায়ুদখাঁ কয়েকটী যুদ্ধের পর রিনকেসারি নামক স্থানে পলায়ন করেন। সম্রাটের সেনাপতি রাজা টোডরমল তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, দায়ুদ যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়াছেন এবং জুনিদ খাঁ* বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে দায়ুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন।

মুনিম খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি টোডরমলের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজা টোডরমল আবুলকাশিমের অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য জুনিদ খাঁর গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। জুনিদ খাঁ অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্য যুদ্ধের পরেই সম্রাট্সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। রাজা টোডরমল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য লইয়া জুনিদ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল ও পর দিন জুনিদের সহিত তাহারা দায়ুদ খাঁর সহিত মিলিত হইল। কিন্তু দায়ুদ খাঁ কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট্ হুসেনকুলি খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দায়ুদ খাঁ আবার বিদ্রোহী হইলেন।

রাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল তাহাতে দায়ুদ খাঁ কররাণী বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খাঁ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য-নিক্ষিপ্ত একটী গোলার আঘাতে তিনি সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন এবং ইহাতেই ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

জুপি (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

জুফা (দেশজ) ঔষধার্থ ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ।

জুবড়ন (দেশজ) কোন তরল দ্রব্যে ডুবান।

জুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত একটী পরিত্যক্ত দুর্গ। মানপুরপল্লি হইতে দুইমাইল দক্ষিণপূর্ব্বকোণে একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। দুর্গটীর পাদদেশে একটী গভীর গিরিদরী আছে। এখানকার জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষের উপর অনেক বৃক্ষ গুল্মাদি জন্মিয়াছে। মন্দির গুলিতে নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি ও লিঙ্গশোভিত ছিল।

জুম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃষিকার্য্য। যে সকল পার্ব্বত্যজাতি প্রধানতঃ এইরূপ কৃষি করে, উহাদিগকে জুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে পোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রায় সকল জাতিই এই প্রণালীতে শস্যাদির চাস করে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে জুমিয়াগণ পর্ব্বতপার্শ্বে একখণ্ড জঙ্গল বাছিয়া লয়। ঐ সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও দুর্গম। জুমিয়ারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাটিতে থাকে। জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে। পরে একদিন আগুন লাগাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সেই আগুনে তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর সকলই ভস্মসাৎ হয়। নীচে ৩।৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। ভস্মাদি সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। এইরূপ করিলে দগ্ধভূমির উর্ব্বরতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। আবার যদি বাঁশের জঙ্গল হয়, তবে উহার ভস্ম জমির উৎপাদিকাশক্তি আরও বর্দ্ধিত করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, তাহাতে হয়ত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠাদি সরাইয়া তদ্দ্বারা একটী বেড়া প্রস্তত করে। ইহার পর জুমিয়াগণ গ্রামে চলিয়া আসিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে এবং যেমন নীল নভোমণ্ডলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গম্ভীর নির্ঘোষে বর্ষার আগমন ঘোষণা করে, অমনি জুমিয়াগণ দলে দলে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দা বা কাস্তিয়া এবং কোমরে ধান্য, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির এক এক থলি বীজ বাঁধা থাকে। জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হয় না, কাস্তিয়া দ্বারা ৬।৭ অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া উহাতে এক এক মুটা সকল রকম বীজ ফেলিয়া মাটি চাপা দেয়। ইহার পরই যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ জন্মে এবং জুমিয়াদিগকে পরিশ্রমোচিত শস্য প্রদান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎপন্ন হইলে ইহারা যে পরিশ্রমে দুই টাকা উপার্জ্জন করে, সমতলের কৃষকগণকে এক টাকা উপার্জ্জন করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হয়।

---

* টেলর-প্রমুখ ইতিহাস লেখকগণ বলেন, জুনিদ খাঁ দায়ুদ খাঁর পুত্র; আবার ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বপ্রণীত বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন জুনিদ খাঁ দায়ুদ খাঁর ভ্রাতা।

বীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্র জুমিয়াগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের নিকট কুটীর বাঁধিয়া বাস করে এবং বন্য জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করে। সর্ব্ব প্রথমেই শ্রাবণ মাসে যেমন বাজরা পাকিয়া উঠে, অমনি সংগৃহীত হয়। তাহার পর নানাবিধ তরকারী ফল শাকাদি জন্মে। শেষে ধান্য ও অন্যান্য শস্য পাকে। সর্ব্বশেষে কার্ত্তিকমাসে তূলা জন্মে। শস্যাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়া যায়। এই জুম চাসে ১২ বিঘা জমিতে ৪৫ মণ ধান্য, ১২ মণ কার্পাস, ইহা ভিন্ন বাজরা, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

জুম ক্ষেত্র সচরাচর একত্র অনেকগুলি থাকে। কৃষিকার্য্যের সময় প্রতিবেশী জুমিয়াগণ পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে খাটিয়া দেয়। একস্থানে একটী মাত্র জুম অতি বিরল।

সম্প্রতি গবর্মেণ্ট অরণ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করায় জুমিয়াগণকে জুমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে। এখন কেহ কেহ লাঙ্গল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জুমখাঁ, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় ১১০০৲ টাকা। জুমখার রাজা বরিয়বিছরসিংহ। ইনি বরদার গাইকবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

জুমরনন্দি, রাঢ়বাসী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি সংক্ষিপ্তসারের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জুমল্ (আরবী) মোট, সমগ্র।

জুমিয়ামগ, চট্টগ্রামের পর্ব্বতবাসী মগজাতি। ইহাদিগকে থিংশা বা থংখা কহিয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটী নাম খিয়োঙ্গথা অর্থাৎ নদী-তনয়। এই জাতি ১৫শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ঐ সকল বিভাগ অধিকাংশই ইহাদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী নদী সকলের নামানুসারে হইয়াছে।

ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজা অর্থাৎ গ্রামমণ্ডলের অধীনে বাস করে। সেই রোজা রাজস্বাদি আদায় করেন। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণস্থ জুমিয়াগণ সঙ্গুতীরবর্ত্তী বন্দারবন-নিবাসী বোহ্‌-সং নামক জনৈক সর্দ্দারের অধীন। ঐ নদীর উত্তরপ্রদেশবাসিগণ মংরাজাকে আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। নিয়মিত রাজস্ব ব্যতীত বয়স্থ জুমিয়াগণ সর্দ্দারের আদেশানুসারে বৎসরে তিনদিন বিনা বেতনে তাহার কাজ করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দ্দার ক্ষেত্রজাত সর্ব্বপ্রথম ফল ও শস্যাদির নজর পাইয়া থাকেন। রোজাগণ যে কেবল খাজনা আদায় করেন, তাহা নহে, জুমিয়া সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে।

জুমিয়াদের শারীরিক আকৃতি রথেয়াং (রসাঙ্গ) মগদিগের মত। উভয়েই মোঙ্গলীয় আকৃতির আভাস পাওয়া যায়। গঠন খর্ব্ব, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, নাসিকা চেপ্টা, এবং চক্ষু ঈষৎ বক্র। ইহাদের শ্মশ্রু বা গুম্ফ কিছুই নাই।

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য, পুরুষগণ স্ব স্ব গৃহজাত ধুতি ও একটী কোর্ত্তা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তগণ রেসম কিম্বা উৎকৃষ্ট সূত্রবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের মত মাথায় পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহা মাথায় দিবার ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। সচরাচর জুতা ব্যবহার করে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায় আধ হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক্ষ বাঁধিয়া রাখে এবং একটা অঙ্গরাখা গায়ে দেয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বর্ণরৌপ্যের মাকড়ী, বলয়, তাড় প্রভৃতি পরিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা কর্ণে ধুতুরাফুলের মত একরূপ অলঙ্কার পরে। তাহাতে ফুল গুঁজিয়া রাখে। প্রবালের কণ্ঠহার ইহাদের বিশেষ আদরণীয়।

কেহ কেহ বলেন, জুমিয়াদিগের দাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত অধিক। বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে।

ইহারা মৃতের অগ্নিসৎকার করে। কেহ মরিলে আত্মীয়গণ সমবেত হইয়া কেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, কেহ বা কাষ্ঠাদি বহন ও শবযান প্রস্তুত করে। এই সকল কার্য্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আত্মীয়গণ শ্মশানে শব লইয়া আসে। অগ্রে অগ্রে যাজক ও অন্যান্য ব্যক্তি গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নূতন বস্ত্রাদি লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি ধনবান্ হইলে তাঁহার দেহ গাড়ী করিয়া আনা হয়। স্ত্রীলোকের চিতায় চারি থাক এবং পুরুষের চিতায় তিন থাক কাষ্ঠ দেওয়া হয়। জুমিয়ারা শবদাহ হইলে ভস্ম লইয়া যত্নপূর্ব্বক একত্র করিয়া একস্থানে প্রোথিত এবং তদুপরি একটী পতাকাযুক্ত বংশ পুতিয়া রাখে।

জুমিয়াদিগের ভাষা আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর ব্রহ্মবাসিদিগের ন্যায়।

জুমিয়াগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নীচ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই—গোরু, শূকর, মুর্গী, সকল রকম মাছ, ইন্দুর, কৃকলাস, সাপ, অনেক রকম কীট কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্য পান করে। আবার ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে, ইহারা কোন মগধীবর, বা মালো ধীবরের হুঁকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়া মান্য করে এবং তাহাদের বাড়ী জল খাইয়া থাকে।

জুমিয়াগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের কৃষিকার্য্য অতি বিচিত্র এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশের উপযুক্ত। [জুম দেখ।] কৃষিকার্য্য ব্যতীত ইহারা অরণ্য হইতে বন্য কদলী ও অন্যান্য বহুপ্রকার ফলমূল পাইয়া থাকে। ইহারা নদীতীরে তামাকের চাসও করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্য ভিন্ন প্রত্যেক জুমিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু উপার্জ্জন করে। ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল। সহজে কাহাকেও অন্ন কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না ইহাদের বিলাসিতা নাই। বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণ জুমিয়াদের নিকট যাইয়া পণ্য বিনিময় করে।

[খেয়োঙ্গ্থা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জুয়াঙ্গ (পাতুয়া) সিংহভূমের দক্ষিণস্থ উড়িষ্যার কেঁওঝর ও ও ধেঁকানলবাসী অসভ্য বন্য জাতি। ইহাদের ভাষা দেখিয়া অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ কোল জাতিরই কোন শাখা হইবে। ঐ ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের ন্যায়, তবে উহাতে বহু-সংখ্যক উড়িয়া ও অন্যান্য শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ইহাদের শরীরায়তন ওরাওন্দিগের ন্যায় হ্রস্ব। পুরুষগণ গড়ে ৫ ফিট্ এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিট্ ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের মুখমণ্ডল চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, ললাট অপ্রসর অনুন্নত ও নাসিকা হইতে উচ্চ, নাসিকা বৃহৎ রন্ধ্রবিশিষ্ট, মুখ-বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং হনু ও নিম্ন দন্তপংক্তি হ্রস্ব। ইহাদের কেশ বিশ্রী ও সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গায়ের রঙ্ উড়িয়া চাসাদিগের মত। সিংহভূমবাসী হো-রমণীগণ জুয়াঙ্গ রমণীগণের তুলনায় অনেক বড়। হো পুরুষগণও জুয়াঙ্গ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘাকার। জুয়াঙ্গগণের পুরুষানুক্রমে ভার-বহনই খর্ব্ব হইবার কারণ হইতে পারে। হোগণ সহজে ভারবহন করিতে চায়না।

জুয়াঙ্গ-রমণীগণ মুণ্ডা ও খরিয়াদিগের ন্যায় ললাট ও নাসিকায় তিনটী তিনটী দাগ দিয়া উল্খী পরে এবং জুয়াঙ্গ-গণ খরিয়াদিগের ন্যায় উই-ঢিবিকে দেবতা বলিয়া মান্য করে। ইহাতে অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ খরিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতির সমজাতীয় হইবে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় না।

জুয়াঙ্গগণ বলে, কেঁওঝড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান। একদা স্বর্গীয় দেবগণ গুপ্তগঙ্গা নামক পর্ব্বতে পত্রপরিবৃতা মানব-কুমারীগণের সহিত বিহার করেন। ঐ কুমারীগণের গর্ভে দেব ঔরসে জুয়াঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করে। গোনাশিকা গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এথানে বহুসংখ্যক জুয়াঙ্গ বাস করে।

ইহাদের বাসগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র। সাধারণতঃ দীর্ঘে ৮ ফিট্ ও প্রস্থে ৬ ফিট্, উহা আবার ভাণ্ডার ও শয়নাগার এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। গৃহস্বামী স্ত্রী ও কন্যাগণ সহ শয়ন-ঘরে নিদ্রা যায়। গ্রামের সমস্ত বালক গ্রামের এক প্রান্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে। এই গৃহেরই একাংশ অভ্যাগতাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

অনেকে বলেন, জুয়াঙ্গদিগের ন্যায় বন্য ও অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ইহারা লৌহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না এবং কৃষিকার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া মৃগয়ালব্ধ মাংস ও অনায়াসলব্ধ বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিত। ইহারা প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। অদ্যাপি উহাদের বাসভূমে ঐ সকল অস্ত্রাদির নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি ইংরাজ রাজত্বে ইহারা লৌহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌহ প্রস্তুত করিতে বা কোন প্রকার মৃণ্ময়পাত্র কিম্বা বস্ত্রবয়ন করিতে জানে না।

ইহারা এক গ্রামে সর্ব্বদা বাস করে না, প্রায়ই কৃষি-কার্য্যের সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিয়া বাস করে। ইহাদের কৃষিপদ্ধতি খরিয়াদিগের ন্যায়। বৎসরের অধিক সময়েই বন্য ফলমূলাদির উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষিলব্ধ শস্যে অতি অল্পদিনই চলিয়া থাকে। কর্ণেল ডাল্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহা-দিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদোষেই ঐরূপ দুর্গতি ঘটে। ইহারা জমির খাজনা দেয় না, তাহার পরিবর্ত্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়া দেয়, ভারাদি বহন করে এবং রাজা মৃগয়ায় বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়া শিকার বাহির করে। ধেঁকানলের রাজার আদেশে ইহারা গোহত্যা করেনা। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার প্রাণীরই মাংস খায়। এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, ভেক ও সর্পাদি ইহা-দের খাদ্য। জঙ্গলে নানারূপ উদ্ভিদ্ জন্মে, ঐ সকল হইতে ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকারক খাদ্য বাছিয়া লইতে পারে, বিষাক্ত অনিষ্টকর গুল্মাদি ভ্রমক্রমে ভক্ষণ করে না। শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণ্য; কোন শিকার পলাইলে তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেও শুষ্কপত্রাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া গমন-পথ বাহির করিয়া যাইতে পারে। ধনুতে ইহাদের সন্ধান অব্যর্থ। ৮০ গজ দূরস্থ একটী ক্ষুদ্র লক্ষ্য ইহারা অবলীলাক্রমে বিদ্ধ করিতে পারে। ধাবমান শশক বা উড্ডীয়মান পক্ষী বিদ্ধ করা ইহাদের বিবেচনায় বড় বেশীকাজ নহে। ইহাদের বংশনির্ম্মিত ধনুর এমনই তেজ যে, প্রক্ষিপ্ত তীর বন্য মৃগ বা শূকর ভেদ

করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায়। শিকারে এইরূপ পটু হইলেও ইহারা বৃহৎ শ্বাপদ সকলের নিকটবর্ত্তী হয় না, ব্যাঘ্রকে ইহারা বড় ভয় করে। ইহাদের খাদ্য দেখিয়া অতি নিকৃষ্ট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু জুয়াঙ্গ পুরুষগণ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তবে স্ত্রীদিগের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। ইহারা তীব্র সুরা পান করিতে বড় ভালবাসে, আয়ের অধিকাংশই এই সুরাপানেই ব্যয় করে। ইহারা কোলদিগের ন্যায় চাউল বা মহুল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে জানে না, সুতরাং সমস্তই ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

জুয়াঙ্গ পুরুষগণ পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বন্যজাতির ন্যায় কৌপীন পরিধান করে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ কটি-তটে সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র গুচ্ছবদ্ধ পত্র-বিলম্বিত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। বল্কলরজ্জুগ্রথিত মৃণ্ময়-গুটিকার মালা ২০।৩০ ফের দিয়া ঐ সকল বৃক্ষ-পল্লব কোমরে বাঁধা থাকিত, তদনুসারেই ইহাদিগের নাম পাতুয়া অর্থাৎ পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে। এই সকল পত্র-বসন লঘু এবং জুয়াঙ্গ রমণীগণের নৃত্যকালে সহজেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া অনেক সময় দর্শকদিগের সম্মুখে নগ্না জুয়াঙ্গ-যুবতী মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। ইহা বিজাতীয়দিগের চক্ষে কুরুচিপূর্ণ হইলেও জুয়াঙ্গগণ সেরূপ মনে করে না। নৃত্যকালে পুরুষগণ মাদোল ও নাগরা বাজা-ইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্মুখে হেলিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক বারে ২০।২৫জন জুয়াঙ্গরমণীর পত্রপুচ্ছের ঝটিতি উত্থান পতন বড়ই হাস্যোদ্দীপক। ইহারা কণ্ঠদেশে কাচের মালা কএক-ফের দিয়া পরিধান করে, সম্মুখে হেলিয়া নৃত্য করিবার কালে ঐ মালা ভূমি স্পর্শ করে, তখন ইহারা বামহস্ত দিয়া মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে। পত্র-বসন বিষয়ে ইহারা বলে এক সময় ইহাদের অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ছিল, পাছে ঐ সকল ময়লা হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা গোশালা পরিষ্কার ও অন্যান্য কার্য্যকালে উৎকৃষ্ট বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখিয়া এইরূপ পত্র পরিত। একদিন এক ঠাকুরাণী, কাহারও কাহারও মতে সীতাঠাকুরাণী আসিয়া তাহাদিগকে এই বেশে দেখিতে পান, এবং এই বলিয়া শাপ দেন, যে তোরা চিরকাল এইরূপ পত্র পরিবি, ইহা ছাড়িয়া বস্ত্র পরিলেই তোদের প্রাণ যাইবে।

আবার কেহ কেহ বলে, একদা বৈতরণী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গোনাসিকা পর্ব্বত হইতে সহসা আবির্ভূত হইয়া একদল তাণ্ডবময় নগ্ন জুয়াঙ্গ দেখিতে পান এবং তাহা-দিগকে সেইস্থানেই তৎক্ষণাৎ পত্র দ্বারা লজ্জা রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া অভিশাপ করেন, "তোরা চিরকাল ঐ পরিচ্ছদ পরিবি, ইহার অন্যথা করিলেই মৃত্যু ঘটিবে।"

বরাবর জুয়াঙ্গ রমণীগণ ঐ আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতে ছিল। পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কেঁওঝড় রাজ্যের সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্ট এফ্ জে জনষ্টন্ সাহেব জুয়াঙ্গ রমণীগণকে স্বয়ং বস্ত্র প্রদান করিয়া পরিতে আদেশ করেন এবং ঐ শাপ মোচন করেন। এখন ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, পিতলের তাড়, বলয় ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। ঐ সকল অলঙ্কার জুয়াঙ্গরমণীদিগের অতি প্রিয়।

জুয়াঙ্গদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেরই মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয়, কিন্তু কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অতি নিকট সম্পর্কীয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে।

কন্যা বয়স্থা না হইলে ইহারা সচরাচর বিবাহ দেয় না। বিবাহের পূর্ব্বেই বরকন্যার একত্র সহবাস করিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। বিবাহপ্রথা অতি সহজ। কোন যুবা কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার পিতার নিকট কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে প্রেরণ করে। তাহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলে বিবাহ দিন স্থির হয় এবং বর পণ স্বরূপ কন্যার পিতার নিকট একগাড়ী ধান পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ দিবসে কন্যা বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং তথায় তাহাকে নূতন পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া যথা-রীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, তবে অনেক সময় গ্রামের চেড়ী আসিয়া নব দম্পতির মঙ্গ-লার্থ উহাদের মস্তকে তণ্ডুল ও হরিদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ দেয়। পরদিবস প্রাতে প্রত্যেককে তণ্ডুল ও ধান্য দিয়া বিদায় করে। বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সচরাচর প্রথমা স্ত্রী অসতী বা বন্ধ্যা না হইলে জুয়াঙ্গগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। স্বামী মরিলে বিধবা দেবরকে সাঙ্গা করিতে পারে, তবে বাধা-বাধকতা নাই। অন্য স্বামীগ্রহণ করিতে হইলে এক বৎসর অপেক্ষার প্রয়োজন। এরূপ সাঙ্গায় বর কেবলমাত্র কন্যাকে একসাট পিতলের গহনা ও নূতন কাপড় দেয় এবং বন্ধু বান্ধ-বকে ভোজন করায়। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে ইহারা পঞ্চা-য়েত ডাকিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অনেকে কোন দোষ না পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এরূপ স্থলে কন্যার পিতাকে একটী গাভী ও কিছু টাকা দিতে হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী পিতৃগৃহে বাস করে এবং বিধবার ন্যায় পুনরায়

অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। সম্প্রতি অনেক জুয়াঙ্গ হিন্দুদিগের অনুকরণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিতেছে।

ইহাদের ভাষায় ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরকের নাম নাই। ইহারা অনেক কল্পিত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। যথা—বরাম অর্থাৎ বনদেবতা, থানপতি গ্রামদেব, মাসিমুলী, কালা পাট, বাশুলী এবং বসুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মহিষ, মুরগী, দুগ্ধ ইত্যাদির নৈবেদ্য প্রদান করে।

ইহারা মৃতের অগ্নিসৎকার করে। শবকে দক্ষিণশিয়রে চিতার উপর রাখে। চিতাভস্ম নদীতে ফেলিয়া আসে। কার্ত্তিকমাসে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দেয়।

ইহাদের নাচে একটু জাতীয় বিশেষত্ব আছে। ঐ নাচ কতকটা সাঁওতাল ও কোলদিগের মত। ইহারা কপোত, কুকুর, বিড়াল, শকুনি, ভল্লুক প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া অনেক প্রকার অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য করে। ঐ প্রকার নৃত্য দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক, অনেক আবার অতি অশ্লীল।

ভূঁইয়াগণ জুয়াঙ্গদিগকে ঘৃণা করে। জুয়াঙ্গগণ ভূঁইয়াদিগের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু ভূঁইয়াগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত খায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ইহারা জনসমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

জুয়ার (হিন্দী) জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্র হইতে আগত জলস্রোত।

জুয়ার (জোয়ার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান একপ্রকার শস্য। এই শস্য উৎপাদন করিতে হইলে আষাঢ়মাসের প্রায় মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে জমী বিভক্ত করিয়া লইয়া যাহাতে মাটির নীচে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমী উত্তমরূপ শুকাইলে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, তৎপরে জমী চাস করিতে হয়। যাহাতে বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে যায় এবং পাখী প্রভৃতি সেগুলি খাইয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য কখন কখন মই দেওয়া হইয়া থাকে। পরে আবার জমীতে ছোট বাঁধ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া আবশ্যক মত জলসিঞ্চন করা হয়। মাটি যাহাতে ভিজা থাকে, সর্ব্বদাই তাহার জন্য সতর্কতা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে মাসে বীজ বপন করা যায়, সেই মাসে জমীতে দুইবার জল দেওয়া হয়; তাহার পর তিন সপ্তাহ অন্তর একবার জল সিঞ্চন করা হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জুয়ার বড় হইয়া কাটিবার উপযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত জল দিতে হয়।

বাজরা শস্যের জমীতেও জলসিঞ্চন করিতে হয়, কিন্তু জুয়ারের জমীতে অপেক্ষাকৃত অধিক জল আবশ্যক। জুয়ার বীজের জমীতে একটু নিড়ানি প্রয়োজন।

জুরি, (ইংরাজী Jury, লাটিন 'জুরেটা' Jurata) (অর্থাৎ শপথ কথা হইতে জুরিকথার উৎপত্তি হইয়াছে।) জুরি বলিতে অভিযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার যাহাদিগের ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য ন্যায়পূর্ব্বক পালন করিতে যাহারা শপথ করিয়াছেন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায়।

বিচারকার্য্যে জুরি (সভ্য) বিচারকের সহায়স্বরূপ। বিচারক সমস্ত কথা অনুধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত অন্যায় বিচার করিতে পারেন; বাদী প্রতিবাদীর সমস্ত কথার প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়া হয়ত অভিযোগের সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময় বিশেষ কারণবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিতে পারেন। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ দোষ না ঘটে এবং বিচারক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহায়তা করেন।

ইংলণ্ডদেশে কোন্ সময় জুরি-বিচার-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, আংগ্লো স্যাক্সনদিগের (Anglo saxon) সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন, নর্ম্মাণগণ (Normans) ইংলণ্ডে এই বিচার প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, দ্বিতীয় হেন্‌রির রাজত্বের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-প্রথা সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম প্রথম জুরি বিচার দ্বারা প্রকৃত অভিযোগের তথ্য নির্দ্ধারিত হইত এবং সপ্তম হেন্‌রির রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জুরির বিচার সাক্ষীর বিচারের নামান্তরস্বরূপ ছিল।

অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বে জুরিদিগকে শপথ করিতে হয়। সপ্তম হেন্‌রির সময় পর্য্যন্ত জুরিগণ সত্যকথা বলিবেন বলিয়া শপথ করিতেন; সাক্ষ্য অনুসারে উচিত অভিমত (Verdict) প্রকাশ করিবেন, এরূপ কোন বাক্যের উল্লেখ করিতেন না। বিচারালয়ে জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ অনুসন্ধান জন্য জুরিপ্রথা প্রচলিত ছিল। আজকাল দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমায় জুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একটী জুরিতে ১২ জন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হয় এবং সকলকেই সাক্ষ্য অনুসারে মোকদ্দমার তথ্য ও মর্ম্ম প্রকাশ করিবেন বলিয়া শপথ করিতে হয়। সাধারণ বিচারালয়ে তিন প্রকার জুরির ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা গ্রাণ্ড (Grand)

অর্থাৎ প্রধান জুরি, পেটি (Petty) অর্থাৎ ক্ষুদ্র জুরি, ইহাকে (Common) অর্থাৎ সাধারণ জুরিও কহিয়া থাকে এবং স্পেসাল (Special) অর্থাৎ বিশিষ্ট জুরি। সচরাচর ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারকালে প্রধান জুরি গঠিত হয়। ২৬ বৎসরের অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তি জুরির আসন পাইতে পারে না এবং ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকেও সাধারণতঃ জুরিতে বসান হয় না।

ইংলণ্ডদেশে যাহার বার্ষিক ১০০৲ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি থাকে, অথবা ২০০৲ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি-অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তদূর্দ্ধকালের জন্য পাটা থাকে, অথবা ১৫টী অথবা অধিক বাতায়নবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে, তিনিই জুরির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। লণ্ডন-নগরে আবাসগৃহ, দোকান এবং ব্যবসায় স্থলের স্বত্বাধিকারী ও বার্ষিক ১০০০৲ টাকা আয়শীল যে কোন ব্যক্তি জুরি হইতে পারেন। বিচারক, পাদরী, রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক, ব্যবহারোপজীব, ঔষধবিক্রেতা, নৌ-সেনানী, ভৃত্য, সেরিফের কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল প্রভৃতি জুরির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

প্রত্যেক গির্জার অধ্যক্ষগণ সেই গির্জার অন্তর্ভুক্ত জুরি হইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের (ভাদ্র—আশ্বিন) প্রথম তিন রবিবারে গির্জার দরজায় টাঙাইয়া দেন। এই তালিকায় কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে শান্তিরক্ষক বিচারকগণ (Justice of peace) তাহা মীমাংসা করিয়া তালিকায় নাম স্বাক্ষর করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

তালিকায় নাম স্বাক্ষর করা হইলে কেরাণীগণ ডাকযোগে তাহা সেরিফের কেরাণীর নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে লেখা হইলে সেরিফের নিকট প্রদত্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে যাহাদের নাম লেখা হয়, পরবর্ত্তী বৎসরে তাহারাই জুরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১লা জানুয়ারী হইতে এই তালিকানুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়।

যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও গণ্যমান্য ব্যবসায়ী তাহাদিগের নাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হয়। সেরিফ এই তালিকা বাছিয়া বাছিয়া বিশিষ্ট জুরির (Special Jury) তালিকা প্রস্তুত করেন। যখন জুরি আবশ্যক হয়, তখন বিচারক সেরিফের নিকট সম্বাদ প্রেরণ করেন; সেরিফ জুরিদিগকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ দিয়া থাকেন। সেরিফ প্রত্যেক জুরির নিকট পত্র লিখিয়া তাহাতে নিজের মোহর দিয়া ডাকযোগে জুরিপুস্তকে যে ঠিকানা লিখিত আছে, সেই ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করেন। মোকদ্দমা বিচারের ৭ দিন পূর্ব্বে সেরিফের কার্য্যালয়ে যাইয়া জুরির তালিকা দেখা যাইতে পারে এবং যাহাদিগের নাম জুরির তালিকায় দেওয়া হইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী প্রতিবাদীর অমত হইলে তাহারা জানাইতে পারেন এবং উপযুক্ত কারণ হইলে যে জুরিদিগের সম্বন্ধে অমত হইতেছে তাহাদিগের নাম কর্ত্তন করিয়া অন্য লোক নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। যখন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে, তখন সেরিফ জুরির তালিকা বিচারকের কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করেন। সচরাচর সাধারণ জুরির তালিকাই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর যে কেহ বিশিষ্ট জুরির জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। বিচারক যদি এই মোকদ্দমায় বিশিষ্ট জুরির আবশ্যক এরূপ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করেন, তবে যিনি বিশিষ্ট জুরির জন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহাকেই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয়।

বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট জুরির তালিকা হইতে ৪৮টী নাম মনোনীত করা হয়; ইহার মধ্যে যে কোন ১২টী নাম বাদী প্রতিবাদীর ইচ্ছানুসারে কর্ত্তন করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একখানি টিকিটে লিখিয়া একটী বাক্স অথবা কাচ নির্ম্মিত পাত্রবিশেষের মধ্যে রাখা হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২ জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাহির হয়, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়া আহ্বান করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অনুপস্থিত থাকিলে অথবা কোন কারণে জুরি হইবার অনুপযুক্ত হইলে তাহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করা হয়।

মনোনীত জুরি তালিকায় দুই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। ১ম মনোনীত জুরিসমূহের প্রতি আপত্তি; ২য় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত জুরিদিগের মধ্যে এক কিম্বা বহুজনের প্রতি আপত্তি। ইংরাজি ভাষায় প্রথমটীকে Challenge to the array এবং দ্বিতীয়কে Challenge to the polls বলিয়া থাকে।

সেরিফ অথবা তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীর দোষে প্রথম প্রকার আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার আপত্তি ৪ প্রকার—১ম, কাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্য পার্লামেণ্টের কোন লর্ড সভ্য জুরি মনোনীত হইলে; ২য়, জুরি হইবার উপযুক্ত আয় না থাকিলে; ৩য়, পক্ষপাতিতার আশঙ্কা জন্মিলে এবং ৪র্থ, চরিত্রগত দোষহেতু মনোনীত জুরির অখ্যাতি হইলে এবং তাহার ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা না থাকিলে। জুরি শ্রেণী হইতে বাদ দিবার দরুণ অথবা অন্য

কোন কারণবশতঃ যদি বিচারকালে উপযুক্ত সংখ্যক জুরি উপস্থিত না থাকে, তবে উভয় পক্ষের নির্দ্দেশানুসারে প্রথম প্রস্তুত তালিকা হইতে যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে। নিয়মিত সংখ্যক জুরি পূর্ণ করিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতে পারে; যদি তিনি জুরির আসনে না বসেন কিম্বা যদি তিনি আহূত হইলে বিচারালয় হইতে বিনানুমতিতে প্রস্থান করেন, তবে বিচারক ইচ্ছামত তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। জুরি হইবার জন্য কাহাকেও আহ্বানলিপি (Summons) প্রেরণ করিলে, যদি তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত না হন, তবে তাহার অর্থ দণ্ড হইতে পারে।

জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার তথ্য প্রকাশ ও সাক্ষ্য অনুসারে উচিত মত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া পৃথক্‌ভাবে শপথ করিতে হয়। তৎপরে বাদীর পক্ষীয় ব্যবহারোপজীব জুরিদিগের নিকট মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন, স্বপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবশ্যক বুঝিলে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে যাহার আলোচনা করিয়াছেন পুনরায় সংক্ষেপে তাহা জুরিদিগের নিকট বর্ণন করেন। ইহার পর প্রতিবাদীর উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। প্রতিবাদীর উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে বাদীর উকীল তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার মর্ম্ম জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন এবং সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন জুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রভবনে প্রবেশ করেন এবং পরস্পর তর্কবিতর্ক করিয়া উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বিচারালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন। যাহাতে জুরিগণ শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য তাহারা মন্ত্রভবনে কোনরূপ ভোজ্য বা পানীয় ব্যবহার করিতে পারেন না। যে সময় জুরিগণ তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করেন, তখন বাদীর উপস্থিত থাকিতে হয়। জুরিগণের মধ্যে একজন প্রধান (Grand) থাকেন; তিনিই তাহাদিগের মত ব্যক্ত করেন। তাহাদিগের মত বিচারালয়ের পুস্তকে লিখিত হইলে তাহারা স্থান পরিত্যাগ করেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারে জুরিপ্রথার যেরূপ নিয়ম ফৌজদারী মোকদ্দমায়ও সেইরূপ। গুরুতর অপরাধে অপরাধীর বিচারকালে তাহাকে একটু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে; ইহাকে ইংরাজি ভাষায় Peremtory Challenge কহে। সাপরাধ মোকদ্দমাবিশেষে অপরাধিদিগের ইচ্ছামত জুরিদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জুরি বাদ দিবার কালে অপরাধী কোনরূপ কারণ দেখাইল কি না, তাহার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখা হয় না। কোন বিদেশীর বিচারকালে অর্দ্ধেক বিদেশীয় জুরি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যদি অর্দ্ধেক বিদেশীয় না পাওয়া যায়, তবে যত জন পাওয়া যায় তত জনই মনোনীত হইয়া থাকে। জুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়া বিদেশীয় জুরির নাম তালিকা হইতে কর্ত্তন করা যাইতে পারে না; অন্য কোন রূপ আশঙ্কা থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি জুরিদিগের বিচার অন্যায় হয়, তবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে।

জুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হয়, অন্যথা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আদালতের আদেশানুসারে যদি কোন জুরি উপস্থিত না হন, তবে তাহার ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড করা যাইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা যায়।

সেসন মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়া লিখিয়া দেন।

হাইকোর্টে অথবা সেসন আদালত য়ুরোপীয় বৃটীশ প্রজার বিচারকালে জুরি মনোনীত হইবার পূর্ব্বেই যদি অপরাধী ইচ্ছা করে, তবে য়ুরোপীয় এবং আমেরিকীয় মিশ্র জুরি দ্বারা তাহার বিচার করা হইয়া থাকে। বিযোড় জুরি মনোনীত করা হয়; সুতরাং মিশ্রজুরি নির্ব্বাচনকালে একজাতীয় জুরি অবশ্যই অধিক হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় বা আমেরিকীয় হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচার হইতে পারে।

স্থানীয় গবর্মেণ্ট সময় সময় সরকারী সংবাদপত্রে কোন্ কোন্ মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার্য্য তাহা স্থির করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে যেরূপ মোকদ্দমা জুরির সাহায্যে বিচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত আছে, সে আদেশ রহিতও করিতে পারেন।

হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশানুসারে সময় সময় বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমাও জুরির সাহায্যে বিচার করা যাইতে পারে।

অপরাধী যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে বিচারক জুরির

মতের অপেক্ষা না করিয়াই মোকদ্দমার বিচার শেষ করিতে পারেন।

অপরাধী দোষ স্বীকার করিলেও যদি বিচারকের মনে সন্দেহ হয় যে সে মনের বিকারক্রমে এইরূপ কার্য্য হইয়াছে, তবে জুরির সাহায্যে বিচার সম্পন্ন করিতে হয়।

অপরাধী প্রথমে দোষ অস্বীকার করিয়া যদিও শেষে স্বীকার করে, তথাপি বিচারক জুরিদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারেন না।

জুরিগণ বিচারকের অনুমতি লইয়া সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন। বিচারক যদি বিবেচনা করেন যে, যে স্থানে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থান অথবা অন্য কোন স্থলে জুরিদিগের দেখা আবশ্যক; তাহা হইলে আদালত একজন কর্ম্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ করিবেন। আদালত হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি জুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং আদালতের বিনানুমতিতে যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন জুরির সহিত কথা বলিতে না পারে, তাহার প্রতি সেই ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন; তবে তিনি বিচারককে তাহা জানাইবেন এবং তাহাকে সাক্ষীর ন্যায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

মোকদ্দমার বিচার স্থগিত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে জুরিদিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়।

বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শেষ হইলে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগের মর্ম্ম ও সাক্ষ্য পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিবেন। হাইকোর্টের আদেশানুসারে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত জুরিদিগকে একত্র থাকিতে হয়।

জুরিদিগের জানা কর্ত্তব্য—১ম, কোনটি সত্য ঘটনা এবং বিচারকের আভাস অনুসারে প্রকৃত মত প্রকাশ।

২য়, দলিল ও অন্যান্য বিষয়ে আইন-বিষয়ক ব্যতীত অন্য বিষয়ের যে যে পারিভাষিক ও প্রাদেশিক কথা ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ-নির্ণয়।

৩য়, ঘটনা-বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা।

৪র্থ, ঘটনা বিষয়ে যে সমস্ত সাধারণ কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ঘটনায় প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা?

বিচারক উপযুক্ত মনে করিলে জুরিদিগের নিকট ঘটনা অথবা ঘটনা ও আইনের মিশ্রিত কোন বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জজের নিকট অভিযোগের মর্ম্ম অবগত হইয়া জুরিগণ আপনাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রভবনে গমন করেন। যদি তাহাদিগের সকলের এক মত না হয়, তবে বিচারক তাহাদিগকে পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। যদি তখনও তাহাদের একমত না হয়, তবে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে জুরিগণ সকল অভিযোগের উপর একটী মত প্রকাশ করেন। বিচারক জুরিদিগকে তাহাদের মত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবেন।

ভ্রম অথবা হঠাৎ কোন কারণে জুরিদিগের মত অন্যায় হইলে, তাহা লিখিত হইবার কিছু পরেই তাঁহারা মত সংশোধন করিতে পারেন।

হাইকোর্টে বিচারকালে যদি জুরিদিগের মধ্যে ৬ জনের এক মত হয়; কিন্তু বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত না হইয়া ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জুরি পরিত্যাগ করিতে পারেন। এক জুরি পরিত্যাগ করিয়া বিচারক ইচ্ছা করিলে অন্য জুরির সাহায্যে বিচার করিতে পারেন। জুরিদিগের মত যদি এরূপ অন্যায় হয় যে সামান্য একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে সেসন জজও তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন। হাইকোর্ট জুরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হস্তক্ষেপ করেন না। সেসন জজ যদি হাইকোর্টে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া লিখিলে হাইকোর্টের জজগণ বিচার করিয়া কখনও বা জুরিদিগের সহিত কখনও বা সেসন জজের সহিত এক মত প্রকাশ করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য্য মোকদ্দমা যদি আসেসর সাহায্যে বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হইবার পূর্ব্বে যদি সে বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হয়, তবে সে বিচার অগ্রাহ্য হইবে না।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এখনকার মত জুরি প্রথা ছিল না, তবে প্রাড়্‌বিবাকের সাহায্যের জন্য সভ্য বা আসেসর নিযুক্ত হইতেন। সভ্যেরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসাদার। [সভ্য দেখ।]

এখন এ দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি প্রথা প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন (Session) মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি আহূত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জুরির সহায়তায় সেসন মোকদ্দমা বিচার করা হয় না। ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পাটনা এবং হুগলি জেলায় জুরি প্রথা প্রচলিত আছে। আবার যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় জুরি প্রথা

নাই। শেষোক্ত জেলা গুলিতে জুরির পরিবর্ত্তে আসেসর আহ্বান করা হইয়া থাকে। আসেসর অপেক্ষা জুরির ক্ষমতা অনেক অধিক। জুরির অমতে বিভাগের প্রধান বিচারক (Chief Justice) কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। তাঁহার মতদ্বৈধ হইলে উপরিতন বিচারালয়ে লিখিতে পারেন। কিন্তু আসেসরদিগের মতের বিরুদ্ধেও বিচারক কার্য্য করিতে পারেন।

প্রত্যেক বিভাগের মাজিষ্ট্রেট সেই সেই বিভাগের অন্তর্গত জুরিদিগের নাম স্থির করেন। মোকদ্দমা বিচারের পূর্ব্বে জুরির তালিকা জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বেই মনোনীত জুরিদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান-লিপি (Summon) প্রেরিত হয়।

জুরিগণ উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আমাদিগের দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তাহার কতকগুলি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য্য, অপরগুলি জুরির দ্বারা বিচার্য্য নহে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধীর বিচার জুরির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শান্তিভঙ্গ, মিথ্যাসাক্ষী, নরহত্যা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবসায় চিহ্ন বা দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য্য। আসাম প্রদেশে সেসন আদালতে জুরির সাহায্যেই মোকদ্দমা বিচারিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ বিভাগে চিত্তুর, কড়াপা, রাজমহেন্দ্রী, তঞ্জোর, রাঙ্গুবার, কুদ্দালুর এবং বিশাখপত্তনের সেসন আদালতে চুরি, ডাকাইতি এবং তৎসংসৃষ্ট সকল প্রকার অভিযোগ জুরির সাহায্যে বিচার্য্য।

বোম্বাই বিভাগে পুণার সেসন বিচারালয়ে দণ্ডবিধি আইনের ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়।

রেঙ্গুন এবং মৌলমেনের রেকর্ডর বা জজ সকল মোকদ্দমাই জুরির সাহায্যে বিচার করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য্য মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে বিচারকালে ৯ জন জুরি মনোনীত হইয়া থাকে। সেসন আদালতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন সংখ্যক জুরি মনোনীত হইয়া থাকে; মোটের উপর তিনজনের কম বা ৯ জনের অধিক মনোনীত হয় না। স্থানীয় গবর্মেন্টের আদেশে জুরির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। অপরাধী যদি য়ুরোপীয় বা আমেরিক না হয়, তবে তাহার বিচারকালে সে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ জুরি য়ুরোপীয় বা আমেরিক না হইয়া অন্য কোন জাতীয় লোক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। হাইকোর্টের আদেশে সেসন আদালতে জুরির জন্য আহূত লোকদিগের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত হইয়া থাকে।

যতগুলি জুরি আবশ্যক, যদি তদপেক্ষা কম জুরি উপস্থিত হয়, তবে তথায় উপস্থিত লোকদিগের মধ্য হইতে জুরি নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সি সহরে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অপরাধ করে যে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা, এরূপ মোকদ্দমা বিচারকালে অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারক ইচ্ছা করিলে বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিয়া থাকেন।

সেসন জজ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত জুরিদিগের নাম নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখেন এবং যদি কোন জুরির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়, তবে আপত্তির কারণ জুরির নাম এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সেই পুস্তকে লেখেন।

প্রত্যেক জুরি মনোনীত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে জুরি পরিবর্ত্তনও হইতে পারে।

হাইকোর্টে উভয়পক্ষ হইতেই ৮ জন করিয়া জুরি বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কোন জুরির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কোন প্রকার আপত্তি হইলে এবং তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে জুরি তালিকা হইতে তাহার নাম কর্ত্তন করা হইয়া থাকে। (১ম) পক্ষপাতিতা; (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বয়স; (৩য়) স্বভাবতঃ অথবা ধর্ম্মাচরণপ্রযুক্ত সংসারচিন্তা-পরিত্যাগ; (৪) আদালতের অধীনে চাকরী; (৫) পুলিশের কর্ম্মচারী; (৬) পূর্ব্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত; (৭) সাক্ষীর ভাষা বুঝিতে অসমর্থ (৮) কিম্বা অন্য কোনপ্রকার সন্তোষজনক আপত্তি।

কোন জুরি বাদ দেওয়া হইলে বিচারক জুরির তালিকা হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন, যদি তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে, তবে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে জুরি মনোনীত করিবেন।

জুরিগণ মনোনীত হইলে তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান (Grand) নিযুক্ত করেন।

এই নির্ব্বাচিত প্রধান ব্যক্তিই জুরিদিগের বাদানুবাদকালে সভাপতির কার্য্য করেন—তিনিই বিচারকের নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত বিচারকের নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত বিচারকের নিকট প্রশ্ন করেন। যদি উপযুক্তকালের মধ্যে জুরিগণ তাহাদিগের সভাপতি মনোনীত করিতে না পারে, তবে আদালত হইতেই মনোনীত করা হয়।

সভাপতি নিযুক্ত হইলে জুরিদিগকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে শপথ করিতে হয়। বিশেষ কারণে যদি কোন জুরি মোকদ্দমা বিচারকালে সকল সময় উপস্থিত থাকিতে না পারেন; অথবা যদি কোন জুরি মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর সাক্ষ্যের ভাষা অথবা তাহার ব্যাখ্যার ভাষা বুঝিতে না পারেন, তবে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জুরি নিযুক্ত করা হয়। সময় সময় সে জুরিগুলি বাদ দিয়া অন্য শ্রেণী গঠিত করা হয়। এইরূপ হইলে বিচার পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

হাইকোর্টে যাহাদিগের নাম বিশিষ্ট জুরির তালিকায় লিখিত হইয়াছে, অন্য কোন সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান করা হয় না। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকায় ২০০ নামের অধিক লেখা হয় না। হাইকোর্টের নিয়মানুসারে রাজকীয় কেরাণী প্রতি বৎসরে ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে সাধারণ ও বিশিষ্ট জুরির তালিকা প্রস্তুত করেন। মনোনীত জুরিদিগের নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হয় এবং জুরির তালিকা বিচারালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান সহরে সেসন-বিচার-কালে অন্ততঃ ২৭ জন বিশিষ্ট ও ৫৪ জন সাধারণ জুরি আহ্বান করা হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ২১ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী বয়স্ক সকল পুরুষকেই জেলার সেসন আদালতে জুরিরূপে আহ্বান করা যাইতে পারে।

স্থানীয় গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে জেলার জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট জুরিতালিকা প্রস্তুত করেন। জুরির তালিকায় জুরিদিগের নাম, বাসস্থান ও ব্যবসায় লিখিত থাকে এবং তাহা কোন সাধারণ স্থলে টাঙাইয়া রাখা হয়। মনোনীত কোন জুরির প্রতি আপত্তি হইলে জজ কালেক্টর অথবা অন্য কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত একত্র বসিয়া তাহার মীমাংসা করেন। বিচারকালে সেসন জজের নির্দ্দেশানুসারে মাজিষ্ট্রেট জুরিদিগকে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করেন। আহূত হইলেও যদি কোন জুরি বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তবে তাহাকে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ কারণাভাবে যদি কোন জুরি আহূত হইয়া অনুপস্থিত হন, তবে তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা আদায় করেন। যদি টাকা আদায় না হয়, তবে তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হয়।

বহুদিন হইতে আমাদের দেশে জুরি বিচার প্রথা প্রচলিত হইলেও ইংরাজ শাসনের প্রথমকালে দেশীয়গণকে জুরির আসনে স্থান প্রদান করা হইত না। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ২৫এ জুলাই তারিখে এ দেশীয় এক ব্যক্তি সাধারণ জুরির আসনে প্রথম উপবেশন করেন। সেই অবধি এ দেশীয়গণ জুরির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর (১৩০১ সালে) জুরি-বিচার লইয়া বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

ছোট লাট জুরির বিচার তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকগণ জুরির বিচারের উপযোগিতা ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পরিশেষে বঙ্গের গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগের যত্নে বড়লাট জুরি প্রথা রহিত করিলেন না।

জুল (দেশজ) কটাক্ষ।

জুলফিকার আলি, মস্ত নামে পরিচিত। ইনি রয়াজ-উল্-বিফাক নামে একখানি তজ্‌কির লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে কলিকাতা ও বারাণসীস্থিত যে সমস্ত কবি পারস্য ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে বারাণসী নগরে এই পুস্তকখানির লেখা শেষ হয়। এই ব্যক্তি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

জুলফিকার আলিখাঁ, বান্দা প্রদেশের নবাব। বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্ত্তা আলি বাহাদুরের পুত্র। (১৮২৩ খৃঃ অব্দে ৩০ আগষ্ট তারিখে) ইনি ইহার ভ্রাতা সমসের বাহাদুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর আলি বাহাদুর খাঁ নবাবী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

জুলফিকারজঙ্গ, সলাবৎখাঁর একটী উপাধি।

জুলফিকার খাঁ, (আমির-উল-উম্‌রা) আসদখাঁর পুত্র। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে (১০৬৭ হিজরা) জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি য়াতকদখাঁ। ইনি সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজারাম তঞ্জোরের গিঞ্জী দুর্গ অধিকার করিলে সম্রাট্ জুলফিকার খাঁকে (১৬৯১ খৃঃ অব্দে) উক্ত দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব অন্যান্য সেনাপতির সাহায্যে উক্ত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় জুলফিকারকে তথায় পাঠাইলেন। এবার জুলফিকার দুর্গ অধিকার করিলেন; রাজারাম সপরিবারে পলাইলেন (১৬৯৮ খৃঃ অব্দে)। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে জুলফিকার রাজারামকে পরাস্ত করিয়া সাতারা দুর্গ অধিকার এবং সিংহগড় পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কুমার করমবক্স, দায়ুদ খাঁ পুণী প্রভৃতি

সেনাপতিগণ বহুদিবস যাবৎ বকিঙ্গীর দুর্গ অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই; জুলফিকার তাহা জয় করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। জুলফিকার কুমার আজিমের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

মুয়াজিম ও আজিমের সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপরীত দিক্ হইতে প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হইয়া আজিমের সৈন্যগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, বহুদর্শী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আজিমকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আজিম তাহা গ্রাহ্য না করায় জুলফিকার তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মুয়াজিম 'বাহাদুরশাহ' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জুলফিকারের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন ও তাঁহাকে আমীর উল্-উমরা উপাধি প্রদান করিলেন (১১১৯ হিজরা, ১৭০৭ খৃঃ অব্দ)।

কিছুকাল পরেই বাহাদুর শাহ ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত রাজকার্য্য সুবিধারূপ চলিবে না বলিয়া শীঘ্রই ইঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। দায়ুদখাঁ পুনিকে জুলফিকারের প্রতিনিধি করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম উশ্‌শান্ বাদশাহ হইলে জুলফিকার তাঁহার অপর তিন ভ্রাতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

যুদ্ধে দুই ভ্রাতার মৃত্যু হইলে মোজউদ্দীন্ ও রফি উশ্‌শানের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল।

রফি উশ্‌শানের সহিত জুলফিকারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রফি উশ্‌শান ইঁহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং জুলফিকারও কুমারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়াই রফি উশ্‌শান মোজউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্-উমরা মোজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মোজউদ্দীনের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। জুলফিকার রফি উশ্‌শানের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই পাপাশয়ও কুমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। যুদ্ধে মোজউদ্দীন্ জয়লাভ করিলেন এবং জাহান্দরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

জাহান্দর জুলফিকারকে প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জুলফিকার অসীম ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন। জুলফিকার ক্রমে ক্রমে এত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন যে, কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই জুলফিকারের আয়ত্তাধীন হইল। সকলের বেতনাদিও তিনিই নির্দ্ধারিত করিতেন। কিছুকাল পরে লালকুমারীর ভ্রাতার বৃত্তি নির্দ্ধারণ উপলক্ষে জাহান্দারের সহিত আমীর উল্-উমরার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

একদিন জুলফিকার লালকুমারীর ভ্রাতার নিকট ৫০০০ বীণা ও ১০০০ মৃদঙ্গ চাহিলেন। সম্রাট্ আমীর-উল্-উমরাকে ডাকাইয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর উত্তর করিলেন, নর্ত্তক ও গায়কগণ ভদ্রলোকদিগের অধিকার আত্মসাৎ করিলে তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় নির্দ্ধারিত করা উচিত। এই বাদ্য যন্ত্রগুলি সম্রাটের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। জুলফিকার সম্রাট্ অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন না।

১৭১২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে সম্বাদ আসিল যে, ফরুখ্‌শিয়ার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। জাহান্দার এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম যুদ্ধের পর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুক্ষণ বিশেষ সাহসিকতা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। শেষে জয়ের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া সৈন্যগণের সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার পিতা আসদখাঁর গৃহে আশ্রয় লইলেন।

জুলফিকার দেখিলেন, জাহান্দার শাহ তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্রাট্‌কে লইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসদ খাঁ এ পরামর্শে বাধা দিয়া ফরুখ্‌শিয়ারের অধীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন।

জুলফিকার তাঁহার পিতার পরামর্শানুসারে হাত দুইখানি বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া ফরুখ্‌শিয়ারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসদখাঁ তাঁহার সহিত আসিয়া নবীন সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সম্রাট্ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং জুলফিকারের বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আসদখাঁ ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সম্রাটের নিকট হইতে নানাবিধ মাণিক্য ও

পরিচ্ছদ উপহার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দরবারে তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষ ছিল। নূতন উজীর মীরজুম্লা তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় সম্রাট্ আসদখাঁকে প্রত্যাগমন করিতে ও জুলফিকারকে বহিস্থ শিবিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। এখানে কতকগুলি লোক আসিয়া আমীর-উল্-উমরাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল এবং আজিম উশ্‌শানের মৃত্যুর কারণ বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। জুলফিকার কর্কশ ভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারা ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলার উপর একটা চর্ম্ম-বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়া তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমীর-উল্-উমরা সেই গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে তরবারি হস্তে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।

জুলফিকারের দেহ হস্তীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে সম্রাট্ আদেশ করিলেন;—সম্রাট্ আরও আদেশ করিলেন যে জুলফিকারের পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে যেন রাখা হয়। জুলফিকারের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

জুলফিকার খাঁ আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের উন্নিশা বেগম, ইনি ইমিন-উদ্দৌলা আসফখাঁর কন্যা। আসফ খাঁর পুত্র সায়েস্তা খাঁ জুলফিকারের শ্বশুর ছিলেন।

জুলফিকার খাঁ, সম্রাট্ শাহজহানের সময়ের জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইহার পুত্র আসদখাঁ। আসদখাঁর পুত্রও জুলফিকার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭০ হিজরা মহরমে (১৬৫৯ খৃঃ অব্দে) ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

জুলাই, য়ুরোপীয়দিগের বৎসরের সপ্তম মাস। প্রাচীন রোমকদিগের পঞ্চম মাস। পূর্ব্বে রোমে এই মাসকে কুইন্টিলিস্ (Quintilis) বলা হইত। কেয়াস্ জুলিয়স সিজর যখন পঞ্জিকার সংশোধন ও সংস্করণ করেন, তখন আন্টনির প্রস্তাবানুসারে কুইন্টিলিস্ নাম পরিবর্ত্তন করা হইল। সিজর এই মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপনাম জুলিয়স্ অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইল।

এই মাস ৩১ দিনে। এই মাসে সূর্য্য সিংহরাশিতে সংক্রমিত হয়। আষাঢ় মাসের শেষ ও শ্রাবণের প্রথম লইয়া এই মাস চলিয়া থাকে।

জুলাফ্ (আরবী) জোলাপ, রেচক ঔষধ।

জুলী (দেশজ) থাল।

জুলু, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিজাতির একটা শাখা। এই জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে বাস করে। ইহাদের মুখশ্রী নিগ্রো ও য়ুরোপীয় জাতির মধ্যবর্ত্তী। ঠিক নিগ্রোর মত পশমের ন্যায় চুল, কিন্তু অনতি উচ্চ মুখ ও অপেক্ষাকৃত অল্প স্থূল ওষ্ঠাধর কতক পরিমাণে য়ুরোপীয় জাতিদিগের অনুরূপ।

ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি, দলপতির আদেশ পাইলে নরহত্যা, চৌর্য্য, লুণ্ঠন কোন নৃশংস কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হয় না। তাহা হইলেও ইহারা কাফ্রিজাতির অন্যান্য শাখা অপেক্ষা শান্তিপ্রিয় এবং কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ভালবাসে। সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমায়িক, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত। ইহারা কতক পরিমাণে আতিথেয় ও ন্যায়পর বটে, কিন্তু অতিশয় লোভী ও কৃপণ।

ইহারা প্রধানতঃ ৪ চারিশাখায় বিভক্ত, যথা—আমাজুলু, আমাহ্লুট্, আমাস্বাজি ও আমাটেবেল। ইহাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়া বাস করিতেছে।

জুলুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব্ব স্থিত প্রদেশ। এই প্রদেশে স্বাধীন জুলুদিগের বাসস্থান। ইহার পূর্ব্ব অর্থাৎ উপকূলভাগে নিম্নপ্রান্তর, পশ্চিমভাগে প্রায় ৬।৭ সহস্র ফিট্ উচ্চ মালভূমি। এই দুইভাগের মধ্য দিয়া একটা পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত। উপকূলভাগে কোথাও অরণ্য নাই, কেবল সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেণ্ট্ লুসিয়া নদী ও দেলগোয়া খাড়ীর মধ্যস্থ ভূভাগ সমতল জলাময় ও অস্বাস্থ্যকর। তদ্ভিন্ন উপকূলভাগের অধিকাংশ নেটালের ন্যায় স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বরা। ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফলমূলাদি এখানে জন্মে। হস্তিদন্ত ও গণ্ডারের শৃঙ্গ চর্ম্মাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। দেলগোয়া খাড়ীতে যে সকল নদী পতিত হইয়াছে, ঐ সকল নদী দিয়া কতকদূর বাণিজ্য-নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

খৃষ্টান মিশনরীগণ ঐ দেশে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদিগের যত্নে জুলুগণ অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কয়েকদল ওলন্দাজ কৃষক এই দেশে গিয়া বাস করে। জুলুরাজ প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করে। শেষে ওলন্দাজগণেরই জয় হয়। ইহারা এখন দেশের অনেক স্থানে বাস করিতেছে।

জুল্‌পি (পারসী) চূর্ণকুন্তল, অলক।

জুলুম্ (আরবী) অত্যাচার, নির্দ্দয়তা।

জুল্‌জুল্ (দেশজ) পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ।

জুবিষ্ক, একজন বিখ্যাত শকরাজ। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইনি পঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহার সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাহারও মতে ইহারই অপর নাম জুষ্ক।

জুষ্ (দেশজ) জুষ, ঝোল।

জুষাণ (পুং) যজ্ঞীয় মন্ত্রভেদ।

জুষ্ক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি হুষ্ক ও কনিষ্কের সহিত একত্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নামে এক একটী নগর স্থাপন করেন। ইহারা তুরুষ্ক জাতীয়, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জুষ্কক (পুং) জুষ-কক্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। যূষ। (শব্দচ°)

জুষ্ট (ক্লী) জুষ্যতে জুষ-ক্ত। ১ উচ্ছিষ্ট। (ত্রি) ২ সেবিত।

"পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ সন্তপর্ণো নাকসদাং বরেণ্যঃ।"
(ভট্টি ১।৪।)

জুষ্টি (স্ত্রী) জুষ-ক্তিন্। প্রীতি। "তয়ো জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'তয়ো জুষ্টিং সংভোক্তব্যপদার্থৈঃ সঞ্জাতাং প্রীতিং' (সায়ণ)

জুষ্য (ত্রি) জুষ কর্ম্মণি-ক্যপ্। ১ সেব্য, উপাস্ত। ভাবে ক্যপ্। (ক্লী) ২ অবশ্য সেবন।

জুহু [জুহূ দেখ।]

জুহুরাণ (পুং) হূর্চ্ছ-সন্ আনচ্ সনোলুক্ ছলোপশ্চ (অর্তের্গুণঃ শুটচ। উণ্ ২।৮৮) ১ চন্দ্র। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ১ কৌটিল্যকারী, যে অত্যন্ত কুটিল ব্যবহার করে। "যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনঃ" (বৃহ° উ°) 'জুহুরাণং কুটিলকারিণং' (ভাষ্য°)

জুহুবান (পুং) হূয়তে হু-কর্ম্মণি কানচ্। ১ অগ্নি। ২ বৃক্ষ। ৩ কঠিন হৃদয়। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) জুহুবান এই পাঠ প্রামাদিক বলিয়া বোধ হয়। জুহুবান না হইয়া জুহুরাণ এই পাঠ সঙ্গত।

জুহূ (স্ত্রী) জুহোত্যনয়া হু-ক্বিপ্ (হুবঃ শ্লুবচ্চ। উণ্ ২।৬০) নিপাতনাৎ দ্বিত্বঞ্চ। পলাশ-কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র। "পালাশী জুহূঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।৩৪) 'জুহোত্যনয়া জুহূঃ স্রুক্ সা চ পালাশী পলাশবৃক্ষকাষ্ঠনির্ম্মিতা।' (কর্ক)

জুহুরাণ (পুং) জুহ্বং রণতি ইত্যণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ অগ্নি। ২ অধ্বর্য্যু। (বিশ্ব) ৩ চন্দ্র। (উণাদিকোষ)

জুহুবৎ (পুং) জুহূঃ পাত্রং হোমক্রিয়োদ্দেশ্যতয়াস্ত্যস্মিন্ জুহূঃ মতুপ্ নিপাতনাৎ মস্ত বঃ। অগ্নি। (শব্দর°)

জুহোতি (স্ত্রী) জু-ধাত্বর্থ-নির্দ্দেশে শ্তিপ্। হোমভেদ। "যজতি জুহোতীনাং কোবিশেষঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৫) মধ্যে যে হোমে স্বাহাকারের প্রাধান্য আছে, তাহাকে জুহোতি বলা যায়, ইহাতে স্বাহাকার দ্বারা কেবল হোম করিতে হয়।

"উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাঃ জুহোতয়ঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।২।৭) 'উপবিষ্টেন কর্ত্তা হোমো যেষু তে উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারেণ প্রদানং যেষু তে স্বাহাকারপ্রদানাঃ য উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাশ্চ তে জুহোতয়ঃ।' (কর্ক)

জুহ্বাস্য (পুং) জুহূরাস্যমিবাস্য। জুহূরূপ মুখযুক্ত হোমীয় বহ্নি। "হব্যবাড় জুহ্বাস্যঃ" (ঋক্ ১।১২।৬) 'জুহ্বাস্যো জুহূরূপেণ মুখেন যুক্তঃ।' (সায়ণ)

জূ (স্ত্রী) জু-গতৌ যথাযথং কর্ত্তৃ-ভাবাদৌ ক্বিপ্। (ক্বিবচিপ্রচ্ছিশ্রীতি। উণ্ ২।৫৭) ক্বিপি দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। ১ আকাশ। ২ সরস্বতী। ৩ পিশাচী। ৪ জবন। (শব্দর°) (ত্রি) ৫ জবযুক্ত। (বিশ্ব) ৬ ত্বরাগমন। ৭ গমন। (মেদিনী)

"আ ত্বা জুবো রারহাণাং অভি প্রযো বায়ো বহন্ত।" (ঋক্ ১।১৩৪।১) 'হে বায়ো ত্বা ত্বাং জুবো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

জুআ (পালি জূতম্, জুতো) দ্যূতক্রীড়া। পণ রাখিয়া খেলা। সুরতি খেলা। হিন্দীতে একটী প্রবাদ আছে, "জুআ বড়া বেওহার যো ইস্‌মে হার ন হোতি" অর্থাৎ জুআখেলায় হার না হইলে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা হইত।

জুআখেলায় লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা দ্বারা কোটিপতিও অতি অল্পকাল মধ্যে একবারে পথের ভিখারী হইয়া যায়। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যে ব্যক্তি একবার জুআখেলায় পণ দিয়াছে, সে সহজে ইহার প্রলোভন এড়াইতে পারে না। হারিয়াও পুনঃপুনঃ ধরিতে ইচ্ছা করে। ইহা দ্বারা লোকে নিয়মিত ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জ্জনে শ্রদ্ধাহীন হয় এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করে। এই সকল কারণে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রকার জুয়াখেলা আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন।

জূক (গ্রীক Jukos) তুলারাশি।

জূট (পুং) জুট সংহতৌ অচ্ নিপাতনাৎ উত্বাগমে সাধুঃ। ১ জটাসংহতি বন্ধ। ২ জটা। (শব্দর°) ৩ শিবজটা।

"ভূতেশস্ত ভুজঙ্গবল্লিবলয়স্রঙ্‌নদ্ধজূটাজটাঃ।" (মালতীমা°)

জূটক (ক্লী) জূট-স্বার্থে কন্। কেশবন্ধ, জটা। (ভূরিপ্র°)

জূত (ত্রি) জু-ক্ত। ১ গত। ২ আকৃষ্ট। "রথোহবা মৃতজাত্যভিজূতঃ" (ঋক্ ৩।৫৮।৮) 'অভিজূতঃ স্তোতৃভিরাকৃষ্টঃ' (সায়ণ) ৩ দত্ত। "যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতং" (ঋক্ ১।১১৮।৯) 'ইন্দ্রজূতং ইন্দ্রেণ দত্তং।' (সায়ণ)

জূতি (স্ত্রী) জূ বেগে-ক্তিন্ (উতি যূতি জূতীতি। পা ৩৩৯৭) ইতি নিপাতনাৎ দীর্ঘত্বং। ১ বেগ। (অমর) "উত স্মাস্য পলয়স্তি জনা জূতিং" (ঋক্ ৪।৩৮।৯) 'জূতিঃ জবতে গতিকর্ম্মণঃ।" (ভাষ্য)।

২ চিত্তের দুঃখিত্বাভাব। "মেধাদৃষ্টিধৃতির্মতিমনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ।" (ঐতরেয় উপ° ৫।২)

'জূতিশ্চেতসো রুজাদি দুঃখিত্বাভাবঃ।' (ভাষ্য)

জূতিকা (স্ত্রী) জূত্যা কায়তি কৈ-ক, ততষ্টাপ্। কর্পূরভেদ। (রাজনি°)

জুদা (পারসী) পৃথক্, আলাহিদা।

জূন, সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী মরুবাসী জাতিবিশেষ। ভটি, শিয়াল, করল ও কাঠি জাতিও ঐ প্রদেশে বাস করে। কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জূন উভয়ই দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী এবং দীর্ঘবেণী-ধারণকারী। ইহারা বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও গোমেষাদি পালন করে।

জূন-খেড়া, রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়বার রাজ্যের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর নদোলার কিছু পূর্ব্বে একটী উচ্চ-ভূমে অবস্থিত। বহুদূরব্যাপী ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপ দেখিয়া ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও অনেক মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টী প্রধান। জূন-খেড়ার অর্থ জীর্ণ নগর। প্রবাদ নদোলা নগরের পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হয় এবং ইহারই অধিবাসিগণ গিয়স নদোলা স্থাপন করে। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহার পূর্ব্ব অধি-বাসিগণ জনৈক যোগীর কোপে পতিত হয় এবং তাঁহার শাপে ঐ নগর ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়া যায়।

জূনাগাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড়ের গোহেলবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র তালুক। তালুকদার একজন খসিয়া কোলি।

জূনির, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা ও নাসিক নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। ইহার নিকটে বহুসংখ্যক প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্য ও গুহাদি আছে। ইহাদের অনেকগুলি অতি চমৎকার।

জূনিবাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

জূনোনা, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত চন্দা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ১৯° ৫৫´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৮´ পূঃ। এই গ্রাম বল্লালপুরের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং বোধ হয় যখন বল্লালপুরে চন্দার গোঁড়-রাজধানী ছিল, তখন ইহার সহিত জূনোনা সংযুক্ত ছিল। এই গ্রামে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চাতে প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ একটী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। এক সময় বহুসংখ্যক জলপ্রণালী ভূগর্ভ দিয়া পুষ্করিণীর সহিত সংযুক্ত ছিল।

জূভু (দেশজ) ছল, ওজর।

জূরগড়, বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুলদানা জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম চিকলীর নিকট অবস্থিত। এখানে একটি হেমাড়পন্থী মন্দির আছে।

জূর্ণ (পুং) জূর-ক্ত। তৃণভেদ, চলিত কথা উলুখড়। রত্ন-মালায় জূর্ণাখ্যের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করায় জূর্ণ শব্দের এই অর্থ ধরিতে হইবে।

জূর্ণাখ্য (পুং) জূর্ণ ইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তৃণবিশেষ, উলু। পর্য্যায় সূচ্যগ্র, স্থূলক, দর্ভ, স্বরচ্ছদ। (রত্নমালা) উলূক, উলপ, এই দুইটী শব্দও কেহ কেহ পর্য্যায়স্থ করেন।

জূর্ণাহ্বয় (পুং) জূর্ণ-ইতি আহ্বয়ঃ আখ্যা যস্য বহুব্রী। দেবধান্য, চলিত কথায় দেধান। (হেম°)

জূর্ণি (স্ত্রী) জর-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যো নিঃ। উণ্ ৪।৪৮) (জ্বর ত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) ইত্যূট্চ। ১ বেগ। (উজ্জ্বল) ২ স্ত্রীরোগ। ৩ আদিত্য। ৪ দেহ। ৫ ব্রহ্মা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°) জূর্‌ কোপে নি। ৬ ক্রোধ। (নিঘণ্টু) ৭ বেগযুত। ৮ দ্রবযুত "ক্ষিপ্রা জূর্ণি র্ন বক্ষতি" (ঋক্ ১।১২৯।৮)

"জূর্ণি র্জবতী, জূর্ণি জবতে দ্রবতে র্বা, ছনোতের্বা।" (যাস্ক নিরুক্ত ৬।৮।) ৯ তাপক। ১০ স্তুতিকুশল।

"ঋষূণাং জূর্ণির্হোত ঋষূণাং" (ঋক্ ১।১২৭।১০)

'জূর্ণি স্তুতিকুশলঃ' (সায়ণ)

জূর্ণিন্ (ত্রি) বেগযুক্ত। "রাতি রেতি জূর্ণিনী ঘৃতাচী" (ঋক্ ৬।৬৩।৪) 'জূর্ণিনী প্রগামিনী' (সায়ণ)

জূর্ত্তি (স্ত্রী) জ্বর-ভাবে-ক্তিন্। (জ্বরত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) উট্চ জ্বর। (অমর)

জূর্য্য (ত্রি) জূর-কর্ত্তরি-ণ্যৎ। ১ জীর্ণ। "রথঃ পুরীব জূর্য্যঃ।" (ঋক্ ৬।২।৭) 'জূর্য্যঃ জীর্ণঃ' (সায়ণ) ২ বৃদ্ধ।

জূষ (ক্লী) যূষ-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যূষ, চলিত কথায় ঝোল, কোন বস্তু সিদ্ধ করিয়া কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দ্রব ভাগ থাকে, তাহাকে যূষ কহে, ক্বাথ, নির্য্যাস।

জূষণ (ক্লী) জূষ্যতে হনেন করণে জূষ-ল্যুট্। বৃক্ষবিশেষ ধাতকীপুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল। (শব্দচ°)

জৃঙ্গি (পুং) জাতিভেদ।

জৃম্ভ (পুং, ক্লী) জৃভি ভাবে ঘঞ্। আলস্য বা নিদ্রার আবেশ হইলে যে মুখ ব্যাদন করা যায়, মুখাদির বিকাশ, হাই পর্য্যায়—জৃম্ভণ, জৃম্ভা, জৃম্ভিকা, জম্ভা, জম্ভকা। জৃম্ভে

লক্ষণ সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—মুখব্যাদান করিয়া বাহ্যবায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক একবার পান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জৃম্ভ কহে।

"পীত্বৈকমনিলোচ্ছ্বাসমুদ্বেষ্টন্ বিবৃতাননঃ।
যন্মুঞ্চতি স নেত্রাস্রং স জৃম্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥" (সুশ্রুত শা° ৪ অঃ)

"জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।" (বৈদ্যক)

বায়ু জন্য জৃম্ভ উপস্থিত হয়। জৃম্ভকর্ত্তা বায়ুর নাম দেবদত্ত, (পঞ্চবায়ুর মধ্যে দেবদত্ত এক বায়ুর নাম)। [নিদ্রা দেখ।]

"বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।" (যোগার্ণব)

হাঁচি টিক্‌টিকী পড়া ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়। কোন স্মৃতি মতে যে না দেয়, সে ব্রহ্মহা হয়।

"ক্ষুতোৎপতনজৃম্ভাসু জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলিধ্বনিঃ।
গুরোরপি চ কর্ত্তব্যমন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জৃম্ভবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে, অথবা কটু তৈল মর্দ্দন করিবে। স্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ বা তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। ইহাতে জৃম্ভবেগ প্রশমিত হয়। (বৈদ্যক)

জৃম্ভক (ত্রি) জৃম্ভ-ণ্বুল্। ১ জৃম্ভাকারক, যে জৃম্ভন করে, যে হাই তুলে, সর্ব্বদা যাহার হাই উঠে। ২ রুদ্রগণভেদ।

"জৃম্ভকৈ র্যক্ষরক্ষোভিঃ স্রগ্বিভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ॥" (ভা° বন ২৩০ অঃ)

জৃম্ভয়তি জৃভি-ণ্বুল্। ৩ অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্ত্তৃক তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষস হত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত এই অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া এই অস্ত্র অগ্নির নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে সকল লোক নিদ্রিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয় লব কুশেরও এই অস্ত্র আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব লব কুশ কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে, পরে যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ)

জৃম্ভ-ণিচ্ ণ্বুল্। ৪ জৃম্ভনকারক অস্ত্রবিশেষ। বৃত্রাসুরের যুদ্ধ সময়ে ইন্দ্র বৃত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া জৃম্ভিকাকে সৃষ্টি করেন, এই জৃম্ভিকা দ্বারা বৃত্র অত্যন্ত অলস হইলে ইন্দ্র ইহাকে বধ করেন। তদবধি এই জৃম্ভিকা জীবগণের দেবদত্ত নামক প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

"অসৃজংস্তে মহাসত্ত্বা জৃম্ভিকাং বৃত্রনাশিনী।
ততঃ প্রভৃতি লোকস্য জৃম্ভিকা প্রাণসংশ্রিতা॥" (ভারত ৫।৯ অঃ)

জৃম্ভণ (ক্লী) জৃভি-ভাবে ল্যুট্। ১ মুখবিকাশ, মুখব্যাদান, হাই।

"মুহুর্মুহু র্জৃম্ভণতৎপরাণি অঙ্গান্যনঙ্গপ্রমদাজনস্য।" (ঋতুস°)

জৃভি-ণিচ্ ল্যু। ২ জৃম্ভনকারক। ৩ জৃম্ভকাস্ত্র।

"হরং স জৃম্ভয়ামাস ক্ষিপ্রকারী মহাবলঃ।" (হরিব° ১৮৪ অঃ)

জৃম্ভমান (ত্রি) জৃম্ভ-শানচ্। ১ যে হাই তুলিতেছে। ২ প্রকাশমান।

জৃম্ভা (স্ত্রী) জৃম্ভ-ভাবে ঘঞ্ ততষ্টাপ্। জৃম্ভ। (শব্দর°) আলস্য-শ্রমাদি-জনিত জড়তা।

"আলস্যশ্রমগর্ভাদ্যৈর্জাড্যং জৃম্ভাসিতাদিকৃৎ" (সাহিত্য ৩ পং) [জৃম্ভ দেখ।]

২ শক্তিবিশেষ।

"তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ" (দেবীভাগ° ১ ১৫।৬১)

জৃম্ভিকা (স্ত্রী) জৃম্ভা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ জৃম্ভ। (শব্দর°)

২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিদ্রাবেশ হইলে তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হয়, তখন অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে। (বাভট সূত্রস্থান ৪ অঃ)

জৃম্ভিনী (স্ত্রী) জৃভ-ণিনি ঙীপ্। এলাপর্ণী। (শব্দচ°)
[এলাপর্ণী দেখ।]

জৃম্ভিত (ত্রি) জৃভি-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবৃদ্ধ। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ জৃম্ভা। ৪ স্ফূটন। (হেম°) ৫ স্ত্রীদিগের করণভেদ।

"অহো কিং মেতদাশ্চর্য্যমায়াড়ম্বরজৃম্ভিতং।"(কথাসরিৎ ২৬।৮৯)

জেঙ্লাই, বৃন্দাবনের অন্তর্গত অঘবনের সন্নিহিত একটী গ্রাম। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অঘাসুর বধের পর গোপবালকগণ এই স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। (বৃ° লী° ২৮ অঃ)

জেঙ্কের (যাবনিক) প্রসঙ্গ, কীর্ত্তি।

জেজুরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা জেলায় পুণানগরের ৩০ মাইল ও মাসবড়ের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পুণা হইতে সাতারা যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটী নগর ও রেলওয়ে ষ্টেশন। পুরন্দরপুর-গিরিমালার এক প্রান্তে সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় মনোহর। গণ্ডশৈলের চূড়াস্থিত খণ্ডোবা দেবের মন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর এবং সোপানশ্রেণী দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতির আবির্ভাব করে।

এই নগর খণ্ডোবা বা খণ্ডেরায় দেবের মন্দির জন্য বিখ্যাত। দেবের পূর্ণ নাম খণ্ডোবা মল্লারি মার্ত্তণ্ড-ভৈরব-মহালসাকান্ত। ইনি হস্তে খণ্ড অর্থাৎ খড়্গ ধারণ করেন বলিয়া খণ্ডোবা নাম হইয়াছে। ইনি মহারাষ্ট্রীদিগের উপাস্য। তাহারা খণ্ডোবাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

ইহার দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে নূতনটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫০ ফিট্ উচ্চে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। পুরাতন মন্দির প্রায় ২ মাইল দূরে আরও ৪০০

ফিট্ উচ্চে একটী মালভূমিতে অবস্থিত। এই মন্দির কড়ে-পাথর নামক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তথায় অনেকগুলি দেব-মন্দির এবং ১২।১৩ ঘর পুরোহিত বাস করে। এখানেও বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

এখন যেখানে নূতন মন্দির পূর্ব্বে প্রাচীন জেজুরি গ্রাম ঐ স্থানে ছিল। বর্ত্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোবা বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল দ্বারা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচন হয়। সরোবরে স্নান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত হৃদ অর্থাৎ চৌবাচ্ছা এবং গণপতিদেবের এক মূর্ত্তি আছে। ইহার কিছু নিম্নে পুষ্করিণী-নিঃসৃত জলের একটী ঝরণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্থ বলে। নূতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তুকাজী হোলকর একটী পুষ্করিণী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। এই পুষ্করিণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোলকরের স্মরণার্থ একটী শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে লিঙ্গের পশ্চাতে মলহররাও এবং তাঁহার তিন মহিষী বনাবাই, দ্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর জয়পুরের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে।

পুরাতন ও নূতন মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও পবিত্র স্থান আছে। একস্থানে পর্ব্বতে একটা গর্ত্ত দেখাইয়া লোকে বলে, উহা খণ্ডোবার অশ্বক্ষুরাঙ্কিত চিহ্ন।

খণ্ডোবার মন্দিরে উঠিবার পূর্ব্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে তিনটী সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান বড় একটা ব্যবহৃত হয়না। উত্তরদিকের সোপানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাঁদনী আছে। সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খণ্ডোবার দুই মহিষী বানাই ও মহালসার প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রাচীরের গাত্রে একস্থানে একটী গর্ত্ত আছে; প্রবাদ—মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে ঐ গর্ত্ত হইতে অসংখ্য ভীমরুল বাহির হয়, তাহাতে মুসলমানেরা ভীত হইয়া পলাইয়া যায়, অরঙ্গজেব দেবের সম্মানার্থ সলক্ষ টাকা মূল্যের একটী হীরক প্রদান করেন। ঐ হীরক মন্দিরেই ছিল, পরে ১৮৫০-৫১ খৃঃ অব্দে মন্দিরের সেবকেরা চুরি করে।

মন্দিরের নানাস্থানে নির্ম্মাতাগণের নাম ও নির্ম্মাণকাল-জ্ঞাপক বহুসংখ্যক শিলালিপি আছে। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, মলহররাও খণ্ডোজী হোলকর ১৮৩৭ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ দরদালান ও অন্যান্য অনেকাংশ নির্ম্মাণ করেন। সাসবড়ের বিঠলরাও দেব ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এখানে পঞ্চলিঙ্গমন্দির নির্ম্মাণ করেন। হরিদ্রাচূর্ণ ছড়াইবার মন্দির আহ্মদনগরের শ্রীগুণ্ডী-নিবাসী দেবজী-চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তুকাজী মলহররাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন।

খণ্ডোবা খড়্গধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি। মন্দিরে ইহার ও মহালসার তিনটী যুগলমূর্ত্তি আছে। এক যুগলমূর্ত্তি স্বর্ণ নির্ম্মিত, ইহা পুবার-বংশীয় রাজগণ প্রদান করেন। আর এক-যোড়া রৌপ্যনির্ম্মিত, এ যুগলমূর্ত্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ত। অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্ম্মিত এবং প্রাচীন। বিগ্রহের সেবার জন্য বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব যানাদি আছে।

প্রতিদিন দেব দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান, চন্দন, আতর ইত্যাদি সুগন্ধে চর্চ্চিত এবং মণিরত্নে ভূষিত করা হয়। মন্দিরের ব্যয় বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা। ইহার আয় প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন। তদ্ভিন্ন অনেক নিষ্ঠাবান্ ভক্ত দেবসেবার্থ তাঁহাদের বিষয়াদি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে দুই শতাধিক 'মুরুলী'-কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা খণ্ডোবার সহিত ইহাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্য বিবাহ করিতে পায় না। যাহা হউক, মন্দিরে থাকিলেও ঐ সকল কুমারী দ্বারা বরং আয় হইয়া থাকে। ইহারা ও বাঘিয়া অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ একত্র খণ্ডোবার মহিমা ও অন্যান্য গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তদ্ভিন্ন মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদি বাস করে।

খণ্ডোবা দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ মণিমালমল্ল বা মল্লাসুর নামে এক দৈত্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব খণ্ডোবার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাভ করে। তজ্জন্য এখনও খণ্ডোবার মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত মল্ল মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। হরিদ্রা ও চম্পকপুষ্প খণ্ডোবার প্রিয়।

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটী উৎসব হয়। প্রথম অগ্রহায়ণের শুক্ল-চতুর্থী হইতে শুক্ল-সপ্তমী পর্য্যন্ত। অপর তিনটী পৌষ, মাঘ ও চৈত্রের শুক্ল-দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উৎসবের সময় খান্দেশ, বরার, কোঙ্কণ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে। চৈত্রমাসের মেলায় কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

তদ্ভিন্ন সোমবতী-অমাবস্যা এবং বিজয়া-দশমীর দিন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলা হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই আসিয়া থাকে। সোমবতী অমাবস্যার দিন পাল্কী করিয়া জেজুরির পূজারিগণ বিগ্রহকে দুইমাইল উত্তরে কড়া নদীতীর-বর্ত্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় নদীতে স্নানাদি করাইয়া ফিরিয়া আসে। বিজয়াদশমীর দিন ঘটা করিয়া পাল্কীতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর ঐরূপ ঘটা করিয়া বাহির হন। উভয় দল পরস্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, পরে মধ্যপথে মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ পরস্পর অভিবাদনের পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবে একজন ভক্ত বাঘিয়া উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেবতার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণভোজন, নগদ অর্থদান, মেষবলি এবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন খণ্ডোবার সেবায় নিযুক্ত করে; তাহারই পুত্র হইলে বাঘিয়া ও কন্যা হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেষবলি এখানে এত অধিক হয় যে, কোন কোন বৎসর ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত মেষবলি হইয়া থাকে।

খণ্ডোবার পাণ্ডাগণ গুরব। যাত্রিগণ আসিয়া সহরে গুরবদিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহারা দুইদিন বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত পূজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় দিবসে মানসিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্মণভোজনের মানসিক থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। মেষবলি দিলে তাহার মুণ্ড অর্দ্ধেক ঘাতকের এবং অর্দ্ধেক মিউনিসিপালটীর প্রাপ্য। বলির মাংস যাত্রিগণ বাসায় আনিয়া ভোজন করে। ঐ সময় তাহাদের সহিত ২।৪ জন বাঘিয়া ও মুরুলী থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে যাত্রিগণ মশাল জ্বালিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে।

তৎপরে তাহারা প্রাঙ্গণস্থ পিত্তলের প্রকাণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া নারিকেল, শস্য ও হরিদ্রা বিতরণ করে এবং কতক প্রসাদ রাখে। সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত থাকে, তাহারা জনকয়েক বাঘিয়া ও মুরুলী কুমারী বাসায় লইয়া গিয়া গান করায়। ইহাদের একদলকে ১।০ পাঁচসিকা দিতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যেক যাত্রীকে ৶১০ পয়সা হিসাবে মিউনিসিপালিটীকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আদায় হয়। অপর সময় যাত্রিগণ বিনা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মিউনিসিপালিটীর এই অর্থ যাত্রিগণের সুবিধার্থ নগর ও অন্যান্য স্থান-পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে ব্যয়িত হয়।

মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অল্পাংশ গায়ক এবং মন্দিরের অন্যান্য সেবকগণ প্রাপ্ত হয়।

যাত্রিগণের মধ্যে যাহারা ধনবান্ তাহার ইচ্ছা হইলে আরও দুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও মলহর বা মল্লার তীর্থ দেখিতে যান। যাত্রিদিগের খাদ্য ও দেব-সেবার উপকরণ ব্যতীত মেলায় যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে পিত্তলের বাসন ও নানারূপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ খেলানা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্যাদির জন্য সাধ্য ও স্বেচ্ছামত দুই চারিটী সৌখিন দ্রব্য এবং পাথেয় খাদ্য ক্রয় করিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

মেলার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্য ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জেজুরিতে একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। মেলা শেষ হইলে পর কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাটতি অনুসারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটী ট্যাক্স আদায় করেন। ঐ ট্যাক্সের হার ১৲, ॥০, ।০ ও ৶০ হইয়া থাকে।

জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ের) উপকূলভাগে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাভির মধ্যস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুসলমান কর্ত্তৃক উপকূল ভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগল-দিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব্ব অধিকারের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বে ইহারা আবপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। মোর্বি ইহাদিগের একটী প্রাচীন রাজধানী। পূর্ব্বে কাঠিয়াবাড়ে জেঠবা, চূড়াসমা, সোলাঙ্কী এবং বালা এই চারিটী রাজপুত জাতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ঝালা, জাড়েজা প্রভৃতির আধিক্যে ও প্রভুত্বে উক্ত চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব্ব অধিকার কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া বুর্দের পার্ব্বত্য-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুরবন্দরের রাণা পুঙ্গেরিয় জেঠবা বংশীয়। জেঠবাদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, জেঠবা সঙ্গজী অণহল্‌বার পত্তনের রাণা কৃষ্ণজীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। শিরোহি ও অন্যান্য প্রদেশের রাজগণের অনুরোধে কৃষ্ণজী আর রাণা উপাধি

ধারণ করিবেন না এই নিয়মে সঙ্গজী কৃষ্ণজীকে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধি পুরবন্দররাজ রাণা উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

জেঠা (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

জেঠাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পত্নী।

জেঠামী (দেশজ) অল্প বয়স্ক হইয়া বয়োবৃদ্ধির ন্যায় বেশী কথা বলা।

জেঠ্শূরখাচর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত আনন্দপুরের একজন রাজা। চোটিলার কাঠিজাতীয় খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুজরাটের সুলতানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আনন্দপুর জনশূন্য অরণ্য হইয়া পড়ে। ঐ সময় বুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণ-মেষপালক মেষ অন্বেষণ করিতে করিতে আনন্দপুর দেখিয়া গিয়া কাঠি-সর্দ্দার জেঠ্শূরখাচর ও মিয়াজনখাচরকে সংবাদ দেন। তদনুসারে ইহারা ঠঙ্গা পর্ব্বত হইতে পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শূন্য নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে ইহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা মুলুনাগাজনখাচর কর্ত্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হন। আজও অনিয়ালি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

মুলুনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া ২০।২৫ দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একখানি প্রস্তর একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়া মাথায় পড়ে, এই ভয়ে জেঠ্শূর ও মিয়াজন যখন ঐ দ্বার পার হইতেন, তখনই বেগে অশ্বচালনা করিতেন। মুলুনাগাজন ইহাদিগকে প্রাণভয়ে এইরূপ ভীত দেখিয়া ভীরু ও কাপুরুষ স্থির করিলেন এবং একদিন পঞ্চশত অশ্বারোহী সমেত নগর আক্রমণ করিলেন। জেঠশূর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিসহ রজনীযোগে পলায়ন করিলে খাচরমুলু ও তাহার ভ্রাতা লাখো ১৬৯১ সংবতে পৌষ শুক্ল-দ্বিতীয়া রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন।

জেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম যষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটা বাঁশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জথ্টিবন বলে। তথাকার লোকে ঐ সকল বাঁশ কাটিয়া গয়াতে বিক্রয় করে।

গ্রাম হইতে ১৪ মাইল দূরে তপোবন নামক স্থানে দুইটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। চীনপর্য্যটক হিউএন্‌সিয়াং এই গ্রাম ও ইহার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাঁশ বন দেখিয়া যান। তিনি ইহার উষ্ণপ্রস্রবণের কথাও লিখিয়াছেন। তিনি ইহাকে বুদ্ধবনের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জেতমল, রাণা জয়মলের পুত্র। পিতাপুত্র তুরসঙ্গম হইতে রায়গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দান্তায় পলাইয়া আসেন। এখানে শত্রুগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলে তাঁহারা মাতাজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা জয়মলের মৃত্যু হইল। রাণার মৃত্যুর পর জেতমল মাতাজীর মন্দিরে 'হত্যা' দিলেন, অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা মাতাজীর অর্চ্চনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় মাতাজী তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও; তুমি এখনই স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করায়ত্ত হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া জেতমল কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই রেহজুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; দেখিয়াই তাহারা ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেতমল মেঘা যাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন পর্ব্বতের নিকট প্রত্যেক ঝোপে এক একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। মেঘাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল। পরে জেতমল অগ্রসর হইয়া তুরসঙ্গম, ঘোড়ার এবং হড়ার হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। লমানে আসিয়া জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে নামিতে উপক্রম করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে অবরোহণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আর কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" সুতরাং তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইল। জেতমল রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। দান্তানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। কিছুকাল পরে তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাসসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম পুঞ্জ। জেতমল

দান্তার জনৈক সর্দ্দার ধুনালি বাঘেলার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা পরগণার একটী প্রধান পল্লীগ্রাম। এই স্থানটী কাঁকড়া ও ছীরী নদীর সঙ্গমে রঙ্গপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে একটী বাজার আছে এবং নানাবিধ শস্য বিক্রয় হয়।

জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রাবস্তীর একটী উপবন। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব বহুকাল বাস করিয়া শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শাস্ত্রাদির উপদেশ দিতেন।

জেতব্য (ত্রি) জি-কর্ম্মণি তব্য। জেয়। (অমর)
"জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্ত্তব্যমিতি রাবণঃ।" (রামা° ৬।৯১।৭)

জেতারাম (পুং) জেতবন। [জেতবন দেখ।]

জেতালপুর, ১ আহ্মদাবাদের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে রাণীর বাড়ী নামে একটী প্রাসাদ আছে।

জেৎপুর, ১ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধীনে ১৫০ খানি গ্রাম আছে। রাজার ৬০জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ পদাতিক সৈন্য আছে। ১৮১২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই রাজ্য প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে রাজা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রাজ্যলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ক্ষেতসিংহের মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ জেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কাল্পী হইতে ৭২ মাইল দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটী বৃহৎ ঝিলের পশ্চিম পার্শ্বে ২৫° ১৬´ অক্ষাংশ এবং ৭৯° ৩৮´ দ্রাঘিমায় গবত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী বাজার আছে। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের আদেশে এখানে থানেরাতলাও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

জেতৃ (ত্রি) জি-তৃচ্। ১ জয়শীল। "জেতা নৃভিঃ ইন্দ্রঃ পৃত্রম্।" (ঋক্ ১।৩৮।৩) 'জেতারং জয়শীলং' (সায়ণ)
(পুং) ২ বিষ্ণু। "অনঘো বিজয়ো জেতা" (বিষ্ণুস°)

জেত্ব (ত্রি) জি-বনিপ্ বেদে নি° দীর্ঘস্যাপি তুক্। জেতব্য। "আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি" (ঋক্ ৬।৪৭।২৬) 'জেত্বানি জেতব্যানি' (সায়ণ)

জেন্তাক (পুং) স্বেদবিশেষ। রোগীর দূষিতরক্ত ঘর্ম্মরূপে যাহাতে অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহার উপায় বিশেষ। ইহাকে চলিত কথায় ভাবরা লওয়া বলে। ইহার বিষয় চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীকে জেন্তাকস্বেদ দিতে হইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করা উচিত। পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট প্রশস্ত ভূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন নদী দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ত হয়। এই স্থান নদীপ্রভৃতির ৭।৮ হাত অন্তর হওয়া উচিত, তাহার উত্তরে পূর্ব্বদ্বারী অথবা উত্তর-দ্বারী একটী গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উৎসেধসম্পন্ন একটী আল প্রস্তুত করিবে। মধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত উচ্চ কন্দু (পাওরুটী প্রস্তুত করার উনানের মতন উনান) প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে একটী আবরণও প্রস্তুত করিবে। পরে সেই উনানে খদির বা অশ্বত্থকাষ্ঠ জ্বালাইবে, যখন সেই কাষ্ঠগুলি জ্বলিয়া অঙ্গার ও ধূম শূন্য হইবে, যখন সেই গৃহের মধ্যভাগ স্বেদযোগ্য উষ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া বস্ত্রাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিবে, "আরোগের জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া এক পার্শ্বে বা তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয় এরূপ ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান! যেন অতিশয় ঘর্ম্ম বা মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বেদমূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব কদাচ ইহা পরিত্যাগ করিও না।" এইরূপে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিবে। এইরূপে রোগী স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় স্রোতবিমুক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্রান্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দোষ সকল নির্গত হইবে ও নিজের শরীর লঘু, অসাড় ও বেদনা শূন্য বোধ হইবে, সেই সময় পিণ্ডিকা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য তাহাতে শীতল জল দিবে, এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া যথোচিত আহার প্রদান করাইবে। এইরূপ স্বেদ দিবার নাম জেন্তাক। (চরক সূত্রস্থান) [স্বেদ দেখ।]

জেন্যাবসু (ত্রি) ১ যাহার প্রকৃত ধন আছে। (পুং) ২ ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনযুগলের নামান্তর।

জেন্য (ত্রি) জি-জন-ণিচ্ বাহু° ডেন্য। ১ জয়শীল। "অগ্নির্যজ্ঞেষু জেন্যো ন বিশ্পতিঃ।" (ঋক্ ১।১২৮।৭)। 'জেন্যঃ জয়শীলঃ' (সায়ণ) ২ উৎপাদ্য। "জনিষ্ট হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং" (ঋক্ ৫।১।৫) 'জেন্য উৎপাদ্যঃ' (সায়ণ) ৩ জেতব্য। "দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যবসূ" (ঋক্ ৭।৭৪।৩) 'জেন্যং বসুধনং যয়োঃ, পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ, জেন্যাবসূ জেতব্য-ধনৌ' (সায়ণ)

জেব (আরবী) জামার পকেট।

জেমন্ (ত্রি) জি-মনিন্। ১ জয়শীল। "উদন্যজেব জেমনা মদেরূ" (ঋক্ ৮।৩৮।৭) 'জেমনা জয়শীলৌ ঔস্থানে আচ্, ছান্দসোদীর্ঘাভাবঃ লোকে তু জেমা জেমানৌ ইত্যেব' (সায়ণ) জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্ তৃণো লোপঃ। (পুং) ২ জেতুর্ভাব, জয়। ৩ জয় সামর্থ্য। "জেমা চ মহিমা চ" (শুক্লযজুঃ ১৮।৪)

জেমন (ক্লী) জিম-ভাবে ল্যুট্। ভক্ষণ। (অমর)

জেয় (ত্রি) জীয়তে ইতি (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) জি-কর্ম্মণি-যৎ। জেতব্য।

"তস্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্ব্বং জেয়াঃ পুত্র! মহীভুজা।" (মার্কপু° ২৭।১২)

জের্ (পারসী) ১ নিম্ন, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পাতের জমা খরচের মোট।

জেরবন্দ্ (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী।

জের্বার (পারসী) ভারগ্রস্ত ; দায়িক।

জেরম্বাদ (পারসী) ঔষধ-বৃক্ষবিশেষ। (Zinziber Żerambet.)

জেরা (দেশজ) যথার্থ কথা জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্ত্তৃক সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন।

জেরাদখানা, সুন্দরবনের একটী অংশ। শাহসুজার সংশোধিত রাজস্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখানা বা জেরাদখানা নামে উক্ত হইয়াছে। এই অংশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ছিল। শাহসুজার সময় ইহার রাজস্ব ৮৪৫৪৲ টাকা ছিল।

জেরুসালেম, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকূলবর্ত্তী খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মভূমি পালেস্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৬′ ৪৩″ উঃ, দ্রাঘি° ৩৫° ১৩′ পূঃ। এই নগর ভূমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট্ উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল পূর্ব্ব ও মরুসাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহানা হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর হিব্রুদিগের বাসস্থান ছিল। এই নগরই প্রাচীন য়িহুদিদিগের ধর্ম্ম ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত।

প্রথমে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত, এবং ইহাই প্রাচীন মেল্চি-জের্দেক অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজার রাজধানী সালেম নগর। জেরুসালেম নামের শেষভাগ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ইস্রাইল্ 'অঙ্গীকৃত ভূমে' আসিবার ৫০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই নগরের সমগ্র কিম্বা কতক অংশ জেরুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর বেঞ্জামিনগণ ইহাকে ঐ দুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম অর্থাৎ শান্তি-নিকেতন নাম প্রদান করিল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেলে পবিত্রপুর বলিয়া ইহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিও য়িহুদিগণ ইহাকে 'এল্কোয়োডাস্' অর্থাৎ পবিত্র, কিম্বা 'আস্-সরিফ্' অর্থাৎ সাধু, ভদ্র বলিয়া থাকে। মুসলমানেরাও ইহাকে 'বেট্-উল্-মকদ্দস্' অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন।

জায়ন, মিনো, অক্রা, বেজেথা, মোরিয়া ও ওফেল এই ছয়টী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে জেরুসালেম নির্ম্মিত। ঐ পর্ব্বতগুলি নগরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের ভূমি পূর্ব্বদিকে ঢালু, তজ্জন্য পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত হইতে নগরের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অনুচ্চ। সমতল ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খৃষ্টীয় ধর্ম্মশালা সকলের চূড়া ও মস্জিদের উচ্চ গুম্বজ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। নগর মধ্যস্থ রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত এবং ভূমির প্রকৃতি অনুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন। বাজার ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্ম্মমন্দিরকে আপনাদের মস্জিদে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে খলিফ্ ওমার নির্ম্মিত আয়তাকার হারাম-এস্-সরিফ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত মস্জিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে সুন্দর সুচিক্কণ মর্ম্মরপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৪৮৯ ফিট্ ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিট্।

জেরুসালেমের অবস্থান একটী চতুরস্রাকৃতি মালভূমির উপর। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সুলতান সুলেমান নগরের চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। অবশিষ্টের অর্দ্ধেক খৃষ্টান ও অপরার্দ্ধ য়িহুদী। য়িহুদিগণ নগরের এক অংশেই বাস করে। খৃষ্টানগণ অধিকাংশ খৃষ্টের গোরস্থানের গির্জার নিকটস্থ খৃষ্টানপল্লীতে বাস করে। নগরের উত্তরে একটী পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রাচীন রাজাদিগের ভাস্কর বা চিত্রকার্য্যবিরহিত প্রস্তরনির্ম্মিত গোরস্থান সকল বিদ্যমান আছে। ইহাদের কোন কোনটীতে পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনীয়গণ জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া অধিবাসী জুডা ও বেঞ্জামিন্ নামক দুই

জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭০ বৎসর এইরূপ পরাধীনভাবে কালযাপনের পর, মিদো-পারস্তপতি সাইরাস্ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া জেরুসালেম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। তাহারা তদনুসারে তথায় গিয়া পুনরায় নগর নির্ম্মাণ করে। ৫১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দরায়ুসের তত্ত্বাবধানে ইহার ২য় মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার পরও এই নগর বহুকাল পর্য্যন্ত পারস্তাধিপতির শাসনাধীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকসান্দারের হস্তগত হয়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী টলমী ও সিরিয়ার সিলিউকিদিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। য়িহুদিগণ অনেক অধিকার লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা অস্তিওকাস্ এপিফেনিসের অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত য়িহুদিগণকে পীড়িত ও নগরপ্রাচীর ভগ্ন করে এবং ইহার পরম পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া উহাতে গ্রীক দেব দেবী-স্থাপন ও প্রতিদিন শূকর-বলি দিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রোমকগণ এই নগর অধিকার করে। ৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পম্পি এই নগর অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার পর হেরদ রোমকসভা কর্ত্তৃক এখানকার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জেরুসালেমের ধর্ম্ম-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমকপ্রথা অনুসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। তৎপরে জুডিয়া প্রদেশ বহুকাল রোম কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ শাসনকর্ত্তা পন্তিয়াস্ পাইলেটের সময়েই (২৬-৩৬ খৃঃ অব্দের) খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট দুর্বৃত্ত য়িহুদিগণ কর্ত্তৃক ব্যালভেরি পর্ব্বতে ক্রুশাহত হন। এই পন্তিয়াস্ পাইলেট হিনম্ উপত্যকার উপরিস্থ বর্ত্তমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপরিস্থ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বেথলহেমের দুই মাইল দক্ষিণস্থ এমাম অর্থাৎ সলোমানের জলাশয় হইতে বৃহৎ মস্‌জিদে জল আনয়ন করেন। ইহার পর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোম-সেনাপতি টাইটস্ নগরের উত্তরস্থ হেরদের প্রাসাদ ও উহার সন্নিহিত কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস করেন। য়িহুদীগণ আসিয়া পুনর্ব্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬০ বৎসর পরে হাড্রিয়ান্ এই নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন এবং মন্দির, থিয়েটার (রঙ্গমঞ্চ), প্রাসাদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন। সম্রাজ্ঞী হেলেনা এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৩৩৬ খৃঃ অব্দে খৃষ্টের পবিত্র গোরস্থানের উপরে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে খলিফ ওমার ৪ মাস অবরোধের পর জেরুসালেম অধিকার করেন। ১০৭৬ খৃঃ অব্দে তুর্কিগণ মিসরের খলিফের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়া এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। এই সকল অত্যাচার-কাহিনী জলন্ত ভাষায় সিমিয়ন ও পিটার দি-হারমিট্ কর্ত্তৃক য়ুরোপেও প্রচারিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধগণ তাঁহাদের এই পুণ্যভূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে সমগ্র য়ুরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিলেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি-বুলিয়নের অধীনে প্রায় ৭ লক্ষ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধ (Crusadors) আসিয়া বহুকাল যুদ্ধের পর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহারা ঐ স্থানে একজন খৃষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক খৃষ্টান রাজা এখানে রাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ পুনর্ব্বার এই নগর অধিকার করেন। ইংলণ্ডীয় বীর রিচার্ড কুর-ডি-লায়ন (Cœur-de-Lion) ও ফিলিপ অগষ্টের ধর্ম্মযুদ্ধে আর একবার জেরুসালেম খৃষ্টানরাজ্যভুক্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে খোরাসানের তুর্কিগণ জেরুসালেম অধিকার করিলেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানদিগের অধিকারেই আছে।

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্ম্মীয় বহু লোকের অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া কালচক্রের আবর্ত্তনে এখন সমগ্র সভ্য জগতের অতি পূজ্য ও রক্ষণীয় হইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জেরুসালেম নাম খৃষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত।

জেল, (ফরাসী জেল Gaol কথা হইতে বাঙ্গালা জেল কথার উৎপত্তি হইয়াছে।) হিন্দিভাষায় জেলকে কয়েদখানা কহে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। রণজিৎ সিংহের রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইবামাত্রই তথায় জেল-নির্ম্মাণের কথা উত্থাপিত হইল। ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে একরূপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও আধুনিক জেলের ন্যায় নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের যে কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিদিগের জন্য ব্যবহৃত হইত না। বর্ত্তমান জেলপ্রথা য়ুরোপীয়।

অপরাধিগণের দোষ-সংশোধন করিবার নিমিত্তই তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পূর্ব্বে য়ুরোপে অনেক অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হইত; কিন্তু এখন নির্ব্বাসিত ও স্থানান্তরিত

করিবার পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রাচীন কালে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বা না হউক তাহার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত;—শাস্তিপ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম ছিল না। কারাগারপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও য়ুরোপে কয়েদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইত। য়ুরোপের জেলগুলি এক একটী নরক স্বরূপ ছিল। বন্দিগণ যেরূপ উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। বিশ্বপ্রেমিক জন হাউয়ার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম ক্লেশসহিষ্ণুতা গুণেই উক্ত বীভৎস নরকগুলি সংস্কৃত হইয়াছে। উক্ত মহাত্মার অটল যত্নে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগারের স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অতিরিক্ত শাস্তিদানের প্রথা রহিত হইল। পূর্ব্বে সকল প্রকার কয়েদীকেই একত্র রাখা হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারাগার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীভৎস কার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করিত, ইহাতে অপরাধিদিগের দোষাবলী দূরীভূত না হইয়া বরং বদ্ধমূল হইত।

জেলখানায় বায়ুসঞ্চালনের প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং বিবিধ অপরিচ্ছন্নতা বশতঃ একপ্রকার জ্বরের উৎপত্তি হইত সে জ্বরে অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন যাইত। ক্রমে ক্রমে এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইতে লাগিল। অনেক মহাত্মা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক কয়েদীর যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে কাহাকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান না হয়, তৎপ্রতি জেলাধ্যক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্য এক একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

গুরুতর অপরাধিদিগকে সময় সময় নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় ইহাদিগকে কাহারও সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় না, অন্য লোকের নিকটও ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। কয়েদীগণ নির্জ্জন কারাবাসের নিয়মভঙ্গ করিলে পূর্ব্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হইত এবং আইনানুসারে এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ আবেদন চলিতে পারিত না।

কয়েদীগণ দ্বারা নানারূপ কার্য্য করান হয়—যথা সুরকি ভাঙ্গা, ঘানী টানা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গবর্মেণ্টের অনেক আয় হয়।

এ দেশে য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের জন্য ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অর্দ্ধাংশও দেওয়া হয় না। জেলখানায় য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সেরূপ কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই।

অল্প বয়স্কদিগের জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত। যে সমস্ত বালক বালিকা কোন আইন বহির্ভূত কার্য্যের জন্য জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের জন্য নির্দ্ধারিত জেলকে সংশোধনাগার (Reformatory Jail) কহে।

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ জেলে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিবার জন্য মাটী প্রস্তুত করা ও ফুলের গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু অন্যান্য কয়েদীদিগের জন্য যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। কয়েদীদিগকে যে পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে তাহা দেওয়া হয় না। বিশেষ একটী কুৎসিত নিয়ম এ দেশের জেলখানায় প্রচলিত আছে, রাত্রিকালে কোন কয়েদীকে মলপরিত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না—রাত্রিকালে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দিবাভাগে তাহা স্বহস্তে পরিষ্কার করে।

যে উদ্দেশ্যে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। আজকাল প্রায়ই দেখা যাইতেছে, জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্রই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

ভারতীয় জেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তত যত্ন লওয়া হয় না। এখানকার জেলে প্রায় দ্বাদশাংশ লোক অনেক সময়ে পীড়িত থাকে। ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক বিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটী জেল স্থাপিত হইয়াছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা বিভাগীয় জেলে অধিক সংখ্যক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের জেলটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

জেলা (পারসী জিলা) বিচারকার্য্য ও রাজস্বাদি আদায় জন্য ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ। এই শব্দ

আরবী 'জিল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'জিল' শব্দের অর্থ পঞ্জর, পার্শ্ব, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে। পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ সকলে প্রত্যেক জিলায় একজন কালেক্টর, একজন মাজিষ্ট্রেট, একজন সেশন জজ প্রভৃতি থাকেন। কোন কোন জেলায় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরও কার্য্য করেন। পঞ্জাব, ব্রহ্ম প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাকেন।

জেসাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওরা পরগণার একটী গ্রাম। এখানে একটী হাট বসে।

জেহুলি, বেহার প্রদেশে চম্পারণ জেলার একটী সহর।

জেশর (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্যু। এই ব্যক্তি শেষ অবস্থায় তুরী নামা জনৈক কাঠি রমণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভুজ নগরের ২২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্জার নগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির স্থাপিত আছে।

জেসর, কচ্ছ প্রদেশের ধঙ্গ জাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ নবিনাল ও বেরাজার চতুর্দ্দিকে বাস করে।

জেহেল (ইংরাজী Jail শব্দজ) কারাগার, জেল।

জৈগীষব্য (পুং) জিগীষোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। যোগবিদ্ মুনিবিশেষ। "অসিতো দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিদ্।" (ভারত শা° ১১ অঃ)।

মহাভারতের শল্যপর্ব্বে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে অসিত দেবল নামে এক তপোধন গার্হস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য-তীর্থে অবস্থান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন করিয়া দেবলের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাহাকে সমুপ-স্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এতকাল ধরিয়া ইহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি অলস, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটী কথাও কহি-লেন না। দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস লইয়া শূন্যপথে স্নানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল বিস্মিত হইলেন এবং স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ইহাকে স্নান করিতে দেখিয়া পুনরায় আকাশপথে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে স্থাণুবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া তথায় দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধগণ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন, তিনি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগী-ষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করিতে দেখিলেন। তৎপরে ইহাকে যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, (অমাবস্যা, পূর্ণিমা) পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি, দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজিদিগের লোকসমূহে, তৎপরে মিত্রা-বরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্ম-সত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্য তিনলোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, তথা হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। তদ্দর্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ব্ববৎ স্থাণুর ন্যায় রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ইনি তাহাকে মোক্ষ ধর্ম্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহর্ষি জৈগী-ষব্যের কৃপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বলেন, "উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।" তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা বলিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। মহাত্মা জৈগীষব্য এই আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। ইহার ন্যায় যোগবলসম্পন্ন তপস্বী অতি বিরল।" একদা মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না, অতএব জিজ্ঞাসা করি—আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ এবং কোথা

হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি ?" ভগবান্ জৈগীষব্য এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসন্দিগ্ধ ও পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব।

জৈগীষব্যায়ণী (স্ত্রী) জৈগীষব্য-লোহিতাদিত্বাৎ নিত্যং ষ্ফ ষিত্বাৎ ঙীষ্। জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য।

জৈতাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদাবাদ জেলার সমুদ্রকূলস্থিত একটী বন্দর ও দুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর কূলে মোহানা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ।

জৈতুগি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ১১৭১ শকে উৎকীর্ণ কহ্লার নৃপতির তাম্রফলকে ইহার নাম প্রথমেই উল্লিখিত আছে।

জৈৎপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কুলপাহাড়ের নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে ভাস্করকার্য্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া এই স্থান বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটী অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত আছে। বোধ হয় এইস্থানে পূর্ব্বে চন্দেল রাজাদিগের দুর্গ ছিল। প্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহা মহারাষ্ট্রি-দিগের পূর্ব্বতন বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রিদিগের যুদ্ধকালে ঐ দুর্গ ভগ্ন হইয়া থাকিবে।

জৈত্র (ত্রি) জেতৈব জেতৃ-প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ জেতা, জয়শীল।

"শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র" (মাঘ ৩।৬১)

২ ঔষধবিশেষ। (রাজনি°) (পুং) ৩ পারদ।

জৈত্ররথ (ত্রি) জৈত্রো জয়শীলো রথো যস্য বহুব্রী। জয়শীল। (হলা°,

জৈত্রী (স্ত্রী) জয়তি রোগাদিনাশকতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে জেতৃ স্বার্থে-অণ্-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ জয়ন্তীবৃক্ষ, চলিত কথায় ধনচে। (শব্দর°) ২ জাতীকোষ, চলিত কথায় জৈয়িত্রী।

জৈন (পুং) জিন-অণ্। জিনোপাসক, আর্হত। ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন ভারতের সর্ব্বত্রই সকল প্রধান নগরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতদিন হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন্ সাহেবের মতে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয় (১)। আবার অন্য একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দেই জৈনধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্ বেনফাই সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় (৩)। মহাত্মা টড্সাহেব লিখিয়াছেন, বলভীবংশের মহাসমৃদ্ধির সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বলভী-পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ আহূত হইতেন (৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের মতে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকের গুরু ছিলেন (৫)। তৎপরে ষ্টিভেন্সন্ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞানোপদেশ গুণে মহাবীরের মত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে পশ্চিম ভারতে জৈনধর্ম্মের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হয় (৬)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্হৎ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্থঙ্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ ২৪জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও ঐ ২৪জনের নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামা-ন্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্থ্য বা তীর্থিক নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আপনাদের প্রধান আরাধ্য দেবাধিদেবকে তীর্থঙ্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাহাদের আচার্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম

(১) Wilson's Mackenzie Collection.
(২) Wilson's Sanskrit Dictionary, 1st ed. p. XXXIV.
(৩) Altes Indian, p. 160.
(৪) Travels in Western India, p. 269.
(৫) Miscellaneous Essays, Vol I. p. 380.
(৬) Stevenson's Kalpasutra & Nava Tatwa, p. XIII.

পালন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা ধর্ম্মাত্মা পথে চলিবার সময় পাছে কোন কীটাদি মাড়িয়া ফেলেন, এই জন্য যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই স্থান ঝাঁড় দিতে দিতে গমন করেন। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগ-পর্য্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন সূর্য্যবংশের ইতিহাস আপনাদের ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা যেমন রাজা মহাসম্মতকে পৃথিবীর আদিরাজ এবং তৎপরে ২৮ বংশের পর ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত অসংখ্যেয় যুগ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও যেমন মহাসম্মত হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪০৩০০ পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম পুরাণাদির নামের অনুকরণে বহুবিধ আগম ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দে জৈনধর্ম্মের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। অবশেষে বহু গবেষণা দ্বারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দে জৈনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)।

আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্ম্মকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান নির্ব্বাণলাভ করেন (১০)।

মথুরা হইতে জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জৈনদিগের কল্পসূত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) এতদ্ভিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপরকোট হইতে রুদ্রদামারও পূর্ব্ববর্ত্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *, তৎপাঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্য বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতেই জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্গ্রন্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় জৈনকে বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণ দ্বারাই জৈন ধর্ম্ম হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

যখন কোন নূতন ধর্ম্ম গঠিত হয়, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ পূর্ব্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, বহুবর্ষ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বপ্রথা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে।

বৌধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্ব্বেদের "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ" এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। যে সময়ে ভারতে যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধপ্রথা বিশেষ প্রবল ছিল, সেই সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্দ্র হইয়া তন্নিবারণার্থ অভিনব ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইলেন।

এই অভিনব উত্থানে চারিবর্ণ-ই যোগদান করিয়াছিলেন। বেদে যজ্ঞার্থে পশুহিংসা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু অহিংসা-প্রচারকগণ আবির্ভূত হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্ম্মত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণে অলক্ষিতভাবে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্ম্ম-প্রচারকগণ পশুহিংসাপ্রধান যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্ব্বপালিত অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রাদি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একবারে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? এই জন্য প্রথম অহিংসামত-প্রবর্ত্তক

(৭) Lassen's Indische Alterthumskunde, Vol. IV. p. 755*f*.

(৮) Weber's Indische Studien, Vol. XVI. p. 241.

(৯) Indian Antiquary, Vol. XI. p. 246.

(১০) জৈন গ্রন্থ ত্রিলোকসারে লিখিত—
"পণছও সযবস পণমাসজুদং গমিয় বীরণিও বুইদো সগরাজো।"
এসম্বন্ধে অপরাপর গ্রন্থের মতামত—Indian Antiquary, Vol. XII. p. 21*ff*. দ্রষ্টব্য।

(১১) Wiener Zeitschrift für die kunde des Morgenlandes, Vol. I. 165*ff*, III, p. I. and Epigraphia Indica, Vol. I.

* Indian Antiquary, vol XX. p. 363—64.

জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্যই জৈনধর্ম্মের ভিতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্পষ্ট সংস্রব লক্ষিত হয়। সেই জন্যই জৈনগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপূজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। জৈনশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা পরবর্ত্তী। বরং একথা বলা যাইতে পারে, জৈনধর্ম্মের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধিতে মহোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের অথবা জৈনগণের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রাদি অথবা উপদেশাদি দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে জৈন-প্রচারকদিগের ন্যায় দুই নৌকায় পা না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানবমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মূল মন্ত্র লইয়া চিরদুঃখ-বিমোচনের জন্য সহজ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া যাহারা অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়াই নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচারকের সহিত মিলিত হইলেন। এজন্য সে সময়ে জৈনধর্ম্মও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূর্ণ প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিল, জৈনধর্ম্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বরং যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল, সে সময় জৈন ধর্ম্মলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী জৈনশাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত-লুপ্ত হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীব্র প্রতিপাদও লক্ষিত হয়।

জৈনশাস্ত্র। এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ পয়ন্ন (প্রশ্ন), ছয় ছেদসূত্র, দুইখানি সূত্র এবং চারিখানি মূলসূত্র।

১২ খানি অঙ্গের নাম—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ (লুপ্ত)।

১২ খানি উপাঙ্গের নাম—উপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পচুলিকা, বৃষ্ণিদশা।

১০ খানি পয়ন্নের নাম—চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর, প্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, তণ্ডুলবৈতালী, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবীজ, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

৬ খানি ছেদসূত্রের নাম—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প ও পঞ্চকল্প।

৪ খানি মূলসূত্রের নাম উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক ও পিণ্ডনির্য্যুক্তি।

এতদ্ভিন্ন অপর দুইখানি সূত্রের নাম নন্দী ও অনুযোগদ্বার। বিধিপ্রপা ও তাহার টীকায় এইরূপই আছে। রত্নসাগরও ঐরূপ ৪৫ খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পয়ন্ন ও ছেদসূত্রের নামের স্থানে সূত্র ও মূলসূত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ খানি আগম ও কল্পসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১০ম অঙ্গ এবং ১২শ উপাঙ্গ বৃষ্ণিদশার পরিবর্ত্তে তাহাতে নব উপাঙ্গ কল্পিয়া (কল্পিকা) (১২) সূত্রের উল্লেখ আছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে আবশ্যক, বিশেষাবশ্যক, দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূল সূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই ৫ খানি কল্পসূত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, পিণ্ডনির্য্যুক্তি, ওঘনির্য্যুক্তি ও পর্য্যুষণাকল্প এই ছয়খানি সূত্র এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাখ্যান, তণ্ডুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণি-বিদ্যা, মরণসমাধি, দেবেন্দ্রস্তবন ও সংস্তার এই ১০ খানি পয়ন্নের উল্লেখ আছে। কিন্তু দৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ত বা আগম অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে সর্ব্বপ্রথম অঙ্গগুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরাপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ততত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত ভাষ্য, টীকা, চুর্ণী ও নির্য্যুক্তি রচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জৈনগণ নন্দীসূত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, আদিজিন ঋষভদেব হইতেই প্রথম অনুজ্ঞা প্রকাশিত হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত

(১২) বিধিপ্রপার টীকাকারের মতে নিরয়াবলীরই অপর নাম কল্পিয়া বা কল্পিকা।

(১৩) "আদিকরপরিমতালে পবত্তিআ উসভসেবসুন।" (নন্দী)

আছে যে, বৰ্দ্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০০ পদ্মবিশিষ্ট দ্বাদশাঙ্গ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকার বর্দ্ধমানের স্থানে ঋষভ-স্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)।

প্রাকৃতভাষায় রচিত নেমিচন্দ্রের প্রবচনসারোদ্ধারে লিখিত আছে, ঋষভ হইতে সুবিধিনাথ এই নয় তীর্থঙ্করের সময় কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। সুবিধি হইতে শান্তিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত দ্বাদশাঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শান্তি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে ২৪শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে আবার লিখিত আছে, "বুচ্ছিন্নো দিট্‌ঠিবাও তহিং" অর্থাৎ পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।

ওঘনির্যুক্তির অবচূরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন শিষ্যকে যে ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব-বাদ—ঐ দ্বাদশাঙ্গের অন্তর্গত। তাঁহার শিষ্য ১ সুধর্ম্ম, তচ্ছিষ্য ২ জম্বু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শয্যম্ভব, তৎপরে ৫ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভূতিবিজয়, তৎপরে ৭ ভদ্রবাহু এবং অবশেষে ৮স্থূলভদ্র শিষ্যপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দ্দশপূর্ব্ব জানিতেন, তাহারা শ্রুতকেবলী ও চতুর্দ্দশ-পূর্ব্বধারী নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্থূলভদ্রের পর আর কেহ চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদ জানিতেন না। তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব বিলুপ্ত হয়। নন্দিসূত্রে স্থূলভদ্রের পর মহাগিরি ও সুহস্তী হইতে বজ্র পর্য্যন্ত সাতজন কেবল দশপূর্ব্বী নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে পরবর্ত্তিকালে ক্রমেই পূর্ব্ববাদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে। অনুযোগদ্বারসূত্রে নবপূর্ব্বীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীর-নির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে দেবর্দ্ধিগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র পূর্ব্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শান্তিচন্দ্র চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির টীকায় লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) দৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল।

হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলীচরিত পাঠে জানা যায়, বীর-নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্ব্বে পাটলীপুত্রনগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়া শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে গমন করিতেছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে দুইজন মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিতে গেলেন; কিন্তু তিনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানা-বলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন না। শ্রীসঙ্ঘ হইতে আরও দুইজন মুনি গিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘবাহ্য করিবার ভয় দেখাইলেন। ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, স্থূলভদ্র আচার্য্য ১০ পূর্ব্ব অবগত হইয়াছেন, এখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই অবশিষ্ট চারিপূর্ব্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে তিনি এই শেষ চারি পূর্ব্ব প্রদান না করেন (১৫)। তদবধি স্থূলভদ্র প্রধান আচার্য্য হইলেন।

প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য জিনসেনসূরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, দ্বাদশাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ জৈনশাস্ত্র মতেই শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হয়। * মূল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরু-পরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বহুগ্রন্থ মুখে মুখে থাকায় বিস্মৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘ ও নিহ্নব হইত।

লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধ্যয়নসূত্রার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন, মহা-বীরের জীবদ্দশায় দুইটী, তাঁহার নির্ব্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে (অর্থাৎ

(১৪) Catalogue of the Berlin-Sanskrit and Prakrit MSS. 2. p. 679.

(১৫) হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি। ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" (স্থবিরাবলী ৯।১১২।) অর্থাৎ মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষ গত হইলে ভদ্রবাহুস্বামী সমাধি দ্বারা স্বর্গ গমন করেন। এরূপস্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে শ্রীসঙ্ঘে জৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছিল।

(১৬) "শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে নক্ষত্রেঽভিজিতে প্রভুঃ।
প্রতিপদ্যহ্নি পূর্ব্বাহ্নে শাসনার্থমুদাহরৎ॥
আচারাঙ্গস্য তত্ত্বার্থং তথা সূত্রকৃতস্য চ।
জগাদ ভগবান্ বীরঃ সংস্থানসমবায়য়োঃ॥
ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিশ্রুদয়ং জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাশ্রিতম্।
অনুত্তরদশস্যার্থং প্রশ্নব্যাকরণস্য চ।
তথা বিপাকসূত্রস্য পবিত্রার্থং ততঃ পরম্॥
ত্রিষষ্টিঃ ত্রিশতী যত্র দৃষ্টীনামভিধীয়তে।
দৃষ্টিবাদস্য অস্যার্থং পঞ্চভেদস্য সর্ব্বদৃক্।
জগাদ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকর্ম্মণঃ।
সূত্রস্যাদ্যানুযোগস্য তথা পূর্ব্বগতস্য চ॥
উৎপাদপূর্ব্ব পূর্ব্বস্য পরমার্থং ততঃ পরম্।
অথ সপ্তর্দ্ধিসম্পন্নং শ্রুতার্থং জিনভাষিতম্।
দ্বাদশাঙ্গশ্রুতং স্কন্ধং সোপাঙ্গং গৌতমো ব্যধাৎ॥" (হরিবংশ পুরাণ)

* কাহারও মতে অঙ্গের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রকাশিত করেন, তাহাই পূর্ব্ববাদ। "সূত্রিতানি গণধরৈরঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বা-নীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ॥" (মহাবীরচরিত)

৩১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) তৃতীয়বার, বীর-নির্ব্বাণের ২২০ বর্ষ গতে চতুর্থ বার, বীরনির্ব্বাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, বীরনির্ব্বাণের ৫৪৪ বর্ষ গতে ষষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত বর্ষে সপ্তমবার এবং বীর হইতে ৬০৯ গতবর্ষে অষ্টম নিহ্নব হইয়া ছিল (১৭)।

শেষ নিহ্নবের স্থান মথুরা। ঐ সময়ে যে মথুরায় জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা কঙ্কালী-তিলা হইতে আবিষ্কৃত সেই সময়ের শিলালিপি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে—বীরনির্ব্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে একজন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)।

কোন কোন জৈনশাস্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধান্তই মাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ হইবার সময় অর্দ্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়।

জৈন সিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চাহেন যে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা বিখ্যাত জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাহ্মণগণের বেদসংহিতার যেরূপ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ঐ সকল অঙ্গের বিষয় যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু কোন কোন খানি নিতান্ত প্রাচীন হইলেও কোন কোন খানি নিতান্ত অপ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে ভরণী হইতে মহাবিষুব এবং অভিজিৎ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। কোন উপাঙ্গে বব বালব প্রভৃতি অপ্রাচীন শব্দেরও উল্লেখ আছে।

আবার প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীর নির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য বিদ্যমান ছিলেন, এরূপস্থলে প্রজ্ঞাপনা প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ১ম বা ২য় শতাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বেতাম্বরেরা ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। দিগম্বরেরাও উহার কোন কোন খানির মত মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তক পরবর্ত্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

ব্রাহ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রেও সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা ঐ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন—

"অন্তরায়দানলাভবীর্য্যভোগোপভোগগাঃ।
হাসো রত্যরতীভীতির্জুগুপ্সা শোক এব চ॥
কামো মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতি স্তথা।
রাগো দ্বেষশ্চ নো দোষাস্তেষামষ্টাদশাপ্যমী॥" (স্যাদ্বাদর°)

দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্য্যগত অন্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সপ্তপ্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও দ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ যাহার নাই, এইরূপ ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাঁহাকেই জৈনেরা অর্হন্, জিন, পরমেশ্বর, ভগবান্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। ঐ ১৮টীর মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্থঙ্কর-পদবাচ্য হইতে পারেন না। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

জৈনাগমে বর্ত্তমান অবসর্পিণীর পূর্ব্বে উৎসর্পিণীতে যে ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ব্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ব্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিসুব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ১২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন এবং ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—১ম ঋষভদেব *, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভিনন্দন,

(১৭) লক্ষ্মীবল্লভের উক্ত সূত্রার্থদীপিকার ৩য় অধ্যয়নে ৮টী নিহ্নবের স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়াদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

(১৮) আবার কাহারও মতে ৯৯৩ বীরগতাব্দে শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের অধিনায়কতায় মথুরাসঙ্ঘে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু জৈনদিগের সমবায়াঙ্গ, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুযোগদ্বারসূত্রে স্পষ্ট লিপিপদ্ধতির উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে, যে ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৯৪০ বীর গতাব্দে বলভীরাজ ধ্রুবসেন আদেশ করিয়াছিলেন যে সাধারণে প্রকাশ্যে কল্পসূত্র পাঠ করিবে।

(১৯) Weber's Indische Studien, Vol. XVI, p. 236.

* শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ইনি প্রথম বিষ্ণুর অবতার।

জিনমালা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তীর্থঙ্করের নাম	পিতৃনাম	মাতৃনাম	চবণতিথি	বিমাননাম	জন্মতিথি	জন্মনক্ষত্র	জন্মরাশি	জন্মনগরী	চিহ্ন	শরীরমান	আয়ুমান
১ ঋষভদেব	নাভি	মরুদেবী	আষ কৃ ৪	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	চৈ কৃ ৮	উত্তরাষাঢ়া	ধনু	বিনীতা	বৃষভ	৫০০ ধনু	৮৪ লক্ষ পূর্ব্ব
২ অজিতনাথ	জিতশত্রু	বিজয়া	বৈ শু ১৩	বিজয়	মা শু ৮	রোহিণী	বৃষ	অযোধ্যা	হস্তী	৪৫০ „	৭২ „
৩ সম্ভবনাথ	জিতারি	সেনা	ফা শু ৮	গ্রৈবেয়ক	মা শু ১৪	মৃগশিরা	মিথুন	শ্রাবস্তী	অশ্ব	৪০০ „	৬০ „
৪ অভিনন্দন	সম্বররাজ	সিদ্ধার্থা	বৈ শু ৪	জয়ন্ত	মা শু ২	পুনর্বসু	মিথুন	অযোধ্যা	বানর	৩৫০ „	৫০ „
৫ সুমতিনাথ	মেঘরাজ	মঙ্গলা	শু শ্রা ২	জয়ন্ত	বৈ শু ৮	মঘা	সিংহ	অযোধ্যা	ক্রৌঞ্চ	৩০০ „	৪০ „
৬ পদ্মপ্রভ	শ্রীধররাজ	সুসীমা	মা কৃ ৬	গ্রৈবেয়ক	কা কৃ ১২	চিত্রা	কন্যা	কোশাম্বী	পদ্ম	২৫০ „	৩০ „
৭ সুপার্শ্ব	প্রতিষ্ঠরাজ	পৃথিবী	ভা কৃ ৮	মধ্যিগ্রৈবেয়ক	জ্যৈ শু ১২	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	স্বস্তিক	২০০ „	২০ „
৮ চন্দ্রপ্রভ	মহাসেনরাজ	লক্ষ্মণা	চৈ কৃ ৫	বিজয়ন্ত	পৌ কৃ ১২	অনুরাধা	বৃশ্চিক	চন্দ্রপুরী	চন্দ্র	১৫০ „	১০ „
৯ সুবিধিনাথ	সুগ্রীবরাজ	রামা	ফা কৃ ৯	আনতদেবলোক	অগ্র কৃ ৫	মূলা	ধনু	কাকন্দী	মকরধ্বজ	১০০ „	২ „
১০ শীতলনাথ	দৃঢ়রথ	নন্দা	বৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	মা কৃ ১২	পূর্ব্বাষাঢ়া	ধনু	ভদ্রিলপুর	শ্রীবৎস	৯০ „	১ „
১১ শ্রেয়াংসনাথ	বিষ্ণুরাজ	বিষ্ণুমাতা	জ্যৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	ফা কৃ ১২	শ্রবণা	মকর	সিংহপুরী	গণ্ডার	৮০ „	৮৪ লক্ষ বর্ষ
১২ বাসুপূজ্য	বসুপূজ্যরাজ	জয়া	জ্যৈ শু ৯	প্রাণতদেব	ফা কৃ ১৪	শতভিষা	কুম্ভ	চম্পাপুরী	মৃগ	৭০ „	৭২ „
১৩ বিমলনাথ	কৃতবর্ম্ম	শ্যামা	বৈ শু ১২	সহসারদেব	মা শু ৩	উত্তরভাদ্র	মীন	কাম্পিল্য	বরাহ	৬০ „	৬০ „
১৪ অনন্তনাথ	সিংহসেন	সুযশা	শ্রা কৃ ৭	প্রাণতদেব	বৈ কৃ ১৩	রেবতী	মীন	অযোধ্যা	সীচাণা	৫০ „	৩০ „
১৫ ধর্ম্মনাথ	ভানুরাজ	সুব্রতা	বৈ শু ৭	বিজয়	মা শু ৩	পুষ্যা	কর্কট	রত্নপুরী	বজ্র	৪৫ „	১০ „
১৬ শান্তিনাথ	বিশ্বসেন	অচিরা	ভা কৃ ৭	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	জ্যৈ কৃ ১৩	ভরণী	মেষ	গজপুর	হরিণ	৪০ „	১ „
১৭ কুন্থুনাথ	সুররাজ	শ্রী	শ্রা কৃ ৯	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	বৈ কৃ ১৪	কৃত্তিকা	বৃষ	গজপুর	ছাগ	৩৫ „	৯৫০০০ বর্ষ
১৮ অরনাথ	সুদর্শন	দেবী	ফা শু ২	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	অগ্র শু ১০	রেবতী	মীন	গজপুর	নন্দ্যাবর্ত্ত	৩০ „	৮৪০০০ বর্ষ
১৯ মল্লীনাথ	কুম্ভরাজ	প্রভাবতী	ফা শু ৪	জয়ন্ত	অগ্র শু ১১	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কলশ	২৫ „	৫৫০০০ বর্ষ
২০ মুনিসুব্রত	সুমিত্ররাজ	পদ্মাবতী	শ্রা শু ১৫	অপরাজিতা	জ্যৈ কৃ ৮	শ্রবণা	মকর	রাজগৃহ	কচ্ছপ	২০ „	৩০০০০ বর্ষ
২১ নমীনাথ	বিজয়রাজ	বিপ্রা	আশ্বি পূ	প্রাণতদেব	শ্রা কৃ ৮	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কমল	১৫ „	১০০০০ বর্ষ
২২ নেমিনাথ	সমুদ্রবিজয়	শিবা	কা কৃ ১২	অপরাজিতা	শ্রা শু ৫	চিত্রা	কন্যা	সৌরীপুর	শঙ্খ	১০ „	১০০০ বর্ষ
২৩ পার্শ্বনাথ	অশ্বসেন	বামা	চৈ কৃ ৪	প্রাণতদেব	পৌ কৃ ১০	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	সর্প	৯ „	১০০ বর্ষ
২৪ মহাবীর	সিদ্ধার্থরাজ	ত্রিশলা	আষ শু ৬	প্রাণতদেব	চৈ কৃ ১৩	উত্তরফা°	কন্যা	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	সিংহ	৭ „	৭২ বর্ষ

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
শরীরের বর্ণ	উপাধি	বিবাহিত কি না?	দীক্ষাসঙ্গ	দীক্ষানগরী	দীক্ষাতপ	প্রমথ পারণ	পারণ-স্থান	পারণকাল	দীক্ষাতিথি	ছদ্মস্থ	জ্ঞাননগরী	গর্ভবাস
১ স্বর্ণবর্ণ	রাজা	বিবাহিত	৪০০ সাধু	বিনীতা	দুই উপবাস	ইক্ষুরস	শ্রেয়াংসগৃহ	একবর্ষ পরে	চৈত্রকৃষ্ণাষ্টমী	১০০০ বর্ষ	পুরিমতাল	৯ মাস ৪ দি
২ "	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	পরমান্ন	ব্রহ্মদত্তগৃহ	২ দিন পরে	মা কৃ ৯	১২ "	অযোধ্যা	৮ " ২৫ "
৩ "	"	"	১০০০	শ্রাবস্তী	"	"	সুরেন্দ্রেরগৃহ	"	অগ্র পূ .	১৪ "	শ্রাবস্তী	৯ " ৬ "
৪ "	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	দুগ্ধ	ইন্দ্রদত্তগৃহ	"	মা শু ১২	১৮ "	অযোধ্যা	৮ " ২৮ "
৫ "	"	"	১০০০	অযোধ্যা	নিত্যাহার	"	পদ্মেরগৃহ	"	বৈ শু ৯	২০ "	অযোধ্যা	৯ " ৬ "
৬ রক্ত	"	"	১০০০	কৌশাম্বী	১ উপবাস	"	সোমদেবালয়	"	কা কৃ ১৩	৬ মাস	কৌশাম্বী	৯ " ৬ "
৭ স্বর্ণ	"	"	১০০০	বারাণসী	২ উপবাস	"	মহেন্দ্রালয়	"	জ্যৈ শু ১৩	৯ "	বারাণসী	৯ " ১৯ "
৮ শ্বেত	"	"	১০০০	চন্দ্রপুরী	"	"	সোমদত্তগৃহ	"	পৌ কৃ ১৩	৩ "	চন্দ্রপুরী	৯ " ৭ "
৯ শ্বেত	"	"	১০০০	কাকন্দী	"	"	পুষ্পেরগৃহ	"	অগ্র কৃ ৬	৪ "	কাকন্দী	৮ " ২৬ "
১০ স্বর্ণ	"	"	১০০০	ভদ্রিলপুর	"	"	পুনর্বসুগৃহ	"	মা কৃ ১২	৩ "	ভদ্রিলপুর	৯ " ৬ "
১১ স্বর্ণ	"	"	১০০০	সিংহপুর	"	"	নন্দগৃহ	"	ফা কৃ ১৩	২ "	সিংহপুর	৯ " ৬ "
১২ লাল	"	"	৬০০	চম্পাপুর	"	"	সুনন্দগৃহ	"	ফা পূ	১ "	চম্পাপুরী	৮ " ২০ "
১৩ স্বর্ণ	"	"	১০০০	কাম্পিল্য	"	"	জয়রাজগৃহ	"	মা শু ৪	২ "	কাম্পিল্য	৮ " ২১ "
১৪ "	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	"	বিজয়রাজগৃহ	"	বৈ কৃ ১৪	৩ "	অযোধ্যা	৯ " ৬ "
১৫ "	"	"	১০০০	রত্নপুরী	"	"	ধনসিংহালয়	"	মা শু ১৩	২ বর্ষ	রত্নপুরী	৮ " ২৬ "
১৬ "	চক্রবর্ত্তী	৬৪০০০ স্ত্রী	১০০০	গজপুর	"	"	সুমিত্রাগৃহ	"	জ্যৈ কৃ ১৪	১ "	গজপুর	৯ " ৬ "
১৭ "	"	৬৪০০০ "	১০০০	গজপুর	"	"	ব্যাঘ্রসিংহালয়	"	চৈ কৃ ৫	১৬ "	গজপুর	৯ " ৫ "
১৮ "	"	৬৪০০০ "	১০০০	গজপুর	"	"	অপরাজিতগৃহ	"	অগ্র শু ১১	৩ "	গজপুর	৯ " ৮ "
১৯ নীল	কুমার	অবিবাহিত	৩০০	মিথিলা	৩ উপবাস	"	বিশ্বসেনগৃহ	"	অগ্র শু ১১	১ অহোরাত্র	মথুরা	৯ " ৭ "
২০ শ্যাম	রাজা	বিবাহিত	১০০০	রাজগৃহ	২ উপবাস	"	ব্রহ্মদত্তগৃহ	"	ফা শু ১২	১১ মাস	রাজগৃহ	৯ " ৮ "
২১ পীত	"	"	১০০০	মথুরা	"	"	দিন্নকুমারগৃহ	"	আষ কৃ ৯	৯ "	মথুরা	৯ " ৮ "
২২ শ্যাম	কুমার	বিবাহিত	১০০০	সৌরীপুর	"	"	বড়দিন্নগৃহ	"	শ্রা শু ৬	৫৪ দিন	শত্রুঞ্জয়	৯ " ৮ "
২৩ নীল	"	বিবাহিত	৩০০	বারাণসী	"	"	ধন্যেরগৃহ	"	পৌ কৃ ১১	৮৪ "	বারাণসী	৯ " ৬ "
২৪ পীত	"	"	একাকী	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	"	"	বহুলব্রাহ্মণগৃহ	"	অগ্র কৃ ১১	১২ বর্ষ	ঋজুবালুকানদী	৯ " ৭ "

২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
কুল	গণধরসংখ্যা	সাধু	সাধ্বী	১৪শ পূর্ব্বী	কেবলী	শ্রাবক	শ্রাবিকা	জ্ঞানতীর্থ	দীক্ষাবৃক্ষ	মোক্ষাসন	মোক্ষতিথি	মোক্ষস্থান	১ম গণধর	১ম আর্য্যা
১ ইক্ষ্বাকু	৮৪	৮৪০০০	৩০০০০০	৪৭৫০	২০০০০	৩৫০০০০	৫৫৪০০০	ফা কৃ ১১	বটবৃক্ষ	পদ্মাসন	মা কৃ ১৩	অষ্টপদ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মী
২ "	৯৫	১০০০০০	৩৩০০০০	৩৭২০	২২০০০	২৯৮০০০	৫৪৫০০০	পৌ কৃ ১১	সাল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	সমেতশিখর	সিংহসেন	ফল্গুনী
৩ "	১০২	২০০০০০	৩০৬০০০	২১৫০	১৫০০০	২৯৩০০০	৬৩৬০০০	কা কৃ ৫	প্রিয়াল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	"	চারু	শ্যামা
৪ "	১১৬	৩০০০০০	৬৩০০০০	১৫০০	১৪০০০	২৮৮০০০	৫২৭০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	"	বৈ শু ৮	"	বজ্রনাভ	অজিতা
৫ "	১০০	৩২০০০০	৫৩০০০০	২৪০০	১৩০০০	২৮১০০০	৫১৬০০০	চৈ শু ১১	সাল	"	চৈ শু ৯	"	চরম	কাশ্যপী
৬ "	১০৭	৩৩০০০০	৩৩০০০০	২৩০০	১২০০০	২৭৬০০০	৫০৫০০০	চৈ পূর্ণিমা	ছত্র	"	অগ্র কৃ ১১	"	প্রদ্যোতন	রতি
৭ "	৯৫	৩০০০০০	৪৩০০০০	২০৩০	১১০০০	২৫৭০০০	৪৯৩০০০	ফা কৃ ৬	শিরীষ	"	ফা কৃ ৭	"	বিদর্ভ	সোমা
৮ "	৯৩	২৫০০০০	৩৮০০০০	২০০০	১০০০০	২৫০০০০	৪৭৯০০০	ফা কৃ ৭	নাগ	"	ভা কৃ ৭	"	দিন্ন	সুমনা
৯ "	৮৮	২০০০০০	১২০০০০	১৫০০	৭৫০০	২২৯০০০	৪৭১০০০	ফা শু ৩	শালী	"	ভা শু ৯	"	বরাহক	বারুণী
১০ "	৮১	১০০০০০	১০০০০৬	১৪০০	৭০০০	২৮৯০০০	৪৫৮০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	"	বৈ কৃ ২	"	নন্দ	সুরমা
১১ "	৭৬	৮৪০০০	১০৩০০০	১৩০০	৬৫০০	২৭৯০০০	৪৪৮০০০	মা কৃ ৩	তিন্দুক	"	শ্রা কৃ ৩	"	কচ্ছপ	ধারণী
১২ "	৬৬	৭২০০০	১০০০০০	১২০০	৬০০০	২১৫০০০	৪২৬০০০	মা শু ২	পাটল	"	আষ শু ১৪	চম্পাপুরী	সুভূম	ধরণী
১৩ "	৫৭	৬৮০০০	১০০৮০০	১১০০	৫৫০০	২০৮০০০	৪২৪০০০	পৌ শু ৬	জম্বু	"	আষ কৃ ৭	সমেতশিখর	মন্দর	ধরণীধরা
১৪ "	৫০	৬৬০০০	৬২০০০	১০০০	৫০০০	২০৬০০০	৪১৩০০০	বৈ কৃ ১৪	অশোক	"	চৈ শু ৫	"	যশ	পদ্মা
১৫ "	৪৩	৬৪০০০	৬২৪০০	৯০০	৪৫০০	২০৪০০০	৪১৪০০০	পৌ পূর্ণিমা	দধিপর্ণ	"	জ্যৈ শু ৫	"	অরিষ্ট	শিবা
১৬ "	৩৬	৬২০০০	৬১৬০০	৮০০	৪৩০০	১৯০০০০	৩৯৩০০০	পৌ শু ৯	নন্দী	"	জ্যৈ কৃ ১৩	"	চক্রযোধ	শ্রুতি
১৭ "	৩৫	৬০০০০	৬০৬০০	৬৭০	৩২০০	১৭৯০০০	৩৮১০৬০	চৈ শু ৩	ভীলক	"	বৈ কৃ ১	"	সাম্ব	দামিনী
১৮ "	৩৩	৫০০০০	৬০০০০	৬১০	২১০০	১৮৪০০০	৩৬২০০০	কা শু ১২	আম্র	"	অগ্র শু ১০	"	কুম্ভ	রক্ষিতা
১৯ "	২৮	৪০০০০	৫৫০০০	৬৬৮	২২০০	১৮৩০০০	৩৭০০০০	অগ্র শু ১১	অশোক	"	ফা শু ১৩	"	অভীক্ষক	বন্ধুমতী
২০ হরিবংশ	১৮	৩০০০০	৫০০০০	৫০০	১৮০০	১৭২০০০	৩৫০০০০	ফা কৃ ১২	চম্পক	"	জ্যৈ কৃ ৯	"	মল্লী	পুষ্পবতী
২১ ইক্ষ্বাকু	১৭	২০০০০	৪১০০০	৪৫০	১৬০০	১৭০০০০	৩৪৮০০০	অগ্র শু ১১	বকুল	"	বৈ কৃ ১০	"	শুভ	অমিলা
২২ হরিবংশ	১১	১৮০০০	৪০০০০	৪০০	১৫০০	১৬৯০০০	৩৩৬০০০	আশ্বি অমা	বেতস	পদ্মাসন	আষ শু ৮	শত্রুঞ্জয়	বরদত্ত	যক্ষিণী
২৩ ইক্ষ্বাকু	১০	১৬০০০	৩৮০০০	৩৫০	১০০০	১৬৪০০০	৩৩৯০০০	চৈ কৃ ৪	ধাতকী	কায়োৎসর্গ	শ্রা শু ৮	সমেতশিখর	আর্য্যদিন্ন	পুষ্পচূড়া
২৪ "	১১	১৪০০০	৩৬০০০	৩০০	৭০০০	১৫৯০০	৩১৮০০০	বৈ শু ১০	শাল	পদ্মাসন	কা অমা	অপাপপুরী	ইন্দ্রভূতি	চন্দনবালা

বৈ = বৈশাখ, জ্যৈ = জ্যৈষ্ঠ, আষ = আষাঢ়, শ্রা = শ্রাবণ, ভা = ভাদ্র, আশ্বি = আশ্বিন, কা = কার্ত্তিক, অগ্র = অগ্রহায়ণ, পৌ = পৌষ, মা = মাঘ, ফা = ফাল্গুন, চৈ = চৈত্র, পূ = পূর্ণিমা, অমা = অমাবস্যা, কৃ = কৃষ্ণপক্ষ, শু = শুক্লপক্ষ।

৫ম সুমতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম সুপার্শ্ব, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম সুবিধি অপর নাম পুষ্পদন্ত, ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বাসুপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্তনাথ, ১৫শ ধর্ম্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুন্থুনাথ, ১৮শ অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২০শ মুনিসুব্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ এবং ২৪শ মহাবীর বীর বা বর্দ্ধমান।

বর্ত্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ তীর্থঙ্করকেই যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত আছে। দিগম্বরেরা ঐ ২৪ জনের চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্বিংশতি জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত আগম ও সংস্কৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্থঙ্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রদত্ত হইল। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় জিনমালা দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্তমান জৈনগণ ঐ ২৪ জনের পূজাদি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অন্তিমজিন মহাবীরের পূজোৎসবই বিশেষ জাকজমকে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্মের উপদেশমূলক প্রাচীন জৈনাগম মহাবীর কর্ত্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহপরিত্যাগের পর সুধর্ম্মস্বামী আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু প্রভবকে, প্রভব শয্যম্ভবকে, শয্যম্ভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র সম্ভূতিবিজয়কে এবং সম্ভূতিবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন। এই কয়জনই শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে পাটলীপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে স্থূলভদ্র পট্টধর বা সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থূলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কেবলী ও পরবর্ত্তী পট্টধরগণের পর্য্যায়ক্রমে অভিষেককার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছ পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল এবং নিম্নে তপাগচ্ছ পট্টাবলী হইতে ঐতিহাসিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদিগের গ্রন্থে দুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মহাবীরস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বা অনৈতিহাসিক এবং মহাবীরের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বা অধিকাংশে প্রকৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এ জন্য অলৌকিক অংশ পরিত্যক্ত হইল।

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপট্টাবলীবর্ণিত ইতিহাস।

শ্বেতাম্বর জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে আবশ্যকসূত্র, বীরচরিত্র ও বৃহদ্‌কল্পাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচার ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে।

মহাবীরের পর তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতিই পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কেবলী হইলে তাঁহার পাটে বসিবার অধিকার নাই, কারণ কেবলী যখন যাহা বলেন, তাহা আপন জ্ঞানানুসারে প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর কি বলিয়াছেন, একথা তিনি বলেন না। সেই জন্য তাঁহার পরিবর্ত্তে মহাবীরের অপর শিষ্য গণধর সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই জৈনদিগের পট্টাবলীতে সুধর্ম্মের নাম প্রথম দেখিতে পাই।

শ্বেতাম্বরদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, সুধর্ম্মের শিষ্য জম্বুস্বামীর সময় ১ মনঃপর্য্যায় জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাকলব্ধি, ৪ আহারকশরীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরিহারবিশুদ্ধিচারিত্র, সূক্ষ্মসম্পরায় ও যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান ও ১০ মোক্ষ এই দশবস্তুর বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

৫ম পট্টাচার্য্য শয্যম্ভবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দশবৈকালিকসূত্র প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ পট্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু (১ম) আবশ্যকনির্যুক্তি, দশবৈকালিকনির্যুক্তি, উত্তরাধ্যয়ননির্যুক্তি, আচারাঙ্গনির্যুক্তি, সূত্রকৃদঙ্গনির্যুক্তি সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিনির্যুক্তি, ঋষিভাষিতনির্যুক্তি, কল্পনির্যুক্তি, ব্যবহারনির্যুক্তি ও দশানির্যুক্তি এই ১০খানি নির্যুক্তি এবং কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র ও দশাশ্রুতস্কন্ধ নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, ভদ্রবাহুসংহিতা নামে একখানি বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পট্টধর স্থূলভদ্রের সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, আবশ্যকবৃত্তি এবং পরিশিষ্টপর্ব্বে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থূলভদ্রের পর শেষ চারিপূর্ব্ব, প্রথম সংহনন ও প্রথম সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বাতী তত্ত্বার্থাদিসূত্র এবং তাঁহার শিষ্য শ্যামাচার্য্য (কালিকাচার্য্য) পন্নবণাসূত্র (প্রজ্ঞাপনাসূত্র) প্রণ-

* এতদ্ভিন্ন দিগম্বর জৈনদিগের আরও কএকখানি সংস্কৃত পুরাণ আছে।

বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী।

পর্য্যায়	নাম	জন্মস্থান	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	গৃহবাস	ছদ্ম বা ব্রতস্থ	কেবলী বা যুগপ্রধান	মোক্ষকাল	আয়ুমান	
১	সুধর্ম্ম	কোল্লাকগ্রাম	অগ্নিবৈশ্যায়ন	ধম্মিল্ল	ভদ্রিলা	৫০ বর্ষ	৪২ বর্ষ	৮ বর্ষ	বীরগতে ২০	১০০ বর্ষ	
২	জম্বু	রাজগৃহ	কাশ্যপ	ঋষভদত্ত	ধারিণী	১৬ „	২০ „	৪৪ „	„ ৬৪	৮০	
৩	প্রভব	জয়পুর	কাত্যায়ন	বিন্ধ্য		৩০ „	৪৪ „	১১ „	„ ৭৫	৮৫ বা ১০৫	
৪	শয্যম্ভব	রাজগৃহ	বাৎস্য			২৮ „	১১ „	২৩ „	„ ৯৮	৬২	দশবৈকালিক সূত্রকার।
৫	যশোভদ্র		তুঙ্গীয়ায়ন			২২ „	১৪ „	৫০ „	„ ১৪৮	৮৬	
৬	সম্ভূতিবিজয়		মাঠর			৪২ „	৪০ „	৮ „	„ ১৫৬	৯০	
৭	ভদ্রবাহু		প্রাচীন			৪৫ „	১৭ „	১৪ „	„ ১৭০	৭৬	কল্পসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা।
৮	স্থূলভদ্র	পাটলীপুত্র	গৌতম	নন্দমন্ত্রী শকটাল	লক্ষ্মী	৩০ „	২০ „	৪৯ „	„ ২১৯	৯৯	শেষ চতুর্দ্দশ পূর্ব্বী।
৯	মহাগিরি		এলাপত্য			৩০ „	৪০ „	৩০ „	২৪৫ বা ২৪৯	১০০	
১০	সুহস্তী		বাশিষ্ঠ			৩০ „	২৪ „	৪৬ „	„ ২৬৫	১০০	রাজা সম্প্রতি ও অবন্তির দীক্ষাগুরু
১১	সুস্থিত	কাকন্দী	ব্যাঘ্রাপত্য			৩১ „	১৭ „	৪৮ „	„ ৩১৩	৯৬	কোটিকগচ্ছপ্রবর্ত্তক সুপ্রতি-বুদ্ধের গুরুভ্রাতা।
১৪*	সিংহগিরি										
১৫	বজ্র	তুম্ববনগ্রাম	গৌতম	ধনগিরি	সুনন্দা	৮ „	৪৪ „	৩৬ „	„ ৫৮৪	৮৮	শেষ দশপূর্ব্বী ও বজ্রশাখা-প্রবর্ত্তক।
১৬	বজ্রসেন	সুর্পারকে দীক্ষা	উৎকোসিক			৯ „	১১৬ „		৬২০	১২৮	ইহারই শিষ্য ৮৪ কুলপ্রবর্ত্তক হয়।
১৭	চন্দ্র†					৩৭ „	২৩ „	৭ „		৬৭	
২১¶	মানদেব					মালব (১)					শান্তিস্তবপ্রণেতা।

* সিংহগিরির পূর্ব্বে ১২শ ইন্দ্র, ১৩শ দিন্ন পট্টধর হইয়াছিলেন, ইহাদের নাম ভিন্ন আর কিছু জানা যায় নাই।

† তপাগচ্ছ-পট্টাবলী মতে চন্দ্রগচ্ছপ্রবর্ত্তক।

¶ সামন্তভদ্র, ১৯শ বৃদ্ধদেব, ২০শ প্রদ্যোতন—ইহার নাম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। (১) তপাগচ্ছপট্টাবলী মতে মালবেশ্বর বয়র সিংহদেবের অমাত্য।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদপ্রাপ্তি	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
২২	মানতুঙ্গ										ভক্তামরস্তোত্রপ্রণেতা।
২৩	বীর (২)					নাগপুর		৩০০ সম্বৎ			নাগপুরে জিনপ্রতিমা স্থাপন।
৩৭†	উদ্যোতন					মালব				শত্রুঞ্জয়	
৩৮	বর্দ্ধমান		বিদ্যাবংশ						১০৮৮ সম্বৎ		
৩৯	জিনেশ্বর‡					মরুদেব			১০৯০ „ ?		
৪০	জিনেচন্দ্র										সংবেগরঙ্গশালা-রচয়িতা।
৪১	অভয়দেব			ধনদেব	ধনদেবী	ধারা				কর্পড়বণিজ	৩য়–১১শ অঙ্গের টীকাকার।
৪২	জিনবল্লভ					কূর্চ্চপুর		১১৬৭ সম্বৎ	১১৬৮ সম্বৎ		পিণ্ডবিশুদ্ধিপ্রকরণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৩	জিনদত্ত	১১৩২ সম্বৎ	হুম্বড়	বাছিগমন্ত্রী	বাহড়াদেবী		১১৪১ সম্বৎ	১১৬৯ „	১২১১ „		সন্দেহদোহাবলী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৪	জিনচন্দ্র	১১৯৭ সম্বৎ		সাহরাসল	দেহ্লনদেবী		১২০৩ সম্বৎ	১২১১ „	১২২৩ „	দিল্লী	
৪৫	জিনপতি	১২১০ সং চৈ ৮		সাহ যশোবর্দ্ধন	সুহবদেবী		১২১৮ সং ফা	১২২৩ „	১২৭৭ „	পাহ্লাণপুর	আঞ্চলিক ও তপাগচ্ছোৎপত্তি
৪৬	জিনেশ্বর	১২৪৫ সং অগ্র ১১		ভাণ্ডাগারিক নেমিচন্দ্র	লক্ষ্মী		১২৫৫ সং	১২৭৮ „	১৩৩১ „		জিনসিংহসূরি কর্তৃক লঘু-খরতরগচ্ছশাখা-উৎপত্তি।
৪৭	জিনপ্রবোধ	১২৮৫ সং		সাহ শ্রীচন্দ্র	শ্রীয়াদেবী	থিরাপদ্র নগর	১২৯৬ সং	১৩৩১ „	১৩৪১ „		দুর্গপ্রবোধব্যাখ্যাকার।
৪৮	জিনচন্দ্র	১৩২৬সং অগ্র ৪	ছাজহড়	মন্ত্রী দেবরাজ	কমলাদেবী	সমিয়ানা নগর	১৩৩২ „	১৩৪১ „	১৩৭৬ „	কুসুমাশ	
৪৯	জিনকুশল	১৩৩৭ সং	„	মন্ত্রী জীহ্লাগর	জয়তী শ্রী		১৩৪৭ „	১৩৭৭ „	১৩৮৯ „	দেরাউর	
৫০	জিনপদ্ম		„			পঞ্জাব			১৪০০ „	পাটননগর	
৫১	জিনলব্ধি								১৪০৬ „	নাগপুর	

† ৯৯৩ বীরগতাব্দে কালকাচার্য্য ভাদ্র শুক্লপঞ্চমী পরিবর্ত্তে চতুর্থীতে পর্য্যুষণাপর্ব্ব স্থির করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কালিকাচার্য্য নামে আরও দুই ব্যক্তি ছিলেন, একজনের নামান্তর শ্যাম, ইনি ৩৭৬ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি প্রজ্ঞাপনা-রচয়িতা ও নিগদ-বক্তা। অপর ব্যক্তি ৪৫৩ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইনিই গর্দ্দভিল্লদিগকে পরাস্ত করেন। তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে ৮৪৫ অব্দে বলভীভঙ্গ।

‡ ২৪ জয়দেব, ২৫ দেবানন্দ, ২৬ বিক্রম, ২৭ নরসিংহ, ২৮ সমুদ্র, ২৯ মানদেব, ৩০ বিবুধপ্রভ, ৩১ জয়ানন্দ, ৩২ রবিপ্রভ, ৩৩ যশোভদ্র, ৩৪ বিমলচন্দ্র, ৩৫ সুবিহিতগচ্ছপ্রবর্ত্তক দেব, ৩৬ নেমিচন্দ্র এই কয়েক জনের কেবল নাম পাওয়া যায়। ৩০শ পট্টধর মানদেবের সময় ১০০০ বীরগতাব্দে সত্যমিশ্রের সহিত শের্ষপূর্ব্ব লুপ্ত হয়।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদ	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
৫২	জিনচন্দ্র								১৪১৫সং আষ	স্তম্ভতীর্থ	
৫৩	জিনোদয়	১৩৭৫ সং		সাহ রুদ্রপাল	ধারলদেবী	পাহ্লাণপুর		১৪১৫ "	১৪৩২সং ভা	পাটন	
৫৪	জিনরাজ							১৪৩২ "	১৪৬১ "	দেবলবাড়	
৫৫	জিনভদ্র§		ভনসালিক						১৫১৪ "	কুম্ভলমেরু	
৫৬	জিনচন্দ্র	১৪৮৭ সং	চম্প	সাহ বছরাজ	বাহলা দেবী	জয়শালমের	১৪৯২ সং	১৫১৪ সং	১৫৩০ সং	জয়শালমের	১৫২৪ সংবতে স্বনামানুসারে মত প্রচার করেন।
৫৭	জিনসমুদ্র	১৫০৬ "	পারখ	দেকৌসাহ	দেবলদেবী	বাহড়মের	১৫২১ "	১৫৩০ "	১৫৫৫ "	আহ্মদাবাদ	
৫৮	জিনহংস	১৫২৪ "	চোপড়া	সাহ মেঘরাজ	কমলা		১৫২৪ "	১৫৫৫ "	১৫৮২ "	পাটন	১৫৬৪ সংবতে আচার্যীয় খরতর-শাখা স্থাপিত হয়।
৫৯	জিনমাণিক্য	১৫৪৯ "	কুকড়চোপড়া	সাহ জীবরাজ	পদ্মা		১৫৬০ "	১৫৮২ "	১৬১২ "		
৬০	জিনচন্দ্র	১৫৯৫ "	রীহড়	সাহ শ্রীবন্ত	শ্রীয়াদেবী	বড়লীনগর	১৫৯৫ "	১৬১২ "	১৬৭০ "	বেনাতট	ইনি সম্রাট্ অকবরকে দীক্ষিত করেন। ১৬২১ সংবতে ভাবরহর্ষীয় খরতরগচ্ছশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬১	জিনসিংহ	১৬১৫ "	গণধর চোপড়া	সাহ চাম্পসী	চতুরঙ্গ দেবী	খেতসর	১৬২৩ "	১৬৭০ "	১৬৭৪ "	মেড়তা	
৬২	জিনরাজ	১৬৪৭ "	বোহিত্থিরা	সাহ ধর্ম্মসী	ধারণদেবী		১৬৫৬ "	১৬৭৪ "	১৬৯৯ "	পাটন	১৬৮৬ সংবতে লঘ্বাচার্যীয় খরতর-গচ্ছ শাখা স্থাপিত এবং শত্রুঞ্জয়ে ৫০১ ঋষভমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও বহু-গ্রন্থ রচিত হয়।
৬৩	জিনরত্ন		লূণীয়	সাহ তিলোকসী	তারা			১৬৯৯ "	১৭১১ "	অকবরাবাদ	১৭০০ সংবতে রঙ্গবিজয় কর্ত্তৃক রঙ্গবিজয়খরতরগচ্ছ স্থাপন।
৬৪	জিনচন্দ্র		গণধর চোপড়া	সাহ আসকরণ	সুপিয়ার দেবী			১৭১১ "	১৭৬৩ "	সুরাঠ	
৬৫	জিনসৌখ্য	১৭৩৯ "	লেচাবুহরা	সাহ রূপসী	সুরূপা	ফেসাপত্তন	১৭৫১ "	১৭৬৩ "	১৭৮০ "	রিণী	
৬৬	জিনভক্তি	১৭৭০ "	সেঠ	সাহ হরিচন্দ্র	হরিসুখ দেবী	ইন্দপালসর	১৭৭৯ "	১৭৮০ "	১৮০৪ "	কচ্ছে মাণ্ডবী	
৬৭	জিনলাভ	১৭৮৪ "	বোহিত্থর	সাহ পচায়ণদাস	পদ্মা	বাপেউবিকানের	১৭৯৬ "	১৮০৪ "	১৮৩৪ "	গুড়া	
৬৮	জিনচন্দ্র	১৮০৯ "	বচ্ছাবজসুংহতা	রূপচন্দ্র	কেশর দেবী	কল্যাণসর	১৮২২ "	১৮৩৪ "	১৮৫৬ "	সুরাঠ	
৬৯	জিনহর্ষ		মিবাতিয়া বহড়া	তিলোকচন্দ্র	তারা	বালেবাগ্রাম	১৮৪১ "	১৮৫৬ "			

§ জিনভদ্রের পূর্ব্বে জিনবর্দ্ধন ১৪৬১ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন, কিন্তু ৪র্থ ব্রত ভঙ্গ করায় পদচ্যুত হন, ইনি ১৪৭৪ সম্বতে পিপ্পলক খরতরগচ্ছশাখা স্থাপন করেন।

য়ন করেন। বীরনির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট পর্ব্বে লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পস্থানেই জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজা লোক পাঠাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্ত ও শক যবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নডোল, গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও রতলাম প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজা ছাব্বিশ হাজার জিন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৯ম পট্টাচার্য্য সুহস্তী সূরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবন্তী সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবন্তী সুকুমারের পুত্র মহাকাল।

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আপন পিতার নামানুসারে অবন্তীপার্শ্বনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে খ্যাত হইল।

পূর্ব্বে সুধর্ম্মস্বামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যন্ত অনগার ও নির্গ্রন্থ নাম ছিল, সুহস্তী, সুস্থিত ও তৎপরে সুপ্রতিবদ্ধ এই তিন জনে কোটিবার সূরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পট্ট) কোটিক নামে খ্যাত হইল।

সুস্থিতসূরির পাটের উপরে ইন্দ্রদিন্ন সূরি উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দ্দভিল্লরাজ-উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচার্য্য আবির্ভূত হন। এই বর্ষে ভৃগুকচ্ছে (বর্ত্তমান বরোচে) আর্য্যখপটাচার্য্য বিদ্যাচক্রবর্ত্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিন্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্যকটীকায় ঐ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপটাচার্য্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে আর্য্যমঙ্গু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন।

মহাবীর যেদিন নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জয়িনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চন্দ্রপ্রদ্যোত, শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকের পুত্র উদায়ী মোট ৬০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পরে ৯ জন নন্দ পর্য্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, কুণাল ও সংপ্রতি এই কয়জনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। সংপ্রতিই মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা। তৎপরে পুষ্যমিত্র ১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভানুমিত্র দুইজনে ৬০ বর্ষ, নভবাহন ৪০ বর্ষ, গর্দ্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, ইনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি আবির্ভূত করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাঙ্গসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত হওয়ায় বহুবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩শ) পট্টাচার্য্য বজ্রস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। তাঁহার সময়ে দশম পূর্ব্ব, চতুর্থ সংহনন এবং চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

বজ্রস্বামীর পর যথাক্রমে গুণসুন্দর, কালিকাচার্য্য, স্কন্দিলাচার্য্য, রেবতমিত্র, ধর্ম্ম, ভদ্রগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তাচার্য্য যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্য্যরক্ষিতসূরি কালিকশ্রুত, ঋষিভাষিত, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ এই চারি ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক্ করিয়া দেন। আর্য্যরক্ষিত ও দুর্ব্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। ত্রৈরাশিকজিৎ শ্রীগুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে সূরিপদ লাভ করেন। শ্রীগুপ্তাচার্য্যের শিষ্য উলূকগোত্র রোহগুপ্তই ত্রৈরাশিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাজিত হইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। রোহগুপ্তই অন্তরঞ্জিকা নগরীর বলশ্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এই রোহগুপ্তের শিষ্যের নাম কণাদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ নিরূপণপূর্ব্বক বৈশেষিকসূত্র প্রচার করেন।

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিহ্নব হইয়াছিল। আর্য্যরক্ষিত তাঁহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্টামাহিলকে ক্রিয়াবাদিগণকে পরাজয় করিবার জন্য দশপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে আর্য্যরক্ষিত অপর শিষ্য দুর্ব্বলিকাপুষ্পমিত্রকে পট্টধর করিলেন। গোষ্টামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দুর্ব্বলিকা পট্টধর হইয়াছেন। তাহার পট্টধর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুর্ব্বলিকার উপদেশ না শুনিয়া তাহার শিষ্য বিন্ধ্যের কথা শুনিতেন। একদিন বিন্ধ্যের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিহ্নব ঘটে। এই সময়ে কৃষ্ণ সূরি আবির্ভূত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে কৃষ্ণসূরির শিষ্য শিবভূতি কর্ত্তৃক দিগম্বরমত প্রবর্ত্তিত হয়। বিশেষাবশ্যকাদি-শাস্ত্রে ঐ অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। বজ্রস্বামীর পর বজ্রসেন-,

স্থরি পট্টধর হইলেন। তাঁহার নগেন্দ্র, চন্দ্র, নিবৃত্ত ও বিদ্যাধর এই চারি শিষ্য হইতে নাগেন্দ্র প্রভৃতি চারিটী গচ্ছ উৎপন্ন হয়। চন্দ্রস্থরির পাটে সামন্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি সর্ব্বদা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়া চন্দ্রগচ্ছের অপর নাম বনবাসীগচ্ছ হয়।

সামন্তভদ্র স্থরির পর বৃদ্ধদেবস্থরি পট্টধর হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্রি-বর নাহড় জজ্জকস্থরি দ্বারা মহাবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ মূর্ত্তি "জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ" নামে জৈনসমাজে খ্যাত।

বৃদ্ধদেবের পর প্রদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। তপাগচ্ছপট্টাবলীর মতে – পদ্মা, জয়া, বিজয়া ও অপরাজিতা এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন। স্থরিপদ স্থাপন কালে ইহার উভয় স্কন্ধোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান্ গৃহস্থের ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মিষ্ট ও তৈলপক্ক কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সময়ে তক্ষশিলা নগরে শ্রাবক-দিগের মধ্যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব দূর করিবার জন্য মানদেব নডোল নগরে শান্তিস্তোত্র রচনা করেন।

তৎপরে মহাপণ্ডিত মানতুঙ্গস্থরি পট্টাভিষিক্ত হইলেন। প্রভাবকচরিত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মানতুঙ্গের পর ২১শ বীরস্থরি, তৎপরে ২২শ জয়দেবস্থরি, তৎপরে ২৩শ দেবানন্দস্থরি পট্টধর হন। এই সময়ে বীরগতে ৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যস্থিতি এবং ৮৮৬ বর্ষে ব্রহ্মদীপিকা প্রস্তুত হয়।

দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমস্থরি, তৎপরে ২৫শ নরসিংহ স্থরি, তৎপরে ২৬শ সমুদ্রস্থরি (২১), ২৭শ তৎপরে মানদেব (২২)। কোন কোন পট্টাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক (২৩)। তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক ব্যক্তি যুগপ্রধান ছিলেন। বীরগতে ১০০০ বর্ষে ঐ সত্যমিত্রের সহিত সকল পূর্ব্ব ব্যবচ্ছিন্ন হয়। পট্টধর বজ্রসেন স্থরি ও সত্যমিত্রের মধ্যে নাগহস্তী, রেবতীমিত্র, ব্রহ্মদ্বীপ, নাগার্জ্জুন, ভূতদিন্ন ও কালকস্থরি এই কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন।

পট্টধর মানদেবের মিত্র ও যক্ষিণী স্বাধ্বীর ধর্ম্মপুত্র মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রন্থকার হরিভদ্রস্থরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে স্বর্গারোহণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগ-প্রধান হইয়াছিলেন।

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ স্থরি, তৎপরে ২৯শ জয়া-নন্দস্থরি এবং তৎপরে ৩০শ রবিপ্রভস্থরি পট্টস্থ হন। ৭০০ বিক্রমসম্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১১৯০ বর্ষে উমাস্বাতি যুগপ্রধান হইয়াছিলেন।

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিপ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব স্থরি পট্টধর হইলেন। তাহার দুই বর্ষ পূর্ব্বে ৮০০ সম্বতে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মের চিরশত্রু গোপনগররাজ আম বপ্পভট্টের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৮০২ বিক্রম সম্বতে জৈনধর্ম্মী বনরাজ অণহলপুর-পত্তন স্থাপন করেন।

যশোদেবের পর ৩২শ প্রদ্যুম্নস্থরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেব স্থরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রস্থরি এবং তৎপরে ৩৫শ উদ্যোতন স্থরি পট্টধর হইলেন। উদ্যোতন অর্ব্বুদাচলে গিয়া এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্ত্তে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ পাটের উপর সর্ব্বদেবপ্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহদ্গচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪)।

উদ্যোতনস্থরির পর হইতে খরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছে প্রভেদ লক্ষিত হয়। খরতরগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর বর্দ্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর সর্ব্ব-দেবস্থরি পট্টধর হইয়াছিলেন। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী দ্রষ্টব্য।]

কোন কোন পট্টাবলীতে প্রদ্যুম্নস্থরি ও উপধানগ্রন্থকর্ত্তা মানদেবস্থরি পট্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তন্মতে সর্ব্ব-দেবস্থরি ৩৪শ পট্টধর। ইনি ১০১০ সম্বতে রামসৈন্যপুরে ঋষভচৈত্য ও চন্দ্রপ্রভচৈত্যপ্রতিষ্ঠা, চন্দ্রাবতীনগরে কুঙ্কণ মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথায় জিনভবন প্রতিষ্ঠা করেন।

১০২৯ সম্বতে জৈনপণ্ডিত ধনপাল দেশী-নামমালা রচনা করেন। সর্ব্বদেবস্থরির পর ৩৭শ দেবস্থরি (রাজপ্রদত্ত বিরুদ রূপশ্রী) তৎপরে ২য় সর্ব্বদেবস্থরি ৩৮শ পট্টধর হইলেন। এই

(২১) "নরসিংহস্থরিরাসীদহখিলগ্রন্থপারগো যেন।
যক্ষো নরসিংহপুরে মাংসরতিংস্ত্যাজিতাস্ব গিরা॥
পোমীণ-রাজকুলজোপি সমুদ্রস্থরি র্গচ্ছং শশাস কিল যঃ প্রবণঃ প্রমাণী।
জিত্বা তদা ক্ষপনকান্ স্ববশংবিতেন নাগহ্রদে ভুজগনাথ নমস্য তীর্থম্॥"

(২২) "বিদ্যাসমুদ্রহরিভদ্রমুনীন্দ্রমিত্রং সূরির্বভূব পুনরেব হি মানদেবঃ।
মান্দ্যাৎ প্রযাতমপি যোহনঘমন্ত্রং
লেভেহম্বিকা মুখগিরা তপসোজ্জয়ন্তে॥"

(২৩) কোন কোন তপগচ্ছীয় পট্টাবলীতে বীরস্থরির গুরু মানতুঙ্গকে বৃদ্ধভোজ বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

(২৪) "প্রধান শিষ্যসন্তত্যাজ্ঞানাদিগুণৈঃ
প্রধানচরিতৈশ্চ বৃদ্ধত্বাদ্ বৃহদ্গচ্ছইত্যপি॥"

সর্ব্বদেব যশোভদ্র, নেমিচন্দ্র প্রভৃতি ৮ জনকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাৎ ১০২৬ বিক্রম সম্বতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্বতে উত্তরাধ্যয়ন-টীকাকার বাদী বৈতাল শ্রীশান্তি থিরাপদ্রীয় গচ্ছে সূরিপদ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্ব্বদেবসূরির পর যশোভদ্র এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫) নেমিচন্দ্র আচার্য্য হন।

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাঙ্গ-বৃত্তিকার অভয়দেবসূরি স্বর্গারোহণ করেন। ৪২শ পট্টধর মুনিচন্দ্রসূরি তার্কিক-শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রসূরিকৃত অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ বিক্রম সম্বতে চন্দ্রপ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত প্রচার করেন, তাহার প্রতিবোধনের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততিকা প্রণয়ন করেন।

৪৩শ মুনিচন্দ্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২০ সম্বৎ শ্রাবণ কৃষ্ণসপ্তমী গুরুবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি অণহলপুরপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে পরাজয় করেন। ঐ সভায় দিগম্বর-চক্রবর্ত্তী কুমুদচন্দ্র অজিত-দেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্তনরাজ অণহলপুরে দিগম্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাশী হাজার শ্লোকময় স্যাদ্বাদরত্নাকর প্রণয়ন করেন। অজিত হইতে ২৪টী শাখা বাহির হয়।

অজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শান্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা দেবেন্দ্রসূরির শিষ্য হেমচন্দ্রসূরি আবির্ভূত হন। হেমচন্দ্রের ১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫০ সম্বতে দীক্ষা, ১১৬৬ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২৯ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হন। জৈন মতে—হেমচন্দ্র যে শত শত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে। প্রবন্ধচিন্তামণি ও কুমারপালচরিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পট্টধর অজিতদেবের সময় ১২০৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের উৎপত্তি, ১২৩৩ সম্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে সার্দ্ধপৌর্ণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫০ সম্বতে আগমিক মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে বাগ্‌ভটমন্ত্রী কর্ত্তৃক শত্রুঞ্জয়তীর্থের উদ্ধার-সাধন হয়।

৪২শ পট্টধর বিজয়সিংহ সূরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ৪৩শ—সোমপ্রভ সূরি ও মণিরত্ন সূরি। উভয়ে বিজয়সিংহের শিষ্য। সোমপ্রভ বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক শ্লোকের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

৪৪শ—জগচ্চন্দ্রসূরি, বিরুদ হীর। ইনি বৈরাগ্যবল-সমুদ্র চৈত্রপালগচ্ছীয় দেবভদ্র উপাধ্যায়ের সাহায্যে জৈন-ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন। চিতোর রাজধানী অঘাট অর্থাৎ অহড়মে ইহার সহিত দিগম্বরাচার্য্যের বাদ প্রতিবাদ হয়, তাহাতে ইহার মত হীরার মত অভেদ্য থাকায় চিতোরে-শ্বর ইহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইনি ১২ বর্ষ আচাম্লতপ অভিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ১২৮৫ সম্বতে রাণা "তপা" বিরুদ প্রদান করেন। তখন হইতে বৃহদ্গচ্ছ বা বড়গচ্ছ "তপাগচ্ছ" নামে খ্যাত হইল। এখানে পট্টাবলীতে লিখিত আছে—এইরূপে সুধর্ম্মস্বামীর সময় নির্গ্রন্থ, সুস্থিত-সূরির সময় কোটিক, চন্দ্রসূরির সময় চন্দ্রগচ্ছ, সামন্তভদ্রের সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্ব্বদেব সূরির সময় বৃহদ্গচ্ছ এবং বর্ত্তমান জগচ্চন্দ্র সূরির সময় হইতে তপাগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল।

৪৫শ—দেবেন্দ্রসূরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী নগরে জিনচন্দ্র বড়শেঠের পুত্র বীরধবল ও পরে বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষা দেন, তদুপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে মন্ত্রী বস্তুপালের দফ্‌তরী বিজয়চন্দ্রের অভ্যুদয়। বিজয়চন্দ্র কোন দোষে কারারুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিজয়চন্দ্র অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্তুপাল তাঁহাকে সূরিপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু জগচ্চন্দ্রসূরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিয়া সূরিপদ দেওয়া-ইলেন যে, বিজয়চন্দ্রসূরি হইলে দেবেন্দ্রের অনেকটা সাহায্য হইবে। কিন্তু অভিমানী বিজয়চন্দ্রসূরি হইয়া আর দেবেন্দ্রকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দেবেন্দ্রসূরি যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চন্দ্র তাঁহার বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেন্দ্রসূরি বলিয়া পাঠা-ইলেন যে তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চন্দ্র উত্তর করেন যে, শান্ত দান্ত সাধুর এক স্থানে বাস করায় কোন দোষ নাই। দেবেন্দ্রসূরি সশিষ্য সাধু সম্প্রদায়ের সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চন্দ্র বড়শালায় ছিলেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপৌশালিক এবং দেবেন্দ্রসূরির গণ সমুদায়কে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান করিল। তৎপরে বিজয়চন্দ্র স্তম্ভতীর্থে গিয়া অনেক কুমত প্রচার করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রসূরি মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া স্তম্ভতীর্থে (বর্ত্তমান কাম্বে) আগমন করেন।

ইনি পূর্ব্বেই বস্তুপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্ঞান শুনাইয়া ছিলেন। কুমারপাল-বিহারে মন্ত্রিবর ধর্ম্মদেব আসিয়া

তাঁহার বন্দনা করিলেন। এখানে দেবেন্দ্র বিজয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদনপুরে (পাহ্লণপুরে) আগমন করেন।

এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ সম্বতে তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়া সূরিপদে এবং তাঁহার অনুজ ভীমসিংহকে ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম দিয়া উপাধ্যায় পদে বরণ করিলেন। বিদ্যানন্দসূরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে বায়ড়গচ্ছীয় জিনদত্তসূরি কর্ত্তৃক বিবেকবিলাস রচিত হয়।

দেবেন্দ্রসূরিও শ্রাদ্ধদিনকৃত্যসূত্রবৃত্তি, নব্যকর্ম্মগ্রন্থপঞ্চক-সূত্রবৃত্তি, সিদ্ধপঞ্চাশিকাসূত্রবৃত্তি, ধর্ম্মরত্নবৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, ত্রিভাষ্য, বৃন্দারবৃত্তি, ঋষভবর্দ্ধনপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা করেন। ১৩২৬ সম্বতে মালবদেশে দেবেন্দ্রসূরি স্বর্গলাভ করেন, তাঁহার ১৩ দিন পরে বিদ্যাসুন্দর বিদ্যানন্দ দেহ-বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভাই ধর্ম্মকীর্ত্তি ধর্ম্মঘোষ নামগ্রহণপূর্ব্বক সূরিপদে অভিষিক্ত হন।

৪৬শ ধর্ম্মঘোষসূরি। ইনি সঙ্ঘাচারভাষ্যবৃত্তি, সুঅধ-র্ম্মেতি স্তব, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থঙ্করের স্তবাদি রচনা করেন। ইহার সময়ে মণ্ডপাচল-রাজমন্ত্রী পৃথ্বীধর ৮৪ জিনমন্দির, জৈনধর্ম্মপুস্তকরক্ষণার্থ সাতটী জ্ঞানভাণ্ডার ও শত্রুঞ্জয়তীর্থে এক বৃহৎ রৌপ্যময় ঋষভমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র জাঞ্জন উজ্জয়ন্তগিরির উপর এক অতি উচ্চ স্বর্ণময় ধ্বজ স্থাপন করেন।

১৩৫৩ সম্বতে ধর্ম্মঘোষসূরির স্বর্গ লাভ হয়।

৪৭শ সোমপ্রভসূরি। ১৩১০ সম্বতে জন্ম, ১৩৩২ সম্বতে দীক্ষা ও সূরিপদ এবং ১৩৭৩ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি আরাধনাসূত্র ও জিনকল্পসূত্র প্রভৃতি কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

৪৮শ সোমতিলকসূরি। ১৩৫৫ সম্বতে মাঘমাসে জন্ম, ১৩৬৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৪২৪ সম্বতে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি বৃহন্নব্যক্ষেত্রসমাসসূত্র ও অনেকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনা করেন।

সোমতিলকের পর যথাক্রমে পদ্মতিলক, চন্দ্রশেখর, জয়ানন্দ ও দেবসুন্দর সূরিপদ প্রাপ্ত হন। পদ্মতিলক সোম-তিলক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সূরি হইয়া একবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর সূরির ১৩৭৩ সম্বতে জন্ম, ১৩৮৫ সম্বতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সম্বতে সূরিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি উষিতভোজনকথা, যবরাজঋষিকথা, শ্রীমৎস্তম্ভহারবন্ধাদিস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়ানন্দের ১৩৮০ সম্বতে জন্ম, ১৩৯২ সম্বতে আষাঢ় শুক্ল-সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২০ সম্বতে সূরি-পদ এবং ১৪৪১ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি স্থূলভদ্রচরিত্র ও অনেক জিনস্তব রচনা করেন।

৪৯শ পট্টধর দেবসুন্দরসূরি। ১৩৯৬ সম্বতে জন্ম, ১৪০৪ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৪২০ সম্বতে অণহলপুরপত্তনে সূরি-পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্ত্রী স্থাবরজঙ্গম-বিষাপহারী, অতীতানাগতনিমিত্তবেত্তা ও প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়া তপাগচ্ছসমাজে বিশেষ পূজ্য।

দেবসুন্দরের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য—জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমসুন্দর ও সাধুরত্ন। জ্ঞানসাগরের ১৪০৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে সূরিপদলাভ এবং ১৪৬০ সম্বতে দেহত্যাগ হয়। ইনি আবশ্যক ও ওঘনির্য্যুক্ত্যাদি নানা গ্রন্থের অবচূরী, মুনিসুব্রত-স্তবন ও পার্শ্বনাথস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

কুলমণ্ডনের ১৪০৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৪২ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি সিদ্ধান্তালাপকোদ্ধার, অষ্টাদশারচক্রস্তব, গরীয় ও হার-স্তবাদি রচনা করেন।

গুণরত্নসূরি ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়, ষট্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃহদ্বৃত্তি এবং সাধুরত্নসূরি যতিজীতকল্পবৃত্তি রচনা করেন।

৫০ম—সোমসুন্দরসূরি, ১৪৩০ সংবতে জন্ম, ১৪৩৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৫০ সংবতে বাচকপদ, ১৪৫৭ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৯৯ সংবতে স্বর্গলাভ।

ইনি যোগশাস্ত্র, উপদেশমালা, ষড়াবশ্যক, নবতত্ত্বাদি-বালাববোধ, ভাষ্যাবচূর্ণী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদিপ্রণয়ন এবং রাণকপুরে চৌহয় বিহারে অনেক ঋষভবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সোমসুন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য—মুনিসুন্দরসূরি কৃষ্ণ সরস্বতী, জয়সুন্দরসূরি, মহাবিদ্যাবিড়ম্বনাদিটিপ্পনকারী ভুবন-সুন্দরসূরি এবং একাদশাঙ্গ-সূত্রার্থধারী জিনসুন্দরসূরি।

৫১ম—মুনিসুন্দরসূরি। ১৪৩৬ সংবতে জন্ম, ১৪৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কার্ত্তিক মাসে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি ত্রিদশতরঙ্গিণী নামে সর্ব্বপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, চাতুর্বেদ্যবিশারদনীতি, উপদেশরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্তম্ভতীর্থে বাদী গোকুলমণ্ডকে পরাস্ত করিয়া কালসরস্বতী বিরুদ প্রাপ্ত হন।

(২৬) "বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং নবম্।
ভাতি সর্ব্বোত্তমং স্বল্পসূত্রবহ্বর্থসংগ্রহম্।"

৫২ম—রত্নশেখরসূরি। ১৪৫৭ সম্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ সংবতে বাচক পদ, ১৫০২ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃষ্ণষষ্ঠীতে স্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তম্ভতীর্থে বাম্বীভট্ট কর্ত্তৃক বালসরস্বতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রাদ্ধবিধিসূত্র, লঘুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রত্নশেখরসূরির সময়ে ১৫০৮ সংবতে লুম্পক নামক মতের উৎপত্তি হয়।

৫৩শ—লক্ষ্মীসাগরসূরি। ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, ১৪৮০ সংবতে দীক্ষা, ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৮ সংবতে সূরিপদ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মীসাগরের পর ৫৪শ সুমতিসাধুসূরি, তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলসূরি পট্টধর হইলেন।

ঋষিহরগিরি, ঋষিশ্রীপতি, ঋষিগণপতি প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া হেমবিমলসূরির নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে ১৫৬২ সম্বতে কড়ুয়ে নামে এক বণিক কড়ুয়া মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই কলিকালে সাধু নাই।

৫৬শ—পট্টধর আনন্দবিমলসূরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, ১৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সূরিপদ এবং ১৫৯৩ সম্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করেন।

ইহার সময় ১৫৭০ সম্বতে বীজা নামে এক বেশধর লুম্পক মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ বিজয়গচ্ছ নামে খ্যাত।

১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্শ্বচন্দ্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ হইতে বাহির হইয়া নিজ নামে পাসচন্দীয় মত প্রচলন করেন।

আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিথিলাচার পরিহাররূপ ক্রিয়া উদ্ধার করেন।

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল দুর্লভ বলিয়া সোমপ্রভসূরি শ্রাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু আনন্দবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবাড়ে এবং মোর্থীকে লুম্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্য শ্রাবক নিযুক্ত করিলেন।

৫৭শ বিজয়দানসূরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলায় জন্ম, ১৫৬২ সংবতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সংবতে সূরিপদ লাভ এবং ১৬২২ সংবতে বটপল্লীতে অনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি স্তম্ভতীর্থ, আহ্মদাবাদ, মহীশানকগাম্ ও গন্ধার প্রভৃতি স্থানে মহোৎসবপূর্ব্বক জিনবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদশাহের মন্ত্রী গলরাজ ইহারই উপদেশে শত্রুঞ্জয়ে এক মহাসভা আহ্বান করেন। ইহারই সময় শত্রুঞ্জয়, গিরনর প্রভৃতি স্থানের শত শত মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জ্জর, মালব, কচ্ছ, মরুস্থলী, কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৮শ হরিবিজয়সূরি। ১৫৮৩ সম্বৎ অগ্রহায়ণমাসে, শুক্ল নবমীতে প্রহ্লাদনপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সম্বতে কার্ত্তিকমাসে পত্তন নগরে দীক্ষা, ১৬০৭ সম্বতে নারদপুরে ঋষভমন্দিরে পণ্ডিতপদ, ১৬০৮ সম্বতে মাঘীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্শ্বনাথ সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১০ সম্বতে সিরোহীনগরে সূরিপদ প্রাপ্ত হন।

তপাগচ্ছীয়েরা বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়সূরির ন্যায় পট্টধর ইদনীন্তনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং অকবর বাদশাহ ইঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া ইহার মুখে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্নানুসারে উত্তর করেন—যাহার ১৮প্রকার দোষ নাই, তাহাই ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, আত্মার শুদ্ধস্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম্ম। অকবর তাঁহার কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জীবহিংসা পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাণ দেন, এই ফরমাণে লিখিত আছে,—সিদ্ধাচল, গিরনর, তারন্দা, কেসরিয়া, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পাহাড় এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য স্থানে যে সকল শ্বেতাম্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, ঐ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার জীবহিংসা করিতে পারিবে না। ঐ ফরমাণখানি এখনও তপগচ্ছীয় শেতাম্বর পট্টধরের নিকট আছে। তপাগচ্ছীয় পট্টাবলীতে লিখিত আছে—হরিবিজয় সূরির ইচ্ছা মতই অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্লষষ্ঠী পর্য্যন্ত ১২দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন।

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিনমন্দির ও জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুম্পকাচার্য্য মেঘজী লুম্পক মত ও নিজ আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করিয়া পঁচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন।

৫৯শ বিজয়সেনসূরি। ১৬০৪ সংবতে জন্ম, ১৬১৩ সংবতে পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সম্বতে পণ্ডিতপদ, ১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে সূরিপদ, ১৬৫২ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৬৭১ সংবতে স্তম্ভতীর্থে স্বর্গলাভ হয়। ইহার দুই শিষ্য বেথ্হরথ ও পরমানন্দ। এই দুইজন যতির

মুখে জাহাঙ্গীর জৈনধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উভয়ের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া ফরমাণ দিয়াছিলেন, সেই ফরমাণেও জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৬০ বিজয়দেবসূরি। ১৬৩৪ সম্বতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৬৫৬ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সংবতে প্রথমে উপাধ্যায় পরে সুরিপদ এবং ১৬৮১ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬১ বিজয়সিংহসূরি। ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪ সংবতে দীক্ষা, ১৬৭৩ সংবতে বাচকপদ, ১৬৮২ সংবতে সুরিপদ এবং ১৭০৮ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬২ বিজয়প্রভসূরি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে দীক্ষা, ১৭০১ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৭১০ সংবতে উপাধ্যায় পদ, ১৭১৩ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাভ করেন। ইহার সময় ঢুণ্ঢীয় মত প্রচলিত হয়।

৬৩ বিজয়রত্নসূরি, ৬৪ বিজয়ক্ষমাসূরি, ৬৫ বিজয়দয়াসূরি, ৬৬ বিজয়ধর্ম্মসূরি, ৬৭ জিনেন্দ্রসূরি, ৬৮ দেবেন্দ্রসূরি, ৬৯ বিজয়ধরণেন্দ্রসূরি। শেষোক্ত সূরিই তপাগচ্ছীয় শাখার বর্ত্তমান পট্টধর।

৬২ম পট্টধর বিজয়প্রভসূরির সময় যে ঢুণ্ঢীয় মত প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

সুরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাস করিতেন, তাঁহার ফুলা নামে এক বাল-বিধবা কন্যা ছিল। তাহার লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে পাঠান হয়। সেখানে সাধুসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে। পরে সে লুম্পক-যতি ব্রজরঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, "শাস্ত্রে যেরূপ সাধ্বাচার নির্দিষ্ট আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন না কেন?" যতি উত্তর করিলেন, "এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।" গুরুর কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া লব ভূণা ও সুখজী নামক দুইজন যতির সহিত গুরু ও লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং মুখের উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ দৃষ্টে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্য তাঁহার মতের নাম ঢুঁণ্ঢীয় হইল। অল্পদিন পরেই অনেকেই লবের শিষ্য হইল, তন্মধ্যে কালুপুরনিবাসী উসবাল সোমজী প্রধান। অপরাপর শিষ্যের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কাহ্নূ এবং শ্রীপাল, অমীপাল, ধর্ম্মসিংহ, হর, জীবাজী সমরায় প্রভৃতি লুম্পক মতাবলম্বীও অনেকে ঢুণ্ঢীয়া মত গ্রহণ করিয়াছিল।

গুজরাটবাসী ধর্ম্মদাস নামেও এক ব্যক্তি মুখে কাপড়ের পটি বাঁধিয়া আপনাপনি ঢুণ্ঢী মত প্রচার করেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব অঞ্চলে ভবানী দাসের মতাবলম্বী শিষ্যগণ দৃষ্ট হয়।

লবের মতাবলম্বী অনেক শিষ্য মারবাড়, অজমের, কৃষ্ণগড়, কোটা, বুন্দী, দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে এখনও বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদাস ছীম্পিকার চেলা ধনজী, ধনজীর শিষ্য ভূধরজী, ভূধরের শিষ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য ভীখমজী হইতে ১৮১৮ সম্বতে তেরাপন্থ মত প্রবর্ত্তিত হয়।

দিগম্বরসম্প্রদায়। দিগম্বরেরা গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা—

১। কেবলী।

১ গোতম	১২ বর্ষ	বীরগতে ১২ পর্য্যন্ত
২ সুধর্ম্মা	১২ "	" ২৪ "
৩ জম্বূ	৩৮ "	" ৬২ "

২। শ্রুতকেবলী।

১ বিষ্ণু	১৪ বর্ষ	বীরগতে ৭৬ পর্য্যন্ত
২ নন্দী	১৬ "	" ৯২ "
৩ অপরাজিত	২২ "	" ১১৪ "
৪ গোবর্দ্ধন	১৯ "	" ১৩৩ "
৫ ভদ্রবাহু ১ম	২৯ "	" ১৬২ "

৩। দশপূর্ব্বী।

১ বিশাখ	১০ বর্ষ	বীরগতে ১৭২ পর্য্যন্ত
২ প্রোষ্টিল	১৯ "	" ১৯১ "
৩ ক্ষত্রিয়	১৭ "	" ২০৮ "
৪ জয়সেন	২১ "	" ২২৯ "
৫ নাগসেন	১৮ "	" ২৪৭ "
৬ সিদ্ধার্থ	১৭ "	" ২৬৪ "
৭ ধৃতিসেন	১৮ "	" ২৮২ "
৮ বিজয়	১৩ "	" ২৯৫ "
৯ বুদ্ধিলিঙ্গ	২০ "	" ৩১৫ "
১০ দেব ১ম	১৪ "	" ৩২৯ "
১১ ধরসেন	১৪ "	" ৩৪৩ "

৪। একাদশাঙ্গী।

১ নক্ষত্র	১৮ বর্ষ	" ৩৬১ "
২ জয়পালক	২০ "	" ৩৮১ "

৩ পাণ্ডব	৩৯ বর্ষ	বীরগতে ৪২০ পর্য্যন্ত	
৪ ধ্রুবসেন	১৪ ,,	,, ৪৩৪	,,
৫ কংস	৩২ ,,	,, ৪৬৬	,,

৫। উপাঙ্গী।

১ সুভদ্র	৬ বর্ষ	,, ৪৭২	,,
২ যশোভদ্র	১৮ ,,	,, ৪৯০	,,
৩ ভদ্রবাহু ২য়	২৩ ,,	,, ৫১৩	,,
৪ লোহাচার্য্য	৫২ ,,	,, ৫৬৫	,,

৬। একাঙ্গী।

১ অর্হদ্বলী	২৮ বর্ষ	,, ৫৯৩	,,
২ মাঘনন্দী	২১ ,,	,, ৬১৪	,,
৩ ধরসেন	১৯ ,,	,, ৬৩৩	,,
৪ পুষ্পদন্ত	৩০ ,,	,, ৬৬৩	,,
৫ ভূতবলী	২০ ,,	,, ৬৮৩	,,

দিগম্বরেরা উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাহু হইতেই আপনাদের পট্টধরগণের পট্টাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। [উদাহরণ স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় দিগম্বরের প্রধান শাখা সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল।]

দিগম্বর-শাস্ত্র। দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এইরূপে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—অঙ্গ, পূর্ব্ব ও অঙ্গবাহ্য।

অঙ্গ। যথা ১ আচারাঙ্গ—এই পুস্তকে যতি অথবা সন্ন্যাসীদিগের করণীয় কার্য্য লিখিত হইয়াছে।

২ সূত্রকৃতাঙ্গ—এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমা ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে।

৩ স্থানাঙ্গ—এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তুর বিচার করা হইয়াছে।

৪ সমবায়াঙ্গ—একই প্রকার গণনা দ্বারা দ্রব্য ক্ষেত্র, কাল এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ১৬৪০০০ পদ আছে।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্ত্যঙ্গ—জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই সম্বন্ধে গণধর জিনেন্দ্রকে ৬০০০০ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ২২৮০০০ পদ আছে।

৬ জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ—তীর্থঙ্কর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন। পদসংখ্যা ৫৫৬০০০।

৭ উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ—এই পুস্তকে গণধরগণ দিগম্বরদিগের ব্রত এবং করণীয় কার্য্য ও তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত আচরণের বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পদসংখ্যা ১১৭০০০০।

৮ অন্তকৃদ্দশাঙ্গ—২৪জন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি অনুসারে ১০জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৯ অনুত্তরোপপাতিকাঙ্গ—প্রতি তীর্থঙ্করের নিয়মানুসারে, ১০জন যোগীর ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহারা পঞ্চ অনুত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ৯২৪৪০০০ পদ আছে।

১০ প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ—অন্যের প্রশ্নের উত্তর। পদসংখ্যা ৯,৩১৬০০০।

১১ বিপাকসূত্রাঙ্গ—মানবের সৎ ও অসৎ কর্ম্মফলের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ১৮,৪০০,০০০।

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১,৫০২০০০ গুলি পদ আছে।

১২ দৃষ্টিবাদ—ক্রিয়াবাদী ও অন্যান্যদিগের ইতিবৃত্ত। দৃষ্টিবাদাঙ্গ বলিতে ৫খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝায়—পরিকর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চূলিকা।

পরিকর্ম্ম এই গুলি। ১ চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি—এই পুস্তকে জিনেশ্বরগণ চন্দ্রের তেজ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পদসংখ্যা ৩,৬০৫,০০০।

২ সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি—সূর্য্য সম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে। পদসংখ্যা ৫০৩,০০০।

৩ জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—জম্বুদ্বীপের পর্ব্বত, নদী, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিষয় লিখিত। পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪ দ্বীপবাব্ধিপ্রজ্ঞপ্তি—বহুসংখ্যক পর্ব্বত, নদী ও দ্বীপের বর্ণনা। পদসংখ্যা ৫,২৩৬০০০।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি—ছয়প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি, তাহাদিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৮,৪৩৬০০০। পরিকর্ম্মে মোট ১৮,১০৫০০০ পদ আছে।

সূত্র—মানবগণ নিজেরাই কার্য্য করে, তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য তাহারাই দায়ী, সুতরাং তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা ৮,৮০০০।

প্রথমানুযোগ—৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা-পুস্তক। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ব্বগত ১৪ খানি, তাহাদের নাম যথা—১ উৎপাদপূর্ব্ব—জীব ও অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্বের বিষয় লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১০,০০০০০০।

২ অগ্রায়ণীয় পূর্ব্ব—সমস্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৯৬০০০০।

সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী।

পর্য্যায়	নাম	পট্টবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ বর্ষ	গৃহস্থবর্ষ মাস	গৃহস্থবর্ষ দিন	দীক্ষাবর্ষ বর্ষ	দীক্ষাবর্ষ মাস	দীক্ষাবর্ষ দিন	পট্টস্থ বর্ষ বর্ষ	পট্টস্থ বর্ষ মাস	পট্টস্থ বর্ষ দিন	বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ বর্ষ	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ মাস	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ দিন	মন্তব্য
১	ভদ্রবাহু ২য়	৪।চৈ শু ১৪	২৪	...	...	৩০	...	...	২২	১০	২৭	৩	৭৬	১১	...	ব্রাহ্মণ।
২	গুপ্তিগুপ্ত	২৬।ফা শু ১৪	২২	...	...	৩৪	...	...	৯	৬	২৫	৫	৬৫	৭	...	পবার।
৩	মাঘনন্দী ১ম	৩৬।আশ্বি শু ১৪	২০	...	...	৪৪	...	...	৪	৪	২৬	৪	৬৮	৫	...	সাহ।
৪	জিনচন্দ্র ১ম	৪০।ফা শু ১৪	২৪	৯	...	৩২	৩	...	৮	৯	৬	৩	৬৫	৯	৯	
৫	কুন্দকুন্দ	৪৯।পৌ কৃ ৮	১১	...	...	৩৩	...	...	৫১	১০	১০	৫	৯৫	১০	১৫	
৬	উমাস্বামী	১০১।কা শু ৮	১৯	...	...	২৫	...	...	৪০	৮	১	৫	৮৪	৮	৬	কাষ্ঠাসঙ্ঘ হয়।
৭	লোহাচার্য্য ২য়	১৪২।আশ্বি শু ১৪	২১	...	...	৩৮	...	...	১০	১০	২০	৬	৬৯	১০	২৬	
৮	যশকীর্ত্তি	১৫৩।জ্যৈ শু ১০	১২	...	...	২১	...	...	৫৮	৮	২১	৫	৯১	৯	১৫	জায়লবাল জাতীয়।
৯	যশোনন্দী	২১১।ফা কৃ ১১	১৬	...	...	১৭	...	...	৪৬	৪	৯	৪	৭৬	৪	১৩	
১০	দেবনন্দী	২৫৮।আষ শু ৮	১১	৫	...	১৫	৭	...	৪৯	১০	২৮	৪	৭৬	১১	২	পৌরবাল জাতীয়।
১১	পূজ্যপাদ	৩০৮।জ্যৈ শু ১০	১৫	...	...	১১	৭	...	৪৪	১১	২২	৭	৭১	৬	২৯	
১২	গুণনন্দী ১ম	৩৫৩।জ্যৈ শু ৯	১৪	...	...	১৩	৫	...	১১	৩	১	৪	৩৮	৮	৫	
১৩	বজ্রনন্দী	৩৬৪।ভা শু ১৪	১৯	...	...	১৬	৩	...	২২	৫	১	৪	৫৭	৮	৫	
১৪	কুমারনন্দী	৩৮৬।ফা কৃ ৪	১৬	...	...	১০	২	...	৪০	২	২০	৯	৬৬	৪	২৯	
১৫	লোকচন্দ্র ১ম	৪২৭।জ্যৈ কৃ ৩	১৮	...	...	১৬	...	...	২৬	৩	১৬	১০	৬০	৩	২৬	(পাঠান্তর লোকেন্দু)
১৬	প্রভাচন্দ্র ১ম	৪৫৩।ভা শু ১৪	৯	...	...	২৪	...	...	২৫	৫	১৫	১১	৫৮	৫	২৬	(পাঠান্তর প্রভাব)
১৭	নেমিচন্দ্র ১ম	৪৭৮।ফা শু ১০	১০	...	...	২২	...	...	৮	৯	১	৯	৪০	৯	১০	
১৮	ভানুনন্দী	৪৮৭।পৌ কৃ ৫	৯	...	...	১৫	...	...	২২	...	২৪	১২	৪৬	১	৬	
১৯	হরিনন্দী	৫০৮।অগ্র শু ১১	৯	...	...	১৫	...	...	১৬	৭	১৫	১৪	৪০	৭	২৯	(পাঠান্তর সিংহনন্দী)
২০	বসুনন্দী	৫২৫।আশ্বি শু ১০	১০	...	...	৩০	...	...	৬	২	২২	৯	৪৬	৩	১	
২১	বীরনন্দী	৫৩১।পৌ শু ১১	৯	...	...	১৩	...	...	৩০	...	১৪	১০	৫২	...	২৪	(মতান্তরে পৌ শু ১২)
২২	রত্নকীর্ত্তি	৫৬১।অগ্র শু ৫	৮	...	...	১২	...	...	২৩	৪	৭	১১	৪৩	৪	১৮	(পাঠান্তর রত্ননন্দী)
২৩	মাণিক্যনন্দী	৫৮৫।আষ কৃ ৮	১০	...	...	১৯	...	...	১৬	৫	১০	১৫	৪৫	৫	২৫	(পাঠান্তর মাণিক্য)
২৪	মেঘচন্দ্র	৬০১।পৌ কৃ ৩	২৪	৩	২৭	৬	৭	১৩	২৫	৫	২০	১২	৫৬	৬	২	(পাঠান্তর মেঘেন্দু)
২৫	শান্তিকীর্ত্তি	৬২৭।আষ কৃ ৫	৭	...	...	১০	...	...	১৫	...	২৫	২০	৩২	১	১৫	
২৬	মেরুকীর্ত্তি	৬৪২।শ্রা শু ৫	৮	...	...	১১	...	...	৪৪	৩	১৬	১৩	৬১	৩	২৯	ভদ্রিলপুরে বাস।
২৭	মহাকীর্ত্তি	৬৮৬।অগ্র শু ৪	৬	...	...	১২	...	...	১১	১৭	৫	১৫	৩৫	১১	২০	উজ্জয়িনীতে পট্ট।
২৮	বিষ্ণুনন্দী	৭০৪।অগ্র কৃ ৯	৭	...	...	১৪	...	...	২১	৪	...	১৫	৪২	৪	১৫	(পাঠান্তর বীরনন্দী)
২৯	শ্রীভূষণ	৭২৬।চৈ শু ৯	১৪	...	...	৮	...	...	৯	...	...	২৬	৩১	...	২৬	
৩০	শ্রীচন্দ্র	৭৩৫।বৈ শু ৫	৬	...	...	১২	...	...	১৪	৩	৪	৩১	৩২	৪	৫	(পাঠান্তর শীলচন্দ্র)
৩১	নন্দীকীর্ত্তি	৭৪৯।ভা শু ১০	১৫	...	...	২০	...	...	১৫	৬	৪	১৩	৫০	৬	১৭	(পাঠান্তর শ্রীনন্দী)
৩২	দেশভূষণ	৭৬৫।চৈ কৃ ১২	১৮	...	...	২৪	...	...	...	৬	৬	৭	৪২	৬	১৩	(মতান্তর সম্বৎ ৭৬৪)
৩৩	অনন্তকীর্ত্তি	৭৬৫।আশ্বি শু ১০	১১	...	..	১৩	...	...	১৯	৯	২৫	৫	৪৩	১০	...	
৩৪	ধর্ম্মনন্দী	৭৮৫।শ্রা পূর্ণি	১৩	১৮	...	১৮	...	...	২২	৯	২৫	৫	৫৩	১০	...	(পাঠান্তর ধর্ম্মাদিনন্দী)

পর্য্যায়	নাম	পট্টবদ্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ বর্ষ	গৃহস্থবর্ষ মাস	গৃহস্থবর্ষ দিন	দীক্ষাবর্ষ বর্ষ	দীক্ষাবর্ষ মাস	দীক্ষাবর্ষ দিন	পটস্থ বর্ষ বর্ষ	পটস্থ বর্ষ মাস	পটস্থ বর্ষ দিন	বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ বর্ষ	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ মাস	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ দিন	মন্তব্য
৩৫	বীরচন্দ্র	৮০৮।জ্যৈ পূর্ণি	১৩	...	...	২৫	...	...	৩২	...	৪	৮	৭০	...	১২	(পাঠান্তর বিদ্যানন্দী)
৩৬	রামচন্দ্র	৮৪০।আষ কৃ ১২	৮	...	...	১১	...	...	১৬	১০	...	৬	৩৫	১০	৬	(পাঠান্তর বীরচন্দ্র)
৩৭	রামকীর্ত্তি	৮৫৭।বৈ শু ৩	১৪	...	...	১৬	...	...	২১	৪	২৬	১১	৫১	৫	৭	
৩৮	অভয়চন্দ্র	৮৭৮।আশ্বি শু ১০	১৮	...	...	১০	...	...	১৭	...	২৭	৪	৪৫	১	১	(পাঠান্তর অভয়েন্দু)
৩৯	নরনন্দী	৮৯৭।কা শু ৭	১৫	...	...	২১	...	...	১৮	৯	...	৯	৫৪	৯	৯	(মতান্তরে শু ১১পট্টস্থ ।)
৪০	নাগচন্দ্র	৯১৬।ভা কৃ ৫	২১	...	...	১৩	...	...	২৩	...	৩	১০	৫৭	...	১৩	
৪১	নয়ননন্দী	৯৩৯।ভা শু ৯	৮	...	...	১০	...	...	৮	৯	১১	৯	২৬	৯	২০	(পাঠান্তর নয়নন্দী ।)
৪২	হরিচন্দ্র	৯৪৮।আষ কৃ ৮	৮	৪	...	১৪	৮	...	২৬	১	৮	৮	৪৯	১	১৬	
৪৩	মহীচন্দ্র ১ম	৯৭৪।শ্রা শু ৯	১৪	...	...	১০	১১	...	১৬	৬	...	৫	৪১	৫	৫	(মতান্তরে ৯৭২ সং পট্টস্থ ।)
৪৪	মাঘচন্দ্র ১ম	৯৯০।মা শু ১৪	১৩	...	...	২০	...	...	৩২	২	২৪	৯	৬৫	৩	৩	(পাঠান্তর মাঘবেন্দু)
৪৫	লক্ষ্মীচন্দ্র	১০২৩।জ্যৈ কৃ ২	১১	...	...	২৫	...	...	১৪	৪	৩	১১	৫০	৪	১৪	
৪৬	গুণনন্দী ২য়	১০৩৭।আশ্বি শু ১	১০	...	...	২২	...	...	১০	১০	২৯	১৪	৪৮	১১	১৩	(ইহার পর গুণকীর্ত্তি ।)
৪৭	গুণচন্দ্র	১০৪৮।ভা শু ১৪	১০	...	...	২২	...	...	১৭	৮	৭	১০	৪৯	৮	১৭	(৪৬ ও ৪৮শের মধ্যে বাসবেন্দু ।)
৪৮	লোকচন্দ্র ২য়	১০৬৬।জ্যৈ শু ১	১৫	...	...	৩০	...	...	১৩	৩	৩	৪	৫৮	৩	৭	
৪৯	শ্রুতকীর্ত্তি	১০৭৯।ভা শু ৮	১৩	...	...	৩২	...	...	১৫	৬	৬	৬	৬০	৬	১২	
৫০	ভাবচন্দ্র	১০৯৪।চৈ কৃ ৫	১২	...	...	২৫	...	...	২০	১১	২৫	৫	৫৮	...	...	
৫১	মহীচন্দ্র ২য়	১১১৫।চৈ কৃ ৫	১০	...	...	২৬	...	...	২৫	৫	১৯	৫	৬১	৫	১৫	এই পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে পট্ট
৫২	মাঘচন্দ্র ২য়	১১৪০।ভা শু ৫	১৪	...	...	১৩	...	...	৪	৩	১৭	৭	৩১	৩	২৪	বারানগরে পট্ট ।
৫৩	বৃষভনন্দী	১১৪৪।পৌ কৃ ১৪	৭	...	...	৩৭	...	...	৩	৪	১	৪	৪৭	৪	৫	(পাঠান্তর ব্রহ্মনন্দী পট্ট)
৫৪	শিবনন্দী	১১৪৮।বৈ শু ৪	৯	...	...	৩৯	...	...	৭	৬	১৭	১৪	৫৫	৭	১	বারানগরে পট্ট ।
৫৫	বসুচন্দ্র	১১৫৫।অগ্র শু ৫	১১	...	...	৪০	...	...	...	৭	২৮	৩	৫১	৮	১	বারা । (পাঠান্তর বিশ্বচন্দ্র)
৫৬	সজ্জনন্দী	১১৫৬।শ্রা শু ৬	৭	...	...	৩২	...	...	৪	...	২৪	৫	৪৩	...	২৯	বারা ।
৫৭	ভাবনন্দী	১১৬০।ভা শু ৫	১১	...	...	৩০	...	...	৭	২	...	৩	৪৮	২	৩	বারা ।
৫৮	দেবনন্দী ২য়	১১৬৭।কা শু ৮	১১	...	...	৩০	...	...	৩	৩	২	১০	৪৪	৩	১২	বারা ।(পাঠান্তর শূরকীর্ত্তি)
৫৯	বিদ্যাচন্দ্র	১১৭০।ফা কৃ ৫	১৪	...	...	৩৮	...	...	৫	৫	৫	১৪	৫৭	৫	১৯	বারা ।
৬০	শূরচন্দ্র	১১৭৬।শ্রা শু ৯	১০	...	...	৩৫	...	...	৮	১	২৯	২	৫৩	২	১	বারা ।
৬১	মাঘনন্দী ২য়	১১৮৪।আশ্বি শু ১০	১৪	৩	...	৩২	২	...	৪	১	১৬	৫	৫০	৬	২১	বারা ।
৬২	জ্ঞানকীর্ত্তি	১১৮৮।অগ্র শু ১	১০	...	...	৩৪	...	...	১১	...	৩	৭	৫৫	...	১০	বারা ।
৬৩	গঙ্গাকীর্ত্তি	১১৯৯।অগ্র শু ১১	১৩	...	...	৩৩	...	...	৭	২	৮	১০	৫৩	২	১৮	বারা ।
৬৪	সিংহকীর্ত্তি	১২০৬।ফা কৃ ১৪	৮	...	...	৩৭	...	...	২	২	১৫	১৬	৪৭	৩	১	গোয়ালিয়র ।
৬৫	হেমকীর্ত্তি	১২০৯।জ্যৈ কৃ ৩	১৩	...	...	২৪	...	...	৭	৩	২৭	৬	৪৪	৪	৩	
৬৬	সুন্দরকীর্ত্তি	১২১৬।আশ্বি শু ৩	৬	৯	...	১৯	৩	...	৬	৬	২০	১০	৩২	৭	...	(পাঠান্তর চারুনন্দী)
৬৭	নেমিচন্দ্র ২য়	১২২৩।বৈ শু ৩	৭	...	...	২১	...	...	৭	৮	২৯	৯	৩৫	৯	৮	(পাঠান্তর নেমিনন্দী)
৬৮	নাভিকীর্ত্তি	১২৩০।মা শু ১১	৫	...	...	৩৫	...	...	১	১১	২৬	৪	৪২	...	...	
৬৯	নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১২৩২।মা শু ১১	১৪	...	...	১৩	...	...	৯	...	১৮	১২	৩৬	১	...	(পাঠান্তর নরেন্দ্রাদিয়শঃ)

পর্য্যায়	নাম	পটবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পটস্থ বর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
৭০	শ্রীচন্দ্র ২য়	১২৪১।ফা শু ১১	৭	...	...	২৫	...	...	৬	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭১	পদ্মকীর্ত্তি	১২৪৮।আশ্বি শু ১২	১০	...	...	২২	...	...	৪	১১	২৫	৬	৩৭	...	১	
৭২	বর্দ্ধমান	১২৫৩।আশ্বি শু ১৩	১৮	...	...	৫	...	...	২	১১	২৮	৩	২৬	...	১	
৬৩	অকলঙ্কচন্দ্র	১২৫৬।আশ্বি শু ১৪	১৪	...	...	৩৩	...	...	১	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭৪	ললিতকীর্ত্তি	১২৫৭।কা পূর্ণি	১৩	...	...	২৪	...	...	৪	...	...	৫	৪১	...	৫	
৭৫	কেশবচন্দ্র	১২৬১।অগ্র কৃ ৫	১১	...	...	৩৪	...	...	...	৬	১৫	৬	৪৫	৬	২১	
৭৬	চারুকীর্ত্তি	১২৬২।জ্যৈ শু ১১	১৩	...	...	৩২	...	...	২	৩	২	৭	৪৭	৩	৯	
৭৭	অভয়কীর্ত্তি	১২৬৪।আশ্বি কৃ ৩	১১	২	...	৩০	৫	...	...	৪	১১	৭	৪১	১১	১৮	গোয়ালিয়র।
৭৮	বসন্তকীর্ত্তি	১২৬৪।মা শু ৫	১২	...	...	২০	...	...	১	৪	২২	৮	৩১	৫	...	আজমীরে পট্টস্থল।
৭৯	প্রখ্যাতকীর্ত্তি	১২৬৬।আষ শু ৫	১১	...	...	১৫	...	...	২	৩	১৯	৪	২৮	৩	২৩	আজমীর।
৮০	শান্তিকীর্ত্তি	১২৬৮।কা কৃ ৮	১৮	...	...	২৩	...	...	২	৯	৭	৮	৪৩	৯	১৫	(পাঠান্তর বিশালকীর্ত্তি
৮১	ধর্ম্মচন্দ্র ১ম	১২৭১।শ্রা পূর্ণি	১৬	...	...	২৪	...	...	২৫	...	৫	৮	৬৫	...	১৩	আজমীর।
৮২	রত্নকীর্ত্তি ২য়	১২৯৬।ভা কৃ ১৩	১৯	...	...	২৫	...	...	১৪	৪	১০	৬	৫৮	৪	১৬	আজমীর।
৮৩	প্রভাচন্দ্র ২য়	১৩১০।পৌ শু ১৪	১২	...	...	১২	...	...	৭৪	১১	১৫	৮	৯৮	১১	২৩	সরস্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।
৮৪	পদ্মনন্দী	১৩৮৫।পৌ শু ৭	১০	৭	...	২৩	৫	...	৬৫	...	১৮	১০	৯৯	...	২৮	দিল্লী।
৮৫	শুভচন্দ্র	১৪৫০।মা শু ৫	১৬	...	...	২৪	...	...	৫৬	৩	৪	১১	৯৬	৩	১৫	দিল্লী।
৮৬	প্রভাচন্দ্র ৩য়	১৫০৭।জ্যৈ কৃ ৫	১২	...	...	১৫	...	...	৬৪	৮	১৭	১০	৯১	৮	২৭	দিল্লী। (পাঠান্তর প্রতাপ)
৮৭	জিনচন্দ্র ২য়	১৫৭১।ফা কৃ ২	১৫	...	...	৩৫	...	...	৯	৪	২৫	৮	৫৯	৫	৩	১৫৭২ সম্বতে চিতোরে গচ্ছভেদ হয়। এক দল চিতোরেই থাকে, অপর দল নাগরে গিয়া পৃথক্ স্থরি গ্রহণ করে।
৮৮	ধর্ম্মচন্দ্র ২য়	১৫৮১।শ্রা কৃ ৫	৯	...	...	৩১	...	...	২১	৮	১৩	৫	৬১	৮	১৮	চিতোরে পট্ট।

		পট্টবন্ধ সম্বৎ।			পট্টবন্ধ সম্বৎ।
৮৯	ললিতকীর্ত্তি ২য়	১৬০৩।চৈ শু ৮	৯৬	মহেন্দ্রকীর্ত্তি ১ম	১৭৯২।পৌ শু ১০
৯০	চন্দ্রকীর্ত্তি	১৬২২।বৈ কৃ	৯৭	ক্ষেমেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮১৫।আশ্বি শু ১১
৯১	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৬২।ফা কৃ	৯৮	স্থরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮২২।বৈ কৃ
৯২	নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৯১।কা কৃ ৮	৯৯	স্থখেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৫২।
৯৩	স্থরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৭২২।শ্রা কৃ ৮	১০০	নৈণকীর্ত্তি	১৮৭৯।আশ্বি কৃ ১০
৯৪	জগৎকীর্ত্তি	১৭৩৩।শ্রা কৃ ৫	১০১	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৮৩।আশ্বি শু ১০
৯৫	দেবেন্দ্রকীর্ত্তি ২য়	১৭৭০।মা কৃ ১১	১০২	মহেন্দ্রকীর্ত্তি	১৯৩৮।ফা শু ২

৩ বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্ব—চক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭০০০০০০ পদ।

৪ অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব্ব—দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত পঞ্চ অস্তিকায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচনা। ৬০০০০০০ পদ।

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্ব—পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ।

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব্ব—বাগ্‌গুপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১০,০০০,০০৬ পদ।

৭ আত্মপ্রবাদপূর্ব্ব—আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও তাহার সুখ দুঃখভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০০০,০০৬ পদ।

৮ কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্ব—মানবের কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৮,০০০,০০০ পদ।

৯ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্ব—আত্মার বন্ধনাবস্থা, কর্ম্মের উদয় ও শমাবস্থা, অসৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহ্যাচারের প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। ৮৪০০০০০ পদ।

১০ বিদ্যানুবাদপূর্ব্ব—বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের বিচার। ১১০০০০০০ পদ।

১১ কল্যাণপূর্ব্ব—৬৩ জন শলাকাপুরুষের শুভকার্য্যের পুনরালোচনা। ২৬০,০০০,০০০ পদ।

১২ প্রাণাবায়পূর্ব্ব—ঔষধের বিবরণ। ১৩০০০০০০০ পদ।

১৩ ক্রিয়াবিশালপূর্ব্ব—ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি নির্ণায়ক গ্রন্থ। ৯০,০০০,০০০ পদ।

১৪ লোকবিন্দুসারপূর্ব্ব—এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ১২৫০০,০০০ পদ।

পূর্ব্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০০০,০০৫ পদ আছে।

'পূর্ব্ব' গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রধান বিভাগ; কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

চুলিকা ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম—

১ জলগতা—জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা জলের গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

২ স্থলগতা—স্থলে ভ্রমণ জন্য মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৩ মায়াগতা—ঐন্দ্রজালিক পদার্থের সৃষ্টির জন্য মন্ত্র প্রভৃতি। ২০,৯৮৯,২০০।

৪ রূপগতা—ইচ্ছানুসারে যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৫ আকাশগতা—আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্য মন্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা। পদ ২০,৯৮৯,২০০।

সর্ব্ব চুলিকায় মোট ১০৪৯৪,৬০০০ গুলি পদ আছে।

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পঞ্চ বিভাগে মোট ১০৮৬,৮৫৬০০৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে ১,১২৮,৩৫৮০০৫ গুলি পদ। তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মোট ১৬৩৪৮৩০৭৮৮৮।

১ম পূর্ব্বে ১০টী বস্তু, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, পঞ্চমে ১২, ষষ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২০, নবমে ৩০, দশমে ১৫, অবশিষ্টগুলির প্রত্যেকে ১০টী করিয়া বস্তু বা বিষয় আছে। ১৪ পূর্ব্বে মোট ১৯৫ বস্তু আছে। প্রতি বস্তুতে ২০টী প্রাভৃত আছে; সুতরাং মোট প্রাভৃতের সংখ্যা ৩,৯০০।

অঙ্গবাহ্য ১৪ খানি। তাহাদের নাম যথা—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয়িক, ৬ কৃতিকর্ম্ম, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধ্যয়ন, ৯ কল্পব্যবহার, ১০ কল্পাকল্পবিধানক, ১১ মহাকল্প, ১২ পুণ্ডরীক, ১৩ মহাপুণ্ডরীক, ১৪ অশীতিকসম।

অল্পধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত ১৪ খানি অঙ্গবাহ্য রচিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৮০১০৮১৭৫ গুলি পদ আছে।

জাতিভেদ। অঙ্গাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যায় যে, জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণের বিধান আছে। তাঁহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম্ম উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অসি, মসী, কৃষি, বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প এই ৬টী বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিবে, একমাত্র শস্ত্রই ইহাদের উপজীবিকা। বৈশ্যদিগের কৃষিবাণিজ্য পশুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পশ্চাতে সৃষ্টি করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, ইজ্যা, তৎক্রিয়া অর্থাৎ যাজন, এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

---

(১) "বর্ণাশ্চোৎপাদিতাস্তেন তদানীমাদিবেধসা।" জিনসং ৪।১৪।

(২) "অসির্মষিঃ কৃষির্বিদ্যা বাণিজ্যশিল্পমিত্যপি।
কর্ম্মাণি ষড়্‌বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবনহেতবঃ॥
ত্রয়ঃ ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভিগুণৈঃ।" জিনসং ৪।১২।

(৩) "ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যেঽণুব্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাদ্ভরতেনাস্ত্যবেধসা।" ৪।১৮।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ (৪)। জৈন শাস্ত্র মতে, শূদ্র দুই প্রকার—কারু ও অকারু, রজক চর্ম্মকার প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার দুই প্রকার এক স্পৃশ্য অপর অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্যগণ সমাজবাহ্য অর্থাৎ অব্যবহার্য্য এবং স্পৃশ্যগণ ব্যবহার্য্য (৫)।

আবার জৈনশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি এক, কেবল বৃত্তিভেদ অনুসারে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধিকারী এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে পারে। শূদ্রগণ অভূমি, সেই জন্য সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবে না (৭)।

শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে সকলেরই অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈশ্যের বারদিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র। রাজা ও তপস্বিগণের অশৌচ হয় না। আর্ত্তি, দুর্ভিক্ষ-অস্ত্র, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অস্পৃশ্য লোকের সংস্রবে থাকিলেও চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অশুচি হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী চারি দিনে যে পর্য্যন্ত না স্নান করে, সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকে (৮)। এতদ্ভিন্ন প্রাতোত্থান, শৌচ, আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের ন্যায় গোময়াদি দ্বারা পূজাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে (৯)।

জিনপূজক লক্ষণ। জিনসংহিতায় লিখিত আছে, সুন্দর, সম্যগ্দৃষ্টি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্ ও বিদ্বান্ এইরূপ তিন বর্ণ জিনদেবের পূজায় অধিকারী। কিন্তু শূদ্র, মন্দ প্রকৃতি, অন্তকপরিদূষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দীর্ঘপ্রবাসী, মূর্খ, তন্দ্রালু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুব্ধপ্রকৃতি, দুষ্টাত্মা, দাম্ভিক, মায়িক, অশুচি, বিরূপাঙ্গ এবং যাহারা জিনসংহিতা অবগত নহে, তাহারা জিনদেব পূজার অনধিকারী। জিনপূজক মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পূজা করে, তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গল হয় এবং সেই দেশের রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জিনপূজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সংগুণশালী পূজক নিযুক্ত করিয়া পূজা সম্পন্ন হইলে নানাপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়।

---

(৪) "অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া।
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্পিতম্॥" ৪।১৯।

(৫) "তেষাং শুশ্রূষণে শূদ্রাস্তে দ্বিধা কার্ব্বকারবঃ।
কারবো রজকাদ্যাঃ স্যুস্ততোঽন্যে স্যুরকারবঃ॥
কারবোপি মতা দ্বিধা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিকল্পতঃ।
তত্রাস্পৃশ্যাঃ প্রজাবাহ্যাঃ স্পৃশ্যাঃ স্যুর্কর্ত্তৃকাদয়ঃ॥" ৪।১৬-১৭।

(৬) "মনুষ্যজাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োদ্ভবা।
বৃত্তিভেদা হি তদ্ভেদা চাতুর্বিধ্যমিতিশ্রিতাঃ॥" ৪।২০।

(৭) "নীচাঃ স্যুরবগন্তব্যাঃ শূদ্রা এতে হ্যভূময়ঃ। ২৪
শূদ্রাণামুপনীত্যাদিসংস্কারো নাভিসম্মতঃ।
যন্নেতে জিনদীক্ষার্হা বিদ্যাশিল্পোচিতান্বয়াঃ॥ ২৬
অযোগ্যতা চ তত্রৈষামভূমিত্বাৎ সুসংস্কৃতেঃ।
নীচান্বয়ে হি সংভূতিঃ স্বভাবাত্তদ্বিরোধিনী॥ ২৭
ত্রৈবর্ণিকেন বোঢ়ব্যা স্যাত্রৈবর্ণিককন্যকা।
শূদ্রৈরপি পুনঃ শূদ্রাস্বাপবাস্যা ন জাতুচিৎ॥" ২৯।
দিগম্বরাচার্য্য চন্দ্রপ্রভস্বরিকৃত জিনসংহিতা ৪ পরি°।

(৮) "সূতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাপ্নুয়াৎবান্ধবানপি।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চবাসরান্॥ ৩৯
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যান্নৈতন্নৃপতপস্বিনোঃ॥ ৪০॥
আর্ত্তিদুর্ভিক্ষশস্ত্রাগ্নিজলপাতাদিনা মৃতৌ।
নাশৌচং গোত্রজানাং স্যাদ্দেশান্তরমৃতাবপি॥ ৪১
তথৈব ন ভবেচ্চোলাৎ পূর্ব্বং বালমৃতাবপি।
অস্পৃশ্যজনসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশুঃ॥ ৪২
আস্নানাদশুচিঃ পুষ্পবতী তদ্দর্শনাৎ পরম্।
স্নানং চার্ত্তবসংদৃষ্টিদিবসাত্তুর্য্যবাসরে॥" ৪।৪৩।

(৯) "গোময়ৈর্মৃতনৈঃ শুদ্ধৈঃ সমার্জ্জিতমহীতলে॥" ৮।৪।

(১০) "ত্রৈবর্ণিকো হ্যভিরূপাঙ্গসম্যগ্দৃষ্টিরণুব্রতী।
চতুরঃ শৌচবান্ বিদ্বান্ যোগ্যঃ স্যাজ্জিনপূজনে।
ন শূদ্রঃ স্যান্নদুর্দৃষ্টির্ন পাপাচারপণ্ডিতঃ।
ন নিকৃষ্ট ক্রিয়াবৃত্তির্নান্তকপরিদূষিতঃ॥
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গো নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ।
নাবিদগ্ধো ন তন্দ্রালু নাতিবৃদ্ধো ন বালকঃ॥
নাতিলুব্ধো ন দুষ্টাত্মা নাতিমানী ন মায়িকঃ।
নাশুচি র্ন বিরূপাঙ্গো নাজানন্ জিনসংহিতাং।
নিষিদ্ধঃ পুরুষোদেব যদ্যর্চ্চেৎ ত্রিজগৎ প্রভুং।
রাজরাষ্ট্রবিনাশঃ স্যাদ্দর্ত্তৃকারকয়োরপি॥" (জিনসং ৩।২-৫)

জিনপ্রতিষ্ঠাবিধি। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে বিশুদ্ধ জলে পূজিত পীঠ প্রক্ষালিত করিবে। সমস্ত দিন অনশন থাকিয়া উহার অধিবাস করিবে। পরে ঐ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে দীপ সকল প্রজ্বলিত করিবে। দর্ভমালা পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিবে। পরে এই পুষ্পমণ্ডপে জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা হইলে তাহার উপরি সরন্ধ্রক জলপূর্ণ একটী ঘট স্থাপন করিবে। আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুম্ভের অধোভাগে প্রতিবিম্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুর্দ্দিকে যথাবিধি অগ্নি প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)।

তাহার পর দর্ভ প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। তদনন্তর অগ্নিত্রয়কে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ পূর্ব্বক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়।

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি-
রত্নপ্রভাপটলপাটলিতাঙ্ঘ্রিযুগ্মং।
নত্বা জিনেন্দ্রমথ তৎ প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা
প্রস্তাবনায় কুসুমাঞ্জলিমুৎক্ষিপামি ॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভূমি শুদ্ধি করিয়া ওঁ হ্রাং অর্হদ্ভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সিদ্ধেভ্যঃ স্বাহা ওঁ হ্রীং সূরিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রৌং পাবকেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সর্ব্বসাধুভ্যঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টী পত্রে জয়া, জলা, বিজয়া, মোহা, অজিতা, স্তম্ভা, অপরাজিতা, স্তম্ভিনী এই ৮টী লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, জ্বালা, মালিনী, মানবী, বৈরাটী, অচ্যুতা, মানসী, মহামানসী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রাঙ্কুশা, অপ্রতিচক্রা, পুরুষদত্তা ১৬টী পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। পরে ২৪টী পত্রে মরুদেবী, বিজয়া, সুষেণা, সিদ্ধার্থা, মঙ্গলা, সুসীমা, পৃথিবী, লক্ষ্মণা, জয়রামা, সুনন্দা, নন্দা, জয়াবতী, শ্যামা, সুপ্রভা, সুব্রতা, অচিরা, শ্রীকান্তা, মিত্রসেনা, প্রভাবতী, সোমা, পিপ্পলা, শিবদেবী, বামা, প্রিয়কারিণী এই ২৪টী জিনমাতৃকা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। ৩২টী পত্রে অসুর, নাগ, সুপর্ণ, দ্বীপ, উদধি, স্তনিত, বিদ্যুৎ, দিক্, অগ্নি, বায়ু, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্দ্র, আদিত্য ইত্যাদি ৩২টী দেবেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। প্রত্যেক দেবতার আদিতে ওঁকার ও অন্তে স্বাহা এবং নাম চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে আকরশুদ্ধি করিবে। সুগন্ধি পুষ্পবাসিত অগুরু চন্দন প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসদ্বারা "স্নাপয়ামি স্বাহা" বলিয়া স্নান করাইবে।

"ওঁ কালাগুরুকর্পূরশর্করাহরিচন্দনৈঃ।
কল্পিতেন সুধূপেন পূজয়ামি জগদ্‌গুরুং ॥" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে।

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে। জিনদেবের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে হয়। জিনসংহিতার মতে—যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় এবং অশেষ সুখসম্পদ লাভ করে (১৩)।

এতদ্ভিন্ন জিনসংহিতায় সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপূজা, হোম, আরতী, বলি, বিসর্জ্জন, নিত্যপূজা, স্নান, কলসস্থাপন, কার্ত্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব, অঙ্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, ভূমিপরীক্ষা, বাস্তুযাগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ।

দিগম্বর-মত।—মহাবীরের নির্ব্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে (৮৩ খৃঃ অব্দে) দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কুন্দকুন্দাচার্য্যের গ্রন্থাবলী প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কুন্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধ। জিন-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কমলপালের অনুরোধে

---

(১১) "তৎপ্রতিষ্ঠাপনাৎ পূর্ব্বদিনে শুদ্ধজলে ততঃ।
অর্চ্চিতাং ক্ষালিতাং পীঠাং সোপবাসো হধিবাসয়েৎ ॥
প্রাগেবোপরি তত্রার্য্যঃ কল্পয়েৎ পুষ্পমণ্ডপং।
দর্ভমালাবৃতং দীপদীপ্রং যবনিকান্বিতং ॥
প্রতিমাচেদচাল্যাস্তাদূপর্য্যস্তাঃ সরন্ধ্রকং।
লম্বমানঘটং স্থরির্বগ্নীয়াদম্বুপূরিতং ॥
সৌধী চেৎ প্রতিমা শ্রেয়ং সংক্রান্তপ্রতিবিম্বকং।
দর্পণং সংশ্রবদ্ধারি কুম্ভস্যাধো নিবেশয়েৎ ॥
অগ্নিঞ্চ জুহুয়াৎ দিক্ষু প্রোক্ষণাদ্যস্ত তদ্বিধৌ।
ততঃ শুদ্ধৈঃ পুরস্তস্যাঃ পাবকং জুহুয়াৎ কুশৈঃ।
ততশ্চাগ্নিত্রয়ং প্রার্চ্চেৎ পবিত্রং পরমেষ্ঠিনং।"
(জিনসংহিতা ৬ পং ১—৬)

(১২) "ওঁকার পূর্ব্বং স্বাহান্তং নাম চতুর্থ্যন্তং স্থাপয়েৎ।"

(১৩) "স্বস্তিশ্রী সুখসিদ্ধিবৃদ্ধিবিভবপ্রথ্যাতে যঃ পূজ্যতা
কীর্ত্তিঃ ক্ষেমমগণ্যপুণ্যমহিমা দীর্ঘায়ুরারোগ্যবৎ ॥
সৌভাগ্যং ধনধান্যসম্পদচয়ং ভদ্রং শুভং মঙ্গলং
ভূয়াদ্ভব্যজনস্য ভাস্বতি জিনাধীশে প্রতিষ্ঠাপিতে ॥"
(জিনসংহিতা ৬ পং)

হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক প্রবচনসার, সকলকীর্ত্তি-রচিত প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার, তত্ত্বার্থসার, উমাস্বামি-রচিত তত্ত্বার্থাধিগম বা জৈনসূত্র দিগম্বরদিগের মত-প্রতিপাদ্য প্রধান গ্রন্থ।

দিগম্বরদিগের মতে তীর্থঙ্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতিশয় মান্য করা কর্ত্তব্য। পরমেষ্ঠিদিগকে অর্চ্চনা করিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয়। যাহারা সম্যগ্দর্শন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীব আত্মচারিত্র দ্বারা দেব, অসুর ও মানবদিগের উপর প্রভুত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে (১)। এই চারিত্র সাম্যদর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হেমাচার্য্য প্রবচন-টীকায় লিখিয়াছেন চারিত্র দ্বিবিধ—বীতরাগ অর্থাৎ কামনাশূন্য এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম প্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারে প্রভুত্ব লাভ হয়। চারিত্র এবং ধর্ম্ম এক পদার্থ। ধর্ম্ম বলিতে সাম্য বুঝায়। মনুষ্য যখন মোহ ও ক্ষোভাধিকারের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তখন আত্মা কিম্বা আত্মার পরিণাম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্মা তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। মূর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, ও সংসারাক্ত ব্যক্তির আত্মাই বহিরাত্মা। বিশ্বাসী, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিকগণের আত্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের আত্মাই পরমাত্মা।

কোন বস্তুর পরিণত অবস্থা সেই বস্তুর ধ্বংস পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, অতএব আত্মার ধর্ম্ম অবস্থা পরিণত হইলে আত্মা ও ধর্ম্মে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্ম্মই আত্মার উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)।

আত্মার তিনপ্রকার উন্নতি বা পরিণতি। জীব উন্নতিশীল ও ও পরিবর্ত্তনশীল। দান, অর্চ্চনা ও উপবাসাদি আচরণ দ্বারা ক্রমে শুভ হয় এবং বিপরীত আচরণ দ্বারা ক্রমে অশুভ ঘটে। জীব বাসনাপরিশূন্য হইয়া উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইলে পবিত্র ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণাম নাই যাহা পদার্থ বহির্ভূত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বলিলেই কোন দ্রব্য, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুঝায় (৪)।

জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন আত্মা ধর্ম্মে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা শুভ ভাব অনুভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম্ম সদনুষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন স্বর্গসুখ অনুভূত হইয়া থাকে (৫)।

আত্মার পরিণাম অশুভ ও দোষযুক্ত হইলে জীব অতিশয় নীচ, পশু অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে (৬)।

অত্যুন্নত পরিণাম ও তাহার ফল।—শুদ্ধ আচরণ দ্বারা আত্মা অত্যুন্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্দ্রিয়াতীত নানাবিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর সুখ অনুভব করে (৭)।

শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইহারা প্রত্যেক বস্তু ও তাহার কারণ সম্যক্ অবগত আছেন। ইহারা ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ইহারা নিষ্কাম, ইহাদিগের নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

যিনি পবিত্র আচরণ দ্বারা অন্তরে সর্ব্বদা শুদ্ধভাব অনুভব করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ হইতে বিমুক্ত এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে সমর্থ।

যে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ দ্বারা আত্মার চরম-পরিণাম প্রাপ্ত করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজাদিগেরও নিকট মান্য প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি স্বয়মাত্মা এবং স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত হন (৮)।

---

(১) "তেসিং বিশুদ্ধদংসণণাণপধাণাসমং সমাসিজ্জ।
উবসংপয়ামি সম্মং জত্তো নিব্বাণসংপত্তী ॥ ১।৫।
সংপজ্জদি নিব্বাণং দেবাসুরমণুয়রায়বিহবেহিং।
জীবস্স চরিত্তাদো দংসণণাণপ্পহাণাও ॥" ১।৬ প্রবচনসার।
"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ। ১
তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্ ॥" জৈনসূ° ১।২।

(২) "চারিত্তং খলু ধম্মো ধম্মো জো সো সমো ত্তি ণিদ্দিট্‌ঠো ॥
মোহক্খোহবিহুণো পরিণামো অপ্পণোধ সমো ॥" প্রব° ১।৭।

(৩) "পরিণমদি যেন দব্বং তক্কালং তম্ময়ং ত্তি পণ্ণত্তং।
তম্‌হা ধম্মপরিণদো আদা ধম্মো মুণেয়ব্বো ॥" ১।৮।

(৪) ণত্থি বিণা পরিণামং অত্থো অত্থং বিণেহ পরিণামো।
দব্বগুণপজ্জয়ত্থো অত্থো অত্থিত্তণিব্বত্তো ॥ ১।১০ ॥

(৫) "ধম্মেণ পরিণদপ্পা অপ্পা যদি সুদ্ধসংপওগজুদো।
পাবদি নিব্বাণসুহং সুহোবজুত্তো ব সগ্গসুহং ॥" ১।১১।

(৬) "অসুহোদয়েন আদা কুণরো তিরিও ভবিয় ণেরইয়ো।
দুক্খসহস্সেহিং সদা অভিদ্দুদো ভমদি অচ্চন্তং ॥" ১২

(৭) "অদিসয়মাদসমুত্থং বিসয়াতীদং অণোবমমণংতং।
অব্বুচ্ছিন্নং চ সুহং সুদ্ধবওগপ্পসিদ্ধাণং ॥" ১।১৩।

(৮) "তহ সো লদ্ধসহাবো সব্বণ্হূ সব্বলোগপদিমহিদো।
ভূদো সযমেবাদা হবদি সয়ংভুত্তি নিদ্দিট্‌ঠো ॥" ১।১৬।

এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেগুলির নাশ হয় না এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়.—তাহার স্ফূরণ হয় না। এই অবস্থায় জীবের মানসিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয় ক্রিয়া একত্র কর্ম্মশীল হইয়া তাহার অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা উৎপাদন করে।

কোন বস্তুর পরিণামের সহিত সেই বস্তুর যুগপৎ উৎপত্তি ও বিলয় সম্বদ্ধ। সেই বস্তুর কোন বিষয়ে উন্নত পরিণাম ও তদ্বহির্ভূত বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি দ্রব্যেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই দ্রব্যের পরিণাম, পরিবর্ত্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায়। বস্তুর উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হইলেও স্থূলতঃ বস্তুটী একরূপই থাকিয়া যায় (৯)।

জীবের ঘাতিকর্ম্ম* দূরীভূত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ থাকে না; ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও তিনি সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও সুখে পরিণত হন (১০)।

পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর) কোন প্রকার দৈহিক সুখ বা দুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়—তিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া পড়েন। তাহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১১)।

পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের ন্যায় তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকরণ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয় না (১২)।

যে ব্যক্তি পবিত্র জ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন এবং যাহার ইন্দ্রিয়শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় না, তাহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় নহে।

আত্মা জ্ঞানময় ও ব্যাপক। জ্ঞান বস্তুব্যাপক। জ্ঞেয় বস্তু লোক এবং অলোক (শূন্য)। সুতরাং জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী (১৩)।

যাহারা আত্মাকে জ্ঞানের ন্যায় ব্যাপক বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নতুবা বৃহত্তর। যদি আত্মা জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান নিজে কিছুই জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন। জ্ঞান বড় হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য স্থানেও জ্ঞান থাকিবার সম্ভব। আর জ্ঞানাপেক্ষ আত্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র আত্মা থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথায় জ্ঞান থাকিবার কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, যে যে স্থানে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে আত্মা অচেতন, অন্যত্র চেতন (১৪)।

জিন-সাধুগণ সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্ব্ব দ্রব্যই তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান।

প্রবচনসারে লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্মা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বলিতে জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। যথা সুখ, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)।

কর্ম্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে। কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যদি কর্ম্মফলে ভ্রমেচ্ছা অথবা ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই কর্ম্ম শৃঙ্খল অথবা বন্ধের কার্য্য করে; আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ-

---

(৯) "উপ্পাদো য বিণাসো বিজ্জদি সব্বস্স অথজাদস্স।
পজ্জাএণ দু কেণবি অথো খলু হোদি সব্ভূদো॥"
(প্রবচনসার ১।১৮।)

* কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত, ঘাতী এবং অঘাতী। ঘাতিকর্ম্ম পঞ্চবিধ—১ জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ২ দর্শনাবরণীয় অর্থাৎ জৈনমত-সিদ্ধ ত্রয়ীকার্য্যে অবিশ্বাস; ৩ মোহনীয় অর্থাৎ বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত মত নির্ব্বাচনে সন্দেহ ও অসামর্থ্য উৎপাদক; ৪ আন্তর্য অর্থাৎ চিরসুখপথের কণ্টক।

অঘাতী কর্ম্মও চতুর্ব্বিধ। ১ম বেদনীয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস; ২ নামিক অর্থাৎ পৃথক্ নামবিশিষ্ট ব্যক্তির সত্তায় বিশ্বাস; ৩ গোত্রিক অর্থাৎ অর্হৎদিগের শিষ্যসম্প্রদায় ভুক্তিতে জ্ঞান; ৪ যুক অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। (গোবিন্দানন্দ)

(১০) "পখ্কীণঘাদিকম্মো অনন্তবরবীরিও অধিকতেজো।
জাদো অদিন্দিও সো ণানং সোখ্কং য পরিণমদি॥" ১৯

(১১) "সোখ্কং বা পুণ দুখ্কং কেবলণাণিস্স ণথি দেহগদং।
জম্হা অদিন্দিয়ত্তং জাদং তম্হা দু তং ণেয়ং॥" ১।২০।

(১২) পরিণমদো খলু ণাণং পচ্চখ্কা সব্বদব্বপজ্জায়া।
সো ণেদ তে বিজাণদি ওগ্গহপুব্বাহিং কিরিয়াহিং॥" ১।২১।

(১৩) "আদা ণাণপমাণং ণাণং ণেয়প্পমাণমুদ্দিট্ঠং।
ণেয়ং লোগালোগং তম্হা ণাণং তু সব্বগয়ং॥" ১।২৩।

(১৪) "ণাণপ্পমাণমাদা ণ হবদি জস্সেহ তস্স সো আদা।
হীণো বা অধিগো বা ণাণাদো হবদি ধুবমেব॥
হীণো জদি সো আদা তণ্ণাণমচেদণং ণ জাণাদি।
অধিগো বা ণাণাদো ণাণেণ বিণা কহং ণাদি॥" ১।২৬।

(১৫) "ণাণং অপ্পত্তি মদং বট্টদি ণাণং বিণা ণ অপ্পাণং।
তম্হা ণাণং অপ্পা অপ্পা ণাণং য অন্নং বা॥ ১।২৭
পরিণমদি ণেয়মট্ঠং ণাদা জদি ণেব খাইয়ং তস্স।
ণাণং ত্তি তং জিণিন্দাং খবয়ন্তং কম্মমেবুত্তা॥ ১।৪২।

পত্তি না হয়, তবে কর্ম্ম হেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোন কার্য্য করিতে হয়; এমন কি অর্হৎদিগকেও দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু এ কার্য্যগুলি স্বাভাবিক; ইহা দ্বারা তাহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং এই কর্ম্ম তাঁহাদিগের বন্ধন স্বরূপ হইতে পারে না। যদ্দারা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বস্তুর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ক্ষায়িক কহে, (কারণ কর্ম্মের ধ্বংস ক্ষমতা অথবা ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়।) কিন্তু যে জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমানুসারে একটীর পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, তাহাকে ক্ষায়িক অথবা অবিনশ্বর কিম্বা সর্ব্বব্যাপী বলা যাইতে পারে না।

কেবলীর সুখ ইন্দ্রিয়গত নহে। এই সুখ শুভোপযোগ অর্থাৎ মানসিক শুভানুভব হেতু উৎপন্ন হয়।

যাহারা দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চ্চনা করে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাসাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে শুভোপযোগী বলা হইয়া থাকে। শুভোপযোগ অনুষ্ঠান করিলে আত্মা পশ্ববস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই তিন অবস্থায়ই সুখানুভব করিতে পারে। এই সুখ শরীর-নিবদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট। এই সুখানুভব করিলে বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং আত্মা তৃপ্তিলাভ না করিয়া বরং অস্থির হইয়া পড়ে। সুতরাং এই প্রকার সুখ ও অশুভোপযোগ হেতু পাপ-পরিণামে যে দুঃখ এই উভয়ের মধ্যে অল্প প্রভেদই লক্ষিত হয়। উক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখ কিছুই মানবের কামনা বিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মোহ, রাগ (বাসনা) ও দ্বেষ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জিন-প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রকৃত জ্ঞান-ময় চেতন আত্মারূপে অন্যান্য অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখভোগ করিতে সমর্থ।

দিগম্বর-মতাবলম্বী কুন্দকুন্দাচার্য্যের মতে জ্ঞেয় বলিতে সগুণ দ্রব্য এবং তাহার পর্য্যায় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্ত্তন বুঝায়। গুণ দ্রব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভাবে গুণ থাকিতে পারে না। গুণই দ্রব্যের বিস্তৃতি। পরিণাম বা পরিবর্ত্তন কালের সহিত সম্বদ্ধ। সাময়িক পরিণামই দ্রব্যের দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। দ্রব্য এবং গুণ উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল। অনেকগুলি দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন পরিবর্ত্তনকে দ্রব্য-পর্য্যায় কহে। দ্রব্যপর্য্যায় দুই প্রকার; ১ম সদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম।

সদৃশ পদার্থের আণবিক মিশ্রণে প্রথম প্রকার পর্য্যায় উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্কন্ধ কহে যথা দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু (১৭) প্রভৃতি। জীব এবং পুদ্গলের মিশ্রণে দ্বিতীয় প্রকার পর্য্যায় উৎপন্ন হয়, যথা—মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি।

গুণের বিকার বা পরিবর্ত্তনও দুই প্রকার। ১ম, একই দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা ন্যূনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ পদার্থের গুণের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার।

স্বভাবতঃ দ্রব্য সগুণ ও পরিবর্ত্তনশীল এবং যুগপৎ উৎপত্তিবিনাশশীলও বটে। এইরূপ অবস্থাকে সত্তা কহে (১৮)। যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পরিণাম পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদিগকে একই পদার্থরূপে গণ্য করা উচিত; কারণ একটীর অভাবে অন্যটীর সত্তা উপলব্ধি হয় না। একটী পুরাতন মৃণ্ময় পাত্র ভাঙ্গিয়া একটী নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই মৃত্তিকা দেখিতে পাই। পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্যার্থিকনয় এবং পর্য্যায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিবেচনা করি যে কথিত মৃৎপাত্রটী নির্ম্মাণে যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পর্য্যায় বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম প্রকারে দেখিলে আমরা এই বিবেচনা করি যে পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এমন কিছু নির্ম্মাণ করা হয় নাই অর্থাৎ দ্রব্যটী নূতন পদার্থ নহে। সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ কার্য্য দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম প্রকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে একই দ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় স্বীকারও করা যাইতে

(১৬) "দেবদজদিগুরুপূজাসু বেব দাণম্মি বা সুসীলেসু।
উববাসাদিসু রত্তো সুহোবওগপ্পগো অপ্পা ॥ ১।৬৯।
জুত্তো সুহেণ আদা তিরিয়ো বা মাণুসো ব দেবো বা।
ভূদো তাবদকালং লহদি সুহমিন্দিয়ং বিবিহং ॥" ১।৭০।

(১৭) "অণবঃ স্কন্ধাশ্চ।" জৈনসূ° ৫।২৬।

(১৮) "সদ্দ্রব্য লক্ষণম্। ২৯। উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ।" জৈনসূ° ৫।৩০।

পারে, অস্বীকারও করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সপ্তভঙ্গী-নয়ের (সাত প্রকার স্বীকারবাদের) উৎপত্তি হইয়াছে। স্যাদ-স্তিবাদে কোন বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে; স্যান্নাস্তিবাদে আবার সেই বস্তরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে। স্যাদস্তিনাস্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বস্তর সত্ত্বা ও অসত্ত্বা প্রচার করা যাইতে পারে। একরূপ বিচারকালে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে চিন্তা করিলে সেই বস্তকে স্যাদব্যক্তব্য বলা যাইতে পারে না।

সেইরূপ কোন কোন সময় স্যাদস্তি-অবক্তব্য, স্যান্নাস্তি অবক্তব্য এবং স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য সমভাব হইতে পারে না। উক্ত সপ্তভঙ্গীনয়ের অর্থ এই যে একই বস্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্ববস্তর আকারে বিগুমান থাকিতে পারে না। একই বস্ত এক স্থানে থাকিলে অন্যত্র থাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্য সময়ে থাকে না। এই মত দ্বারা এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, দ্রব্যের কোন নিশ্চয়তা নাই, কেবল মাত্র সমভাব্য লইয়া আমাদিগের কাল কাটাইতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি সত্য; সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বকালে নহে।

দ্রব্যবিশেষ ও তাহার গুণ। দ্রব্য জীব এবং অজীব এই দুইভাগে বিভক্ত। জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানময়, আর অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য। অচেতন পঞ্চবিধ যথা—পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ দুই ভাগে বিভক্ত—লোক এবং অলোক। লোক জীব এবং প্রথম চারিপ্রকার অচেতন পদার্থ-পরিপূর্ণ; অলোক শূন্যময়। কতকগুলি গুণকে মূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরগুলিকে অমূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য কহে। পুদ্গলের দ্রব্যের গুণা-বলী মূর্ত্ত, অপর দ্রব্যের গুণরাশি অমূর্ত্ত। আকাশের একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। কোন দ্রব্যের অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অন্য বস্ত অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্ম্মগুণে জীবের সহিত সংস্পৃষ্ট পুদ্গল প্রচালিত হয়। অধর্ম্ম গুণে জীব পুদ্গল স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিণাম উৎপন্ন হয়। জীব অথবা আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকৃতির তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব অবস্থায় জীব অথবা আত্মার চারি প্রকার প্রাণ আছে, যথা ১ ইন্দ্রিয়প্রাণ, ২ বলপ্রাণ, ৩ আয়ুঃপ্রাণ, ৪ প্রাণাপান-প্রাণ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটী পঞ্চ ও দ্বিতীয়টী ত্রিবিধ। সর্ব্বশুদ্ধ ১০ প্রকার প্রাণ। পুদ্গল হেতু চারিপ্রকার প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং দ্বেষ থাকায় পুদ্গল জাত কর্ম্মে ও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হয় এবং কর্ম্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার কালে অন্যান্য কর্ম্মবন্ধন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। যে পর্য্যন্ত আত্মা শরীর এবং অন্যান্য বাহ্য দ্রব্যের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মদ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুদ্গলজাত কর্ম্ম এবং নাম হেতু আত্মা দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাক্য সকলই পুদ্গলের ফল এবং পুদ্গলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুদ্গল হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ; কারণ আত্মা পুদ্গলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুদ্গল স্পৃষ্ট দ্রব্যের প্রতি কামনা বা দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫)।

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎ-পাদন করে। যদিও আত্মা পুদ্গলের সহিত সংস্পৃষ্ট, তথাপি আত্মা দ্বারা পুদ্গলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্মা কামনা অথবা দ্বেষ জন্য জ্ঞানাবরণাদি দ্বারা শুভ অথবা অশুভ অবস্থায় পরিণত হইলে পুদ্গল অষ্টবিধ কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংস্পৃষ্ট হওয়ায় কর্ম্মে আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাগদ্বেষমোহযুক্ত পরিণামই আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুদ্গলের ক্রিয়া।

(২০) "অজীবকায়াধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলাঃ।" জৈনসূ° ৫।১।

(২১) "আকাশস্যাবগাহঃ।" উমাস্বামিকৃত জৈনসূত্র ৫।১৮।

(২২) "শরীরবাঙ্মনঃ প্রাণাপানাঃ পুদ্গলানাং।" জৈনসূ° ৫।১৯।

(২৩) "আদা কম্মমলিমসো ধারদি পাণে পুণো পুণো অণ্ণে।
ণ জহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেসু বিসয়েসু॥"
প্রব° ২।২৪।

(২৪) "ণরণারয়তিরিয়সুরা সংঠাণাদীহিং অণ্ণহা জাদে।
পজ্জায়া জীবাণং উদয়াদু হি ণামকম্মস্স॥" ২।২৭।

(২৫) "মুত্তো রূবাদিগুণো বজ্ঝদি ফাসেহিং অণ্ণমণ্ণেহিং।
তব্বিবরীদো অপ্পা বজ্ঝদি কিধ পুগ্গলং দব্বং॥ ২।৪৭।
রূবাদিএহিং রহিদো পেচ্ছদি জাণাদি রূবমাদীণি।
দব্বাণি গুণে য জধা তধ বন্ধো তেণ জানাহি॥" ২।৪৮।

(২৬) "কুব্বং সহাবমাদা হবদি হ কত্তা সগস্স ভাবস্স।
পোগ্গলদব্বময়াণং ণ দু কত্তা সব্বভাবাণং॥" ২।৫৮

(২৭) "পরিণমদি জদা অপ্পা সুহম্মি অসুহম্মি রাগদোসজুদো।
তং পবিসদি কম্মরয়ং ণাণাবরণাদিভাবেহি॥" ২।৬১

(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিজ অধিকৃত দ্রব্যের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারে, বরং আমিত্ব (এই আমি অর্থাৎ নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব) এবং মমত্ব (এইটী আমার, এই দ্রব্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি রূপ) বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথগামী হয়। আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, আমি জ্ঞানমাত্র ; যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আপনাকে আত্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে দর্শনভূত অথচ ইন্দ্রিয়াবিষয়ীভূত, শরীর, ধন, রত্ন, সুখ, দুঃখ, মিত্র, অমিত্র প্রভৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তিকে অবিনশ্বর মনে করেন, তিনিই মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাঁহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান জন্মে ; তখন তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (২৯)।

বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান, ভক্তি, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য্য লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের উপায় আটটী। বীর্য্যাচার দ্বারা আত্মার ক্ষমতা পরিস্ফুট ও বিকসিত হয়।

শ্রমণ হইতে যাঁহার ইচ্ছা তিনি যথাজাত রূপ ধারণ করিবেন। জৈনশাস্ত্র-আদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডন করিবেন ; তিনি কোন প্রকার ধন রত্ন রাখিবেন না ; হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার দ্রব্যের মমতা ও সংস্রব ত্যাগ করিবেন, উপযোগশুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে সর্ব্বদা রত থাকিবেন ; তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদাই পবিত্র হইবে ; তিনি আত্মপর কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর কোনকালে নির্ভর করিবেন না (৩০)। পরে তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ মত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন। এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের অবশ্যকর্ত্তব্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতায় ভঙ্গ হইলে শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হয়। নিয়মগুলি এই—১ম ব্রত (ক), ২ ব্রতরক্ষার জন্য সমিতি (খ), ৩ ইন্দ্রিয়রোধ, ৪ কেশমুণ্ডন, ৫ আবশ্যকাচার (গ), ৬ অচেল, ৭ অস্নান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ অদন্তধাবন, ১০ স্থিতিভোজন ও ১১ একাহার। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮টী বাহ্য আচার আছে (৩১)। যদি দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধপ্রক্রিয়া দ্বারা এই দোষ দূর করিতে হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটীকে আলোচনা কহে। যদি মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রতাচারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রজ্ঞ কোন শ্রমণের নিকট যাইয়া তাঁহার দোষ স্বীকার করিবেন এবং সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। যখন কোন

---

(২৮) "পরিণামাদো বন্ধো পরিণামো রাগদোসমোহজুদো।
অসুহো মোহপদেসো সুহো ব অসুহো হবদি রাগো ॥"২।৫৪

(২৯) "এসো বন্ধসমাসো জীবাণং ণিচ্ছএণ ণিদ্দিট্ঠো।
অরহন্তেণ জদীণং ব্যবহারো অন্নহা ভণিদো ॥
ণ জহদি জো দু মমত্তিং অহং মমেদন্তি দেহদবিণেসু।
সো সামণ্ণং চত্তা পড়িবণ্ণো হোই উম্মগ্গং ॥
ণাহং হোমি পরেসিং ণ মে পরে সন্তি ণাণমহমেক্কো।
ইদি জো ঝায়দি ঝাণে স অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥
এবং ণাণপ্পাণং দংসণভূদং অতিন্দিয়মহত্থং।
ধুবমচলমণালম্বং মণ্ণেহিং অপ্পগং সুদ্ধং ॥
দেহা বা দবিণা বা সুহদুক্খা বাধ সত্তুমিত্তজণা।
জীবস্স ন সন্তি ধুবা ধুবোবওগপ্পগো অপ্পা ॥
জো এবং জাণিত্তা ঝাদি পরং অপ্পগং বিশুদ্ধপ্পা।
সাগারো ণাগারো খবেদি সো মোহদুগ্গংঠিং ॥
জো ণিহদমোহগংঠী রাগপদোসো খবিয় সামণ্ণে।
হোজ্জং সমসুহদুক্খে সো সোক্খং অক্খয়ং লহদি ॥
জো খবিদমোহকলুসো বিসয়বিরত্তো মণো ণিরুন্ধিত্তা।
সমবট্ঠিদো সহাবে সো অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥"২।৬৩-৭০।

(৩০) "জধ জাদরূবজাদং উপ্পাড়িদকেসমংসুগং সুদ্ধং।
রহিদং হিংসাদীদো অপ্পড়িকম্ম হবদি লিঙ্গং ॥ ৩।৪।
মুচ্ছারম্ভবিজুত্তং জুত্তং উবওগজোগসুদ্ধীহিং।
লিঙ্গং ণ পরাবেক্খং অপুণব্ভবকারণং জেনং ॥" ৩।৫।

(ক) ব্রত অথবা মহাব্রত পঞ্চবিধ যথা—১ অহিংসা, ২ সুনৃত (সত্য ও প্রিয় কথা) ৩ অস্তেয়, ৪ ব্রহ্মচর্য্য (সচ্চরিত্র), ৫ আকিঞ্চন্য (দরিদ্রতা।)

(খ) ১ ইর্য্যাসমিতি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, শকট প্রভৃতি যে পথে যায় সেই পথ দিয়া গমন এবং কোন প্রাণীর মৃত্যু যাহাতে না ঘটে তদ্বিষয়ে সতর্ক ; ২ ভাষাসমিতি অর্থাৎ মৃদু, প্রিয়, সাধু ও ন্যায্য কথা কহা ; ৩ এষণাসমিতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাপক্ষালনের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে ভিক্ষাগ্রহণ ; ৪ আদাননিক্ষেপণাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের জন্য দ্রব্যগ্রহণ ও রক্ষণ ; ৫ পরিষ্ঠাপনাসমিতি অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির কার্য্যসমাপন।

(গ) আবশ্যক আচার ছয়টী—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রমণ, ৫ প্রত্যাখ্যান, ৬ কায়োৎসর্গ।

(৩১) "বদসমদিন্দিয়রোধো লোচাবস্সকমচেলমণ্হাণং।
খিদিসয়ণমদন্তবণং ঠিদিভোয়ণমেয়ভত্তং চ ॥

শ্রমণ একা অথবা অন্য শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন যাহাতে তাঁহার ব্রত ভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং তাহার পবিত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশিক্ষায় রত হন এবং অষ্টাবিংশ প্রকার অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি তাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি বন্ধনস্বরূপ; সুতরাং শ্রমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে যে স্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ অন্তরায় না হয়, এরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং সূত্রাধ্যয়ন শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। শরীর না থাকিলে উন্নতির সহায় সর্ব্বপ্রকার বিনয় শিক্ষা করা যায় না; সুতরাং শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য আহার গ্রহণ করা উচিত।

জৈনশাস্ত্রে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়া যদি ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার খাদ্য ভোজন করেন, তাহা অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহার বিহার করেন ও কষায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুতে প্রেম ও ঘৃণা) হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিন্তাকুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিতেও তাহারা বীতস্পৃহ।

মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রয়োজন। যিনি একটী মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ বলা যায়। দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহার নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন। এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ করা যায়; সুতরাং আগম অধ্যয়ন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রকৃতি এবং আত্মেতর বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত না হইলে কেহ কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। দ্রব্য ও তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রমণগণ আগমপাঠে তাহা জানিতে পারেন।

আগমে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে দ্রব্য বুঝিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংযম লাভ করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ হওয়া যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই কেহ পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না—আগমে বস্তু সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আবার কেবল আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস করিলেও কাহারও নির্বাতি হয় না, এই জন্য সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই জৈনশাস্ত্রে ত্রিরত্নের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ম জ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তুর জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাৎ আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ৩য় চারিত্র অথবা ধর্ম্ম অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা (সংযম)।

যদি কাহারও শরীর অথবা অন্য কোন দ্রব্যে ঈষৎ আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা করিলেও তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ পঞ্চসমিতি এবং তিন গুপ্তি সম্যক্ আচরণ করিয়াছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সংযত বলা যাইতে পারে। শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, সুবর্ণ, মৃত্তিকা তাহার নিকট সকলই সমান। যিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই শ্রমণের যথার্থ প্রকৃতিসম্পন্ন।

শুভোপযোগী শ্রমণগণ আস্রব-সম্পন্ন; শুদ্ধোপযোগীগণ আস্রব-বিমুক্ত। শুভোপযোগী শ্রমণদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য এইরূপ—অর্হৎদিগের উপাসনা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্চ্চনা, তাহাদিগকে অভ্যর্থনাকালে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন প্রচার, শিষ্যগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিস্তার, চারিশ্রেণীর শ্রাবক, শ্রাবিকা, যতি, আর্য্যা এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা না করিয়া সকলকে দয়া এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা

এদে খলু মূলগুণা সমণাণং জিনবরেহিং পন্নত্তা।
তেসু পমত্তো সমণো ছেদোবট্‌ঠাবগোহোদি ॥" ৩।৭-৮।

(৩২) "জস্‌স অণেসণমপ্পা তং পি তও তপ্পড়িছগা সমণা।
অণ্ণং ভিক্‌খমণেসণমধ তে সমণা অণাহারা ॥" ৩।২৬।

তৃষ্ণাতুর দেখিয়া অথবা পরিশ্রান্ত দেখিলে তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ শ্রমণদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্যক এবং এই আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পরোক্ষ ভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন। প্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাঁচটী রত্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে—১ সংসারতত্ত্ব, ২ মোক্ষতত্ত্ব, ৩ মোক্ষতত্ত্বসাধক, ৪ মোক্ষতত্ত্বসাধন, ৫ শাস্ত্রফললাভ।

যে ব্যক্তি জিনধর্ম্মমত ধারণা করিতে অক্ষম এবং তাহার নিজের মতকেই প্রকৃতধর্ম্মমত বলিয়া বিশ্বাস করে, সে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তির আচরণ সৎ, ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও যাহার মন সর্ব্বদা শান্ত, তিনি শীঘ্রই সুফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি সকল বিষয় প্রকৃতরূপ অবগত আছেন, আভ্যন্তর বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত এবং যাহার ইন্দ্রিয়-সুখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রকৃত শ্রমণ; কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও প্রকৃত জ্ঞান অবগত আছেন এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

পদ্মপ্রভমলধারিদেব কৃত 'নিয়মসার,' আশাধর কৃত 'ধর্ম্মামৃত', সকলকীর্ত্তি-রচিত 'তত্ত্বার্থসারদীপক' এবং শুভচন্দ্র কৃত 'পাণ্ডব-পুরাণে দিগম্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

শেষোক্ত পুস্তকে অনিত্যানুপ্রেক্ষাদি দ্বাদশ প্রকার অনুপ্রেক্ষা বা চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিত্যানুপ্রেক্ষা (প্রত্যেক দ্রব্যই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণানুপ্রেক্ষা (নিরাশ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারানুপেক্ষা (আত্মা অনবরত মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতেছে,) ৪র্থ একত্বানুপ্রেক্ষা (একমাত্র আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে), ৫ম অন্যত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলই আত্মা হইতে পৃথক্), ৬ষ্ঠ অশুচিত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের সহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং আত্মা শরীরের সহিত মিলিত হওয়ায় অপবিত্র হয়, সুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয়), ৭ম আস্রবানুপ্রেক্ষা, ৮ম সম্বরানুপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জ্জরানুপ্রেক্ষা, ১০ম লোকানুপ্রেক্ষা (হরি কিম্বা হর কর্ত্তৃক লোক সৃষ্ট বা রক্ষিত নয়, ইহা অনাদি,) ১১শ দুর্লভানুপ্রেক্ষা (আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাস করে। মানব-শরীর ধারণ অতিশয় দুরূহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কষ্টকর, সুস্থশরীরে সুস্থ ও পবিত্র মন প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য), এবং ১২শ ধর্ম্মানুপ্রেক্ষা।

শ্রাবকের সম্যগদর্শন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রাবকের মদ্যমাংস "প্রভৃতি" পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রভৃতি শব্দে এইগুলি বুঝায়—চর্ম্মাধারে রক্ষিত জল, তৈল, ঘৃত, মধু, নবনীত, তণ্ডুলমণ্ড, রাত্রিভোজন, উডুম্বর, দ্যূত, বেশ্যা অথবা পরস্ত্রীসঙ্গ, মৃগয়া, চৌর্য্য, পলাণ্ডু ইত্যাদি।

ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনপ্রকার ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন—১ পঞ্চ অণুব্রত, তিন গুণব্রত, চারি শিক্ষাব্রত।

পঞ্চ-অণুব্রত। যথা—অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ। (শ্বেতাম্বর মতে ইহাই পঞ্চ মহাব্রত।) [পরে শ্বেতাম্বর মত দেখ।]

গুণব্রত—১ম দিগ্বিরতি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সকল দেশে গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, তাহাদিগের স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ-দর্শন। ২ পাপোপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ ব্যবসায়, স্ত্রীপুরুষসম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ প্রদান। ৩ প্রমাদচর্য্যা অর্থাৎ বিনা অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বাতাসে কোনরূপ কার্য্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিড়াল অথবা তৎসদৃশ কোন প্রাণীপালন, লৌহাস্ত্রের ব্যবসায়, তিল অথবা তৈলাক্ত দ্রব্য চূর্ণিত হইলে পর যে সামান্য স্থূল অংশ থাকে তাহা এবং অহিফেন অথবা অন্য কোন বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ। ৪ দুঃশ্রুতি অর্থাৎ ভ্রান্তি-উৎপাদনকারী শাস্ত্রপাঠ, পরিহাস ও নীচ ব্যঙ্গাত্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রবলে অন্যকে বশীভূতকরণ, প্রেমগীতি বা রতিশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং অন্যের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ।

৩য় গুণব্রত ভোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ অবস্থানুসারে খাদ্য তণ্ডুল ও বস্ত্র-ব্যবহার।

শিক্ষাব্রত।—১ম, সাময়িক অর্থাৎ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কোন নির্জ্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ অবস্থান। এইকালে সকল প্রকার পাপ চিন্তা দূরীভূত করিয়া জিনের বাক্যে মনঃসন্নিবেশ করিতে হয়। এই সময় বন্দনার আভ্যন্তরতত্ত্ব ও আত্মার পবিত্র উন্নত প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।

২য়, প্রোষধ অথবা পোসহ অর্থাৎ স্নান, তৈলাক্ত দ্রব্য,

অলঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ, গন্ধ ও আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, একাশন অথবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পাত্রমাত্র আহার।

৩য়, অতিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্রদায়কে খাদ্য, ঔষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান। উক্ত তিন শ্রেণী যথা মহাব্রতাচারী, শ্রাবকব্রতাচারী ও সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসী। ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণব্রত অনুসারে যে যে স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুসম্ভোগে সংযম এবং বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসনা ও পাপ বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য।

যে ব্যক্তি প্রশান্ত অন্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি সামাজিক ব্রতধারী।

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দ্ধমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ দিবসে অপরাহ্লে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাহ্য আচার পালন করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মচিন্তা করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্ববিধ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিনযাপন ও বন্দনার কার্য্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ করেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চ্চনা পালন, এবং তিন সম্প্রদায়ভুক্ত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষধব্রতধারী বলা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বল্কল, মূল অথবা পল্লব ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকে সচিত্তবিরত কহে।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্তিশূন্য, তাহাকে ব্রহ্মব্রতিশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি নিজে কোন কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন না কিম্বা অপরকে কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন না, তাহাকে ত্যক্তারম্ভ কহে।

যে ব্যক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নির্গ্রন্থশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু সুখানুভব হইবে বলিয়া তাহা করেন না, তাহাকে অনুমননবিরত শ্রাবক কহে।

যিনি বিনা প্রার্থনায় অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রবিহিত খাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই খাদ্য যদি প্রস্তুতকালে ৯ প্রকার দোষ রহিত হয় এবং তাহা যদি কায়, বাক্য অথবা মন দ্বারাও আশা করা না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ করেন, তবে তাহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কহে।

দিগম্বর যতির সম্বন্ধে ১০টী বিধি আছে—উত্তমক্ষমা, উত্তমমার্দব, আর্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য।

চূলিকা অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার তপ যথা—১ অনশন, ২ অবমোদর্য্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্তশয্যাসন, ৬ কায়ক্লেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশপ্রকার), ৮ বিনতি (৫ প্রকার), ৯ বৈয়াবৃত্ত, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োৎসর্গ এবং ১২ ধ্যান। তপ অতিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি সংযমের অন্তর্গত। অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত দিগম্বরদিগের বিধেয় আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মত। শ্বেতাম্বরদিগের প্রধান জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, প্রকৃত জৈনধর্ম্ম জানিতে হইলে এই কয়টী বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যক—

তত্ত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্ত্বস্বরূপ, কুগুরুস্বরূপ, ধর্ম্মতত্ত্বস্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্‌দর্শন ও চারিত্রস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তত্ত্বস্বরূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্ত্বস্বরূপ বা দেবতত্ত্বস্বরূপ বলা যায়। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। [তীর্থঙ্কর শব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুদেব স্বরূপ। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদি চিহ্নে কলঙ্কিত, নিগ্রহ ও অনুগ্রহপরায়ণ, শান্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অট্টহাস, উপপ্লবাদি দোষে দূষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে না (৩৩)। অথবা যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আয়ুধ, অক্ষসূত্রাদি, অশৌচ ও কমণ্ডলুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। অনেকান্তজয়পতাকা, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণপরীক্ষা, ধর্ম্মসংগ্রহণী, তত্ত্বার্থসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। মূল কথা কামী, ক্রোধী,

(৩৩) "যে স্ত্রীশস্ত্রাক্ষসূত্রাদিরাগদ্যঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
নিগ্রহানুগ্রহপরা স্তেদেবাঃ স্যুর্ন মুক্তয়ে॥"

(৩৪) "স্ত্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চায়ুধসংগ্রহঃ।
ব্যামোহং চাক্ষসূত্রাদিরশৌচঞ্চ কমণ্ডলুঃ॥"

ছলী, ধূর্ত্ত, স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রীগমনকারী, নর্ত্তক, গায়ক, ভস্মধারী, মালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ডমরু আদি বাদ্যকারী, বর বা অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টী লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ থাকিলেও তাহাকে কুদেব বলা যায়।

গুরুর স্বরূপ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও পালন করেন, আপদে বিপদেও যিনি ধীর, ধর্ম্ম ও শরীর-রক্ষার্থ কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, রাত্রিকালের জন্য অন্নজল রাখেন না, ধর্ম্মসাধন উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া জিনধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য (৩৫)।

মহাব্রত। অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্ব পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)।

অহিংসা—ত্রস অর্থাৎ দ্বীন্দ্রিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌-কায়, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার স্থাবর জীব, প্রমাদপ্রযুক্তও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতি-পাত না করাকেই অহিংসা বলে (৩৭)।

সুনৃত—যে কথা শুনিলে অপরের হর্ষ উদয় হয়, যে কথায় লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই সুনৃত (৩৮)।

অস্তেয়—কোন প্রকার অদত্ত বস্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ না করাই অস্তেয়। অর্থ-ই মানবের বাহ্যপ্রাণ, অদত্ত অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত বলিয়া গণ্য (৩৯)।

ব্রহ্মচর্য্য—দেব, তির্য্যক্‌ মনুষ্যাদি সম্বন্ধীয় কামভোগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় (৪০)।

অপরিগ্রহ—দ্রব্যক্ষেত্রকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। কিন্তু যাহার নিকট আপন শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মমত্ব রহিত হইতে না পারিলে অপরিগ্রহ হয় না (৪১)।

ঐ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটীর আবার পাঁচটী করিয়া ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না পারিলে মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ—

অহিংসার ভাবনা—১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ হইতে মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্তু ও ৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা না হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা, ৪ দৃষ্ট-গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অন্নপানাগ্রহণ অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে অন্নপান গ্রহণ না করা (৪২)।

দ্বিতীয় মহাব্রত সুনৃতেরও পঞ্চ ভাবনা। যথা—১ সর্ব্ব-প্রকারে হাস্যত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ এবং ৫ বিচারপূর্ব্বক কথা বলা (৪৩)।

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা—১ম গৃহস্বামীর আদেশ লইয়া তাঁহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্বামীর আদেশ লইয়া মল মূলত্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্য্যাদা স্থির করা, ৪র্থ পূর্ব্ববাসী সাধুর বিনাদেশে অন্য সাধু তাহার স্থানে বাস না করা এবং ৫ম গুরুর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যাদির নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা (৪৪)।

ব্রহ্মচর্য্যের এই পাঁচটী ভাবনা—১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথবা যেখানে কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ৩য় দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা করা হইয়াছে, তাহা একবারও

(৩৫) "মহাব্রতধরা ধীরা ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ।
সামায়িকস্থা ধর্ম্মোপদেশকা গুরবো মতাঃ॥"

(৩৬) "অহিংসা সুনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্যুক্তা ভাবনাভির্বিমুক্তয়ে॥"

(৩৭) "ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্।
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং॥"

(৩৮) "প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সুনৃতব্রতমুচ্যতে।"

(৩৯) "অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতং।
বাহ্যাঃ প্রাণানৃণামর্থো হরতাতহতাহিতে॥"

(৪০) "দিব্যৌদারিককামানাং কৃতাহুমতিকারিতৈঃ।
মনোবাক্কায়তস্ত্যাগো ব্রহ্মাষ্টদশধামতম্॥"

(৪১) "সর্ব্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগস্যাদপরিগ্রহঃ।
যদি সৎস্বপি জীয়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ॥"

(৪২) "মনোগুপ্ত্যেষণাদানৈর্য্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদা।
দৃষ্টান্নপানগ্রহণে নাহিংসা ভাবয়েৎ সুধী॥"

(৪৩) "হাস্যলোভ ভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্॥"

(৪৪) "আলোচ্যাবগ্রহযাচ্ঞাভীক্ষ্ণাবগ্রহযাচনম্।
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহধারণম্॥
সমানধার্ম্মিকেভ্যশ্চ তথাবগ্রহযাচনম্।
অনুজ্ঞাপি তথা নাম্না সমমস্তেয়ভাবনা॥"

মনে না করা, ৪র্থ স্ত্রীর রমণীয় অঙ্গদর্শন অথবা অঙ্গসংস্কার-পরিত্যাগ, ৫ম স্নিগ্ধ, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (৪৫)। অর্থাৎ উদরকে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ন, দুইভাগ জল এবং সুখে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য একভাগ খালি রাখা (৪৬)।

আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ব্রতের পাঁচটী ভাবনা। স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও শব্দ এই ইন্দ্রিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাঁচ বিষয়ের অত্যন্তগার্দ্ধত্ব পরিত্যাগ এবং স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়ের দ্বেষ-পরিত্যাগ (৪৭)।

জৈনশাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাব্রত ও পঁচিশ ভাবনা যিনি পালন করিয়া চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। এতদ্ভিন্ন গুরুর ৭০টী চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই।

৭০টী চরণ যথা—পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্ম্ম, সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈয়াবৃত্ত্য, নবপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যগুপ্তি, তিনপ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, এই সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ প্রকার।

ক্ষান্তি (ক্ষমা), মার্দ্দব, আর্জ্জব, মুক্তি, তপ, সংযম (ত্যাগবৃত্তি), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী শ্রমণ বা যতিধর্ম্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষান্তি, মুক্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপ, লাঘব, সংযম, বিযোগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী যতিধর্ম্ম (৪৯)।

পাঁচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়া ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন বচন ও কায় এই তিন দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদক, অগ্নি, পবন, বনস্পতি, দ্বীন্দ্রিয়জীব, ত্রীন্দ্রিয়জীব, চতুরিন্দ্রিয়জীব ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা-সংযম, প্রমার্জ্জনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংযম, মনঃসংযম, বচনসংযম ও কায়সংযম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫০)।

আচার্য্য, উপাধ্যায়, তপস্বী, শিষ্য, গ্লান (অরাদি রোগ-সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, এই দশের যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষা ও পালন করার নাম ১০ দশ বৈয়াবৃত্ত্য (৫১)।

বসতি (অর্থাৎ যেথানে পশ্বাদি থাকে), স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্ত্রীস্পৃষ্ট, নিষিদ্ধস্থান, ইন্দ্রিয়, কুড্যান্তর, পূর্ব্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টী ব্রহ্মচর্য্যের গুপ্তি (৫২)।

দ্বাদশাঙ্গ, দ্বাদশোপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও উত্তরাধ্যয়নাদিশাস্ত্র পাঠে যাহা দ্বারা জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মক্ষয় হয় এবং যাহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তত্ত্বের (৫৩) উপর বিশ্বাস স্থাপন বা তত্ত্বরুচির নাম দর্শন।

সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার দুই প্রকার—দেশবিরতি-চারিত্র ও বিরতিচারিত্র। অনশন (অল্পাহার), ব্রত, নানা-প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই ছয় প্রকার বাহ্য তপ; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ধ্যান ও ব্যুৎসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)।

---

(৪৫) "স্ত্রীষণ্ডপশুমদ্বেশ্মাসনকুড্যান্তরোজ্ঝনাৎ।
সরাগস্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্‌রতস্মৃতিবর্জ্জনাৎ ॥
স্ত্রীরম্যাঙ্গেক্ষণস্বাঙ্গসংস্কারপরিবর্জ্জনাৎ।
প্রণীতাত্যশনত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যন্তু ভাবয়েৎ ॥"

(৪৬) "অদ্ধমসণস্স সব্বং জণস্স কুজ্জাদবস্সদোভাগে।
বাউপবিআরণট্ঠা ছজ্জায় উণগং কুজ্জা ॥"

(৪৭) "স্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি।
পঞ্চস্বপীন্দ্রিয়ার্থেষু গাঢ়ং গার্দ্ধ্যস্য বর্জ্জনম্ ॥
এতেষ্বেবামনোজ্ঞেষু সর্ব্বথা দ্বেষবর্জ্জনম্।
আকিঞ্চন্যব্রতস্যৈবং ভাবনা পঞ্চ কীর্ত্তিতা ॥"

(৪৮) "বয় সমণ ধম্মসংজম বেয়াবচ্চং চ বম্ভ গুত্তীউ।
নাণাই তিয়ং তব কো হ নিগ্‌গহাইং ই চরণমেয়ং ॥"

(৪৯) "খন্তিয় মদ্দবজ্জব মুত্তী তব সংজমে য বোধব্বা।
সচ্চং সোয়ং আকিঞ্চণঞ্চ বম্ভং চ জইধম্মো ॥"

(৫০) "পঞ্চাসবা বিরমণং পঞ্চিমিয়া নিগ্‌গহো কসায় জউ ॥
দণ্ডত্তয়স্স বিরই সত্তরসহা সংজমো হোই ॥"
"পুঢ়বি দগ অগণি মারুয় বণসই বি তি চউ পণিন্দি অজীবা।
পহু প্পেহমপজ্জণ পরিঠবণ মণো বঈ কাএ ॥"

(৫১) "আয়রিয় উবজ্ঝাএ তবস্সি সেহে গিলাণ সাহূসু।
সমণোন্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হবই দসহা ॥"

(৫২) "বসহি কহ নি সিজ্জিন্দিয় কুড্ডন্তর পুব্বকীলিয় পণীএ।
অইমায়াহার বিভূসণাই নব বম্ভ গুত্তীউ ॥"

(৫৩) "জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে আশ্রবঃ সংবরোপি চ।
বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যা বিধীয়তে ॥"
(বিবেকবিলাস।)

শ্বেতাম্বরেরা উক্ত নবতত্ত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের নবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু দিগম্বরেরা সাতটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

(৫৪) "অণসণ মূণোয়রিয়া বিত্তীসংখেবণ রসচ্চাউ।
কায়কলেসো সংলীণয়া য বজ্ঝো তবো হোই ॥
পায়চ্ছিত্তং বিণউ বেয়াবচ্চং তহেব সজ্ঝাউ।
জ্ঝাণং উস্সগ্‌গোবিয় অব্ভিতরউ তবো হোই ॥"

জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য করা যায়, তাহা চরণ, এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে করা হয়না, তাহাকে করণ বলে।

৭০ প্রকার করণ। যথা—৪ পিণ্ডবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিয়নিরোধ, ২৫ প্রতিলেখনা, ৩ গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)।

আহার, উপাশ্রয়, বস্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্তুর ৪২ প্রকার দূষণ রহিত করিয়া লওয়ার নাম পিণ্ডবিশুদ্ধি *।

সম্যক্ আগম অনুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি। সমিতি আবার পাঁচপ্রকার—ঈর্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, আদাননিক্ষেপসমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব রক্ষার নিমিত্ত আগমানুসারে বলার নাম ঈর্যাসমিতি। পাপ রহিত, সন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষাপ্রয়োগের নাম ভাষাসমিতি। বিয়াল্লিশ প্রকার দূষণরহিত আহারাদি গ্রহণ করার নাম এষণাসমিতি। আসন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করা ও রাখাকে আদাননিক্ষেপসমিতি-এবং পুরীষ মূত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা শরীরের অহিতকর, তাহা জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে।

ভাবনা দ্বাদশ যথা—অনিত্যভাবনা, অশরণভাবনা, সংসারভাবনা, একত্বভাবনা, অন্যত্বভাবনা, অশুচিত্বভাবনা, আশ্রবভাবনা, সম্বরভাবনা, নির্জ্জরভাবনা, লোকস্বভাবভাবনা, বোধিদুর্লভত্ব ভাবনা ও ধর্ম্মভাবনা।

দ্বাদশ প্রতিমা—একমাস হইতে সাতমাস পর্য্যন্ত এক একমাস বৃদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা হইবে। তৎপরে অষ্ট প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, নবপ্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, দশম প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, একাদশপ্রতিমা একদিবারাত্র এবং দ্বাদশপ্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। বর্ষাকালে প্রতিকর্ম্ম নাই, সুতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটী প্রতিমা অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়া গণ্য। প্রবচনসারোদ্ধারবৃহদ্বৃত্তি ও ব্যবহারভাষ্যটীকায় উক্ত প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্দ্রিয়নিরোধ। জৈন সাধুগণ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

গুপ্তি—মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কায়গুপ্তি এই তিন গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অশুভ মন, বচন ও কায়ার নিরোধ এবং শুভ মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তিকরণ। মনোগুপ্তি আবার তিন প্রকার—১ম আর্ত্তরৌদ্রধ্যানানুবন্ধী কল্পনার বিয়োগ; ২য় শাস্ত্রানুযায়ী পরলোকসাধন ধর্ম্মধ্যানানুবন্ধী মাধ্যস্থ পরিণতি; ৩য় সম্পূর্ণ শুভাশুভ মনোবৃত্তির নিরোধ ও অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্বাত্মারামরূপতা।

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অনুসারে অভিগ্রহ (প্রতিজ্ঞা) চারিপ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

জৈনতত্বাদর্শে লিখিত আছে,—পূর্ব্বকালে যেরূপ গুরু স্বরূপ ছিল, (যাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ দেখা যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার করা হইবে না? পূর্ব্বকালে চতুর্দ্দশপূর্ব্বীই শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতেন, তাহা বলিয়া কি যাহারা নিশীথ, মধ্যম আচারপ্রকল্প বা বৃহৎকল্পসূত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা কি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? পূর্ব্বকালে আচারাঙ্গসূত্রের শস্ত্রপ্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিত, এখন কি দশবৈকালিক সূত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিসূত্রের পঞ্চম উদ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বে মুনি (জৈন সাধু) আহার গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণ্ডেষণা অধ্যয়ন অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবে না? পূর্ব্বে প্রথমে আচারাঙ্গ তৎপরে উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশবৈকালিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পূর্ব্বে ছয় মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্ত্তে নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না? পূর্ব্বকালের মুনির বৃত্তি না থাকিলেও অবশ্যই আচার্য্য বা সাধু মানিতে হইবে, নহিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। জীবানুশাসনচূর্ণীতে লিখিত আছে—সংযমই প্রধান উপায়। যিনি সংযম লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলোত্তরগুণে দোষ স্পৃষ্ট হইলেও তৎকাল চারিত্র নষ্ট হয় না। ব্যবহার অনুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু বহু অতিচারেও সংযম যায় না। এজন্য বকুশ

---

(৫৫) "পিণ্ডবিসোহী সমিঈ ভাবণ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোহো।
পড়িলেহণ গুত্তীউ অভিগ্গহ চেব করণং তু॥"

* ভদ্রবাহুকৃত পিণ্ডনির্যুক্তি, মলয়গিরিকৃত তট্টীকা, জিনবল্লভসূরি কৃত পিণ্ডবিশুদ্ধিগ্রন্থ, জিনপতিসূরিকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধি টীকা, নেমিচন্দ্র সূরি কৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও সিদ্ধসেনসূরিকৃত তাহার টীকা এবং হেমচন্দ্র রচিত যোগশাস্ত্রে পিণ্ডবিশুদ্ধির বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নির্গ্রন্থের সেবা করা বিধেয় (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ঘটে। ভগবতীসূত্রের পঞ্চবিংশশতকে ষষ্ঠ উদ্দেশের সংগ্রহণীকার অভয়দেব সূরি লিখিয়াছেন—

বকুশ, শবল ও কর্ব্বুর এই তিন একার্থবাচী, নির্গ্রন্থকে বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বকুশ ও কুশীল এই দুইপ্রকার নির্গ্রন্থ আছে, পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার নির্গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। বকুশ নির্গ্রন্থ দুইপ্রকার—উপকরণবকুশ ও শরীর-বকুশ। যিনি বস্ত্রপাত্রাদি উপকরণ দ্বারা বিভূষিত হন, তাঁহাকে উপকরণ-বকুশ এবং যিনি হস্তপদ নখ মুখাদি অবয়ব বিভূষিত করেন, তিনি শরীরবকুশ। উভয় বকুশের আবার পাঁচ ভেদ আছে; যথা—আভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃতবকুশ, অসংবৃতবকুশ এবং সূক্ষ্মবকুশ (৫৭)।

যাহার চারিত্র কুৎসিত তাঁহাকে কুশীল নির্গ্রন্থ বলা যায়। কুশীল দুইপ্রকার—প্রতিসেবনাকুশীল ও কষায়কুশীল। দুইটী আবার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, তপ ও সূক্ষ্ম ভেদে পাঁচপ্রকার।

আধুনিক জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে বকুশ ও কুশীল নির্গ্রন্থ বর্ত্তমান, ততদিন জৈন ধর্ম্ম থাকিবে*।

কুগুরু। জৈনশাস্ত্রকারগণের মতে—যে সকল বিষয়ের অভিলাষ করে, সর্ব্ব দ্রব্য ভোজন করে, যে পুত্র কলত্রাদির সহিত বাস করে, যে ব্রহ্মচর্য্য করে না এবং মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাকে কুগুরু বলা যায় (৫৮)।

শ্বেতাম্বরেরা বলিয়া থাকেন, কুগুরুর মিথ্যা উপদেশ হইতে ৩৬৩ প্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর ১৮০, অক্রিয়াবাদীর ৮৪, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর ৩২ মত। ক্রিয়াবাদীরা বলিয়া থাকে যে কর্ত্তা ভিন্ন পুণ্যবন্ধাদি ক্রিয়া হয় না, এই জন্য আত্মার সমবায় সম্বন্ধই ক্রিয়া। আত্মাদি নয় পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, পুণ্য, পাপ ও মোক্ষ এই নয় পদার্থ, এতন্মধ্যে জীব আবার স্বতঃ ও পরতঃ এই দুই প্রকার, তাহা আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। শেষে ঐ দ্বিবিধই আবার কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি ও স্বভাব ভেদে পাঁচপ্রকার।

অক্রিয়াবাদীরা বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পুণ্য পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্তু জগতের সর্ব্ব পদার্থই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাশ হইয়া থাকে। অক্রিয়াবাদীরা আত্মাকে মানে না। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব, জীবাদি প্রত্যেকটী স্ব ও পরভেদে দ্বিবিধ, ঐ গুলি কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও যদৃচ্ছাভেদে প্রত্যেকটী আবার ছয়প্রকার; মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয়াবাদীর মত।

অজ্ঞানবাদীরা বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, তখন পরস্পর বিবাদ বাধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন হইবে, চিত্ত মলিন হইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুরুষের মনে অভিমান আসিবে। কেহ কিছু ভুল বলিলে সে অভিমানে তাহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, তাহাতে ক্রমে অহঙ্কার বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাপ উৎপন্ন হইবে, অতএব জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় না। অজ্ঞানই মোক্ষগামী। জীবাদি নব পদার্থ এবং ১ সত্ব, ২ অসত্ব, ৩ সদসত্ব, ৪ অবাচ্যত্ব, ৫ সদবাচ্যত্ব, ৬ অসদবাচ্যত্ব ও ৭ সদসদবাচ্যত্ব ভেদে প্রত্যেকটী ৭ প্রকার; এই হইল ৬৩। তৎপরে সত্ব, অসত্ব, সদসত্ব, অবাচ্যত্ব, এই চারি বিকল্প যোগ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭ প্রকার অজ্ঞানবাদীর মত।

বিনয়বাদীরা বলে, কেবল বিনয় হইতেই মোক্ষ হয়। সুর, রাজা, জাতি, জ্ঞাতি, স্থবির, অধম, মাতা ও পিতা এই আটটী আবার মন, বচন, কায় ও দেশ কালভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহারা লিঙ্গ ও শাস্ত্র স্বীকার করে না।

উক্ত ৩৬৩ প্রকার মতাবলম্বীই কুগুরু বলিয়া গণ্য।

শ্বেতাম্বর আচার্য্যদিগের মতে বৌদ্ধ *, নৈয়ায়িক †,

---

(৫৬) "জা সংজময়া জীবে সু তাব মূলে গুণুত্তর গুণায়।
ইত্তরিয়চ্ছেয় সংজম নিয়ণ্ঠবউ সা পড়িসেবী ॥"
(জীবানুশাসনসূত্রবৃত্তি।)

(৫৭) "উবগরণসরীরেসু সুনো দুহা দুবিহোবি হোই পঞ্চবিহো।
অভোগ অণাভোগ অসংবুড় সংবুড়ে সুহুমে ॥"
(জৈনতত্ত্বাদর্শ ধৃত গাথা।)

(৫৮) "সর্ব্বাভিলাষিণঃ সর্ব্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ।
অব্রহ্মচারিণো মিথ্যোপদেশাগুরবো মতাঃ ॥"

* জৈন মতে, গুরুতত্ত্বস্বরূপ বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—আচারাঙ্গসূত্র, ভগবতীসূত্র, ওঘনির্যুক্তি, কল্পসূত্র, জিতকল্পবৃত্তি, দশবৈকালিকসূত্র, নিশীথভাষ্যচূর্ণী, বৃহৎকল্পভাষ্যবৃত্তি, মহাকল্পসূত্র, মহানিশীথসূত্র, হরিভদ্রের আবশ্যকসূত্রভাষ্য ও কল্পসংগ্রহ প্রভৃতি।

* নন্দীসিদ্ধান্ত, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, অনেকান্তজয়পতাকা, স্যাদ্বাদরত্নাকর, স্যাদ্বাদরত্নাকরাবতারিকা প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে।

† জৈনদিগের মধ্যেও অনেক নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীকণ্ঠাভয়তিলকোপাধ্যায় কৃত ন্যায়ালঙ্কারবৃত্তি, ভাসর্ব্বজ্ঞ কৃত ন্যায়সার (ইহার ১৮ খানি টীকা আছে, তন্মধ্যে ন্যায়ভূষণ নামক টীকা প্রসিদ্ধ) এবং জয়ন্তরচিত ন্যায়কলিকা পাওয়া যায়। জৈন নৈয়ায়িকেরা আবার হিন্দু নৈয়ায়িকদিগের দোষ দিতে ছাড়েন নাই। সম্মতিতর্ক, নন্দীসিদ্ধান্ত, ন্যায়কুমুদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন আছে।

বৈশেষিক ‡, সাংখ্য §, মীমাংসক ¶, চার্ব্বাক** প্রভৃতি কুগুরুর মত।

ধর্ম্মের স্বরূপ। যে আত্মাকে দুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, দুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম তিন প্রকার—সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌চারিত্র। ন্যায়-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ত্ব অল্পই হউক আর বিস্তর করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক্ বোধ, তাহাকেই সম্যক্‌জ্ঞান বলে (৫৯)।

জীব। নবতত্ত্বের মধ্যে জীব প্রথম। জৈনমতে আত্মা, জীব বা প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম ফলের ভোক্তা, কর্ম্মবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্ জ্ঞানাদি তিন রত্ন উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দূর করিয়া যে নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্মা বা জীব, অন্য লক্ষণকে আত্মা বলা যায় না (৬০)।

‡ শ্রীধরাচার্য্য কৃত প্রমাণকন্দলী, ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমমতী-টীকা ও শ্রীবৎসাচার্য্যকৃত লীলাবতীটীকা জৈনমধ্যে প্রসিদ্ধ। স্যাদ্বাদমঞ্জরী-টীকা ও আপ্তমীমাংসায় বৈশেষিকমতের খণ্ডন আছে।

§ জৈনদিগের মতে সাংখ্য দুইপ্রকার এক প্রাচীন অপর নবীন। নবীন সাংখ্যেরই অপর নাম পাতঞ্জল। প্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, নবীন সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন।

¶ সম্মতিতর্ক, স্যাদ্বাদরত্নাকর, আপ্তমীমাংসা প্রভৃতি অনেক জৈন গ্রন্থে মীমাংসক, বৈদান্তিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি মত খণ্ডিত হইয়াছে।

** শীলতরঙ্গিণী নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃহস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বালবিধবা ভগিনী ছিল। সেই বালবিধবার শ্বশুরকুলে কেহই ছিল না, কাজেই তাহাকে ভ্রাতার কাছে আসিয়া থাকিতে হয়। এদিকে তাহার ভ্রাতৃজায়ারও মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর অনুপমরূপে মুগ্ধ হইয়া বৃহস্পতির হৃদয়ে কামতৃষা বলবতী হইল। তিনি একদিন ভগিনীর সহবাস প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকনিন্দা ও ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া অসম্মত হইল। বৃহস্পতি স্থির করিলেন যে উহার মন হইতে পাপের ভয় দূর করিতে না পারিলে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি বৃহস্পতিসূত্র রচনা করিয়া তাহা ভগিনীকে শুনাইলেন। তখন ভগিনীর পাপভয় দূর হইল এবং ভ্রাতার সহবাস করিতে অসম্মত হইল না। ক্রমে তাহাদের আচরণ সকলেই জানিতে পারিল এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও সর্ব্বসমক্ষে নিজ মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার মতাবলম্বী হইল। এইরূপে চার্ব্বাকমতের উৎপত্তি হয়।

(৫৯) "যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যক্‌জ্ঞানং মনীষিণঃ॥"

(৬০) "যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্য চ।
সংসর্ত্তা পরিনির্ব্বাতা সহ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ॥"

শুদ্ধাম্ভোনিধি-গন্ধহস্তীমহাভাষ্য প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, আত্মা বা জীব সর্ব্বব্যাপীও নহে, একান্ত নিত্য কূটস্থ নহে, একান্ত নিত্যক্ষণিকও নহে, কিন্তু শরীরমাত্র-ব্যাপী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যরূপী। স্যাদ্বাদরত্নাকর, অনেকান্ত-জয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা বা জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব খণ্ডন ও সংস্থান বর্ণিত আছে।

জৈনশাস্ত্রমতে জীব বা আত্মা দুই প্রকার—এক মুক্ত, অপর সংসারী। এই দুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান-দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতন্মধ্যে মুক্ত জীব একস্বভাব, জন্মাদি ক্লেশবর্জ্জিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনন্তবীর্য্য, অনন্ত আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও জ্যোতিঃস্বরূপ।

সংসারী জীব দুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্রস। স্থাবর জীব আবার পঞ্চবিধ—পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায়, বায়ু-কায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। ত্রস জীবও চারি প্রকার—দ্বীন্দ্রীয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরি-ন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

স্থাবর ও ত্রস জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। যথা—আহার-পর্য্যাপ্তি, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়পর্য্যাপ্তি, শ্বাসোচ্ছ্বাসপর্য্যাপ্তি, ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপর্য্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি তাহার নাম আহারপর্য্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার নাম শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্দ্রিয়-পর্য্যাপ্তি। এইরূপে অপর পর্য্যাপ্তির নাম হইয়াছে। যে জীবের ঐ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্য্যাপ্তি বলে। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয় ও চতুরিন্দ্রিয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্য্যাপ্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুর্বিধ মধ্যে অসংখ্য জীব আছে।

স্থাবর ও ত্রস জীব জঘন্য, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্য, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং উত্তম অনন্ত। মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্য্যগ্‌বাসী, ৩০৩ প্রকার মনুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি।

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় স্বরূপকে অজীব বলে। অজীব দ্রব্য পাঁচ প্রকার—ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তি-কায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও কাল। ধর্ম্মাস্তিকায় লোকব্যাপী, নিত্য, অবস্থিত, অরূপী, অসংখ্যপ্রদেশী, জীব ও পুদ্গলের গতি অবষ্টম্ভক। মনে কর মাছ জলে আপন শক্তিতে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ জল, ঐরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সাহায্যকারী ধর্ম্মাস্তি-

কায়*। অধর্ম্মাস্তিকায়ের স্বরূপ ধর্ম্মাস্তিকায়ের মত জানিতে হইবে। মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বসিতে পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুদ্গলে অবস্থিত হন, কিন্তু তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্ম্মাস্তিকায়।

আকাশাস্তিকায়ও পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে। বিশেষ এই ইহা লোকালোকসর্ব্বব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, জীব ও পুদ্গলের থাকিবার অবকাশদাতা।

পুদ্গলাস্তিকায় পরমাণুর নাম পুদ্গল। যে পরমাণুর ঘটাদি কার্য্য তাহাকেও পুদ্গল বলে। এক এক পরমাণুর এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও দুই স্পর্শ হইয়া থাকে। বর্ণ হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে গন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে স্পর্শান্তরে পরিণত হয়। এইরূপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত। পর্য্যায় স্বরূপ আদি ও সান্তই পরমাণুর কার্য্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হইয়া পড়ে। বনস্পতি প্রভৃতি পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই পুদ্গল। সকল পুদ্গল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক্ল এই পঞ্চ বর্ণ; তীক্ষ্ণ, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই প্রকার গন্ধ; কঠোর, সুকোমল, হাল্কা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিক্কণ ও রুক্ষ এই অষ্ট স্পর্শ হইয়া যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদি হয়, তাহাও ঐ সকল মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়া বিচিত্র পরিণাম ঘটে।

সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, নিয়তি, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত লইয়াছে।

পুণ্য। জৈনশাস্ত্রে পুণ্য উপার্জ্জনের ৯টী কারণ লিখিত আছে—

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জলদান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বস্ত্রদান, লেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থানদান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ গুণিজনকে দেখিয়া মনসন্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণিলোকের প্রশংসা, কায়পুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কারপুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১)।

* জৈনশাস্ত্র অতি উত্তমরূপে জানা না থাকিলে ধর্ম্মাস্তিকায়ের প্রকৃত তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

(৬১) "অন্নপুন্নে পাণপুন্নে বচ্ছপুন্নে লেনপুন্নে শয়নপুন্নে মনপুন্নে বয়পুন্নে কায়পুন্নে নমক্কারপুন্নে।" স্থানাঙ্গসূত্র।

পুণ্যের ফল ৪২ প্রকার। যথা ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চগোত্র, ৩ মনুষ্যগতি, ৪ দেবগতি, ৫ মনুষ্যানুপূর্ব্বী, ৬ দেবানুপূর্ব্বী, ৭ পঞ্চেন্দ্রিয়জাতি, ৮ ঔদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১০ আহারক, ১১ তৈজস, ১২ কার্ম্মণ (শেষোক্ত পঞ্চ) শরীর, ১৩ ঔদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজ্রঋষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরস্রসংস্থান, ১৮ বর্ণকৃষ্ণাদিক, ১৯ রসতিক্তাদিক, ২০ গন্ধসুরভ্যাদিক, ২১ স্পর্শমৃদ্বাদিক (শেষোক্ত চার) প্রকৃতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরাঘাত, ২৪ উচ্ছাসনলব্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্যোত, ২৭ সুবিহায়োগতি, ২৮ নির্ম্মাণ, ২৯ ত্রস, ৩০ বাদর, ৩১ পর্য্যাপ্ত, ৩২ প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, ৩৪ শুভ, ৩৫ সুভগ, ৩৬ সুস্বর, ৩৭ আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীর্থঙ্কর, ৪০ তির্য্যগায়ু, ৪১ মনুষ্যায়ু ও ৪২ দেবায়ু।

পাপ। পুণ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্ত্তকের নাম পাপ, ইহা আত্মার সহিত সম্বন্ধ ও কর্ম্মপুদ্গলরূপ।

পাপ ১৮ প্রকারে বাঁধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিভক্ত। যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ, ২৬ মোহিনীপ্রকৃতি, ৩৪ নামকর্ম্মপ্রকৃতি, ১ আশাতাবেদনীয়, ১ নরকায়ু, ও ১ নীচগোত্র।

প্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচপ্রকার—অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্য্যয়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের যাহা আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ। জ্ঞানাবরণ পাঁচপ্রকার—মতিজ্ঞানাবরণ, শ্রুতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে মনঃপর্য্যয়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবলজ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের ঐ পাঁচ প্রকৃতিই পাপরূপ জানিবে।

পাঁচপ্রকার অন্তরায়কর্ম্ম যথা—দানান্তরায়, লাভান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় এবং বীর্য্যান্তরায় এই পঞ্চবিধ প্রকৃতিই পাপরূপ।

দর্শনাবরণ কর্ম্মের ৯ প্রকৃতি যথা—১ চক্ষুদর্শনাবরণ, ২ অচক্ষুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, এ ছাড়া পঞ্চ নিদ্রা। পঞ্চ নিদ্রা যথা ১ নিদ্রা, ২ নিদ্রানিদ্রা, ৩ প্রচলা, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানর্দ্ধি। যে চৈতন্যকে অতি কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, সামান্য করতালীর

শব্দে এই নিদ্রাভঙ্গ হয়। যে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না, তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও সুখে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলাপ্রচলা। আত্মার শক্তি যে নিদ্রায় পিণ্ডীভূত হয়, তাহার নাম স্ত্যানর্দ্ধি। যে কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ নিদ্রা আসে, তাহাকে স্ত্যানর্দ্ধিকর্ম্ম বলে। এইরূপ নিদ্রাবস্থায় জীব বহু কার্য্য সমাধা করে বটে, কিন্তু তাহার কোন সংবাদ রাখেনা।

মোহ। যদ্দ্বারা তত্ত্বার্থশ্রদ্ধায় বিপরীত ফল উৎপাদন করে, তাহাই মোহ। মোহ কর্ম্মের উত্তরপ্রকৃতি মিথ্যাত্ব। এই মিথ্যাত্ব অভিগ্রহিক, অনভিগ্রহিক, সাংসারিক, অভিনিবেশিক ও অনাভোগাদি ভেদে বহুপ্রকার। কষায় মোহ ১৬ প্রকার—অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ, অনন্তানুবন্ধী মান, অনন্তানুবন্ধী মায়া, অনন্তানুবন্ধী লোভ, অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, অপ্রত্যাখ্যানী মান, অপ্রত্যাখ্যানী মায়া, অপ্রত্যাখ্যানী লোভ, প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী মান, প্রত্যাখ্যানী মায়া, প্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজ্বলনক্রোধ, সংজ্বলন মান, সংজ্বলন মায়া এবং সংজ্বলন লোভ।

এতদ্ভিন্ন নোকষায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্রকৃতি নয় প্রকার যথা—১ স্ত্রীবেদ অর্থাৎ স্তনকক্ষাদি স্পর্শন দ্বারা স্ত্রীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীঅভিলাষ, ৩ নপুংসকবেদ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয় অভিলাষ, ৪ হাস্য, ৫ রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুপ্সা। এই সর্ব্বশুদ্ধ মোহের প্রকৃতি ৪৫ প্রকার।

নামকর্ম্মের ৩৪ প্রকৃতি যথা—১ নরকগতি, ২ তির্য্যগ্‌গতি, ৩ নরকানুপূর্ব্বী, ৪ তির্য্যগানুপূর্ব্বী, ৫ একেন্দ্রিয়জাতি, ৬ ৭ ত্রীন্দ্রিয়জাতি, ৮ চতুরিন্দ্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থান, পঞ্চসংহনন, ১৯ অপ্রশস্ত বর্ণ, ২০ অপ্রশস্ত গন্ধ, ২১ অপ্রশস্ত রস, ২২ অপ্রশস্ত স্পর্শ, ২৩ উপঘাত, ২৪ কুবিহায়োগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ সূক্ষ্ম, ২৭ অপর্য্যাপ্ত, ২৮ সাধারণ, ২৯ অস্থির, ৩০ অশুভ, ৩১ অসুভগ, ৩২ দুঃস্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অযশঃকীর্ত্তি।

পঞ্চ সংস্থান যথা—১ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, ৪ কুব্জ ও ৫ হুণ্ডক অর্থাৎ কুৎসিত শরীর।

পঞ্চ সংহনন যথা—১ ঋষভনারাচ, ২ নারাচ, ৩ অর্দ্ধনারাচ, ৪ কীলিকা, ৫ সেবার্ত্ত।

আশ্রব। মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় ও যোগ এই পাঁচ যাহা জ্ঞানাবরণাদি কর্ম্মবন্ধের হেতু তাহাকেই আশ্রব কহে। মিথ্যাত্বাদি বিষয়ক মন, বচন ও কায়াকায় ব্যাপারই শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধের হেতু হইলে আশ্রব হয়।

পুণ্য ও পাপের বন্ধ হেতু আশ্রব দুইপ্রকার। ঐ দুই প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি উত্তরভেদে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ বহুবিধ ভেদ আছে। আশ্রবের উত্তরভেদ ৪২ প্রকার—৫ ইন্দ্রিয়, ৪ কষায়, ৫ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কষায়। প্রাণবধ, মৃষাবাদ, অদত্তাদান, মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অব্রত। কায়িক, আধিকরণিক, প্রদোষ, পারিতাপনিক, প্রাণাতিপাতক, আরম্ভক, পরিগ্রাহক, প্রত্যয়ক, মিথ্যাদর্শনপ্রত্যয়ক, প্রত্যাখ্যানক, দৃষ্টিক, স্পৃষ্টিক, প্রাত্যয়িকী প্রত্যয়, সামন্তোপনিপাতিক, নৈসৃষ্টিক, স্বাহস্তিক, আজ্ঞাপনিক, বৈদারকি, অনাভোগ, অনবকাঙ্ক্ষপ্রত্যয়, প্রয়োগ, সমুদান, প্রেমপ্রত্যয়, দ্বেষপ্রত্যয় এবং ঈর্য্যাপথ এই ২৫ প্রকার ক্রিয়া *।

মন, বচন ও কায়ের ব্যাপারভেদে যোগও তিন প্রকার।

সংবর। পূর্ব্বোক্ত আশ্রবকে যে রাখে, তাহাকে সংবর বলে। ইহা ৫৭ প্রকার যথা—৫ সমিতি, ৩ গুপ্তি, ১০ যতিধর্ম্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চারিত্র।

২২ পরীষহ যথা—ক্ষুধাপরীষহ (ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞাপালন বা আর্ত্তধ্যান না করা), পিপাসাপরীষহ, উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপরীষহ, অরতিপরীষহ, স্ত্রীপরীষহ, চর্য্যাপরীষহ, নিষদ্যাপরীষহ, শয্যাপরীষহ, আক্রোশপরীষহ, বধপরীষহ, যাচনাপরীষহ, অলাভপরীষহ, রোগপরীষহ, তৃণস্পর্শপরীষহ, মলপরীষহ, সৎকারপরীষহ, প্রজ্ঞাপরীষহ, অজ্ঞানপরীষহ ও দর্শনপরীষহ †।

৫ প্রকার চারিত্র যথা—সামায়িক, ছেদোপস্থাপনিক, পরিহারবিশুদ্ধি, সূক্ষ্মসংপরায় ও যথাখ্যাত ‡।

বর্ত্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম দুই চারিত্রধারক সাধু দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ তিন চারিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

নির্জ্জর। যাহার প্রভাবে কর্ম্মসূত্র শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাই নির্জ্জর, ইহার অপর নাম তপ। ইহা ১২ প্রকার §।

বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়াদি কর্ম্মের বশীভূত হইলে

* গন্ধহস্তীমহাভাষ্যে ঐ সকল ক্রিয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

† শান্তিসূরিকৃত উত্তরাধ্যয়নসূত্রের বৃহৎবৃত্তি ও তত্ত্বার্থসূত্রের বৃত্তিতে বাইশ প্রকার পরীষহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ দেবাচার্য্যকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণটীকা, ভগবতী ও প্রজ্ঞাপনাসূত্র-বৃত্তিতে পাঁচ চারিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

§ বর্দ্ধমানসূরিকৃত আচারদিনকর, রত্নশেখরসূরিকৃত আচারপ্রদীপ, নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, ভগবতীসূত্র ও ঔপপাতিকসূত্রে নির্জ্জরতত্ত্বের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

তাহাকে বন্ধ বলে, কর্ম্ম ও পুদ্গল দুই পরস্পর মিলিত হইলে তাহাকেও বন্ধ বলা যায়। বন্ধ চারি প্রকার—প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাগবন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্ম্মবন্ধের মিথ্যাত্বরূপ ছয় প্রকার বিকল্প আছে।

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আয়ু, নামকর্ম্ম, গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম্ম যে জীবের সহিত ক্ষীরনীরবৎ মিথ্যাত্বাদি হেতুতে বদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রকৃতিবন্ধ। ঐ আট প্রকৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই স্থিতি বা কালমর্য্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। ঐ আট প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অনুভাগবন্ধ। কর্ম্মপ্রদেশের যে প্রমাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে এত পরমাণু আছে, ঐ পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার নাম প্রদেশবন্ধ *। অবিরতি, কষায়, রূপ ও যোগ এই চারি বন্ধের মূল হেতু। বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার। তাহার প্রথম মিথ্যাত্ব ৫ প্রকার—যথা, অভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অনভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অভিনিবেশমিথ্যাত্ব, সংসয়মিথ্যাত্ব ও অনাভোগমিথ্যাত্ব। যে আপনার মত মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই মিথ্যা বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যাত্ব। যে না দেখিয়া না বুঝিয়া সকল মতই সত্য বলিয়া মানে, সকল মতেই মোক্ষ হয় এরূপ বিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহমিথ্যাত্ব বলা যায়। যে শাস্ত্রার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য সমর্থনের জন্য মিথ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। নবাঙ্গবৃত্তিকার অভয়দেবসূরি নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্যে গোষ্ঠামাহিল্লকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। জিনোক্ত তত্ত্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথ্যাত্ব। জিনভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাঁহার ধ্যানশতকে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—জৈন মত স্যাদ্বাদরূপ অনন্ত নয়াত্মক, এই জন্য সহজে বুঝা অতি কঠিন। সপ্তভঙ্গী, সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের স্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাতশত নয়, চারি নিক্ষেপ, দ্রব্য ক্ষেত্র কাল ভাব, ষড়্ভঙ্গী (যথা—উৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোৎসর্গ, উৎসর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ), বিধিবাদ, চারিত্রানুবাদ, যথাস্থিতবাদ ইত্যাদি। জৈনশাস্ত্রে এইরূপ অনন্তনয়ের প্রসঙ্গ আছে, এই সকল জানিতে হইলে বড় নির্ম্মল বুদ্ধি চাই ও উপযুক্ত গুরু চাই, নহিলে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ ঘটিবে।

যাহার ধর্ম্মাধর্ম্মে জ্ঞান নাই, বিকলেন্দ্রিয়, তাহার নাম অনাভোগমিথ্যাত্ব। এতদ্ভিন্ন প্ররূপণা, প্রবর্ত্তনা, পরিণাম, প্রদেশ, ধর্ম্মে অধর্ম্মজ্ঞান, অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যে অসত্যজ্ঞান, বিষয়মার্গকে সৎমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, ষট্‌কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্ত্তিকে অমূর্ত্তি এবং অমূর্ত্তিকে মূর্ত্তিজ্ঞান, এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, লৌকিক লোকোত্তরদেব, লোকোত্তরগুরু, লোকোত্তরপর্ব্ব ইত্যাদি ভেদ আছে।

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইন্দ্রিয়গত, মনোগত ও ছয় কায়গত।

কষায়—ষোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে পঁচিশ প্রকার।

যোগ নামক বন্ধহেতু তিনপ্রকার—মনোযোগ, বচনযোগ ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিপ্রকার—সত্যমনোযোগ, অসত্যমনোযোগ, মিশ্রমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ। সত্যবচন দশ প্রকার—জনপদসত্য, সম্মতসত্য, স্থাপনাসত্য, নামসত্য, রূপসত্য, প্রতীতসত্য, ব্যবহারসত্য, ভাবসত্য, যোগসত্য ও উপমাসত্য। অসত্য বা মিথ্যাবাক্যও দশ প্রকার—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য। মিশ্রবচন ১০ প্রকার; যথা—উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপন্নবিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, জীবাজীবমিশ্রিত, অনন্তমিশ্রিত, প্রত্যেকমিশ্রিত, অদ্ধামিশ্রিত ও অদদ্ধামিশ্রিত। ব্যবহারবচন ১২ প্রকার; যথা—আমন্ত্রণী, আজ্ঞাপনা, যাচনা, পৃচ্ছনা, প্রজ্ঞাপনা, প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছানুলোম, অনভিগৃহীতা, অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও অপ্রকট।

কায়যোগ সাতপ্রকার—ঔদারিককায়যোগ, ঔদারিক মিশ্রকায়যোগ, বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারককায়যোগ, আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্ম্মণকায়যোগ। ইহার প্রথম দুই কায়যোগ মনুষ্যের, তৎপরবর্ত্তী দুই চতুর্দ্দশ পূর্ব্বপাঠী সাধুর এবং পরভবগামী সমুদ্ঘাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও তৈজস শরীরযুক্ত জীবের কার্ম্মণ যোগ হইয়া থাকে।

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কর্ম্ম ক্ষয় হইলে যে স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের ধর্ম্ম। সুতরাং সকল স্থানে জীবপর্য্যায় জীব হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, সিদ্ধ জীব হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন।

* জৈনদিগের (মাগধীভাষায় রচিত) কর্ম্মগ্রন্থে চারি বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৬২) "গোট্‌ঠামাহিল মাঈ পং জং অভিনিবিসি তু তয়ং।" (নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্য।)

সিদ্ধ স্বরূপের নবদ্বার যথা—সৎপদপ্ররূপণা, দ্রব্যপ্রমাণ, ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অল্পবহুত্ব।

গতি পাঁচপ্রকার—নরকগতি, তির্য্যগ্‌গতি, মনুষ্যগতি, দেবগতি ও সিদ্ধগতি। কেবল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। আবশ্যকনির্যুক্তিকার কর্ম্মসিদ্ধ, শিল্পসিদ্ধ, বিদ্যাসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রাসিদ্ধ, অভিপ্রায়সিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, কর্ম্মক্ষয়সিদ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে জৈনশাস্ত্রকারগণ কেবল কর্ম্মক্ষয় সিদ্ধকেই মোক্ষপর্য্যায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইন্দ্রিয় বা শরীর (কায়) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, সুতরাং সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়। তাঁহারা আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্য্যায়), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, ভব্য, অভব্য, সম্যক্ত্ব*, সংজ্ঞা † ও আহার ‡ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, এই জন্য সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী অবস্থায় হয় না। সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্ম্মাস্তিকায়াদি পাঁচ দ্রব্য আকাশে যতদূর থাকিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত লোক, সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই একরূপ। সিদ্ধের ক্ষায়িক ও পারিণামিক এই দুই ভাব, শেষ ভাব নাই**।

গুণস্থান। সিদ্ধসাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে স্থান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ প্রকার—মিথ্যাত্ব, সাস্বাদন, মিশ্র, অবিরতিসম্যক্‌দৃষ্টি, দেশবিরতি, প্রমত্তসংযত, অপ্রমত্তসংযত, অপূর্ব্বকরণ, অনিবৃত্তবাদর, সূক্ষ্মসংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলী ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্যসংজ্ঞী পঞ্চেন্দ্রিয় জীব অদেব, অগুরু ও অধর্ম্ম এই তিনে যথাক্রমে দেব, গুরু ও ধর্ম্মভাব বুদ্ধি হইলে তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদার্থে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্ত্বে বিপরীত বোধ বা সংশয় বা দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি বা অনাভোগিক মিথ্যাত্বকে অত্যন্তমিথ্যাত্ব বলে। পূর্ব্বকথিত দশপ্রকার মিথ্যাত্বকে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিথ্যাত্ব সৎদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব বলা যায়।

অনাদিকালসম্ভূত মিথ্যাকর্ম্মের উপশম হইলে গ্রন্থিভেদকরণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীবে ঔপশমিক সম্যক্‌চারিত্র জন্মে। ঔপশমিক সম্যক্ত্বযুক্ত জীব শান্ত হইলে অনন্তানুবন্ধী চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই স্বরূপকেই সাস্বাদন-গুণস্থান বলা যায়।

দর্শনমোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিশ্রমোহকর্ম্মের উদয় হইতে জীববিষয়ে সম্যক্ত্ব মিথ্যাত্বে মিলিত হইলে অন্তরমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বলা যায়।

ভব্য পঞ্চেন্দ্রিয় জীব জিনোক্ততত্ত্ব যথাযথ অভ্যাস করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল স্বভাব লাভ করে অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যক্ত্ব বলা যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বর্জিত হইলে তাহাকে অবিরতি বলে। অবিরতি ও সম্যগ্‌দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে তাহার নাম অবিরতিসম্যগ্‌দৃষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের স্থিতি উৎকৃষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক; সর্ব্বার্থসিদ্ধবিমানবাসী মনুষ্যায়ু অপেক্ষা অধিক। যখন জীব অর্দ্ধপুদ্গল-পরাবর্ত্ত শেষ সংসারে থাকে, তখন ঐ সম্যক্ত্ব জীবে প্রবর্ত্তিত হয়, আর কাহারও আসে না। অবিরতি গুণস্থানবর্ত্তী জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, গুরু ও সঙ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি করিতে হয়।

দেশবিরতি—সম্যক্‌তত্ত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য হইলে জীব সর্ব্ববিরতি বাঞ্ছা করে, এ সময়ে সর্ব্ববিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু জঘন্য, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থূলহিংসাদি ত্যাগ, মদ্যমাংসাদি পরিহার ও পরমেষ্ঠিনমস্কারস্মরণ, ইহাকে জঘন্য ষট্‌কর্ম্ম; ধর্ম্মে তৎপর, দ্বাদশব্রতপালক ও সদাচারপরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্মচর্য্য, মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংস্রবপরিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্টযোগার্ত্ত, ইষ্টবিয়োগার্ত্ত, রোগার্ত্ত ও নিদানার্ত্ত এই চতুষ্পদরূপ

* সম্যক্ত্ব পাঁচপ্রকার—ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশম, সাস্বাদন ও বেদক।

† সংজ্ঞা তিনপ্রকার—হেতুবাদোপদেশিনী, দৃষ্টিবাদোপদেশিনী ও দীর্ঘকালিকী।

‡ আহার তিনপ্রকার—ওজ, লোম ও প্রক্ষেপ।

** দেবাচার্য্যকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, নন্দীসূত্র, প্রজ্ঞাপণাসূত্র, সিদ্ধপ্রাভৃত, সিদ্ধপঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে মোক্ষতত্ত্বের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

আর্ত্তধ্যান এবং হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র এই চারিপ্রকার রৌদ্রধ্যান সম্ভবে।

যখন দেশবিরতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, তখন আর্ত্তরৌদ্রধ্যানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান হইলে সর্ব্ববিরতি হয়। তীর্থঙ্করের প্রতিমাপূজা, গুরুসেবা, স্বাধ্যায়, সংযম, তপ ও দান এই ষট্‌কর্ম্ম, একাদশপ্রতিমা ও শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্ম্মধ্যানের অধিকারী। পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ ব্যতীত চতুর্দ্দশ গুণস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরমুহূর্ত্তমাত্র স্থিতি।

প্রমত্তসংযত—মদ্য, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথা এই পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু পঞ্চ প্রমাদে ও সংজ্বলনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অন্তরমুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রমাদী হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম প্রমত্তসংযত। যিনি অন্তরমুহূর্ত্ত হইতে উপরান্ত পর্য্যন্ত প্রমাদরহিত থাকেন, তিনি আবার অপ্রমত্ত গুণস্থানে আরোহণ করেন।

প্রমত্তসংযত গুণস্থানে আর্ত্তধ্যানই মুখ্য, রৌদ্রধ্যান উপলক্ষ, ধর্ম্মধ্যান গৌণ। আজ্ঞা (জিনের আদেশ), অপায়, বিপাক ও সংস্থান এই চারি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ধ্যান হয়, এই জন্য ঐ চারিটী ধর্ম্মধ্যানের চারিপাদ বলিয়া গণ্য (৬৩)।

পঞ্চ মহাব্রতধারী সাধু পঞ্চপ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে অপ্রমত্তগুণস্থান বলা যায়, তখন সংজ্বলন-কষায় ও নোকষায় মন্দ হইতে থাকে, সুলভ বিষয়ও তখন আর ভাল লাগে না। এই গুণস্থানে ধর্ম্মধ্যানই মুখ্য। ধর্ম্মধ্যান চারিপ্রকার, ১ অঙ্গ-অঙ্গীর স্বরূপ পিণ্ডস্থধ্যান, ২ বাণীব্যাপাররূপ পদস্থধ্যান, ৩ সংকল্পিত আত্মরূপ রূপস্থধ্যান, ৪ কল্পনারহিত রূপাতীত ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সর্ব্বদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই জন্য স্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের অভাবে একস্বভাবরূপ নির্ম্মল আত্মা লাভ হয়। আত্মা দ্রব্যতীর্থ ও ভাবতীর্থে স্নান করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করে। অপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, অস্থির, অশুভ, অযশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত প্রকৃতি দূর করে এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্গ এই দুই প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ করে।

অপূর্ব্বকরণ গুণস্থানে আরোহসময়ে প্রথম অংশে উপশমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ করেন। উপশমক মুনি শুক্লধ্যানী হইয়া উপশমশ্রেণী অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বগত শ্রুতধারক নিরতিচার ও চারিত্রবান্, তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী।

উপশান্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্ত্ব, উপশমচারিত্র ও উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে। ইহাতে ক্ষায়িক ভাবও হয় না। উপশমী মুনি তীব্র মোহোদয়ে পা দিয়া উপশান্ত মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশরীরী, ঋজুমতি ও উপশান্তমোহযুক্ত জীব সর্ব্ব প্রমাদবশে অনন্তভব রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাস করেন।

উপশমক জীব অপূর্ব্বকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থানে, অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থান হইতে সূক্ষ্মসংপরায় গুণস্থানে ও সূক্ষ্মসংপরায় হইতে উপশান্তমোহে আসিয়া পড়ে। প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীর সে সপ্তম গুণস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত হয়, কিন্তু একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপক-শ্রেণী হইতে পারে।

এই সংসারে বহু ভবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, কিন্তু এক ভবে দুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে হইলে অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যক্ত্বমোহ এই তিন, পশ্চাতে নপুংসকবেদ, স্ত্রীবেদ, হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, পুরুষবেদ, প্রত্যাখ্যানী ও অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, সংজ্বলনক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী, অপ্রত্যাখ্যানী ও সংজ্বলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ও লোভের উপশান্ত করিয়া থাকে। চরমশরীরী, অবদ্ধায়ু ও অল্পকর্ম্মী ক্ষপকের চতুর্থ গুণস্থানে নরকায়ু, সপ্তম গুণস্থানে দেবায়ু ও দর্শনমোহসপ্তক ক্ষয় হয়। তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্ম্মপ্রকৃতিক সত্তা থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুক্লধ্যান * মুখ্য, সাধু আত্মসংহনন-সমন্বিতবজ্রঋষভনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে

(৬৩) "আজ্ঞাপায়বিপাকানাং সংস্থানস্য বিচিন্তনাৎ।
ইত্থং বা ধ্যেয়ভেদেন ধর্ম্মধ্যানং চতুর্বিধম্॥"

(৬৪) "মিত্রাদিভিশ্চতুর্ভেদং যদ্বাজ্ঞাদিচতুর্বিধং।
রূপস্থাদি চতুর্দ্ধা বা ধর্ম্মধ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

* জৈনশাস্ত্রমতে যোগীন্দ্র, ক্ষপক, মুনীন্দ্র ও ব্যবহারাপেক্ষ ইহারাই ধ্যান করিবার অধিকারী। যেরূপে ইচ্ছা ধ্যান করিতে পারেন, কোন বিশেষ আসনের নিয়ম নাই। পূরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, কুম্ভক, শুক্লধ্যান প্রভৃতি নানাপ্রকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে।

আসিয়া উপস্থিত হন। এই গুণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগে নরকগত্যাদি ১৬ কর্ম্মপ্রকৃতি নষ্ট করে। দ্বিতীয়ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাখ্যানী ও চারিপ্রকার অপ্রত্যাখ্যানী কষায় দুরীভূত হয়। ৩য় ভাগে নপুংসক-বেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, ৫ম ভাগে হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক ও জুগুপ্সা, ষষ্ঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্ম্মলতায় শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজ্বলনক্রোধ, সংজ্বলন মান ও সংজ্বলন মায়া, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি প্রকার সংজ্বলন ক্ষয় হয়। ক্ষপকের একাদশ গুণস্থান হয় না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক সূক্ষ্ম লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ গুণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইখানেই ক্ষপকশ্রেণীর সমাপ্তি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়া শুক্লধ্যানের দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। শুক্লধ্যানবলে সমরসভাব জন্মে, তখন আত্মা অপৃথক্‌ভাবে পরমাত্মায় লীন হয়।

এই গুণস্থানে নিদ্রা ও প্রচলা এই দুই প্রকৃতি ক্ষয় হয়। ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধি-দর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্ব্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানা-বরণীয় ও পঞ্চ অন্তরায় এই ১৪ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণ-মোহাংশ হইয়া কেবল-স্বরূপ লাভ করেন। কেবলাত্মা চরাচর জগৎ নিজ করতলস্থ ভাবিয়া প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্থঙ্কর নাম উপার্জ্জন করেন। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

যে কেবলী বেদনীয় কর্ম্ম অপেক্ষা আয়ুঃকর্ম্মের স্থিতি অল্প অবগত আছেন, উভয়ের তুল্যতা নিমিত্ত তিনি সমুদ্‌ঘাত করেন। সমুদ্‌ঘাত সাতপ্রকার— ১ বেদনাসমুদ্‌ঘাত, ২ কষায়-সমুদ্‌ঘাত, ৩ মরণসমুদ্‌ঘাত, ৪ বৈক্রিয়সমুদ্‌ঘাত, ৫ তেজঃসমু-দ্‌ঘাত, ৬ আহারকসমুদ্‌ঘাত ও ৭ কেবলীসমুদ্‌ঘাত। যথাস্বভাব-স্থিত আত্মপ্রদেশে বেদনাদি সপ্তকারণের একেবারে উদ্‌ঘাতন করাকে সমুদ্‌ঘাত বলে। সমুদ্‌ঘাতকালে কেবলী যোগবান্ ও অনাহারক হন। এই সপ্ত সমুদ্‌ঘাত হইতে কেবলি-সমু-দ্‌ঘাত ঘটে। কেবলি-সমুদ্‌ঘাতের অর্থ কেবলী ভগবান্ আয়ু ও বেদনীয় কর্ম্ম সম করিবার জন্য প্রথম সময়ে উর্দ্ধলোকান্ত পর্য্যন্ত আত্মপ্রদেশ দণ্ডাকারে, দ্বিতীয় সময়ে পূর্ব্বপশ্চিমদিকে আত্মপ্রদেশ কপাটাকারে ও তৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণদিকে মন্থন-দণ্ডাকারে স্থাপন করেন। চতুর্থ বা শেষ অন্তর পূর্ণ হইয়া জীব সর্ব্বলোকব্যাপী হয়, এজন্য কেবলী ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়া থাকেন (৬৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আয়ু ও কেবলজ্ঞান হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদ্‌ঘাত করিবেন, আর যাহার ছয়মাসের মধ্যে আয়ু অথচ কেবলজ্ঞান হওয়া চাই, তাঁহার পক্ষে ভজনা ও কেবলসমুদ্‌ঘাত আবশ্যক, তিনি আর কিছু করিবেন না (৬৬)।

যোগবান্ কেবলী কেবল-সমুদ্‌ঘাত হইতে নিবৃত্ত হইলে যোগনিরোধ জন্য শুক্লধ্যানের সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় পাদের ধ্যাতা হইবেন, ইহাতে কম্পনরূপ ক্রিয়া সূক্ষ্ম করে। সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুক্লধ্যানে অচিন্ত্যাত্মবীর্য্যশক্তি আসিলে বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাদর যোগকে সূক্ষ্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সূক্ষ্মকায়যোগে অবস্থান করেন, তৎকালে সূক্ষ্মবচন ও মনোযোগ এই দুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজাত্মা-নুভব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন ছদ্মস্থ যোগী মনে স্থিরতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাঁচ হ্রস্বাক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময়, ঐ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চ-লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। সূক্ষ্মকায় যোগীর শৈলশীকরণারম্ভ হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অযোগ গুণ-স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন। সযোগী গুণস্থানের অন্তকালে ঔদারিকর্দ্ধিক, অস্থিরদ্ধিক, বিহায়োগতিদ্ধিক, প্রত্যেকত্রিক, সংস্থানষট্‌ক, অগুরুলঘুচতুষ্ক, বর্ণাদিচতুষ্ক, নির্ম্মাণ, তৈজস, কার্ম্মণ, প্রথম সংহনন, স্বরদ্ধিক ও একতরবেদনীয় এই সকলের উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানান্তরায়দশক ও দর্শনচতুষ্করূপ ১৬ প্রকৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে।

লঘু পঞ্চস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ঐ সময় পর্য্যন্ত অযোগী বা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ শুক্লধ্যান হয়। এই ধ্যানে সূক্ষ্মকায় যোগরূপ ক্রিয়া সমুচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। চিদ্রূপময় আত্মস্বরূপধারক যোগী অযোগী গুণস্থানবর্ত্তী হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি * ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১৩ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপর্য্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দ্দশ গুণস্থানের

---

(৬৫) "দণ্ডং প্রথমে সময়ে কপাটমথ চোত্তরে তথা সময়ে।
মন্থানমথ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্থে তু॥" বাচক।

(৬৬) "ছম্মাসাউ সেসা উপ্পন্নং জেসিং কেবলং নাণং।
তে নিয়মা সমুদ্‌ঘাইয় সেসা সমুদ্‌ঘায় ভইয়ব্বা॥"

* ৫ শরীর, ৫ বচন, ৫ সংঘাত, ৩ অঙ্গোপাঙ্গ, ৬ সংস্থান, ৫ বর্ণ, ৬ রস, ৬ সংহনন, ৬ অস্থির, ২ গন্ধ, ১ নীচগোত্র, ৪ অগুরুলঘু, ১ দেবগতি, ১ দেবানুপূর্ব্বী, ২ খগতি, ৩ প্রত্যেক, ১ সুস্বর, ১ অপর্য্যাপ্ত নাম ও নির্ম্মাণ নাম এই ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি।

অন্তকালে যোগী সত্তারহিত হন, তিনি পরমেষ্ঠি সনাতন ভগবান্ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন *।

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনন্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়সুখ, অনন্তবীর্য্য, অক্ষয়গতি, অমূর্ত্ত ও অনন্তাবগাহনা এই আট গুণসম্পন্ন হন।

সম্যক্‌দর্শন। পূর্ব্বেই সম্যক্‌দর্শনের কথা কিছু বলা হইয়াছে। এই সম্যক্‌দর্শন দুই প্রকার—ব্যবহারসম্যক্‌ত্ব ও নিশ্চয়সম্যক্‌ত্ব। উহার আবার তিনটী তত্ত্ব আছে—দেবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐ সকল বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই সম্যক্‌ত্ববান্ হইতে পারেন। ঐ শ্রদ্ধা আবার দুই প্রকার ব্যবহারশ্রদ্ধা ও নিশ্চয়শ্রদ্ধা।

ব্যবহারশ্রদ্ধায় অর্হৎজিনের স্বরূপ জানা যায়। নামনিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রব্যনিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্হতের এই চারি স্বরূপ। বিশেষাবশ্যকসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানন্দঘনরূপ অর্হৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাঁহার সেবা ও আদেশ পালন করাকেই প্রথম ব্যবহারশুদ্ধদেবতত্ত্ব বলে। বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও ক্রিয়াযোগরহিত, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অনুপাধি, অবন্ধী, অমূর্ত্তি, শুদ্ধচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দরূপী এই রূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাত্মস্বরূপের অনুভব করার নাম নিশ্চয়দেবতত্ত্ব।

ধর্ম্মতত্ত্ব। ব্যবহার:ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিবিধ। ব্যবহাররূপ ধর্ম্মের দয়াই মুখ্য। এই দয়া আটপ্রকার—১ দ্রব্যদয়া, ২ ভাবদয়া, ৩ স্বদয়া, ৪ পরদয়া, ৫ স্বরূপদয়া, ৬ অনুবন্ধদয়া, ৭ ব্যবহারদয়া ও ৮ নিশ্চয়দয়া।

যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বকাম ও জীবরক্ষার নাম দ্রব্যদয়া। ইহাই জৈনদিগের কুলধর্ম্ম।

জীবের গুণপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অন্তঃকরণে অনুকম্পাপূর্ব্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম ভাবদয়া। জিনবচনানুসারে মিথ্যাত্ব অশুদ্ধ প্রবৃত্তি ও কষায়াদিত্যাগ, শুভাশুভ কর্ম্মফলের অব্যাপকতা অর্থাৎ সুখে দুঃখে হর্ষ বিষাদ না করা এবং প্রতিক্ষণ অশুভ কর্ম্মের নিদানকে দূর করিবার যে চিন্তা তাহার নাম স্বদয়া। স্বদয়াবলম্বী জীব আপন শুদ্ধপরিণাম জন্য জিনপূজা, তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি শুভ প্রবৃত্তি আশ্রয় করে।

ছয়প্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়া।

ইহলোক ও পরলোকে বিষয়সুখের জন্য এবং লোকের দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়া। এই দয়ায় বিষয়-সুখ মিলে বটে, কিন্তু সংসার বৃদ্ধি হয়।

মহাড়ম্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের জন্য অপর জীবকে সন্মার্গে লইবার জন্য তাড়না, যাহা দেখিলে হিংসা হয় এরূপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা লাভের কারণ, এরূপ দয়ার নাম অনুবন্ধদয়া।

বিধিমার্গানুসারে সর্ব্বজীবে দয়া ও সর্ব্বক্রিয়াকলাপ যথাবিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়া।

শুদ্ধসাধ্য উপযোগে একত্বভাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্যভাবে যে একতাজ্ঞান, তাহার নাম নিশ্চয়দয়া।

ঐ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়।

নিশ্চয়ধর্ম্ম—আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ইত্যাদি বলিয়া নিশ্চয় করা ও পরপুদ্গলাদি আমার আত্মার নহে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধর্ম্ম।

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম্ম এই ত্রিরত্নের নিশ্চল পরিণতি রূপ শ্রদ্ধাকে সম্যক্‌ত্ব বলা যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও সম্যক্‌ত্ব কহে।

উক্ত ত্রিরত্নের স্বরূপই নিশ্চয়সম্যক্‌ত্ব। ইহা দ্বারা চারি অনন্তানুবন্ধী, সম্যক্‌ত্বমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই সপ্ত প্রকৃতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই নিশ্চয়সম্যক্‌ত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল কেবলীই নিশ্চয়সম্যক্‌ত্ব জানিতে সমর্থ। নিশ্চয়সম্যক্‌ত্ব প্রকট হইলে কখন নরক বা তির্য্যগ্‌গতি হয় না।

সম্যক্‌ত্বের করণীয় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিঘ্ননাশ, জিনপ্রতিমাদর্শন করিয়া পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার অভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া চৈত্যবন্দন ও ভগবান্ জিনের মন্দিরে দশ আশাতনা বর্জ্জন *।

সম্যক্‌ত্ব মধ্যে আবার পাঁচটী অতিচার আছে। যথা—১ শঙ্কাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, ২ আকাঙ্ক্ষা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহারও কষ্ট দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রের চমৎকারীত্ব দেখিয়া অথবা পূর্ব্বজন্মের অজ্ঞানতারূপ কষ্টফলে অন্যমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাঙ্ক্ষা, ৩ বিজীগিষা (বিতিগিচ্ছা) অতিচার অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া

* একতরবেদনী, আদেয়ত্ব, পর্য্যাপ্তত্ব, ত্রসত্ব, বাদরত্ব, মনুষ্যত্ব, যশনাম, মনুষ্যগতি, মনুষ্যানুপূর্ব্বী, সৌভাগ্য, উচ্চগোত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়ত্ব ও তীর্থত্ব নাম এই ১৩ প্রকৃতি।

* আশাতনা যথা—তাম্বূলফলাদি ভক্ষ্য বস্তু, দুগ্ধ, দধি ও ক্ষীরাদি পানীয়, মন্দির মধ্যে বসিয়া ভোজন, শয়ন, নিষ্ঠীবন, মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, ও দ্যূতক্রীড়া।

পূর্ব্বজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এ ধর্ম্ম ভাল নয়, অথবা সাধুর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে এরূপ মনে উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-অতিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে যাওয়া কিংবা সর্ব্বজ্ঞের বচন না জানিয়া অসর্ব্বজ্ঞের কথা সত্য বলিয়া মানা এবং ৫ মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অতিচার।

গুরু গৃহস্থকে সম্যক্দর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার শিক্ষা দেন।

চারিত্র। চারিত্র দুই প্রকার—সর্ব্বচারিত্র ও দেশচারিত্র। সাধুর যেরূপে সর্ব্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশচারিত্র ১২ প্রকার—১ প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত, ২ স্থূলমৃষাবাদবিরমণব্রত, ৩ স্থূলঅদত্তাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুনত্যাগব্রত, ৫ স্থূলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা দিক্‌পরিমাণব্রত, ৭ ভোগোপভোগব্রত, ৮ অনর্থদণ্ডবিরমণব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১০ দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগব্রত।

প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত দুইপ্রকার—দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ও ভাবপ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান জানিয়া দশ দ্রব্যপ্রাণকে রক্ষা করার নাম দ্রব্যপ্রাণাতিপাত; আত্মরমণ বা পরভাবরমণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত্ত, এক স্বভাবমগ্নতা এই গুলি কর্ম্মশত্রু উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, উহা দ্বারা জীব পরভাবদুষ্টতা দূর করিয়া স্বরূপতা লাভের উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণব্রত। ইহাকে ভাবদয়া বলাও যায়। এই ব্রতের পাঁচ অতিচার যথা—১ বধ-অতিচার অর্থাৎ নির্দ্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, ২ বন্ধ। অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নাক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতিভারারোপণাতিচার, ৫ অন্নজলব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে না দেওয়া।

মিথ্যাত্যাগ ও স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মত্যাগের নাম স্থূলমৃষাবাদ। এই মৃষাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্যা ত্যাগ করা শ্রাবকের কর্ত্তব্য।

মৃষাবাদের অতিচার যথা—১ সহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ বিনা বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ রহস্যোদ্ভেদ করিয়া দণ্ডদান, ৩ স্বদারমন্ত্রভেদ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর গুহ্যকথা অন্যের নিকট প্রকাশ, ৪ মৃষা উপদেশ অর্থাৎ বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কূটলেখন অর্থাৎ জাল জালিয়াতী করা ইত্যাদি।

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্তু গ্রহণ করাকে অদত্তাদান বলে। অদত্তাদানত্যাগের নাম অদত্তাদানবিরমণ ব্রত। ইহা দুইপ্রকার—ভাবঅদত্তাদানবিরমণব্রত ও দ্রব্য অদত্তদানবিরমণব্রত।

এই ব্রতের পাঁচ অতিচার—১ অনাহৃত অর্থাৎ চোরাই মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া দিবে এইরূপ কথা বলা, ৩ তৎপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়া দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধগমন এবং ৫ কূটতোলনপরিমাণ অতিচার।

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগব্রত। ইহা দুই প্রকার—দ্রব্যমৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ। এই ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী বা বিধবার সহবাস, ২ ইত্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ বেশ্যাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ পরবিবাহকরণ অর্থাৎ আপনার পুত্র কন্যা না থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্য অন্যের বিবাহ দেওয়া এবং ৫ তীব্রানুরাগ অতিচার।

পরিগ্রহ পরিমাণ দুইপ্রকার—অধিকরণরূপ বাহ্য পরিগ্রহ (ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হাস্যরত্যাদি ১৪শ অভ্যন্তরগ্রন্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত যথা—১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্যপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, ৪ বাস্তপরিমাণ, ৫ রূপ্যপরিগ্রহ, ৬ স্বুবর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদপরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ।

ভোগোপভোগ ব্রত পঞ্চ অণুব্রতের গুণকারী। ইহাতে ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়। ব্যবহার ও নিশ্চয় ভেদে ইহাও দুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অভক্ষ্য * ও বত্রিশ অনন্তকায় † সত্বর পরিত্যাগ করে।

ভোগাভোগব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম, ১ সচিত্তাহার, ২ সচিত্তপ্রতিবদ্ধাহার, ৪ অপকৌষধিভক্ষণ, ৪ দুষ্পক্কৌষধিভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার।

---

* কন্যালীক, অর্থাৎ কন্যাবিবাহকালে তাহার গৃহীতার নিকট কন্যার দোষ চাপিয়া রাখা, এইরূপ ২ গবালীক, ৩ ভূম্যালিক, ৪ স্থাপনালীক, ও ৫ কূটসাক্ষী এই পঞ্চালীক।

*২২ প্রকার অভক্ষ্য। যথা—বটফল, পিপুল, পিলখনক, কঠম্বর, গুলর, মদিরা, মাংস, মধু, মাখন, বরফ, অহিফেনাদি বিষবৎ বস্তু, করকা, সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মাটী, রাত্রিভোজন, বহুবীজযুক্ত ফল, পিলুপিচুমর্দ্দাদি তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রস, দ্বিদল, বেগুণ।

† যাহার পত্র, ফল ও ফুল গূঢ়, সন্ধি গুপ্ত, তুলিতে গেলে সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, যাহার পত্র মোটা ও চিক্কণ এবং যাহার পত্র ও ফল অতি কোমল, তাহা অনন্তকায় জানিবে।

যে আপনার প্রয়োজন নিমিত্ত ধনধান্য ক্ষেত্রাদি নববিধ পরিগ্রহে যাহার ক্ষতি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, সুখের জন্য যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্তু উপরোক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীত যে পাপ করে, তাহার নাম অনর্থদণ্ড। উহার সম্যক্ পরিত্যাগের নামই অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত। ইহা আবার চারিপ্রকার—১ অপধ্যান, ২ পাপোপ-দেশ, ৩ হিংস্রপ্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদণ্ডবিরমণ।

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড দুইপ্রকার—আর্ত্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। আর্ত্তধ্যান আবার চারি প্রকার—অনিষ্টার্থসংযোগার্থধ্যান, ইষ্টবিয়োগার্থধ্যান, রোগনিদানার্ত্তধ্যান ও অগ্রশোচনামা আর্ত্তধ্যান। রৌদ্রধ্যানও চারিপ্রকার—হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র।

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে পাপকর্ম্মোপদেশঅনর্থদণ্ড বলা যায়।

অস্ত্রশস্ত্রাদি হিংসাকারী বস্তু বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যতা ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্রপ্রদানঅনর্থদণ্ড।

কামশাস্ত্রাদি অভ্যাস, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ-কার্য্যের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড।

অনর্থদণ্ডব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কন্দর্পচেষ্টা, ২ মুখরতা, ৩ ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ্চ বা কামমর্ম্ম এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার।

পূর্ব্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, তাদাত্মভাবে মিলিত অনাদি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি অভ্যাসের জন্য এবং আত্মানুভবরূপ সহজানন্দস্বরূপ রস পান করিবার জন্যই সামায়িকব্রত। রাগদ্বেষরহিত পরিণাম হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্ররূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম সুখরূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামায়িক। আবশ্যক-সূত্রে সামায়িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে। যথা—১ উচ্চাসন, ২ চলাসন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবদ্যক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকুঞ্চন-প্রসারণ, ৭ আলস্য, ৮ মোটন, ৯ মল, ১০ বিমাসন (অর্থাৎ গলে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ কুবচন, ১৪ সহসাৎকার, ১৫ অসদারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষবাক্য, ১৭ সূত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ, ১৯ বিকথা, ২০ হাস্য, ২১ অশুদ্ধপাঠ, ২২ মিম্মিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো-বাঞ্ছা, ২৫ ধনবাঞ্ছা, ২৬ গর্ব্ব, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, ৩০ কষায়,৩১ অবিনয় ও ৩২ অবহুমান। সামায়িক ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কায়দুঃপ্রণিধান, ২ মন-দুঃপ্রণিধান, ৩ বচনদুঃপ্রণিধান, ৪ অনবস্থাদোষ ও ৫ স্মৃতিবিহীন অতিচার।

ষষ্ঠব্রত দিক্‌পরিমাণের সংক্ষেপ রূপের নাম দেশাবকা-শিকব্রত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে। এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম—১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণপ্রয়োগ, ৩ সহাণুবায়, ৪ রূপানু-জাতী এবং ৫ পুদ্গলাক্ষেপ অতিচার (অর্থাৎ ভূমি দিয়া গমন-কারী পুরুষকে কঙ্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাক্যপ্রয়োগ)।

পোষধোপবাস চারিপ্রকার—১ আহার, ২ শরীরসৎকার, ৩ অব্রহ্ম ও ৪ অব্যাপারপোষধ।

আহারপোষধ দুই প্রকার—একদেশী ও সর্ব্বতঃ। কোন স্থানে ত্রিবিহার, উপবাস, অথবা আচাম্লতপ কিংবা একাশন-পূর্ব্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজনস্থান, পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল স্থানে যথারীতি আহার করাকে সর্ব্বতঃপোষধ বলা যায়।

স্নান, ধৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দ্দন ও বস্ত্রভূষণাদি, শৃঙ্গার-প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুশ্রূষা না করাকে শরীর-সৎকারপোষধ কহে। ঐরূপ পোষধে আগার বা হস্তমস্তকা-দির শুশ্রূষা করিলে তাহাকে দেশসৎকারপোষধ বলা যায়।

ত্রিকরণশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ। মন বচন দৃষ্টিপ্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রহ্মচর্য্যপোষধ কহে।

সর্ব্বতোভাবে সাবদ্যব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ বলা যায়।

উক্ত চারি পোষধের প্রত্যেকটীর আগমব্যবহারী ও শুদ্ধ উপযোগী এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা—১ অপ্রতিলেখা, ১ দুষ্প্রতিলেখ্যশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধাদুষ্প্রমধ্যশিক্ষা-সংস্থারক, ৩ অপ্রতিলেখ্য দুষ্প্রতিলেখ্য উচ্চারপাসবণ (?) ভূমি, ৪ অপ্রতিমধ্য দুষ্প্রতিমধ্য উচ্চার-পাসবণ ভূমি এবং ৫ পোষধবিধিবিপরীত।

পোষধের ১৮টী দূষণ, যথা—১ পোষধব্রতী বিনা জলপান, ২ পোষধ জন্য সরস আহার, ৩ পোষধের পূর্ব্বদিন ভূরিভোজন, ৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পূর্ব্বদিনে বিভূষা, ৫ পৌষধার্থ বস্ত্রধৌতকরণ, ৬ পোষধের জন্য আভরণধারণ, ৭ পোষধের জন্য বস্ত্ররঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনিদ্রা, ১০ পোষধে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দ্দিষ্টস্থান ব্যতীত মলমূত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পোষধে চৌরকথা ও ১৮ পোষধে স্ত্রী অঙ্গদর্শন।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন কেবল নিজের উদরপূরণ হইতে পারে, এরূপ রাখিয়া অতিথিকে দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ।

এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা—১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে উপস্থিত দেখিয়া উল্লাস, ২ ইষ্টবস্তুকে দেখিয়া যেমন মনে তৃপ্তি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে দেখিয়া বহুসম্মানপ্রদর্শন, ৪ মুনিবন্দনা ও অনুমোদন এবং ৫ বহুদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। অতিথিসংবিভাগেরও ৫ অতিচার, যথা—১ সচিত্তনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের সময় আয়োজন না করিয়া দিলে সাধু খাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিত্তপীহণ অর্থাৎ যাহা দিলে সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দান; ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ সাধু যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে না দিয়া অন্য সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমৎসর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্ব্বক না দেওয়া কিংবা একাঙ্গালকে আমি এত দিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ গুড়খণ্ডাদি না দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা বলা *।

শ্রাবকাচার।—জৈন গৃহস্থবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদির নাম শ্রাবকাচার। শ্রাবককৌমুদী, দিনকৃত্যবিধি, আচারদিনকর, আচাররত্নাকর, শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের পাল্য-গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচার লিখিত হইতেছে।

দিনকৃত্য—ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ নিয়ম ধারণ, দন্তধাবন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন, স্নান। তত্ত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ত্রস্মরণ, তিন বার জিনপূজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, লঘুবন্দন (গুরু উপস্থিত না থাকিলে ধর্ম্মাচার্য্যের নাম লইয়া বন্দনা), চাতুর্মাস্তকালে পঞ্চপর্ব্বের দিন অষ্টপ্রকার পূজা, নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন, নিত্য নৈবেদ্য-দান; চাতুর্ম্মাস্ত, দীবালী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবগুরুকে খাওয়াইয়া পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্ম্মশালা ও পোষধশালা-প্রমার্জ্জন, পোষধশালায় মুখবস্ত্রিকাপ্রয়োগ, দূষণরহিত আহার।

বিবেকবিলাসের মতে—সন্ধ্যাপূজাদি করিবার পূর্ব্বে মল ও মূত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও স্নান করিয়া পবিত্র হওয়া উচিত (৬২)।

প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে—পুরীষ, মূত্র, নিষ্ঠীবন. নাসিকা-মল, বমন, পিত্ত, বীর্য্যরুধির, রাধ, বীর্য্যের পুদ্গল, জীবরহিত কলেবর, স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে সংমূর্চ্ছ জীব উৎপন্ন হয়, এই জন্য ঐ সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না।

দন্তধাবন।—জৈনশাস্ত্রমতে, ব্যতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, নবমী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সকল দিনে, এ ছাড়া কাস, শ্বাস, কফ, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত্ত, মুখ, শির, নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না।

স্নান।—উচ্চ নিম্ন ও জীবযুক্ত স্থানে স্নান নিষেধ। সমতল স্থানে স্নান কর্ত্তব্য। স্নান করিবার সময় উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে, উষ্ণ না মিলিলে কাপড়ে ছাঁকা শীতল জলে স্নান করিবে। ব্যবহারশাস্ত্রের মতে—নগ্ন রোগী, পরদেশ হইতে আসিয়া ভোজন ও মঙ্গলাকার্য্যাদির পর দুষ্প্রবেশ ও অপরিষ্কার জলে স্নান করিবে না। স্নান করিতে হইলে সর্ব্বদাই তৈলমর্দ্দন চাই। জৈনশাস্ত্র মতেও স্নান করিয়া তবে পূজা করিবে।

পূজা তিন প্রকার। যথা—অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা ও ভাবপূজা।

অঙ্গপূজা—নির্ম্মাল্যদূরীকরণ, মার্জ্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, কুসুমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতস্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির আভরণ দ্বারা ভূষা, মালামুকুটাদিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, ইত্যাদির নাম অঙ্গপূজা।

অগ্রপূজা—দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাদ্য, লবণ, জল, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপূজা (৬৩)।

ভাবপূজা—শক্রস্তব, চৈত্যস্তব, নামস্তব, শ্রুতস্তব ও সিদ্ধস্তবাদি চৈত্যবন্দনা ও অগ্রপূজার গীতনৃত্যাদি ভাবপূজায় হইয়া থাকে।

সকল প্রকার পূজাই ঐ তিন পূজার অন্তর্ভাব বলিয়া গণ্য।

পূজক পূর্ব্বমুখে স্নান, পশ্চিমমুখে দন্তধাবন, উত্তরমুখে শ্বেতবস্ত্র পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্থাপন এবং পূর্ব্বোত্তরমুখী হইয়া পূজা করিবে। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—পশ্চিমে সন্তানোচ্ছেদ, দক্ষিণে সন্তানহীন, অগ্নিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পূজা করিলে ভূমিহীন হয়। অঙ্গন্যাস, চন্দন, শির, কণ্ঠ ও হৃদয়ে তিলকধারণ ব্যতীত পূজা সিদ্ধ নহে। প্রাতে বাসপূজা, মধ্যাহ্নে ফুলপূজা এবং সন্ধ্যায় ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিবে। শান্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাভের আশায় পীতবস্ত্র, শত্রুজয়ার্থ কৃষ্ণবস্ত্র, মাঙ্গলিক কার্য্যে রক্তবস্ত্র এবং মুক্তিলাভের জন্য পূজা করিতে হইলে পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে।

---

* ধর্ম্মসংগ্রহপ্রকরণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্ত্রে সম্যক্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

(৬২) "মূত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং স্নানভোজনে।
সন্ধ্যাদিকর্ম্মপূজাচ কুর্য্যাজ্জপ্যং চ মৌনবান্॥"

(৬৩) "গন্ধব্ব নট্ট বাইয় লবণ জলারত্তি আইদীবাই।
জং কিচ্চং সব্বংপিউ অয়ঈ অগপূআএ॥"

উমাস্বাতিবাচককৃত পূজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে জিনমন্দিরনির্ম্মাণ ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পূজাবিধি এই—

প্রভাতকালে প্রথমে নির্ম্মাল্য পরিষ্কার, তৎপরে প্রক্ষালন, পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে স্নানাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে।

প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস স্থাপন করিয়া——

"মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌম্যত্বকান্তিকমনীয়ং।
সহজনিজরূপনির্জ্জিতজগত্রয়ং পাতু জিনবিম্বং॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে—

"অবণায়ি কুসুমাহরণং পয়ই পইট্‌ঠিয় মনোহরচ্ছায়ং।
জিণরূবং মজ্জণপীঠং সংঠিয়ং বো সিবং দিসউ॥"

এই বলিয়া নির্ম্মাল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস চালিয়া ধুইয়া ধূপ দিয়া স্নানযোগ্য সুগন্ধ জল নিক্ষেপ করিবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কলস রাখিয়া সুন্দর বস্ত্র ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধূপ দিয়া, মাথায় তিলক ও হাতে চন্দনের কঙ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক-

"সযবত্ত কুন্দমালই বহুবিহ কুসুমাই পঞ্চবন্নাইং।
জিননাহ ণবণকালে দিন্তি সুরান্‌হ কুসুমাঞ্জলি হিট্‌ঠা॥"

ইত্যাদি কুসুমাঞ্জলিগাথা পাঠ করিয়া জিনচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে উদার মধুরস্বরে জিনেশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া জন্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, ঘৃত, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দধি ও সুগন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়া জিনদেবকে স্নান করাইবে; স্নানকালে চামরব্যজন, সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের স্নানকার্য্য শেষ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিনদেবের মস্তক খালি রাখিবে না, অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। স্নানের পর শ্রাবক—

"অভিষেকতোয়ধারা ধারেব ধ্যানমণ্ডলাগ্রস্থ।
ভবভবনভিত্তিভাগান্ ভূয়োপি ভিন্নতু ভাগবতী॥"

এই পাঠ করিয়া নির্ম্মল জলধারা অর্পণ করিবেন। পরে অঙ্গলেপ ও ধান্যাদির নৈবেদ্যদান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিকা জ্ঞানাদি ত্রিরত্নের পূজা ও স্নাত্রপূজা করিবে। আবশ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, স্নাত্রপূজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না। বরং তাহাতে সর্ব্বরোগ দূর হয়।

জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গলদীপ লইয়া আরতি করিতে হয়, মঙ্গলদীপের পার্শ্বে ধুনচী রাখিয়া তাহাকে লবণজল দিয়া

"উবণেউ মঙ্গলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া।
তিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিয়সবি ব মুক্কা কুসুমবুট্‌ঠী॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুসুমবৃষ্টি করিবে। পরে—

"উঅহ পড়িভগ্‌গাপসরং পয়াহিণং মুণিবঙ্গ করে উণং।
পড়ইস লোণত্তণ লজ্জিঅং চ লোণং হু অবহংমি॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুলে করিয়া তিনবার নুনের জল ছিটা দিবে। তৎপরে আরতি করিয়া দুইপাশের কলস হইতে জল লইয়া ধারা দিবে।

ফুল ছিড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার—

"মরগয়মণি ঘড়িয় বিশাল থালমাণিক মণ্ডিঅ পঙ্গবং।
নবণয়র করু থিত্তং ভমউ জিণারত্তিঅং তুম্‌হ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রধানপাত্রে রাখিবে। পরে—

"ভামিজ্জং তো সুরাসুরিহিং তুহনাহ মঙ্গলপঙ্গবো।
কণয়ায়লস্‌স নজঙ্গ ভাণুব্ব পয়া হিংণং দিস্তো॥"

এই পাঠ করিয়া দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপদ্মে স্থাপন করিবে।

জিনপূজাবিধিগ্রন্থে লিখিত আছে—অঙ্গপূজায় বিঘ্ননাশ, অগ্রপূজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপূজায় মোক্ষ লাভ হয়।

এতদ্ভিন্ন জৈনশাস্ত্রে শ্রাবকের পর্ব্বকৃত্য, ত্রৈমাসিককৃত্য, সংবৎসরকৃত্য ও জন্মকৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক ও পর্যুযণা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য তীর্থঙ্কর।—যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রসঙ্গ প্রথমে লিখিয়াছি, তদ্ব্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্থঙ্করের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম সুভৌমস্বামী। হিন্দুগণ যেমন কল্কী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের কথা উথাপন করেন, সেইরূপ কোন কোন জৈনসম্প্রদায় বলেন, যখন জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন দুষ্টদলন ও ধর্ম্মোদ্ধারের জন্য সুভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন †।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—অনেকেই জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হিন্দু দার্শনিকগণের মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা আস্তিক হিন্দু দার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন।

যদি সর্ব্ব জগৎ পরমাত্মার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা

* শ্বেতাম্বরেরাও দিগম্বরদিগের মত জাতিভেদ শৌচাশৌচ প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানহুরিরচিত বৃহৎআচারদিনকরগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† সারস্বতগচ্ছীয় রত্নচন্দ্ররচিত সুভৌমচরিতে সুভৌমস্বামীর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী সুখী দুঃখী প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, যেমন ভার্য্যায় লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে এই জগৎ একরস একস্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত।

তবে যদি বল ব্রহ্ম এক ও মায়া স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-রূপী, কিন্তু জগদাদি সর্ব্ব মায়া জন্য। তাহা হইলেও তোমার কথায় দোষ পড়ে। মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ কি অভেদ? যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড় কি চেতন? যদি বল জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনিত্য? যদি বল অনিত্য, তবে তাহা বিনশ্বর ও কার্য্যরূপ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল কার্য্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদি ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনিই সব করিয়াছেন, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে। যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর খাটে না। যদি বল ব্রহ্ম ও মায়া এক, তাহা হইলে দুইটীকে ভিন্ন নাম দিয়া বলিবার আবশ্যক কি, এক ব্রহ্ম বলিলেই চলিত।

বাস্তবিক ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা নহেন, সকল পদার্থেই অনন্ত-শক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্য্য করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম্ম ও উদ্যম এই পঞ্চ নিমিত্তসাপেক্ষ। এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখ, যখন বীজ বোনা হয়, তখন কাল অনুকূল হওয়া চাই, নহিলে বীজাঙ্কুর জন্মে না। আবার বীজ, জল, পৃথিব্যাদির অবশ্য স্বভাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার পরিণামকেই নিয়তি বলা যায়। ইহাও একটী কারণ। এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটী কারণ। এই পঞ্চ বস্তুই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। যে যে বস্তুর স্বভাব তাহা সকলই অনাদি হইতে হইয়াছে। যে যে বস্তুর আপনাপন স্বভাব নাই, সেই সেই বস্তু সৎরূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তদ্দারাই অনাদিরূপ সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে সৃষ্টি রচনা দেখিতেছ, তাহা সকলই প্রবাহক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। জগতের যাহা কিছু নিয়ম, তাহা ঐ পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্তিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের অনেক জড় পদার্থই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি মিলিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণ বর্ষার মেঘের উপর পড়িয়া ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ নিমিত্ত হইতে তৃণ, গুল্ম, কীট পতঙ্গাদি বহুতর জীব জন্মিয়া থাকে। দ্রব্যা-র্থিক নয়ানুসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অনাদি; যাহা অনাদি তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর-জগৎস্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাশুভ বিধানও করেন না *। যে যে অবস্থায় জীবের শুভাশুভ ঘটে, তাহা সমস্তই কর্ম্মফল। কর্ম্মফল ভোগকালে জীব স্ববশ নহে।

যদি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেন, যদি তিনি জীবের শুভা-শুভ কর্ম্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান জৈনাচার্য্যগণ এই শ্লোকটী প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন—

"ত্বামব্যয়ং বিভুমচিন্ত্যমসংখ্যমাদ্যং
ব্রহ্মাণমীশ্বরমনন্তমনঙ্গকেতুম্।
যোগীশ্বরং বিদিতযোগমনেকমেকং
জ্ঞানস্বরূপমমলং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্ম্মোন্মূলন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানিগণও তোমার চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বলোকব্যবহারপ্রবর্ত্তনা হইতেও আদি বা স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর সর্ব্বা-পেক্ষা বৃদ্ধিমান্ অথবা অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অন্ত পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ঔদারিক, বৈক্রিয়, আহা-রক, তৈজস ও কার্ম্মণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্নও তোমাতে নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজ্ঞান ধারণা করেন, তাহারও ঈশ্বর, বিদিতযোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্ম্ম-সংযোগ তুমি সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্ব্ব-

* জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের খণ্ডন ও জৈনমতে ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।—আপ্তমীমাংসা, প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমুচ্চয়, প্রমেয়মার্ত্তণ্ড প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড, ন্যায়াবতার, ধর্ম্মসংগ্রহণ, তত্ত্বার্থসূত্র, নন্দীসিদ্ধান্ত, শব্দাম্ভোনিধি-গন্ধহস্তীমহাভাষ্য, শাস্ত্রসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদকল্পলতা, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদমঞ্জরী, স্যাদ্বাদরত্নাকর, দ্বাদশারনয়চক্র, সম্মতিতর্ক প্রভৃতি।

গত বা গুণপর্য্যায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়া জ্ঞান হয়, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান তোমার স্বরূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দোষরূপ মল তোমাতে নাই, তুমি সৎপুরুষ বলিয়া অভিহিত †।

বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায় হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মসাগর-গণি রচিত কুপক্ষকৌশিকসহস্রকিরণ বা প্রবচনপরীক্ষা নামক গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটী মতের উল্লেখ আছে। যথা ১ ক্ষপণক বা দিগম্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা ঔষ্ট্রিক, ৪ পল্লবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক, ৬ আগমিক বা ত্রিস্তুতিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯ বন্ধ্য বা বীজমত এবং ১০ পাশচন্দ্র।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, উক্ত দশটী মতের মধ্যে দিগম্বর, পৌর্ণমীয়ক ঔষ্ট্রিক ও পাশচন্দ এই চারিশাখা আদি জৈন হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীয়ক মত হইতে এবং লুম্পাক, কটুক ও বন্ধ্য এই তিনটীর মধ্যে বন্ধ্য লুম্পাক হইতে বহির্গত একটী পৃথক্ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে ঐ কয়টী মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ দশটী মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত জৈনেরা ধর্ম্মসাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রকৃত জৈন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ দশশাখার উৎপত্তি সম্বন্ধেও প্রবচনপরীক্ষায় এইরূপ লিখিত আছে—

দিগম্বরোৎপত্তি। রথবীরনগরে শিবভূতি বা সহস্রমল্ল নামে এক রাজভৃত্য বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া আর্য্যকৃষ্ণ নামে একজন জৈনস্থরির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভূতি রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়াছিলেন; সেই কম্বলখানির উপর তাহার বড় যত্ন ছিল। এক দিন তাঁহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্বলখানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। পরে শিবভূতি আপনার সাধের কম্বলের দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন প্রকার বসন ভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার ভগিনী উত্তরাও ভ্রাতার ন্যায় দিগম্বরী হইলেন। কিন্তু শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্ব্বাণ হইতে পারে না বলিয়া ভগিনীকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি কৌণ্ডিল্য ও কোট্টবীর নামক দুইজন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন; তখন হইতে বোটিক বা নগ্নাচার্য্যগণের শাখা প্রবর্ত্তিত হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগম্বরের মুখ্য মত।

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোৎপত্তি। বীরগতাব্দের ১৬২৯ বর্ষ পরে অর্থাৎ ১১৫৯ সম্বতে পৌর্ণমীয়ক মত উৎপন্ন হয়। মতোৎপত্তির কারণ এইরূপ—

রাজশ্রীকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্রপ্রভ, মুনিচন্দ্র, মানদেব ও শান্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে শ্রীধর নামে এক জৈন বহু ব্যয়ে জিনেন্দ্রপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ মুনিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাব্রতে ব্রতী করুন। চন্দ্রপ্রভ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলিলেন—"সাধু এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন না।" এইরূপে শ্রাবকপ্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে কেহই তাঁহার অনুগামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯ সম্বতে এক দিন চন্দ্রপ্রভ শিষ্যগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, পদ্মাবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন, "তোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণিমাপাক্ষিক * সত্য, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" এইরূপে পৌর্ণমীয়ক শাখা বাহির হইল †।

খরতরোৎপত্তি। ধর্ম্মসাগর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপট্টাবলীতে ১০২৪ সম্বতে বর্দ্ধমানের শিষ্য জিনেশ্বর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, ১২০৪ সম্বতে জিনদত্তসূরি হইতেই খরতর নাম প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির শিষ্য সুমতিগণির গণধরসার্দ্ধশতকবৃহদ্বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

অভয়দেব নিজে জিনবল্লভকে পট্টস্থ করেন নাই, তিনি জানিতেন, তাহাতে তাঁহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে না। কারণ, জিনবল্লভ পূর্ব্বে এক চৈত্যবাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বর্দ্ধমানকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুবিধা পাইয়া জিনবল্লভকে পট্টস্থ করিবার জন্য প্রসন্নচন্দ্রকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র আবার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্য্য সমাধা করেন। ধর্ম্মসাগর আরও বলিয়াছেন, দুর্লভরাজের সভায় ১০২৪ সম্বতে চৈত্যবাসী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ

† জৈনাচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে অর্থ করা হইল।

* পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন করা যায়, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক বলে। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বিগণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উভয় তিথিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক কহে।

† চন্দ্রপ্রভের ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততি রচনা করেন।

করেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক; কারণ, দুর্লভরাজ তাহার বহু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সম্বতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশেষতঃ ১৫৮২ সম্বতে লিখিত শ্লোকানুবন্ধী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১০২৪ সম্বতে জিনহংসসূরি পট্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকাবৃত্তি, অভয়দেবের ঋষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্দ্ধমানরচিত প্রাকৃত-গাথা এবং প্রভাবকচরিত্রে খরতর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। সুমতি-গণির গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্লভ কখন জিনদত্তকে দেখেন নাই। ধর্ম্মসাগর আপনগ্রন্থে যে পট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্লভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—প্রাচীন গাথানুসারে ১২০৪ সম্বতেই জিনদত্তসূরি হইতেই খরতরশাখা প্রবর্ত্তিত হয়। জিনদত্ত অতিশয় খরপ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্যই সাধারণে তাঁহাকে খরতর বলিত; জিনদত্তও সাদরে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তাহার শিষ্যপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে খ্যাত হইলেন।

ধর্ম্মসাগরের মতে—জিনশেখর হইতে রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রসিদ্ধ হয় নাই; তাঁহার পর ৪র্থ পট্টধর অভয়দেব হইতেই রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রবর্ত্তিত হয়।

আঞ্চলিকোৎপত্তি। ১২১৩ সম্বতে আঞ্চলিকমত প্রচ-লিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচক্ষু ও বহুভাষী এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। বিউণ নামক গ্রামে বাস করি-বার সময় নাধি নামে এক অন্ধরমণী তাঁহাকে বন্দনা করিতে আসে; কিন্তু সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। জৈনশাস্ত্রে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নর-সিংহ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাকিতে আদেশ করেন। তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাধির বহু অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহায্যে নরসিংহ আঞ্চলিক মত প্রচার করিলেন। নাধির অনুরোধে নাটপদ্রীয়-চৈত্যবাসী নরসিংহকে সূরিপদ প্রদান করেন। তখন হইতে নরসিংহের নাম আর্য্য-রক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণ জৈনের অনুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। আঞ্চলিকেরা আত্মাগম, অনন্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন প্রকার আগম স্বীকার করেন।

সার্দ্ধপৌর্ণমীয়কোৎপত্তি। ১২৩৬ সম্বতে এই মত প্রচলিত হয়। এই মতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—

এক দিন রাজা কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্দ্রের মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কুমারপাল আপনার রাজ্য হইতে পৌর্ণমীয়কদিগকে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। এক দিন তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহা-দের মতপরিপোষক কোন আগম বা পূর্ব্ববাদ আছে কি না?" পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাসূচক উত্তর করেন; তজ্জন্য সমস্ত পৌর্ণমীয়ক কুমারপালের অধিকারভুক্ত ১৮টী জনপদ হইতে দূরীভূত হইলেন। কুমারপাল ও হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আচার্য্য সুমতিসিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পত্তন নগরে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, "সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক।" সুমতিসিংহের কোন কোন শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, আচার্য্য সুমতিসিংহ সাধুপ্রকৃতি ও বড় দয়ালু ছিলেন; এই জন্যই তাহার শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সুমতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুষ্পাদি দিয়া জিনদেবের পূজা করিতে নিষেধ করেন এবং সাধুমার্গ অবলম্বন করিতে আদেশ করেন; সেই জন্যই তিনি এবং তৎপরবর্ত্তী শিষ্যগণ সাধু-পৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন।

আগমিকোৎপত্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌর্ণমীয়ক পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আঞ্চলিক পক্ষ অবলম্বন করেন। পরে ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া শত্রুঞ্জয়তীর্থে ৭ জন সাধুর সহিত মিলিত হইয়া জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পূজাপরি-হাররূপ নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই আগমিক ও ত্রিস্তুতিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সম্বৎ হইতে এই মত প্রচলিত হয়।

লুম্পাকোৎপত্তি। (গুজরাট দেশে আহ্মদাবাদে দশা শ্রীমালজ্ঞাতি লুঙ্কা বা) লুম্পাক নামে এক লেখক ছিলেন; তিনি জ্ঞানযতির উপাশ্রয়ে পুঁথি লিখিতেন; পুঁথি লিখিবার সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উদ্দেশক ছাড়িয়া যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারপিট করিয়া তাঁহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে লুম্পাক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লিম্বড়ী গ্রামে আসিয়া লক্ষ্মীসিং নামক এক বণিকের সাহায্যে এইরূপ মত প্রচার করেন— "জিনপ্রতিমার যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসনা চলিতে পারে না। আবশ্যকসূত্রের অনেক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং ব্যবহারসূত্রও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।" ধর্ম্মসাগর প্রবচনপরীক্ষার অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লুম্পাকমতের

প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার মতে ১৫০৮ সম্বৎ হইতে এই মতের উৎপত্তি হয়।

লুম্পাকের একটী শাখার নাম বেশধর। ইহারা অপর সকল জৈন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভূষা করে বলিয়া ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে। কাহারও মতে ১৫৩১, আবার কাহারও মতে ১৫৩৩ সম্বৎ হইতে এই শাখার উৎপত্তি। প্রাগাটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্ত্তী অরঘট্টপাটক-নিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীয় বেশধরদিগের প্রথম ; কিন্তু ভাণকের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রূপর্ষিই গুজরাটী বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই রূপর্ষি মালসাবড় গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইঁহাকে দীক্ষা দেন। ১৫৫৪ সম্বতে ইনি পট্টস্থ হন। ১৫৬৮ সম্বতে তাঁহার শিষ্যগণ গুজরাটী লুম্পাক হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য নাগপুরীয় লুম্পাক নামে পরিচিত হইল। ঐ বর্ষে ইন্দ্রগোত্র ও উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

১৫৮০ সম্বতে সুরাণাগোত্র রূপর্ষি নাগপুরে জগমালের পদ অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্বতে মালসাবড় গোত্র উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

কটুকোৎপত্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, "এ জগতে আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।" তদনুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সম্বতে ঐ কটুক হইতে স্বতন্ত্র শাখা প্রবর্ত্তিত হইল।

বীজমতোৎপত্তি। নূনক নামক এক লুম্পাক বেশধরের বীজ নামে এক মূর্খ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্ব্বে কখন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন বীজ তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পর্য্যুষণা ও আগমিক মতানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫৭০ সম্বতে বীজমত প্রবর্ত্তিত হইল।

পাশচন্দোৎপত্তি। নাগপুরে পার্শ্বচন্দ্র নামে তপাগচ্ছীয় এক উপাধ্যায় বাস করিতেন। গুরুর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায় তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি তপাগচ্ছ ও লুম্পাক মত হইতে কোন কোন ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক বিধিবাদ, চরিত্রানুবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ত্রিস্থানানুবন্ধী এক মত প্রচার করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নির্য্যুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী ও ছেদগ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ সম্বতে ঐ মত প্রচারিত হয়। ঐ মতানুবর্ত্তী পার্শ্বচন্দ্রের শিষ্যগণ পাশচন্দীয় নামে খ্যাত।

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটী গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে।

অমিতগতি রচিত ধর্ম্মপরীক্ষার মতে দিগম্বরদিগের মধ্যে চারিটী সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় প্রধান, যথা—১ কাষ্ঠাসঙ্ঘ, ২ মূলসঙ্ঘ, ৩ মাথুরসঙ্ঘ, ৪ গোপ্যসঙ্ঘ। মূলসঙ্ঘ হইতে আবার নন্দীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সরস্বতী ও হর্ষপুরীয় গচ্ছ প্রধান।

শ্বেতাম্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, নাগেন্দ্রগচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, কৃষ্ণরাজর্ষিগচ্ছ (১৩৯১ সম্বতে উৎপত্তি), লঘুখরতরগচ্ছ (১৩৩১ সম্বতে উৎপত্তি), বৃহৎখরতরগচ্ছ, বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খন্দেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, বিশবালগচ্ছ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক স্বতন্ত্র পট্টধর ও তাঁহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার।—প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীর্থিকের * উল্লেখ আছে—এই ছয়জনের নাম—১ পূর্ণকাশ্যপ, ২ মংখলিপুত্ত গোসাল, ৩ নিগণ্ঠনাতপুত্ত, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ সঞ্জয়পুত্তবৈরতি, ৬ ককুদকাত্যায়ন।

মহাবগ্‌গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নিগণ্ঠনাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র) এক ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, সংসারগ্রন্থিছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করায় ইনি নির্গ্রন্থ, এমন কি উচ্চ অর্হৎ নামেও পরিচিত হইয়াছেন। ইহার মত সহস্র সহস্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মতে শীতল জল পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে।

* ধর্ম্মসাগর নাগপুরীয় বেশধরপট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—১ম ভাণক, ২য় ভাদর, ৩য় ভীম, ৪র্থ নুন, ৫ম জগমাল ও ৬ষ্ঠ রূপর্ষি।

* বৌদ্ধগ্রন্থে তীর্থিক শব্দের অর্থ ধর্ম্মবিদ্বেষী, কিন্তু জৈনেরা তীর্থক শব্দে তীর্থঙ্করকেই বুঝাইয়া থাকে।

তিনি আরও বলেন, কায়, মন ও বাক্ এই তিন দণ্ড অর্থাৎ পাপের সহচর, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ অদৃষ্টের অধীন। মহাবগ্গ নামক পালি-গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন।

উপরে জ্ঞাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জৈনদিগের স্থানাঙ্গসূত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক ঐ মত দেখিতে পাই *। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীই স্থানাঙ্গবর্ণিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ নির্গ্রন্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-স্বামীরই নামান্তর।

জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে "নায়পুত্ত" (অর্থাৎ জ্ঞাতপুত্র) বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ ছয়জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ ছয়জনের মতই জৈনধর্ম্মমূলক বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীসূত্রে বর্ণিত আছে। শেষোক্ত জৈনগ্রন্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোশাল, কিন্তু মহাবীরের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন। [মঙ্খলিপুত্র গোশাল দেখ।]

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সিংহলের সামঞ্ঞফলসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে নির্গ্রন্থগণ চাতুর্যাম ধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবতীসূত্রে পার্শ্বমত্যেয় কালাস বেসিয়পুত্তেয় সহিত মহাবীরের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে—"তজ্ঝং অন্তিএ চাতুর্জ্জামাতো ধম্মতো পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িক্কমণং ধম্মং উপসম্পজ্জিও ণং বিহরিওএ"—অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে পঞ্চযাম ধর্ম্মগ্রহণ করিলাম।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থ পার্শ্বনাথ যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যাম ধর্ম্ম এবং মহাবীরস্বামী যে ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম্ম।

জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে যখন চাতুর্যাম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীসূত্র দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং মহাবীরস্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্ব-মত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে চাতুর্যামধর্ম্মমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামীরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীকে জৈন-মতপ্রবর্ত্তক না বলিয়া জৈনধর্ম্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে।

জৈনদিগের কল্পসূত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ স্থলে খৃষ্টজন্মের * প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক চাতুর্যামধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈন-ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর-গণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধান্তে বিবৃত হয় নাই, তখন কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থঙ্করের পূর্ব্বে জৈনমত প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে ২২শ তীর্থঙ্করের জীবনীকাল যেরূপ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্শ্বনাথের পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের অঙ্কুর হইলেও তাঁহার সময় হইতেই যে, একটী বিশিষ্ট মত বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে পার্শ্বনাথ-কেই প্রকৃত জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

জৈন্-উজিয়াল্, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ৬৮·২১ বর্গমাইল। ইহার অধি-কাংশ অনুর্ব্বর এবং কৃষির অযোগ্য। উত্তরপশ্চিমভাগ অরণ্য ও কঙ্করময়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে উত্তম কৃষি-কার্য্য চলে। এখানে ধান্য, গোধূম, ইক্ষু, সর্ষপ, মসূর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীর

---

* স্থানাঙ্গসূত্রের ৩য় উদ্দেশে এই বচন আছে—"তন্বদণ্ডাপন্নত্ত তং যহা মনদণ্ডে বচদণ্ডে কায়দণ্ডে।"

* নিকোলস্ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্য্যটক তিব্বতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া হিমিন্ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাষায় লিখিত একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে আগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক যীশুখৃষ্টের সহিতও তাঁহার অজ্ঞাত বাসকালে জৈন সাধুগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পালি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় য়ূরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। See "The unknown Life of Christ, by Nicolus Notovitch, translated from the French by Violet Crispe," (London, 1895.)

জলেই চাস হয়। বক্রেশ্বর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ছুবরাজপুরে সবজজের আদালত আছে।

জৈনেন্দ্র, ব্যাকরণরচয়িতা এবং অষ্টাদশ আদি শাব্দিকের মধ্যে একজন।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার রচয়িতাসম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ মহাবীর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডাক্তার কিল্‌হর্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনন্দি কর্ত্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর উভয়েই স্বসম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে উৎসুক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগম্বর জৈনগুরু পূজ্যপাদ কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্তি; কিন্তু পণ্ডিত ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনন্দি ও পূজ্যপাদ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১২০৫ খৃঃ অব্দে সোমদেব 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা' নামে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই তীর্থঙ্কর এবং পূজ্যপাদ গুণনন্দিদেবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থসূচনা করিয়াছেন। শ্রীস্বামীর মতে সূত্র পূজ্যপাদ কর্ত্তৃক ও তাহার টীকা দেবনন্দি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

জৈন্য (ত্রি) জৈন-স্বার্থে যৎ। জৈনসম্বন্ধীয়।

জৈপাল (পুং) জয়পাল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জয়পালবৃক্ষ। (দ্বিরূপকোষ) (ক্লী) ২ জয়পালের বীজ।

জৈমিনি (পুং) মুনিভেদ, ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা জৈমিনিভারত নামে বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম জৈমিনিদর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা। এই পূর্ব্বমীমাংসা ষড়্‌দর্শন মধ্যে একখানি। জৈমিনি একজন বজ্রবারক মধ্যে গণ্য।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥"

ইনি দ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কণ্ডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, ইহার পুত্রের নাম সুমন্ত ও পৌত্রের নাম সুত্বান্। ইহারা তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। হিরণ্যনাভ, পৌষ্পিঞ্জি ও আবন্ত্য নামে শিষ্যত্রয় ঐ সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

জৈমিনিদর্শন (ক্লী) জৈমিনিকৃতং যদ্দর্শনং, কর্ম্মধা। মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা, ইহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের মীমাংসা ও শ্রুতিস্মৃতির বিরোধভঞ্জন আছে। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় ও প্রাধান্য মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনিভারত, মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত ভারতসংহিতা, ইহার কেবল অশ্বমেধপর্ব্বই পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ইহার অন্যান্য পর্ব্ব এখন নাই। কিন্তু ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অশ্বমেধপর্ব্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্বলিত।

জৈমিনীয় (ত্রি) ১ জৈমিনি সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সামবেদের এক শাখা।

জৈমূত (ত্রি) জীমূতসম্বন্ধীয়।

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যটীকাকার কৈয়টের পিতা।

জৈব (ত্রি) জীবস্যেদং জীব-অণ্। ১ জীবসম্বন্ধীয়। ২ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধনুরাশি। ৪ পুষ্যানক্ষত্র। ৫ পুষ্যানক্ষত্রপাত।

"কৃতাদ্রিচন্দ্রাঃ জৈবস্য ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভৃগোস্তথা।" (সূর্য্যসি°)

জৈবন্তায়ন (পুং স্ত্রী) জীবন্তস্য গোত্রাপত্যং বা ফঙ্। জীবন্ত ঋষির গোত্রাপত্য, একজন যজুর্ব্বেদপ্রচারক। "জৈবন্তায়নাচ্চ রৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৭।৩।২৬)

জৈবন্তায়নি (ত্রি) জীবন্তস্যাদূরদেশাদি, কর্ণাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ফিঞ্। জীবন্তের অদূরদেশাদি।

জৈবন্তি (পুং) জীবন্তের অপত্য।

জৈবলি (পুং) জীবলস্য রাজ্ঞোঽপত্যং, জীবল-ইঞ্। জীবল নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে প্রসিদ্ধ।

"তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম" (ছান্দোগ্য উ°)

জৈবাতৃক (পুং) জীবয়তি ওষধিপ্রভৃতীনি, জীব-ণিচ্ আতৃকন্ (আতৃকন্ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৮১) ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (অমর) ৩ পুত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৪ ঔষধ। (হেম) (ত্রি) ৫ দীর্ঘায়ুষ্ক। (মেদিনী)

জৈবি (ত্রি) জীবস্যাদূরদেশাদি, সুতঙ্গমাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ঞিঃ। জীবের অদূরদেশাদি।

জৈবেয় (পুং স্ত্রী) জীবস্য গুরোরপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ১ বৃহস্পতির পুত্র কচ। জীবায়া মৌর্ব্ব্যা ইদং, স্ত্রীত্বাৎ ঠক্। (ত্রি) ২ জ্যাসম্বন্ধী।

জৈষ্ণব (ত্রি) জিষ্ণুসম্বন্ধীয়, অর্জ্জুনসম্বন্ধীয়।

জৈহ্মাশিনেয় (পুং) জিহ্মাশিনোঽপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্, দাণ্ডিনা° নি° টিলোপঃ। জিহ্মাসিনের অপত্য।

জৈহ্ম্য (ক্লী) জিহ্মস্য ভাবঃ জিহ্ম-ষ্যঙ্। জিহ্মতা, কুটিলতা, ইহা জাতিভ্রংশকর মহাপাতক মধ্যে গণ্য।

"জৈহ্মঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতং।" (মনু ১১।৬৮)
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মিথ্যাকথন ও জৈহ্ম্য প্রভৃতি সুরাপান-তুল্য পাপজনক।
"নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্মমুৎকর্ষশ্চ বচোঽনৃতম্।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

জৈহ্ব (ত্রি) জিহ্বাসম্বন্ধীয় বা জিহ্বায় স্থিত।

জৈহ্ব্য (ক্লী) জিহ্বা সম্বন্ধীয়।
"ঔপস্থ্য জৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ।" (ভাগ' ৭।৬।১৩)

জো (দেশজ) ১ সুবিধা। ২ বীজবপনাদির প্রকৃত সময়।

জোআহার (আরবী) জোয়ার।

জোআহরী (আরবী) জোয়ারী।

জোঁক (দেশজ) জলৌকা। [জলৌকা দেখ।]

জোঁকন (দেশজ) কোন দ্রব্যের ভার পড়া।

জোঁখম্ (আরবী) বিপদ, আপদ, দুঃখ।

জোগৃ (ত্রি) স্তোতা, স্তুতিকারক।
"অনুৰ্ধণং বয়ত জোগুবামপঃ।" (ঋক্ ১০।৫৩।৬)
'জোগুবাং স্তোতৄণাং।' (সায়ণ)

জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনাদিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। বাগলকোট, বুলবুত্তি, বুড়বুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের জোগেরুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ নাথ উপাধি দৃষ্ট হয়।

এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা—বাচনি, ভণ্ডারি, চুণাড়ি, হিঙ্গমরি, করফদরি, কাঁসার, মদরকর, পর্ব্বলকর, সালি ও বতকর। ইহাদিগের বিবাহাদি উৎসবে উক্ত দশ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। এই দশটী শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ জন শিষ্য যে দ্বাদশটী বিভাগ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত।

জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই দুইজন গৃহদেবতার অর্চ্চনা করে; রত্নগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত। ইহারা অশুদ্ধ কণাড়ী ও মহারাষ্ট্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—ভৈরবী-যোগী, কিন্ত্রী-যোগী, পমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা ভৈরি ও কিন্ত্রী যোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই যোগিদিগের আকৃতি বুড় বুড় কিদিগের ন্যায়। ইহারা অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন কুটীরে বাস করে; কুক্কুর, ভেড়া, কুক্কুট, ষাঁড় প্রভৃতি পোষে। ইহারা আহারে খুব পটু, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে না। জোয়ারের রুটি ও শাক-সবজি প্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য। ময়দার পিষ্টক, মোটা চিনি ও শাক ইহারা বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আহার করে। ইহারা শাক, মেষ, কুক্কুট, মৎস্য, হরিণ, কাঁকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে; কিন্তু গো অথবা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা সময় সময় মদ্যও পান করে। ইহারা পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্কন্ধ ও জঘন দেশে একখানি কাপড় ও একটী জ্যাকেট পরিধান করে, মস্তকে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র বাঁধে; স্ত্রীগণ গায় জামা দেয়।

জোগেরুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোয়ারি কুণ্ডল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা পরিধান করে। ভিক্ষাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা; ইহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই চুরি করিয়া পলায়ন করে। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের যোগিগণ সূঁচি ও চিরুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য নানা-স্থানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকদিগের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া লয়। রত্নগিরির জোতিব ইহাদের প্রধান দেবতা। এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্যনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশূল ও অলাবুনির্ম্মিত পাত্র সঙ্গে করিয়া লয়।

ইহারা একটী ছোট ঢাক ও শিঙ্গা বাজায়। যে যে স্থানে জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা "বাল সন্তোষ" কথা উচ্চারণ করে। ইহারা অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত।

জোগেরুগণ বলে, তাহারা অনেক শিকড় গাছড়া প্রভৃতি জানে; তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে। ইহারা গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া সময় সময় পাথরের বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। আশ্বিনমাসে দসরা এবং কার্ত্তিকমাসে দীবালিই ইহাদের প্রধান উৎসব।

জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্য করে, ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদিকার্য্য এবং স্বজাতীয় লোকেই ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেরুর বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ও অন্যান্য কার্য্য কাণফট্ বৈরাগী দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহারা তীর্থে ভ্রমণ করে না; আশ্বিনমাসের প্রথম পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা থাকে, সে

কখন বিবাহ করে না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আহারাদি সংগ্রহ করে। এই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন।

সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্ম্মোপদেষ্টা) নাম ভৈরবনাথ, ইনি রত্নগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর বাস করেন। ইহারা দয়মব ও দুর্গব নামক গ্রাম্যদেবতা-দিগকে পূজা করে ও যাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতি বিশ্বাস করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে না। শ্মশান ও অন্যান্য স্থানে ভূতযোনির আবাস-স্থল বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রসূত হইলেই ইহারা প্রসূতি ও সন্তান উভয়কেই স্নান করায়; পঞ্চমদিবসে নবপ্রসূত সন্তানের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য ষষ্ঠীদেবীর পূজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুত্তি প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রসূত হইলে ১২ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে ঘৃত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রসূতি গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। অল্পবয়সেই বালিকাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়; কিন্তু বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিবার সময়ে কোনরূপ উপহার দেওয়া হয় না; কন্যার পিতা কএকজন স্বজাতীয় ব্যক্তির সম্মুখে তাহার কন্যাকে প্রস্তাবিত বরের সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন পর্য্যন্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্যার বাটী আইসে; তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান; ৩য় দিবসে কন্যার পিতা নিমন্ত্রণ করেন এবং এই দিনেই বিবাহের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বরকন্যা উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়া শস্যপরিপূর্ণ দুইটী চুপড়ির মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত মধ্যস্থানে হরিদ্রারঞ্জিত একখানি বস্ত্রধারণ করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দম্পতিযুগলের মস্তকোপরি ধান্য প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবা স্ত্রীলোক বর-কন্যার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে একগাছি সূতা ৫ গুণ করিয়া বাঁধে এবং মন্ত্র শেষ হইলে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড বরের অপর খণ্ড কন্যার হস্তে বাঁধিয়া দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকন্যা উভয়ে গ্রামস্থ মারুতির মন্দিরে গিয়া একটী নারিকেল ভঙ্গ করে; পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতব্যক্তির জন্য খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দিগের ভোজ হয়। প্রথম মাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং প্রতি বৎসরে একটী ভোজ দেয়।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জোগেরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রবল। সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ সমাজস্থ প্রধান ব্যক্তি বিচার করে। তাহাদের বিচারানুসারে যে না চলে, তাহাকে সমাজ হইতে দূরীভূত করা হয়।

জোগেরুগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না, কিংবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করে না।

এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [যোগী দেখ।]

জোঙ্গ (ক্লী) জুঙ্গ্যতে বর্জ্জ্যতে, জুগি বর্জ্জনে কর্ম্মণি অপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্ধদ্রব্যভেদ। (হারা°)

জোঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সদ্গন্ধং জুগি-ণ্বুল্, পৃষোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২।৬।১২৬)

জোঙ্গট (পুং) জুঙ্গতি অরোচকত্বং পরিত্যজত্যনেন বাহুলকাৎ জুঙ্গ-অটন্। গর্ভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা° ২১৯)

জোঙ্গড়া (দেশজ) ১ জন্তুভেদ। ২ বংশনির্ম্মিত মৎস্য ধরিবার চোব্‌ড়া।

জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইঙ্গতি প্রকাশতে ইতি অচ্, পৃষোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্ জোটিং গচ্ছতি গম-ড খিচ্চ। ১ মহা-দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা°)

জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। (দেশজ) ৩ যুগ্ম। ৪ মিথুন। ৫ তুল্য, সমধর্ম্মা।

জোড়খাই (দেশজ) আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।

জোড়তোড় (দেশজ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন।

জোড়া (দেশজ) ১ যুগ্ম, দুইটী। ২ একত্র দুইখানি পরি-চ্ছদ, বস্ত্রাবরণ।

জোত (যাবনিক) বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকেরা ২।৩ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাদ করিতে লয়।

জোতগোপালি, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় পল্লিগ্রাম।

জোতঘরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় গ্রাম।

জোতদার, ১ যাহারা জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জমা রাখে বা জোত অধিকার করে।

২ কটকের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে প্রবাহিত একটী প্রণালী; মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত। ইহা ২০° ১১´ উত্তর অক্ষাং এবং ৮৬° ৩৪´ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

জোতনরসিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটী বড় গ্রাম।

জোতা (দেশজ) শকটাদিতে গো অশ্ব প্রভৃতি সংযোজিত করা।

জোনরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় লেখক। ইহার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করিয়া জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকাল হইতে জোনরাজ নিজের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখেন। ইহার পরে আরও দুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন।

জোনরাজ পৃথ্বীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য এবং ১৩৭০ শকে কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, খদ্যোত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। (Lampyris noctiluca) ইহাদের আকার দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীবা হ্রস্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর। পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। স্ত্রী-জোনাকি অপেক্ষা পুং-জোনাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহারা তরু, গুল্ম, লতা, পুষ্করিণী ও নদীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার ন্যায় দেখা দেয়। ইহাদের ঐ আলোক বস্তিদেশের শেষ হইতে বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন ঐ আলোক দীপকসম্ভূত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (Phosphorus) বিদ্যমান আছে। জোনাকিগণ ইচ্ছানুসারে আলো কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা একবার খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়া যায়। ঐ উজ্জ্বল অংশ পৃথক্ করিয়া লইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া কোমল করিলে আবার আলো বাহির হয়। গরম জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জ্বল আলোক উদ্গত হয়, কিন্তু শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়।

পুং-জোনাকি অপেক্ষা স্ত্রী-জোনাকিই অধিক উজ্জ্বল। স্ত্রীগণের পাখা নাই, সুতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে থাকিয়া টিপ্ টিপ্ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। ঐ আলোক দেখিয়া পুং-জোনাকিগণ উহাদিগকে সন্ধান করিয়া লয়। সিংহলে একরূপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের স্ত্রীজাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহারা বায়ুশূন্য স্থানে এবং বাষ্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারে। উদজন বাষ্পের মধ্যে রাখিলে কখন কখন সশব্দে ফাটিয়া যায়।

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ন্যায় এবং স্পষ্ট হইবামাত্র আলোক বিকীরণ করে, কিন্তু ঐ আলোক পূর্ণাবস্থ জোনাকির ন্যায় উজ্জ্বল নহে।

জোন্স, সর্ উইলিয়ম্, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা উইলিয়ম জোন্সের গণিতে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিন বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জোন্সের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্সের মাতাকেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। বাল্য-কালেই জোন্স শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন যদিও কোন আকস্মিক অশুভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্স বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি প্রায় তাঁহার সমগ্র সমপাঠী অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ছিলেন এবং শীঘ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে প্রায়ই বলিতেন, জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং যশের রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোন্স ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন প্রধান যশস্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোন্স ক্রমে ক্রমে শিক্ষায় এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে থ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সম্নার বলিতেন যে, জোন্স গ্রীকভাষায় তাঁহা অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষিত।

হারোয় বাসকালে শেষ দুই বৎসর তিনি আরব্য ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন।

১৭৬৪ অব্দে জোন্স্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষা শিখিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া আর্লস্পেন্সর পরিবারের সহিত একত্র বাস করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি লর্ড অলথর্পের শিক্ষাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ব্যবহারোপজীবের কার্য্য করিবার নিমিত্ত ১৭৬০ খৃঃ অব্দে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একত্র বাসকালে জোন্স অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রাচ্য ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে দেনমার্কের রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জোন্স 'নাদির শাহের' জীবনী পারস্য হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফিজের কয়েকটী কবিতা ও ফরাসীভাষায় অনুদিত হইয়া মুদ্রিত হইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারস্য ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোন্স Commentaries on Asiatic Poetry নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়া ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম Poeseos Asiaticœ Commentariorum Libri Sex, এই পুস্তকে প্রাচ্যকবিতাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিব্রু, আরব্য, পারস্য ও তুরস্ক ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অনুবাদ আছে। স্পেন্সরের সহিত বাস কালে তিনি একখানি পারস্য অভিধান লিখিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত পারস্য গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবশ্যকীয় কথাগুলির প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় আঁক্‌তাই ডুপেরোঁ (Anquetil du Perron) নামক কোন ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে জোন্স নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্বিনী ও মধুরা হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখা বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জোন্স এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জোন্স্ ব্যবহারজীব সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। প্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও জোন্স এই সময় আইন ব্যতীত অন্য কিছুই পড়িতে পারিতেন না। তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় জোন্স জামিনবিধি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ব্লাকষ্টোন সম্বন্ধে তাঁহার স্তুতিই তাহার যথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকাযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে তিনি এরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মহাসভায় প্রবেশের আশা নাই দেখিয়া তিনি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে * তাঁহার রাজনৈতিক মত অবগত হইতে পারা যায়।

ছয় বৎসর পরে যখন তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশলাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অব্দের শীতকালে অবসরমত আরব্য সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা মুল্লাকতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে লর্ড অস্‌বর্টনের (Lord Ashburton) চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (St. Asaph) ধর্ম্মযাজকের কন্যা সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন।

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হইলেন এবং এই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল অবসর পাইলেই প্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া এসিয়ার পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্ উইলিয়ম এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। এখন সেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটী নামে বিখ্যাত। এই সভা হইতে ভারতের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (Asiatic Society) হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

* পুস্তকের নাম (১) Enquiry into the Legal mode of Suppressing Riots. (২) Speech to the Assembled inhabitants of Middlesex &c. (৩) Plan of a National defence. (৪) Principles of Government.

হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হইতেছেন। জোন্স এসিয়ার পুরাতত্ত্ব পুস্তকের প্রথম চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি বৎসর সর্ব্বদাই সংস্কৃত পড়িতেন। এই ভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি নিজেই অনুবাদ ও কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোলব্রুক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন।

১৭৯৪ অব্দে সর্ উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুন্তলা ও হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জোন্স সাহিত্য-সেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্যে (বিচারকের কার্য্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন-মাউথ (Lord Teignmouth) বলিয়াছেন—

"জোন্স এরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু-দিন জ্বরে ভুগিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২৭এ এপ্রেল তারিখে কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।"

সর্ উইলিয়ম জোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। লাটিন ও গ্রীকভাষায় যদিও তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল না বটে, কিন্তু কোন য়ুরোপীয়ই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় আরব্য, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি অল্পবিস্তর তুর্কি ও হিব্রু ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল; তিনি কনফুচির কবিতার অনুবাদ করিতে পারিতেন। তিনি য়ুরোপে প্রচলিত সকল ভাষাই উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদূর শিক্ষিত ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপ শিখিয়া-ছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

যদিও জোন্সের নানাবিষয়ে বিস্তৃতশিক্ষা ছিল, তথাপি তাঁহার মৌলিকতা কিছুই ছিল না। তিনি কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও নূতন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণ আশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। ভাষাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি তিনি করেন নাই—তিনি অপরের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় আমোদ হয় এবং তাহা পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বর্ণনাক্ষমতা বা চিন্তাশক্তির মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মান্য ও গৌরবের পাত্র; বহু বিষয় শিখিবার জন্য তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইত এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন।

জোন্সের চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

জোন্স কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার বন্ধুগণ সকল সময়েই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; বিচার কালে তাঁহার ন্যায়পরতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত সর্ উইলিয়ম জোন্স নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।—(১) দুইখানি মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্তুত না করিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারস্বত্বের আইন, (৩) নিজামি-কৃত গল্প পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট দুইটী স্তোত্র, (৫) বেদের উদ্ধৃতাংশ।

সর্ উইলিয়ম জোন্সের কবরের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী কবিতা লিখিত আছে—

'এক মানবের মর্ম্মাংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি ঈশ্বরকে ভয় করিতেন—মৃত্যুকে নহে। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন

* A disssertation on the Orthography of Asiatic words in Roman Letters; on the Gods of Greece, Italy and India; on the Chronology of the Hindus; on the antiquity of the Indian Zodiac; on the 2nd Classical Book of the Chinese; on the Musical modes of the Hindus; on the Mystical Poetry of the Persians and Hindus containing a translation of the Gitagovinda by Jayadeva; on the Indian Game of chess; the Design of a Treatise on Plants of India &c.

না। অধার্ম্মিক ও কুক্রিয়াসক্ত লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না।'

জোয়ানপুরী, কুকুভা ও সিন্ধুড়াযোগে উৎপন্ন, তোড়ী রাগিণী বিশেষ। ইহা আধুনিক রাগিণী। (সং রত্না°)

জোয়ার, (জোয়ারি, জোবার, জুয়ার) শস্যবিশেষ। ইহাকে কুরবি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক এই শস্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে জূর্ণ, যবনাল ও রক্তচূর্ণ কহে। অনেকে অনুমান করেন, এই জূর্ণ নাম সম্ভবতঃ ইহার আরবী ধুরা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই শস্য পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে এদেশে আনীত হয়। কিন্তু ঐ অনুমান কতদূর সত্য, বলা যায় না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, চোলাম, তল্ল, জোন্ন, ফাগ, ঠেঠেরা, চবেল, শালু, কেঙ্গোল, নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্দ্বারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটী মাত্র নাম দ্বারাই সর্ব্বত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর।

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জোয়ারের চাস হইয়া থাকে। আমেরিকা, আফ্রিকার পূর্ব্বকূল, আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটী প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ গোধূম ও যবাদির চাষ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ ব্যবহার জন্যই ইহার চাষ করে। গোধূম ও যবাদির মূল্য অধিক, তজ্জন্য ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজস্ব ও সংসারের অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কিন্তু জোয়ার নিজ খাদ্য জন্য রাখিয়া দেয়। কৃষকগণ ইহার রুটি, পিষ্টক, ছাতু প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং ভাজিয়া লাহি নামক খাদ্য প্রস্তুত করে। ভাজা জোয়ার, গুড়, লবণ ও লঙ্কা সহ স্বাস্থ্যকর আহার্য্য। ঈষৎ অপক্ক অবস্থায় জোয়ারের শীষ ঝলসাইয়া কৃষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শেষোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শস্য গৃহজাত না হইতে হইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। জোয়ারের খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

জোয়ার নানা প্রকার। ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, পত্র ও শস্যের আকার ও বর্ণগত ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষ সকল সচরাচর ৩।৪ হাত হইতে ৫।৬ হাত উচ্চ হয়। উহাদের মাথায় গুচ্ছবদ্ধ শীষ হয়। শস্যের দানা সকল সর্ষপের ২।৩ গুণ বড় এবং ঈষৎ চেপ্টা গোল। বর্ণ শুভ্র, লোহিত ও কৃষ্ণাভ লোহিত এবং নানা মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে।

জোয়ার বৎসরে দুইবার জন্মে (১) খরিফ—ইহা শরৎকালে এবং (২) রবি—ইহা বসন্তকালে উৎপন্ন হয়। এই দুই শস্যের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। উভয়েরই খাদ্য সমান গুণসম্পন্ন।

জোয়ার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি প্রয়োজন হয় না; এমন কি অন্যান্য শস্য যেখানে কখন উৎপন্ন হয় না, এরূপ অনুর্ব্বর জমিতেও জোয়ার জন্মে। এজন্য কৃষকগণ গোধূমাদির জন্য ভাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে জোয়ার চাষ করে। তবে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট জোয়ার জন্মে। ইহার জমিতে সচরাচর ১ হইতে ৪ বার লাঙ্গল দিয়া বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপন করে। যেরূপ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া হয়, গাছও তদনুরূপ সতেজ হয়।

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুসুমফুল, মুগ, মাষকলায় প্রভৃতি বীজ মিশাইয়া দেয়। বর্ষা অনুকূল ও জোয়ার উত্তমরূপ জন্মিলে ঐ সকল শস্য ছায়ায় পড়িয়া যায় এবং অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই কৃষকের বেশ লাভ হয়। জোয়ারের গাছ এক বা দেড় হাত বড় হইলে জমি একবার নিড়াইয়া দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা অনাবৃষ্টি দুইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে জোয়ার কাটিয়া অনেক সময় ঐ জমিতে রবিশস্য বপন করা হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকারই গোরুকে খাইতে দেয়। জোয়ারের ডাঁটায় চিনির ভাগ অধিক থাকায় গোধূম যবাদির খড় অপেক্ষা পশুগণ ইহার খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে ২।৩ বার জন্মে, সুতরাং সম্বৎসরই টাট্‌কা জোয়ারখড় পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ কৃষকগণ শস্যের জন্যই জোয়ার চাষ করে, খড় প্রভৃতি অনাহৃত লাভ মাত্র। কিন্তু অনেক সময় কেবল গো-মহিষাদির খাদ্য জন্যও কৃষকগণকে জোয়ার চাষ করিতে হয়।

জোয়ারের শীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর শত্রু আছে। শস্য কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় দেড় বা দুই মাস কাল কৃষককে অনবরত শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। এ ছাড়া নানারূপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও জোয়ার নষ্ট হয়।

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্ররক্ষক যথেচ্ছ শীষ ঝল্‌সাইয়া খাইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে এই ঝল্‌সান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য।

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শীষগুলি পৃথক্ করিয়া রাখে। শুষ্ক হইলে লাঠি দ্বারা শীষ ঝাড়িয়া লয় এবং শস্য বস্তায় পুরিয়া রাখে। গাছগুলি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দেয়।

জোয়ারিতণ্ডুল গোধূমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা ইহা অন্নাদি অপেক্ষা লঘুপাক। প্রফেসর চার্চ্চ পরীক্ষা করিয়া শত ভাগ জোয়ারে নিম্নলিখিত উপাদান স্থির করিয়াছেন।

জল	...	...	১২·৫	অংশ।
অণ্ডলাল	...	...	৯·৩	"
শ্বেতসার	...	...	৭২·৩	"
তৈল	...	...	২·	"
সূত্রবৎ পদার্থ	...	...	২·২	"
ভস্ম	...	...	১·৭	"

পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধূমের পুষ্টিকারিতা ৮৪·৬, তণ্ডুলের ৮৬২, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কৃষকগণ অর্থলোভে মূল্যবান্ গোধূমাদি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের জোয়ার নিজের জন্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু ঐ খাদ্যও কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

জোয়ার চাষে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্য তত উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য বীজ রাখা কষ্টকর। কৃষকেরা কীটের উপদ্রব এড়াইবার জন্য জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে না, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। এজন্য কৃষকেরা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি হইয়া জলে ভিজিয়া না গেলে ঐ শস্য অনেক বৎসর বেশ থাকে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে বাজরার ন্যায় জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাজরা ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়।

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা এডেন্, আবিসিনিয়া, আরব, মিসর, মেকরান্, সোনমিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার ভক্ষণ করে।

ইংলণ্ডেও পশুপক্ষ্যাদির খাদ্য জন্য বিস্তর জোয়ার ও বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে বোম্বাই ও করাচি এই দুই বন্দরই বিদেশে জোয়ার ও বাজরা রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা। জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্তৃত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং ঐ প্রদেশে উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হইয়াও অনেক শস্য উদ্‌বৃত্ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ জোয়ার বিদেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাট্‌তি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্‌বৃত্ত গোধূম বিক্রয় করিয়া ঐ মূল্যে কৃষকগণ জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে।

কয়েক প্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না।

শুষ্ক জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার শীষ হইতে বিছানা প্রভৃতি ঝাড়িবার ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। বিলাতে ইহার কাট্‌তি অধিক।

২ বেলা। [জোয়ারভাঁটা দেখ।]

জোয়ারভাঁটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাঁটা কহে, সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অধিবাসী মাত্রেই এই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ এবং চন্দ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ণিত আছে। কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্দ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"মহোদধেঃ পূরইবেন্দুদর্শনাৎ
গুরুপ্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি।"

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে।

"পূর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।"

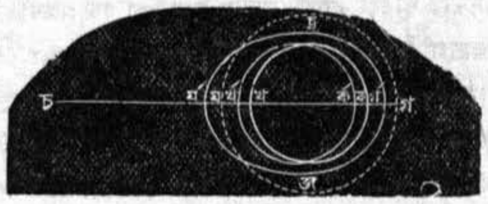
আরও রামায়ণে—

"নিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ।"

যাহা হউক স্থূলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণ কার্য্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।

জোয়ারের বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পৃথিবীকে বর্তুলাকার এবং সমগভীর একস্তর জলদ্বারা আচ্ছাদিত কল্পনা করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরিভাগে বিদ্যমান হইলে চন্দ্রমণ্ডল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস হয়। সুতরাং পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবর্ত্তিত, ঐ অংশের জলভাগ কঠিন পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা অধিক বলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্রের আকর্ষণে ঐ স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জল ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে। আবার ঐ স্থানের বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া কঠিন পিণ্ড চন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে পৃথিবীর পরস্পর দুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প কার্য্যকারী, সুতরাং ঐ প্রদেশে জোয়ারের প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী বলয়াকার স্থানের জল কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ বলয়াকৃতি স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি করে। নিম্নস্থ চিত্রে, মনে কর গ ঘ পৃথিবীর কঠিন পিণ্ড, ক খ জলময় আবরণ অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।



পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ র্ক র্খ এই আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ্ড র্গ র্ঘ স্থানে আসিবে। সুতরাং একই সময়ে র্ক ও র্খ স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে। ঐ দুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ স্থানে ভাঁটা হইবে। দুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী অণ্ডাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের দুই প্রান্ত নিয়ত চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সমসূত্রপাতে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে চন্দ্রের নিম্ন দিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক এক ঘণ্টা অন্তর এই জোয়ার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যদি বিষুবমণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ স্থান যথাক্রমে র্ক, ছ, র্খ ও জ নামক স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আসিবে। সুতরাং ঐ দ্বীপে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইবে। র্ক চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আহ্নিক জোয়ার এবং র্খ চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে পাল্টা জোয়ার বলা যাইতে পারে। এক আহ্নিক

জোয়ারের পর পুনরায় আহ্নিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে? এবং আহ্নিক জোয়ারের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮½ মিনিট পরে পাল্টা জোয়ার হয়। কেবল চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা অতি সহজ বোধ হইলেও ইহা অতি জটিল। সর্ব্বদা বহুসংখ্যক আনুষঙ্গিক শক্তি চন্দ্রকৃত জোয়ারের অনুকূল ও প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। ঐ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার-তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্যমান জোয়ার-প্রবাহ ঐ সকল শক্তির সঙ্ঘাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি প্রধান।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ গুণ অধিক হইলেও সূর্য্যের বস্তুপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ২,৮৪,০০,০০০ দুই কোটী চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণ হ্রাস হয়। গণিত সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে সূর্য্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকাশক্তির অনুপাত ৩৫৫ : ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যের শক্তি চন্দ্রের প্রায় ৪/৯ অংশ, সুতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্য্যকারী। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় উহারা পরস্পর অনুকূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্য অংশে ভাঁটা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য ঐ দিবস জোয়ারের উচ্চতা অন্য দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে জোয়ার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সমুদ্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটী শীর্ষ সর্ব্বদা চন্দ্রের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এই অণ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস প্রায় ৫৮ ইঞ্চ অধিক, সুতরাং সূর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অণ্ডাকারের গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৫·৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের প্রায় যোগফল এবং অষ্টমীদিন বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ার কেবল চন্দ্রের শক্তি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ১৩/৯ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার চন্দ্রদ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ৫/৯। সুতরাং পূর্ণিমাজোয়ার ও অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেরুপ্রদেশদ্বয়ে জোয়ার অসম্ভব, কেননা মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমণ্ডলে জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খ বিন্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়া আহ্নিক জোয়ার পাল্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু নানা কারণে ঐরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার কারণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ যদি বিষুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ দ্বীপকূলে প্রতিহত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেরু প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং দ্বীপের দুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে বিষুবরেখা হইতে বহুদূরবর্ত্তী সাগর উপসাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিবস চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিতভাবে জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। কিন্তু অষ্টমীদিনে উহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের নীচ অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে।

বিষুবরেখা হইতে বন্দরাদির দূরত্ব ও চন্দ্র সূর্য্যের অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দূরত্ব জন্যও জোয়ার ভাঁটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার তরঙ্গদ্বয়ের দুইটী শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষান্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিষুবরেখার এক পার্শ্বস্থ হয়, তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় ঐ স্থানের মস্তকোপরি আসিবে, তখন ঐ স্থানে জোয়ার তরঙ্গের একটী শীর্ষ হইবে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র

যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর শীর্ষ অপর গোলার্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষান্তরের দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইবে। এজন্য পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইরূপ চন্দ্র ও ঐ স্থান বিষুবরেখার দুই ভিন্ন পার্শ্বস্থ হইলে আহ্নিক জোয়ার অতি অল্প এবং পাল্টা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন স্থানে ১২ঘ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, জোয়ার-তরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণ্ডল উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০।৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলে প্রায় একটী মাত্র জোয়ার তরঙ্গ এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার-তরঙ্গ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিস্ চানেলে প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর,ভাগে যাইয়া দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্ম্মণ সাগরে একবারে দুইদিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। এইরূপে জোয়ার তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০।৬০ ঘণ্টা পরে উহা ইংলণ্ডীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়।

এইরূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর হয়। এই জন্য অনেক সময় এক বন্দরে দুই ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী জোয়ারপ্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে উভয়ের সজ্যাতে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হয়। জর্ম্মণ সাগরের কূলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। ফণ্ডী উপসাগরের কূলস্থিত আম্‌নাপোলিস্ বন্দরে এইরূপে জোয়ার জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টঙ্কুইনের বাটুশাম বন্দরে একই সময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটী জোয়ার-তরঙ্গ ও একটী ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্ব্বদা সমভাবে থাকে। সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক হয় না, ঐ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার জলের উচ্চতা ১০০ ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ ফিট্ এবং সোয়ান্‌সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। চেপ্‌ষ্টৌন নগরের নিকট জল প্রায় ৫০ ফিট এবং আমেরিকার নবস্কোসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ হয়। এই উচ্চতা চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্য হয় না। জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বারা প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-প্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে আসিতে যদি ক্রমশঃ অপ্রশস্ত নদী মোহানা বা খাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। আমেজন নদীর জল প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ হয়।

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বদা ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্নিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্যার দিন সূর্য্য যদি যাম্যোত্তররেখা (Meridian) চন্দ্রের পূর্ব্বেই পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পূর্ণিমার দিনও সূর্য্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিমা চন্দ্রের অগ্রে পার হইলে জোয়ার শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়।

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহ্নিক জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৮মিনিট পরে আবার জোয়ার হয়। সর্ব্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় ৬ঘ ২৪মি পরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাঁটা হয়। দুই ভাঁটারও মধ্যবর্ত্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে ভাঁটার কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে জল যত শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে।

এই জন্য অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহসা প্রবেশ করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গ সকল যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তরঙ্গ সকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ কূলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাণ-আসা কহে।

আমেজন নদীর বাণ এইরূপ প্রায় ১২।১৫ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে।

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা পূর্ব্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অন্য কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র-পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়া প্রবাহিত হয়।

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটায় স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহানায় প্রযুজ্য নহে। ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল নদীমুখে প্রবেশ করে।

উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপলব্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অণ্ডাকৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরিমাণ একটী সম্পূর্ণ বর্ত্তুলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহাদ্বীপাদির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডীয় নাবিকপঞ্জিকায় য়ুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের জোয়ার ভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন। পোতাশ্রয়াদি নির্ম্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি জানা একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহানায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্যক। নদীর স্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক সাহায্য করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংসৃষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল জোয়ার উৎপন্ন হয়, তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের সঙ্ঘাতে হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র ও সূর্য্যের আহ্নিক জোয়ার-তরঙ্গ। (Diurnal tide)

২। চন্দ্র ও সূর্য্যের পাল্টাজোয়ার-তরঙ্গ। (Semi-diurnal tide)

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও সূর্য্যের ষাণ্মাসিক অয়ন-পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ার তরঙ্গ। (Semi menstrual & Semi annual)

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা—

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ সাগরজলের স্ফীতি ও অবনতি।

৫। বায়ুগতির সহসা পরিবর্ত্তন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা জোয়ারের বিষয় একরূপ সামান্য জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার প্রভাবে তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উর্ম্মিমালাসঙ্কুল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিম্নে সমুদ্রজল স্থির থাকে।

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জল নিয়তই চন্দ্রের নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ সর্ব্বদা চন্দ্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী আহ্নিক গতি দ্বারা ঐ জোয়ার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং দিবস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এক চান্দ্রমাস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তনবেলা হ্রাস হইতে থাকিবে।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক দিবস এক চান্দ্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কন্দুকদ্বয়ের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকিবে। তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর দুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, সুতরাং জোয়ার ভাঁটা হইবে না। কিন্তু সে কাল আসিতে বহু লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর একটী প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।

চন্দ্রের একটী পৃষ্ঠই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে প্রদর্শিত

থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ব্ববৎ অনুমান করেন, চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে দ্রবাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্ত্তনশক্তি হ্রাস হইয়া এখন এক চান্দ্রমাসে একবার দাঁড়াইয়াছে।

জোয়ারী (হিন্দী) শস্যবিশেষ। [জোয়ার দেখ।]

জোর (পারসী) শক্তি, বল।

জোরজে, যন্ত্ররাজবর্ণিত একটী জনপদ। যন্ত্ররাজমতে ইহার অক্ষাংশ ৩৬।৪০। ইহাই বর্ত্তমান জর্জ্জিয়া বলিয়া বোধ হয়।

জোরজলম্ (পারসী) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার।

জোরবার (পারসী) শক্তিশালী, সমর্থ।

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটী গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪° ১৬´ পূঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ বাস করিতেন। অনেক জৈনমাড়বারী এখানে দোকান করিয়াছে। এখানে গবর্মেণ্ট উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংহ, কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনাপতি, ইনিই লদাক্ জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন।
[গোলাপসিংহ দেখ।]

জোরাবারী (পারসী) শক্তিমত্তা, বীর্য্যবত্তা।

জোরু (হিন্দী) জায়া, স্ত্রী।

জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ ;

জোলপালঙ্গ (দেশজ) শাকবিশেষ। (Rumes acutus)

জোলা, (জোল্হা) বাঙ্গালা বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইস্লামধর্ম্মী তন্তুবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকে অনুমান করেন, ইহারা পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অতিশয় ঘৃণিত হওয়ায় অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তন্তুবায়-মুসলমানগণ যে একই কুলোদ্ভব তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নানা জাতীয় নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু ঐ ব্যবসা নিন্দনীয় বোধে অন্যান্য উচ্চ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদি সূত্রে বদ্ধ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্ধ-বিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতি-যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। ঐ মাসের ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ করে। পূর্ব্বে জোলাগণ অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় কাবিন অর্থাৎ কাজির সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না ; এখন তাহাও চলিত হইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, মণ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে।

বেহারে মহরমের সময় জোলা-রমণীগণ তাম্বূল-চর্ব্বণ বা বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিন্দূর বা টিক্লী পরে না। এমন কি তাহারা ঐ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে নীল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে।

সাধারণের বিশ্বাস জোলাগণ নিতান্ত নির্ব্বোধ। বেহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য। তথাকার অধিবাসিগণ ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্দ্রালোকে বিভাসিত নীল-পুষ্পশোভিত মসিনা ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সাঁতার দেয়। একদিন এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম প্রীত হইয়া কোন্ কথাটা তাহার মর্ম্মে লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটী প্রিয় মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাঁদিয়াছিল। বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার আপনাকে গুণিতে ভুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। লাঙ্গলের একটী খিল পাইয়া জোলা ভাবে চাষের অধিকাংশ আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়া নঙ্গর না তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাংসা করিল, তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অতি স্নেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আটজন জোলা ও ৯টী হুঁকা থাকিলে উহারা বেশী হুঁকাটীর জন্য মারা মারি করিবে। "আট জোলা নও হুঁক্কি, উসি পর ঠুক্কা ঠুক্কি।" এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠা কাড়িয়া গৃহের চালে বসিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা

দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখানা সরাইয়া রাখিল, তাহা হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না। ইহারা বোকামির জন্য অনেক সময় বৃথা মার খায়, এক সময় ভেড়ার লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায়।

"করিঙ্গা ছাড় তমাসা যায়,
নাহক চোট জোলা খায়।"

অর্থাৎ জোলা তাঁত ছাড়িয়া তামাসা দেখিতে গেল এবং বিনা কারণে মার খাইল। *

আর একটা গল্প আছে—এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার অদৃষ্টে লেখা আছে। জোলা সহজে বিশ্বাস করিবার পাত্র নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া কর্‌বাতো গোড় কাট্‌বা, ইয়া কর্‌বাতো হাত কাট্‌বা, আউর ইয়া কর্‌বা তব না"—আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত না……, এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল।

একটী প্রবচন আছে—"জোলা জানথি জৌ কাটে?" জোলা কি যব কাটিতে জানে? এই কথার একটী গল্প আছে। এক জোলা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মহাজনের জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্ব্বোধ যব না কাটিয়া উহার খড়ের ভাঁজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে—"কোওয়া চলল বাসকেঁ জোলা চলল ঘাস কেঁ।—অর্থাৎ কাক যখন বাসায় যায়, জোলা তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। "জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোয়, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।" অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহির স্ত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। "জোলা চোরাবথি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবথি এক্কেবেরি" অর্থাৎ জোলা এক একটী সূতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্ এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় খান) চুরি করেন।

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং জোলা বলিলে মুসলমান তাঁতিকেই বুঝায়।

২ নির্ব্বোধ, মূর্খ।

জোল্লারপেট (বা জলারামপেত) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই পরিয়া জাতির বসবাস। মান্দ্রাজ রেলওয়ের এখানে একটী প্রধান ষ্টেসন আছে।

জোলাব্ (আরবী) জোলাপ্, বিরেচক ঔষধ।

জোলী (দেশজ) জোল, জুলী। [জোল দেখ।]

জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়ন্তিয়া-গিরিমালার-উপবিভাগের সদর গ্রাম। এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট ডেপুটি কমিশনর এই গ্রামে বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম এই স্থান দিয়া যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও কার্পাস বস্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ৫ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২০৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্দ্রস্থল।

জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্য ২২° ২৪´ হইতে ২২° ৩৬´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪° ৩৭´ হইতে ৭৪° ৫১´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর রাজ্যেরই একটী শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্ব্বতময় এবং অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্ট্রীদিগের উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শান্তি ভোগ করিয়াছিল। উত্তর-সীমাস্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর কএকটী শাখা পর্ব্বত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি রাজপুর) দিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বাংশ দিয়া গিয়াছে। জোবাটের রাণা রঠোর-বংশীয় রাজপুত।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত জোবাট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ২৬´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘোরা গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটী সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। সেই জন্য জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্ব্বতবেষ্টিত একটী পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত রাণার দুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টি-মাত্র। অধিবাসীগণ জ্বর রোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানে খাজনাখানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

* Behar Peasants' Life.

জোশ্ (পারসী) ক্রোধ, রাগ।

জোষ (পুং) জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি। ২ সেবন। "কো বাং জোষে উভয়োঃ" (ঋক্ ১।১২০।১) 'উভয়োর্জোষে জোষণে সেবনে প্রীণনে' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দর°)

জোষক (পুং) জুষ-ণ্বুল্। সেবক।

জোষন (ক্লী) জুষ-ল্যুট্। ১ প্রীতি। ২ সেবা।

জোষম্ (অব্য) জুষ-অম্। ১ তুষ্ণীভাব, নীরব, চুপ। "জোষমাস্ব" (ভারত ২।৬৪।১৬) ২ সুখ, স্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণরূপে। ৪ সম্যক্। ৫ লজ্জন। ৬ প্রশংসা।

জোষয়িতৃ (ত্রি) জুষ-ণিচ্ তৃচ্। সেবক।

জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জোষয়িতৃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সেবাকারিণী।

জোষবাক্ (পুং) মিথ্যাবাক্য। "জোষবাকং বদতঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৪)। 'জোষবাকং জোষং জোষয়িতব্যং প্রীতিহেতুত্বেন কর্ত্তব্যং স্বয়ং অপ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং' (সায়ণ) নিজের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তুষ্টের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে।

জোষস্ (অব্য) জুষ-অসু। ১ তুষ্ণী, নীরব। ২ সুখ। (অমর)।

জোষা (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে, জুষ-ঘঞ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। নারী, স্ত্রী। (শব্দর°)

জোষিকা (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। জালিকা। (শব্দর°)

জোষিৎ (স্ত্রী) যুষ্যতে উপভুজ্যতে যুষ-ইতি (হৃসৃরুহিজুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য জঃ। স্ত্রীমাত্র, নারী। (শব্দর°)

জোষিতা (স্ত্রী) জোষিৎ-টাপ্। স্ত্রী মাত্র।

জোষিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটী পল্লিগ্রাম, অলকনন্দা এবং ধৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা° ৩০° ৩৩´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৬´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমূর্ত্তির একখানি হস্ত ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া যাইবে, তখন বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্যবদরীতে গমন করিবেন। ভবিষ্যবদরীর মন্দির জোষিমঠের পূর্ব্বদিকে ধৌলীনদীর বাম তটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের যাজকগণই এই মন্দিরের কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন।

শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোষিমঠে আসিয়া বাস করেন। জোষিমঠের বাসুদেব, গরুড় এবং ভগবতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। জোষিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম (জ্যোতির্লিঙ্গের বসতিস্থল)।

জোষী (জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ) দক্ষিণপশ্চিমভারতবাসী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেলগাম্ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার ব্যবহার হাব ভাব সাজ গোজ ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত। করকোষ্ঠীগণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য ইহারা হুড়ুক্ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও মরাঠা কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি করিয়া থাকে। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয়।

জোষ্টৃ (ত্রি) জুষ-তৃচ্। সেবক।

"উপেমস্থু জোষ্টারইব" (ঋক্ ৪।৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জোষ্ট্রী।

জোষ্য [জুষ্য দেখ।]

জোহর (জৌহর) প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ। পূর্ব্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। উহারা যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেন। পরে তাঁহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুঙ্কুমাদি বিলেপন, ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভস্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমের, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রুবেষ্টিত হইলে মূলরাজ ও রত্তন অন্তঃপুরে গিয়া ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাণীদিগকে শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাণীগণ সহাস্যমুখে

পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ মর্ত্ত্যে আমাদের শেষ দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।" পরদিন প্রাতঃকালে ভীষণ চিতানল প্রজ্বলিত হইল। নগরের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০০০ প্রাণী মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। কাহারও আননে ভয় বা অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিত স্রোত ভূতল প্লাবিত করিল। বহুমূল্য রত্নাদিও ঐ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশব্দে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার-বোধ করিতে লাগিলেন। পরে স্নান করিয়া পবিত্রদেহে ঈশ্বরোপাসনাপূর্ব্বক তুলসী ও শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০০ বীর-পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় একবারে এক একটা জাতি লোপ হইয়াছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাঁহাদের রমণীগণ বিজেতার করায়ত্ত হইবে, এই ঘৃণাকর দুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা তাঁহারা মৃত্যুকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানুসারে যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণীগণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করিলে কেহ দূষনীয় হইত না। সুতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত অপরিহার্য্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে ঐরূপ উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালাদিগের সতীত্ব রক্ষণে এতাদৃশ যত্নপর ও চিন্তান্বিত হইলেও সুসভ্য বীরপ্রকৃতি উদারচেতা রাজপুত বিজিত শত্রু-মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম্ম রক্ষাজন্য তাদৃশ যত্নবান্ ছিলেন না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এরূপ নহে, পরন্তু রাজপুতগণ অন্তর্বিদ্রোহে অন্য রাজপুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর অনুষ্ঠান করিতেন।

জোহর, মলয় উপদ্বীপের একটী নগর এবং জোহর রাজ্যের রাজধানী। জোহরনাম্নী নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৫১১ বা ১৫১২ খৃঃ অব্দে মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি মলয়রাজ্য জোহরসাম্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে ইহার রাজধানী হইল। এখানকার রাজার উপাধি সুলতান।

জোহারী, এখানে যাহাকে জহুরী বা জহরৎবিক্রেতা বলে, বোম্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অন্যূন শত বর্ষ হইল, ইহারা পুণা অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের আহার ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের ন্যায়। পুরুষের পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও পশ্চিমা রমণীদিগের ন্যায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে। ইহারা পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কাঁসার পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাসন দিয়া আসে। ইহারা সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। রামনবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। অযোধ্যা, গোকর্ণ ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

জোহিয়া, শতদ্রুতীরবাসী রাজপুতকুলোদ্ভব জাতিবিশেষ। জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজবংশের একতম বংশোদ্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারা যদুভট্টিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহারা জাট জাতিভুক্ত। যদুকাডঙ্গ নামক পর্ব্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় চিতোরাধিপতির সাহায্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে ইহারা জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিয়ানা, ভাটনের ও নাগর এই তিন প্রদেশকে জঙ্গলদেশ বলিত; কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্ত্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে ইহারা সম্যক্‌রূপে তাড়িত হয় নাই। অকবরের রাজত্বকালেও ইহাদিগকে শির্সা প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ঐ ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিয়দোয়াবে বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের উল্লিখিত জিজুটা ও এই জোহিয়া একই জাতি।

জোহুত্র (ত্রি) [বৈ] উচ্চ ধ্বনিযুক্ত, উচ্চরব।

জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের উপাস্ত এক জন পীর। প্রবাদ এইরূপ দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের সময় ইনি বুজ্‌রুকী দেখাইয়াছিলেন। [হলালখোর দেখ।]

জৌ (দেশজ) গালা, জতু।

"জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাঁধনি।" (কবিক° ১৭৯)

জৌগড়, গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পুবেখণ্ডা তালুকের একটী গ্রাম। এখানে পর্ব্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটী গড়ের উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও অশোকের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরে দুইটী বহুকালের পুষ্করিণী আছে, একটীর বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে একটী মন্দির ছিল। ঐ দুয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, প্রতিমূর্ত্তি ও তাম্রফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে। গড়ের মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটীর গাত্রে একজন যোগী চতুর্দ্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে। অশোকের অনুশাসন পাহাড়ের পার্শ্বে খোদিত আছে। ঐ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক য়ুরোপীয় ঐ লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাহাড়ের উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়া দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ অর্থাৎ 'লার' ন্যায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জৌগড় বলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, কন্দকুলোদ্ভব রাতাকেশরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদি জৌ অর্থাৎ গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদনুসারেই ইহার নাম জৌগড় হইয়াছে। গালা দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় শত্রুপক্ষীয় গোলা বা তীর প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া থাকিত, সুতরাং দুর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটী গল্প আছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ ছিল। একদিন সেই রাজা জৌগড় অবরোধ করিল। দুর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শস্ত্রাদি প্রাচীরে লগ্ন হইয়া আরও দৃঢ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক দিন বৃথা বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী দুর্গ হইতে দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। সৈন্যগণ গোয়ালিনীর দুগ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়ালিনী বলিল, "তোমরা নিরাশ্রয়া অবলার উপর অত্যাচার করিয়া বীরপণা করিতেছ, আর ঐ দুর্গ যে অতি সহজে অধিকার করা যায়, তাহা আর পারিতেছ না।" ইহাতে সৈন্যেরা গোয়ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রহস্য বলিয়া দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্ম্মিত, সুতরাং আগুন দিলে শীঘ্র গলিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ জাঁতা দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিজ্বালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া গেল। রাজা বিশ্বাসঘাতিনীকে "তুই পাথর হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও ঐ প্রস্তর বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ প্রস্তর একটী সতীস্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাতে স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিও স্পষ্ট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বাহির হয়। ঐ সকলের মধ্যে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার। যদি তাহা হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই।

* এখন একটী সামান্য গ্রাম মাত্র, জৌগড়ের ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ঋষিকুল্যা নদীতটে অবস্থিত।

জৌগৃহ, জতুগৃহ।

জৌনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা ২৫° ২৩´ ৪৫´´ হইতে ২৬° ৬২´´ অক্ষা° উঃ এবং ৮২° ১০´ হইতে ৮৩° ৭´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর মধ্যে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব্বে আজমগড়, পূর্ব্বে গাজিপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহাবাদ। এই জেলার এক খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, আবার ঐ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হণ্ডীলের সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। জৌনপুর নগরই জেলার সদর।

এই জেলার ভূমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অন্যান্য জেলার ন্যায় ঘন পলিময়, কিন্তু বহু সংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হওয়ায় ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে উপবন-পরিশোভিত উচ্চ ভূমি। ঐ সকল উচ্চ ভূমিতে কত প্রাচীন জাতির কীর্ত্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদিগের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণতা অতি অল্পমাত্র, গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই লোনা উষর ভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল উষরভূমি ব্যতীত সর্ব্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর আম্রকানন আছে, তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া ও তেঁতুল গাছ দেখা যায়।

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে এই নদী কোথাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। জৌনপুর নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্ম্মিত বিখ্যাত ১৬ টী খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। ঐ সেতু দৈর্ঘ্যে ৭১২ ফিট। মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারও খিলান ১৬ টী, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, সুতরাং ইহার স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বন্যা আসিয়া থাকে। নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। অন্যান্য নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও বাসোহী প্রধান। হ্রদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানকার বৃহত্তম হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।

পূর্ব্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল অরণ্য লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহসীলে ৬০০০ বিঘা একটী ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম। পূর্ব্বোক্ত উষর ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাঁধান এবং পোড়াইয়া চুণ হয়।

অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বন্য জন্তু প্রায় নাই। হ্রদ ও জলায় বিস্তর জলচর পক্ষী বাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়। এখানে বিষাক্ত গোখুরা সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে গোমতী ও সৈ-তীরবর্ত্তী দরী সকলে দলে দলে তরক্ষু দৃষ্ট হয়।

ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (ভর) নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর উহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণা প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনকালে ঐ সকল নগর অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান ছিল।

হিন্দুকীর্ত্তিলোপী ও দেবদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকলের উপকরণ লইয়া মস্‌জিদ দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এইরূপ বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ লইয়া ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজগড় নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল প্রস্তরের ভাস্করকার্য্য দেখিলেই উহা যে মুসলমানদিগের নহে, তাহা জানিতে পারা যায়। অতিপূর্ব্বে জৌনপুর বোধ হয় অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকালের পর কাশীশ্বর জয়চাঁদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাঁহার বংশধরদিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দ্দান্ত মুসলমান বীরগণ ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জৌনপুর অধিকার করেন।

তাহার পর বর্ত্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সামন্ত স্বরূপ কনৌজাধিপতির অধীনস্থ থাকে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জৌনপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত হইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটী হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়চাঁদ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে মন্দিররক্ষার জন্য যত্নবান্ হয়। সুতরাং ফিরোজশাহকে বিরত হইতে হইল। যাহা হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্ত্তৃক ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং উহার উপকরণ দ্বারা অটলা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়।

১৩৮৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী খোজা জহানকে মালিক-উস্-শর্‌ক উপাধি প্রদান করিয়া কনৌজ হইতে সমস্ত পূর্ব্ববিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। খোজা জহান্ জৌনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া

রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ঐ সুযোগে স্বয়ং সুলতান-উস্‌-শর্‌ক্‌ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌পতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শর্কিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুত্র মুবারক শাহ-শর্কি সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০০ হইতে ১৪৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষতার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়েই অতলা-মস্‌জিদ নির্ম্মিত এবং জৌনপুরে বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্পী ও কনৌজ জয় করিতে অনেক যুদ্ধ করেন। ইঁহার পুত্র মাহ্মুদ ১৪৪২ খৃঃ অব্দে কাল্পী অধিকার করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট্‌ আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহ্লোল লোদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। বহ্লোল মাহ্মুদের পুত্র শর্কিবংশীয় শেষ রাজা হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। বহ্লোল এরূপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত মুসলমান শর্কিরাজাদিগের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয়।

শর্কিদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভুক্ত হয়। ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট্‌ ইব্রাহিম ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি জৌনপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও তাঁহার বংশীয় সম্রাট্‌দিগের সময় ব্যতীত উহা বরাবর মোগল শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অক্‌বর আলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন নিজাম কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে জৌনপুর, বারাণসী, গাজিপুর ও চনার দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক্‌ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের শাসনভুক্ত করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রোহিলাসর্দ্দার সৈয়দ আহ্মদ-বঙ্গাশ উজীর শাদৎ খাঁকে পরাজিত করিয়া নিজ আত্মীয় জমা খাঁকে বারাণসীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, জমা খাঁ অবিলম্বে কাশীরাজ চৈৎসিংহ কর্ত্তৃক জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাঁহার দুর্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ ঐ দুর্গ চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বক্সর যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষৌ নগরের সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সহ কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষৌ অভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, পরে ৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী দলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজ রাজ্যের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঋষিসিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত দুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। জৌনপুর জেলায় কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত।

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান-শাসনকর্ত্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল। মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর ১/১২ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্ম্মি প্রভৃতিই প্রধান অধিবাসী। মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি অপেক্ষা শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, য়ুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কৃষিজীবী।

জৌনপুর জেলার ৪টী নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্রের অধিক, যথা—জৌনপুর, মছলিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। অধিবাসিগণ অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে।

বণিক ও বড় বড় কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হীন নহে। সামান্য কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবিদিগের অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটী কুটীর, তাহাতে আসবাবের মধ্যে কয়েকটী মৃণ্ময়পাত্র, ছিন্ন মাদুর ও বিছানা।

ইহারা অধিকাংশই কদর্য্য ভোজন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্ম্মি ও কাছি কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্যান্য বহুবিধ শাকসব্জি ও ফলমূলাদি আবাদ করে। সচরাচর অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা ইহারা অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য জমিদারগণ কুর্ম্মি ও কাছি প্রজা রাখিতে ভালবাসেন।

জৌনপুর জেলার মৃত্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত, কর্দ্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং শুষ্ক বিল পল্বলাদিতে কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কময় অতিশয় উর্ব্বরা মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, কার্পাস, গোধূম, যব, মটর, কলাই, সর্ষপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্য জন্মে। চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়া মাটি চাপা দেয় ও জমী চৌরস করিয়া লয়। জমী সংবৎসর ধরিয়া প্রায় পড়িয়া থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহা প্রায় ৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্ত্তী জমীতে আমন ও রবিশস্য দুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ হইতেছে। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে কুর্ম্মিগণ পোস্ত চাষ করে। ঐ বৃক্ষের ঢেঁড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। উহার মূল্য বাবত কৃষকগণ ৭০° সারবান্ ঢেঁড়ীর প্রতি সের ৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। কুর্ম্মি ও কাছিগণ পোস্ত, তামাক ও শাক ফলাদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল।

সমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ বর্গমাইল গবর্মেণ্টের তৌজিভুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৭২ বর্গমাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট ২৫৪ বর্গমাইল ঊষর।

দৈব-বিড়ম্বনা।—এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় ভীষণ বন্যা আসিয়া উভয় কূল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এইরূপ বন্যায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের বন্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহাতে নগরের প্রায় ৪০০০ গৃহ এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় ৯০০০ গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দিকস্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জৌনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ দুর্ব্বিপাক জৌনপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, উহা ঘর্ঘরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি জন্য রবিশস্য না হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক (Relief work) স্থাপন করেন। জৌনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজমগড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন না কোন সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না।

বাণিজ্যাদি।—জৌনপুর কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজাতই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। য়ুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং করচুলি নগরে চৈত্র মাসে দুইটী মেলা হয়। ঐ দুই মেলায় প্রায় ২০।২৫ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। জলালপুর, জৌনপুর সদর, জৌনপুর নগর, মেহেরাবাদ, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই কয়েকটী ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাঁধা ও ৪১৮½ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্যাদি আনীত হয়।

জৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার সময় ইহা অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসী প্রদেশান্তর্গত করা হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন জয়েণ্ট বা আসিষ্টাট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩টী ডাকঘর আছে, এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায় বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী ভাষা অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেলা ৫টী তহসীল ও ১৭টী থানায় বিভক্ত। কেবলমাত্র জৌনপুর নগরে মিউনিসিপালিটী আছে

এই জেলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাকে, বারমাসই বৃষ্টি হয় বলিয়া শীতগ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৩০ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১° ৭১ ইঞ্চি। জৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাঁসপাতাল আছে।

২—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। এই তহসীলে হবিলী জৌনপুর, বিয়াল্‌সী, রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্‌রহা এবং তপ্পা সরেমু এই ৭টী পরগণা আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩·৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহসীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল ২টীতে ৩ সহস্রের অধিক লোক বাস করে।

৩—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৪´৫৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´৪৯´´ পূঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও সৈ নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা উপকণ্ঠ সমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান।

জৌনপুর একটী প্রাচীন নগর। এই নগর ১৩৯৪ হইতে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাবা হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, মস্‌জিদ্‌ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শর্কি অধিপতিদিগের সময় নির্ম্মিত হয়। এই শর্কিগণ যেমন একদিকে বহু সংখ্যক মস্‌জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট করেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মস্‌জিদাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। জৌনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম জমদগ্নিপুর। অদ্যাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না বলিয়া জমনপুর কহে। মুসলমানেরা বলে, ফিরোজশাহ এই স্থান দর্শন করিয়া জ্ঞাতিভ্রাতা জুনানের (মহম্মদ তোগলক) প্রীত্যর্থে তাহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম জৌনপুর রাখেন। হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহার নাম জমনপুর ছিল, পরে ফিরোজের সন্তুষ্টি জন্য ঐ নামই ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া জৌনপুর করা হয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, ঠিক ঐ সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭০ খৃঃ অব্দে) ফিরোজ-শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরের নাম যাহাই থাকুক, ইহা ফিরোজশাহের বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তায় উল্লেখ আছে, জৌনপুর (জমনপুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথে অবস্থিত। জামি-মস্‌জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির শিলালিপিতে মৌখরিবংশীয় ঈশ্বরবর্ম্মার নাম আছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদিগের বহুপূর্ব্বে ঐ স্থলে একটী সুসমৃদ্ধ হিন্দুনগর ছিল।

নদীতীরস্থ দুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, ঐ স্থানে করার নামে এক রাক্ষস বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ করেন। এখনও লোকে ঐ দুর্গকে করারকোট বলিয়া থাকে এবং করারবীরের পূজা করে। দুর্গের উত্তরে করার-বীরের একটী মন্দির আছে।

জৌনপুরনগরে শর্কি রাজাদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মস্‌জিদ্‌ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি-মস্‌জিদ্‌ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মস্‌জিদ্‌ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মস্‌জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য মস্‌জিদের মধ্যে অতলা-মস্‌জিদ্‌ ইব্রাহিম শাহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, ফিরোজ শাহ ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর ঐ মসজিদ্‌ আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খৃঃ অব্দে ইব্রাহিম উহা শেষ করেন।

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বকের মস্‌জিদ্‌—ইহাই বর্ত্তমান সকল মস্‌জিদ্‌ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বাক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের সমান।

মস্‌জিদ্‌-খালিস্‌-মুখলিস্‌—ইহাকে দরিবা ও চরঙ্গুলীও কহে। বিজয়চন্দ্র ও জয়চ্চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বিবিরাজির মস্‌জিদ্‌ বা লালদরজা-মস্‌জিদ্‌ আছে। মাহ্মুদ-সাহের পত্নী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

নগরের কিছু দূরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-প্রতিষ্ঠিত ঝাঝরি-মস্‌জিদের কতক অংশ বিদ্যমান আছে।

এতদ্ভিন্ন জোনপুরে আরও বহুসংখ্যক মস্‌জিদ্ ও সমাধি-স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম সুলতান-মহম্মদের মস্‌জিদ্, নবাব মশিন-খাঁর মস্‌জিদ্, শাহ্ কবীরের মস্‌জিদ্, জহিদ-খাঁর মস্‌জিদ্ ও সুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য।

জোনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টী খিলানবিশিষ্ট। মোগল সম্রাট্‌দিগের সময় জোনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতু প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

আজিও জোনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। এখানকার গোলাপ, জুঁই প্রভৃতির আতর প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখন কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহা লুপ্ত হইয়াছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অবস্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেট থাকেন। গির্জ্জা, ডাকবাংলা, জেলখানা ও পুলিশ লাইন আছে। জোনপুরে নদীর উভয়-তীরে অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড-রেলওয়ের দুইটী ষ্টেশন আছে, একটী কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

জোমর (স্ত্রী) জুমরেণ নিবৃত্তঃ জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ত্রি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধ্যায়ী।

জৌলায়নভক্ত (ত্রি) জুলস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ইঞন্তাৎ ফঞ্, ততো ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্‌ভক্তলৌ। পা° ৪।২।৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়।

জৌহব (ত্রি) জুহ-অন্। অবদানযোগ্য হৃদয়াদি। "হৃদয়ং জিহ্বাং ক্রোড়ং সব্যসক্থিপূর্ব্বনডঙ্কং পার্শ্বে যকৃদ্বৃক্কৌ গুদমধ্যং দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবানি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।৬) 'জুহ্বামবদানযোগ্যানি প্রধানযাগসাধনানি" (কর্ক) হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসক্থি, দুইপার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গ-সমষ্টির নাম জৌহব।

জৌহর (হিন্দী) রত্ন, মণি।

জৌহর (হিন্দী) রাজপুতপ্রমুখ কয়েক জাতি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজয় অপরিহার্য্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্ম স্ত্রী ও শিশুদিগকে উহাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রথাকে জোহর কহে। আলাউদ্দীন্ প্রভৃতি অনেক মুসলমান-বিজেতা চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল ভস্মাবশেষ নির্জ্জন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। চীনবাসী তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘাসি নূর মহম্মদ শত্রু দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া আপনার সকল ভার্য্যা ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়া যুদ্ধে বাহির হন। [জোহর দেখ।]

জৌহর, সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন পার্শ্বচর। এই ব্যক্তি ভৃঙ্গার দ্বারা হুমায়ুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্ব্বদা হুমায়ুনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ুনের প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ুনের গভীর রাজনৈতিক বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই।

জৌহরী (আরব্য) জহরৎবিক্রেতা, রত্নব্যবসায়ী।

জ্ঞ (পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। পা° ৩।১।১৩৫) ১ জ্ঞানী। ২ ব্রহ্মা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম অধম মধ্যম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কম্পিত হন না, কার্য্যসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য্য সকল যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্য্যাতীত, তিনিই জ্ঞ। "ক্রিয়াসু বাহ্যান্তরমধ্যমাসু সম্যক্‌প্রযুক্তাসু ন কম্পতে যঃ" (প্রশ্নোত্তর-উপ°) এ জগতে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহার কার্য্য নাই, প্রতিক্ষণ সমস্ত বস্তুরই কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বদাই কার্য্য হয় বলিয়া "গচ্ছতীতি জগৎ" গতিশীল অর্থাৎ কার্য্যশীল, এই জন্য জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, বা আত্মার কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। সাংখ্য-মতে জ্ঞই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" (তত্ত্বকৌ°) ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ পুরুষ। [পুরুষ দেখ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রানাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ" (সূর্য্যসি°) ৬ মঙ্গলগ্রহ। (ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্রপ্রয়োগ নাই; উপসর্গ বা শব্দান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি। জ্ঞা-ক্বিপ্। ৭ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

জ্ঞক (ত্রি) জ্ঞ-স্বার্থে কন্। জ্ঞাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্ জ্ঞকা, অত ইত্বং জ্ঞিকা।

জ্ঞতা (স্ত্রী) জ্ঞ-তল্-টাপ্। জ্ঞাতা।

জ্ঞপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। ১ জ্ঞাপিত, জানান। ২ মারিত। ৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ তোষণ প্রভৃতি অর্থে জ্ঞ ধাতুর বিকল্পে ইট্ হয়, এই জন্য এই অর্থে জ্ঞপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ-ক্ত। ৭ জ্ঞাত।

জ্ঞপ্ত (ত্রি) জ্ঞপ্যতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত। [জ্ঞপিত দেখ।]

জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞপ্-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। ৪ তীক্ষ্ণীকরণ। ৫ স্তুতি। ৬ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞংমন্য (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করা।

জ্ঞা (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা।

জ্ঞাত (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্ম্মণি-ক্ত। ১ বিদিত, চলিত কথায় জানা। পর্য্যায়—কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। (জটাধর) ভাবে-ক্ত। ২ জ্ঞান।

জ্ঞাতক (ত্রি) জ্ঞাত-স্বার্থে কন্। বিদিত।

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত-নন্দ-ল্যু। অহর্দ্ভেদ। (হেমচ°) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাষায় ণায়পুত্ত। কোন কোন জৈনের মতে—জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে। মজ্ঝিমনিকায় নামক পালিগ্রন্থের মতে, বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পাবানগরে ণাতপুত্তের মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতল (ত্রি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞাতলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলস্যাপত্যং জ্ঞাতল-ঠক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২১) জ্ঞাতলাপত্য।

জ্ঞাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে যৎ তৎ, জ্ঞা-তব্য। জ্ঞেয়, বেদ্য, অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। "আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্ত্তব্যঃ" অরে আত্রেয়ি! আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন এক মাত্র লক্ষ্য হয়। আত্মাকে জানিতে পারিলে সকল পদার্থই জানিতে পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মময়। এক বস্তু জানিলে যখন সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু জানিবার আবশ্যক কি? সেই এক বস্তুই আত্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই।

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তো যেন বহুব্রী। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে।

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সারাংশো যেন বহুব্রী। ১ সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ জানিতে পারিয়াছে। ২ জ্ঞানগোচর। যেমন "তাহার জ্ঞাতসারে এই কর্ম্ম হইয়াছে।"

জ্ঞাতাধর্ম্মকথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে একখানি। [জৈন দেখ।]

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিদ্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জ্ঞা-ক্তিচ্। পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিণ্ড প্রভৃতি। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, স্ব, স্বজন, অংশক, গন্ধ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক। (জটাধর) এক গোত্রোৎপন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার—সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্ব্বপুরুষের জন্মনামস্মরণ পর্য্যন্তও সমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ। জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক,

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও নহে। এই জন্য শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। [অশৌচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তুত ও জ্যাটতুত ভাই প্রভৃতিকে সহজ শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞায়তে বিস্তুতেঽস্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন্। ২ পিতা।

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্য্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম বা ব্যবহার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন।

জ্ঞাতিপুত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। ২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি) জ্ঞাতিঃ এব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। ১ জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির ন্যায় মুখ বা স্বভাব।

জ্ঞাতিবিদ্ (ত্রি) জ্ঞাতিং বেত্তি, জ্ঞাতি-বিদ-ক্বিপ্। জ্ঞাতিমন্ত বা যে জ্ঞাতিকুটুম্বিতা করে।

জ্ঞাতৃ (ত্রি) জ্ঞা-তৃচ্। ১ জ্ঞানশীল। ২ বেত্তা। জ্ঞানী, বোদ্ধা, যে জানে।

জ্ঞাতেয় (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ কর্ম্মবা জ্ঞাতি-ঠক্। (কপিজ্ঞাত্যোর্ঢক্। পা ৫।১।১২৭) জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাত্র (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অণ্। জ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা। "সংবিচ্চ মে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে।" (যজুঃ ১৮।৭) 'জ্ঞাত্রং বিজ্ঞানসামর্থ্যং।' (বেদদীপ)

জ্ঞান (ক্লী) জ্ঞা-ভাবে ল্যুট্। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা। ২ বিশেষ ও সামান্য দ্বারা অববোধ, জানা। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রমা ও অপ্রমা (ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। অপ্রমা বা ভ্রমের একটী অনুগত কিছুই কারণ নাই। যেমন পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদূরতানিবন্ধন অতি বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডূকের (বেঙ্) বসা দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রমা (ভ্রমজ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ ঐরূপ দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে। * দেখ, শঙ্খ অতি শুভ্র বর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কখন পীত হয় না, এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোন ক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে; এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, কখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মনুষ্য আছে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, "না কই এ গৃহে ত মনুষ্য নাই।" তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন হইলেও হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনীমাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক ঐ লেখনীদর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্তু ও তদভাবের সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব কাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ ধূমদর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহ্নির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি অনুভব ও স্মরণ ভেদে দুই প্রকার। সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতাজ্ঞান ও দুঃখনিবর্ত্তকতা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বস্তু হইতে আমার সুখ, আর এই বস্তু হইতে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জানে স্রক্চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং

* "অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে।
তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আদ্যো দেহে যাত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে॥
কিংস্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
তদভাবা প্রকারাধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ॥
স সংশয়ো মতির্যা স্যাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ।
সাধারণাদি ধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্॥
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৭)

ঔষধপান আমার দুঃখনিবর্ত্তক, তাহারই ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। আর যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ন্যায়, চিকীর্ষার আরও দুইটী কারণ আছে। যথা—কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাহারা যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটী সুমধুর বটে, কিন্তু সর্প দষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু যাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে অভিলাষী হয়। (ন্যায়দর্শন) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্। ৩ বেদ। ৪ শাস্ত্রাদি, যাহার দ্বারা জানা যায়।

☞ আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা কর, একটী ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন করিল, তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা একটী ঘট।

"ত্বঙ্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।" (মুক্তাবলী)

জ্ঞান সামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের সূক্ষ্মতা বশতঃ অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। এককালে দুইটী বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন অতিশয় সূক্ষ্ম, এই জন্য তাহার দুইটী বিষয় ধারণা করিবার শক্তি নাই।

"অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে" (ভাষাপ°)

মন অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য জ্ঞানের অযৌগপদ্য, অর্থাৎ যুগপদ্ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে, জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটী বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটী বিষয় দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে জ্ঞান হইবে।

"আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে" (ন্যায়দ°)

এই সম্বন্ধে লৌকিক একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, একটী লোক অপর একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটী যাইয়া দেখেন দ্বারদেশে দৌবারিকগণ নিরন্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দৌবারিক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ান্‌জীর নিকট সংবাদ দিল, দেওয়ান্‌জী নিজে যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান জন্মিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজঃ" (ভাষাপ°)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মন এই ৬টী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্বাদি ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীলপীতাদিরূপ ও ঐরূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ার চাক্ষুষ, শীত-উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ ও দুঃখাদি আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস-প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা—কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে

না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এই জন্য লোকসমূহের পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই অনুমানাত্মক জ্ঞান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তু দর্শন করিয়া যে অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানাত্মক জ্ঞান কহে। যেমন—গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রদর্শনে শুক্লপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান কহে। যেমন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে জানিবে, যে জন্তু গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় যে জানে না, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গো-সদৃশ গবয়, এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়।

শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্দজ্ঞান কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শুনিয়া ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দ জ্ঞান জন্মে। এই শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ,— তুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি বিধিবাক্য ও বেদবাক্য প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান। যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদয় জ্ঞানের অন্তর্গত। (ন্যায়দর্শন) [প্রমাণ দেখ।]

বেদান্তমতে ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান হইতে পৃথক্, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আরও জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্যসাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে আর একরূপ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং তৈলই পৃথক্ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের ঐক্যসাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়। একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পটজ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য, আত্মা। (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে (অর্থাৎ বস্তুস্বরূপে) পরিণত

হইয়া আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটী বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া মনকে দিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভিমান করিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া (অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিম্বরূপে আত্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিম্বরূপে জ্ঞান হইল।

"যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।"

(তত্ত্বকৌমুদী ৩০)

ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী যুগপৎ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যদর্শন)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকল প্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। অমানিতা, অদম্ভতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষদর্শন করা, পুত্র, দারা, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে (ঈশ্বরেতে) অচলাভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৬-১৩)

এই জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

(গীতা ১৮৷২০)

যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥" (গীতা ১৮৷২১)

যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান বলা যায়।

এই রাজসিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং ইহা অসম্যক্ জ্ঞান।

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৮৷২২)

যে জ্ঞান বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিন্তা ও বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, আবার কোন সময় কোন বস্তু বা বিষয় অভিলাষ করি। কিন্তু মনের এই তিনটী প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা আমরা অভিলাষ করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাভও হয় না। ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না।

স্থূলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। ইহাদিগের মধ্যে একটী বৈজিক অভিব্যক্তি আছে।

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া—কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদিগের মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু যে, বিবিধ অনুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। পূর্ব্বে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত যদি বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য দেখি, তাহা হইলেই এ দুইই যে এক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। একের সহিত যদি অন্যের মিল না থাকে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া অথবা আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য স্মৃতি বা ধারণাশক্তির আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার মনো-

মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। বাহেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহার জ্ঞানলাভ করি, পরে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এ জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি? পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে একটী সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত হইল। স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার চেতন হইয়া উঠিল। এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্য হওয়ায় আমরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্মৃতিশক্তি এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি জ্ঞানলাভের উপায়।

আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈন্দ্রিকসংযোগ দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সম্বন্ধ। সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

আমাদিগের শরীরে দুই প্রকার স্নায়ু আছে—জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর বাহ্য অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদিগের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক হয় না। বাহেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর প্রক্রিয়া ও পরিবর্ত্তন জন্য উৎপন্ন হয়।

সকল সময় আমাদিগের পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয় না। কেহ কেহ বলেন, স্নায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার চেতনাংশে যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ফুট থাকে। কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরিস্ফুটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্ত্তমান থাকে। এরূপ না থাকিলে অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা কিরূপে করিতে পারি?

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফুট ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। এই উত্তেজনা বাহ্য বস্তুর সংস্রব বা মানসিক অনুধ্যান উভয় দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়গভীরতা বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। ইহা তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়—১ স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা।

১, বিবিধ ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। যে বালক কখন দুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ দুগ্ধ দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আস্বাদন স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে সে দুগ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা।

২, ইন্দ্রিয়-বোধ পরিস্ফুট হইলে আমরা মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ ইন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তখন মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্ব্বে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াছে, সে পরে শব্দ শুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে।

৩, চিন্তা। চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র তুলনা করিয়া আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল। বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটী চিত্রের সহিত অপর চিত্রের প্রকৃত তুলনা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়পরিচালনা হেতু যে সামান্ত মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। এই ভাবান্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা পরিচালনা বশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবান্তর হয় বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ আমরা সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্য বস্তুতে কল্পনা করি। আমরা কোন ঘণ্টার শব্দ শুনিলে মনোমধ্যে যে শব্দের অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমরা সেই শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়বোধ সংবদ্ধ হইলেও শীঘ্র জ্ঞান জন্মে না। ইহা বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্তিগত বহুদর্শিতা দ্বারা পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যেও আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্যের কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভাবনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংসৃষ্ট। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় না হইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া উঠে।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সূক্ষ্মরূপে তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। প্রথম উপায়লব্ধ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় উপায় দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের মনের মধ্যে এক একটী ভাব নিহিত করিয়াছেন; জন্মমাত্রই সে ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা স্ফুট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই—সেই সংস্কার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে।

ক্যাণ্ট (Kant) বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সমবায় হেতু অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক নহে। পূর্ব্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। ঐন্দ্রিয়জ্ঞান চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা কোন বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্যক বা কিরূপ হওয়া উচিত নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য।

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ করি। এই জ্ঞান আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্তরূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিতবিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই।

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন বস্তু আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমরা মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতির সংস্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃভাব সঙ্কুচিত করিয়া অস্ফুট রাখি, তাহা হইলে বস্তুর স্থিতি, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়; আমাদিগের মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্যই থাকিতে পারে না। যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুই হউক্ না কেন ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত

না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। অতএব বাহ্য বস্তু আর কিছুই নয়—আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্ভূত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে মানসিক সজ্ঞানতা উপস্থিত হয়; এই সজ্ঞানতা বা চৈতন্যই জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। এই চৈতন্যহেতুই আমরা পদার্থের চিত্র কল্পনা করিতে সমর্থ হই। আমরা ঐন্দ্রিয়জ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপনা হইতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সেগুলির ঐক্য সাধিত হয়।

সেলিং (Schelling) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র এবং বাহ্য পদার্থ পরস্পর অতি নিকট সংস্পৃষ্ট, একটী অপরটীর সূচনা করে। একটী বলিলেই অপরটীর সত্তা উদিত হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্য বস্তুর ঐক্য হেতু উৎপন্ন হয়।

স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অস্ফুট থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মনের কার্য্য করিবার কোন স্বাধীনতা নাই—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তুরই বিকাশ ও পরিণতি হয়।

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণশক্তি দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বারা বাহ্যঘটনার স্বরূপ জ্ঞান আমরা লাভ করি। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাশী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটী সোপান আছে, প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক।

লোকে বাহ্য বস্তু দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট হয়। আমাদিগের সকল কার্য্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়; এই জন্যই কোন কার্য্য দেখিলেই আমরা তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। ক্রমে জ্ঞান যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণা হয় যে, পূর্ব্বে যাহাকে সচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে তাহার কোন অদৃশ্য কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তু দগ্ধ করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছা নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্তু দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটী নিয়ম আছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্য্যেরই নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই।

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উত্থিত হইয়াছি। কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা প্রথম কোনটা বা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে।

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। (কিন্তু এমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ দুঃখ আমরা প্রতিক্ষণই অনুভব করিতেছি।)

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার তিনটী উপায় আছে—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি।

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা—দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সূচিত হয়। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। কিন্তু অনুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। কারণ যাহা আমরা পূর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমিতি সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল-প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা—কাল, আকাশ ইত্যাদি।

এই কথা লইয়া কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, যেথানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেথানে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব, আমাদিগের আয়ত্ত বটে; আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয়ক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্য কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইরূপ একটী অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেথানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেথানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল রেখা টানা হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটীও মিলিত হয় না। অতএব সমান্তরালতা সংমিলনবিরহের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, সমান্তরালতা কারণ, সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য। কাজেই আমরা জানিতেছি, যেথানে দুইটী সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধসমূহ যখন প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ যুক্তির পত্তনভূমি হয়।

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের কার্য্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক-শক্তি (Representativeness) প্রসরতা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

'রাম' বলিলে একটী বিশেষ বস্তু বুঝায়, কিন্তু 'মনুষ্য' এই কথাটী বলিলে সাধারণ একটী বস্তু বুঝায়। এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তুগুলি সাধারণ বস্তু। বিশেষ বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়ামাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। তিনি বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই ঐ দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে হয়, এবং ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাহার প্রধান উপায়।

মায়াবাদ (Idealism) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাবপরম্পরা পরস্পরের কারণ; আর কারণ যদি ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে বুঝায়, তবে তাহার অস্তিত্বনিরূপণ করিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। আস্তিক মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞেয় প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময়

আত্মায় কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্ব্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। মানবাত্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদিগের জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, আমাদিগের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) এবং শক্তিবোধ (Idea of power) এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; পরে সেই জ্ঞান হেতু একটী ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আবেগের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে স্বতঃসংস্কার (Instinct) কহে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত।

বক্‌ল্ সাহেব স্বপ্রণীত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে।

ধর্ম্মনীতি একটী স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা চির উন্নতিশীল। বক্‌ল্ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়; এই জন্য তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বক্‌ল্ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্ম্মনীতি বা নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, বাহির হইতে নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক্ সাধনা আবশ্যক। তবে যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য বাধক সম্বন্ধ নাই।

আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা সুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, সেই সকল কার্য্য মানবসমাজহিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র।

৪ পরব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) ৫ বিষ্ণু। "সর্ব্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং" (ভারত)

জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত আছে।

জ্ঞানকীর্ত্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

জ্ঞানকৃত (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্ব্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—"গোবধস্ত বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং তদা ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্বা এনাং হন্মীতীচ্ছয়া হন্তি, তদা কামনাদ্বারৈব জ্ঞানস্ত প্রবৃত্ত্যঙ্গত্বাৎ" (প্রায়শ্চিত্তত°)

ইহা গোরু, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্ন।

জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবর্ষিভেদ।

জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জানা যায় বা যাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। "উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ" (বিষ্ণুস°)

জ্ঞানমাত্রগম্য পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। (শ্রুতি) কর্ম্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞানগর্ভ (ত্রি) জ্ঞানং গর্ভে যস্য বহুব্রী। যাহার মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম।

জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য। চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও বেদান্ততত্ত্বপরিশুদ্ধিপ্রণেতা।

জ্ঞানচক্ষুস্ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্যস্য বহুব্রী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান্, পণ্ডিত। সমস্ত বস্তুই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত।

"সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।" (মনু)

জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক।

জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্য। ইনি ১৬৬০ সংবতে গৌতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানতীর্থ, বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপনাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের মতে এখানকার শ্বেতশুভ্রনাগ নামক সর্প তীর্থযাত্রিদিগকে সুখ প্রদান করে।

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, জ্ঞানপ্রদ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ ভস্মীভূতঃ দেহো যস্য বহুব্রী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির সুখ দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের দেহাবসান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে নাই এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়া প্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই।

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ।
ন তস্য দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্।
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ॥" (শৌনক)

চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ত্ত করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইহারা ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন।

জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যস্য বহুব্রী। পূর্ব্বজিন, মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

জ্ঞানদাতৃ (ত্রি) জ্ঞানস্য দাতা ৬তৎ। জ্ঞানদাতা গুরু। জ্ঞানদাতা গুরু সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতম।

"পিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্।
মাতুঃ শতগুণঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভুঃ॥" (তন্ত্র°)

পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু পূজনীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহার কবিতা বড় মনোরম ও প্রসাদগুণভূষিত।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি°) জ্ঞানদাসের নামটীর মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

"পিতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জাহ্নবী দেবী, জ্ঞানদাস তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা। মনোহর নামক পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যানন্দশাখাভুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত্তা ছিলেন, যথা—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবতরচয়িতা), কৃষ্ণদাস প্রভৃতি। [ইহাদের বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎসব করেন, যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবীর সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে।

জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান, একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে "কাঁদাড়া" ও "মাঁদড়া" নামে পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পল্লি আছে। এই "কাঁদড়া" গ্রামেই জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যান। তাঁহার রচিত সকল পদেই সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা করিতেন, তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন।

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া "ভুবন-মঙ্গল" হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাহার পরিচায়ক।

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি কাঁদড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও তদুপলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিবস জ্ঞানদাস ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও নাই। যাহারা মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা তদীয় জ্ঞাতি-বংশ অর্থাৎ ঐ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানদেব, শূদ্রজাতীয় একজন ধার্ম্মিক বণিক্। ইনি শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদ্দর্শনে ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভক্তমাল)

জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা ও সাধু। ইনি বিট্‌ঠলপন্থ নামক একজন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্র। বিট্‌ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করায়, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর ব্রাহ্মণগণ বিট্‌ঠলপন্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে, বিট্‌ঠলপন্থের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার আর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা। বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। তবে, জ্ঞানদেব ইঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্‌ঠল তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্‌ঠল তাঁহার প্রতিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিট্‌ঠল ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটী দৈবকার্য্য করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। বিট্‌ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তান কএকটীকে লইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। ত্র্যম্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর নাম ধারণ করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা গোদাবরী এখানকার একটী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। বিট্‌ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার তিনটী পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটী ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বিট্‌ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়া বিট্‌ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়া অঞ্জনী পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। এখানে একটী গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ স্তিমিতলোচনে তপস্যায় নিমগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন

করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উন্মীলন করিলে নিবৃত্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। গৌরীনাথ দেখিলেন, বালকটী প্রতিভাশালী। তিনি নিবৃত্তিকে তাহার বৃত্তান্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সদুপদেশদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশের মর্ম্ম এই জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ইহার পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, তাঁহাদের এবং দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত ও লব্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিল। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। বিট্‌ঠল তাঁহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্‌ঠলের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। বিট্‌ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাঁহার মাতুল কৃষ্ণাজীপন্থের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণাজীপন্থ বিট্‌ঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আগমন করিলেন। বিট্‌ঠলকে সমাজে পুনঃ গ্রহণ সম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন না। সভা হইতে কোন সুফল ফলা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্‌ঠলকে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণাজীপন্থ সমাজচ্যুত হইলেন।

বিট্‌ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ্য ক্রিয়ামাত্র। ইহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ। পুত্রদের সান্ত্বনায় বিট্‌ঠল অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন।

কিছুদিন পরে, কৃষ্ণাজীপন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাজী সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কার্য্য স্থগিদ্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা অনুসারে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শরীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সে অবাক্ হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আনাইয়া দেখাইল। এমন সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল।

এক সময় কুম্ভযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীর-স্থিত পৈঠনে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিট্‌ঠল সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাঁহারা বিট্‌ঠলের পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটী মহিষ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহিষটীর নাম "জ্ঞানা"। যে ব্যক্তি

মহিষটীকে "চল জ্ঞানা" বলাতে, একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—বিট্ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর এই মহিষটীর নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্যই তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে। তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটীকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়া বিস্ময়াম্বিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, ইহা জ্ঞানদেবের যাদুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব নহে। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব মহিষটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জ্ঞানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও। জ্ঞানদেবের যোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং মহিষ তখনই বেদগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। তাহার পর, বিট্ঠলপন্থ তাঁহার মাতুলালয়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। পৈঠনের ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন একবাক্যে বিট্ঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্ঠলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার পুত্র তিনটীকে যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্ঠল আর তৎপক্ষে যত্নবান্ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্ঠলপন্থ সপরিবারে আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে, বিট্ঠলপন্থের গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন জন্য কাশীধাম হইতে বহির্গত হইয়া আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্ঠলপন্থ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর বিট্ঠলপন্থ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দস্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অবস্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। ইহারা প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব দুইটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদ্গীতার একখানি টীকা লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানেশ্বরটীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ *। নেবাস ত্যাগ করিয়া ইহারা পুনতাম্বে নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করিতেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃতদেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যগণ বলিল যে, জ্ঞানদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ অভঙ্গ † লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল বলিয়া চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙ্গদেব এখানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানদেব গ্রন্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল পণ্ডরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে "অমৃতানুভব" (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ) "পবনবিজয়," "যোগবাশিষ্ঠের টীকা" "পঞ্চীকরণ" ও "হরিপাঠ" নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, "শ্রীবিট্ঠলবর্ণন" নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি

* এই গ্রন্থ ১২৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

† মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পদ্যকে অভঙ্গ বলে।

অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থখানি কঠিন হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য্য বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। গীতার টীকার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার অন্যান্য উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবদ্ভক্ত হইল এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

ত্র্যম্বক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতীবাই নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী একটী শূদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্ব্বতীবাই মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়াছেন, ইহা পার্ব্বতীবাইয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। ত্র্যম্বক তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শূদ্রারমণীটী প্রত্যহই ধর্ম্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে ত্র্যম্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, জীবের অজ্ঞান দশা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, ত্র্যম্বক শূদ্রারমণীটীকে পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্র্যম্বকের নবজীবন লাভ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্দ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহারা দলে দলে তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে জাম্বলবেট নামক একটী গ্রামে অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

জাম্বলবেট হইতে কিছুদূরে চারোলি নামক একটী স্থান আছে। সেখানে বিমলানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এপ্রকার দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের কুৎসা বাক্য শুনিয়া বিমলানন্দস্বামীকে বলিল—স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার উচিত হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমলানন্দস্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন জ্ঞানদেব ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। স্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার দুই ভ্রাতা এবং ভগিনী মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্থদর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও সুগায়ককে সমভিব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাঁহাকেই সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ডরপুরে অবস্থান করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া সময়ক্ষেপণ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পণ্ডরপুরে গিয়া নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা তিন দিন পণ্ডরপুরে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেব সহ যাত্রা করিলেন। ইহারা নানাস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে ইহারা বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয়া দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে অভিহিত।

করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্ত্তনে এবং সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাঁহাদিগকে পাইয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং জুনাগড় দর্শন করিলেন। তাহার পর ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের নানাস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা পণ্ডরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্ত্তনে ইঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে অনেকেই ভগবদ্ভক্ত হইল।

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জ্ঞানদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যেথানে থাকিতেন, সেইখানে ভজন ও কীর্ত্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে সৎপথে লইয়া যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা অনেক অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা করা জ্ঞানদেবের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটী ভাষাতেই তিনি তীর্থদর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।

নানা তীর্থ দর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং লোকের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাত্রিতে ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া অনেক মূঢ় ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী একটী তীর্থরূপে পরিণত হইল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে "আলন্দীমাহাত্ম্য" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কার্ত্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে মোহিত হইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটী বৃক্ষের তলে সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটী গুহা প্রস্তুত হইল। গুহাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন ও সাধুগণের সহিত সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিল না। পরে জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতে লাগিল। পরে জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয় স্বজন গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর সাধারণে "শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি" বলিতে লাগিল।

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে কয়েকটী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বহুদর্শিতা লাভ না করিলে কেবল বিদ্যা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাঁহার মন উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে কত প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাস্থানে নানালোকের সহিত সদালাপে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্য পরোপকারসাধন তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত বলিয়া গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা কেবল যে আমরা ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ অতিবাহিত করা যে আবশ্যক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ করা আবশ্যক, সেইখানেই ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী আছেন, যাঁহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া লোকের নিকট বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাঁহার দ্বারা অপরেরও উপকার হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে সৎপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন।

জ্ঞানদেব এখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পূজা পাইতেছেন। আলন্দীতে তাঁহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রায় ৫০০০০ লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, ভিখারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত হয়, তখন তাহারা "জ্ঞানোবা তুকারাম" "তুকারাম জ্ঞানোবা", মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [তুকারাম দেখ।]

জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্র্যার্থরহস্য প্রণেতা। ২ অপর নাম দামোদর। বৈষ্ণবজীবনটীকা রচনা করেন।

জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি) জ্ঞানে নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, তত্ত্ববিৎ।

জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, গুরু। ২ পরমেশ্বর। জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য।

জ্ঞানপাবন (ক্লী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত-কর্ম্মধা॰। তীর্থভেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবনতীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! জ্ঞানপাবনমুত্তমম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভা, বন ৮৪ অঃ)

জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ তথাগত। বিশেবচৈলীনামক রাজা ইহার নিকট কামসংবর অর্থাৎ শরীরসংযমন বিদ্যাশিক্ষা করেন।

জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাস্বরঃ রূপককর্ম্মধা॰। ১ জ্ঞানরূপ সূর্য্য। ২ ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত জ্যোতিষ্‌গ্রন্থ। ৩ ষড়্‌বর্গফল নামক জ্যোতিষ্‌গ্রন্থ প্রণেতা।

জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানস্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।

"নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।" (সাং দং ভাষ্য)

জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত রামপূজাঙ্গ মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অগ্রে হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অম্বুজাকৃতি করিয়া মূর্দ্ধা ও বামজানুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যন্ত প্রিয়।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি।
বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধণি বিন্যসেৎ॥
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী।" (তন্ত্রসা॰)

জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যস্য বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞ, কর্ম্মযোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করিয়া তৎস্বরূপ অবলোকন করেন। "সোঽহং ব্রহ্ম" আমিই ব্রহ্ম, সর্ব্বদা ইহাই দেখেন *। কর্ম্মযোগী সকল ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

"মহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।" (শব্দার্থচি॰)

জ্ঞানযোগ (পুং) যুজ্যতে ব্রহ্মণানেন যুজ-কর্ম্মণি ঘঞ্, জ্ঞানমেব যোগঃ, রূপককর্ম্মধা॰। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানরূপ নিষ্ঠাবিশেষ। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির মায়ায় বশীভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইতেছে। দুঃখাভিভূত হইয়া যখন দুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইবে। তখন প্রথমে বস্তুতত্ত্ব জানিতে কোন কোন বস্তু দুঃখময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ত্ব জানিতে পারিবে। পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্তু অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা৭ অঃ)

জগতে ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে,

---

* ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।"

"অপরে কর্ম্মযোগিনঃ বিলক্ষণা সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্ম তদ্‌পদার্থঃ অগ্নিরিব হোমাধারত্বাৎ তস্মিন্ যজ্ঞং প্রত্যগাত্মানং ত্বং পদার্থং যজ্ঞেন্ আত্মনৈব উপজুহ্বতি। ত্বং পদার্থাভেদেনৈব ব্রহ্মস্বরূপতয়া পশ্যন্তি।"

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হন। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে নির্ম্মলচিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারা যায়। [যোগ দেখ।]

জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানাধিরাজ) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষ্‌গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি নাগনাথের পুত্র ও সূর্য্যদৈবজ্ঞের পিতা।

জ্ঞানলক্ষণা (স্ত্রী) জ্ঞানং লক্ষণং যস্যাঃ বহুব্রী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধনসন্নিকর্ষ ভেদ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ ঘ্রাণজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার।

"ঘ্রাণজদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়বিধং মতম্।" (ভাষাপ°৫২)

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, পরে বিশেষ্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জানা দরকার। ঘটত্ব না জানিলে ঘট জানা যায় না। ত্বঙ্মনঃসংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, কিন্তু কাশীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বঙ্মনসংযোগও অসম্ভব, সেই ব্যক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে না, এই জন্য অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যক। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়।

একটী ঘট দেখিয়া ঘটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্যলক্ষণার অধীন, আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট পট মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই জ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীস্থিতসকলপদার্থের জ্ঞান হইবে*। [সামান্যলক্ষণা দেখ।]

জ্ঞানবাপী, কাশীর একটী তীর্থ, ইহা একটী কূপ। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানং বিদ্যতে যস্য অস্ত্যর্থে-জ্ঞান-মতুপ্। যাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানবাপী (স্ত্রী) জ্ঞানস্য জ্ঞানরূপোদকস্য বাপী দীর্ঘীকেব। কাশীস্থিত বাপীরূপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য একদিন স্কন্দমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মন্! দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্কন্দ বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদী সকল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কর্ম্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতে করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কাশী নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষেত্রস্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব্বপ্রকারবীজসমূহের পক্ষে উষর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী মালাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ঋষিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরন্তর তাহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাহার নাম গান করিতেছে, চারণগণ তাহার স্তুতি করিতেছে, অপ্সরাগণ নৃত্যদ্বারা তাহার সেবা করিতেছে, নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা তাহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছে, বিদ্যাধরী ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাহার বেশভূষা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে এবং দেবকন্যাগণ তাহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলদ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান সেই জল দ্বারা সহস্রধার কলস পরিপূর্ণ করিয়া মহাদেবকে স্নান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং অদ্যাবধি এই কার্য্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার

* অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা॥
আসত্তিরাশ্রয়াণন্তু সামান্যজ্ঞান মিষ্যতে।
বিষয়ীযস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ॥ (ভাষাপ° ৬৩)

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন্, যেন এই অনুপমতীর্থ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভুবন মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। যাহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাহারাই শিবশব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ হয়। বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতিপাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটীগুণ ফল হয়। পুষ্করতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবিমলগণি, ভানুমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে শব্দপ্রভেদপ্রকাশটীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশাস্ত্র (ক্লী) জ্ঞানপ্রদায়কং শাস্ত্রং কর্ম্মধা°। মুক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়ভুক্ত দেবসুন্দরের পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্যক, অঘনির্যুক্তি, শ্রীমুনি সুব্রতস্তব, ঘনোঘনবথওপার্শ্বনাথ স্তব প্রভৃতিপুস্তকের অবচূর্ণি লিখিয়া যান।

(২) রত্নসিংহের শিষ্য ও লব্ধিসাগরের গুরু।

(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানসাধন (ক্লী) জ্ঞানস্য সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ত্বজ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়।

জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানহত (ত্রি) জ্ঞানং হতং যস্য বহুব্রী। যাহার জ্ঞান হত হইয়াছে, অজ্ঞান।

জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানস্য আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ।

জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্ম্মধা°। জ্ঞানরূপ আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তিপুরুষসকল সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা নিয়তই জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন।

(১) শিবগীতাটীকা প্রণেতা, অয্যাজীভট্টের গুরু।

(২) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু।

(৩) ঈশাবাস্যোপনিষট্টীকা, কৌলার্ণব, ছান্দোগ্যোপনিষচ্চন্দ্রিকা, জাবালোপনিষট্টীকা, তত্ত্বচন্দ্রটীকা, তত্ত্বার্ণবটীকা, যোগসূত্রটীকা, রুদ্রবিধানপদ্ধতি, বাক্যসুধাটীকা, সিদ্ধান্তসুন্দর, সৌভাগ্যোপনিষট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থকার।

জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞানপ্রাপ্ত, যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী।

জ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপককর্ম্মধা°। জ্ঞানরূপ সুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ তমঃ বিদূরিত হয় ও বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক মাত্র সাধন। [কর্ম্ম দেখ।]

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানামৃতযতি, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, সাংখ্যসূত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার।

জ্ঞানার্ণব (পুং) জ্ঞানস্য অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র।

জ্ঞানাপোহ (পুং) জ্ঞানস্য অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোপ, বিস্মরণ।

জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্য অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।"
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥" (বেদান্তসার)

সর্ব্বদাই ঈশ্বরনামাদি কীর্ত্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্যজগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, আমিই সত্যস্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বলা যায়।

জ্ঞানাবরণীয় (ত্রি) যদ্দ্বারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়। [জৈন দেখ।]

জ্ঞানাসন (পুং) রুদ্রযামলোক্ত আসন বিশেষ। এই আসনে বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র যোগাভ্যাসী হওয়া যায় এবং এই আসন জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশক। এই জন্য যোগেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই

এই আসন করিয়া যোগ করা উচিত *। রুদ্রযামলে এই আসন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের উরুমূলে বাম-পাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে পাদগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে।

জ্ঞানিন্ (ত্রি) জ্ঞানমস্ত্যস্য জ্ঞান-ইনি (অতইনিটনৌ। পা ৫।২ ১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যুক্ত। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্ব্বদাই ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন, চারিজন আমার আরাধনা করে। পীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী এই চারিজন আমাকে ভজনা করে। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয়। † শুক নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তনপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কার্য্য করা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আবশ্যক।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥" (সাংখ্যভাষ্য)

এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল অনেক জন্মের পর ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়।

"জ্ঞানিনোমনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥" (চণ্ডী ১ অ°)

জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, বামনেন্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ত্ববোধিনী, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা ও প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য প্রণেতা।

জ্ঞানেন্দ্রস্বামী, ব্রহ্মসূত্রার্থপ্রকাশিকা প্রণেতা।

জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরাচার্য্যের উপাধিভেদ।

জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈগম্যসিদ্ধিচন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা।

জ্ঞানোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ গ্রন্থবিশেষ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (ক্লী) জ্ঞায়তে বুধ্যতেহনেনেতি জ্ঞা-করণে ল্যুট বা জ্ঞানপ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুজিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ" (শা° তি°) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। শ্রোত্রের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ৫টী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন যথা, শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই সঙ্গত। দর্শনকারগণ "উভয়াত্মকং মনঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মনের উভয়েন্দ্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[ইন্দ্রিয় দেখ।]

জ্ঞাপিকদেব, স্মৃতিসার প্রণেতা।

জ্ঞানোৎপত্তি (স্ত্রী) জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্য উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদতীর্থ (ক্লী) জ্ঞানোদ ইতি নাম্না বিখ্যাতং তীর্থং কর্ম্মধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞান-বাপী নামে প্রসিদ্ধ। [জ্ঞানবাপী ও কাশী দেখ।]

জ্ঞানোল্কা (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

জ্ঞাপক (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ণ্বুল্। বোধক, যে জানায়, আবেদক। যাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সূচক, ব্যঞ্জক। যে ব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক।

জ্ঞাপন (ক্লী) জ্ঞা-ণিচ ল্যুট্। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, জানান, বিজ্ঞাপন।

জ্ঞাপনীয় (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক, কিংবা করিবার যোগ্য।

জ্ঞাপয়িতৃ (ত্রি) জ্ঞা-নিচ্-তৃন্। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক।

জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্ ভাবে ক্তিন্। জ্ঞাপন। জ্ঞপ্তিও হয়।

জ্ঞাপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। যাহা জানান হইয়াছে।

জ্ঞাপ্য (ত্রি) জ্ঞাপনযোগ্য।

---

* "অথাস্তদাসনং কৃত্বা সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
যোগাভ্যাসী ভবেৎ ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাদতঃ॥
দক্ষপাদোরুমূলেতু বামপাদতলং তথা।
দক্ষপাদতলং দক্ষপার্শ্বে সংযোজ্য ধারয়েৎ॥
এতজ্জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশকম্।
নিরন্তরং যঃ করোতি তস্যগ্রন্থিঃ শ্লথাভবেৎ॥" (রুদ্রযামল)

† চতুর্ব্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহংসচ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মেমতং।
আস্থিতঃ সহিযুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং॥
বহূনাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭ অ°)

জ্ঞাস (পুং) জ্ঞা অববোধনে জ্ঞা-অসুন্। জ্ঞাতি।

"জ্ঞাস উতবা সজাতান্" (ঋক্ ১।১০৯।১১)

"জ্ঞাসঃ জ্ঞাতয়োঃ" (সায়ণ)

জ্ঞীপ্সা (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তুমিচ্ছা, জ্ঞপ-সন্-অ ততষ্টাপ্। জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

জ্ঞীপ্স্যমান (ত্রি) জ্ঞপ-সন্ কর্ম্মনি শানচ্। জানিবার জন্য ইচ্ছুক।

জ্ঞু (বৈ) জানু।

জ্ঞুবাধ (ত্রি) (বৈ) জানু পাতিয়া।

জ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্ম্মণি যৎ। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য।

এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর—এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ (মোক্ষলাভ) হইয়া থাকে। ইহা জানিলে সুখদুঃখাদির অতীত হইতে পারা যায়। ইহার স্বরূপ এইরূপ—সেই অনাদি ব্রহ্ম ও আমি নির্ব্বিশেষ, তিনি সৎ বা অসৎ নহেন। তাহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও তাহার বিষয়সমস্তের প্রকাশক। তিনি সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণহীন, কিন্তু সকল গুণভোক্তা। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ ও জ্ঞানের অতীত* (গীতা)।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞেয়-পদার্থ জানা না যায়, ততদিন আর উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জ্ঞেয়-পদার্থ অথচ অতি দুর্বিজ্ঞেয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন,

"যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহাই জ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জ্ঞেয়। [ব্রহ্ম দেখ।]

জ্ঞেয়জ্ঞ (ত্রি) জ্ঞেয়ং জানাতি জ্ঞেয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্বজ্ঞ।

জ্ঞেয়তা (স্ত্রী) জ্ঞেয়স্য ভাবঃ জ্ঞেয়-ভাবে তল্-টাপ্। জ্ঞেয়ত্ব।

জ্মন্ [বৈ] অন্তরীক্ষ নাম।

"উদেতি সূর্য্যোঽভিজ্মন্"। (ঋক্ ৭।৬০।২)

'জ্মন্নন্তরীক্ষে গচ্ছন্'। (সায়ণ)

২ পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু। "ভূরধ জ্মন্নতে" (ঋক্ ৭।২১।৬)

'জ্মন্ পৃথিব্যাং বর্ত্তমানান্ জন্তূন্' (সায়ণ)

জ্ময়া (ত্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। "জয়া অত্র বসবঃ" (ঋক্ ৭।৩৯।৩) 'পৃথিব্যাং ভবাঃ' (সায়ণ)

জ্য (ত্রি) উৎপীড্য।

জ্যা (স্ত্রী) জ্যা-ড ততষ্টাপ্। ধনুর্গুণ। পর্য্যায়—মৌর্ব্বী, শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্জ্যা, জীবা, পতঞ্জিকা, গব্যা, বাণাসন, দ্রূণা। (হেমচন্দ্র) [ধনুর্গুণ দেখ।]

জ্যাকা (স্ত্রী) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশব্দাৎ কুৎসায়াং কঃ। কুৎসিত জ্যা।

"জ্যাকা অধিধন্বসু" (ঋক্ ১০।১৩৩।১) 'জ্যাকাঃ কুৎসিতা জ্যা' (সায়ণ)

জ্যাঘাতবারণ (ক্লী) জ্যায়া আঘাতং বারয়ত্যনেন করণে বারি-ল্যুট্। ধনুর্দ্ধরগণের হস্তনিবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ।

জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ। জ্যাশব্দ।

জ্যান (ক্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যোনিঃ। উণ্ ৪।৪৮) ১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ। (শব্দরত্নাবলী)

জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশাস্ত্র নানাভাগে বিভক্ত ; ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদ্দ্বারা আমরা ভূমি-পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা= পৃথিবী (ভূমি) এবং মিতি=পরিমাণ, এই দুই কথা হইতে জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে Geometry কহে। Geo=earth এবং metron=measure, এই দুই কথা হইতে Geometry কথাটী হইয়াছে। জ্যামিতি

* "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যদ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাতদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানজ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩।১৩-১৭)

দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। জ্যামিতি নানাভাগে বিভক্ত, যথা—সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (Descriptive Geometry), উচ্চতর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে সূচীচ্ছেদ, বক্ররেখা এবং তন্নির্ম্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামিতিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্শিত হয়। দুইটী সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্ত্বাদির অনুশীলন করাই জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ্য। চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্য্যকারিতা অনেক। একটা সমতলক্ষেত্র অন্য একটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দুইটার পরস্পর সমপাতে দ্বিরাবৃত্ত বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। খিলান প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহা দ্বারা খিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (Des cartes) কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজগণিত ও সূক্ষ্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমতল ও বক্রক্ষেত্রের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্বকালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির অনুশীলন হইত।

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই।

হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পূঃ খৃঃ সিসোস্ত্রিসের (Sesostris) রাজত্বকালে ইজিপ্তদেশে এই বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্তের প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ করা আবশ্যক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার জন্য জ্যামিতির প্রথম সূত্রপাত হইল; কিন্তু ইজিপ্ত বা কালদিয়বাসিদিগের এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই।

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বন্যাহেতু প্রতিবৎসরই ইজিপ্তবাসিদিগের জমীর সীমানিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ যাহাতে তাহারা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্য ভূমির সীমানির্ণায়ক কোন বিদ্যার আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্যাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ফুট হইয়া বর্ত্তমান জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ভূমি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন।

প্রোক্লাস্ (Proclus) ইয়ুক্লিডের টীকায় লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ থেল্‌স্ (Thales) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীসে এই বিদ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই গ্রীসে এই বিদ্যা যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেলসের (Thales) অনেক শিষ্য জুটিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটী ইহার অনুশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাজোমেনির আনক্সগোরস্ (Anaxagoras of Clazomenæ), ব্রিসো (Briso), আন্টিফো (Antipho), চিয়সের হিপোক্রেটিস (Hippocrates of Chios), জেনোডোরাস্ (Zenodorus) ডিমোক্রিটাস্ (Democritus), সাইরিনের থিয়োডোরাস্ (Thesdorus of cyrene) এবং ইনোপিডিস্ (Enopidis) প্রধান। প্লেটো (Plato) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আথেন্স্ (Athens) নগরে তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। 'জ্যামিতি-অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবিস্থিতি, এবং সূচীচ্ছেদের আবিষ্কর্ত্তা। তদানীন্তনকালে এই সূচীচ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষ্য জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন—অনেকে জ্যামিতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার শিষ্যের মধ্যে দুইজন অতি প্রধান—ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) এবং আরিষ্টটল (Aristotle)। ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) ইয়ুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুপাত-নিয়মের আবিষ্কারক আরিষ্টটল এবং তাঁহার দুইজন শিষ্য

থিয়োফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus) এবং ইয়ুডেমাস্ (Eudemus) জ্যামিতি সম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্ তাঁহার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্ (Autolycus) গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনামা আরিষ্টিয়াস্ (Aristœus) সূচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবিস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া যায় না।

ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের নাম এবং জ্যামিতি পরস্পর সম্বন্ধ—একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। ফলতঃ ইয়ুক্লিডই য়ুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সার সংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। ইয়ুক্লিড যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণ্য ও গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে গ্রীস ও ইজিপ্তে যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলা সহকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় টলেমি সোটার (Ptolemy Soter, first) রাজত্ব করিতেন। ইয়ুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাসী। ইনি ২৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা করিতেন, ইয়ুক্লিড তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

(১) জ্যামিতিসম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্য 'ভ্রান্ততর্ক' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না।

(২) সূচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্ (Apollonius) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্ সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৩) বিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমতলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (Porisms)। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৫) Locorum and superficium.

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিম্বদর্শনবিদ্যা।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়কদৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডল সম্বন্ধীয় জ্যামিতিক মত আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মানুসারে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই জন্ম কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি ইয়ুক্লিড লেখেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তকখানিও ইহার লেখা নয়।

(৯) স্বীকৃতবিষয়াবলী। গ্রীক্‌দিগের যতগুলি জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্ (Marinus) এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১০) উপক্রমণিকা (জ্যামিতিক), এই জ্যামিতিক উপক্রমণিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে ; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দোষ লক্ষিত হয়। এরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

অনেক স্থলে যাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;—যেমন সংজ্ঞানির্দ্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত ক্ষেত্রকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহুল্যদোষও লক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও চলিতে পারিত ; এই প্রতিজ্ঞাটীই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ সংজ্ঞা এবং যেরূপে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে ; অধিকন্তু তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ এবং প্রয়োজন কল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভাব এবং প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবদ্ধ প্রমাণাদি হেতু এই পুস্তকখানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; অপর দুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্রিয়ার হিপসিক্লিস্

(Hypsicles of Alexandria) সংযোজিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্ ২য় শতাব্দীতে, আবার কেহ কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসম্বন্ধীয় জ্যামিতির আবশ্যক সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখা ও ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অনুপাতের কোন সংস্রব নাই, তাহাদিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পিথাগোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। অসীম সরলরেখা এবং নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কম্পাস এবং রুল (ruler) জ্যামিতির আনুষঙ্গিক পদার্থ।

ইয়ুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ত্রিভুজের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়্ভুজ, পঞ্চদশভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অনুপাতের প্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়ে পাটীগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটী অখণ্ডরাশির মধ্যে ২টী পূর্ণ মধ্যঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও মধ্যঅনুপাতের আলোচনা করিয়াছেন।

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (plane and solid numbers) দুই কিংবা তিন পূরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মূলরাশির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পূর্ণসংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে ১১৭টী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় কতকগুলি অসম গুণিনীয়কের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। এস্থলে ইয়ুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য।

১১শ অধ্যায়ে ঘন (solid) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সরলরৈখিক ও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (Plane and solid figures) জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টী সামন্তরালিক ক্ষেত্রবেষ্টিত ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজগুলির পরস্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই অনুপাত, এবং বর্ত্তুল (spheres) ব্যাসের উপর অঙ্কিত ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশিষ্ট। Method of exhaustion এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পরস্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচনা করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিডের পর ২৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে অপলোনিয়াস্ পরগিয়াস্ (Apollonins Pergæus) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আর্কিমিডিস্ (Archimedes) প্যারাবোলা ক্ষেত্র এবং পূর্ব্বোক্ত অপলোনিয়াস্ অতিক্ষেত্র ও দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন।

ইয়ুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত জ্যামিতি অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি (১৪৭ খৃঃ অব্দ), পপাস্ (৩৯৫ খৃঃ অব্দে), প্রোক্লাস্ (৫ম শতাব্দী) এবং ইয়ুটোসাস্ (Eutocious—৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রধান।

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য জগতে অতিশয় প্রতাপশালী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। যাহারা গণকতা ও দৈবজ্ঞগিরি করিত, তাহাদিগকেই রোমকগণ গণিতবিদ্ বলিত। বস্তুতঃ রোমের প্রাধান্যকালে জ্যামিতিবিদ্যার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একমাত্র বিথিয়াস্ (Bœthius) ব্যতীত অন্য কোন রোমকই

জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিথিয়াস্ যাহা করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অনুবাদমাত্র।

রোম সাম্রাজ্যধ্বংশের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া য়ুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংশ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তখন গ্রীকদিগের গণিতবিদ্যাও শীঘ্র শীঘ্র বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহাদিগকে সকলেই ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীঘ্রই আরবদেশে গণিতশাস্ত্রালোচনার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইল। আরবগণ পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। এই শিক্ষাহেতুই এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষাদিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল—স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই ইয়ুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকার উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই উপক্রমণিকার টীকা ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির প্রসরতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত করিতে কেহই যত্নশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্লার (Kepler) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে প্রবর্ত্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে ভায়েটার (vieta) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি আবিষ্কার করিলেন। পরে সূক্ষ্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হইয়াছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক এবং ইয়ুক্লিডের পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে দমকাসের অথমানের (Othoman) অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১৫০ খৃঃ অব্দে বাথনগরের অদেলর্ড (Adelard) নামক জনৈক খৃষ্ট সন্ন্যাসী ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা প্রথমে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির অনেকগুলি হস্তলিপি আছে।

সিমসন, প্লে-ফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ইয়ুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ।

১৫০৫ খৃঃ অব্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি কর্ত্তৃক লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টীকাসহিত, ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (গ) বার্লিন সংস্করণ।

৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কম্পেনাসের সংস্করণ ১৪৮২ খৃঃ অব্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১। (গ) আরব্যভাষা হইতে অনুবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অনুবাদ ও টীকাসহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ—(ভিনিশ)।

৪। য়ুরোপীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ।

(ক) ইংরেজি সংস্করণ—১৫৭০ অব্দ। লণ্ডননগর; পুনরায় ১৬৬১ অব্দ।

(খ) ফরাসী—পারিস্ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) জর্ম্মান ১৫৬২। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

(ঘ) ইতালীয়—১৫৪৩। (ঙ) ওলন্দাজ ১৬০৬ কিংবা ১৬০৮ (চ) সুইস্ ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়—১৬৭৩ খৃঃ অঃ।

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে উইলিয়মসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হর্সলির লাটিন অনুবাদ পাঠ করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক।

আর্কিমিডিস্, অপলোনিয়াস্, থিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই এই বিদ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন সারেসনগণ (Saracens) উক্ত নগর অধিকার করিল, তখন পর্য্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ

জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা হিপারকাস্ (Hipparchus) মেনেলস্ (Menelaus), থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নিম্নে গ্রীসীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল।

থেল্স্—৬০০ পূঃ খৃঃ অব্দ, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরস্ ৫৫০, অনাক্সোগোরাস্, ইনোপাইডিস্, হিপোক্রোতিস্ ৪৫০, থিয়োডোরাস্, আর্কিতস্ লিওডেমাস্ থিটেটাস্, অরিসটিয়াস্ ৩৫০, পার্সিয়াস্, প্লেটো ৩১০, মেনেকমাস্, দিনোসত্রাস্, ইয়ুডকসাস্ নিয়োক্লাইডিস্, লিয়ন, অমিক্লাস থিয়ুডিয়াস্, সিজিপিনাস্, হারমোটিমস্, ফিলিপাস্, ইয়ুক্লিড ২৮৫, আর্কিমিডিস্ ২৪০, অপলোনিয়াস্ ২৪০, ইরাটোসথনিস্ ২৪০, নিকোমোউস্ ১৫০, হিপারকাস্ ১৫০, হিপাসিক্লিস্ ১৩০, গেমিনাস্ ১০০, থিয়োডোসিয়াস্ ১০০, মেনেসস্ ৮০ খৃঃ অব্দে, টলেমি ১২৫, পপাস্ ৩৯০, সিরিনাস্ ৩৯০, ডাইয়োক্লিস্, প্রোক্লাস্ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্, ইয়ুটোসিয়াস্ ৫৪০।

সরলরেখা, বৃত্ত এবং সূচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে সরলরেখা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব অতি সহজে আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (Monge) চিত্রজ্যামিতির আবিস্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও পরিসর স্থির করা যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, সেই বিন্দুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, সুতরাং দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব জানা থাকিলে, কোন একটী সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি বিভাগটী বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দু দ্বারা ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে এবিষয় পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিতগণ পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা চিত্রবিদ্যা ও সূচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (Pure) জ্যামিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, পাটীগণিত এবং জ্যামিতিই গণিতশাস্ত্রের প্রধান দুইটী শাখা। লোকে যখন স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহারা পাটীগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সমতলোপরি অঙ্কিত ঘনক্ষেত্র, বৃত্ত, সূচী এবং নলাকৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈখিকছেদের বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

ইয়ুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অদ্যাবধি অনেকেই জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টীকা, টিপ্পনী, অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বারা ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই খণ্ডন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না।

ইয়ুক্লিডের পরেই লেজেণ্ডারের (Legendre's) জ্যামিতিখানির নাম করা যাইতে পারে। লেজেণ্ডারের জ্যামিতিপাঠে ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘনক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্রমণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুষঙ্গিকক্ষেত্র এবং ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাকৃতি ও বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমবিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয় লোক কর্ত্তৃক জ্যামিতি শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। জেসুইটগণ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য চীন দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম্ম এবং পরিমিতির কিয়দংশ-

মাত্র তাহারা অবগত ছিল। গবিল (Gaubil) বলেন, খৃষ্টের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে যতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় যজুর্ব্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে আর্য্যঋষিগণের পরিমাণবদ্ধ যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণের জন্য জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্য্য-জ্যামিতির মূলসূত্র আমরা বোধায়ন প্রভৃতি ঋষিরচিত শুল্বসূত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ক্ষেত্রব্যবহার ও শুল্বসূত্র দেখ।]

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্করদীক্ষিত শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথের ঐ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বেদীনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপস্থলে জ্যামিতি বা শুল্বসূত্রের মূল বিষয় যে অতি পূর্ব্বকালেই আর্য্যঋষিদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে যেমন পূর্ব্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনটী বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুপাত (৩·১৪১৬ঃ১) ভাস্করাচার্য্য অবগত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৩·১৬ঃ১ অনুপাত কল্পনা করিয়াছিলেন। য়ুরোপে প্রথমোক্ত সূক্ষ্ম অনুপাত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই অনুপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, পরে য়ুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও ভারতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুল্বসূত্র পাঠে একরূপ নিশ্চয় করা যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির একপ্রকার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্তে জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কল্পনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়িহুদিদিগের গ্রন্থেও জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইজিপ্ত, ভারতবর্ষ কিংবা অন্য কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত 'রেখাগণিত' হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। জ্যামিতির (quadrature of the circle) বিষয়টী চীনগণ খৃষ্টীয় শকের বহুপূর্ব্বেই জানিত। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আর্কিমিডিস্ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জ্যায়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রশস্যঃ বৃদ্ধো বা ইতি প্রশস্য-বৃদ্ধ-বা ঈয়সুন্ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা ৬৷৪৷১২০) ১ বৃদ্ধতম। পর্য্যায়—বর্ষীয়ান্, দশমী, প্রশস্ত, অতিবৃদ্ধ, দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্ণ। ৩ প্রশস্ত।

"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্যঃ।" (ছান্দোগ্যউ°)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। জ্যেষ্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী।

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন!।" (গীতা ৩৷১)

জ্যায়িষ্ঠ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠজ্যায়িষ্ঠভোগানাং নাভিজ্ঞঃ কিং জনার্দ্দন!।" (হরিবংশ)

জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্ ধনুঃ।

"নিত্যং জ্যাবাজং" (ঋক্ ৩৷৫৩৷২৪)

'জ্যাবাজং বলং ধনুঃ' (সায়ণ)

জ্যেঠ্তুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জ্যেঠ্তুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জ্যেঠ্শ্বশুর (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠ্শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেঠা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠাই (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেতা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত।

জ্যেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বৃদ্ধঃ প্রশস্যোবা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্য-ইষ্ঠন্ ততো জ্যাদেশঃ। ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্ত। ৩ অগ্রজ ভ্রাতা।

"আসভুবনেষু জ্যেষ্ঠং।" (ঋক্ ১০৷১২০৷১)

'জ্যেষ্ঠং প্রশস্ততমং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্ জৈষ্ঠী, সা অস্মিন্ মাসে পুনরণ্, সংজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৬ জ্যেষ্ঠ, জৈষ্ঠমাস। (মেদিনী) ৭ পরমেশ্বর।

"ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।"(বিষ্ণুস°) ৮ প্রাণ।

"প্রাণোবা জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছান্দোগ্য উ°)

জ্যেষ্ঠতম (ত্রি) অতিশয়েন জ্যেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠতমঃ। অতিশয় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র। "সতাং জ্যেষ্ঠতমায়" (ঋক্ ২৷১৬৷১)

'জ্যেষ্ঠতমায় অতিশয়েন জ্যেষ্ঠায় ইন্দ্রায়' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠতা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভাবে তল। জ্যেষ্ঠত্ব, প্রশস্ততম।
"যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।" (মনু ৯।১২৬)
গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রসূত হইবে, তাহারই জ্যেষ্ঠতা থাকিবে।
স্ত্রীদিগের জ্যেষ্ঠতা নাই। "জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ" (মনু ৯।১৩৪)

জ্যেষ্ঠতাত (পুং) তাতস্য জ্যেষ্ঠঃ ৬তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেষ্ঠতাতি (ত্রি) জ্যেষ্ঠ।
"ইমথা জ্যেষ্ঠতাতিং" (ঋক্ ৫।৩।৪৪)
'জ্যেষ্ঠতাতিং জ্যেষ্ঠং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠত্ব (ক্লী) জ্যেষ্ঠ ভাবে ত্ব। জ্যেষ্ঠতা।

জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।
"কোষ্ঠে শূরজ্যেষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োদ্ধতাঃ।" (রাজতর° ৮।১৪৪৯)

জ্যেষ্ঠপুষ্কর (ক্লী) জ্যেষ্ঠং প্রশস্তং পুষ্করং কর্ম্মধা। পুষ্করতীর্থ।
"পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২।২)
[পুষ্কর দেখ।]

জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ বর্ণেষু জ্যেষ্ঠো বা ৬।৭ তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাস্মি" বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাহ্মণ।

জেষ্ঠবলা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা। সহদেবীলতা। (রাজনি°)

জ্যেষ্ঠরাজ, অতি শ্রেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত।" (ঋক্ ২।২৩।১)
'জ্যেষ্ঠরাজং জ্যেষ্ঠাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজন্তং।' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠবাপী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা বাপী কর্ম্মধা। কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠবাপীভেদ। [জ্যেষ্ঠস্থান দেখ।]

জ্যেষ্ঠবৃত্তি (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠস্য বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠভ্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার।
"যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্ত স্যাৎ স সংপূজ্যস্ত বন্ধুবৎ॥" (মনু ৯।১১০)
যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার ন্যায় পূজনীয় এবং যদি জ্যেষ্ঠবৃত্তি (উত্তম ব্যবহার) না করেন, তাহা হইলে মাতুলাদি বন্ধুর ন্যায় তিনি পূজনীয়।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা মান্যা শ্বশ্রূরিব সংজ্ঞত্বাৎ পুংবদ্ভাবঃ। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শালী। (হেমচন্দ্র)

জ্যেষ্ঠসামন্ (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সাম কর্ম্মধা। সামভেদ। এই সাম অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ। গেয় রথন্তর প্রভৃতি জ্যেষ্ঠসাম।
"বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরং।" (দানপারিজাত)
"মূর্দ্ধাণং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত
অজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ।"
(সামার্চ্চি ১প্র° ১অ° ১দ° ৫ক°) ইত্যাদি গেয়সাম।

জ্যেষ্ঠস্থান (ক্লী) জ্যেষ্ঠং স্থানং কর্ম্মধা। কাশীস্থিত তীর্থভেদ।
ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। কাশীধামে জৈষ্ঠমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দশী তিথিযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব জৈগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন। এই কারণে সেই স্থান জ্যেষ্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং ঐ পর্ব্বদিনে সকল লোকেরই ঐ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই স্থানে ঐ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং ঐ স্থানে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের নিকটে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জ্যেষ্ঠা গৌরী আপনিই আবির্ভূতা হন। জৈষ্ঠমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অতি দুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যেষ্ঠা গৌরীকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দূর হয়। যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। [কাশী দেখ।]

জ্যেষ্ঠা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ-টাপ্। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শূকরদন্তাকৃতি তিনটী নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র এবং গুণ মিশ্র। (দীপিকা)
"সৎকীর্ত্তিপুত্রৈর্বিবিধৈঃ সমেতো
বিত্তান্বিতোঽত্যন্তলসৎপ্রতাপঃ।
শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠো বিকলস্বভাবো
জ্যেষ্ঠা ভবেৎ যস্য চ জন্মকালে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)
এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশস্বী, বহুপুত্রসম্পন্ন, ধনবান্, অতি প্রতাপশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিকলস্বভাব হয়।
২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্গুলী। (হেমচন্দ্র) ৪ গঙ্গা (রাজনি°) ৫ ধীরাদিনায়িকাভেদ।
"পরিণীতত্বে সতি ভর্ত্তুরধিকস্নেহা।" (রসমঞ্জরী)

যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়া হয়, সেই নারী জ্যেষ্ঠা।

৬ অলক্ষ্মী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইনি উত্থিত হন, এই জন্য ইহার নাম জ্যেষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আবির্ভূতা হন। ইনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্য্যই বা করিতে হইবে এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা আমার প্রতি আদেশ করিয়া বাধিত করুন। তখন সকল দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে! যাহাদের গৃহ সর্ব্বদা বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভস্ম ও কেশাদিচিহ্নিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহারা সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্ব্বদা অশুচি থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং যে দুর্মতি পাদশৌচ (পাদধৌত) না করিয়া মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহারা তৃণ, অঙ্গার ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহারা রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, শিগ্রু, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড়্বরাহ, বিল্ব, কোশাতকী ফল, অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি কলির বল্লভা হইয়া সুখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া দেবগণ তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হয়, কিন্তু দেবাসুরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে দুঃসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

দীপান্বিতালক্ষ্মীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়। [অলক্ষ্মী দেখ।]

জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) জ্যেষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রমর্হতি পৌর্ণমাস্যাং ইতি ছ। জ্যৈষ্ঠমাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

"জ্যেষ্ঠামূলীয়মিচ্ছন্তি মাসমাষাঢ়পূর্ব্বজম্" (শব্দার্থচিন্তামণি)

জ্যেষ্ঠাঙ্ক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য।

জ্যেষ্ঠাম্বু (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সর্ব্বরোগনাশিত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অম্বু কর্ম্মধা। তণ্ডুলধোওয়া জল, চলিত কথায় চেলুনিজল।

"কুট্টিতং তণ্ডুলপলং জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।
ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বসু কর্ম্মসু॥
শালিতণ্ডুলপানীয়ং জ্ঞেয়ং জ্যেষ্ঠাম্বুসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—পলপরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া অষ্টগুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্ম্মে গ্রহণীয় ও বিশেষ উপকারী।

জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্যেষ্ঠ আশ্রমোযস্য বহুব্রী। গার্হস্থ্যাশ্রমী, দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এই জন্য এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্ (পুং) আশ্রমোঽস্ত্যস্য আশ্রম-ইনি, জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমী কর্ম্মধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী।

"যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥" (মনু ৩।৭৮)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রমই গার্হস্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্তু প্রাণ ধারণ করে, সেই প্রকার এই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্য সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়।

জ্যেষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ গৌরা° ঙীষ্। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় জ্যেঠী, টিক্‌টিকী। পর্য্যায়—মুষলী, মুসলী, কুড্যমৎস্যা, গৃহগোধিকা, মূলী, টুক্‌টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিকা। (শব্দরত্নাবলী)

অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে—জ্যেষ্ঠী যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠদেশে পড়িলে রাজ্যলাভ এবং হস্ত পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয় *।

গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতত্ত্বে এই প্রকার লিখিত আছে, গমনকালে ঊর্দ্ধে শব্দ করিলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈঋতকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধসলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোণে মরণ হয়। †

---

* "নিপততি যদি পল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং
স্বজনধনবিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশেচ রাজ্যং
করচরণহৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি॥" (জ্যোতিষ)

† "বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্লাভঃ সমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ত্রৈশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং গহ্বনে॥"
"জ্যেষ্ঠীরুতে স্ফুতেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণিমাসী জ্যেষ্ঠ-অণ্ ঙীষ্ চ, সা অস্মিন্ মাসে ইতি পুনরণ্। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসী-দিন জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়। এই মাসে সূর্য্য বৃষরাশিতে উদিত হইলে তাহাকে সৌরজ্যৈষ্ঠ বলে। সূর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ। পর্য্যায়—শুক্র, (অমর) জ্যেষ্ঠ। (শব্দরত্নাবলী)

"বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ খলু দীর্ঘসূত্রঃ। বিচিত্রবুদ্ধির্বিদুষাং বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে মানব জন্মিলে সর্ব্বদা বিদেশবাসী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে।" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন।

জ্যৈষ্ঠসামন্ (পুং) জ্যেষ্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্যণ্। ১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা।

জ্যৈষ্ঠিনেয় (পুং, স্ত্রী) জ্যেষ্ঠায়াঃ স্ত্রিয়াঃ অপত্যং ঠক্, ইনঙ্ চ। জ্যেষ্ঠা বা প্রধানা স্ত্রীর অপত্য।

"জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ স্তবীত" (তাণ্ডব ব্রা° ২।১।২)

জ্যৈষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীত্যণ্ ঙীষ্ চ। ১ জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা। (শব্দরত্নাবলী)

এই দিন মন্বন্তরা হয়। এই মন্বন্তরাতে দানাদি করিলে তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মন্বন্তরা দেখ।] জ্যেষ্ঠৈব স্বার্থে অণ্ ঙীষ্। ২ জ্যৈষ্ঠী। (টিকটিকী)

জ্যৈষ্ঠ্য (ক্লী) জ্যেষ্ঠস্য ভাবঃ জ্যেষ্ঠ-ষ্যঞ্। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠত্ব।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ (মনু ২।১৫৫)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্য্যানুসারে, বৈশ্যদিগের মধ্যে ধন-ধান্যানুসারে ও শূদ্রদিগের মধ্যে জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয়।

জ্যোক্ (অব্যয়) জ্যো-উকুন্। ১ কালভূয়স্ত্ব, দীর্ঘকাল। ২ প্রশ্ন। ৩ শীঘ্রার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ উজ্জ্বলত্ব।

"মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে" (ঋক্ ১।২৩।২১) 'জ্যোক্ চিরং' (সায়ণ) "সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোক্ জীবতি" (ছান্দো° উ°) 'জ্যোক্ উজ্জ্বলং' (ভাষ্য)।

জ্যোতিরগ্র (ত্রি) জ্যোতিঃ অগ্রে যস্য বহুব্রী। আদিত্য প্রমুখ। "প্রজা আর্য্যা জ্যোতিরগ্রহঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।৭) 'জ্যোতিরগ্রা আদিত্যপ্রমুখাঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরনীক (ত্রি) জ্যোতিঃ অনীকে যস্য বহুব্রী। জ্যোতির্ম্মুখ, অগ্নি।

"জ্যোতিরনীকোঽস্তু" (ঋক্ ৭।৩৫।৪)

'জ্যোতিরনীকো জ্যোতির্ম্মুখোঽগ্নিঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরাত্মন্ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যস্য বহুব্রী। সূর্য্যাদি।

"যথাহয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" (শ্রুতি)

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিষা ইঙ্গতি ইনি-গতৌ-অচ্। খদ্যোত।

জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-ল্যু। কীট-বিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত কথায় জোনাকীপোকা। পর্য্যায়—খদ্যোত, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতির্বীজ, নিমেষরুক্।

জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। সূর্য্য। পরমেশ্বর।

জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পরমেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। তাহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে।

"স্বক্ষঃ সাঙ্গঃ শতানন্দো নন্দিজ্যোতির্গণেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুসং)

জ্যোতিরীশ্বর, ইঁহার অন্য নাম কবিশেখর। ইনি ধীরেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্ত্তসমাগম নামক প্রহসনদ্বয় প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটরাজ নরসিংহের আদেশে রচনা করেন।

জ্যোতির্গ্রন্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

জ্যোতির্জ্ঞ (ত্রি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। জ্যোতির্ব্বিদ্।

জ্যোতির্ময় (ত্রি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। ১ জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ।

"ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ।" (কুমারসম্ভব ৬ স)

জ্যোতির্মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়স্থিতিমল্লের পুত্র।

জ্যোতির্লিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব।

প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারায়ণরূপী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পদ্মের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উত্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্ত্তা

আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্য কালাগ্নিসদৃশ জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অগ্নি-জ্বালায় ব্যাপ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু॰)

বৈদ্যনাথমাহাত্ম্যে জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ।
২, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন।
৩, উজ্জয়িনীতে মহাকাল।
৪, নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার।
৫, হিমালয়ে কেদার।
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর।
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর।
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যম্বক।
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।
১০, দ্বারকায় নাগেশ।
১১, সেতুবন্ধে রামেশ।
১২, শিবালয়ে ঘৃষ্ণেশ্বর।

শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ (পুং) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ।

"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্‌গাং কাঞ্চনং মহীং।"
(যাজ্ঞ॰ ১।৩৩৩)

জ্যোতির্বিদ্‌বৈদ্যকে দেখিয়া গোহিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে।

জ্যোতির্বিদ্যা (স্ত্রী) জ্যোতিষাং সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি-জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বীজ (ক্লী) জ্যোতির্বীজমিবাস্য জ্যোতিষো বীজমিব বা। খদ্যোত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা॰)

জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র-প্রবর্ত্তক ধ্রুবলোক। ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর। জ্যোতির্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিষয় ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান, তাহাকেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা যায়। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব কল্পান্তজীবিদিগের উপজীব্য হইয়া আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম তাহার সহিত এককালেই নিযুক্ত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নিমেষশূন্য অস্ফুটবেগে ভগবান্ কাল যে সকল গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ধ্রুব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহাদিগের স্তম্ভস্বরূপে নিয়োজিত হইয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুগণ ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ধ্রুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। জ্যোতির্গণের গতি কার্য্যবিনির্ম্মিত, যেমন কর্ম্মসহায় মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষী বায়ুবশে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, (পতিত হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। ভগবান্ বাসুদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে একটী শিশুমারের আকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন; ঐ শিশুমার কুণ্ডলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; লাঙ্গুলের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটীদেশে সপ্তর্ষি বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত হইয়া আছে। ঐ শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহাতেই কুণ্ডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্শ্বের অবয়ব-সংখ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বামকর্ণে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। মঘা প্রভৃতি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্শ্বের এবং মৃগশিরা

* "বিবাদশমনার্থং প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যমদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্।" (শিবপু॰ জ্ঞানস॰)

প্রভৃতি পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর উহার উত্তর হনূতে অগস্ত্য, অধর হনূতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই আবার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বদেবময়রূপ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,

"নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহা-পুরুষায় অবিধীমহীতি"

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

(ভাগ° ৫।২৩ অঃ)

জ্যোতির্হস্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গাদেবী।

"হস্তং শরীরমিত্যাহুর্হস্তঞ্চ গমনং তথা।
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতা॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া কথিত হয়, তিনিই জ্যোতির্হস্তা।

জ্যোতিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং চক্রং জ্যোতির্ভিঃ নক্ষত্রৈ-র্ঘটিতং চক্রং বা। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রঘটিত মেষাদি দ্বাদশরাশি-সংবলিত নভোমণ্ডলস্থিত মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্র-মণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। এখান হইতেই সূর্য্যের গমনাদি হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দিবা রাত্রি ও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি এবং সূর্য্যের উদয় অস্ত হয়। সূর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার দুইপার্শ্বস্থ স্থানে উদয় ও অস্ত হইবে, এই উদয় ও অস্ত সূর্য্যের সম-সূত্রপাত স্থানে হইয়া থাকে। যাহারা নিশাবসানে প্রথমতঃ সূর্য্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়েন, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না, সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে অভিহিত।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর, পার্শ্বস্থ দুই কোণ কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও তাহার সম্মুখস্থ দুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই পুর কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্ব এবং যে দিকে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে প্রবেশ করে, এই জন্য সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্য জল দিবসে ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্লবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্য যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মৌহূর্ত্তিকী গতি আরম্ভ হয়। এইরূপে কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর ত্রিংশৎভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশৎভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে মিথুনরাশি পর্য্যন্ত সূর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। সূর্য্য এই উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপূর্ব্বক অহোরাত্র সমান করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুন-রাশি ভোগ করিয়া উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইল। কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেরূপ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য দক্ষিণায়নে দ্রুত গমন করেন। বায়ুবেগবলে অতি দ্রুত গমন করায় অল্পকালেই একস্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্টস্থানে উপস্থিত হন। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দিনে

দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ অতিক্রম করেন। সুতরাং দক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে দ্রুতগামী হন; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্পকালে অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাতে দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে গমন করেন। ধ্রুবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সুতরাং দ্বাদশ রাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু রাশির ভোগেই দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত।

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন; অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং সমান গতিতে সমান হয়। যখন সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবস বর্দ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘণ্টা করিয়া রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্য তুলা বা মেষ রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব হয়, তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের পরিমাণ (অয়নাংশ বিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) সমান হয়। সূর্য্য মেষের ও তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক দিন) বিষুব নামক শৃঙ্গে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে—কেবল যে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অস্তমিত ও উদিত হন, এরূপ নহে। সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় সেইরূপ জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—সূর্য্যই উদিত ও অস্তমিত হন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে। সূর্য্য গগনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাপ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণকাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ * হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর দিঘ্মণ্ডলের পরিমাণ ১৮০০০০৫৮ যোজন। উত্তরভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজবীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগবীথিতে অভিজিৎ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়।

কাষ্ঠাদ্বয়ের অন্তর ১০৩১৬৬ যোজন। কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা ৭১০০১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দুইটী রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহ্যভাগে ১৮০ মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। ইহার নাম মণ্ডলের বিষ্কুম্ভ। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে দ্রুত এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং। সূর্য্যাদিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রভেদ। যে শাস্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃশাস্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।]

বেদ সকল যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান আবশ্যক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ।

জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিঃ অস্তি অস্য জ্যোতিঃ-অচ্। যে শাস্ত্রদ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয় যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু মনুষ্যগণের শুভাশুভনির্ণায়ক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ কহে। সামুদ্রিক, দৈবগণনা ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত।

* বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ ৩০১০০০৮১ যোজন।

প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত; উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোষ্ঠী, জাতক, সামুদ্রিক ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার জ্যোতিষের (Astronomy) বিষয় সামান্যরূপ লিখিতেছি।

অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান্। ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাজ্যে অনন্ত কৌশলময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনন্তশূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট্ আকৃতি, ভীষণ অননুভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে; অসীম নভোমণ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া অণু অপেক্ষাও আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে আবর্ত্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্দ্র, ইহার বলয়ত্রয়, চন্দ্রমণ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহাদিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ, ছায়াপথ, নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ঔজ্জ্বল্য ও আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতিৰ্ম্ময়ী তারকারাজিবিরাজিত গগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সম্প্রতি য়ুরোপীয়গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে ঐ সকল বুঝিবার ক্ষমতা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
তৎ কাৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা।

স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ
হোরাঙ্গোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরম্॥"
(বৃহৎসং ১৷৯)

নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত ;—সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্কন্ধ, যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা বলে।

ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিগণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"ত্রুট্যাদিপ্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমা-
চ্চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
ভূধিষ্ণ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোঽত্র গণিতস্কন্ধপ্রবন্ধে বুধৈঃ॥ ৯
জানন্ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্ধৈকদেশা অপি
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারসারচতুরপ্রশ্নেষ্বকিঞ্চিৎকরঃ।
যঃ সিদ্ধান্তমনন্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা
রাজা চিত্রময়োঽথবা সুঘটিতঃ কাষ্ঠস্য কন্ঠীরবঃ॥ ১০
যোষিৎ প্রোষিতনূতনপ্রিয়তমা যদ্বন্ন ভাত্যুচ্চকৈঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রমিদং তথৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জগুঃ॥" ১১

আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিরূপণরূপ দুই প্রকার গণনা এবং যন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে চিত্রময় রাজা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহের ন্যায় কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র অভিনব প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।

আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী॥"

গণিত দুইপ্রকার—ব্যক্ত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ বীজগণিত। এই দুই প্রকার গণিতশাস্ত্র যিনি জানেন এবং শব্দশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি নামধারীমাত্র।

য়ুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (Astronomy) প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical or Mathematical A.) ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব, আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি গণিত সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়।

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical A.) যে শক্তিপ্রভাবে জ্যোতিষ্কগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা উহারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে ঐ সকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ্ক সকলের গতি-বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (Sidereal A.) এই বিভাগে তারা-জগতের বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে।

তদ্ভিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (Practical A.) আর একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুবিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি-বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসর্গিক নিয়মজ্ঞানের আনুষঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি আবিষ্কারের একমাত্র কারণ।

এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল, সূর্য্য, ক্রান্তিবৃত্ত, ধূমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাসন্ত বিষুবদ্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকায় সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের স্থলবিশেষে (২৷১৷৩৷১৩) উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশা-পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারম্ভ করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা-সংক্রমিত হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য

অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭।৪।৮) বর্ণিত আছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাই বৎসরের প্রারম্ভ সূচনা করে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্র যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সঙ্ঘটিত হইত।

২। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব্দ মৃগশিরার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাণিনিতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর সূচিত হইত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে দুইটী কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চন্দ্রদ্বারা নববর্ষ সূচিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে অগ্রহায়ণী শব্দ ব্যাকরণানুসারে মৃগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) চন্দ্রদ্বারা বর্ষ সূচিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন অথবা বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত দুইটী বর্ষা-রম্ভপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২৭° পশ্চাতে অব-স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তরূপ নহে। সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুযায়ী জ্যোতিষিক অবস্থিতি ১৯০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বর্ত্তিকালের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত সমর্থন করা যাইতে পারে না।

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্রীষ্মায়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম মাস বা পক্ষকে পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা প্রেতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে প্রেতপক্ষ বলেন।

৪। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা-স্বরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং যমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্দ্ধবৃত্তকে বুঝায়। আকাশগঙ্গা, যমলোকে কুকুরের অবস্থিতি, বৃত্রের মৃগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে প্রচলিত আছে, সেগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাদে এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের Orion কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লুটার্ক্ বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটী ইজিপ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। Orion কথা অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ, অথবা Oros = সীমা এবং Aion = কাল বা বর্ষ এই দুইটী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। Orion কথাটী প্রাচীনকালে নববর্ষারম্ভ এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের Orion, Canis & Ursa কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, শ্বন্ এবং ঋক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

(ক) "বর্ষ শেষ হইলে কুক্কুর সূর্য্যকিরণ জাগরিত করিবে" (ঋগ্বেদ (১।১।৬১।১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, প্রথম সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের রাত্রি হয়। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে শ্ব তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাসন্ত বিষুবদ্দিনে মৃগ-শিরা বর্ষ সূচনা করে।

(খ) ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৪-৫) ইন্দ্র সূর্য্যকে বলিতেছেন, হে ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন উর্দ্ধে উদিত হইয়া তুমি আমাদের আলয়ে আসিবে, তখন মৃগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য যখন ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে মৃগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদ্দিনের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফাল্গুন এবং পুনর্ব্বসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্‌বৃত্ত ও অয়ন সম্বন্ধীয় বর্ষসূচক বলিয়া বর্ণিত আছে।

১। পুনর্ব্বসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অদিতিকে অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্তি° সং)

২। সত্রের বিষুবদ্দিনের চারিদিন পূর্ব্বে অভিজিৎ দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি সূর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জে 'প্রবেশ' এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই পুনর্ব্বসু-সংক্রমিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

উপরোক্ত তিনটী বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহারা প্রথমতঃ বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারম্ভগণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বসু হইতে মৃগশিরা (ঋগ্বেদ), মৃগশিরা হইতে রোহিণী (ঐতব্রা°), রোহিণী হইতে কৃত্তিকা (তৈত্তি° সং), কৃত্তিকা হইতে ভরণী (বেদাঙ্গজ্যোতিষ) এবং ভরণী হইতে অশ্বিনী। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি)

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইহার কিছু পরে হরিতালিকা পুনর্ব্বসু-সংক্রমিত ছিল। ৪০০১ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা মৃগশিরা-সংক্রমিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক জেকবি (Jocobi) বলেন, ঋগ্বেদে আমরা প্রথমেই বর্ষাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ যে স্থানে (পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষাকাল গ্রীষ্মায়নে সঙ্ঘটিত হইত।

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা ফল্গুনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপৃক্ত। সুতরাং ভাদ্রপদই বর্ষাকালের প্রথমমাস, কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীষ্মায়ন বর্ষাকালের সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ্যসূত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

গোভিলসূত্রে প্রোষ্ঠপদের পূর্ণিমায় উপাকরণ স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিদ্যাশিক্ষারম্ভকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিদ্যাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বারা তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্ত্তন হেতু ঋতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফল্গু দ্বারা বর্ষের মুখ এবং পূর্ব্বফল্গু দ্বারা পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের টীকায় পূর্ব্বফল্গুনী বর্ষের জঘন্যরাত্রি এবং উত্তরফল্গুনী প্রথম রাত্রি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন উত্তরফল্গুনী ছেদ করিয়া সঞ্চালিত হইত।

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করিবার জন্য কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্ব্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্ত্তে শারদ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবদ্দিন অথবা পূর্ণিমা কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মায়ন উত্তরফল্গুনী এবং শীতায়ন পূর্ব্বভাদ্রপদসংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবদ্দিন মূলায় এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনানুসারে মূলা প্রথম নক্ষত্র এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যেষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; ইহার প্রাচীন নাম জ্যেষ্ঠঘ্নী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)।

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ। ইহা মৃগশিরা শব্দবাচক; ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে মৃগশিরা বলিতে বাসন্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত; সুতরাং ইহা স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে যে প্রকার বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে হুয়িট্‌নি (Whitney) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা এবং গ্রীষ্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৪।১৫শ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়ননির্দ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রন্থে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্রমালানুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ণীত হইয়াছিল।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত সুমেরু (ও কুমেরু) ২৬০০০ বর্ষে ২৩½ বিষুবার্দ্ধবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ত-কদম্বের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই সুমেরুর কিছু নিকটবর্ত্তী হয়। যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কোন সময়ে সুমেরুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে সুমেরুনক্ষত্র (North star) এবং সুমেরু হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ধ্রুবনক্ষত্র (Pole-star) বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবাহমন্ত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক জেকবি বলেন, ডাক্তার কুষ্টনরের (Kustner) গণনা * অনুসারে এই ধ্রুবনক্ষত্র ড্রেকিনস্ (Draconis) নামক উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়।

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্র আধুনিক ধ্রুবনক্ষত্র (Pole-star) অপেক্ষা সুমেরুর অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটাকেই ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্যান্য নক্ষত্র আবর্ত্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটাকে পৃথক্ করাও অতি সহজ ছিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধ্রুবনক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দারাই অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্ট-জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে—ব্রহ্মা (পিতামহ), বশিষ্ঠ, অত্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্যপ, পরাশর, মনু ও আচার্য্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। তৎপরে অপর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আবির্ভূত হন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মধ্যেও বহু দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্পাতবিন্দুকে ক্রান্তিপাত কহে। ইহার পরিবর্ত্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে ৩০,০০০। মুঞ্জাল ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে ক্রান্তিপাত ও অয়নের পরিবর্ত্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়েরই এক আবর্ত্তন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার লিখিতেছেন যে, এক কল্পে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্ত্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এরূপ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জচক্র এক যুগে ৬০০ বার পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। এই সংখ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পূরণ করিলে এবং তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিভিন্ন উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভাস্করাচার্য্য ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ নিযুতস্থানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন, কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে কল্প তাহার বিংশাংশ। মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্টা (বি=বিংশ অষ্টা=গুণ) শব্দের অর্থ বিশ গুণ; সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩০,০০০×২০। তিনি শেষকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্য্য দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয় এবং ইহার বিলোমগতি এক কল্পে তিন অযুত।

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০° বার পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত আছে, এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিষুবদ্দিনের পরিলম্বন একযুগে ৬০°, ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও তুলারাশির আরম্ভ স্থল হইতে ২৭° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ক্রান্তিপাতের (জলবিষুবের) যে আলম্বন লম্বিত হয়, তাহাই ইহার আবর্ত্তন। আর্য্যভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

* Dr. Kustner ৫০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০ খৃঃ অব্দের উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রাবলী গণনা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছেন;—

Draconis	3·0 magnitude	40·38 Polar dist	4700 B.C.
,,	3·3	0·06′	2780 ,,
,,	3·3	4·044′	1290 ,,
Ursa minoris	2·0	6·028′	1060 ,,
,,	2·0	0·028′	2100 A.D.

কিন্তু আমরা সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন ২৭° ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়া ২৪° ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়।

ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে মুঞ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিচক্রের দ্বাদশ চিহ্নের মধ্য দিয়া বার্ষিক [illegible] গতিতে অয়নাবর্ত্তন হয়। তিনি করণকুতূহল গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহার বা মুঞ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, মুঞ্জাল এবং বিষ্ণুচন্দ্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পূর্ণাবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সাময়িক গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে অয়ন চলন তত পরিস্ফুট ছিল না, তজ্জন্যই সৌরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই।

ব্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া অয়নের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক আবর্ত্তন হয় না। এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পরিবর্ত্তন ব্রহ্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক গতি স্বীকার করিতেন না।

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়নের আবর্ত্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আর্য্যভটই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও ক্রান্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

য়ুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেল (Arzal) * দেশান্তর যোজনের ১০° পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক অংশ বেগগামী পরিলম্বনের উল্লেখ করিয়াছেন। অলফনসাস্

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

(Allphonsus) প্রমুখ পণ্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আলম্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবার (Mahammed Ben Jaber) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী। ইনি অলবাটনী (Albatani) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে জনৈক পণ্ডিত ৮° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮০ কিংবা ৮৪ বর্ষে এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। অলবাটনী টলেমির মতের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এসিয়ার পশ্চিমদিকস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক অংশ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রমুখ পণ্ডিতদিগের নির্দ্ধারিত আলম্বনগতির সহিত প্রায় সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরিলম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্য্যভটের গ্রন্থেই ২৪° সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল ক্রান্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক আরবদেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। যখন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল, তাহার ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই গতির প্রকৃত বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌশিল †, রোমক,

* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

† পুলিশ, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্র যথাক্রমে পৌলিশ, রোমকসিদ্ধান্ত ও বাসিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে ফলিতজ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎপল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের কোন বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্লেষার্দ্ধ হইতে সূর্য্যের গতি প্রত্যাবৃত্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; এখন পুনর্ব্বসু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা (পিতামহ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

বরাহমিহির অনেকস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কর্কটের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রন্থেও উক্তরূপ আভাস পাওয়া যায়।

কোলব্রুক সাহেব বলেন, বর্ত্তমান সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার একখানির সারাংশ 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক বিষয়ের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া দিলেও আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলম্বনের বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্ত কোন প্রদেশীয় জ্যোতিষিগণ এতৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার টীকাকার উদ্ধৃত আর্য্যভটবচনে দৃষ্ট হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু আমরা গ্রহনক্ষত্রাদির অস্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্ (Heraclides), এবং একফনটাস্ (Ecphantus) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী অন্য কোন বস্তু দ্বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা নিজেই শূন্যভরে স্থির আছে এবং ইহা দূরের বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে, এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী শূন্যমার্গেই নিম্নগামিনী হয়, জৈনদিগের এই মত ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর তাঁহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাষ্যকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ)-সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক স্থূলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি টীকাস্বরূপ।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ কক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। বায়ুর বেগে ইহারা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, গ্রহযুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমণ্ডলের বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের সুবিধা হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, পাঁচটী ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে আবর্ত্তিত হয়।

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্ত্তিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং অপলোনিয়াস্ (Apollonius) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ কাল্পনিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু টলেমি পাঁচটী ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য যে বৃত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধগ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্দ্রত্বের কেন্দ্রের যে বৃত্ত কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

হিন্দুজ্যোতিষিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের ন্যায়। তাঁহাদের মতে, নীচোচ্চবৃত্তের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্রতর, অন্যান্য অংশে অনুপাতানুযায়ী। কোন কোন হিন্দুজ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার। কেহ

কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অণ্ডাকার নহে। আর্য্যভট্ট ও সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়ই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চবৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহাদের শীঘ্রোচ্চে অবস্থিত। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, অপর সকল বৃত্তাকার।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থূলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবগত হইবার জন্য কর্ণের নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের কৈন্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের স্থানে স্থানে মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হ্রস্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈন্দ্রিক সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান।

শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভুক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত হইতে নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত।

ব্রহ্মগুপ্ত সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই গ্রহণের নিকটবর্ত্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আর্য্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের আবিষ্কর্ত্তা নহেন; ইঁহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে।

বরাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। এই গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত অনুসৃত হয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্ত্তন একযুগে ৩৬৪২০০; কিন্তু বরাহসংহিতায় ৩৬৪২২৪ উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, আর্য্যভট্টের মতানুসারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্ত্তী এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী লক্ষিত হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

গ্রীকপণ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেরূপ মধ্যগতি অবধারিত করিয়াছেন, হিন্দুপণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। কোলব্রুক সাহেব বলেন,"এ বিষয়ে টলেমির গণনাই সূক্ষ্মতর হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজ্যোতিষিগণের গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুজ্যোতিষিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্য কোন শাস্ত্রের অংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিত। ইহাদের অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা বহুতর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু, চীন, কাল্‌দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থনকারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইট্‌নি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষবিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্য হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বর্গেস্ সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্দ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহাদের ছাত্র। (Burgess' Surya Siddhanta) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদুত্তরে অধ্যাপক থিবো লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়

অবগত হন নাই। হায়নরত্নপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বলভদ্রের মতে—যবনজ্যোতিষ পারস্তভাষায় লিখিত, তাহা হইতে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ পশ্চিমপ্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক ঘটনাবলীর তালিকা খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু ঐ তালিকায় কোন্ কোন্ দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং কখন ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহণের দিন ব্যতীত সূক্ষ্মরূপে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীনসম্রাট্‌গণ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন; গ্রহণ বলিয়া দিতে না পারিলে উহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়; এজন্য ভয় প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস হইতে বিরত করিবার জন্য চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক চীৎকার ও ঢক্কা, কাঁশী ইত্যাদি বাদ্য করিত। চীনদিগের বর্ণিত ঐ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী একটী মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহা হউক, বহু পূর্ব্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের কালাবর্ত্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিত। গ্রহণের ঐ কালাবর্ত্ত মিটন (Meton) গ্রীসে প্রচার করেন; তদবধি উহা মিটনিক কালাবর্ত্ত (Metonic) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিপাত নিরূপণ করিত। চীনগণ বলে, ২২১ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ছিংছি হংটি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ ও গণনানিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অয়নচলনের (Precession of the equinoxes) বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই গ্রহণের গতির বিষয় অবগত ছিল।

প্রাচীন কাল্‌দীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার করিলে আরিষ্টটল্ আলেকসান্দারের আদেশে তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে ৬টী গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাচীনটী ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দের অধিক পুরাতন নহে। ঐ সকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের ঘণ্টামাত্র নির্দ্দিষ্ট এবং সূর্য্যাদির গ্রস্তাংশের পাদ পর্য্যন্ত স্থূলরূপে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হ্যালি চন্দ্রের গতির শীঘ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্ব্বে যে বেগে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। কাল্‌দীয়গণের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা ৬৫৮৫⅓ দিনে একটী কালাবর্ত্ত ধরিত। এই সময়ে ২২৩টী চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি দ্বারা সময়, শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সূর্য্যঘড়ি দ্বারা গগণমণ্ডলে সূর্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্‌দীয়গণই সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্কার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহারা জানিত। কিন্তু ঐ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

ইহাদের কয়েকটা পিরামিড্ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে নির্ম্মিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, জ্যোতিকমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়া মাপিয়া পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্‌স্ সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। মিসরীয়গণ তাঁহাকে বলে, সূর্য্য দুইবার পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ম্মণ্য ও হীনাবস্থ ছিল।

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে থেল্‌স্ (Thales) গ্রীকদিগের মধ্যে

জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রচলিত করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিকদিগকে ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভল্লুক (Ursa Menor)-নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু থেল্‌সের অনেক মত অসঙ্গত; তন্মধ্যে একটী এই, ইনি পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজ্বলিত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেন।

থেল্‌সের পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কয়েকটী মতের সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

আনেক্সিমাণ্ডিস্ (Anaximandis) নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে সূর্য্যালোকে দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে নদীপর্ব্বতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্ প্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্তু ইহার মত ইহার পরবর্ত্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে কোপার্নিকাস্ (Copernicus) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐমত বিশদরূপে সমর্থন করেন।

পিথাগোরাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আলেকসান্দারের সমকালবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে মিটন (Meton) (খৃঃ পূঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্ত্ত প্রচার, ইউডোক্সাস্ গ্রীসে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং সিরাকিউজ্‌বাসী নাইসেটাস্ (Nicetas) মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্থির করেন।

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্যতায় আলেকসান্দ্রিয়ানগরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক তথ্য প্রখরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনাপ্রসূত বলিয়া গণ্য ছিল; ঐ সকল আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের কক্ষা এবং ত্রিকোণমিতিমূলক যন্ত্রাদি সাহায্যে তারা প্রভৃতির কৌণিক দূরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

এই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে টিমোকারিস্ (Timocharis) ও আরিষ্টাইলস্ (Aristyllus) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তিকালে হিপার্কাস্ ক্রান্তিপাতগতি (Precession of the equinoxes) নির্ণয় করেন। অটোলিকাস্ (Autolycus)-প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীকভাষায় সর্ব্ব প্রাচীন।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস্ (Hipparchus) জন্মগ্রহণ করেন (১৬০—১২৫ পূঃ খৃঃ,)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উদ্ভাবন ও স্বয়ং জ্যোতিষিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি প্রায় ১০৮০টী তারার অবস্থান নির্দ্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত করেন; ঐ তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্ অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যের গতির গড় হ্রাস বৃদ্ধি এবং সৌর বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্দ্রত্ব, মন্দফল ও চন্দ্রকক্ষার বক্রতা নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহার প্রায় দুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্দ্রিয়ানগরে টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩০—১৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন।

ইহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিলম্বন (Libration of the Moon) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইহার আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটী ভ্রমাত্মক মত তৎপরবর্ত্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি দেখ।] হিপার্কাস্ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন ও অনেক স্থলে সূক্ষ্মরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপার্কাসের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি একরূপ শেষ হইল। তৎপরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতাদির টীকা, সমালোচনা ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্

পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ খৃঃ অব্দে আরবগণ জ্যোতিষ আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মন্‌সুর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হরুণ-অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। শেষোক্ত সম্রাটদ্বয় স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা গ্রীক জ্যোতিষকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণনা ও গ্রহ পর্য্যবেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইত। ইহারা ক্রান্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও সূক্ষ্মরূপে এবং অয়নান্ত বর্ষ (Tropical year) প্রায় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। অল্-বাটানি (৮৮০ খৃঃ অব্দ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সূর্য্যের মন্দোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন।

হিপার্কাস্ হইতে কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্‌বাটানি সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষক।

ইবন্-য়ুনিস (১০০০ খৃঃ অব্দ) নামে জনৈক মিসরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্দ্রত্ব নিরূপণ করেন। ইনি দিগ্বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তদ্ভিন্ন ইহার অনেক গণনাদি আছে। ঐ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার সময়ে ত্রিকোণমিতি অঙ্কশাস্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পারস্যের উত্তরভাগে জঙ্গিস্‌খাঁর উত্তরাধিকারিগণ একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন; তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সমরকন্দে তৈমুরের একজন পৌত্র ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে তারাগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা তাৎকালিক সকল তালিকা অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবনতি এবং পশ্চিময়ুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৩০ খৃঃ অব্দে জর্ম্মনির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে আরবী আলম্যাগেষ্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খৃঃ অব্দে কাষ্টাইলের দশমঅলন্সো আরব ও য়িহুদীদিগের সাহায্যে য়ুরোপীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষ বিষয়ক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে একভাবাপন্ন।

১২২০ খৃঃ অব্দে হোলিউড (Holy wood) সাহেব টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্ দি স্ফিয়ার্স (On the spheres) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। ঐ পুস্তক তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। তবে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

তৎপরে বিখ্যাত কোপার্নিকাস্ আবির্ভূত হন (জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইনি প্রচলিত টলেমির মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটী বিশুদ্ধ মত উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। কোপার্নিকাস্ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের কথিত মতের ন্যায়। ইহার মতে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অচলভাবে অবস্থিত; ইহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন দূরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকালপরিচিত সূর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্ত্তী গ্রহগণের নাম যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দূরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। তারাগণের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য উহা সংঘটিত হয়। প্রবাদ আছে, কোপার্নিকাস্ এইরূপ মত প্রচার করিতে সাহসী না হইয়া উহা কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু হাম্‌বোল্ট্ (Humblodt) বলেন, কোপার্নিকাস্ তেজস্বিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত On the revolution of the heavenly bodies নামক পুস্তকছাপা দেখিয়া অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার প্রাণনাশ হয়।

কোপার্নিকাসের পরবর্ত্তী রেকর্ডি (Recorde) ইংরাজী ভাষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গোলকতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম রচনা করেন।

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী

ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অব্দে গতাসু হন।

টাইকো-ব্রাহি কোপর্নিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়া অপযশভাগী হইয়াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপার্নিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্রাহি স্থির নক্ষত্র সকলের একটী বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত, চন্দ্রের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্রগতি (Refraction) নির্ণয় করেন।

টাইকো-ব্রাহির অনুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কেপ্‌লার (Kepler) জ্যোতিষ্ক-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্দ)।

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অদ্যাপি কেপ্‌লারের নিয়মাবলী (Kepler's Lanes) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপার্নিকাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন।

গ্যালিলিও (Galileo জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ অব্দ) সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ।]

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারিচন্দ্র, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা প্রভৃতি অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তনা জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অবশেষে তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকূলাচরণ করুন এবং দার্শনিকগণ যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে।

ইহার পর ইংলণ্ডে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব্দ) প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্ (Logerithm) দ্বারা জ্যোতির্গণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, পরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্যাসিনি (Cassini) রাশিচক্রের আলোক (Zodical light), বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া উহাদের গতি, শনিগ্রহের দুইটী বলয় ও চারিটী চন্দ্র প্রভৃতি অনেক আবিষ্কার করেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও তাহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক্ক আতা পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন ঐ মহান্ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই *। ইহা ভিন্ন নিউটন সূচীচ্ছেদাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চন্দ্র ও জোয়ারভাটার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিড্ (Flamsteed), হ্যালি (Hally) প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দূরবীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি ও অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতিহেতু জ্যোতির্ব্বিদ্যার মহতী উন্নতি সাধিত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হর্শেল ইউরেনস্ (Uranus) নামে একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪০ ফিট্ দীর্ঘ স্বীয় দূরবীক্ষণ সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের দুইটী চন্দ্র, শনিগ্রহের আরও দুইটী চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, নীহারিকার রহস্য এবং দ্বন্দ্ব (Double stars) ও ত্রি (Triple stars) তারকা আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও অনেকানেক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অধ্যবসায় গুণে ও যন্ত্রাদির সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর আরম্ভেই ৪টী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এ পর্য্যন্ত (১৮৯৫ খৃঃ অব্দ) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা।

ইউরেনস্ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার (Leverrier) নামে জনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত ঐ গ্রহের আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত নিশ্চয়

* নিউটনের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য "আকৃষ্টিশক্তি" নামে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গোলাধ্যায় ২।৫)

করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্রহ বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ নগরে এডাম্‌স্ (M. Adams) আরও সূক্ষ্মতর গণনা দ্বারা নেপচুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহা চালিসকে (M. Challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি দুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্যমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন।

এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাহির হইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশ-মণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনা সকল বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন য়ুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা সুশৃঙ্খল ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতে উক্‌থাদিত্বাৎ ঠক্। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

জ্যোতিষিন্ (ত্রি) জ্যোতিষং জ্ঞেয়ত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ।

জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাঃ ইতি-অচ্ ঙীপ্। তারা।

জ্যোতিষ্ক (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ মেথিকা বীজ, মেথী। (রাজনি°) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ। চিত্রক-বীজের তৈল দুগ্ধ সহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ২৪ অ°) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়।

"তদীশভাগে তস্যাদ্রেঃ শৃঙ্গমাদিত্যসন্নিভং।
যত্তৎ জ্যোতিষ্কমিত্যাহুঃ সদা পশুপতেঃ প্রিয়ং॥"

৫ গ্রহতারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ কৃ-ক্বিপ্। আদিত্য। "জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য" (ঋক্ ১০।৬৬।১)।

'জ্যোতিষ্কৃতো আদিত্যাখ্যস্য তেজসঃ।' (সায়ণ)

জ্যোতিষ্টোম (পুং) জ্যোতিংষি স্তোমা যস্য বহুব্রী (জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ। পা ৮।৩।৮৩) ইতি ষত্বং। স্বনামখ্যাত যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আবশ্যক এবং এই যজ্ঞ সমাপনান্তে ১২শত গো দক্ষিণা দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।]

জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ।

জ্যোতিষ্মৎ (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যস্য মতুপ্। ১ জ্যোতির্যুক্ত, প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ প্লক্ষদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মৎ ঙীপ্। (Cordiospermum halicacabum) ১ লতাবিশেষ, লতা ফট্‌কী, বনউচ্ছে। হিন্দুস্থানে উমিজিনী, করহী, মালকঙ্গুনী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুলী, পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জরা, সরস্বতী, অমৃতা। সূক্ষ্মা জ্যোতিষ্মতীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, কটু, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) তীক্ষ্ণ ব্রণ ও বিস্ফোটকনাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ (ভাবপ্র°) *।

* ইহা একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহার আকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃশ; এজন্য ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার ফল কোষাকার সূক্ষ্মআবরণ দ্বারা আবৃত ও তিনটী শিরাযুক্ত মধ্যে তিনটী করিয়া বীজ আছে, ঐ ফল প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ হয়, যদি কোনগতিকে কেহ টিপ দেয়, তাহা হইলে পট করিয়া একটা শব্দ হয়, এই জন্য বালকেরা ইহা ক্রীড়ার জন্য ব্যবহার করে। ইহা দুই জাতি, হ্রস্বজাতীয় জ্যোতিষ্মতী প্রায় বঙ্গাদি প্রদেশে দেখা যায়, মহা জ্যোতিষ্মতী কাশ্মীরাদি প্রদেশে অধিক জন্মে।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

"বিশোকাবা জ্যোতিষ্মতী" (পাত° দ°) সত্ত্বগুণ প্রকাশবতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পরিণামরহিত অতএব দুঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়, সাত্ত্বিকপ্রকাশ হইলেই সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, তখন রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্দ্ধিত হয় ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তখন জ্যোতিষ্মতী বা চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি হয়। (পাত° দ°) ৩ অগ্নিপুরী। [অগ্নিলোক দেখ।] ৪ রাত্রি। (রাজনি°) ৫ নদীবিশেষ।

"সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী তু যা।
অবগাঢ়ে হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ॥" (মৎস্যপু° ১২০।৬৫)

জ্যোতিস্ (পুং) দ্যোততে দ্যুত্যতে বা দ্যুত-ইসুন্ দস্য জাদেশ বা জ্যুত-ইসুন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ নেত্রকনীণিকা মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ। (শব্দচ°) (ক্লী) ৭ স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য। ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যাভেদ। ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণু স°) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে পরব্রহ্ম।

'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (বেদান্তসূ° ১।১।২৪) 'চক্ষুর্বৃত্তে নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তমঃ তস্যা এবানুগ্রাহকআদিকং জ্যোতিঃ' (ভাষ্য) চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধকারী শর্ব্বরী প্রভৃতিই তমঃ, তাহার অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজোদ্রব্যমাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্ত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং তত্ত্বং যত্র বহুব্রী। জ্যোতিষ। রঘুনন্দনকৃত জ্যোতিঃ সম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ত্ব।

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ গ্রন্থবিশেষ।

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিরেব রথোঽস্য, জ্যোতিষঃ রথইব বা। ১ ধ্রুবনক্ষত্র, জ্যোতির্ম্মণ্ডল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। (বিশ্ব)

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রসশ্চ, (দ্বন্দ্ব)। নক্ষত্র ও পারদরস।
"কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভা" (রামা° ২।৯৪।৬)

জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু (পুং) জ্যোতিঃরূপং যস্য তাদৃশঃ যঃ স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়, এই জন্য ইহার নাম জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু।

জ্যোৎস্না (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাং নিপাতনাৎ ন প্রত্যয়ঃ উপধালোপশ্চ, (জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ১ কৌমুদী, চন্দ্রজ্যোতিঃ। পর্য্যায়—চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাস্বামী) চলিত কথায় ঝিঙ্গে। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, (রাজনি°) কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

৪ শ্বেতঘোষা। (রাজব°) ৫ দুর্গা।
"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপায়ৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।" (চণ্ডী ৫ অঃ)
৬ প্রভাতকাল।
"জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে।"
(বিষ্ণুপু° ১।৫।৩৬)

জ্যোৎস্নাকালী (স্ত্রী) সোমের কন্যা, ইনি বরুণপুত্র পুষ্করের পত্নী।

"রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ।
জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহু র্দ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং॥"
(ভারত ৫।৯৭ অঃ)

জ্যোৎস্নাদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিস্রা, কুণ্ডল, কুতুপ, বিসর্প, বিপাদিক, এই কয়টী জ্যোৎস্নাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল শব্দের উত্তর অণ্ হয়।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎস্নাপ্রিয়া যস্য বহুব্রী, চকোর। (হেম°)

জ্যোৎস্নাবৎ (ত্রি) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্য জ্যোৎস্না-মতুপ্। জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যোৎস্নাবৃক্ষ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, (ত্রিকা°) চলিত কথায় পিলসুজ।

জ্যোৎস্নী (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্যা ইত্যণ্ ঙীপ্ চ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ।

১ চন্দ্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা। (অমর) চলিত কথায় ঝিঙ্গা। ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

জ্যোৎস্নেশ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঈশঃ ৬তৎ। জ্যোৎস্নার অধিপতি।

জ্যৌতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ্। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়।

জ্যৌতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা উক্‌থাদি° ঠক্। জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষাধ্যায়ী।

জ্যৌৎস্ন (ত্রি) জ্যোৎস্নয়া অন্বিতঃ ইত্যণ্। দীপ্ত, জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যৌৎস্নিকা (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্তি যস্যাঃ ইতি ঠক্ পূর্ব্ববৃদ্ধিষ্টাপ্ চ। জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (শব্দর°)

জ্বর (পুং) জ্বরতি জীর্ণোভবত্যনেন জ্বর-করণে ঘঞ্। জ্বরণ, স্বনাম খ্যাত রোগভেদ ; পর্য্যায়—জূর্ত্তি, জ্বরি, আতঙ্ক, রোগপৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সন্তাপ।

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং' এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিকব্যাধি আগ্নেয়, সৌম এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও তামস এই দুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধরা হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগন্তুক কহে। শরীরদোষসম্ভূত রোগের নাম শারীরিক ; ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগন্তুজ এবং প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভজনিত রোগের নাম মানসিক।

মনুষ্যগণ জ্বরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত কারণ জ্বর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জ্বর জন্মে। জ্বর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অন্যান্য রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ জন্য ইহার নাম জ্বর। জ্বর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক ও দুশ্চিকিৎস্য, অন্য কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। জ্বর প্রাণিগণের প্রাণনাশক; দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্তাপোৎপাদক ; প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জ্বরে শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ জ্বরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং জ্বরাভিভূত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, জ্বর সকল রোগের রাজা, রুদ্রকোপানলসম্ভূত এবং সর্ব্বলোকপ্রতাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্মফল দ্বারা দেবত্ব লাভ এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। দেহে দেবভাগ থাকা প্রযুক্তই মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণিগণ জ্বরে নিরতিশয় বিপন্ন হয়।

হরিবংশে জ্বরের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব বাণরাজার জন্য 'জ্বর' নামক একজন যোদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার উদ্ধারার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের সহিত তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্যসেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালান্তক সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিয়া জৃম্ভণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় *। জ্বর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্বরের সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি সে অতর্কিত ভাবে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জৃম্ভণ, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবসৃষ্ট বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সেই সময় জ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে একটী আকাশবাণী শ্রুত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন।

* জ্বরের রূপ বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। যাহারা জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা তখন প্রায় উল্লিখিতরূপই হইয়া থাকে।

জ্বর কৃষ্ণের হস্তে জীবন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিল। জ্বর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় তুমিই একমাত্র জ্বর থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, উহা আমার শরীরে লীন হউক। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে তুমি যেরূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, থোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উষর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, গো মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া তুমি বিচরণ করিবে। তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না।

জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ ব্রতঅবলম্বন করিলে অসুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন তিনি মহাত্মা মহর্ষিদিগের তপোবিঘ্ন হইতেছে জানিয়াও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দক্ষ কর্ত্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং রৌদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী উল্লিখিত অসুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধাগ্নিসন্দীপিত শত্রুনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভূতগণ সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন ঐ ক্রোধাগ্নি মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভিলাষী দেখিল। তখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জ্বর স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই গুলি জ্বরের স্বাভাবিকী শক্তি।

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জ্বরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জ্বরের প্রধান লক্ষণ। জ্বরে আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয় না, এরূপ প্রাণী জগতে বিদ্যমান নাই।

সাধারণতঃ জ্বরোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার—সামান্য এবং প্রধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারাদিই সামান্য কারণ এবং জল, বায়ু দেশ কাল প্রভৃতির দূষণ ভাব প্রধান কারণ।

শারীরিক বাতপিত্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ জ্বরের প্রকৃতি। কোন জ্বরই দোষের সংস্রব ব্যতিরেকে কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জ্বরই ক্ষয়, পাপ্মা ও মৃত্যু এবং দুষ্কৃতি হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে জ্বর অষ্ট প্রকার—ইহা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুদ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতু আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বারা স্বেদ ও রস-

* রুদ্রের ক্রোধসম্ভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্বর স্বভাবতঃ পিত্তাত্মক, কারণ, ক্রোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব্ব প্রকার জ্বরেই পিত্তবিনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উষ্মা নাই এবং উষ্মা ভিন্ন জ্বর নাই। সুতরাং, সকল প্রকার জ্বরেই পিত্তের পক্ষে যে সকল দ্রব্য অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত এবং ত্বক্‌, মূত্র ও পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যা আহার বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত বা অন্য কোন রোগোৎপত্তি হেতু বা শরীরে ব্রণাদি পাককালে অথবা শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা অত্যন্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প গন্ধ হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার বা অভিশাপ অথবা কাল্পনিক শঙ্কা জন্য এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; এবং উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্‌ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেহ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জ্বর বলা যায়। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা ইহাদের একএকটী পৃথক্‌ ভাবে কিংবা দুইটী বা তিনটী একত্র দূষিত হইলে এবং আগন্তুজ কারণে জ্বর জন্মে। জ্বর অষ্টবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে মানবগণের জ্বর জন্মিয়া থাকে; যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং আগন্তুক।

রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্তু, লঘু বস্তু, শীতল বস্তু, পরিশ্রম, বমন বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি) প্রভৃতির অতিশয় উপযোগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, উদ্বেগ, শোক, শোণিতস্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে (বিপরীত ভাবে) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু, প্রকুপিত হইয়া উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবায়ু আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন ও পাকাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পক্কাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময় বাত জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতজ্বর হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উষ্ণভাবের এবং জ্বরবেগ ও মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায়, দিবসের অন্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ষাকালে এই জ্বরের আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত পরুষতা এবং অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়।

শরীরে নানাপ্রকার ক্লিষ্ট ভাব এবং নানাপ্রকার চলাচল বেদনা, পাদদ্বয়ে ঝিনঝিনি বেদনা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন অর্থাৎমাংস মোড়া দেওয়ার ন্যায় বোধ, জানু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মৃদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অবপীড়িতএবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণে স্বন্‌ স্বন্‌ শব্দ, শঙ্খস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস অথচ রসাস্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কণ্ঠশোষ, পিপাসা, হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুষ্কছর্দ্দি, শুষ্ককাস, হাঁচি, উদ্গারনিরোধ, অম্লরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, জৃম্ভা, বিনাম (বেদনা বিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, ভ্রম (চক্রস্থিতের ন্যায় ভ্রমিযুক্ত বস্তু দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণবস্তু অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশয় প্রভৃতি বাতজ্বরের লক্ষণ।

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণরসসংযুক্ত বস্তু যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং অতিশয় অগ্নিসন্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় হইতে উষ্মাকে গ্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পিত্তের দ্রবত্ব হেতু জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত ও পক্কাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে পিত্তজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্তজ্বর হইলে এক সময়েই জ্বরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়।

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে, অৰ্দ্ধরাত্রে এবং প্রায়ই শরৎকালে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এইজ্বরে মুখে কটু রসতা এবং নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, এবং তালুদেশে পক্কতাবোধ; তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ, মূৰ্চ্ছা, পিত্তবমন, অতীসার, আহারে অপ্রবৃত্তি, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত হরিদ্বর্ণতা অথবা হরিদ্রাবর্ণতা জন্মে। শরীর অতিশয় উষ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজ্বরাক্রান্ত

ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা ইহার অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তুদ্বারা উপশম বোধ হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অম্ল এবং লবণ প্রভৃতি দ্রব্য যাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহারা দিবানিদ্রা, হর্ষ ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহাদিগের প্রকুপিত শ্লেষ্মা আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উষ্মার সহিত মিলিত ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত হয়। পরে রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পক্কাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়া হেতু কফজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক সময়েই কফ জ্বরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত হয়। ভোজন মাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে ও প্রায়শঃ বসন্তকালে এই জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখ নাসিকাদি দ্বারা কফস্রাব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, হৃদয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্তিমিতভাব (আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত বোধ), ছর্দ্দি, অগ্নির মৃদুতা, নিদ্রার আধিক্য, হস্তপদাদির স্তব্ধতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্ম্মের অত্যন্ত শীতলতা অনুভব এবং শরীরে শীতলস্পর্শ পীড়কার উদ্গম হয়। কফজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত বস্তু প্রভৃতি দ্বারা অনুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট বস্তু দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন), অনশন, ঋতুপরিবর্ত্তন, ঋতুব্যাপত্তি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতুতে ঋতুনুযায়ী গ্রীষ্মশীতাদির অভাব), অসহনীয় গন্ধাদির আঘ্রাণ, বিষদূষিত জলপান অথবা সংযোগ, বিষের উপযোগ, পর্ব্বতাদির উপশ্লেষ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, স্ত্রীদিগের বিষম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের পর অহিতাচারাদি ও পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্তশ্লেষ্মা জন্য সকলের মিশ্রীভাব হেতু দ্বিদোষের অথবা ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য দ্বারা একই সময়ে বায়ুপিত্ত কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার প্রকুপিত দোষসমূহ উল্লিখিত আনুপূর্ব্বিক জ্বর আনয়ন করে। এই জ্বরের লক্ষণসমূহের মিশ্রীভাব বিশেষ দর্শন করিয়া দুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্নিপাতিক জ্বর বলা হইয়া থাকে।

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার এবং অভিশাপ হেতু যথাপূর্ব্বক আগন্তুজ জ্বর জন্মিয়া থাকে।

আগন্তুজজ্বর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাৎ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্য জ্বরে বায়ু শরীরগত দুষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিষঙ্গজ জ্বর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু জ্বর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয়।

আগন্তুজ জ্বরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী; ইহার চিকিৎসা ও সমুত্থানের বিধি অন্য প্রকার জ্বর হইতে পৃথক্।

শুদ্ধ সন্তাপ দ্বারা অনুভূত জ্বরকে অভিপ্রায় বিশেষ হেতু দোষজ ও আগন্তুজ ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্প হেতু জ্বর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও সপ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়।

বিষভক্ষণ জন্য আগন্তুজ জ্বরে রোগীর মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা) এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ্ণ ওষধির ঘ্রাণ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, ক্ষবথু (হাঁচি) এবং বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষানুরূপা রমণীঅপ্রাপ্তিহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি জন্মে; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে। কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজ্বর হইলে মূর্চ্ছা, শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও বদনে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে।

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধ জন্য জ্বরে কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গজ্বরে উদ্বেগ, অনর্থক হাস্য ও রোদন এবং শরীরকম্পন জন্মে। কখন কখন এই জ্বরে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ এবং পিপাসা উপস্থিত হয়। বাগ্‌ভট বলেন, এই জ্বরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মে। এই জ্বর প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরস্য, নয়নপ্লব (চক্ষু ছলছল করা), শীত, বায়ু ও রৌদ্রে মুহুর্মুহু ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রের কামড়ানি), গুরুতা,

রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রফুল্লতা ও শীতানুভব এই সকল লক্ষণ জ্বরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্য জ্বরে অতি জৃম্ভন, পিত্ত জন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত জ্বরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জ্বরে সকল লক্ষণ এবং দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গসুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্তশ্যাববর্ণ, দন্তের মলিনতা, জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্রোত পথের পাক, কূজন (কোঁথ পাড়া), অচৈতন্য, স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ জ্বরে লক্ষিত হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মুখের বৈরস্য, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, অরতি, জৃম্ভা, বিনাম, বেপথু (কম্প), শ্রম, ভ্রম প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দ, গীত, বাত এবং আতপ প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাষ, অরুচি, অপরিপাক, শরীরের দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের অবসন্নভাব, অল্পপ্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পতা), দীর্ঘসূত্রতা, অলসতা, উপস্থিত কার্য্যের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকূলতা, গুরুজনের বাক্যে অভ্যসূয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, নিজ ধর্ম্মে চিন্তারাহিত্য, মাল্যধারণ, চন্দনাদি লেপন, ভোজন, ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি। জ্বরের প্রথমাবস্থায় সন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

অনতি-উষ্ণ বা অনতি শীতলগাত্র, অল্পসংজ্ঞা, ভ্রান্তদৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠশুষ্ক, পুরীষ মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সরক্ত (রক্তনিষ্ঠীবন) ও নিস্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে), অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ এই লক্ষণগুলি অভিন্যাস অথবা হতৌজা নামক সান্নিপাতিক জ্বরে * প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। অভিন্যাস রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা ওজোহানি ও গাত্র নিস্পন্দ হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তম্ভ ও শীত হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপবিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্য ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে হয় এককালে রোগের শান্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়।

দুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিনপ্রকার—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জৃম্ভ, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কৃশতা ও অভিতাপ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এই গুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের গুরুতা, অরুচি ও বিষ্টম্ভ এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বরমুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার জ্বর সর্ব্বদা অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ করে। প্রলেপক জ্বরে ধাতুঃশোষিত হয়। দোষ

* চরকের মতে সান্নিপাতিক জ্বর ১৩শ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিনপ্রকার যথা—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও ৩ প্রকার যথা—বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং অধিকতা ভেদে ৬ প্রকার, যথা—অধিক বাত, মধ্যপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ এইরূপ ছয়প্রকার এবং তিনদোষেরই সমভাবে উল্বণ একপ্রকার। ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতিকের নাম যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্রু, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রচক, কর্কটক এবং বৈদারক।

[সান্নিপাতিক দেখ।]

* আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটী কফের স্থান। দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটী জ্বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর কহে। এই জ্বর প্রত্যহ দিবাভাগে প্রকাশপাইয়া রাত্রিকালে অথবা রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়া দিবাভাগে মগ্ন হয়; পুনর্ব্বার সেইকালে হৃদয়ে দোষলীন থাকে। দোষ হৃদয়ে স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়; ইহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে।

দুই তিন বা চারিটী কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে *।

কেহ কেহ বলেন, বিষমজ্বর স্বভাবতই হইয়া থাকে। যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও মন্ত্রসম্ভূতজ্বর পিত্ত জন্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাপ্রধান বাতশ্লেষ্মা জন্য প্রলেপক জ্বর জন্মে। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষম জ্বরের উদয় হয়, তাহা প্রায়ই দ্বিদোষ জন্য জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মাকর্তৃক শীত প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জ্বরান্তে পিত্ত হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্ত কর্তৃক দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হেতু শীত হয়। এই দুই প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ কারণে জন্মে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য।

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টী দোষের কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জ্বর হয়, সে জ্বর সহজে বিচ্ছেদ হয় না; এই জন্য ইহাকেও বিষম জ্বর কহে। বেগের শান্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়; কিন্তু ধাত্বন্তরে লীন থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। জ্বরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অল্পদোষ অহিতাচার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

গুরুদোষ সকল রসবাহী স্রোতদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। সন্তত জ্বর নবজ্বরের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত। অন্যেদ্যুষ্ক মাংসগত। তৃতীয়কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থকজ্বর মজ্জা ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন। সাতদিন দশদিন বা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর বলে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেদ্যুষ্ক প্রতিদিন একবার, তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয়। দোষবেগের উদয়কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ মধ্যে শান্তভাবে থাকে অথবা দোষের পরিপাক হইয়া এককালে জ্বর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্য জ্বর বলে। ইহাতে * প্রায়ই বাতপিত্তের প্রাবল্য থাকে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার একটী বা দুইটী দোষের লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও যথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য।

জ্বর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে, অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচপ্রকার; রস রক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাত পিত্তাদি ও আগন্তুজ কারণ ভেদে আটপ্রকার।

যে জ্বর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে জ্বর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজ্বর কহে। চিত্তের বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ। আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ।

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে শীত ও উষ্ণ উভয় প্রকারই ইচ্ছা করে।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ এই সমুদায় অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

আমাশয় হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। অতএব জ্বরের পূর্ব্বক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহারীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর কষায়-পান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন, উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রভৃতি জ্বরের প্রকার ভেদে যথাযোগ্য বিধেয়।

জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অঙ্গাব-

* চাতুর্থক জ্বরে একদিন জ্বর হইয়া দুইদিন মগ্ন থাকে, বিপর্য্যয়ে এক দিন মগ্ন থাকিয়া দুইদিন জ্বর থাকে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত ও দুইবার মগ্ন হয়। কিন্তু সততক বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রই জ্বরভোগ হইয়া থাকে।

* অভিঘাত জ্বরে শরীর ব্যথা, শোথ এবং বিবর্ণযুক্ত হয়।

সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্গবেদন এবং জৃম্ভন উপস্থিত হয়।

রক্তস্থ জ্বরে রক্তজনিত পিড়কা, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ সরক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়।

মাংসস্থ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জ্বর মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের দৌর্গন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জন্মে।

জ্বর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কণ্ঠকূজন, অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মোচ্ছেদ, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

শুক্রস্থ জ্বরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবায়ুর বিনাশ করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে।

জ্বর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মাংস, মেদ এবং অস্থিগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

দোষ সকল সংসৃষ্ট হউক অথবা সান্নিপাতিকই হউক, কুপিত ও রসের অনুগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্নির নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উষ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া স্রোত সকল রুদ্ধ করে; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল হইয়া দেহে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। ঐ সময় মানুষের সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হয়।

নূতন জ্বরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে স্রোত সকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না।

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিচ্ছেদে সর্ব্বদা কঠিন জ্বরের ভোগ, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি), ক্ষুধানাশ, মুখের বিশদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা, গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপরিপক্বতা এবং শরীরের অক্ষীণতা—এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রবধাতু সকলের শুষ্কতা, শরীরের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষপ্রবৃত্তি (মলমূত্রাদির উৎসর্গ), এবং অষ্টাহ ভোগ—এইগুলি নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন, ব্যায়াম এবং কষায়যুক্ত বস্তু সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ক্ষয়, নিরামবায়ু, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম এই সকল ভিন্ন অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে প্রথমে উপবাস করা উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে, কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার সুফল হইতে পারে না।

তরুণজ্বরে উপবাস, স্বেদ, ক্রিয়া, যবাগূ আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্বরসের পরিপাক হয়।

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় জনিত নূতনজ্বরে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও মদ্যপানজনিত রোগমাত্রই তিক্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাচক, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃশোধক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

তরুণজ্বরে পিপাসা ও জ্বরের শান্তির জন্য মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় ঐ দোষ আপনা হইতে নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজ্বরে রোগীকে যত্নপূর্ব্বক বমন করান উচিত নহে। কারণ বলপূর্ব্বক বমন করাইলে অসহ্য হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ু জন্য হইলে স্বচ্ছ ঘৃতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্য হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্য জ্বর হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া বা বমন বিরেচন প্রয়োজ্য নহে; লঙ্ঘন কর্ত্তব্য †। জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ অনশন কর্ত্তব্য। বায়ু জন্য ও ক্ষয় জন্য মানসিক এবং দ্বিব্রণীয় জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল

* বায়ু জন্য জ্বরের পূর্ব্বরূপ অতিশয় জৃম্ভন, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফ জন্য জ্বরে অন্নে অরুচি।

† যাহা দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন বলে। অতএব কেবল অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপবাস, নির্ব্বাতস্থানে বাস, বমন, বিরেচন প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। স্নেহবস্তি পুষ্টিকর বলিয়া লঙ্ঘনের মধ্যে গণনীয় নয়।

উপবাস এবং কখন বা বমন উপবাস এই উভয় দ্বারা দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক লঘু আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত জ্বরের মৃদুভাব না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত জ্বরারম্ভের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত যবাগূ প্রভৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় রোগীর জ্বর, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তকফাধিক্য জ্বর এবং উর্দ্ধগ-রক্তপিত্ত-রোগীর জ্বরের পক্ষে যবাগূ অহিতকর।

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিসমিস্ দাড়িম প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ফলের রসের সহিত খৈচূর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বলানুসারে পাতলা মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিবে।

পরে ঐ সমুদায় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ-দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জ্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বৈরস্য দূর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার পর দিন পাচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। কারণ তরুণজ্বরে কষায়রস সেবন করিলে দোষ সকল স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বদ্ধ হইয়া বিষমজ্বর জন্মে। জ্বরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে ঘৃতপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং লঙ্ঘনের সম্যক্‌ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে ঘৃতপান করা উচিত নহে। এরূপস্থলে কষায় দ্বারা জ্বরশান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। উষ্ণোদক * দীপ্তকর, কফবিশ্লেষকর এবং বাতপিত্তের অনুলোমকর। কফবাত জন্য জ্বরে উষ্ণোদক হিতকর ও পিপাসা-শান্তিকর। ইহাতে দোষ ও স্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জ্বরে শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জ্বর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, মদ্য বা বিষজন্য জ্বর হইলে গাঙ্গেয়, নাগর, উশীর, পর্পট ও উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক দ্রব্য সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া * পান করিবে। বায়ুজন্য জ্বরে পঞ্চমূলীর ক্বাথ, পিত্তজন্য জ্বরে মুথা, কটকী ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ এবং কফজন্য জ্বরে পিপ্পল্যাদির ক্বাথ দোষের পরিপাচক। দুই দোষ জন্য জ্বরে উভয় দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে কেহ বা ৭ দিনের পর, কেহ বা ১০ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলেন। পিত্ত জন্য জ্বরে অল্পদিনে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও অল্পদিন ঔষধ দেওয়া যায়। অপক্বদোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। জ্বর-রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। স্রোতপথের বদ্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠ-দেশে সমাগত হইলে জ্বর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বলবান্ হইলে শ্লেষ্মাজ্বরে ক্রমে ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য জ্বরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরেচন, বায়ু জন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত্তরোগ-বিশিষ্ট জ্বরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফাভিভূত হইলে শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্ব্বলরোগীর উদর আধ্মাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, শোলুফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অম্লরসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট দোষ ঘৃত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কৃশ হইলে অল্পদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে রোগী জ্বরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া যথেষ্ট দুগ্ধপান করাইয়া অথবা নিরূহ দ্বারা মল নিঃসরণ করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জ্বরনাশ, হর্ষ এবং রুচি জন্মে। উপবাস বা শ্রম জন্য বাতাধিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে

* উষ্ণোদক এস্থলে উষ্ণাবস্থায় পান করা বুঝায়।

* যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

মাংসরস ও অম্ল বিধেয়। কফ জন্য জরে মুদ্গযূষ ও অম্ল এবং পিত্ত জ্বরে শীতল মুদ্গযূষ ও অম্ল শর্করাযোগে ভোজন করিবে। বাতপৈত্তিক জ্বরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদ্গ-যূষ, বাত শ্লেষ্মাজ্বরে হ্রস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে পটল ও নিম্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য অরুচি হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অন্নদোষবিশিষ্ট, ক্ষীণ ও জীর্ণজ্বরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জ্বরে দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাসা বা দাহ থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর। তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অতি অবৈধ; কিন্তু ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্য জ্বরে ও অগ্নির তেজ থাকিলে দুগ্ধপান করা যাইতে পারে।

পুরাতন জ্বরে কফপিত্তের ক্ষীণতা হইলে যাহার পুরীষ রুক্ষ ও বদ্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। জীর্ণজ্বরে মস্তকে ভারবোধ, শূল এবং ইন্দ্রিয়স্রোত সকল আবদ্ধ থাকিল শিরোবিরেচনে অরুচির ও শান্তি হই-বার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজ্বরে চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আগন্তুক কারণ অনুবদ্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় জ্বরের শান্তি হইতে পারে। ক্ষীণ ব্যক্তি অধিক কালস্থায়ী সততক বা বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ বা মাংসরস এ স্থলে অতি উত্তম পথ্য। মুদ্গ, মসূর, চণক ও কুলথ এই সকলের যূষ জ্বররোগে আহারার্থ ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাশী রোগীর পক্ষে ব্যব-স্থেয়। জ্বরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপ-যুক্ত কালে যথা পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, স্নেহসেবন, ব্যায়াম, সংশোধন, স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। জ্বরকালে কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা মনের শান্তি ভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, এই জন্য রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিয়মিত আহার দেওয়া বিধেয়। জ্বরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনু-বন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে, সকল প্রকার জ্বর হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য জ্বরে মূলব্যাধির চিকিৎসা করিবে। স্তন্য অবতরণকালে মৃতবৎসাদিগের যে জ্বর হয়, তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

জ্বররোগী অন্নাভিলাষী হইলে পুরাতন ষষ্ঠিকধান্য, যবাগূ প্রভৃতি দাড়িম রসদ্বারা অম্ল ও শুঁটের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পিত্তের আধিক্য থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ঐ যবাগূ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ্ব, বস্তি ও শিরঃপ্রদেশে বেদনা থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা রক্তশালী ধান্যের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁট, শুঁট, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শ্বাস, কাস এবং হিক্কা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগূ পান করা কর্ত্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা ও শুঁট দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) থাকিলে বেলশুঁঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং শালপানি এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পান করিবে। যে জ্বররোগীর পক্ষে যূষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মসূর, ছোলা, কুল্থিকলাই অথবা ধনমুগ দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিবে। জ্বরে পলতা, পটল, কুলক, আকন্দ, কাঁকরোল এবং করলা এই সমুদায় শাক প্রশস্ত। জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত্ত হইলে অনুপানের নিমিত্ত উষ্ণজল, আর যে সকল জ্বররোগী মদ্যাসক্ত তাহা-দিগকে দোষ ও বল অনুসারে মদ্য প্রদান করিবে। নূতন জ্বরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কষায় দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে।

কষায়ক্রম—জ্বর শান্তির নিমিত্ত মুথা এবং ক্ষেতপাপড়া দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে; অথবা শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দুরালভার কাথ কিংবা চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, বেনারমূল এবং বালা এই সমু-দায়ের কাথ পান করিতে দিবে।

ইন্দ্রযব, শোণালু, আকন্দ, শঠী, কটকী, সূচিমুখী, আতুষ, নিমছাল, পলতা, দুরালভা, বচ, মুথা, বেণারমূল, মউয়াফুল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়। মউয়া-ফুল, মুথা, কিসমিস্, গাম্ভারীছাল, পরুষফল, বলালতা, বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ ব্যুষিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বররোগী মধু ও ঘৃত সহ-

যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া ঘৃতের সহিত ত্রিফলারস পান বা দুগ্ধের সহিত শোণালু কিংবা কিসমিসের রস পান, অথবা তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে অচিরে জ্বর মুক্ত হয়। কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া দুগ্ধানুপান কিংবা পূর্ব্বে কিসমিসের রস পান করিয়া কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল এবং পার্শ্বশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বরের উপশম হয়।

মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা থাকিলে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের কাথ পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্ত্তিকা জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, কিসমিস্ এবং খেজুর এই সমুদায় দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বায়ুজন্য জ্বরে পিপ্পলী, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা. শোল্‌ফা ও হরেণু এই সকলের কাথ গুড়ের সহিত পান করিতে হয়; অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংষ্ট্রার (গোক্ষুরী) কাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোল্‌ফা), বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধান্য, বেণামূল, মুথা এই সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, ত্রায়মাণা ও শ্যামালতা এই সকলের কাথ গুড়সংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে ঘৃতমর্দ্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের আমাবস্থা পরিপাক হইলে যদি বায়ুজন্য উপদ্রব থাকে, ও অপর কোন দোষের সংস্রব না থাকে, কেবল বাতজন্য জ্বর হয়, যদি জীর্ণজ্বর বায়ুজন্য হয় অর্থাৎ জ্বর প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নকালে মগ্ন হয়, তবে ঘৃতমর্দ্দন বিধেয়। যদি সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া দুইপ্রহরের মধ্যে মগ্ন হয়, তবে গব্যঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজন্য জ্বরে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), রক্তচন্দন, বেণামূল, পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের কাথ শর্করাযোগে পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্ম ইহাদিগের শীতল কাথ শর্করাযোগে পেয়। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্র, শ্যামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। দ্রাক্ষা, আরগ্বধ (সোঁদাল) ও গাম্ভারী ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও তিক্ত শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। যজ্ঞডুম্বুর ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই কাথ শীতল করিয়া পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও ক্লোম শুষ্ক হইলে পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎপল, ভৃষ্টযব, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা ও গাম্ভারফল ইহাদিগের কল্ক মস্তকে লেপ দিবে। মুখের বিরসতা থাকিলে মাতুলুঙ্গের (টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে দাড়িম্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের কল্ক অথবা ইহাদিগের কাথ বা রসের গণ্ডূষ মুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

কফ জন্য জ্বরে ছাতিম, গুলঞ্চ, নিম্ব, কুর্জক ইহাদের কাথ মধু সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মুথা এবং পটল ইহাদের কাথ মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। শ্যামালতা, অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, দুরালভা, মুথা, ইহাদের কাথ, অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের কাথ সেবনীয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের কাথ মধু সংযোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুণ্ঠী, ধান্যক, বামনহাটী, হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগ্রুবীজ, মুথা, চিরতা ও কট্‌ফলের কাথ মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মনির্গম, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত কাথ পানে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা, মুথা ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের কাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পর্পটী, ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা ও নাগর-ইহাদের কাথ মধু

* বিজ্ঞচিকিৎসকেরা কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, বক এবং বর্ত্তকপক্ষী এই সমুদায়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্ব্বক অনম্ল অথবা অম্লরসের সহিত যথা সময়ে জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, মাংসরস গুরু এবং উষ্ণ বলিয়া জ্বরে প্রশস্ত নহে। কিন্তু লঙ্ঘন দ্বারা যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে বাতাদির অংশাংশাভিজ্ঞ ভিষক্ কাল বিবেচনা করিয়া গুরু এবং উষ্ণ হইলে মাংসরস জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন।

সংযোগে সেবন করিবে। দুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা উষ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের শান্তি হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা, কিসমিস্ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্তশ্লেষ্মনাশক ও অনুলোমজনক।

বাতপিত্ত জন্য জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের কাথ গুড়সংযোগে সেবন করিবে। রাস্না, বৃষোথ, ত্রিফলা ও সোঁদালফল ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

ত্রিদোষ জন্য জ্বরে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ঔষধসকল একত্র সেবন করিবে। সকল জ্বরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটী), বিল্ব, মুথা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। তিনভাগ জলে একভাগ দুগ্ধসহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বামূল ও দেবদারু ইহাদের কষায় পানে জ্বরের শান্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ত্রিফলার কাথ ঘৃতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠী ও কটকী এই সকল একত্র দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। অগ্নিকর, বিরেচক ও জ্বরঘ্ন এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটী বা দুইটী করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজনা করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ এবং চই এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই শট্যাদিবর্গ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বরের ধ্বংস হয়। ইহা কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা প্রভৃতিতেও প্রশস্ত। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম বৃহত্যাদিবর্গ। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর দূর হইতে পারে।

বিষমজ্বরে বমন বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহোদর রোগের বিহিত ঘৃত, অথবা ত্রিফলাচূর্ণ গুড় সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী এই সকলের কাথ একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃতযোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুথা এবং হরীতকী এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে দুইটী তিনটী বা ৫টীই একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মধু এবং পিপ্পলী একত্র যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলেও বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

দশমূলীর কাথসহ পিপ্পলী সেবনীয় অথবা পিপ্পলী প্রতিদিন এক একটী বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ও মাংসরস এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মদ্যপান ও কুক্কুট মাংস ভোজন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, গণিয়ারি ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ দধিসহ ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে তিল্বকলোধ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

ইন্দ্রযব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সন্তত জ্বরে; পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ সততক জ্বরে; নিমছাল, পল্‌তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিসমিস্, মুথা এবং ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ এই সমুদায়ের কাথ তৃতীয়ক জ্বরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুথা ইহাদের কাথ চাতুর্থক জ্বরে প্রদান করিবে।

বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ ঘৃত এবং ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, আর পিপুল, মুথা, কিসমিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদায়ের কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, বিল্ব, রক্তচন্দন, কটকী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুথা, ত্রায়মাণা, স্থিরা, আমলকী, শুণ্ঠী ও চিত্রক এই সকল ঘৃতে পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি-জীর্ণজ্বর উপশান্ত হয়।

দুগ্ধ দ্বারা জীর্ণজ্বর মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। অতএব জীর্ণজ্বরে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। *

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা ও যবাস এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, মুথা, শুণ্ঠী, কুড় ও চন্দন এই সকলের কল্ক ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিম্ব, গোক্ষুর, বলা, পর্প্পট, মুথা, শালপর্ণী ও যবাস এই সকলের কাথে এবং দ্বিগুণ দুগ্ধে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটী), মেদ

* বেড়েলা, গোক্ষুর, বাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপাণি, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ, আর ভূম্যামলকী, শটী, কিসমিস্, কুড়, মেদ এবং আমলকী এই সমুদায়ের কল্ক ও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হয়।

(অভাবে অশ্বগন্ধা) এবং কুড় এই সকলের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর ভাল হয়। জীর্ণজ্বর দেহের রসাদিধাতুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জ্বররোগীকে বলকারক বৃংহণদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বরে জ্বররোগীর পানের নিমিত্ত সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভক্ষণের নিমিত্ত কুক্কুট, তিত্তির ও ময়ূরের মাংস প্রদান করিবে। ষট্পলঘৃত, হরীতকী, ত্রিফলার ক্বাথ কিংবা গুলঞ্চের রস সেবন করিলে বিষম জ্বর উপশান্ত হইতে পারে।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ঠ, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, পর্ণিনী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরেণু, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের ক্বাথ ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-ঘৃত। কল্যাণঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। বিষমজ্বর আসিবার সময় যুক্তিপূর্ব্বক স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া নীলবুহ্না, ফোকাঁদি-জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই সমুদায়ের ক্বাথ পান করিবে।

বিষমজ্বরে বহু মাত্রায় ঘৃত পান করিয়া বমন করিবে; জ্বরাগমনের সময় অন্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া শয়ন, আস্থাপন বা বমন করিবে। এই জ্বরে বিড়ালের বিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত পান অথবা বৃষের গোময় দধির মণ্ড বা সুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে। এই জ্বরে পিপুল, ত্রিফলা, দধি, তক্র, ঘৃত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ কর বিধেয়। ব্যাঘ্রের বসা ও হিঙ্গু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা, অথবা সিংহের বসা পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈন্ধবের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগ্গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং ঘৃত এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তিলতৈলের সহিত রশুনের কল্ক সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীর্য্য মাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

ভূতবিদ্যা ও বন্ধ্যাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জ্বরের এবং ঘৃতমর্দ্দন ও রসৌদন ভোজন দ্বারা শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্য জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্য জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান, স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য-ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

চরকসংহিতায় লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি-ব্যপাশ্রয় (কষায়াদি) সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

অভিঘাত জন্য জ্বরে উষ্ণক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর স্নিগ্ধ কষায় অথবা দোষানুসারে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

ঘৃতপান, ঘৃতাভ্যঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, মদ্যপান এবং সাত্ম্যমাংস রসের সহিত অন্নভোজন দ্বারা অভিঘাতজনিত জ্বরের উপশম হয়।

কোন প্রকার ঔষধের গন্ধে বা বিষজন্য জ্বর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বগন্ধার ক্বাথ প্রযোজ্য। নিম্ব ও দেবদারুর ক্বাথ বা মালতীপুষ্পের ক্বাথও সেবনীয়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তির আনাহযুক্ত জ্বর হইলে মদিরা ও মাংস রসের সেবন এবং ক্ষত অথবা ব্রণরোগীর জ্বর ক্ষত ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

আশ্বাস, অভিলষিত বস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কাম্য ও মনোজ্ঞবস্তু, পিত্তঘ্ন চিকিৎসা এবং সদ্বাক্য দ্বারা শীঘ্রই ক্রোধজনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা এবং ক্রোধজনিত জ্বর কাম দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক-জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল ও জ্বরের বেগ চিন্তা করিতে করিতে জ্বরাক্রান্ত হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট করিলে সেই ব্যক্তির জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উষ্ণজ্বরে ইচ্ছানুসারে শীতলঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ এবং পরি-ষেক; আর শীতজ্বরে উষ্ণঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্য ও বায়ুজন্য জ্বরে রোগী শীতকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উষ্ণ কার্য্যই বিধেয়। ঈষদুষ্ণ কাঞ্জী, গোমূত্র এবং শুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে। অথবা পলাশের কল্ক লেপন বা রাস্না, বাবুইতুলসী এবং সজিনাবীজ একত্র কল্ক ও

* পঞ্চগব্য সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে ত্রিফলা, চিত্রক, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকুল, বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য ও দেবদারু এই সকল প্রক্ষেপ করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। বলা অথবা গুলঞ্চযোগে পঞ্চগব্য পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপন কর্ত্তব্য। শুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে প্রয়োজ্য। এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ বিশেষ হিতকর। বাতঘ্ন দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ জল-সেচন দ্বারা শীত নিবারণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুরু লেপন করাইবে। পরে রূপযৌবন-সম্পন্না পীনস্তনী প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। বাতশ্লেষ্মহর-স্বেদ, অন্ন এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা শীতজ্বর আশু শান্তি হয়। অগুর্বাদি তৈল অভ্যঙ্গে শীতজ্বরের আশু শান্তি হয়।

সহস্র-ধৌত-ঘৃত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বরের শান্তি হয়। মধু, কাঁজী, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জলদ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতস্পর্শ বলিয়া সত্বই দাহজ্বরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত হইলে পুষ্করপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, কহ্লার (শুঁদি) পত্র এবং নির্ম্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রসেক করিয়া তাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে সুখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বারা সুশীতল সুবর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যধারণ, চন্দনোদকবর্ষী শীতবাতাবহ উৎপল, পদ্ম এবং তালবৃন্ত প্রভৃতি দ্বারা ব্যজন করিবে। সরল, চন্দনচর্চ্চিত এবং মণি মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও দাহজ্বরের শান্তি হয়।

মধু ও ফেনাযুক্ত নিম্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করাইলে দাহের শান্তি হয়। শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া কোল ও আমলকীসহ কিংবা শুকধান্যের কাঞ্জী সহযোগে যবশক্তু লেপন করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পত্র অম্লপিষ্ট করিয়া লইয়া বা পলাশতরুর পল্লব অম্লে পেষণপূর্ব্বক ফেনাইয়া কিংবা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়। এক পোয়া যব চারি তোলা মঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অম্ল এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল জ্বরদাহ শান্তিকর। ন্যগ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের ক্বাথ ও অম্ল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে কিংবা এই ক্বাথ শীতল করিয়া দাহার্ত্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ, মাংস ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্দ্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল ও উষ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও জল বা ইক্ষুরস অথবা লবণোদক কিংবা মন্ত বা তর্পণ দ্বারা বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিস্ ও আমলকীর রস দ্বারা অথবা কেবল আমলকীর রস ঘৃতে সন্তলন করিয়া বমনের নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে।

পলতা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোণালু, বলা, গন্ধতৃণ, কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা এই সমুদায় অর্দ্ধোদক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ঘৃত, মধু, মদনফল, মুথা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কল্ক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী এবং মুদ্গপর্ণী এই সমুদায়ের ক্বাথ করিয়া তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুথা, শলুফা এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের কল্ক আর ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় জ্বরঘ্ন। রক্তচন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গাম্ভারী, পলতা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ স্নেহ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত জ্বরঘ্ন।

বায়ুজন্য জ্বরে বাতঘ্ন মধুর দ্রব্যযোগে নিরূঢ় বস্তি অথবা দোষ ও বল অনুসারে অনুবাসন প্রযুজ্য। পিত্ত জন্য জ্বরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে শীত ক্বাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। যাতনা থাকিলে আম্রাদির ত্বক্, শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়া দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য জ্বরে আরগ্বধাদির ক্বাথ, পিপ্পল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ জন্য ও সন্নিপাত জ্বরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত জন্য জ্বরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজন্য জ্বরে কটু ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপূর্ণ বোধ হইলে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, শলুফা এবং শতমূলী এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং ঘৃতপাক করিয়া অনুবাসিক স্নেহ প্রস্তুত করিবে। এই স্নেহ অতিশয় জ্বরঘ্ন। পলতা

নিমছাল, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং ময়নাফল দ্বারা সিদ্ধস্নেহ অতি উৎকৃষ্ট অনুবাসন।

লাক্ষা, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্জিকা ও হরিতকী ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডুম্বর, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তচ্ছদ, অর্জ্জুন, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণামূল, বচ, গজপিপ্পলি এবং মুথা এই সমুদায়ের কাথে তৈলপাক করিবে, ইহাতে জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। সংশমন-ঔষধ দ্বারা এই সকল জ্বরের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবসে জ্বর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির দোষ সকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্পাগ্নি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, না হয় অধিক দিবস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য বাতিক জ্বরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যে বাতিক জ্বরে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকে, সেই বাতিকজ্বরে জ্বরোক্ত চিকিৎসার ক্রম অপেক্ষা না করিয়া, অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা ও কষায় পান করাইয়া মাংসরসযুক্ত অন্ন-ভোজন করা বিধেয়।

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্লেষ্মার ভাগ অধিক এবং শরীরে উষ্মা কম, অথবা মৃদু-উষ্মা, তাহাদের কফপ্রধান জ্বর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই জ্বরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্পাশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়।

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুইটী দোষের একটীর উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতানুসারে এবং সন্নিপাত জ্বরে তিনটী দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষদ্বয়ের সমতা অনুসারে, বৈদ্য বিবেচনাপূর্ব্বক যথোক্ত ঔষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের চিকিৎসা করিবেন। সন্নিপাত জ্বরাবসানে যদি কর্ণের মূলপ্রদেশে নিদারুণ শোথ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি সে জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির জ্বর রক্তস্থ হওয়ায় শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, রক্ত মোক্ষণ করিলে সে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। যে জ্বর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জ্বরে যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিবস জ্বরের পূর্ব্বে নির্বিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌর্য্যাপবাদ দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে; অথবা অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে; অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য বা জ্বরনাশক ঘৃত, কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে; কিংবা সমধিক বিরেচন অথবা পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

জ্বরত্যাগকালে মনুষ্যের কণ্ঠকূজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম, কম্প, অবসন্নতা, প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং জ্বরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখায়, তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। যে সমুদায় জ্বর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সমুদায় জ্বরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

জ্বরত্যাগ হইলে মনুষ্যের ক্লান্তি, সন্তাপ ও ব্যথার নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলতা এবং স্বাভাবিক সত্ত্ব উপস্থিত হয়।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্ না হয়; ততদিন ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়ম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়।

অনুচিতরূপে দোষ সকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচারেই সেই জ্বর পুনর্ব্বার আগমন করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বরে কষ্ট ভোগ করিয়া দুর্ব্বল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার জ্বর একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনাশ হয়; কিংবা দোষ সকল ক্রমশঃ ধাতুসমূহে পরিপাক পাইয়া জ্বর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা, অরুচি, কণ্ডু, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্নিমান্দ্য ইহার মধ্যে কোন না কোন একটী উৎপন্ন হয়।

পুনরাবৃত্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং তিক্ত ঘৃত অত্যন্ত হিতকর। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের কিংবা মেষের চর্ম্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এবং নিম্বপত্র, মধুযোগে ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে।

পিপ্পলী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপালী, এই সকলের

অঞ্জন চক্ষে প্রয়োজ্য। চিরতা, কট্‌কী, মুথা ক্ষেৎপাপ্‌ড়া এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে। ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও সময় সময় রোগের শান্তি হইতে পারে; কিন্তু পথ্যের প্রতি অবহেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জ্বরে পরিষেক, প্রদেহ, স্নেহপান, সংশোধকঔষধ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, তুষারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জ্বরের মধ্যে পাচন, জ্বরের অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বর মুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বজ্বরেই পিপাসা রোধ করিয়া একেবারে জল পান না করা অনুচিত। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে প্রাণ ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিপাসা সহ্য করা ও বায়ু সেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও করা যাইতে পারে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান করা উচিত নয়। বাতশ্লৈষ্মিক এবং কফ জ্বরে গরম জল হিতকর, তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমকারক এবং দোষ ও স্রোতঃসমূহের মৃদুতা-সম্পাদক।

পণ্ডিতগণ জ্বরের আরম্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর, দ্বাদশরাত্রির পর জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকেন।

বাতজনিত জ্বরে সপ্তমদিবসে, পিত্তজজ্বরে দশমদিবসে, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশদিবসে ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে ঔষধ পান করাইবে; সাতদিবসের মধ্যেও যদি নিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন, বাতজ্বরে গুলঞ্চ, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিয়া অথবা ইন্দ্রযবকৃত পাচন সপ্তমদিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ঔষধ সেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক যথোচিত চিকিৎসা করিবেন।

* রোগী অধিক দুর্ব্বল না হয়, এইরূপ লঙ্ঘন দিয়া চিকিৎসা করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন দিবে, কিন্তু লঙ্ঘন ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ইহাদিগকে উপবাস করাইবে না। ইহাদিগকে সামজ্বরে পাচন ও নিরামজ্বরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নমণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে।

আমজ্বরে দোষাপহারক ঔষধ পান করান কর্ত্তব্য নহে। উপদ্রবহীন আমজ্বরে পাচন ব্যবস্থেয়। শুণ্ঠী, দেবদারু, রৌহিষ (অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কহে।

কৃশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আরগ্বধাদি পাচন বাতজ পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ জ্বরেই হিতকর।

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর, উপোষিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ঔষধ অপ্রশস্ত। নিম্বাদিচূর্ণ, হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

উদকমঞ্জরীরস সেবন করিলে অতি উগ্রতর সন্তোজ্বরও একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরধূমকেতু আদার রসসহ তিন দিবস সেবন করিলেই নবজ্বর; এবং মহাজ্বরাঙ্কুশ দুই রতি প্রমাণ লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরঘ্নীবটিকা, নবজ্বরহরবটী প্রভৃতি ঔষধ নবজ্বরনাশক। শ্বাসকুঠাররস সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন। হুতাসনরস ও রবিসুন্দররস সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রসপর্পটী প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস দোষ ও মলের পাক হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান করা যাইতে পারে।

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভাজা জীরাচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয় এবং মনের প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাত ও কফজন্যজ্বর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদ প্রদান করিলে স্রোতঃসমূহের মৃদুতা সম্পাদন ও অগ্নি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজ্বরে পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-সাধিত রক্ত-

শালি তণ্ডুল-কৃত পেয়া পান করিতে দিবে। কাস, শ্বাস বা হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীসাধিত পেয়া আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত।

চতুর্ভদ্রিকা ও অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর উপশান্ত হয়।

পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাদিকাথ, চিরাতাদিকাথ, দশমূলীকাথ প্রভৃতি সেবনে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বিনষ্ট হয়। এই জ্বরে বালুকা-স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্য্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীকল্ক প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক।

ত্রিদোষ জ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা প্রশমিত হইলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন (কফ নির্গম), অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাতজ্বর পুনরায় বৰ্দ্ধিত হইয়া, হয় উপশান্ত হয় নতুবা রোগীকে বিনাশ করে।

সন্নিপাত জ্বরে যাহার পিপাসা, পার্শ্ববেদনা ও তালু শোষ থাকে, তাহাকে অপক্ব শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন-রূপেই উচিত নহে।

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বরের উপশম হইতে পারে। মৃতসঞ্জীবনীবটিকা, ত্রিনেত্ররস, ভস্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস, অমৃতাদিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সন্নিপাতজ্বরনাশক।

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শৃঙ্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে প্রযুজ্য।

পিপ্পলী, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, করঞ্জবীজ, ধুস্তূরবীজ, আম-লকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু ও শুণ্ঠী এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

আগন্তুক জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। ব্যধ, বন্ধন, শ্রম, বৃক্ষাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসযুক্ত অন্ন দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। পথপর্য্যটন হেতু জ্বর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। ঔষধিগন্ধজ জ্বরকে সর্ব্বগন্ধকৃত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। সহদেবার মূল যথাবিধানে কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের মধ্যে ভৌতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর প্রায়ই সান্নিপাতিক। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ততাদি পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্য্যয় 'চাতুর্থকবিপর্য্যয়' নামক জ্বরও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জ্বর মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি এবং অন্ত দিবসে থাকেনা। যে জ্বর মধ্যে একদিবস হইয়া আদ্য এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়' বলে।

বিষম জ্বরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

যে বিষমজ্বরে শরীর গুরুতর অথচ ঘর্ম্মদ্বারা প্রলিপ্তের ন্যায় বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই অল্প বেগের সহিত জ্বর অবস্থিতি করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজ্বর কহে।

সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় সেবন করাইয়া জ্বরের শমতা সাধন করিবে।

শুণ্ঠীকাথ, ভূর্জ্জলজেতারস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ প্রভৃতি সেবনে দুষ্ট জল জন্য (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্য) জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যে জ্বরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জ্বর সাধ্য।

জ্বরের উপদ্রব ১০টী—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ।

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটী অচিরে জীবন ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা উচিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোৎস্নী (ঝিঙ্গা), কাঁকড়া-শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পুষ্করমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমল্লীর বীজ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়।

বামনহাটী, নিম্ব, মুথা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ-ছাল, রাস্না, দুরালভা, পলতা, পারুল, শঠী, গোজিহ্বা, রাখালশশা, তেউড়ী, ব্রাহ্মীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়।

পিপুল, জায়ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। একখানি দা বনঘুটের অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পঞ্জরদেশ দগ্ধ করিলে শ্বাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়।

আদার রস দ্বারা নস্ত করিলে এবং মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নিবৃত্ত হয়। শীতলজল চক্ষুতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ু সেবন এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করাইলেও মূর্চ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আদার রস, অম্লরস এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা বিট্লবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন প্রশান্ত হয়।

গোড়ানেবু, ছোলঙ্গনেবু, দাড়িম, কুল এবং পালং এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

বলবান্ ব্যক্তিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা বিধেয়। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুথা, চিরাতা, নিম্ব, আতইচ এবং শুঁঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চি ও মুত দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। আকন্দ, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতীসারনাশক। হরীতকী, সোঁদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ সেবন করিলে মলরুদ্ধতা নষ্ট হয়।

সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্ত করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্ত করিলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়।

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা বাসকপাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কায়ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস প্রশান্ত হয়।

দাহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বহির্বেগজ্বর এবং প্রাকৃত জ্বর (অর্থাৎ বর্ষা শরৎ ও বসন্তকালে যথাক্রমে বাতজ পিত্তজ ও কফজ্বর হইলে) সুখসাধ্য। প্রাকৃতজ্বরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে।

বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তর্ব্বেগ জ্বরও কষ্টসাধ্য।

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ-রাত্রিক জ্বর অসাধ্য। যে বলবান্ জ্বর কর্ত্তৃক রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীমন্তবৎ হয়, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর আভ্যন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে।

জ্বরের পূর্ব্বে জ্বরের মধ্যে অথবা জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

যে জ্বর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্ হয় এবং বহু লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে জ্বরের উৎপত্তি মাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বিনাশ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে ব্যক্তি জ্বরে হতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উত্থান-শক্তি না থাকা প্রযুক্ত পতিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহ্য শীতদ্বারা পীড়িত হয়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

যে জ্বররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাঙ্ঘাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, তাহার জীবনে আশা নাই। যে জ্বরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মূর্চ্ছা, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্বর রোগীর প্রাণনাশ করে। যে জ্বরে রোগীর প্রভা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের সহিত গম্ভীর জ্বর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জ্বরে শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রাণনাশক।

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বর অথবা দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর হয়, তাহার জ্বর অসাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ ব্যক্তি গম্ভীর জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

যে জ্বর প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ হয়, সেই জ্বর সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে।

য়ুরোপে ও আমেরিকায় চিকিৎসা সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। এলো-

প্যাথি মতে জ্বরের নিদান ও চিকিৎসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

জ্বর কাহাকে বলে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্ম্মণ দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকো (Vircho) বলিয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত ঝিল্লী (Tissues) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্ব্বোক্ত কারণ দুইটাকেই অস্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাতেই জ্বর হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংস হেতু দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধিকেই জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায়। জ্বর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং স্বেদনির্গম ও মূত্রাদির ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সজ্বটিত হয়, তাহার মধ্যে জ্বররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জ্বরভুক্ত রোগীর সংখ্যা সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা অদ্যাবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্‌সিসাই (Lancisi) বলেন যে, উদ্ভিজ্জাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়।

২। ডাক্তার কটক্লিফ (Cutcliff) স্থির করিয়াছেন যে সমতল ভূমি, নিম্ন ভূমি, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ আর্দ্রতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে রীতিমত বাষ্পোদ্গম রোধ করে, তবে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

৩। ডাক্তার স্মিথ (Dr. Smith) বলেন, মৃত্তিকা যত আর্দ্র হইবে এবং সেই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উত্থিত হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে।

৪। ডাক্তার ওলড্‌হাম (Oldham) বলেন, শীতলতার হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্রাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইবে।

৫। ডাক্তার মুর (Dr. Moor) স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। "ম্যালেরিয়া" একটী ইতালীয় শব্দ; ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

(ক) বাসবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ পয়োপ্রণালী পরিষ্কার রাখা ও যাহাতে পুষ্করিণীর জল লতাপাতা পচিয়া নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা কর্ত্তব্য।

(খ) অগ্নি ও ধুমদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়।

(গ) বাটীর চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বারা দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে যতদূর সম্ভব বস্ত্র দ্বারা নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ্ণ রৌদ্র এবং হেমন্তের দুরন্ত শিশির জ্বররোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

(ঙ) প্রত্যূষে কোথাও যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত।

(চ) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত। এই সময়ে ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। হেলেঞ্চা, পল্‌তা প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-সমুদ্ভূত জ্বর সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—১ সবিরাম জ্বর (Intermittent fever) ও ২ স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)।

সবিরাম জ্বর। এই জ্বরকে পর্য্যায়-জ্বর বলা যায়। এই জ্বর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়; জ্বরের বিরামাবস্থায় রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। এই জ্বরের কারণ দ্বিবিধ—পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদ্দীপক।

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক সুরাপান, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি; (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা; (গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস; এইগুলিই এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

দুর্ভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গারক (Carbon) বা অণ্ডলাল (Albumen) মিশ্রিত খাদ্যাদি ভক্ষণ, উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত জলপান, উত্তরপূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন প্রভৃতি এই জ্বরের উদ্দীপক কারণ।

লক্ষণ। এই জ্বরে তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে, যথা—শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক্ আকুঞ্চিত হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মস্তকবেদনা, বিবমিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চন হেতু নাড়ী বেগবতী ও সূত্রবৎ ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্দ্ধঘণ্টা হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়। তখন শারীরিক শীতলতা বিদূরিত হইয়া ত্বক্ উত্তপ্ত, শুষ্ক ও উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী স্থূলা ও পূর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত এবং প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়াবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জ্বর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জ্বালা উৎপন্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্ব্বে দুর্ব্বল থাকিলে অথবা প্রাচীন হইলে কখন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া পড়ে। প্রলাপ, উদরস্ফীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে প্লীহা ও যকৃতের প্রদাহ এবং কখন কখন জ্বরকালে উদরাময় আসিয়া উপনীত হয়।

প্রকারভেদ—সবিরাম জ্বর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা—কোটিডিয়ান (Quotidian), টার্শিয়ান (Tertian) ও কোয়ার্টন (Quartan)। যে জ্বর প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ঐকাহিক (Quotidian), যাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক (Tertian) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক নির্দ্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুর্থিক (Quartan) জ্বর কহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম জ্বরের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রাতে, ত্র্যহিক বেলা দ্বিপ্রহরে এবং চাতুর্থিক অপরাহ্ণে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কখন কখন দুইটী পর্য্যায় এক দিবসে ঘটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে জ্বর আরম্ভ হইয়া বৈকালে মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকার জ্বরকে ডবল কোটিডিয়েন কহে। এইরূপ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জ্বরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সবিরামজ্বর কখন কখন স্বল্পবিরাম জ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজ্বর সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম উপস্থিত হয়, কিন্তু স্বল্পবিরাম জ্বরে সেরূপ হয় না। শারীরিক তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। সবিরামজ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

১। এই জ্বরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা পরে পরে সমভাবে উপস্থিত হয়।

২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে এবং কম্পের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়।

৩। ঐকাহিকজ্বর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মগ্ন হয়। জ্বর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

৪। এই জ্বরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয় যে তাপমানযন্ত্রের পারদ ১০৫° হইতে ১০৮° পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া থাকে ও রোগী তখন শীতবোধ করে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। এই জ্বরে সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও সমভাবে কখন প্রকাশ পায়না।

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্যরূপ প্রকাশ পায়, কখন বা আদৌ প্রকাশ পায়না। শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত হয় না।

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ঘর্ম্মাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। ১, যদি রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর হয়, তবে তৎসংশোধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, ঝিল্লীর (Tissues) ধ্বংশ হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে উত্তেজক ঔষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যক। ৪, জ্বরের শান্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্দ্ধনার্থ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত বলকারক ঔষধ (Tonic) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থার পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করা উচিত।

১ম—শীতলাবস্থা। যাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার

উপায় করা কর্ত্তব্য। সামান্য শীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ কম্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা ও সেবনার্থ গরম জল, গরম চা, গরম কাফি কিংবা কর্পূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থায় রোগীর দুই বগলে দুইটী গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে দুই-খানা করিয়া চারিখানা রাইসরিষার পলস্তা এবং নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিতে দিবে।

টিংচর মস্ক	...	...	১৫ বিন্দু।
টিং সিন্‌কোনা কম	...	...	৩০ „
ভাঃ গ্যালিসাই	...	...	৩০ „
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	...	...	১৫ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা।

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শুঁটের গুঁড়া উত্তমরূপে মালিস করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ মর্দ্দনার্থ দিবে।

ক্লোরোফর্ম	...	...	৩ ড্রাম।
লিঃ সেপ্‌নিস্	...	...	৪ „

মর্দ্দনের জন্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জ্বর আসিলে কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জল সিঞ্চন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১০ গ্রেণ।
টিং বেলেডোনা	...	...	৫ বিন্দু।

একোয়া এনিসি মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম—এক মাত্রা।

বালকদিগের জন্য—

টিং বেলেডোনা	...	...	অর্দ্ধবিন্দু।
পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১ গ্রেণ।
সস্ক কোনাই	...	...	৩ বিন্দু।
মৌরি ভিজান জল	...	...	১ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারম্ভ হইতে রোগীকে ১৫।২০ বিন্দু লডেনম (টিং ওপিয়াই) সেবন করাইলে কম্প সত্বর দূরীভূত এবং জ্বরের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ মেরুদণ্ডের উপর মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প দূর হয় এবং জ্বরও কমিয়া যায়।

লিঃ সেপনিস্	...	...	৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই	...	...	„ „

মর্দ্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২য়—উত্তাপাবস্থা। এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নহিলে দিবেনা। পিপাসা থাকিলে স্নিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে*। যদি অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে ঈষদুষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে এবং তাহাতে গাত্রমার্জ্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে।

যদি রোগী মস্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটী লাগাইবে। ইহাতে যদি উক্ত লক্ষণদ্বয় নিবারিত না হয়, তবে পূর্ব্বকথিত পটাসব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

ম্যাগনেশিয়া সলফ্	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর	...	...	১৫ বিন্দু।
ভাইনাম ইপিক্যাক	...	...	৫ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
সিরপ্ লিমন্	...	...	২ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

* নিম্নলিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিবে।

ডাবেরজল বা গোলাপজল	...	...	২ ঔন্স।
ক্রিষ্টাল সুগার	...	...	২ ড্রাম।
সোডা বাইকার্ব্ব	...	...	২ স্কু।
অইল লেমনিস্	...	...	১ বিন্দু।

এই কয়েকটী দ্রব্য একটী পাথরবাটী কিংবা মাটির পাত্রে গুলিয়া লইবে। ঐরূপ আর একটী পাত্রে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড গুলিবে: তদভাবে পাতি কিংবা কাগজীনেবুর রস অল্প পরিমাণে লইবে। পরে পাত্রদ্বয় রোগীর সম্মুখে লইয়া, উভয় পাত্রস্থ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা ৮।১০ দিন জ্বর ভোগ করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র ৪।৬ ড্রাম এরণ্ডতৈল (Castor Oil) জ্বর বিচ্ছেদকালে সেবন করাইবে। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

পটাস্ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস্ এসিটাস্	...	...	৭ „
টিং সিনকোনা কম	...	...	২০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	১০ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
কর্পূরের জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। আবশ্যক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। এই ঔষধটী অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রস সকল দূরীভূত হয়।

সিরপ্ রোজি	...	...	১ ড্রাম।
পটাস্ নাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
টিং হায়োসায়ামস্	...	...	১০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথর	...	...	২০ „

ডিকক্‌সন্ সিনকোনা মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স, এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

জ্বরের সহিত গাত্রে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে উপকার হইতে পারে।

গাত্রে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়োসায়ামস্ উঠাইয়া দিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদি রোগী জ্বর ও উদরাময় পীড়া এককালে ভোগ করিতে থাকে; তবে নিম্নলিখিত মিশ্র ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

লাইঃ আমনিয়া এসিটেটিস্	...	১	ড্রাম।
ভাইনাম্ ইপিকাক্	... ...	৮	বিন্দু।
বিসমথ নাইট্রাস	... ...	৮	গ্রেণ।
টিং কার্ডেমম কম	... ...	৩০	বিন্দু।
——কাইনো	... ...	১০	„
——ক্যাটিকিউ	... ...	২০	„
মৌরির জল	... ...	১	ঔন্স।

একমাত্রা। বিসমথ্, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই কয়েকটী ঔষধ উদরাময়-নিবারক।

৩য়—ঘর্ম্মাবস্থা। এই অবস্থায় জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া জলসাগু, দুধসাগু বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর গা মুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। জ্বরের হ্রাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। ইহার প্রয়োগের মাত্রা বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। অবস্থা বিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ সেবন করান যাইতে পারে। যে সকল জ্বরে কোলাপ্স (পতনাবস্থা) হইবার সম্ভাবনা, সেই জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন্ ব্যবহার করা উচিত নয়।

এরূপ অবস্থায় এক বা দুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রাণ্ডী বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধের সহিত সেবন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারান্তে সেবনীয়—মাত্রা ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জল শ্বেতবর্ণ কাঁটা দ্বারা আবৃত, যোজকত্বক্ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদনা অনুভব, বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সপর্য্যায় জ্বরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় স্তালিসিন অথবা ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফেট অব বিবারিণ সেবন করা যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্‌নিয়েরি বলেন, দেশীয় নেবুর ক্বাথ (Decoction of Lemon) কুইনাইনের ন্যায় জ্বরঘ্ন। জ্বর আসিবার ৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ইহা সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, এই ক্বাথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে। জ্বর আসিবার এক অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১৫।২০ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় রিজর্সিন (Resorcin) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। সবিরাম জ্বরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে, ইহার সহিত সাইট্রিক এসিড, একস্‌ট্রাক্ট কলম্বা, চিরতা, ট্যারেক্‌সিকম, কন্‌ফেকসন্ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই কয়েকটী ঔষধের যে কোন একটীর ২।১ গ্রেণ মিশাইয়া লইলেই চলিতে পারে।

জ্বরের বিকৃতাবস্থার চিকিৎসা।—জ্বর বিচ্ছেদে রোগী হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ম্মনিবারণার্থ যে ব্রাণ্ডী ও মৃগনাভী মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫।৭ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সলফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় জ্বর

আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ অবস্থায় পথ্যের জন্য মাংসের কাথ, দুগ্ধ, বেদানা, সাগু, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থেয়। যদি জরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন বা ভুক্তসামগ্রী বমি হইয়া উঠিয়া পড়ে। তবে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত না হয়, তবে নাভির উপর কড়ার নিম্নে একখানি রাইসরিষার পলস্তা দিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী সেবন করাইবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল		...	২ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	...	...	১০ "
সিরপ লেমন	...	...	১ ড্রাম।
গোলাপ জল	...	...	১ "

চোয়ান (Distilled) জল মিশাইয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যানুসারে ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি ইহাতেও ঔষধ উঠিয়া যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেতসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা ত্বক্‌ভেদ করিয়া 'হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ' দ্বারা নিউট্যাল কুইনাইন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত।

জ্বররোগীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও জিহ্বা স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে রোগীর স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হইয়াছে। মস্তিকাবরণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী, হস্ত ও জিহ্বা উগ্রকার্য্য করিবার ভাব ধারণ করে। মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া থাকে যে স্বাভাবিক দুর্ব্বল রোগীকেও ৩।৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মস্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের জন্য পূর্ব্বে যে গ্যালিসাই ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ মাংসের কাথ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বে যে ব্রোমাইড পটাশ সংযুক্ত ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে; মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে মস্তকে রাইসরিষার পলস্তা দিবে।

সবিরাম জ্বরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ম্যালেরিয়াই যকৃৎ-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। প্লীহা ও যকৃৎ আক্রান্ত রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [প্লীহা ও যকৃৎ শব্দ দেখ।] সবিরাম জ্বরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃঙ্খলা হেতু পাণ্ডু, ন্যাবা বা কামল (Jaundice) উৎপন্ন হয়। যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বা হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে। [পাণ্ডু শব্দ দ্রষ্টব্য]।

যে সকল সবিরামজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রস্ত, তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর তার্পিণ তেলের স্বেদ দিতে হয়।

পুরাতন জ্বর (Chronic fever)—এই জ্বরে সময় সময় প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই বর্দ্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া আইসে—পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করায় রক্ত কণিকার হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শাদা হয়। শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, অজীর্ণ, বমন, অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদাদিতে শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। রোগী যদি জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মিশ্রটী জ্বরের বিরাম অথবা হ্রাসাবস্থায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কুইনাইন	...	...	২॥০	গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	...	...	৫	বিন্দু
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৪	গ্রেণ
ভাঃ রুবরম	...	...	॥০	ড্রাম
টিং নক্সভমিকা	...	...	৩	বিন্দু
চোয়ান জল (Distilled water)		...	৪	ড্রাম।

একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জ্বর ভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার

না থাকিলে এই ঔষধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে—

কুইনাইন ...	...	২ গ্রেণ।
ফেরি সল্‌ফ ...	...	২ "
পল্‌ভ্ কলম্বা ...	...	২ "
— জিঞ্জর ...	...	২ "

একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রত্যহ সেবনীয়। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন লাগাইবে। যদি নাসিকা, দন্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ৩০।৪০ বিন্দু টিংচর ফেরিপার-ক্লোরাইড এক ঔন্স শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ (Condy's fluid) দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে—

কার্ব্বলিক এসিড ...	...	১ ড্রাম।
চোয়ান জল ...	...	১ পাইন্ট

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকা উচিত। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন ঔষধ দ্বারা জ্বর নিবারণ করা উচিত; যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অত্যল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিবে।

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর ষ্টীল ও এক ঔন্স ইনফিউসন কলম্বা একত্র করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকালে সাগু, বার্লি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিরত হইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের অন্ন, মুদেগর দাইল, ডাল্লা ও মদ্গুর মৎস্যের ঝোল এবং রাত্রি-কালে দুধসাগু ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। রোগীকে কোন প্রকারে ঘন দুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। ১০।১২ দিবস অন্তর গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)—এই জ্বর ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। সবিরাম জ্বরাপেক্ষা এই জ্বর যে গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য (Simple) ও জটিল (Complicated)। যে স্বল্পবিরাম জ্বরে সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জ্বরের কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরৎকালেই এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই জ্বরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরাম জ্বর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই জ্বরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (Remission) দেখা যায় না, অতি অল্পমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর স্বল্পবিরাম জ্বরের রেমিশন (বিরাম) প্রাতঃকালে হইয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার পর পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের ভোগকালের কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১।২২ দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, পাকাশয় ও যকৃৎ বেদনা, বিবমিষা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, স্বল্প প্রস্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম, নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, যৎসামান্য বিরাম হইয়া অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এই জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে চর্ম্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও অপরিষ্কৃত, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দন্তে মল সঞ্চয়, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও পরিশেষে অচৈতন্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ। এই জ্বরে নানাপ্রকার উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে—

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা দুইপ্রকারে সঙ্ঘটিত হয়—

(ক) রক্তাধিক্য (Congestion of blood) রক্তসঞ্চালনের অত্যধিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। এই অবস্থায় শিরঃপীড়া, রক্তিম চক্ষু, সঙ্কুচিত কনীনিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও শঙ্খদেশের ধমনীসমূহের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়।

(খ) শোণিত মোক্ষণ (Depletion of blood) হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মৃদু প্রলাপ বকিতে থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুষ্ক ও কম্পিত জিহ্বা, তন্দ্রা, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

২। মস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ (Meningitis) এই প্রদাহ উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে যাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত পদাদির পেশীসমূহে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্দ্রা ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়।

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ।

(খ) ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা। ইহাতে বমন, বিবমিষা ও হিক্কা উপস্থিত হয়।

৬। যকৃতের রক্তাধিক্য বা পাণ্ডু।

৭। প্লীহা-বিবৃদ্ধি।

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণমূলের প্রদাহ হেতু পূযোৎপত্তি হয়।

৯। যকৃৎ, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্য হেতু সময় সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়।

১০। বৃক্ককে (Kidney) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনিউরিয়া (সাগুশুক্রমূত্র) দৃষ্ট হয়।

১১। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ে পর্য্যায়ক্রমে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে।

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের উপর বেদনা হয় ও গ্যাসট্রেলজিয়া (Gastralagia) উৎকাস প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন ও ভেদ হয়।

স্বল্পবিরাম জ্বরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে ও উপসর্গাদির যত হ্রাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই নিকটবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জ্বরঘ্ন মিশ্র (Fever mixture) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, স্বল্পবিরাম জ্বরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে।

এসিড টার্ট্রেট অব পটাশ	...	১ ড্রাম।
লেমন অইল	... ...	২ বিন্দু।
চিনি	... ...	১ আউন্স।
জল	... ...	২৪ "

একত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে কম্পাউণ্ড জলাপ পাউডার (Compound jalap powder), এরণ্ডতৈল (Castor oil) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি বিবমিষা থাকে, তবে ৫।৭।১০ গ্রেণ পরিমাণে পল্‌ভ ইপিকাক (Pulv. Ipecac) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত পুরিয়া উপর্য্যুপরি ২ দিন দিবাভাগে দুইটী করিয়া মুখের মধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

কেলমেল (Calomel)	... ...	২ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিকাক	... ...	।০ "

একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে বমনকারক বা বিরেচক ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উষ্ণজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া শরীর শীতল হয়। বর্দ্ধিত তাপ কমাইবার জন্য কখন কখন টিংচর একোনাইট (Tr. aconite) ২ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতিশয় গাত্রদাহ থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষ্ণ জল একত্র মিশাইয়া তদ্দারা গাত্রধৌত করাইবে। এইরূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড (Tr. cinchona compound), ক্লোরিক ইথর (Chloric ether) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। তন্দ্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে সর্ষপপটী (Mustard plaster) এবং মস্তকে শীতলজল অথবা নিম্নোক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে।

এমন মিউরিয়াস্	... ...	১ ঔন্স।
রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট	... ...	২ "
গোলাপ জল	... ...	৮ "

একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া মস্তকে পটী দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ লিটি (Liquor Lytte) ৫।৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে প্রয়োগ করিবে। যদি হিক্কা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের জল অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	... ...	৫ গ্রেণ।
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল	...	৩ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম্	... ...	১৫ "
লাইঃ মর্ফি হাইড্রো-ক্লোরেটিস্	...	১৫ "

জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স। একত্র এক মাত্রা ১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে; তার্পিণ তৈল সামান্যরূপে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ কোন উপকার না হয়, তবে তার্পিণ তৈল ও হিঙ্গুর অরিষ্ট (Tr. assafœtida) পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্নের যে কোন ঔষধটী ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

টিংচর কাইনো	...	...	॥০ ড্রাম।
বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	১০ গ্রেণ।
মিশ্চিউরা ক্রিটি	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। অথবা—

সোডি বাইকার্ব্ব	...	...	২ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	॥০ "
বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ "
মর্ফিয়া	...	...	৶০ "

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা।

রক্তামাশয় থাকিলে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
কুইনাইন	...	...	২ "
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	।০ "
——ওপিয়াই	...	...	।৵০ "

একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২।৩টী।

জ্বরের হ্রাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যদি অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট আমোনিএরোমাটিকস		...	১৫ বিন্দু।
——নাইট্রিক ইথর	...	...	১৫ "
ভাইনম্ গ্যালিসাই	...	...	২ "
টিংচর মস্ক	...	...	১৫ "

কর্পূরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ২।১।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বর্দ্ধিত বোধ করিলে তদুপরি গরম জলের স্বেদ দিয়া অথবা টিংচর বা লিনিমেণ্ট আইওডাইনের প্রলেপ দিয়া নিম্নলিখিত মিশ্র জ্বরকালে সেবন করিতে দিবে।

এমন্ মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ব্রোমাইড	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৭ "
ডিঃ সিন্‌কোনা	...	...	১ ঔন্স।

এক মাত্রা। দিবসে ৩।৪ মাত্রা সেবনীয়। জ্বরের বেগ-মন্দীভূত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে—

কুইনাইন	...	...	২ গ্রেণ।
ডাঃ সলফিউরিক এসিড		...	১০ বিন্দু।
ফেরি সল্‌ফ	...	...	২ গ্রেণ।
ম্যাগনেসিয়া সলফাস্	...	...	২ "
টিংচর সিনামন কম	...	...	½ ড্রাম।
চোয়ান জল	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়া সলফাস্ পরিত্যাগ করিবে। Syrup of lactate of Iron, Phosphate of Iron, অথবা Ferri iodide সেবন করাইলে অনেক সময় প্লীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যকৃতের বিবৃদ্ধি হইলে তদুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে সর্ষপ পলস্তা ব্যবহার করিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে—

এমন মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
লাঃ ট্যারেকসিকম	...	...	২০ বিন্দু।
ডাঃ নাইট্রিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড		...	১০ "
ইনঃ চিরেতা	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। এই জ্বরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাইনাম্ ইপিকাক্ ৫।১০ বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ½ ড্রাম, কুইনাইন মিশ্র অথবা জ্বরঘ্নমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া সেবন করাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধাদি সেবন করিয়া জ্বর মুক্ত হইবার পরও কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। কারণ সবিরাম জ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া পড়ে। জ্বর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ঔষধাদি সেবনে বিরত থাকিলে, পুনরায় জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ কুইনাইন সেবনে জ্বর ২।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। জ্বর সম্যক্ প্রকারে নাশ করিবার জন্য কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; নতুবা কুইনাইন বন্ধ

জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রত্যহ নিয়মানুসারে এটকিন্স্ সিরাপ সেবন করা উচিত। নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জ্বর হইবার কে ন আশঙ্কা থাকে না।

কুইনাইন	... ...	১॥০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক্ এসিড	.. ...	১০ বিন্দু
টিং ফেরিপারক্লোরাইড	...	১০ "
টিং নক্সভমিকা	... ...	৩ "
টিং কলম্বা	... ...	১৫ "
ইনঃ কোয়াসিয়া	... ...	৪ ড্রাম।

একত্র এক মাত্রা।

অবিরাম জ্বর (Continued fever)—এই জ্বর স্থূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—১ সামান্য অবিরাম জ্বর (Simple continued fever), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever), ৩ আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever), ৪ পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)।

সামান্য অবিরাম জ্বর—শীতলতা, আর্দ্রতা ও অতিশয় উত্তাপ হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জ্বর জন্মিয়া থাকে। এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না।

নিদান। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে রোগী আলস্য, মস্তক ও সমস্ত গাত্রে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জ্বর প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ত্বক্ উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জ্বর প্রকাশের পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে।

শারীরিক উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই জ্বরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিংবা উদরাময় হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে, রোগীর জীবন-নাশ হইতে পারে। বালকদিগের দন্তোদ্ভেদকালে অথবা অন্ত্র মধ্যে কৃমি থাকিলে এই জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া (এপশম্ সল্ট) ৪ ড্রাম, অথবা সিডলিজ পাউডার ব্যবস্থেয়। অন্ত্র পরিষ্কার হইলে নিম্নের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস্	...	২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	... ...	॥০ "
ভাইনম্ ইপিকাক	... ...	৮ বিন্দু
পটাশ নাইট্রাস্	... ...	৪ গ্রেণ।

কর্পূরের জল সংযোগ করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স একমাত্রা। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দন্তোদ্গমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিবে। অন্ত্রে কৃমি থাকিলে বয়সানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া রাত্রিকালে, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত স্যাণ্টোনাইন দিয়া, প্রাতে এরণ্ডতৈল দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করাইবে। যখন জ্বরের বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে।

মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever)। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে এই ব্যাধি আদৌ ছিল না; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বর আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্ব্ব হইতেই শীতাদ (Scurvy) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, সর্ব্বদা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্ক জ্বর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১ Typhus abdominalis, ও ২ Typhus exanthematicus; শেষোক্ত প্রকার জ্বর ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে।

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় শিরোবেদনা, আলস্য, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জ্বরের প্রথম লক্ষণ। আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শয্যাশায়ী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একবার অদৃশ্য হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুট হয়। ইহাদের সংখ্যানুসারে পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অল্প

কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। ২।৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। নাড়ীর দ্রুতগতি, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদির কম্পন, শয্যান্বেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদর স্ফীতি, কাস, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়; কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বর আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মস্তিক্ জ্বর মসূরিকা ও আরক্ত জ্বরের (Scarlet fever) ন্যায় বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্বাস্থ্যোপযোগী নিয়মসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, শয্যা পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের জনতা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি রাখিবে না। দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিতন (Chlorine) অথবা অন্যবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে। রোগীর সন্নিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্য বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ঔষধাদি সেবন করাইবে। জ্বররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত। আরারুট, মাংস (অভাবে মৎস্যের ক্বাথ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে সাগু, আরারুট বা ক্বাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং Exshaw brandy মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এক সময়ে অধিক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ পুনঃ পথ্য দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে অন্ত্র ফুট হইবার সম্ভাবনা। এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা করা যাইতে পারে; এই জন্য রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য দেওয়া আবশ্যক। রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়া আহার করাইবে।

মস্তিক জ্বর বালকদিগের পক্ষে তত সঙ্কটজনক নহে। ডাক্তার অলিসন্ (Dr. Alison) এই রোগে মৃত্যুসংখ্যার নিম্নলিখিতরূপ তালিকা দিয়াছেন—

বয়স	আক্রমণ	মৃত্যু
১৫ বৎসরের ন্যূন	৮৩	২
১৫—৩০	১৪৯	১১
৩০—৫০	৯৩	১৭
৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ	১৭	৭

বয়সের আধিক্যের সহিত এই জ্বরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ অধিকতর সাঙ্ঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও যাহারা তামাকু সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই জ্বরে আক্রান্ত হয় না, ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক মস্তিষ্কজ্বর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঔষধ প্রয়োগে এই জ্বরের তত উপশম দেখা যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। যাহারা এই রোগে অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্ম্মের মধ্যে অতি পাতলা রক্তাম্বুস্রাবী পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিল্‌ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই জ্বরে স্নায়বিক সংস্রাস হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে।

আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever)—এই জ্বর কাহাকেও হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মস্তক-বেদনা, হস্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ এবং পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে রাত্রিকালে দুই একটী করিয়া মৃদু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ উচ্চারণ করিতে থাকে। জিহ্বা ক্রমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও ফাটা ফাটা এবং দন্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ও অতিসার এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

জ্বরের বেগ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে অধিক এবং প্রাতে অল্প হয়। অতিসার উপস্থিত হইয়া সামান্য পীড়ায়

প্রতিদিন ৭।৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে ২৫।৩০ বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—নিম্নে সার এবং উপরে তরলাংশ থাকে।

আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, কর্কশ শ্বাসশব্দ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে মৃত্যু হইলে মধ্যান্ত্র-স্বচ্-গ্রন্থি ও প্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অথবা চৌরস্ নহে, তাহা গোলাকার। চাপ দিলে উদ্ভেদগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যহ অথবা দুইদিবস অন্তর নূতন উদ্ভেদ জন্মে। সাধারণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। রোগের সপ্তম ও চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জ্বরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিবসে ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়।

এই জ্বর সাঙ্ঘাতিক হইলে অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অক্ষিপুত্তলিকা প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর হইতেও রক্তস্রাব হয়। আরোগ্যোন্মুখ পীড়ায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর, উদরাময় ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারীরিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে. তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এই জ্বরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ সপ্তাহে অন্ত্রে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী সান্নিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশা করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর মূত্রাশয় ও জিহ্বার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোগীর প্রস্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

আন্ত্রিক জ্বর সংক্রামকধর্ম্মাক্রান্ত। জ্বররোগীর পুরীষে সংক্রামক বীজ থাকে। সুতরাং রোগী যে পাত্রে মলত্যাগ করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার করা উচিত নহে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃদু-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্ত্রিক জ্বরে তাহা ব্যবহার করা যায় না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমোনিয়া (Ammonia) ও মদ্য ব্যবস্থেয়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপসর্গ নিবারণের জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এই জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে রোগীকে ধারাস্নান করাইবে, পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিবে; অথবা তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প বিরেচক ঔষধ সেবন বা উষ্ণজলে স্নান করাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটী উপায়ই অবলম্বন করিবে। কখন কখন স্বেদজনক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঈষদুষ্ণ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্বেগ থাকিলে কোনরূপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রপীড়িত হইলে জলোকা দ্বারা সে স্থানের রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১০ দিবস গত হইলে কিংবা এই জ্বর কাচ্ছপিক মস্তিষ্কজ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্তমোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা। অষ্টাহের পূর্ব্বে ক্যালমেল কিংবা কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। অবস্থা বুঝিয়া তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা কোষ্ঠ কাঠিন্য না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অল্পমাত্রায় কর্পূরের সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। নিম্নলিখিত ঔষধটীও বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়া এসিটেটিস্ ২ ঔন্স।
আমনাইস্ মিউরিয়াটিস্ ৪ গ্রেণ।
সিরপ্ লিমনিস্ ১ ঔন্স।

স্নায়ুমণ্ডল প্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ত্বকের ও অন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পলন্ন্না ব্যবস্থেয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পলন্ন্না ব্যবহার

করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিম্নদেশে কিংবা পায়ের ডিমে পলস্তা লাগাইবে।

এই কালে কর্পূরমিশ্রিত ঔষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা Arnica অথবা Angelica rootএর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উদ্ভ্রাস হইলে Hydrargyrum Cumcreta এবং কাবাবচিনি (Rhubarb) কিংবা ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত শেষোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ দিবসগত হইলেও যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্যমান না থাকে, তবে লিঃ আমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত কর্পূরের মিশ্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। Alkaline carbonates এবং citric acid কর্পূরমিশ্রের সহিত একত্র সেবনেও সুফল হইতে পারে। নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আমোনিয়া এসিটেট্ কিংবা সাইট্রিক্ এসিড ও কার্বনেটের ক্বাথ বা সিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুস্ফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্যে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি শ্বাসকৃচ্ছ্র কিংবা প্রদাহজনিত অন্য কোন উপসর্গ অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর রক্তস্রাব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে Mistura ammoniaci কিংবা Decoctum polygalæ, কর্পূর, আমোনিয়া বা টিংচর ক্যাম্ফরের সহিত প্রয়োগ করিবে। বল হ্রাস হইলে লঘু পথ্যের সহিত মদ্য ব্যবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া Ipecacuanha, ক্যালমেল বা কর্পূরের সহিত এবং অহিফেন বা পোস্তরস ব্যবহার্য্য। শরীর শীতল ও পাণ্ডু, নাড়ী দুর্ব্বল এবং আকৃতির সংকোচ হইলে Blygala, ammonia, camphor, stimulating tonics এবং মদ্য ব্যবস্থেয়। যদি উদর স্পর্শাসহিষ্ণু এবং বায়ুগর্ভ হয়, তবে হিঙ্গু কিংবা extract of rue কিংবা ইহার সহিত উর্দ্ধপক্ষে ২ ঔন্স তার্পিণ মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে camphor এবং extract of poppies সহিত chloruret of lime ব্যবস্থা করিবে। যদি রক্তস্রাব হয়, তবে superacatati of lead with opium কিংবা acetati of morphine অথবা extract of poppy ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

যদি তালু অতিশয় উষ্ণ বা মস্তকে বেদনা হয়, কোন পেশীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, মুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক অবস্থায় মস্তকে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অনুমিত হয়, তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে গ্রীবার পূর্ব্বভাগে, কর্ণের নিম্নে বা পায়ের ডিমে পলস্তা দিবে। এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় কর্পূর Nitric সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় অচৈতন্য, দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, অতিশয় ঘর্ম্ম বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১।৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে। যাহাতে প্রস্রাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্দ্রা লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পলস্তা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের নিম্নপ্রদেশে উষ্ণজল ঢালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। স্নায়বিক অবস্থায় musk, ether, cinchona প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

আন্ত্রিক জ্বরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির উদ্বেগ থাকিলে nitrate of potash কিংবা muriate of ammonia ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা থাকিলে camphor-mixture, solution of the acetate of ammonia, nitrate of potash এবং spirits of ether একত্র ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহে acetate of morphine কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। camphor, ammonia, ethers, musk, valerian, ও opium বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিক্কা দূর হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরণপ্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাধ্মানে ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে সিনকোনা ক্বাথ কিংবা chlorate of potash ও chloric ether মিশ্রিত valerian ব্যবস্থা করিবে। Compound tincture nitrate of potash এবং subcarbonate of sodaর সহিত সিনকোনা-ক্বাথ বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরের অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ২।৩ গ্রেণ কর্পূরমিশ্রিত বটিকা সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্স বলেন, muriate of soda ২০ গ্রেণ, subcarbonate of soda ৩০ গ্রেণ এবং chlorate of potash ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই জ্বর শীঘ্র দূরীভূত হইতে পারে।

মস্তিষ্ক জ্বরের পূর্ব্ব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্রিক জ্বরে বিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তিষ্কজ্বরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। স্নায়বিক অবস্থায় পলস্ত্রা ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এসিটেট্ আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পূর ব্যবস্থেয়। Arnica ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশান্ত হয়। সাধারণতঃ আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এই জ্বরেও তাহা ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। Angelica ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রদাহ হইলে তন্নাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। স্নায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক ঔষধ দিবে। স্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হইলে camphor, ammonia, ether, musk, cinchona, serpentaria, wine, opium মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় phosphorus উপকারী। মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলস্ত্রা ও camphor এবং arnica ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পূযোৎপত্তি হয়, তজ্জন্য পুল্টিসাদি দিবে; কোনপ্রকার পচা ক্ষত হইলে chloride, kreosote, powdered bark, turpentine প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মস্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে belladonna ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আন্ত্রিক জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বার্লি, সাগু বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে। ভুজনলী প্রদাহ থাকিলে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে; কিন্তু ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। স্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু যাহাতে বায়ু দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা বিশেষ পরিষ্কার এবং তাহার জিহ্বা ও মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। ঈষৎ উষ্ণ পানীয় এবং আরারুট অথবা সুপ প্রভৃতি খাদ্য লবণমিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনরূপ ফল খাইতে দিবে না। মস্তিষ্কজ্বরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার ও কথোপকথন করিবে।

আন্ত্রিক, মস্তিষ্ক ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল—

আন্ত্রিক জ্বর।—১, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব বস্তু পচিয়া বায়ু দূষিত করে, সেই দূষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস বায়ু অথবা গাত্রচর্ম্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না।

২, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, গণ্ডস্থল আরক্ত, কণীনিকা প্রসারিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়।

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে।

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধসিদ্ধ চাউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে দুর্গন্ধ হয় না, কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না।

৫, ইহার উদ্ভেদগুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়া চর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অল্পসংখ্যায় পরে বহু সংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়; কিন্তু কখন হস্তপদাদিতে হয় না।

৬, উদরাধ্মান ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়তা নাই।

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

মস্তিষ্ক জ্বর। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অবস্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

২, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্য, কণীনিকা সঙ্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্তু মৃদু লক্ষিত হয়।

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে না।

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তস্রাব হয় না।

৫, উদ্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাযুক্ত। ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম্ম হইতে উচ্চশীর্ষ হয় না। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদি প্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৬, উদরাধ্মান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ হয় না।

৭, স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ।

স্বল্পবিরাম জ্বর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে।

২, পাণ্ডু বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায়। বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ।

৩, কখন কখন উদরাধ্মান ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মলের বর্ণ শাদা হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না।

৪, গাত্রে ফুস্কুড়ি বহির্গত হয় না।

পৌনঃপুনিকজ্বর (Relapsing)। এই জ্বর স্বল্পকাল স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্য্যন্ত থাকে। এই জন্য ইংরাজিতে ইহাকে short fever, five or seven day fever অথবা scinocha কহে। এই জ্বর একাদিক্রমে ৫।৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় আবার চতুর্দ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এ জ্বর আদৌ সংক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদূর সংক্রামক যে অনেক সময় পশমনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা অন্য শরীরে পরিচালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল রজক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজ্বর Typhus fever ন্যায় সংক্রামক। এই জ্বরে একই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জ্বর শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ। এই জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শীত, কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্ ঝম্ শব্দানুভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বরে মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে, কখন কখন বা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরাময় জন্মে। এই সময় সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণগুলির হ্রাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জ্বর বৃদ্ধি হয়—শারীরিক উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইয়া থাকে। পঞ্চম দিবসে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে রোগী কেবলমাত্র মস্তকবেদনা অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেতমলাবৃত ও উহার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। রক্তস্রাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে হঠাৎ জ্বর উপশান্ত হয়; কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের সহিত জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় ইহাতে কোনরূপ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র গাত্রচর্ম্ম ও প্রস্রাব পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপসর্গ—এই জ্বরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয়। এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই জ্বরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। জ্বরত্যাগকালে মূর্চ্ছা হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

এই জ্বরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ (urea) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক জ্বরের কারণ; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে উহা নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। এই জ্বরে ঔষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ঔষধ ব্যবস্থেয়। শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। জ্বর যাহাতে পুনরায় না আসিতে পারে, তজ্জন্য কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে শীতল জলের পটী লাগাইবে। মূত্রযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইলে লাইম জুস সেবন করিতে দিবে। দৌর্ব্বল্য এই রোগের সাধারণ ধর্ম্ম; অতএব প্রথম হইতেই সুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে লৌহ ও কুইনাইন ঘটিত বলকারক ঔষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।

বাতিকজ্বর (Ardent fever)। এই জ্বর কোনরূপ বিষ হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রখর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত

পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। দুই তিন দিবস রোগী অনবরত জ্বর ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্দ্রা থাকিলে, দিবাবসানে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই জ্বরে মন্দাগ্নি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজ্বরে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

চিকিৎসা। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শিরঃপীড়া বর্ত্তমানে মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর সুনিদ্রা হইলে এই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বরত্যাগে শরীর দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

নাসাজ্বর (Nasal polypus)। নাসিকাভ্যন্তরে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। এত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় যে শরীর সম্মুখদিকে নত করা যায় না। নাসাজ্বরে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সূচি দ্বারা ছিন্ন করিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে জ্বর ভাল হয়। রক্তস্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে। দুই একদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্যক। যাহারা এই পীড়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি প্রত্যহ মুখপ্রক্ষালন-কালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নস্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ঔদ্ভেদিক জ্বর (Eruptive fever)। শারীরিক রক্ত বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—হাম (measles) এবং মসূরিকা। [হাম ও মসূরিকা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পীতজ্বর (Yellow fever)। আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এই জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্য-দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জ্বরে বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (Dr. Gillkrest) বলেন, "এই জ্বরে শরীর আংশিক অথবা সাধারণভাবে পীত-বর্ণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।" অন্যান্য জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই জ্বরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়।

অনেকে অনুমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রানাডা দ্বীপে এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ব্বে গ্রানাডাদ্বীপে যে সমস্ত মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই জ্বরাক্রমণের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্যে বিশেষ অরুচি জন্মে। সময় সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ডে, পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় দুই প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ অথবা অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মোদ্গম এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। প্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং রোগী পিত্তবমন করিতে থাকে।

সাধারণতঃ এই জ্বর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষু-গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা এবং জঙ্ঘাস্থিডিম্বে খেঁচনি জন্মে। রোগী চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর তারা যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। জিহ্বা স্ফীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বারা আবৃত হয়। এইকালে বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থা থাকে, পরে দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপনা বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায়। চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকাপ্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ হয়। রোগ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সন্তাপ জন্মে, চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এই কালে অত্যন্ত

দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অম্ল গন্ধ নিঃসৃত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ আরম্ভ হয়। কখন কখন সূক্ষ্মরক্ত চিহ্ন ও প্রিয়ঙ্গুবৎ রসগুটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা দুইদিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। পরে মুখশ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি নষ্ট, গাত্রে কৃষ্ণ চিহ্ন, জিহ্বা উজ্জল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় বর্দ্ধিত ও তীক্ষ্ণ এবং কৃষ্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসকালে একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী অতর্কিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না। সাধারণতঃ পীতজ্বর তিন প্রকার—১ প্রদাহিক, ২ আবসাদিক ও ৩ সাজ্বাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (Inflamatory) এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (Adynamic) পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা ও রোগ শীঘ্রই সাজ্বাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪।৫ দিনেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাজ্বাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে যুবক ও বলিষ্ঠ লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ এই জ্বরের আক্রমণ-বহির্ভূত নহে।

চিকিৎসা। পীতজ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। প্রধানতঃ প্রদাহনাশক ও উত্তেজক এই দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় প্রদাহনাশক নতুবা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রদাহনাশক ঔষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যবহার করা হয়। প্রদাহ লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীতল ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি ঔষধ উঠিয়া না পড়ে, তবে saline medicine প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ঔদ্ভেদিক পদার্থ পচিয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সংক্রামক। রোগীর শরীর হইতে বিষাক্ত বাষ্প অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

লোহিত বা আরক্ত জ্বর (scarlet fever)। এই জ্বর চর্ম্মপুষ্পিকা রোগের অন্তর্গত। গলক্ষত এই জ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্যত্বক্ খসিয়া পড়ে। অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা, ১ সরল (S. Simple) ২ গলক্ষত (S. anginosa) ও ৩ সাজ্বাতিক (S. maligna).

প্রথম প্রকার জ্বরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্যমান থাকে; তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও অত্যধিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হয়। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণে কম্প, আলস্য, মাথা ধরা, নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জ্বর প্রকাশিত হইলেই রোগী গলদেশে প্রদাহ অনুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিৎ স্ফীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ করে, শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই উদ্ভেদগুলি অতি মসৃণ, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃশ্য হয়। সেই পিত্তের ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটীও দেখা যায় না। পরে বাহ্যত্বক্ খুস্কির ন্যায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া যাইতে থাকে। জ্বর প্রকাশের পর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে চর্ম্মস্খলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জ্বরের হ্রাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। এইকালে

রোগী প্রায়ই প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্ম্মস্খলনের পর প্রস্রাবে অণ্ডলালাংশ দৃষ্ট হয়।

সাজ্ঘাতিক লোহিত জ্বরে উদ্ভেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। কখন কখন উদ্ভেদগুলি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা নীলাভ চিহ্নের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ লোহিত জ্বরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। অন্য প্রকার লোহিত জ্বর শীঘ্রই মস্তিষ্ক জ্বরের আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, জিহ্বা শুষ্ক পিঙ্গল-বর্ণ ও কম্পান্বিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, স্ফীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্বারে সঞ্চিত শ্লেষ্মাহেতু রোগী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জ্বর ঔষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জ্বরও (S. anginosa) আশঙ্কা-জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত হেতু এই রোগ সাজ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আসন্নপ্রসবা-দিগের পক্ষে এই রোগের মৃদু আক্রমণও বিশেষ সঙ্কট-জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়। তাহারা ব্রণ, গণ্ড-মালা সম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরস্ত্বক্‌রোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি কোন না কোন একটা রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জ্বর-মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (anasarca) আক্রান্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোহিত জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জ্বরশান্তির পর যখন নূতন বাহ্যত্বক্ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লোহিত জ্বর অন্যান্য চর্ম্মপুষ্পিকারোগের ন্যায় বহুব্যাপী হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা কঠোর ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সরল লোহিত জ্বরে (S. simplex) রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জ্বরে গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জ্বরের বেগ প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে জলৌকা প্রয়োগ করিবে; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে citrate of ammonia, carbonate of ammoniaর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃসৃত হয়, তজ্জন্য মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাজ্ঘাতিক জ্বরে দুইটী কারণে বিপদ্ হইতে পারে। শরীর ও স্নায়বিক ঝিল্লিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ প্রদেশকে দূষিত করিয়া ফেলে। অল্পমাত্র চর্ম্ম বা গলক্ষত হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় wine এবং bark অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর নলীদ্বারে (fances) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক quinine অথবা wine সেবন করাইবে। Chloride of sodaর সহিত nitrate of silver মিশ্রিত করিয়া অথবা কাণ্ডির সংক্রমাপহ দ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্রব তাহার নাসারন্ধ্রে ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

লোহিত জ্বরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১, এক পাইট্ জলে এক ড্রাম পরিমাণ chlorate of potash মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১॥০ পাইট্ পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প পরিমাণে chlorine জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ পাইট্ পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩, Beef-tea, wine প্রভৃতির সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ carbonate of ammonia মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পিড়কানি উঠিবার পর লোহিত জ্বরের সহিত হামের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জ্বরের ভাবীফল নির্ণয় করা অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর গৃহের সাজ সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজ্বরের বিষ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্ (Dr. Watson) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল।

ক্ষয়জ্বর (Hectic fever)। এই জ্বর অতর্কিতভাবে প্রকাশিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাহ্নে,

সায়াহ্নে ও আহারের পর জ্বরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম্ম ও উদরাময় প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগী ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ব্বল্য অথবা প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, হৃদ্‌রোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জ্বর সম্বন্ধ। ক্ষয় কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পূযসঞ্চয়, ক্ষত, বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযন্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক ঝিল্লীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীর পাণ্ডু ও ক্ষীণ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস অতি দ্রুত ও গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জ্বরের বেগ প্রথমতঃ অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়—সায়ংকালে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। রোগী জ্বরের পূর্ব্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব করে। গাত্রচর্ম্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্ম্মসিক্ত হয়। সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মূত্র কখন পাণ্ডু, কখন বা অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন কখন মূত্রের নিম্নভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গণ্ডদেশে অধিক সময় রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মসৃণ ও কণ্টকশূন্য, শেষে ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্য্যাস, চক্ষু কোটরগত, কিন্তু উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও কৃশ, ললাটদেশ সঙ্কুচিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া যায়, গুল্‌ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, সুনিদ্রা হয় না। তাহার শরীর সর্ব্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উত্তেজনার হ্রাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে। শ্বাসযন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

অনেক ভিষক্ ক্ষয়জ্বরের তিনটী অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন;— ১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জ্বরবিরামকাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী সচরাচর দ্রুত ও জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় দ্রুত, রোগীর হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাদক ঘর্ম্মোদ্গম লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই কৃশ হইয়া পড়ে। ৩, এই কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও অতিশয় বলহানি হয়।

ক্ষয়জ্বর নানাভাগে বিভক্ত—১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃস্থলগত, ৩, জননেন্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, ত্বক্‌সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।

১ পাকস্থলীগত (Gastri-hectic) ক্ষয়জ্বরে পিপাসা, মুখ শুষ্কতা, অগ্নিমান্দ্য, উদ্গার, বুক জ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডু এবং তাহার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে নাক ফুটা, শ্লৈষ্মিকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে।

২ কণ্ঠনলীক্ষত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার বায়ুনলীপ্রদাহ, ফুসফুসের কোনরূপ বিকৃতি, কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্ত্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (pectoral) ক্ষয়জ্বর জন্মে।

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা হেতু জননেন্দ্রিয়গত (genital) ক্ষয় জ্বর উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অথবা ফুস্‌ফুসের পীড়া হেতু যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় দুঃসাধ্য।

৪ ফুস্‌ফুস্ অথবা পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তস্রাবযুক্ত (hœmorrhagic) ক্ষয় জ্বর প্রকাশিত হয়।

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত গাত্রে উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে চিকিৎসকগণ তাহাকে ত্বক্‌গত (cutaneous) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জ্বর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন। কোন প্রধান অভিলষিত বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, দুঃখ হেতু সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তুর অভাব হেতু সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যকৃৎ ও ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়া কঠিন ক্ষয়জ্বর উৎপাদন করে। শারীরিক মালিন্য ও কৃশতা, জ্বরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্ বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে।

ক্ষয় জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ

বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারীরিক ঝিল্লীর কোন নিম্নতম অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন স্থানে পূয সঞ্চিত কিংবা গুটিল রোগ হেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ না হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। এই জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্যই ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভের আশা অল্প। পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোন পীড়ার সহিত ক্ষয়জ্বর সংসৃষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় ipecacuanha ও anodynes মিশ্রিত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia অথবা অল্প পরিমাণ nitrate of potash ও spirit of nitreএর সহিত cinchona কিংবা অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন হইলে liquor potassic অথবা Brandish's alkaline solution ও conium ব্যবস্থেয়।

বক্ষস্থলগত জ্বরে sulphate of zinks, sulphuric acid এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ঔষধ প্রশস্ত।

মূত্রাশয়গত জ্বরের কারণ দুরীভূত করিতে পারিলে উক্ত রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকদ্রব্য, ভ্রমণ এবং সমুদ্র যাত্রা পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ হেতু ক্ষয় জ্বর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও যাহাতে সেই দূষিত অংশের সংস্রবে অপর অঙ্গ দূষিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বিধেয়।

Opium, morphine, hop, henbane, hemlock প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার বায়ুসেবন, বলকারক ঔষধ, পচননিবারক ও সঙ্কোচক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia এবং acetate of morphine মিশ্র, potash ও chlorate নির্য্যাস এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পূর ব্যবহার করিবে।

Acetate of ammonia ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে গাত্রোষ্মা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মোদ্গম নিবারিত হয়। মৃদু বলকারক ও শৈত্যকারক ঔষধের সহিত Prussic acid মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা নিবারিত হয়।

ক্ষয়জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, মণ্ড, টাট্‌কা মাখম, অতি পুরাতন রম মদ্যমিশ্রিত দুগ্ধ, চিঙ্গড়ি মাছ, বলকারক অন্যান্য খাদ্য ও আঙ্গুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা হারমিটেজ মদ্য ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই জ্বরকে বিলেপীজ্বরও বলা হইয়া থাকে।

সূতিকাজ্বর (Puerperal fever)—গর্ভিণী সন্তানপ্রসবের পর কথন কথন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার গুচ (Dr. Gooch) বলেন, সূতিকাজ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আন্ত্রিক। ডাক্তার লী (Dr. Robert Lee) এবং ফর্গুসনের (Dr. Ferguson) মতে, ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রদাহিক সূতিকাজ্বর (Inflamatory)। অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ এবং কথন কথন জরায়ুঃ, অণ্ডাধার ও মূত্রাশয়াদির উত্তেজনা হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। প্রথমে শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীঘ্রই কমিয়া যায়; পরে বিবমিষা, বমন, যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা মলাবৃত ও প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়।

এই জ্বর ১০।১১ দিন স্থায়ী হয়, কথন কথন রোগী প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আন্ত্রিক সূতিকাজ্বর (Typhoid puerperal fever) এই রোগ অতিশয় সাঙ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সামান্য আন্ত্রিক জ্বরের সহিত সম্বন্ধ এবং আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

এই রোগে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কথন কথন দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [সূতিকাজ্বর দেখ।]

স্বেদজ্বর (sweating or miliary fever) শারীরিক

অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে গাত্রে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ জন্মে। স্বেদ জ্বর দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জ্বরের প্রভাব একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে রোগী অবসাদ, ক্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। মুখ চটচটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়; কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং অতিশয় দ্রুত, উদ্ভেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ বহির্গত হয়; সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম বিদ্যমান এবং ইহা হইতে পচা ঘাসের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। উপসর্গগুলি ১৪।১৫ দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ ৮।৯ম দিবসেই অন্তর্হিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে জ্বর আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই রোগী অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অনুভব করিতে থাকে। শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় মস্তক পীড়া, বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অন্ত্রপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় রঞ্জিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। স্বেদ জ্বরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে ৪৮ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২।৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জ্বর শান্তির আশা করা যাইতে পারে।

৪৩° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে স্বেদজ্বরের প্রতাপ লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, অতিরিক্ত তড়িন্মিশ্রবায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক।

চিকিৎসা। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরিবর্ত্তন, স্বেদ জরাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। এই জ্বরের মৃদু আক্রমণে ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া কুফল উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হ্রাস হইতে পারে। পলস্ত্রা, সর্ষপলেপ ও বিরেচক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ বলেন, প্রথমাবস্থায় শীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়া যায়। আর্দ্রকারক পুলটিস্ স্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন ঔষধ পিচকারি প্রয়োগে উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে উদরবেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্য প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে camphor, ammonia, serpentaria প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

পথ্য। প্রথম ৪।৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক খাদ্য দিবে না; ঈষদুষ্ণ ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঁঠা কিংবা কুক্কুটের জুষ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় স্বেদজ্বরেও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রদাহিক জ্বর (inflamatory fever)। এই জ্বরে মস্তক, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র চর্ম্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অল্প পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী বা শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রৌঢ়, অধিক মেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে প্রদাহিক জ্বরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-সংসৃষ্ট না হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশান্ত হইয়া থাকে।

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে কঠিন এবং তদ্রূপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক জ্বর জন্মিয়া থাকে। শীত ও বসন্তকালে এই জ্বর দেখা দেয়। সরল অবস্থায় এ জ্বর আদৌ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নহে।

এই রোগ যত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে থাকে; জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই রোগে বালকদিগের তন্দ্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে। তৃতীয় ও কখন কখন পঞ্চম দিবসে জ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন প্রদাহিক জ্বরে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই জ্বর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। সচরাচর ৪র্থ কিংবা ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা। সরল ও কঠিন উভয়বিধ প্রদাহিক জ্বরেই একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সুবিধানুসারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই জ্বরের কোন অবস্থায় বমনকারক ঔষধ উপকারী নহে। Nitrate of potash, nitrate of soda, muriate of ammonia উত্তেজনাকালে ব্যবস্থেয়। এক ড্রুপল নাইটার ও ১২ গ্রেণ মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে পলস্ত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে মস্তকে পলস্ত্রা দেওয়া যাইতে পারে—অন্য সময় নহে।

সাধারণতঃ নূতন মহাদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে সমুদ্রজল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের সহিত nitrate of potash ও muriate of ammonia মিশ্র কিংবা citrate অথবা tartarate of potash ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশা করা যাইতে পারে। কখন কখন এই জ্বর স্বল্পবিরামজ্বরের ন্যায় হইয়া উঠে। তখন বিরামাবস্থায় sulphate of quinine ব্যবহার করা আবশ্যক।

পৈত্তিকজ্বর (Bilio-gastric fever)। শীত, কম্প, পরিপাচক শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিকৃতি এই জ্বরের নিদান। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ দেশব্যাপক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রধান ও মাদক-সেবী ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধ প্রকাশ করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেষ্মাবৃত, মুখ চট্‌চটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃপীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মূত্র অল্প পরিমিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জ্বরে সময় সময় শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম কিন্তু গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম দিবসে প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম ও ৮ম দিবস পর্য্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এই কালে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্দ্রা, প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জ্বর ৭ দিনের মধ্যেই উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন যকৃৎ-স্ফোটক বা পীড়া, কখন বা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়।

চিকিৎসা। জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বমনকারক ঔষধ, গরম স্বেদ, বিরেচক ঔষধ, Citrate of potash, nitrate of potash এবং muriate of ammonia ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও স্বল্পবিরাম জ্বরে যে যে ঔষধ ব্যবস্থেয়, পৈত্তিকজ্বরেও প্রায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিকজ্বর (Mucous fever)—এই জ্বরে শীত, শ্লেষ্মা নির্গম, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অত্যধিক রাত্রিজাগরণ, নিম্ন ও আর্দ্রস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অপচার, অপরিমিত বিরেচকাদি সেবন, অল্পাহার প্রভৃতি কারণে এই জ্বর জন্মে। শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শরীরের গুরুত্ব ও বিষণ্ণতা, ক্ষুধাহানি, বেদনা, সুনিদ্রার অভাব, অম্ল উদ্গার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে ভারবোধ, উদরাধ্মান, অন্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত, মুখ বিরস, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন শ্লৈষ্মিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা ও সময় সময় কৃমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জ্বরবেগ বৃদ্ধি ও সেই সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থ্য, বিষাদ, চাঞ্চল্য, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্দ, বধিরতা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

এই জ্বর দুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীর ও নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগও তত বেশী দিন স্থায়ী হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও রোগীকে আর্দ্র বা শীতলস্থানে ও বাহিরের বায়ুতে যাইতে

দেওয়া উচিত নহে। শ্লৈষ্মিকজ্বর পুনরায় প্রকাশ পাইলে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ঔষধ, পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইড্রাগিরাম্ (Hydragyrum cumcreta), শেষে মৃদুবিরেচক, বলকারক ঔষধ ও খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। যখন বিরাম হইবে, তখন সল্‌ফেট্‌ অব্‌ কুইনাইন সেবন করাইবে।

কালাজ্বর (Black fever)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল হইয়া যায়। আসামে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

ডেঙ্গোজ্বর। ২২।২৩ বৎসর গত হইল, এই জ্বর আমাদিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা হইতে আইসে। এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বর ৫।৬ দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা প্রাণত্যাগ করে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)। এটীও য়ুরোপীয় জ্বর। উষ্ণপ্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ জ্বর আদৌ ছিল না; ৭।৮ বৎসর হইল ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দ্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকে, পরে অদৃশ্য হয়।

উপরে যতপ্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রায় অধিকাংশই পূর্ব্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার ঔষধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উষ্ণ প্রধানদেশে) সেবন ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাদ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে। অনেক জ্বর সংক্রামক ধর্ম্মাক্রান্ত; সুতরাং ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

নিম্নে জ্বর সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যে জ্বরের যে অবস্থায় যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

১। সবিরাম জ্বর।

একোনাইট্‌—অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ, জ্বরকালে কাস, মানসিক ও স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, হৃৎকম্প।

এণ্টিমনি—পাকস্থলীগত অসুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

এপিস্‌মেল—পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও শুষ্কতাপ্রকাশ, বামপার্শ্বে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টানুভব।

আর্সেনিক—শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতানুভব, জ্বরকালে অতিশয় যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জ্বর বৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেলেডোনা—অতিশয় জ্বর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা অল্প জ্বরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব।

ব্রাইওনিয়া—অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, বক্ষে উদরে ও যকৃতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুষ্ক, রোগী অতিশয় ক্রোধপরায়ণ।

ক্যাল-কার্ব—শীত, কখন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা আর্দ্রবস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, দৌর্ব্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্নিমান্দ্য।

ক্যাপ্‌সিকম্‌—শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, পুনরায় শীত, উষ্ণ বস্তু অভিলাষ, জ্বরকালে তন্দ্রা ও ঘর্ম্ম, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কার্বো ভিজিটেব্‌লিস্‌—দন্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনানুভব, পরে জ্বরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন ফাটিয়া যায় এইরূপ অনুভব।

সেড্রন্‌—অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিম্নাংশ ছিঁড়িয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা।

কামোমিলা—অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও স্বেদ, দাহকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্‌ রক্তবর্ণ, অপরদিক্‌ পাণ্ডুবর্ণ, প্রস্রাব।

চায়না—বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প হইয়া জ্বর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝন ঝন শব্দ, ভ্রমি, প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেহ, পচা বা গলিত দ্রব্যোদ্গত বাষ্পনির্গম।

সিনা—বমি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয়

শোথ, সর্ব্বদা নাসিকা কণ্ডুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কনীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা পরিষ্কার।

ইউপেটোপার্—শীতের পূর্ব্ব হইতেই পিপাসা আরম্ভ, আঙ্গুলশক্ত; প্রাতে ৭।৯ ঘটিকার সময় জ্বরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগকালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্ম্ম।

পেরম্—শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্‌গত ধমনী স্ফীতি, চক্ষুর চারিপার্শ্বস্থ স্থানের স্ফীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া পড়ে, সামান্য চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ।

জেল্‌সিমিয়াম্—প্রথমে শীত পরে ঘর্ম্ম, দাহ, স্নায়বিক চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহ্য।

ইগ্‌নেসিয়া—কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা; বাহ্য উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাঁপনি, জ্বরকালে গাত্রে পীতপর্ণিকা।

ইপিকাক্—অতিশয় শৈত্য, অল্প উত্তাপ অথবা অতিশয় উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জ্বর বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা সঞ্চিয়, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জ্বর বিচ্ছেদকালে পাকস্থলীগত পরিবর্ত্তন।

লাইকোপোডিয়াম্—অপরাহ্ণ ৪টার সময় জ্বর হ্রাস, পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্ব্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রাত্রিতে কিংবা প্রত্যূষে জ্বর বৃদ্ধি, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতিশয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ অস্থিতে বেদনা, জ্বরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে বেদনা ও বমন।

ওপিয়ম্—তন্দ্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিকা ধ্বনি, হা করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকালে নাকডাকা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

পল্‌সাটিলা—অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে জ্বরের অধিক আক্রমণ, যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্য অসুখ হইলেই জ্বরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছলে, অগ্নিমান্দ্য।

কুইনাইন্ সল্‌ফ—একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, কম্প, ওষ্ঠ, নখ নীলাভ, মুখপাণ্ডু, অত্যন্ত দাহ, পিপাসা।

রস্‌টক্স—দিবসের শেষাংশে জ্বরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ, জৃম্ভণ, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, দাহকালে পীতপর্ণিকার উদ্ভেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস।

সেম্বুকাস্—অতিশয় ঘর্ম্ম, শীতহেতু শরীর সুড়সুড়ী বোধ, শুষ্ক কাস, হাত ও পা বরফের ন্যায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ।

সিপিয়া—শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, ভ্রমি, পিপাসা অভাব, মূত্র পাংশুবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত।

সল্‌ফর—সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে পিপাসা ও অবসাদ, পরে জ্বরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে দাহ-অনুভব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্ব্বল্য, প্রাতঃকালে উদরাময়।

ভেরাট্ আল্‌ব—অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, ঘর্ম্মাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়।

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাটু পর্য্যন্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল খাইতে দিবে।

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পারিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। স্বল্প-বিরামজ্বর।

একোনাইট—শীত, অতিশয় জ্বর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘননিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব্ব দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রস্রাব অল্প রক্তবর্ণ, যকৃৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

ব্রাওনিয়া—মস্তকঘূর্ণন, দৌর্ব্বল্য, বমি, কপালে ভারবোধ, মাথাধরা, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, খাদ্যে ও পানীয়ে বিকৃত আস্বাদ, মলবদ্ধতা, শুষ্ক, শক্তমল, প্রদাহসূচক ভাব।

ক্যামোমিলা—রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদা অথবা পীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরস্ফীতি, মল সবুজ ও জলযুক্ত; কামল-রোগীর ন্যায় মুখাকৃতি।

চায়না—শীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাত্রচর্ম্ম শীতল ও নীলবর্ণ, কাণে শব্দ, ভ্রমি, যকৃৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, পাণ্ডু।

কর্ণাস্—মাথাধরা, কনীনিকায় বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে দাহ, শীতলতার উদ্গম, ক্ষুধাহানি, পেটে হুড়হুড় শব্দ, দৌর্ব্বল্য, মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তযুক্ত।

জেল্‌সিমিয়াম্—চোখের পাতায় ভারবোধ, যকৃতে রক্তাধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পায় অতিশয় বেদনাবোধ। চঞ্চল এবং স্নায়বিক ও অপস্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয়।

ইপিকাক্—তীব্র মাথা ধরা, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, প্রাতঃকালে বিকৃত আস্বাদ, অনবরত বিবমিষা, ভুক্ত দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অথবা ফেনিল গুড়ের ন্যায়।

লেপ্টাণ্ড্রিয়া—ললাটের সম্মুখভাগে সর্ব্বদা মাথাধরা,

জিহ্বার মধ্যভাগে পীতবর্ণ; পিত্তবমন, যকৃতে তীব্র যাতনা অনুভব, হ্যাবা; মল কৃষ্ণ অথবা মৃত্তিকাবর্ণ কম্পবোধ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

মারকিউরিয়স্—মুখ পাণ্ডু, পীত অথবা মৃত্তিকাবর্ণ; দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস; ওষ্ঠ কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদরদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু, যকৃতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মূত্র গাঢ় রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং একা থাকিতে অভিলাষী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উদ্গার, ভুক্তদ্রব্য অথবা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাবমন, পেটে সঙ্কোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা অতিশয় মন্দ।

পোডোফাইলাম্—মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাঁতের কামড়ের ন্যায় দাগ, তীব্র আস্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন, মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদনা।

পল্সাটিলা—অতিশয় বিমর্ষ, প্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠিলেই অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধরা, চোখ নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবে। মুখে দুর্গন্ধ, বিবমিষা, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথবা পিত্তের ন্যায় সবুজ।

সল্‌ফার—নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমি বোধ, তালু সর্ব্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদ্গার, যকৃতে খোঁচ, প্রাতঃকালে উদরাময়।

জ্বরকালে রোগীকে অল্প আহার দিবে। তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্য্য। উপশমকালে ভাত, শস্য চূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাখন প্রভৃতি সেবন করাইবে। জুষ, চা, শাকসবজী, সুপক্কফল ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থেয়। যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সহযোগে রোগীর শরীর মুছাইয়া দিবে।

৩। আন্ত্রিক জ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, একজ্বর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, স্নায়বিক উত্তেজনা; মাথাধরা (যেন কপাল ফাটিয়া পড়ে); ভ্রমি।

ব্যাপ্টিসিয়া—মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, জিহ্বা মলাবৃত পাংশুবর্ণ ও শুষ্ক, দন্তশর্করা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দূষিত ও দুর্ব্বলকারক উদরাময়, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত।

ব্রাওনিয়া—মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশুবর্ণ ও ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহ্বালেপ, অতিশয় মাথাধরা, দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, মুখ শুষ্কতা, বমন, দুর্ব্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শুষ্কশক্ত মল।

বেলেডোনা—মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কণীনিকা প্রসারিত, ধুকধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্দ আলোক ও গোলযোগ অসহ্যবোধ, প্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লম্ফন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছা, কিন্তু নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, শয্যা অসহ্যবোধ।

রসটক্স—অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু প্রদেশে নীল দাগ, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশু অথবা কৃষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ ও মসৃণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শ্রবণশক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরাময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ।

আর্শেনিক—মুখ পাণ্ডু ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা ওষ্ঠ চোষা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক নীলাভ বা কৃষ্ণ এবং উহা বহ্নিত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, প্রায় সর্ব্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্দ্রা ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য।

এপিস্‌মেল—অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্কতা, গিলিবার কষ্ট, পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত, সরক্ত শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

আর্ণিকা—উদাসভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও মধ্যস্থলে পাংশু চিহ্ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, শয্যা শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

লাইকোপোডিয়াম্—মুখশ্রী পীত ও মৃত্তিকাবৎ, জিহ্বা শুষ্ক কাল ও শ্লেষ্মাবৃত; প্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়া পড়া; কপোলদেশে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও ভারবোধ, একা থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মূত্রে রক্তবর্ণ বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্শ্বে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত অবস্থা মন্দ।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, দন্তে বিকৃত আস্বাদ, দন্তমূল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত; উদর ও যকৃতে বেদনা, ঘর্ম্ম, সবুজ পীতাভমল; বর্ষাকালে ও রাত্রিতে উপসর্গ বৃদ্ধি।

ফস্ এসিড—অতিশয় ঔদাসীন্য, কথা কহিতে অনিচ্ছা, ফ্যাল ফ্যালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব্দ, জলবৎ উদরাময়, নাড়ী দুর্ব্বল ও সময় সময় স্পন্দনহীনতা।

ক্যাল্ক কার্ব—বুক ধুক্‌ধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও চাঞ্চল্য, নৈরাশ্য, নিদ্রিত হইলে কুচিন্তা হেতু জাগরণ, শুষ্ক কাস, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট।

কার্ব্বো ভেজিটেবলিস্—মুখ পাণ্ডু ও সঙ্কুচিত; চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত।

ওপিয়াম্—মুখ স্ফীত, তন্দ্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী দুর্ব্বল অথবা শীঘ্রগতিসম্পন্ন; মূত্রহীন মলত্যাগ।

ফস্‌ফরস্—তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক ও কাল, মানসিক বৃত্তির হীনভাব, অল্প প্রলাপ, শীতল বস্তু অভিলাষ, পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ব্বল্য, উদরে খালিবোধ।

ককিউলাস্—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট কথন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ।

কল্‌চিকম্—মুখ সঙ্কুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, নীলবর্ণ জিহ্বা ও শীতল নিঃশ্বাস।

জেল্‌সিমিয়াম্—স্নায়বিক উপসর্গ, মস্তকে অতিশয় ভার বোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদা অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, দাঁত কড়মড়ি, পিপাসা, অভাব।

হ্যমেলিস্—অতিশয় রক্তস্রাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে বেদনাবোধ, রক্তস্রাব।

হাইওসিয়ামস্—মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, অতিশয় প্রলাপ, বাক্‌শক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্যা খুঁটুনি ও বিড় বিড় শব্দ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লম্ফন ও অন্যত্র যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিকা ঘূর্ণায়মান, অঙ্গ আক্ষেপ।

ল্যাকেসিস্—জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, ওষ্ঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অচৈতন্য, প্রলাপ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর উপসর্গের আধিক্য। রোগী মনে করে সে মরিয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করা হইতেছে।

ষ্ট্রামোনিয়ম্—জ্ঞানহানি, অনবরত কথন, সর্ব্বদা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, শয্যা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা, দন্তশর্করা, ওষ্ঠে ক্ষত, জলপানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌শক্তির হ্রাস, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

পল্‌সাটিলা—পাকস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উষ্ণতা ও শৈত্যের সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ।

মিউরিয়াটিক এসিড—রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত অবসন্ন, শয্যায় গড়াগড়ি, মৃদু প্রলাপ, বিছানা খুঁটুনি, নিদ্রাকালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব ও মলত্যাগ, গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত।

টারটার এম্—শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকাস, শ্লেষ্মানির্গমের অভাব, শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্‌ফুস্ স্ফীত।

জিন্‌ক—সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা, সর্ব্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিকৃতি।

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রমাপহ দ্রব্য দ্বারা দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট করা কর্ত্তব্য। শয্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১০০ ডিগ্রী উষ্ণজলে রোগীর দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে। যদি মস্তক উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় কিংবা যদি প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উষ্ণজলের স্বেদ অথবা পাতলা পুলটিস্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্য। অল্পপরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। টাট্‌কা মাখন, শঠীচূর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বল রক্ষা করিবার জন্য জুষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অন্ত্রে কোনরূপ অসুখ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যাহাতে দন্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান করিতে দিবে।

৪। ছর্দ্দিজ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ; শুষ্ককাস, ভয়, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

অলিয়ম্ সিপা—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যধিক জল নিঃসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাঁচি।

অ্যাম কার্ব—চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণা, শুষ্ক ছর্দ্দি, নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুষ্ককাস।

আর্সেনিক—অতিরিক্ত হাঁচি, ছর্দ্দিনির্গম, নাসিকাদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ।

ব্যাপ্টিসিয়া—সন্ধিদেশে বেদনানুভব, গলদেশে কণ্ডুয়ন ও কাসবেগ, মস্তকের সম্মুখভাগে পীড়া, নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম।

বেলেডোনা—কনকনে মাথাধরা, শুষ্ক ঘোঙ্গরাকাস. তন্দ্রাধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থ্য, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্তব্ধতা-অভিলাষ।

ক্যামোমিলা—কফ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব।

হিপার সল্ফার—গলদেশে খোঁচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেষ্মা কিছু পাতলা।

ইপিকাক্—চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষা ও শ্লেষ্মা বমন, হাঁপির ন্যায় শ্বাসকষ্ট।

কালিব্রো—কাস শক্ত ও আঠাল শ্লেষ্মা নির্গম, ঘ্রাণশক্তির হানি।

ল্যাকেসিস্—গলদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অপরাহ্নে ও নিদ্রার পর উপসর্গবৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—প্রায় অনবরত হাঁচি ও কফ নির্গম, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ।

পল্সাটিলা—আস্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির হানি, দন্ত ও কর্ণশূল, শীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্ণস্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মানির্গম, বিষণ্ণ ভাব।

সিপিয়া—নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক ছর্দ্দি, প্রাতঃকালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ।

৫। সূতিকাজ্বর।

একোনাইট্—গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হ্রাস, মৃত্যুভয়।

আর্সেনিক—অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়; শীতল পানীয়ে অভিলাষ; দ্বিপ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি।

বেলেডোনা—আকস্মিক বেদনা; উদরগহ্বরে অতিশয় উষ্ণতা, কোঁকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ফন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, আলোক ও শব্দ অসহ বোধ।

ব্রাইওনিয়া—বিবমিষা, অচৈতন্য, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা—জরায়ুদেশে প্রসববেদনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থিরতা, মূত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মস্তকদেশে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

হায়োসিয়ামস্—প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, খিচুনি, বিড় বিড় শব্দ ও বিছানা খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনভাব।

ইপিকাক্—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বেদনার চলাচলি, বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্ত নিঃসরণ, সবুজ ও সজল মল।

ক্রিয়োসোট—তলপেটে দাহ ও কোঁকানি, গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদরগহ্বরে শীতবোধ।

ল্যাকেসিস্—জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, গাত্রচর্ম্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ।

মারকিউরিয়স্—পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, জিহ্বা আর্দ্র, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

নক্সভোমিকা—কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত শরীরে ভারবোধ।

রস্টক্স—অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গগুলির বলশূন্যতা, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ লাল।

ভেরাট অল্ব—বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ শীতল, মুখ মৃতবৎ পাণ্ডু, ঘর্ম্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ।

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে পাতলা পুলটিস অথবা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিপ্রদেশ কার্বলিকএসিড দ্বারা ধৌত করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবায়ু পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মণ্ড ও বার্লি; পরে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব, ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৬। লোহিতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষা ও বমন।

আলান্থাস্—অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিরিক্ত বমন, তন্দ্রা ও অস্থিরতা।

এপিস্ মেল্—তীক্ষ্ণ পিত্তানি, জিহ্বা অতিশয় লাল ও ক্ষতযুক্ত, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

আর্সেনিক—অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বাসকালে ঘড় ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধ উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া—নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উদ্ভেদ, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎ প্রলাপ, দন্তে ও ওষ্ঠে শর্করা।

বেলেডোনা—উদ্ভেদগুলি মসৃণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা

শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রাকালে চমকিত ভাব ও উল্লম্ফন।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—গলদেশ স্ফীত ও শক্ত, মুখ পাণ্ডু ও শোথযুক্ত।

ক্যাম্ফর—হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম; উদ্ভেদগুলির আকস্মিক বিলীনভাব।

ইপিকাক—বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অসুখ, গাত্রকণ্ডুয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্য।

লাইকোপোডিয়াম্—তালুক্ষত, মূত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসারোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ।

মিউরিয়াটিক এসিড—বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে পুঁজ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ।

ওপিয়ম্—অতিশয় তন্দ্রা, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু-উন্মীলন।

রস্টক্স—পিত্তানি গাঢ় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডুয়নযুক্ত, তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জ্বরবেগ ও অস্থিরতা; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্ব্বদা স্থানপরিবর্ত্তন।

সল্‌ফার্—সমস্ত শরীর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডুয়ন, চীৎকার, উল্লম্ফন। (অন্য ঔষধে ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য)

জিন্‌ক—মস্তিষ্কে আসন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচেতন, সর্ব্বাঙ্গে হেঁচ্‌কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেচুনি, দন্ত কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু স্থির, শরীর বরফবৎ শীতল।

লোহিত-জ্বরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা) ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দ্দমা ও সংক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

রোগীকে পৃথক্ গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক।

কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার জন্য গাত্রে নারিকেল তৈল (Cocoa-butter) মাখাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্ (Glycerine) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম স্বেদ কিংবা পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে স্থানান্তরিত হয়।

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে দুগ্ধ, বরফ, মণ্ড, কমলানেবুর রস ইত্যাদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। সুরাবীর্য্য-সম্বন্ধীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাজ্য। সঙ্কটকাল অতীত হইলে জুষ, সুপক্ব ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। পীতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্তপিপাসা ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবমন।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর প্রলাপ, জিহ্বা রঞ্জিত ও মলাবৃত; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচ ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য।

ব্রাইওনিয়া—চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা ঘোলা; উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্য; নির্জ্জনতা অভিলাষ; অত্যন্ত উত্তেজন।

ক্যাম্ফর—শরীর অতিশয় শীতল, মূত্রের অভাব, অবসাদ।

কান্থারিস্—অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, সংজ্ঞাহীনতা।

আরজেণ্ট নাইট—দুর্গন্ধ মল ও পাংশু বমি।

আর্সেনিক—চক্ষু কোটরগত, নাসিকা সূক্ষ্মায়ত, ইচ্ছাপূর্ব্বক বমন, পাংশু ও কাল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, অত্যন্ত পিপাসা, আশু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়।

কার্বো-ভেজি—(শেষাবস্থা) মুখ পাণ্ডু, রক্তস্রাব, প্রবল মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যজন ইচ্ছা, নিঃসৃত পদার্থে অতিশয় দুর্গন্ধ।

ক্রোটলাস্—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল।

ইপিকাক্—অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্মৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বমন, উদরাময়।

নক্সভমিকা—গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনভাব, অম্ল ও পিত্তময় দ্রব্য বমন, উদরে সঙ্কোচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

কুইনাইন্—জ্বর-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থেয়।

টার্ট এম্—বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা।

ভেরাট্ আল্‌ব—মুখ পীতাভ অথবা সবুজবৎ, শীতল ঘর্ম্ম, পিত্ত বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয়-অভিলাষ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রত্যঙ্গ সঙ্কোচ, নাড়ী স্পন্দন প্রায় অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবস্থেয়। ক্রমে দুধ, মাখন, জুষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৮। চিত্রজ্বর (Spotted fever)—

একোনাইট্—শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্কন্ধে অতিশয় বেদনা, মৃত্যু ভয়।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গ তাড়স (Soreness), গায়ে কাল দাগ (কালশিরাবৎ), গ্রীবার পেশীতে অতিশয় দৌর্ব্বল্য বোধ।

বেলেডোনা—অতিশয় কন্‌কনে মাথাধরা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কণীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিভ্রম।

চায়না সল্‌ফর—অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যন্ত অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদনা।

সিমিসিফিউগা—মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ যেন ছুটিয়া পড়িবে এইরূপ বোধ, জিহ্বা স্ফীত, ক্ষণিক সঙ্কোচন।

ক্রোটলাস্—ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শরীরের সর্ব্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্‌ধুকনি, অতি অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন।

জেল্‌সিমিয়াম্—মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা, মত্ততা-বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হ্রাস, নাড়ী দুর্ব্বল, শ্বাস কষ্ট, বিবমিষা, বমন।

লাইকোপোডিয়ম্—সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্যনাশক শিরঃপীড়া, নাসারন্ধ্রের বীজনের ন্যায় গতি, নিম্ন চোয়াল সঙ্কুচিত, প্রত্যঙ্গ অথবা সর্ব্ব শরীরে টান্।

ওপিয়ম্—চৈতন্য-বিলোপ, মৃদু নিশ্বাস, মস্তকে রক্তা-ধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, ঘর্ম্ম কালে অবস্থা মন্দতর।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপ-কার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, ততক্ষণ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উষ্ণজলে ধারাস্নান ও কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্ম্মোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। Hypodermic injections of Pilocarpin (সিকি গ্রেণ) কিংবা Fl Extra Tabarandi (১০ হইতে ৩০ বিন্দু) প্রয়োগ করিলেও ঘর্ম্মোদ্রেক হইতে পারে।

পথ্য। প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। পরে ক্রমে ক্রমে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৯। বাতরোগযুক্তজ্বর।

একোনাইট্—একজ্বর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্য কর্তৃক আহত হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—দাহ, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্ম্ম, শৈত্য, পিপাসা।

বেলেডোনা—অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে জিলিক্ ও বেদনা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব।

ব্রাইওনিয়া—অরুচি, মুখ শুষ্ক, পিপাসা, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংশু।

কান্‌লোক্রাইলাম্—কব্‌জা ও অঙ্গুলিগ্রন্থিতে বাতিক বেদনা, অতিশয় জ্বর, স্নায়বিক চাঞ্চল্য।

ক্যামোমিলা—যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক্ লাল ও অপর দিক্ পাণ্ডু, অবিরত যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব।

কেলিডোনিয়ম্—শরীর স্ফীত ও প্রস্তরবৎ শক্ত, কোষ্ঠ মেষপুরীষবৎ।

কল্‌চিকম্—অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মারকিউরিয়স্—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, সবুজ উদরাময়, পীড়িত অংশ পাংশুবর্ণ।

সিগেলিয়া—ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা।

সল্‌ফর্—তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় অবসাদ।

বাতজ্বরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ম্ম রোধ হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে।

জ্বর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইবে তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টীরাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য। শস্যের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম পক্কফল প্রভৃতি লঘুপাকদ্রব্য ব্যবস্থেয়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে জ্বরোৎপত্তির ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জ্বর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে দুই দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাঁচ দিন, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেষাতে নয় দিন, মঘায় এক মাস, পূর্ব্বফল্গুনী, স্বাতী ও শ্রবণাতে দুই মাস, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অনুরাধা ও শতভিষাতে দশ দিন ভোগ হয়। আর্দ্রা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলে মৃত্যু হয়।

যদি অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে জ্বর হয় আর চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

রবিবারে জ্বর হইলে ৭ দিন, সোমবারে ৯ দিন, মঙ্গল-

বারে ১০ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্রবারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়।

নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জ্বর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ত্তচি°)

শীঘ্র জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শান্তি করা আবশ্যক।

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, বারদোষে ধান্য ও তিথিদোষে আতপ তণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ করিবে, এই বচনানুসারে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তোত্র ও সূর্য্যকবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বর হইলে ৯ দিন, রোহিণীতে ৩ দিন, মৃগশিরায় ৫ দিন, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় ৭ দিন, অশ্লেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে ২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীতে ১৫ দিন, হস্তায় ৭ দিন, চিত্রায় ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় ২০ দিন, অনুরাধায় ১০ দিন, জ্যেষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস, ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিষায় ১০ দিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে ১৯ দিন, অহির্ব্রধ্নে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও ভরণীতে মৃত্যু হয়। (ভৈষজ্যর° ধৃত গৌরীকঞ্চুলিকা)

আশু জ্বররোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জ্বরবলি দেওয়া আবশ্যক। [জ্বরবলি দেখ।]

জ্বরকালকেতুরস (পুং) জ্বরস্য কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা, হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই ঔষধ ভবানীকে বলিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস (পুং) জ্বর-এব কুঞ্জরস্তস্য পারীন্দ্রঃ সিংহ ইব। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাসোনা ও কাহারও কাহারও মতে তুঁতিয়া) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূঁইআমলা, ঘোষালতা, চিরতা, পদ্ম, গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাফটকী, মুগানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দ্দন করিবে; ইহার বটিকা ৪ রতি প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস; ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত জ্বরও আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরকেশরিন্ (পুং) জ্বরস্য কেশরীব ৬তৎ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ;—পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। অনুপান পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাতজ্বরে মরিচ, দাহজ্বরে পিপুল ও জীরা।

জ্বরঘ্ন (পুং) জ্বরং হন্তি হন-টক্। ১ গুড়ূচী। ২ বাস্তূক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ জ্বরনাশক।

জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জ্বরস্য ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) জ্বর এবং নাগ তস্য ময়ূরইব যৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্যা, কটুকী, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বালা, বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধের পরিমাণ ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শূল, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সন্ততাদি জ্বর, ক্ষয়জজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ ও শোকজজ্বর, ভূতাবেশজজ্বর, অতিবারজজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, চাতুর্থিকজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, উদরী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্মশূল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটী, জানু ও পার্শ্বস্থ বেদনা বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবচূর্ণ (ক্লী) জ্বরস্য ভৈরব-ইব নাশকত্বাৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—শুণ্ঠী, বলাডুম্বুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা-মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তাম্রমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌, আমলা, চাকুলে, পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ সমুদায় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই চূর্ণঔষধ সকল প্রকার যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আশু উপকারপ্রদ এবং ইহা বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধরোগনাশক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবরস (পুং) জ্বরে ভৈরবহর যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বলঘলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; পথ্য মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহা সন্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জ্বর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা, বিষ ২ মাষা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১।০ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডু ও জঠররোগ নাশ হয়; এই ঔষধ ভেদক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমুরারিরস (পুং) জ্বরঃ মুর ইব তস্য অরি যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কাহার কাহার মতে ১৬ তোলা জয়পাল), তেউড়ী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, আমবাত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বররাজ, বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী ১ ভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত তোকবর্ণ মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, ৫ ভাগ শুল্ব (তাম্র) ও ৩ ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে বজ্রীক্ষীর (সিজের আটা) দ্বারা দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জ্বরবলি, জ্বররোগের শান্তির জন্য পূজাবিশেষ। তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়া বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং তাহার চারিদিকে চারিটী পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটিকা (অশ্বত্থপত্র নির্ম্মিত ঠোঙ্গা) চারিকোণে স্থাপন করিবে; পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জ্বরের ধ্যান করিয়া ক্রীত নব কর্পদ্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আরতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তরস্তুতঃ স্বাহা, ওঁ কঁ টঁ পঁ সঁ বৈনতেয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ঠঠ ভোভো জ্বর শৃণু শৃণু হলহল গর্জ্জগর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আর্দ্ধমাসিকং নৈমিত্তিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হ্রীঁ ফট্ ফট্ হল হল মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা।

এইরূপে দিনত্রয় পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে বিসর্জ্জন করিবে। এই পূজা বসতবাড়ীর দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরশূলহররস (পুং) জ্বরস্য শূলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী একটী ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী তাম্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিস্থল লেপিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পাণের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একপাত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন করিয়া তাম্রপাত্রে ঢাকা দিবে। ঐ পাত্রে লবণ দিয়া পুনরায়

আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিবে। প্রাতে সেবনীয়।

জ্বরসিংহরস (পুং) জ্বরে জ্বররূপগজে সিংহ ইব যঃ রসঃ। জ্বর-নাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও ভেলার মুটী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজ-বৃক্ষের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত ঔষধ একটী হাঁড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা চুল্লীতে স্থাপন-পূর্ব্বক দুই প্রহর জ্বাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন ভৃঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্ব্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই ঔষধ জ্বরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরহন্তৃ (ত্রি) জ্বরং হন্তি হন-তৃচ্। জ্বরনাশক (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

জ্বরাগ্নি (পুং) জ্বর অগ্নিরিব। জ্বররূপ অগ্নি, পর্য্যায় আধি-মন্যু। (হারাবলী)

জ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জ্বরস্য অঙ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান নেবুর বীজের শাঁস ও আদার রস, ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় চূর্ণ করিবে। অনুপান ১ মাষা চিনি। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জলপান করা উচিত। ইহা ভেদিজ্বরাঙ্কুশ বলিয়া বিখ্যাত, এই জ্বরাঙ্কুশ ত্রিদোষজ্বরনাশক।

৩য় প্রকার। তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সিজের আটায় মর্দ্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত-সংযুক্ত বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

৪র্থ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ, সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা বিষম জ্বরনাশক।

৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগারখই, শঙ্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক ও বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, রোহিত, মৎস্যপিত্ত ও বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত তাম্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গোঁড়ানেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাঙ্গী (স্ত্রী) জ্বরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্র-দন্তিকা। (রাজনি°)

জ্বরাতীসার (পুং) জ্বরযুক্তো অতীসারঃ। জ্বরযুক্ত অতি-সার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতীসাররোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সাম্যভাবহেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়। শুদ্ধ জ্বর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতি-সারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত, কারণ উহারা পরস্পর বর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধ সকল প্রায়ই ভেদক, অতীসারের ঔষধ সকল ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। জ্বরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়, কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জ্বর বা অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের বল হ্রাস হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাতিসার) [জ্বর দেখ।]

জ্বরান্তক (পুং) জ্বরস্য অন্তকইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। ২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সোঁদাল। (রাজনি°)

জ্বরান্তকরস (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদির ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু; ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাপহা (স্ত্রী) জ্বরং অপহন্তি নাশয়তি অপ-হন্ ড। ১ বিল্ব-পত্রী, চলিত কথায় বেলশুঁঠ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ জ্বরনাশক।

জ্বরারিরস (পুং) জ্বরস্য অরিঃ যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিটলবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরার্য্যভ্র (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অভ্র, তাম্র. রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনু-পান বিধেয় ; ইহা সেবনে নানাবিধ জ্বর. প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষা, কম্প, দাহ, শীত, বমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাশনিরস (পুং) জ্বরস্য অশনিরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের সমান লৌহ ও অভ্র, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস ; ইহাতে ধাতু, বিষমজ্বর, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শ্বয়থু প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরিত (ত্রি) জ্বরোঽস্য সঞ্জাতঃ জ্বর-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্যইতচ্। পা ৫।২।৩৬) জ্বরযুক্ত, জ্বররোগী।

জ্বরিন্ (ত্রি) জ্বরোঽস্ত্যস্য জ্বর-ইনি। জ্বরযুক্ত।

জ্বল (পুং) জ্বল-অচ্। জ্বাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট।

জ্বলকা (স্ত্রী) জ্বল-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অগ্নিশিখা (হেম°) আগুনের ঝল্কা।

জ্বলৎ (পুং) জ্বল-শতৃ দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্য্যায়—জমৎ, কল্মলীকিন, জঞ্জনাভবন, মল্মলাভবন. অর্চ্চিস্, শোচিস্, তপস্, তেজস্, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটী জ্বলতি নামধেয়। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

জ্বলন (ত্রি) জ্বল-যুচ্। ১ দীপ্তিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ (অমর) ৪ জ্বালা, অগ্নিশিখা। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর অনুভব।

জ্বলনান্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহস্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্রয়-স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব-সমুচ্চয় নাম্নী কুলদেবতা একদা বৌদ্ধাদিগের প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! জ্বলনান্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা ৬ প্রকার পারমিতায়ও তাঁহারা কেহ পারদর্শী ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবর্ণ-প্রভাসের অর্চ্চনা করিতেন এবং সেইজন্যই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিলেন, সুরেশ্বরপ্রভের রাজত্বকালে সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ জতিন্ধর নামে এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ম্ম হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অন্ধতা হেতু জতিন্ধর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজ্যকে রোগমুক্ত করিলেন।

জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা যখন তিনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরো-বরটী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহস্র মৎস্য বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এই জন্য সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্দ্ধ প্রকাশিত হইয়া সেই সরোবরস্থ মৎস্যদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জলবাহন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া যাহাতে সরোবরের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট জল সূর্য্যের প্রখরকিরণে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে ২০টী হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরো-বর পরিপূর্ণ ও মৎস্যদিগকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিলেন। পরে তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত জল মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথা বিহিত অর্চ্চনার পর তাঁহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। "নমস্তস্মৈ ভগবতে রত্ন-শিখিনে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মৎস্যদিগকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কয়েকটী গূঢ়মত শিক্ষা দিলেন।

মৎস্যগণ সেইরাত্রেই গতাসু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। জ্বলনান্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলেই পূর্ব্বে দশ সহস্র মৎস্যরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন।

জ্বলনাশ্মন্ (পুং) জ্বলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ম্মধা°। সূর্য্যকান্তমণি। (রাজনি°)

জ্বলন্ত (দেশজ) প্রজ্জ্বলিত, দীপ্ত।

জ্বলিত (ত্রি) জ্বল-ক্ত। ১ দগ্ধ। (মেদিনী) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত।

জ্বলিনী (স্ত্রী) জ্বল-ইনি-ঙীপ্। মূর্ব্বা লতা। (রাজনি°)

জ্বাল (পুং, স্ত্রী) জ্বল-ণ। ১ অগ্নিশিখা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ দগ্ধান্ন। (শব্দচ°) (পুং) ভাবে ঘঞ্। ৪ দীপ্তি।

জ্বালখরগদ (পুং) জালখরনাম যো গদঃ। জালগর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জ্বালা (স্ত্রী) জ্বল-টাপ্। ১ দগ্ধান্ন। ২ অগ্নিশিখা। ৩ স্বনাম-খ্যাতা ঋক্ষের পত্নী।

"ঋক্ষঃ খলু তক্ষকদুহিতরমুপযেমে জ্বালাংনাম।" (ভার: ১।৯৫।২৫)

ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার গর্ভে মতিনার নামে পুত্র হয়।

জ্বালাজিহ্ব (পুং) জ্বালা শিখৈব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ অগ্নি। (হেম) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ।

জ্বালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত।

জ্বালান (দেশজ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন।

জ্বালামালিনী (স্ত্রী) জ্বালানাং মালা অস্ত্যস্যা ইনি ঙীপ্। দেবীবিশেষ। ইহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "ওঁং নমঃ ভগবতি! জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে "ওঁং নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্মৃতং। জ্বালামালিনীতি চ শিখা গৃধ্রগণপরিবৃতে। ততঃ বর্ম্মস্বাহাস্ত্রমিত্যুক্তং জাতিযুক্তং ন্যসেৎ তনৌ।" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। "ওঁ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রসার)

জ্বালাবক্ত্র (পুং) জ্বালেব বক্ত্রমস্য বহুব্রী। শিব। (ব্রহ্মপুং)

জ্বালিন্ (পুং) জ্বল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ শিখাযুক্ত।

জ্বালেশ্বর (পুং) মৎস্যপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

জ্বালামুখী (স্ত্রী) জ্বালৈব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। পীঠভেদ। এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অম্বিকা। [পীঠ দেখ।]

পঞ্জাবপ্রদেশে কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত দেরা তহসীলের একটী প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ৩১° ৫২´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২১´ ৯´´ পূঃ। নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাঙ্গড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর উত্তরসীমাবর্ত্তী চাঙ্গা নামক দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখনও ইহার পূর্ব্ব কীর্ত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রাদির মতে, ইহা একটী মহাপীঠ, সতীদেহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়।

পর্ব্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ও এক প্রকার দাহ্য বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ সংযোগ করিলে বাষ্প জ্বলিতে থাকে। ঐ স্থানকে দেবীর জ্বলন্তমুখ বলে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম জ্বালামুখী হইয়াছে। প্রস্রবণের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বিস্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটী চৌবাচ্চা হইতে জল ও অল্প অল্প দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাজকগণ ঘৃতসংযোগে বাষ্প অনেকক্ষণ প্রজ্বলিত রাখে। রণজিৎ-সিংহ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনমাসে এখানে একটী পর্ব্ব হয়, তদুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, যে পূর্ব্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়া এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ-কুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগবতীর পূজা করেন ও একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দির পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্রবণের উপর নির্ম্মিত। ইহার চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত, খড়্গসিংহ প্রদত্ত রজতনির্ম্মিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ কপাট-দর্শনে এতদূর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটী আদর্শ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প পরিমাণে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে ঐ অগ্নি জলন্ধর নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত। কথিত আছে, মহাদেব ঐ দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া পর্ব্বত চাপা দেন, ঐ দৈত্যের মুখ হইতে অদ্যাপি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। [জালন্ধর দেখ।] যাহা হউক বর্ত্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কুণ্ড দেবীর উল্কাময়ী মুখ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্ম্মিত সরাই আছে; দরিদ্র তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাস করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার বাজার সুবৃহৎ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, জপমালা প্রভৃতি উপাসনা সামগ্রী দৃষ্ট হয়।

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য দ্রব্যজাত ও সমতলের দ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রপ্তানীর মধ্যে কুলু হইতে অহিফেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টী উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। ঐ সকল প্রস্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ পরিমাণে পটাসিয়ম্ আইওডাইড্ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্য উহা পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জ্বালামুখী নগরে একটী থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

কোন্ সময় হইতে জ্বালামুখীর প্রস্রবণ ও দাহ্য বাষ্পোদ্গম

আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব প্রদেশের একই পর্ব্বতে শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ঐ উষ্ণপ্রস্রবণ জ্বালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জ্বালামুখীদেবীর দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া কাঙ্গ্‌ড়া দেশ জয় করেন। মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, ফিরোজশাহ কৌতূহল পরবশ হইয়া জ্বালামুখীর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ ঐরূপ রটাইয়া থাকিবে।

ঝ

ঝ, ব্যঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ-কাল অর্দ্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণ করিতে আভ্যন্তরিক প্রযত্নে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকান্যাসকালে বামকরাঙ্গুলিমূলে ইহার ন্যাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা কুণ্ডলী, মোক্ষরূপিণী, বিদ্যুল্লতার ন্যায় রক্তাকার, উজ্জ্বল তেজোযুক্ত, সর্ব্বদা সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান। "ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে !
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
চতুর্দ্দশভুজাং দেবীং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাং তাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাচক শব্দ—ঝঙ্কার, গুহ, মার্গী, ঝর্ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্হস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহু, রস, রূপ, আকম্পিত, মুচঞ্চল, দুর্ম্মুখ, নষ্ট, আত্মাবান্, বিকটা, কুচমণ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্গুল, সুপর্ব্বক, দক্ষহাস, অট্টহাস, পুণ্যাত্মা ও ব্যঞ্জনস্বর।

মাত্রাবৃত্তে ইহার প্রথম বিন্যাসে ভয় ও মরণ হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ" (বৃত্তরত্ন° টী°)

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ ঝঞ্ঝাবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ। (শব্দর°) ৪ ঝিণ্টীশ। ৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী)

ঝকড়া (দেশজ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ।

ঝকনৌদ, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর সর্দ্দারপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামন্ত বাস করেন।

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে)। ঝমাত্র বর্ণ।

"ঝকারং পরমেশানি !" (কামধেনুতন্ত্র)

ঝকিক্ (দেশজ) ভর্ৎসনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ।

ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথা।

ঝক্‌ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তিময়। ২ দীপ্তি। ৩ ঔজ্জ্বল্য।

ঝক্‌ঝকিয়া (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মক্ (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মকানি (দেশজ) ঝক্‌মক্ করা।

ঝক্‌মারী (দেশজ) ১ ত্রুটী। ২ অপরাধ। ৩ অনুতাপ। ৪ খেদ।

ঝগতি (অব্য) ঝটিতি-পৃষো°। শীঘ্র।

ঝগঝগায়মান (ত্রি) ঝগঝগ-ক্যঙ্ শানচ্। (কর্ত্তুঃক্যঙ্ সলোপশ্চ। পা ৩।১।১১) দেদীপ্যমান।

"প্রভানিকররশ্মিভির্ঝগঝগায়মানাংশুকাং।" (দেবীপু°)

ঝঙ্কার (পুং) কৃ-ঘঞ্-কারঃ ঝন্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুঞ্জন। ২ ঝন্ ঝন্ শব্দ। ৩ অব্যক্তধ্বনি।

"প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ।" (বল্লালসেন)

ঝঙ্কারিণী (স্ত্রী) ঝঙ্কার অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টীশ।

ঝঙ্কারিত (ত্রি) ঝঙ্কার-ইতচ্ (তার°) ঝঙ্কারযুক্ত।

ঝঙ্কিল (দেশজ) একজাতীয় বড় বক।

ঝঙ্কৃতা (স্ত্রী) তারাদেবতা।

"ঝর্ঝরী ঝঙ্কৃতা ঝিল্লী ঝরী ঝর্ঝরিকা তথা।" (তারাসহস্রনাম)

ঝঙ্কৃতি (স্ত্রী) কৃ-ক্তি কৃতিঃ ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং যত্র। কাংস্যাদির ধ্বনি। (শব্দার্থচি°)

ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা মূলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা° ৩° ৩৫´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৯´ হইতে ৭৩° ৩৮´ পূঃ। পরিমাণফল অনুসারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টী জেলার মধ্যে ঝঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসী সংখ্যা অনুসারে ষড়্‌বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুজরান্‌বালা, পশ্চিমে দেরাইস্মাইলখাঁ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মুলতান ও মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণফল ৫৭৬২ বর্গমাইল। ঝঙ্গ নগরের উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী আদালত প্রভৃতি আছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। পূর্ব্বভাগ রেচ্না দোয়াবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতময়, তাহার পর হইতে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের সঙ্গম পর্য্যন্ত ত্রিকোণ ভূমি, পরে ঐ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়া সিন্ধুসাগর দোয়াব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমার কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। পূর্ব্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কূলবর্ত্তী ভূভাগ এবং বিতস্তা নদীর সহিত সঙ্গমস্থলের উপর ও নিম্ন উভয়দিকে চন্দ্রভাগার পশ্চিমকূলবর্ত্তী স্থানের ভূমি উর্ব্বরা ও বহুজন-সমাকীর্ণ। চন্দ্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্ব্বে উর্ব্বর নিম্নভূমি সহসা জনশূন্য অনুর্ব্বর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অনুর্ব্বর, কেবল নদী-তীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিন্ধুসাগর থাড়ি নামক উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও অবশিষ্ট সমস্তই অনুর্ব্বর। অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতা-শূন্য ভূভাগ এবং উত্তরপূর্ব্বাংশে একটী প্রাচীন নদীর শুষ্ক গর্ভ পড়িয়া আছে।

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের নানাস্থানের থাত হইতে প্রস্তর খোদিত হয়। ঐ সমস্ত প্রস্তরে জাঁতা, খল, শিল, রুটীবেলনের পিঁড়ি, প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরাণ পর্ব্বতে লৌহের খনি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমাস্থ ললেরা হইতে মৎস্য যাইয়া মূলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্র জন্তুর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িঞ্জা, বনবিড়াল প্রধান; মৃগ, শূকর ও শশকাদি নির্জ্জন অরণ্যে দৃষ্ট হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার হয়। ঐ বৃক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচ্‌না দোয়াবের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সঙ্গল-বালতীর নামক পাহাড়ের উপরিস্থ বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, ঐ স্থানই পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রন্থ বর্ণিত সাগল ও গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের সঙ্গল। ঐ পাহাড় গুজরান্‌বালার সীমায় অবস্থিত এবং উভয়দিকে দুইটী জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে ঐ জলাভূমিতে গভীর হ্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আজিও ঐ প্রদেশকে মদ্র-দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজা সাগল আক্রমণ করে। মহা-রাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শত্রু-দিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণ-কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গঙ্গা-কূলবর্ত্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং ঐ স্থান আক্রমণ করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি দুরাক্রম্য ছিল, ইহার দুই দিকে গভীর হ্রদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু কষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। চীনপরি-ব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব্দে শাকল পরিদর্শন করেন, তৎকালে উহার ভগ্ন প্রাচীর বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের স্তূপাকৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। হিউএন্‌সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কনিংহাম্ সাহেব শাকলের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। এখনও এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। দুইটী টোপ অর্থাৎ স্তূপও আছে, তন্মধ্যে একটী মহারাজ অশোকনির্ম্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত শেরকোট আলেকসান্দর কর্ত্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিউএন্‌সিয়াং পরে এই স্থানকে একটী প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করেন।

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজ-বংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট। এই শিয়ালরাজগণ মূলতান ও শাহ-পুরের মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহারা দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন; অব-শেষে রণজিৎসিংহ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোদ্ভব এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের আদিপুরুষ রায়শঙ্কর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল ঐ নগর ত্যাগ করিয়া মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন্ শাকর-গঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া শিয়াল মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়াল-কোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র মালখাঁ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগা-তীরে ঝঙ্গশিয়াল নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মালখাঁ সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া ঝঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিখগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ভঙ্গী প্রদেশের করম্‌সিং দুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট দুর্গ অধি-কার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ ঐ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আহ্মদখাঁ বার্ষিক ৭০ সহস্র টাকা ও একটী অশ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পান।

ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ্গ আক্রমণ করেন, আক্কদ খাঁ পলাইয়া মূলতানে আশ্রয় লয়েন। রণজিৎসিংহ সর্দার ফতেসিংকে ঝঙ্গের সর্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, আক্কদ খাঁ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত করদানে তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ মূলতান অধিকার করিয়া তাঁহার শত্রু মুজাফর খাঁকে সাহায্য করা অপরাধে আক্কদ খাঁকে বন্দী করিলেন। লাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আক্কদ খাঁকে একটা জায়গীর প্রদান করেন। আক্কদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইস্মাইল খাঁ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে ঝঙ্গ জেলা গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইস্মাইল খাঁ বিদ্রোহী রাজগণের দমনে গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করায়, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আজীবন একটা জায়গীর ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ঝঙ্গজেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই তিনটী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

প্রথমোক্ত দুইটী নগর ফলে একটী নগর বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট ও আক্কদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ মোড়লের কূপের চতুর্দ্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি ঘর প্রজার কুটীর এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাট্‌কি (মূলতানী)।

এই জেলার কেবল ১/৫ অংশমাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী। কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। নদীকূল হইতে কিছু দূরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল জন্মে, অধিক দূরের উচ্চভূমি অনুর্ব্বর। নদীকূলে অনেক সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র ভাসিয়া যায়; এখানে ধান্য জন্মে না। বসন্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে।

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি পশুচারণের উপযোগী। পশুচৌর্য্য অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্ব্বদাই শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উষ্ট্র পালন করিতে ভালবাসে। ঝঙ্গের অশ্ব সর্ব্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী পঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন শস্যদ্বারাই খাজনা দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা দিয়া রাজস্ব প্রদান করে।

ঝঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইরাবতীতীর ও গুজরান্‌বালা জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। কাবুলী বণিকগণ ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা ও রূপার জরি এবং চর্ম্মের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মূলতান হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার মধ্যে শেরকোট, ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া গিয়াছে। অপর একটী রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাহোর-মূলতান-রেলওয়ের বিচাবন্নী ষ্টেশন হইতে চাহ্-ভরেরী দিয়া দেরা-ইস্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিচাবন্নী, দেরাইস্মাইল খাঁ ও বন্নু নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের লাহোর ও মূলতান শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিম্নে একটী নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ঐ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ বণিকতরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে।

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও সাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্তুতের ভূমি হইতেও গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিসনর, ২ জন এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও পুলিস দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ানা নগরে জেলার আদালত জেলখানা ও গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। শাসনকার্য্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেলা ৩টী তহসীল ও ২৫টী থানায় বিভক্ত। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট ও আক্কদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ব্যাধির মধ্যে জ্বর ও বসন্ত প্রধান। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট, আক্কদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেণ্টের দাতব্য ঔষধালয় আছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। এই তহসীল চন্দ্রভাগা নদীর উভয়তীরস্থ কতক স্থান লইয়া গঠিত। পরিমাণফল ২৩৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই জেলার আদালত সকল ও ৫টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটী প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ৩১° ১৮´ ১৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। ঝঙ্গের দুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ানা নগর অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা একই মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত এবং একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দুই নগরের লোকসংখ্যা ২৩,২৯০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান ১১,৩৩৪। চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঐ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম্নভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি মাঘিয়ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে। সহরের মধ্যে একটীমাত্র বড় রাস্তা, উহার দুইপার্শ্বে একই প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত পথ। পথ সমুদায় ইষ্টকখণ্ডদ্বারা বাঁধান, উহাতে নর্দ্দামা প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় ও তথায় একটী ঝরণা, ঔষধালয় ও থানা আছে। শিয়ালবংশীয় মালখাঁ ১৪৬২ খৃঃ অব্দে পুরাতন ঝঙ্গ নগর নির্ম্মাণ করে। ঐ নগর বহুকাল ঝঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে ঐ নগর ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্দ্রভাগার স্রোতে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নগর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্ত্তমান নাথসাহেবের পূর্ব্বপুরুষ লালনাথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের একপার্শ্ব দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অপরদিক্ হইতে দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্জবন, অট্টালিকা প্রভৃতি শোভিত মনোরম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তুত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শস্য আমদানি হয়।

ঝঞ্জন (ক্লী) ১ ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্ ঝন্ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি।

ঝঞ্জনা (স্ত্রী) ঝঞ্জন। "ঝঞ্জনা ঝঞ্জনী বিদ্যুৎ চকমকী।"

ঝঞ্জনী (স্ত্রী) অস্ত্রের শব্দ।

ঝঞ্ঝা (স্ত্রী) ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দং কৃত্বা ঝটতি-বেগেন বহতীতি ঝট্-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। ৩ প্রচণ্ডানিল। (শব্দর°) বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক প্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঁঝরও বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ ঈষৎ মুজ, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঘণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘন যন্ত্রের আদি এরূপ অনুমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

ঝঞ্ঝাট (দেশজ) ১ ব্যস্ততা। ২ দুঃখ। ৩ ক্লেশ।

ঝঞ্ঝাটিয়া (দেশজ) যে ঝঞ্ঝাট করে, বিশৃঙ্খলকারী।

ঝঞ্ঝানিল (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ বর্ষাকালের বায়ু। ২ ঝঞ্ঝাবাত। (ত্রিকা°)

ঝঞ্ঝামারুত (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো মারুতঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। বেগবান্ বায়ু।

ঝঞ্ঝারপুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬° ১৮´ অক্ষাংশ ও ৮৬° ১৯´ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছোটবলানের পূর্ব্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে দুইটী বাজার আছে। প্রথমটী প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের শ্যালিকার নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ঝঞ্ঝারপুর বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী মুরনম্ গ্রামবাসী শিবরতনগিরি নামক জনৈক মোহান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্ঝারপুরে আসিয়া তাঁহার একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝারপুরে বাস করিবে তাহার পুত্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গৃহনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্ম্মাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্ব্বে এইস্থানে কোন রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছত্রসিংহ তাহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে অর্চ্চনা করিবার জন্য বহদূর হইতে লোক আসে। পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্যও এই স্থান বিখ্যাত; এই স্থানের

পানের বাটা ও গঙ্গাজলী অতিশয় সুন্দর। বাজারে শস্যের বড় বড় কারবার আছে। ঝঞ্ঝারপুর হইতে হিয়াঘাট, মধুবনী, নরায়া প্রভৃতি স্থানে রাস্তা হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারভঙ্গ হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

ঝঞ্ঝাবায়ু (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো°। ঝঞ্ঝাবাত। বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্ বায়ু।

ঝটক (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ বর্ণবিশেষ।

"উপাসরণ্যে ঝটকশ্চ কূপে দ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।" (অত্রি)

ঝটা (স্ত্রী) ঝট-অচ্ টাপ্। ১ শীঘ্র। ২ অলকী। (শব্দার্থচি°) (দেশজ) ঝাটা।

ঝটি (পুং) ঝটতি পরস্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ঔণাদিক ইন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (শব্দর°) (দেশজ) ঝাটি।

ঝটিতি (অব্য) ঝট্-কিপ্ ঝট্ ইন্-ক্তিন্। ১ দ্রুত। ২ শীঘ্র। পর্য্যায় দ্রাক্, অঞ্জসা, আহ্নায়, সপদি, দ্রাক্, মংক্ষু, সদ্যঃ, তৎক্ষণ। (অমর)

"ত্যক্তা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।" (পদাঙ্কদূত)

ঝট্ (দেশজ) ১ শীঘ্র। ২ দ্রুত। ৩ আচম্বিতে।

ঝট্কা (হিন্দি) ঝড়।

ঝট্কান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত।

ঝট্ঝট্ (দেশজ) ১ বিচলিত হওয়া। ২ তাড়াতাড়ি।

ঝট্পট্ (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ঝড় (দেশজ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুরাশি নানা কারণে সর্ব্বদাই চঞ্চল যখন ইহা মৃদুমন্দহিল্লোলে মধুর গন্ধবহ রূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ করে। অনেক সময় এই বায়ুরাশি নানা নৈসর্গিক কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে প্রবাহিত হয় এবং কখন কখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মূলিত, গৃহাবলী বিপর্য্যস্ত, উদ্যান সকল লণ্ডভণ্ড, নৌকা প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই বেগবান্ বায়ুরাশিকে সচরাচর ঝড় কহে। হিন্দু পুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। তাহারা কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন্ (কিউয়ু অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌বাহী-ঝড় রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন্।

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বায়ুমানযন্ত্র দ্বারা অনেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে পারেন। পূর্ব্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্ত কালে সূর্য্যের ছবি, মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ সকল নিতান্ত অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্দ দেখ।]

য়ুরোপীয়দিগের প্রযত্নে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ুরাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহারা ঝড়ের প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্ব্বসূচনাদি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক পরিবর্ত্তনাদির তালিকা পর্য্যাপ্ত রূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্রান্ত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্ব্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে বায়ুরাশিও নিশ্চল হইত এবং বায়ুপ্রবাহ হইত না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধন নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী কতক স্থানেই—সূর্য্যকিরণ লম্ব ভাবে পতিত হয়; সুতরাং মেরুপ্রদেশদ্বয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ অধিক উত্তপ্ত হয়। ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুরাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে। এই রূপে ভূপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমেরুপ্রদেশ হইতে বায়ুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ুসাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুরাশি মেরুদ্বয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরল ভাবে আসিতে পারেনা। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপূর্ব্বদিক্

হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অসমান সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া নানাস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমবায়ু (Monsoon) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। (ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপ্রবাহ এবং তত্তৎ শব্দে লিখিত হইবে)।

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক্ হইতে বায়ুরাশি ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ সমস্ত বিভিন্নমুখী বায়ু একত্র সংঘৃষ্ট হইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে। এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবায়ু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা অত্যল্প মাত্র ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গমন করে। কিন্তু কখন কখন ঐ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে ১০০০।১২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায়ুপ্রবাহ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষগৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় দেখি, তৎসমুদয়ই এক একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ু মাত্র। এই সকল ঘূর্ণবায়ু ১ হইতে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ মাইল ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবায়ু ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন (Cyclone) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকাচক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবপন্ন, উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবায়ু গমন কালে একই সময়ে নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল থাকে, সুতরাং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় প্রথমে এক দিক্ দিয়া ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয়া আবার ঠিক বিপরীত দিক্ হইতে ঝড় আইসে।

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে ও শেষে দুই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদি একটা ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্র মান্দ্রাজের উত্তর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বহিবে, পরে ঐ বায়ু পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে।

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই ঝড়ের বা ঘূর্ণবায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ঐ ব্যাপ্ত স্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অসমবৃত্তাভাসের ন্যায়। ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস দুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। যে দিকে ঘূর্ণবায়ু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত থাকে, লঘুব্যাস গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থান করে। বৃত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালব্ধ ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটী নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১, ঝঞ্ঝাবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্তদ্বয় পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী বাণিজ্যবায়ুপ্রবাহের আরম্ভস্থলে শীতকালে কিংবা মৌসুমবায়ু পরিবর্ত্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয়না, কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। বরং ইহার দুই দিকে একই দ্রাঘিমায় পরস্পর ১০।১২ অংশ অন্তরে দুইটী ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুনা গিয়াছে। উভয় গোলার্দ্ধেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও শেষভাগে পূর্ব্বমুখে গমন করে। সর্ব্বত্রই উহাদের গতি নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে।

২, ইহাদের গতি দ্বিত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে ঘূর্ণবায়ু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেরূপে ঘুরে, তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দক্ষিণগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ।

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর ন্যায়। ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহুদ্বয় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। ঐ শীর্ষ উত্তরগোলার্দ্ধে প্রায় ৩০ ও দক্ষিণগোলার্দ্ধে প্রায় ২৬ রেখার কোন যাম্যোত্তররেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকটস্থ ঐ ক্ষেপণীর পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যের অস্ফুট ক্রান্তির (Declination of the sun) সমপরিমাণ অক্ষরেখায় ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিমমুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতে থাকে। শেষভাগে ইহা ক্রমাগত নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় তুফান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহারা গমনকালে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

৪, ঘূর্ণবায়ু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ, এমন কি একস্থানে একই ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতায় দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি ঘণ্টায় ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১০ মাইল হইতে অন্যূন ২ মাইল হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টায় ২ হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন ঘূর্ণবায়ু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবায়ুর ঝড় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিক্ হইতেই প্রবাহিত হয়।

৫, সচরাচর এই সকল ঝঞ্ঝাবাতের ব্যাস ৫০০।৬০০ মাইল; কখন কখন ৫০ মাইল পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন সময় ১০০০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে। গমনকালে কখন আকুঞ্চিত কখন বা প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১০০ বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিলেই উহারা প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কখন কখন ঐ ব্যাস ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্ঝাবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা ৩৫০ মাইল। কখন ইহা ৬০০ মাইল আবার কখন ১৫০ মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ রূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহারা ২৪০ মাইলের অধিক ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীনসাগরের টাইফুন্ সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঘূর্ণবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবায়ুর গতি একই দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই দুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীত ভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। সুতরাং উত্তরগোলার্দ্ধে অগ্রগামী ঘূর্ণবায়ুর ডানদিকের এবং দক্ষিণগোলার্দ্ধে বামদিকের ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা বেগযুক্ত।

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক সেই দিক্ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর গতি সেই দিক্ হইতেই হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার চারিদিকে সকল দিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, ঐ অংশে বায়ু যে দিক্ হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্ হইতে ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকে হইতে পারে।

ঘূর্ণবায়ুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪০ মাইল, কখন কখন তাহার অধিক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় না। ঝটিকাচক্রের আবর্ত্তনবেগ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এজন্য কখন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবায়ু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে ১ মাইল বা তাহার কিঞ্চিদধিক হইয়া থাকে। ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুষ্য, পশু যাহা সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সকল ঝড় স্বভাবতঃ উর্দ্ধসংখ্যা কয়েক ঘণ্টা এক স্থানে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১০ বা ততোধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ঝড় ঘূর্ণবায়ুজনিত নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্ব্বতের নিকট প্রবল হইয়া ঝড়রূপে পরিণত হয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্ব্বিবাদে চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দম্‌কা বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উষ্ণবায়ু লঘু হইয়া উর্দ্ধগমনকালে প্রবাহ দ্বারা পর্ব্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘণীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে; তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া বেগে নিম্নদিকে ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্ হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রফেসর টেলার (Taylor) সাহেবের মতে স্থানীয় তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উর্দ্ধগত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতিঘাতে ও পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্য ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটী বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড (Blanford) বলেন, কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিবর্ত্তিত হইলে তথাকার বায়ুসাগর অবনত

হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ঐ স্থানে ধাবিত হইয়া ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে যে স্থানে বায়ুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দ্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান হইতে ঐ অল্প চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। যদি চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি বেগে ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে বায়ুমানযন্ত্রে (Barometer) পারদের অবনতি দেখিলে সেই সময় যদি পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা। নাবিকগণ এই উপায়েই ঝড় প্রভৃতি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া সাবধান হয় এবং অনেক দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখনই যন্ত্রস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলেই অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটী লম্ব কিংবা একপার্শ্বে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এবং ঐ ঘূর্ণ জন্য কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি দ্বারা কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্য কেন্দ্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে ঐ অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০০ মাইল হয় এবং ঝড় প্রান্তভাগে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি যন্ত্রস্থ পারদকে $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চির অধিক অবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচর পূর্ণ এক ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক ঝড়ের পূর্ব্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির চাপের অসমতাপ্রযুক্ত বায়ুমান-যন্ত্রস্থ পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে। তজ্জন্য যন্ত্রস্থ পারদের এইরূপ অধিক স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে হইবে, একটা ঝড় অবশ্যম্ভাবী। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, ঐ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযন্ত্রস্থ পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপর একটী জাহাজ এই দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝড় শেষ হইবার পূর্ব্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে।

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র ঐ পরিবর্ত্তন হয়, ঝড়ের প্রকোপও ততই অধিক হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে পারদ সহসা অবনত হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে ঐ অবনতির তারতম্য হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে ঐ অবনতি ২½ ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্রস্থ পারদ ২৯·৯ ইঞ্চি হইতে ২৬·৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, রুগ্ন ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খলভাবে এক দিক্ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাব লক্ষিত হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মেঘ ও বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পূর্ব্বে তাপমানযন্ত্রে তাপের আধিক্য দেখা যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অনুভব না হইয়া যদি পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীঘ্র আর একটা ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ তরঙ্গাকারে কূলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই তরঙ্গ দুই প্রকার,—একটী তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুর্দ্দিকস্থ ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের কোন্ প্রদেশে কোন্ সময় কোন্‌দিক্ হইতে ঝড় আইসে, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। পশ্চিমভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে তথাকার বর্ষা শেষে সূর্য্য যখন

মস্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্য্যন্ত ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চ্চমাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তদ্ভিন্ন দক্ষিণপশ্চিমে মৌসুমবায়ু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন্) ঝড় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব-সাগরে উভয় প্রকার মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই ঝড় হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহা-দের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হেন্‌রি পিডিংটন (Henry Peddington) সাহেব, ১৮৩৯ হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্য্যন্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবায়ু! তিনি ঐ সকল ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক। ১৭৪৬ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় ১৭টী অতিশয় ভীষণ ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পিডিং-টন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টীর উল্লেখ আছে। ব্লান্-ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২টী, ফেব্রুয়ারি ০, মার্চ্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২০, নবেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বরমাসে ৩টী সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেম্বর হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঝড় হয়, সেই সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু বহিবার সময়ে কখন কখন উত্তর-ভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল।

কাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে এক দিক্ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শান্তভাব ধারণ করে এবং আকাশ নির্ম্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত দিক্ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল ঝটিকার গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুবর্ত্তী অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর উত্ত-রাংশে ঝড় পূর্ব্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু প্রায়ই দক্ষিণপূর্ব্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে গমন করে।

মান্দ্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেকবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঝড়ের উৎপাদক ঘূর্ণবায়ু পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বদিক্ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইল ও ইহাদের আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মান্দ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন বা তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ৩ খানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সকলেই গতাসু হইল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কড়ালূরের নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় ঐ রূপেই বহিতে থাকে। পেম্ব্রোক জাহাজ পোর্টোনভো হইতে অনতিদূরে জলমগ্ন হয়; কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা পায়। দেবীকোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও তন্মধ্যস্থ ৫২১ জন কর্ম্মচারী ও আরোহী জলমগ্ন হয়। সেণ্ট ডেভিড ফোর্টের অনতিদূরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হয়।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি পুঁদিচেরীতে ভীষণ ঝড় হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়; অপর ৪ খানির মাস্তল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্‌ল প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ তীরে

নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১০০ জন আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র ৭জন যুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় প্রাণত্যাগ করে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদায় বিনষ্ট হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০০ দেশীয় পোত তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের দুইখানি জাহাজ মাস্তুল নামাইয়া কষ্টে বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু সংখ্যক প্রজা মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বায়ুমানযন্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯·৪৬৫ ইঞ্চির কম ছিল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ২রা মে মান্দ্রাজে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেলা-ভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া যায়।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া একবারে থামিয়া যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রবল ঝড় আইসে। এই ঘূর্ণবায়ু মান্দ্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে। বায়ুমানযন্ত্রে পারদ ২৮·৭৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ৩০এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বায়ুমান-যন্ত্রে পারদ ২৮·২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবায়ু নগরের উপর দিয়া গমন করে।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মান্দ্রাজ নগরের মানমন্দিরের বায়ুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যায়।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর মসুলীপত্তনে ভয়ানক ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠে এবং উপকূল ভাগে ১২।১৩ মাইল পর্য্যন্ত এমন কি এক স্থানে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৮০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত করে। এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩০০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ঝটিকা দ্বারা সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হরিণঘাটা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ বর্ত্তমান সমগ্র বরিশাল ও বাথরগঞ্জ জেলা ঝড় দ্বারা তাড়িত সাগরতরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যায়। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] তৎপরেই মগ ও পর্ত্তু-গীজ দস্যুগণ ইহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১০০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়।

একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে প্রায় ৩০০০০০ প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে লক্ষীপুরের নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ ৩০০ শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহস্র লোক ভাসিয়া যায়। মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাগরদ্বীপ ১০ ফিট গভীর জলে ডুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও যুরোপীয় তত্ত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সন্দীপ ঝড়ে জলপ্লাবিত হয়।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় একটী প্রবল ঝড় হইয়া বিস্তর প্রাণনষ্ট করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গমন করে। এই ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৬০ হাজার মণ বোঝাই করা জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় ৩০০ মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়। এই ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম-মুখে বালেশ্বর ও হিজলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয়। তৎপরে তথা হইতে ঐ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো-পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া-ছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া ভাগীরথীর উভয় কূলবর্ত্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল-প্লাবিত করে। কলিকাতা ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ ভাসিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও বিস্তর হানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলার প্রায়

৩য় অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫।৩০ বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুসংখ্যক অধিবাসী সহসা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বাল্‌ফোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্ ও লণ্ডন অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইত। এই ঝড়ে প্রায় ২০০ জাহাজ ও ৭০০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া প্রভৃতি উর্ব্বরা ধান্তক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। ঐ সকল দ্বীপ জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় দ্বারাই সাধিত হয়। বায়ুরাশির অসাধারণ শান্তভাব ও আকাশের রক্তিমা দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন ১লা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নদীর জল অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইয়া ১০ হইতে ৪০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। ইহাতে প্রায় ১,৬৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে।

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বল্লভগড় জায়গীরের একটী সহর। অক্ষা° ২৮° ১৯´উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১´পূঃ। এই সহর দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার পথে অবস্থিত।

ঝড়ি (দেশজ) ১ ঝটিকা। ২ বাত্যা।

ঝড়িয়া (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়া বা ঝরিয়া হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ইহারা অনেক অদ্ভুত দেবতার উপাসনা করে।

২ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্ব্বে বন্যহস্তী ধরিত।

ঝণঝণা (অব্য) ঝণৎ-ডাচ্। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ অব্যক্ত শব্দযুক্ত। ৩ ঝণঝণ শব্দ।

"সর্ব্বং ঝণঝণাভূতমাসীত্তালবনেম্বিব" (ভারত ভী° ১৯ অঃ)

ঝণাঝণায়মান (ত্রি) ঝণঝণ-ক্যঙ্, শানচ্। যাহা ঝণঝণ শব্দে শব্দিত হইতেছে।

ঝণ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ সম্প্রদায়ের একজন নেতা। ইহার পিতা ভঙ্গী মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী; একের গর্ভে ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বসুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝণ্ডাসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহারই সময়ে ভঙ্গী সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ঝণ্ডাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিখসর্দ্দারগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঝণ্ডাসিংহ মুলতান আক্রমণ করিয়া শতদ্রুতীরে মুসলমান-শাসনকর্ত্তা সুজার্খাঁ এবং দাউদপুত্রগণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি অনুসারে পাকপত্তন দুইরাজ্যের মধ্য সীমা বলিয়া ধার্য্য হইল।

ইহার পর ঝণ্ডাসিংহ কসুর আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মুলতানের নবাবের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদপুত্রগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগান সৈন্যগণ শিখদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল।

পর বৎসর ঝণ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দ্দার ও প্রভূত সৈন্য লইয়া পুনরায় মুলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মুলতানে অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তখ্‌লু নামক একজন শাসনকর্ত্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঝণ্ডাসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুজার্খাঁকে পরাজিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্য দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। শরিফ্ বেগ হতাশ হইয়া খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুলতান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঝণ্ডাসিংহ বলুচ প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে ঝঙ্গ আক্রমণ করিয়া মান্‌খেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মুলতানের ধ্বংসাবশেষে নির্ম্মিত সুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পর তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া তথায় ভঙ্গী-কেল্লা নামে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির পশ্চাতে আজিও বিদ্যমান আছে।

তাহার পর ঝণ্ডাসিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছত্তদিগকে

পরাজিত করিয়া বিখ্যাত ভঙ্গী-কামান জম্‌জমা * পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া তথাকার কহ্নিয়া মিছিলের সর্দ্দার জয়সিংহ ও স্থকর-চাকিয়া মিছিলের সর্দ্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু দিবস দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দ্দার চড়ৎসিংহের বন্দুক ফাটিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন কহ্নিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে ঝণ্ডাসিংহ স্বজাতি শিখজাতীয় জনৈক অনুচর কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দুরাত্মা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝণ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কহ্নিয়াগণ সহজেই বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন।

ঝত্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝত্তি এই প্রয়োগ হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি।

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ঝন্ ঝন্ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

"উদ্বেল্লভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্।" (কালিদাস)

ঝন্‌ঝনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার শামলি তহসীলের একটী কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫´ ৪৫´´ পূঃ। এই সহর মুজাফরনগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও খালের মধ্যবর্ত্তী সমপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী ইষ্টকরচিত দুর্গ ছিল। এখনও ইহাতে একটী মস্‌জিদ এবং শাহ আবদুল্ রজাক্ ও তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। ঐ সকল কবর ও মস্‌জিদ্ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত হয়। উহাদের গুম্বজে নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্য্যযুক্ত পুষ্প সকল বিদ্যমান আছে। দরগা ইমাম সাহেব নামক অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলমগ্ন হইয়া যায়। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা এখানকার সাধারণ রোগ। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝন্দিসুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ পূঃ। এই সহর আগ্রা হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ঝন্নিবাল, অক্‌বরের সমকালবর্ত্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দ্দর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, লাহোরের নিকটস্থ ঝন্নি হইতে ঝন্নিবাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া মূলতানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, ঐ স্থানেই দাউদের জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ঝপ্‌ঝপ্ (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র।

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলায় অযোধ্যা-নগরের দক্ষিণস্থ একটী মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামকোট দুর্গ নির্ম্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঐ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটী আসিত, তাহাতেই ঐ পাহাড় হইয়াছে। তজ্জন্যই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্ব্বত।

ঝব্বু বিবি, নবাব হাসেনখাঁর পত্নী। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে মোর্ণা নামক স্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর।

ঝম্‌ঝম্ (দেশজ) বৃষ্টিপাতের শব্দ। তদ্রূপ শব্দ।

ঝমর (দেশজ) মলের শব্দ।

ঝমর্‌ঝমর্ (দেশজ) মলের বা অলঙ্কারের শব্দ।

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ। ১ লম্ফ। ২ স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্ ঝম্পা। (স্ত্রী)

"পুচ্ছাস্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চ তাঃ" (মহাবীরচ°)

ঝম্পন, পার্ব্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পাল্কী, ইহা চারি ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার বা নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। ঝম্পন বাহকদিগকে ঝম্পনি, ঝাঁপানি বা ঝপানি কহে।

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ-ক অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অক্-অণ্। যে ঝাঁপ দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি°)

ঝম্পারু (পুং) ঝম্পং লম্ফং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-ডু (বাহুলকাৎ) অথবা ঝম্পেন আচ্ছ´তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ঋ উ। বানর, কপি। (শব্দর°)

ঝম্পাশিন্ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছয়া পতনেন অশ্নাতি ভক্ষয়তি ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাঁপ দিয়া খায়। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ঝম্পাশিনী।

ঝম্পিন্ (পুং) ঝম্পঃ অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। (শব্দর°)

ঝম্মর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝম্মর

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর রাত্রিতে সর্ হেনরি হার্ডিঞ্জ ফিরোজ-সহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন লাহোর-মিউজিয়মের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে।

গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বোম্বাই-বরদা এবং মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝালা রাজপুত এবং বধানের জমিদারদিগের দায়াদ।

ঝর (পুং) ঝৃ-অচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ। "স তচ্ছকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমিমাতনোতি যৎ।" (নৈষধ)

ঝরকা (দেশজ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা।

ঝরণ (দেশজ) ঝরিয়া পড়া, নিঃসরণ।

ঝরণা (দেশজ) ১ শৈলনিঃসৃত জল। ২ নির্ঝর।

ঝরা (স্ত্রী) ঝর। (অমরটী° ভরত)

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্ত্যর্থে ইতচ্। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট। ২ গলিত।

ঝরিয়া, বাঙ্গালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও একটী জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২০০ বর্গমাইল। ঝরিয়ার রাজা গবর্মেণ্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন।

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। এই খনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়লা আছে। নিম্নতর স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভস্মের ভাগ শতকরা ২.৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর এবং ইহার উপনদী জমুনিয়া, কাট্রি, কাড়্রি, ছোট কাড়্রি ও ইজ্রি প্রভৃতি নদী এই কয়লা ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভূভাগের স্তর সকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

ঝরী (স্ত্রী) ঝর।

ঝরুমতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চেতিয়াবন সহরের ৩½ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগর।

ঝবরহীরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরাণপুর জেলায় রুড়কী তহসীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক শাসনকর্ত্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্ম্মিত একটী মস্জিদ্ এবং একটী কূপ আছে।

ঝর্ঝর (পুং) ঝর্ঝ ইত্যব্যক্তশব্দং রাতীতি ঝর্ঝ-রা-ক। অথবা ঝর্ঝ-অর। (বহুবচনাৎ) ১ বাদ্যবিশেষ। (অমর) ২ চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত কাষ্ঠস্থান। (অমরটী°) ৩ ডিণ্ডিম। ৪ ডেঙ্গরা। ৫ পটহ। (ভরতধৃত বৈকুণ্ঠ)। ঝর্ঝাতে বিষ্ণতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে-অর। ৬ কলিযুগ। ঝর্ঝরো ঝর্ঝশব্দ ইবাস্ত্যস্য ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষ পুত্রবিশেষ।

"হিরণ্যাক্ষ সুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুমহাবল।
ঝর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।" (হরিবংশ)

৯ বেত্রনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।

"কাঞ্চনোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।" (ভা° ভী° ৯১ অঃ)

১০ পাকসাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঁঝরা; ইহার পর্য্যায়—ঝল্লকী, ঝল্লী, ঝলরী, ঝর্ঝরী।

(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত জলের শব্দ। ২ ঝাঁঝ। ৩ ঝাঁঝরা। ৪ কাড়া।

ঝর্ঝরক (পুং) ঝর্ঝর-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিযুগ। (ত্রিকা°)

ঝর্ঝরা (স্ত্রী) ঝর্ঝতে নিন্দ্যতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে ঝর্ঝ অর্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ জলশব্দবিশেষ।

"ঝিণ্টীশবন্দ্যা ঝঙ্কারকারিণী ঝর্ঝরাবতী।" (কাশী° ২৯।৬১)

৩ তারাদেবী।

ঝর্ঝরাবতী (স্ত্রী) ঝর্ঝরা অস্ত্যর্থে মতুপ্। মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টী।

ঝর্ঝারিকা (স্ত্রী) তারিণী।

ঝর্ঝরিন্ (পুং) ঝর্ঝর অস্ত্যর্থে ইনি। শিব। "ত্বং গদী ত্বং শরী বাপী খট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।" (ভারত শা° ২৮৬ অঃ)

ঝর্ঝরী (স্ত্রী) ঝর্ঝর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ।

"গোমুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজৈঃ সহ।
ঝর্ঝরী ডিণ্ডিমানাঞ্চ ব্যক্রয়ন্ত মহাস্বনাঃ।" (হরিবংশ)

ঝর্ঝরীক (পুং) ঝর্ঝ-ঈকন্। ১ শরীর। (উণাদিকোষ) ২ দেশ। ৩ চিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি)

ঝলক (দেশজ) ১ অঞ্জলি পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, দীপ্তি।

ঝলকন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝলজ্ঝলা (স্ত্রী) ঝলজ্ঝল ইত্যব্যক্তশব্দঃ অস্ত্যস্য ইতি ঝলজ্ঝল অচ্। ১ হস্তিকর্ণাস্ফালনজাত শব্দবিশেষ। (ত্রিকা°)

(দেশজ) ১ ছল ছল দৃষ্টি। ২ ঝুলন।

ঝলন (দেশজ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া।

ঝলা (স্ত্রী) ঝরা পৃষো°। ১ কন্যা। ২ আতপোর্ম্মি। (মেদি°)

ঝলরী (স্ত্রী) ঝল-রা-ড। ১ হুড়ুক্ক। ২ ঝর্ঝরবাদ্যবিশেষ। ৩ বালচক্র। ৪ কেশচক্র। (মেদি°)

(দেশজ) ১ কোঁকড়ান চুল।

ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্ম্মল। ২ সুন্দর। ৩ সুশ্রী।

ঝলু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিজনৌর জেলার বিজনৌর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ২০´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ ৩০´´ পূঃ। ইহা বিজনৌর নগরের ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত।

ঝল্‌ঝল (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ২ ঝুলে থাকা।

ঝল্ক (দেশজ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ।

ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটী পাহাড়ের উপর প্রায় ১৮ ফিট্ উচ্চ একখণ্ড চীর অর্থাৎ শিলাফলকে ১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে এক শিলালিপি আছে।

ঝল্কন (দেশজ) ঝলক্ উঠা।

ঝল্ল (পুং স্ত্রী) ঝর্চ্ছ´ ক্বিপ্, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ।" (মনু)

মনু ইহাদের শস্ত্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ঝল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।

দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ।"

ঝল্লক (ক্লী) ঝর্চ্ছ´ ক্বিপ্, তং লাতি লা-ক অথবা ঝল্ল স্বার্থে কন্। যে শব্দ করে। কাংস্যনির্ম্মিত করতাল বাদ্যবিশেষ, ঝাঁজ।

"শিবগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম।

দুর্গাগারে বংশিবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঝল্লকণ্ঠ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়া তৎ স্বর ইব কণ্ঠঃ যস্য বহুব্রী। পারাবত। (হারা°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝর্চ্ছ´-অরন্ পৃষো°। ১ ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ। ২ হুড়ুক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেদি°)। ৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়°)

ঝল্লরী (স্ত্রী) [ঝিল্লরা দেখ।]

ঝল্লিকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃষো°। ১ উদ্বর্ত্তনপট, যে বস্ত্র দ্বারা গাত্রের মলা তোলা যায়। ২ দ্যোত। (মেদি°) ৩ দীপ্তি। ৪ উদ্বর্ত্তনমল। (শব্দর°) ৫ সূর্য্যরশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝা।

ঝল্লী (স্ত্রী) ঝল্ল-ঙীষ্। ঝর্ঝরবাদ্য।

ঝল্লীষক (ক্লী) নৃত্যভেদ। "ঝল্লীষকন্ত স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সুবংশঘোষং নরদেব পার্থ।" (হরিব° ১৪৮ অঃ)

ঝল্লেলি (পুং) তর্কুলাসক, টেকুয়ার বাঁটুল।

ঝল্লোল (পুং) ঝর্চ্ছ´-ক্বিপ্, তথাভূতঃ সন্ লোলঃ পৃষো°। [ঝল্লেলি দেখ।]

ঝল্‌সান (দেশজ) অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া।

ঝষ (ক্লী) ঝষ গ্রহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়°) ২ বন।

ঝষ (পুং, স্ত্রী) ঝষ কর্ম্মণি ঘ। ১ মৎস্য। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "বংশীকলেন বড়িশেন ঝষীরিবাস্মান্।" (আনন্দ-বৃন্দা°) ২ মকর। "ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি" (গীতা) ৩ মীন-রাশি। "কার্ম্মুকন্ত পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।" (মল° ত°) ঝষ ভাবে-ক। ১ তাপ। (মেদি°) ২ গ্রীষ্ম, গরমী।

ঝষকেতু (পুং) ঝষঃ কেতুঃ যস্য বহুব্রী। মদন। (হলায়ুধ)

ঝষা (স্ত্রী) ঝষ-অচ্ টাপ্। নাগবলা। (অমর)।

ঝষাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যস্য বহুব্রী। ১ কন্দর্প। উপাচার ক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম)

ঝষাশন (পুং, স্ত্রী) ঝষ-অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা°)

ঝষোদরী (স্ত্রী) ঝষস্য উদরং উৎপত্তিস্থানতয়া অস্ত্যস্য। মৎস্য-গন্ধনাম্নী ব্যাসমাতা। (ত্রিকা°) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার শাপে মৎস্যযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নাম্নী কোন অপ্সরার গর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ° ৬৩ অঃ)

ঝা (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ।

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী উপত্যকা। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, উহারা বিজাঞ্জু, হলদা ও মিরবারি (ব্রাহুই) জাতীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, কৃষিকার্য্য আদৌ হয় না। এখানে নন্দারু নামে একটী মাত্র গ্রাম আছে।

বহুসংখ্যক মৃত্তিকাস্তূপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়ায়, এখানে পূর্ব্বে সুসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশেও একটী নগর স্থাপন করিয়া যান।

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Tamaric Indica)। এই বৃক্ষ বহু-প্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, আবার কোন কোন প্রকার ৮।১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ য়ুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, আফ্‌গানস্থান, সিংহল ও পূর্ব্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ সরল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-বিশিষ্ট, পত্র সকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের ন্যায় এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ। সামান্য বায়ু বহিলেই উহা হইতে দূরস্থ বাতাসর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। ইহাদের ফল প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে লিচুর ন্যায়; শুষ্ক হইলে কোষ সকল ফাটিয়া বীজ বহির্গত হয়।

এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও কঙ্করময় ভূমিতেই উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। সরোবরের বেড়া, পুষ্করিণীতীর এবং বাঁধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল ও অন্যান্য মোটা কার্য্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জ্বালানি ব্যতীত অপর কার্য্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ঝুড়ি তৈয়ার হয়। একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এজন্য উহারই জ্বালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের ভস্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় হইতেই গাছ জন্মে।

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং পাথার ন্যায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরোবর তীরে বা উদ্যানে শোভার্থ রোপিত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তঝাউ কহে।

একপ্রকার ঝাউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মূলতানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে ঐ পল্লব ভিজান জলদ্বারা রুটী প্রস্তুত করে।

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস করিয়া ফলের ন্যায় গুটিকা উৎপন্ন করে। ঐ সকল গুটিকা মাজুফলের ন্যায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুক্ত। ঐ উভয় প্রকার দ্রব্যই বস্ত্রাদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কোচক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত উপকারী। বৃক্ষের পল্লবও ঐ সকল কার্য্যে সময় সময় ব্যবহৃত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ঐ সকল গুটি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

ঝাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরবদেশে সিনাই পর্ব্বতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গায়ে কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে। ঐ সকল ছাতা বৃক্ষস্থ শর্করা হইতে জন্মে। এদেশে ঐরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার মিষ্টরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঝাউয়াকলা (দেশজ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ।

ঝাউয়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু গাছ।

ঝাঁই (দেশজ) ভস্ম, ছাই।

ঝাঁইমরিচ (দেশজ) লালমরিচ।

ঝাঁইশর্ষা (দেশজ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার করে, রাইসরিষা।

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমূহ। "হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাথে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।৪)

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝুঁকিয়া পড়া। ২ তর্জ্জন গর্জ্জন।

ঝাঁকা (দেশজ) বংশনির্ম্মিত ভারবহ পাত্র।

ঝাঁঝ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কাঁসরের বাদ্য। ৩ কোপাদি বা বিরক্তি ভাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ তেজস্কর পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ। ৬ উগ্রতা।

ঝাঁঝর (দেশজ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কাঁসর।

ঝাঁঝরা (দেশজ) ঝাঁঝরী।

ঝাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিদ্রযুক্ত দর্ব্বী, যে হাতায় অনেক ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র।

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অনুরাগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলসান। ৪ খেঁকি।

ঝাঁঝাঁ (দেশজ) সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হইলে যেন ঝাঁঝাঁ শব্দ হয়।

ঝাঁঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। Utricularia Fasciculata ইহা বসন্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জন্মিয়া থাকে।

ঝাঁট (দেশজ) সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার।

ঝাঁটন (দেশজ) ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, খাঙ্গরা।

ঝাঁটী (দেশজ) খড়ের ছাওনি।

ঝাঁটো (দেশজ) শীঘ্র, দ্রুত।

ঝাঁপ (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ চড়কে উৎসবকালে মঞ্চ হইতে লম্ফ দেওয়া।

"ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
ঝাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ৫।৭১)

ঝাঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটী পদ এবং দশমাত্রার তাল, বোল যথা

+	১					১		
ধা	গে	ধা	গে	দিন্	তা	কে	ধা	কে	দিন্ ঃ

(সঙ্গীতদা°)

ঝাঁপসন্ন্যাস (দেশজ) মহাদেবের উৎসব বিশেষ, চড়কের

সময় বা কোন শিবোৎসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতি কামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় হইয়া থাকে।

ঝাঁপনি (দেশজ) লম্ফ প্রদান।

"ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝাঁপা (দেশজ) মস্তকের আভরণবিশেষ।

ঝাঁপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দুইদলে সাপ লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করিয়া থাকে।

ঝাঁপানিয়া (দেশজ) ঝাঁপানকারী।

ঝাঁপিপেটারী (দেশজ) [ঝাঁপী দেখ।]

ঝাঁপী (দেশজ) বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক।

ঝাঁসি (ঝান্সী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী বিভাগ। এই বিভাগে ঝাঁসি, জলাউন ও ললিতপুর এই তিনটী জেলা আছে। অক্ষা° ২৪° ১১´ হইতে ২৬° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৪´ এবং ৭৯° ৫৫´ পূঃ। এই বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। পরিমাণফল ৪৯৮৩·৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টী নগর আছে। এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জাতি কাছি, লোধি, আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প।

মৌ, কাল্পী ও ললিতপুর এই তিনটী প্রধান নগর। এই বিভাগে ৩১টী দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

ঝাঁসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩´ ৪৫´´ হইতে ২৫° ৪৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২২´ ১৫´´ হইতে ৭৯° ২৭´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা ঝাঁসি বিভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার রাজ্য ও জলাউন জেলা। পূর্ব্বে ধসাননদী ও তাহার পারে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উর্চ্ছা রাজ্য এবং পশ্চিমে দাড়িয়া, গোয়ালিয়র ও খনিয়াধানা রাজ্য।

এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। উহাদের দুই চারিটী গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথার জেলার ইংরাজ শাসনাধীন দুই একটা গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তজ্জন্য অনেক সময় বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে শাসনকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত; ঐ প্রাচীন ঝাঁসির সন্নিহিত ঝান্সি নোয়াবাদ নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মৌনগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি জেলা গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যকা প্রদেশ তৃণাদি পূর্ণ, সানুদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। করার দুর্গ উহাদের উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ত্ত সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অনেক সুবৃহৎ সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্টদিক্ পাকা গাঁথনি দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ। ইহাদের অনেকগুলি প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটী খৃষ্টীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে বুন্দেলরাজগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে অর্জর সরোবর। তাহার ৮ মাইল পূর্ব্বে স্থিত কাচ্‌নেয়া সরোবর বৃহৎ।

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি উপযোগী। পাহুক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক তিনটী নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদীতে বন্যা হইয়া ঝাঁসির অন্যান্য স্থানের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। গবর্মেণ্ট রক্ষিত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ১০০০০ বিঘা। ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউঙ্গাঢাক (পলাশ) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেণ্টের বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, নানাজাতীয় হরিণ, বন্য কুকুর ইত্যাদি বাস করে।

ইতিহাস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাজপুতেরাই প্রথমে ঝাঁসিতে রাজ্যস্থাপন করেন; তৎপূর্ব্বে ইহা আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ

ঝাঁসির ২৪টী গ্রাম দখল করিতেছে। কিন্তু ইহাদের সুস্পষ্ট বিবরণ কিছুই জানা যায় না। চন্দেল্লবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তুত হয়। চন্দেল্লরাজবংশের পর তাঁহাদিগের অধীনস্থ খাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। ইহারাই করারদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালে বুন্দেলা নামক একদল নিম্নশ্রেণীস্থ রাজপুতজাতি এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তাহারা করার অধিকার করিয়া তাঁহাদের নাম দ্বারা অভিহিত বর্ত্তমান সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছানগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী করেন। বর্ত্তমান অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বুন্দেলাগণ ঐ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রুদ্রপ্রতাপের পরবর্ত্তী রাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লী সরকারে কর প্রদান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্চ্ছারাজ বীরসিংহ ঝাঁসির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় সম্রাট্ অকবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজলের প্রাণবধ করিয়া অকবরের কোপানলে পতিত হন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ ঐ প্রদেশ লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল, বীরসিংহ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহার প্রভু যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শাহজহান সম্রাট্ হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং উর্চ্ছারাজ্য কখন বা মুসলমানদিগের হস্তে কখন বা বুন্দেলা-সর্দ্দার চম্পরাও ও তৎপুত্র ছত্রশালের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বুন্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট্ বাহাদুরশাহের নিকট হইতে বর্ত্তমান ঝাঁসি সমেত নিজাধিকৃত সমস্ত ভূভাগ দখল করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মুসলমান সুবাদারগণ তথাপিও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছত্রশাল ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পেশবা বাজীরাও-চালিত মহারাষ্ট্রীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীগণ এই সময়ে মধ্যপ্রদেশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে ছত্রশাল পুরস্কার স্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রীদিগকে দান করিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন একটা ছল ধরিয়া উর্চ্ছারাজ্য আক্রমণ ও অন্যান্য প্রদেশসহ নিজরাজ্য-ভুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসি নগর সংস্থাপন করিলেন এবং উর্চ্ছা হইতে অধিবাসী আনিয়া তথায় বাস করাইলেন।

ইহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল ঝাঁসি প্রদেশ মহারাষ্ট্র-পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্ত্তী সুবাদারগণ একরূপ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। সুবাদার শিবরাও ভাওয়ের রাজত্বকালে ইংরাজগণ তাঁহার সহিত ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি করিয়া সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাঁদরাও সুবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদরাওয়ের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রামচাঁদ রাওয়ের সুবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজা আখ্যা দেওয়া হইল। কিন্তু রামচাঁদ নিজ পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজস্ব হ্রাস হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেনা নানাস্থল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান রামচাঁদের মৃত্যু হইলে চারিজন ঐ রাজ্য প্রাপ্তির দাবী করিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদের খুল্লতাত ও শিবরাও ভাওয়ের ২য় পুত্র রঘুনাথরাওকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার সময়ে রাজস্ব আরও কমিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের ½ এক চতুর্থাংশ হইয়া দাঁড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতাচারিতাদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উর্চ্ছা রাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বহু ঋণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারিজন রাজ্যের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট কমিশন দ্বারা শিবরাও রাওভাওয়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব্ব রাজার ভ্রাতা গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁসির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পর ও রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে বৃটীশ এজেন্সী দ্বারা উহার শাসন কার্য্য চলিতে লাগিল এবং রাজা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীঘ্রই ইহার রাজস্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট গঙ্গাধরকে শাসনভার প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজস্বাদি আদায়

এবং অল্পকালে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া রাজ্য সুশাসন করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁসি প্রদেশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত গঙ্গাধরের পত্নী ঝাঁসির রাণীকে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও অন্যান্য ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে ঝাঁসি সহজেই যোগ দিল। ৫ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্যদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী হইয়া গুলি, বারুদ ও অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি অধিকার করিল। অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক অভয়দানে জীবনে আশা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। উর্চ্ছার সর্দ্দারগণ ঝাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অন্নাভাবে নিরাশায় প্রাণত্যাগ করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে বহুকাল পরে কথঞ্চিৎ উহার ক্ষতি পূরণ হয়। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩ই এপ্রেল ঝাঁসি অধিকার করিলেন এবং কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (Colonel Liddel) পরিচালিত সৈন্যগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদূরিত করিল। ইহার পর আরও কয়েকটা সামান্য সামান্য যুদ্ধ ঘটে, অবশেষে নবেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই ঝাঁসির রাণী তান্তিয়া তোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। [লক্ষ্মীবাই দেখ।] তদবধি ঝাঁসি জেলা ইংরাজ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রভৃতি দৈব বিড়ম্বনা ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

ঝাঁসিতে দৈবী ও মানুষী আপদের সমান উপদ্রব। কখনও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধারে বৃষ্টি দেশ উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজগণ এরূপ নিষ্পীড়ন করিয়া প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীনভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই জেলা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হয়, তখন ইহার অধিবাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কৃষকবর্গ সমস্তই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে জড়িত ছিল। হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে ঋণ পিতা হইতে পুত্রে গমন করে, কিন্তু উত্তমর্ণ ঋণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। দুর্ভিক্ষ ও বন্যারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেণ্ট ঝাঁসি জেলাকে এইরূপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া প্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা দ্বারা ঋণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভূম্যধিকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ স্থলে তাহাদের ঋণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি ঐ ঋণের প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরূপস্থলে ঋণ কমাইয়া কিংবা অধমর্ণকে একবারে মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্যের জন্য একজন পৃথক্ জজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্মেণ্ট অতি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়েই তাহাদের ঋণশোধ হইল না, তখন গবর্মেণ্ট ঐ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল নিয়ম স্থাপন জন্য প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এখানে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই ঝাঁসি জেলার ন্যায় অল্প অধিবাসীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আর নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু কয়েকটা দুর্ভিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৭২ পর্য্যন্ত ঐ আট বৎসরে প্রায় ৩৯,৬১৬ জন প্রজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

ইহার লোকসংখ্যা অল্পমাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বরাজগণের অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহী-দিগের উৎপীড়নে এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংবা দেশ-ত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসির পরিমাণফল প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ২,৮৬,০০০ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঝাঁসির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তদ্ভিন্ন পারসী ও ব্রাহ্ম ২১৪ জন বাস করে এবং কর্ম্মোপলক্ষে অনেক খৃষ্টান সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তদ্ভিন্ন রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্ম্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১০৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, রাজপুতগণ ৬৬, লোধিগণ ৬৮, কুর্ম্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টী গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টী নগরে পঞ্চ সহস্রাধিক লোক বাস করে। ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও মিউনিসিপালিটী থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে।

কৃষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর, তাহার উপর প্রায়ই বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের অসুবিধা হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফলা হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শস্যাদি কথঞ্চিৎ পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে। রবি শস্যের মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ষপাদি প্রধান। শরৎকালে জোয়ার, বাজ্‌রা, তিল, কার্পাস এবং কোদো জন্মে। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্য আইচ নামক বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে। মাউরাণী-পুরের বিখ্যাত খেরুয়া কাপড় এই আল বা আচ্ দ্বারা রঞ্জিত হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আচ্ বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব প্রদান করে, অনেক স্থলে আচের পরিবর্ত্তে শস্য ক্রয় করিয়া তথাকার শস্যের অভাব মোচন হয়। অনেক সময় শস্যক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্যের সমূহ ক্ষতি করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্ম্মূল করা হইয়াছে। ঝাঁসির উৎপন্ন শস্য ঝাঁসিতেই সঙ্কুলান হয় না, তথাপি সুবৎসরে আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কতক-পরিমাণে শস্যাদি রপ্তানী হইতেছে।

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্ব্বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং অত্যল্প স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা হউক সম্প্রতি গবর্মেণ্ট ঐ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রই অতি দরিদ্র, একটী অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তখন মহাজনের নিকট ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বেতবা ও ধসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, সুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণ ছাড়া কেহ নাই। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ন্যায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, পরে গবর্মেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সদয় হইয়াছেন। এখন এখানকার রাজস্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

ঝাঁসিতে দৈব বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিরল নহে। দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, সুবৎসরে ঝাঁসিতে মোটামুটী যত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ কর্ম্ম (Relief work) খুলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যাদি রপ্তানি করিয়া প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনভুক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় রিলিফকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

বাণিজ্য। ঝাঁসি হইতে শস্য রপ্তানী হয় না, বরং অনেক পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তে ঝাঁসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্যস্থানে প্রেরিত হয়।

শিল্প দ্রব্যাদি নাই বলিলেই হয়, কেবলমাত্র খেরুয়া নামক লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার বা ইহার পার্শ্বে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কাল্পি দিয়া কাণপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বারা সুগম পথ আছে। অন্যান্য রাস্তাগুলি বন্যার সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শাসন। ঝাঁসি বেতনাবস্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ এখানে একই জন রাজকর্ম্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ৪ জন তহসীলদার দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঝাঁসি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদে বাস করেন। এখানে ১০টী ফৌজদারী ও ১০টী দেওয়ানি আদালত আছে। তদ্ভিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৩০০। জেলার সদরে একটী জেল ও মাউনগরে একটী হাজত আছে। কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্য্যাপরাধে বন্দী।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর উন্নতির পরিবর্ত্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে।

এই জেলা ২টী তহসীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টী মিউনিসিপালিটী আছে; একটী মাউ-রাণীপুরে ও অপরটী ঝাঁসি শেয়াবাদ নগরে।

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে নূতন নগরের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। ঝাঁসি জেলার মধ্যে ছিন্ন বিছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল পরিবর্ত্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনিবার জন্য অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশূন্য পর্ব্বত ও মরুপ্রদেশের তাপ বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় তাপাংশ ফারণহিটের ৮০°।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত ২০ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫·২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫০·৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। অধিবাসীগণ প্রায়ই অল্পাহারে দুর্ব্বল, সুতরাং সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণীপুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম ভাগের একটী তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল। এই তহসীল বেত্রবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্ব্বতময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের গ্রামাবলী বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ বর্গমাইল স্থানে শস্যাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টী দেওয়ানি আদালত ও ১১টী থানা আছে।

ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার সদর। অক্ষা° ২৫° ২৭´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। এই সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাঁসি দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্গের নিম্নে গবর্মেণ্টের আদালত, সৈন্যনিবাস ও অন্যান্য গৃহাদি বিদ্যমান আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ রাজবাটী ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাতে ৩০।৪০টা কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই দুর্গ অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির পূর্ব্বে পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তখন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ছায়াতেও তাপমানযন্ত্রে ১০৮° তাপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বেত্রবতী নদীতে বন্যা হইলে ইহার সহিত চতুর্দ্দিকের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, থানা, বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

ঝাঁসির রাণী [লক্ষ্মীবাই দেখ।]

ঝাঙ্কৃত (ক্লী) ঝামিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং যত্র বহুব্রী। ১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পাঁয়জোর। ২ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাজরি (দেশজ) রন্ধনযন্ত্রভেদ। কোন জিনিস ভাজা হইলে ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝরী দেখ।]

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটী তহসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময়। পরিমাণফল ৪৬৯ বর্গমাইল। বাজরা, জোয়ার, মুগা, যব, ছোলা, গোধূম প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন তহসীলদার ও একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী ও দুইটী থানা আছে। রিবারি-ফিরোজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। পূর্ব্বে এই নগর একটী দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষা° ২৮° ৩৭´ ৩৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ ১০´´ পূঃ। দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীনগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট-শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্ত্তাজাখাঁর পুত্র নিজামত আলিখাঁ ঝাজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ দুই সহোদর সহ সিন্ধিয়ার রাজসরকারে কর্ম্ম করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে প্রভূত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাদুরগড় ও পতাওদ্দির (প্রতাপদ্দি) নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্মেণ্ট ঐ দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক নবাব আবদুল রহমনখাঁ ও বাহাদুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে যোগদান করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্তু অবশেষে ঝাজ্জর জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীনদশা। শস্ত ও দেশীয়দ্রব্যজাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃন্ময় পাত্রাদি বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহসীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে পুরাতন পুষ্করিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়।

ঝাজর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ১৫´´ পূঃ। এই নগর বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ুনের সহযাত্রী মহম্মদখাঁ নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন করেন, পরে ইহা যত পলায়িত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটী ডাকঘর, থানা ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর স্থাপিত করদ্বারা চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ঝাট (পুং) ঝট-ঘঞ্। ১ নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। ২ কান্তার, দুর্গমবন। ৩ ক্ষতস্থান প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শীঘ্র, দ্রুত।

"ঝাট অন্ন দেহ রাজা না করিও হেলা।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।১০৯)

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টাপারুল এই নামে খ্যাত।

ঝাটা (স্ত্রী) ঝট-পিচ্-অচ্ ততষ্টাপ্। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় ভুঁই আমলা।

ঝাটামলা (স্ত্রী) ঝাট-ঘঞ্, আমলা।

ঝাটশ্চাসৌ আমলাচেতি কর্ম্মধা। ভূম্যামলকী।

ঝাটিকা (স্ত্রী) ঝাট্ স্বার্থে কন্, টাপ্ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী।

ঝাড় (দেশজ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্ফটিকাদি নির্ম্মিত আলোক-আধার।

ঝাড়ন (দেশজ) ১ মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা ঝাড়াইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সংমার্জ্জন, নির্ধূলিকরণ, নির্ম্মলকরণ।

ঝাড়ল (দেশজ) ঝাড়যুক্ত, গুল্মযুক্ত।

ঝাড়া (দেশজ) ১ পরিষ্কার করা। ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ।

ঝাড়াকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে ধুলধোয়াও বলে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ধুলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেফী শ্রেণীস্থ সুন্নি মতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে আস্থাশূন্য। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে কাজির দ্বারা কার্য্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস ভক্ষণ করে না, হিন্দু দেব দেবীর পূজা ও হিন্দুপর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু রাখে এবং হিন্দুদিগের ন্যায় শিরচ্ছদ ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খর্ব্বাকৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও নিত্যব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ীপ্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটীমিশ্রিত হিন্দুস্থানী।

ঝাড়ী (দেশজ) গুল্ম।

ঝাড়ীপথ (দেশজ) গুল্মযুক্ত রাস্তা।

ঝাড়ু (দেশজ) ঝাড়িবার জিনিস, সম্মার্জ্জনী।

ঝাড়ুকেশ (হিন্দী) ঝাড়ুওয়ালা।

ঝাড়ুবরদার (পারসী) ঝাড়ুওয়ালা, যে ঝাড় দেয়।

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ শুকিয়া বা কুঁকড়িয়া যাওয়া। ২ জ্ঞান।

ঝাপা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝাপ্‌সা (দেশজ) অস্পষ্ট।

ঝাপ্‌সাবৃদ্ধি (দেশজ) অস্পষ্ট দৃষ্টি বাড়া।

ঝাবুক (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ঝাবুয়া (জাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার পরিমাণফল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও বাসের উপযোগী। অক্ষা° ২২° ৩২´ হইতে ২৩° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৭´ হইতে ৭৫° ৬´ পূঃ। ইহার উত্তরে কুশলগড়, রত্তম ও শৈলানরাজ্য, পূর্ব্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে আলিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাঁচমহালজেলার জালোদ উপবিভাগ।

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ঝাবু নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীলদস্যু বাস করিত, তাহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত ও যোধপুরের রাজাদিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় একজন পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্ আলাউদ্দীন্‌কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা করেন ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তার হত্যাকারী ভীলদস্যুদিগকে দমন করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুত্থানের সময় হোল্‌কর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজের উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্থতায় কতক করের পরিবর্ত্তে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হোলকরকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজা সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহায্য করেন। ইহার মান্যস্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়।

পূর্ব্বে ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্ব্বতাকীর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নর্ম্মদা নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্ব্বত সকল উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে ঐ সকল প্রায় কোন কার্য্যে আইসে না। শস্য পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তণ্ডুল, কুরা, মুগ, উরিদ, বাদলি ও সামলি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোলা রবিশস্য মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস ও অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোলা ও গোধূম বিদেশে রপ্তানী হয়। পিট্‌লাবার ও অন্যান্য সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রসুন, পলাণ্ডু এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাক সব্‌জি উৎপন্ন হয়। শস্যক্ষেত্র সকল ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্যান্য উর্ব্বর-স্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রজাগণ কত জমি চাষ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এজন্য এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া কৃষক যত জোড়া বলদ দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্য্য হয়। ভীলপাটেল অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিতেছে।

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল ও ভীলাল জাতীয়; ইহারা পরিশ্রমী ও কৃষিনিপুণ।

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাণ্ডলা তিনটী নগর আছে। ঐ তিন নগরে এবং রম্ভাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় আছে। যাহা হউক বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ যত্ন নাই। ঝাবুয়ার রাজা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতি সৈন্য রাখেন। রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটী রাস্তা গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়ারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮´ পূঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিক্ মৃত্তিকানির্ম্মিত এক প্রাচীর আছে। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই নগর নির্ম্মিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বৃক্ষরাজিমণ্ডিত পর্ব্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বন্ধুর কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ এবং অসমান। সরোবরতীরে বিদ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের এক স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই নগরের জলবায়ু ভাল নহে। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

ঝাব্বা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝামক (ক্লী) ঝম-ধ্বুল্। অতিশয় পক্বইষ্টক, পোড়াইট, ঝামা।

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তক্‌শান (শব্দর°) চলিত কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর।

ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজলভারাক্রান্ত।

ঝামা (দেশজ) অত্যন্ত দগ্ধ ইষ্টক।

ঝাম্‌কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝামকা গ্রাম কুঙ্কাবাড় নামক ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপথে অবস্থিত।

ঝামৃতি (ঝাঁপতি) সিন্ধুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোত।

এই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন ঝাঁপ্‌তি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮½ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টী মাস্তুল, দুইটী প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২¼ ফিট মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টী দাঁড় বাহিয়া সরোবর ঝাঁপ্‌তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল-ভিনেই ইহা প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ঝাম্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্পোদার গ্রাম লাখ্‌তার হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে, বধান ষ্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বে; বোম্বাই, বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় রাজপুত এবং বধানের তালুকদারদিগের ভায়াদ কহে।

ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লতা।

ঝারা (দেশজ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অল্প জল সেচন, আর্য্যগণ বৈশাখমাসে শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণকে ঝারায় বসান এবং তুলসীগাছেও ঝারা দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝারা দেওয়া অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্তও ঝারা দেওয়া হয়।

ঝারী (দেশজ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়ু।

ঝারৌলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোই রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪´ পূঃ। ইহা উদয়-পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং সিরোইর ১০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝার্ঝর (পুং) ঝর্ঝরবাদনং শিল্পমস্ত ঝর্ঝর-অন্। ঝর্ঝর বাছকারী।

ঝার্ঝরিক (পুং) ঝর্ঝর-ঠক্। ঝর্ঝর বাদ্যকারী।

ঝাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ, তীব্র। ২ পাইন্।

ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ) বাঙ্গালার বাথরগঞ্জ জেলার একটী গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটী। অক্ষা° ২২° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৫´ পূঃ। ঝালকাটী ও নাল্‌চিটি নামক নদীদ্বয়ের সংযোগ-স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি-কাঠের একটী প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ সুন্দরীকাঠ এথান হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। তণ্ডুলও বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এথানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় একটী মেলা হইয়া থাকে।

ঝালঝস্ (দেশজ) ঝালরন্ধন।

ঝালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ।

ঝালন (দেশজ) ১ ধাতুপাত্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিদ্ররোধ করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন সংযোজন, পাইন দেওন।

ঝালর্ (হিন্দী) ১ চাক্‌চিক্যময় কোঁকড়ান বস্ত্রখণ্ড। ২ খট্টা ও চন্দ্রাতপাদির বেষ্টনবস্ত্র। ৩ স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

ঝালরদার্ (হিন্দী) ঝালরযুক্ত।

ঝালা, গুজরাট প্রদেশের একটী রাজপুত জাতি। ইহারা সকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করে। টড্‌সাহেব অনুমান করেন ইহারা অণহিল্লবাড় রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ধ্বংসের পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাসী একশাখা, আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা, সূর্য্য, চন্দ্র, কিম্বা অগ্নিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান বা রাজপুতনায় এই জাতীয়েরা প্রায় বাস করেন। মিবার রাজবংশকেতু মহামাণী মহাবীর প্রতাপসিংহ ঝালা-দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভূত সম্মানে ভূষিত করেন। যৎকালে অকবর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ঐ প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তথন জনৈক ঝালা বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত প্রতাপের অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ দক্ষিণপার্শ্বে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান রাজগণ ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রদে-শের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজ-গণ ঝালাবংশীয়।

ঝালাপতিমান্না, ঝালাকুলোদ্ভব রাজপুত বীর। ইনি চির-স্মরণীয় হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে ভারত নৃপতিকুলগৌরব সূর্য্যবংশীয় মহাবীর রাণা প্রতাপসিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ যথন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণতম এবং তাঁহার সহিত এক মহাব্রতেব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দ্দিকে পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগল সেনা রাণার মস্তকোপরি রাজচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। বীরবর ঝালাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সার্দ্ধশত মাত্র অনুচর সমেত প্রতাপের রাজচিহ্ন নিজ মস্তকো-পরি রাখিয়া রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ

কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাঁহাকেই রাণা বোধে বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুপরায়ণতা ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের রাণার রাজচিহ্ন বহন করিয়া রাণার দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঝালাবান, সিন্ধুনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটী প্রদেশ। এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশদ্বয় একটী মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ব্রাহুই। ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। রাজপুতনার ন্যায় এখানেও শিশুহত্যা চলিত ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় বহুসংখ্যক শুষ্ক শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ঝাল্লোদার, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য একপ্রকার পাল্কী। ইহার দুই পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ কার্য্যযুক্ত ঝালর দ্বারা সুশোভিত।

ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত। বৃহত্তম খণ্ডের উত্তরে কোটারাজ্য, পূর্ব্বে সিন্ধিয়া রাজ্য ও টঙ্করাজ্যের একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওরা রাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার রাজের অধিকৃত বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্‌রাপত্তন অবস্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া-রাজ্য; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১৪৫৫, সহর ২টী।

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটী উচ্চ মালভূমি। ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০০ ফিট এবং দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ পর্ব্বতাকীর্ণ, উপত্যকা প্রদেশে খরস্রোতা নদীনিচয় প্রবাহিত। পর্ব্বত সকল বহুবিধ বৃক্ষতৃণাদিপূর্ণ। স্থানে স্থানে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদ বিরাজিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শস্য-ফল কুসুমাদিসমন্বিত বন্দর প্রান্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং জঙ্গলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্ব্বরা এবং অহিফেন ও অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মৃত্তিকা সকল তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়্‌লি। তন্মধ্যে ১ম প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ২য় প্রকার জমি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং উর্ব্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় প্রকার জমি সর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বর।

পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটী বৃহৎ নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভুরিলিয়ার নিকট নেবাজনদীতে খেয়া-ঘাট আছে। কালিসিন্ধু নদী এই রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়া প্রায় ৩০ মাইল প্রস্তরাদির উপর দিয়া গমন করিয়াছে। খৈরাসী ও ভোঁড়াসার নিকট ঐ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম ভাগে এই রাজ্য প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে করিতে অবশেষে কালিসিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ধুর ন্যায় উচ্চ নীচ বা অসম নহে, অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ স্পর্শ করে। সুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি নামে আর একটী নদী রাজ্যের কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালা নামক রাজপুত বংশোদ্ভব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবার প্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দ্দারের মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অনুচর সহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওসিংহের বিষয় আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দলা গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধুসিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে ঐ

পদ তাঁহাদের বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের পর হিম্মৎসিংহ এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ-বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম-সিংহ কোটাসৈন্য লইয়া জয়পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়া রাজার সহিত জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হইয়া উদয়পুরে গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্য্য দ্বারা শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজা পুনরায় জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদসিংহ এবং কোটা-রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার সুশাসন গুণে কোটারাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল এবং কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোটারাজের সম্মতি ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক রাজ্যের একাংশ লইয়া একটী পৃথক্ রাজ্যস্থাপনের বন্দো-বস্ত করিল। তদনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১২ লক্ষমুদ্রা আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ⅓ অংশ লইয়া এই ঝালাবার রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজের ঋণক্রমেও ⅓ অংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অনুসারে ইনি ইংরাজের আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা রাজস্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্য সাহায্য করিবার জন্যও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের উপাধি মহারাজা ও তাঁহাকে ১৫টী মান্য তোপ প্রদান করিয়া অন্যান্য রাজপুতরাজগণের সমান মর্য্যাদাপন্ন করা হইল। মদনসিংহের পর পৃথ্বীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই-লেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি কতিপয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দত্তকপুত্র ভকতসিংহ রাজা হইলেন। ইনি নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য চলিত। পরে ভকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক নাম ধারণপূর্ব্বক ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যথাবিধি শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টী মান্যতোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন পদাতিক সৈন্য এবং ২০টী বড় ও ৭৫টী ছোট কামান রাখেন।

ঝালাবারে প্রায় সকলপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই নগরে রপ্তানী হয়। শাহাবাদে বাজ্‌রা এবং অন্যত্র সর্ব্বত্র জোয়ার, গোধুম ও অহি-ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সচরাচর কূপদ্বারা জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে; অল্পনীচেই জল পাওয়া যায়। ঝাল্‌রা-পত্তনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জলসেচন হয়।

১৬৭ জন অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈন্য শান্তি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা প্রস্তুত, কম্বল বা বস্ত্রবয়ন করে।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নাই, তবে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটী বিদ্যালয় আছে, উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচারকার্য্যে তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহসীলের উপর আপীল করিবার আদালত। সর্ব্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে হয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে।

অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭জন মুসলমান। এখানে সন্ধিয়া (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাস করে। ঝালাবারে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার ইহাদের বর্ণ নাতিগৌর নাতিকৃষ্ণ অর্থাৎ সন্ধ্যার ন্যায় মাঝামাঝি। সন্ধিয়াগণ বলে উহারা একজাতিয় রাজপুত ও শার্দ্দূলবদন জনৈক রাজার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যভিচারী এবং অনেকেই তস্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজ্যের মধ্যে ৫১½ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস শকটাদি গমনের উপযোগী। ৮৯½ মাইল রাস্তা বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ের সুগম নহে। ঝাল্‌রাপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, কোটা প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়া বোম্বাই নগরের সহিত অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও হরবতী হইতে শস্য এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানি হয়।

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বহুবিধ পাত্র, পিতলের বাসন এবং বার্ণিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত।

জলবায়ু। ঝালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর।

রাজপুতনার উত্তরভাগের ন্যায় এখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম হয় না, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা° ৮৫° হইতে ৮৮° পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু স্নিগ্ধ ও মনোরম, শীতকালে প্রায় তুহিনপাত হইয়া থাকে।

ঝাল্‌রা-পত্তন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি সুকেত, মন্দাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ্‌রার প্রধান প্রধান নগর।

ঝালাবার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া-বাড়ের একটী প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুত জাতি হইতে ঐ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝালাগণই এথান-কার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের উত্তরপূর্ব্বভাগে রন্‌ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। দ্রাংদ্রা, বাঙ্কানের, লিম্ব্‌ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য ঝালাবারের অন্তর্গত। দ্রাংদ্রার রাজাই ঝালা সমাজের নেতা বলিয়া আদৃত হয়েন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪০০ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টী নগর আছে।

ঝালি (স্ত্রী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজারাণ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, অপক্ক আম্রফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে তাহাকে ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কণ্ডুনাশক ও কণ্ঠ-শোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিলে রুচি ও অগ্নি প্রদীপক হইয়া থাকে।

"আম্রমামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণান্বিতং।
ভৃষ্টং হিঙ্গুযুতং পূতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ঝালিদা ১ (ঝাল্‌দা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মান-ভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ১২৮০৩৮ বর্গমাইল।

২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এথানে বন্দুক ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শস্ত্র-আইন জন্য ইহার আর সে গৌরব নাই। এথানে একটী প্রস্তরময়ী গোমূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এক কপিলা গাভী পঞ্চকোট রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে ঐ স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

ঝালুয়া (দেশজ) ঝালযুক্ত।

ঝালেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দার সিন্ধিয়া রাজের নিকট হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ করিয়াছেন।

ঝালোতার-আজগাঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার মোহান তহসীলের একটী পরগণা। এই পরগণা মোহান ঔরাসের দক্ষিণে এবং হড়ার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। কুসুম্ভি উহার একটী ষ্টেশন। ইহাতে ৫টী হাট আছে।

ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার অন্তর্গত দাহোদ উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র অংশ। অক্ষা° ২২° ২৫´ ৫০´´ হইতে ২৩° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৬´ হইতে ৭৪° ২০´ ২৫´´ পূঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে মধ্যভারতের চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রেবাকান্থা। অণসনদী ইহার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কূপ-দ্বারাই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্য-পথ এই থণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার দাহোদ থানার উক্ত ঝালোদ থণ্ডের একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ পূঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী ভীল ও কোল। পূর্ব্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টী নগরযুক্ত পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এথনও নানাবিধ শস্য, কার্পাস, ধাতুপাত্রাদি এবং গজদন্ত নির্ম্মিত রৎলাম-বলয়ের অনুকরণে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় ও বিবিধ থেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। মস্‌জিদ, দেবালয় ও ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটী সকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে। নগর সন্নিধানে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত।

ঝাল্‌রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটী পর্ব্বত শ্রেণীর সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে পর্ব্বতের অধিত্যকা বাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য এক সুদৃঢ় প্রায় ¾ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বাঁধ প্রস্তুত হই-য়াছে। ঐ বাঁধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী বিরাজিত। বাঁধের পার্শ্বের নগরগুলি প্রায় সরোবর জলের সমোচ্ছ্রায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সুন্দর উদ্যান সকল ঐ সরোবরজলে সেচিত হয়। সরোবরদিক্‌ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও পরিথা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০।৫০০ শত গজ দূরে চন্দ্র-ভাগা নদী পশ্চিমদিক্‌ হইতে প্রবাহিতা। নগর হইতে প্রায় ১৫০ ফিট উর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে।

প্রাচীন ঝাল্‌রা-পত্তননগর বর্ত্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে চন্দ্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক রূপ কহিয়া থাকেন। টড্‌ বলেন, এথানে

পূর্ব্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, ঐ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা নিনাদিত হইত। ঐ সকল ঘণ্টা হইতে ইহার নাম ঝাল্‌রা-পত্তন অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধমালা শোভিত প্রাচীন চন্দ্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির 'সাতনোহেলী' অর্থাৎ সাত কন্যা নূতন ঝাল্‌রা-পত্তনের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। [চন্দ্রাবতী দেখ।] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালা-রাজপুতদিগের হইতেই ঝাল্‌রা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। অর্ণাটন বলেন, ঝাল্‌রা অর্থে প্রস্রবণ পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝাল্‌রা-পত্তন এবং ইহার ৪ মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরদ্বয় স্থাপন করেন। জলিম-সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঝাল্‌রা-পত্তনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই আদেশ খোদিত করিয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ নগরে আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং সে যে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না কেন তাহার ১।০ পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজাদেশ রহিত করা হইয়াছে। দুই নগর পাকারাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাউনি একটী পাকারাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজা রাণার প্রাসাদ ও রাজ-কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝাল্‌রা-পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। ঐ স্থানেই রাজকীয় টাঁকশাল ও অন্যান্য কর্ম্মস্থান আছে। ঝাল্‌রা-পত্তন নগর নিজপরগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝাল্‌রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ। ছাউনির মধ্যস্থ রাজবাটী একটী চতুরস্র দৃঢ় দুর্গের মধ্যে অব-স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী জলাশয় ও তাহার নিম্নে বহুসংখ্যক উদ্যান আছে। ছাউনি দুর্গ একটী উচ্চ পার্ব্বত্যভূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন দুর্গ হইতে ২½ মাইল দূরবর্ত্তী। ছাউনিতে পরিস্কৃত জল পর্য্যাপ্তরূপ পাওয়া যায় না।

ঝাবু (পুং) ঝা ঝা ইতি শব্দংকৃত্বা বাতি গচ্ছতি বা-ডু। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত কথা ঝাউ, (শব্দর°)

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। পর্য্যায় পিচুল, ঝাবু, ঝাবু, (শব্দর°) অফল, বহুগ্রন্থি (শব্দচ°)

ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্যা, "শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।" (শ্রীধর্ম্মম° ২।৬৪)

"এবুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি।" (কবিক°)

ঝিউড়ী (দেশজ) কন্যা, দুহিতা।

ঝিঁক (দেশজ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জন্য মাটি বা পাথরের ঠেক।

ঝিঁকর (দেশজ) উত্তাপে কঠিন।

ঝিঁকরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Alangium hexapetahim)

ঝিঁকা (দেশজ) ১ হেচ্‌কাটান। ২ দাঁড় দিয়া নৌকার গতির সাহায্য করা।

ঝিঁঝিঁ (দেশজ) [ঝিল্লী দেখ।]

ঝিক্‌মিক্‌ (দেশজ) ছটা, দীপ্তি।

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত লোহার্দাগা জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী।

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী সহর। যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক নদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নীলকর সাহেব মেকেঞ্জীর নামানুসারে নিকট-বর্ত্তী হাটের নাম মেকেঞ্জীহাট হইয়াছে। ঝিগরগাছা হইতে শান্তিপুর যাইবার পথ সোজা ও সুগম বলিয়া বহুসংখ্যক শান্তিপুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত জন্য শান্তিপুরে লইয়া যায়। ঝিগরগাছাতেও কতক পরিমাণে চিনি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা (Luffa-acutangulta) লতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল বিশেষ। এই ফল তরকারীরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার বীজ রোপণ করে। বর্ষাকালে লতা বর্দ্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের ডাল পুঁতিয়া দিতে হয়। অনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়া যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে। বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫।৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন ঝিঙ্গা প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার ছাল চাঁচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট জন্মে ও অখাদ্য হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল-গুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন স্থির করে।

ঝিঙ্গাক (ক্লী) লিগি আকন্‌-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ফল-বিশেষ, চলিত কথা ঝিঙ্গা (হিন্দী) খট্‌রো, ঝিমনী। ইহার গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্নিকারক। (রাজব°)

ঝিঙ্গিনী (স্ত্রী) লিগি-গিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) ২ উল্কা (শব্দর°)

ঝিঙ্গী (স্ত্রী) লিগি-অচ্-ঙীষ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী বৃক্ষ (ভাবপ্র॰) চলিত কথা ঝিঙ্গাগাছ।

ঝিঝিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা॰)

ঝিঞ্ঝনু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটী সহর। কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৯° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৭° ১৭´ পূঃ।

ঝিঞ্ঝিম (পুং) ঝিম্ ইত্যব্যক্ত শব্দং কৃত্বা ঝমতি অত্তি বৃক্ষা-দীন্ দহতীত্যর্থঃ ঝম-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দাবানল (হারাবলী)

ঝিঞ্ঝিরা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [ঝিঞ্ঝিরিষ্টা দেখ।]

ঝিঞ্ঝিরিষ্টা, ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিঞ্জিরীটা। পর্য্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা। ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্য, সন্ত-র্পনত্ব, বল্য ও মহিষীক্ষীর বর্দ্ধক। (রাজনি॰)

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লা, ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততো ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথা ঝিঁঝিঁপোকা। "ঝিল্লীবাব্যক্ত মধুরাকুজন্তী মধুরাকৃতিঃ।" (আগম॰)

ঝিণ্টিকা (স্ত্রী) ঝিণ্টী, ক্ষুপ। (ঝিণ্টী দেখ।]

ঝিণ্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কৃত্বা রটতীতি রট-অচ্ ঙীষতাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত কথা ঝাঁটী ও ঝিটী, (হিন্দী) কটুসরৈয়া। পর্য্যায়—সেরীয়ক (অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিণ্টিকা (রাজনি॰) নীল-ঝিণ্টীর পর্য্যায়—বানা, দাসী, অর্ত্তগল, বাণ, আর্ত্তগল (অমরটী) সহচর, নীলকুরণ্টক। অরুণঝিণ্টীর পর্য্যায়—কুরবক। পীত-ঝিণ্টীর পর্য্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাচর, বীর, পীত-পুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, শোথ, কাশ ও ত্বগ্‌দোষ নাশক (রাজনি॰) ২ কুন্দর তৃণ।

ঝিণ্টীশ (পুং) ১ ঝাণ্টী, ঝাঁটি মূল। ২ শিব।

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শম্বকজাতীয় জলচর প্রাণীর শুষ্ক গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র।

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮৮ জন লোক বাস করে। পূর্ব্বে এই স্থান ভূষণা উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের নীলকর-হাঙ্গামায় মাগুরার কতকাংশ লইয়া এখানে একটী স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই উপবিভাগে ১টী দেওয়ানি আদালত, ১টী মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টরের আদালত, ১টী ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী আফিস এবং ৩টী থানা আছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাই-দহ উপবিভাগের সদর ও একটী সহর। অক্ষা॰ ২৩° ৩২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৮৯° ১৫´ পূঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে চিনি, তণ্ডুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ নদীতে অনেক সময় অতি অল্পমাত্র জল থাকে। ইষ্টারণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে ভূষণা থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ইহা মাহ্মুদশাহী বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। পরে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে একটী উপবিভাগের সদর হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে ঝিনাইদহের চতুঃপার্শ্বে লাঠিয়ালগণ মানুষ মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীতেই তস্করেরা ঐ কার্য্য করিত। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণীটির চক্ষুকোরা, বা মাড়িধাপা ইত্যাদি নামদ্বারা চক্ষুরুৎপাটন, দন্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপরই মনে উদয় হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটী পাক্ষিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই স্থানীয় কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা নামক একটী গ্রামে পাঁচু-পাঁচুই নামে এক ঠাকুর আছে, বহুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনায় উহার পূজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক উচ্চ এবং শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর।

ঝিন্দ্, ১ পঞ্জাবগবর্মেণ্টের শাসনাধীন শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতীর-বর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড লইয়া এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্ [পাতিয়ালা দেখ।] রাজ্য সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ঝিন্দের রাজগণ চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃ-পতনের পর ঝিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর সাহায্য করেন। যৎকালে লর্ডলেক (Lord Lake) বিপাশা-তীরে হোল্‌কারের অনুসরণ করেন, তখন উক্ত রাজাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ

লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট্ ও সিন্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত ভূমি সমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজাদিগের পাতিয়ালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সম্ভ্রম। ফুলকিয়াবংশের স্থাপয়িতা চৌধরীফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র তিলক ঝিন্দ্‌ রাজ্য স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দের আফ্‌গান শাসন-কর্ত্তা জেনখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঝিন্দ্‌ ও সফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাজস্ব বাকি পড়ায় সম্রাটের উজীর নাজিবখাঁ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সম্রাট্ তথায় তাহাকে ৩ বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুত্র মেহেরসিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং সম্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, ঝিন্দের তাৎকালিক রাজা স্বরূপসিংহের নিকট শিরহিন্দ্‌ বিভাগের জন্য ১৫০টী উষ্ট্র প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাকা দণ্ড করিলেন। রাজা এই অপবাদ অপনয়ন জন্য এরূপ আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইল এবং তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ ইমামউদ্দীন কাশ্মীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ঝিন্দ্‌রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ নিজ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্ব্বের ১০ সহস্র টাকা অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত হইল তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বার্ষিক ৩ তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে কথনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। ঝিন্দ্‌রাজ ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার সৈন্যদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, রাজ্যমধ্যে রাস্তা সকল সুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রীত হইয়া তাহাকে আরও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝিন্দের রাজা স্বরূপসিংহ সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহীসৈন্যদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত ইংরাজের পার্শ্ব-যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিস সেনাপতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে ঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটী লুণ্ঠিত কামান পুরস্কার দেন। আর একদল ঝিন্দ্‌ সৈন্য দিল্লীর ২০ মাইল উত্তরস্থ বাঘপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজসৈন্য যমুনা পার হইয়া বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাসি, হিসার, রোহতক্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রাজা অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই সকল বিস্তীর্ণ সাহায্যে অতিশয় প্রীত হইয়া প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন। ঝিন্দের ২০ মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্‌রির বিদ্রোহী নবাবের প্রায় বার্ষিক ১০,৩,০০০ টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

আরও সংরুর নিকটবর্ত্তী বার্ষিক প্রায় ১৩,৮১৩ টাকা আয়ের ১৩টী গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্যস্বরূপ বিদ্রোহী মির্জা অকবরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাঁহাকে দান করা হইল। রাজা ফর্জন্দ্‌ দিল্‌বান্দ্‌ রসিক-উল্‌-ইতিকাদ্ রাজা স্বরূপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মান্য তোপ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল এবং আরও অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংরুরের সর্দারগণ ইহার অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব্‌ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তৎপুত্র বীরপ্রকৃতি সমরকুশল সুবুদ্ধি রঘুবীরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস্, আই উপাধিধারী এবং মান্যস্বরূপে ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব নিযুক্ত হন।

ঝিন্দ্ রাজ্যে ৪১৫টী গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা। ঝিন্দের রাজা ১২টী কামান ২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য রাখেন। ইহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী ইংরাজ-বিভাগে কার্য্য করে।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিন্দ্ রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩´ পূঃ। এই নগর ফিরোজশাহের খালের পার্শ্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা, বহুসংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে। নগরের বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিন্দের রাজা এই নগরে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি এই স্থানে অবস্থিত।

ঝিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা মহিষী এবং মহারাজ দলিপসিংহের মাতা। ইহার ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাজ্যের উজীর ছিলেন এবং অবশেষে দুর্দ্দান্ত খাল্সাসৈন্যদ্বারা নিহত হন।

রণজিৎসিংহের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে ঝিন্দন সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন, এজন্য রণজিৎ তাঁহাকে স্নেহভরে মাঃ বুবা অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গামার কয়েক মাস পূর্ব্বে মহারাণী ঝিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১০১টী শিখ তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগান্ত বিঘোষিত করে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোক গমনের পর যথাক্রমে খড়্গসিংহ, নওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণু, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বীনি এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্বিতায় অনেকে ইহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্ দোষ এই বীরললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক ঝিন্দন প্রতিদিন দরবারে আসীন হইয়া সরদার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ খাল্সাসৈন্যের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় খাল্সাসৈন্য রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারাণী এই লালসিংহের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া একদা তেজস্বী হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুল্য মহারাণীকে প্রকাশ্য দরবারে ভর্ৎসনা করিলেন। রাণীর কোপে তাহারা শীঘ্রই লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকালে খাল্সাসৈন্য কর্ত্তৃক হত হইল। এইরূপে রাণী নিজ দোষে বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার অনুগৃহীত লালসিংহ রাজ্যের সমুচ্চ-পদবীস্থ হইল। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খাল্সাসৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পেশোয়ারা সিংহকে গোপনে ষড়যন্ত্র দ্বারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ রাণী ঝিন্দন ও দলিপের সম্মুখেই খাল্সাসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারাণী ভ্রাতৃশোকে একান্ত অধীর হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকেও নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তেজসিংহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলিপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপরাধে লালসিংহ মাসিক দুই সহস্রটাকা মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। যাহাহউক মহারাণী রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধা হইলেন এবং গোপনে সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় তিনি শিশু মহারাজকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ

দিলেন। তদনুসারে সর্দ্দারগণের মত লইয়া রেসিডেণ্ট মহারাণীকে সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে নিজ অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। যৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেজস্বিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবিয়া কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়া মাসিক ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা ধার্য্য হয়। সেখোপুরে তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা ব্যতীত তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজ উকীল দ্বারা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্পায়াসেই বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেণ্ট যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। ঝিন্দন আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রত্ন অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর হইতে বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন।

তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার সম্মান রক্ষা ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নূতন স্থানে বিশ্বস্ত ইংরাজকর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী হইবেন ও তাঁহার অবস্থান আরও কষ্টকর হইবে। এই সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর ঝিন্দনের আর একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিল, দুইজন সম্ভ্রান্ত বিবি কর্ত্তৃক তাঁহার পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহসূচক পত্রাদির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। কিন্তু তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। তিনি নিউমার্চ্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিউমার্চ্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাণীর হইয়া আবেদন করিবার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন।

এদিকে রণজিৎমহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসনে খাল্‌সাসৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নির্ব্বাসিত ও প্রপীড়িত হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীতও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌হৌসীকৃত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালাক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যক্‌রূপে শিখসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মহারাণী ঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য একেবারে পরাজিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধবা রণজিৎমহিষী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীত হইলেন। তথায় ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপালের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে নেপালস্থ রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্মেণ্ট এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন ও মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই বাসের আদেশ দিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাকারণে ঝিন্দনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গবাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিন্দন নেপাল হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গবাহাদুরের অসহ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাঘ্রশিকার এবং জননীর জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। গবর্ণরজেনারল ঝিন্দনকে নেপাল

হইতে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, "আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।" এই সময়ে মহারাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি চনার দুর্গে যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে মহারাণী ঝিন্দন ও অনেক অনুচর অনুচরী দলিপের সহিত বিলাত যাত্রা করিল। লণ্ডন নগরে লাঙ্কেষ্টার-গেটের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাটীতে তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা পরিধান করিয়া দলিপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তাঁহার সে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে অন্তরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর জন্য লণ্ডনে একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া লওয়া হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন ঐ শব সৎ-কারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্ম্মদা-সলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীরকেশরী রণজিৎমহিষী সৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের সকল অবস্থায় পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ঝিনুঝুবাড়া, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে ঝালাবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭টী গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্মেণ্টকে ১১০৭১৲ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ কোলিজাতীয়। পূর্ব্বে এখানে তিনটী লবণের কারখানা ছিল, ইংরাজগবর্মেণ্ট তালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়া ঐ সকল কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত রণের কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ঝিলানন্দ নামে বৃহত্তম দ্বীপ প্রায় ১০ বর্গমাইল প্রশস্ত। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ভোট্‌বা নামক একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক নরপতি এই ভোট্‌বাকুণ্ডে স্নান করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভ করেন।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া-বাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিনুঝুবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩° ২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন, আজিও একটী দুর্গ, একটী পর্ব্বতখোদিত বৃহৎ পুষ্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক বহুসংখ্যক শিলাফলক, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান্ শ্রীউদাল নাম খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ঐ উদাল অণহিল্লবাড়পত্তনের অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্ম-ভূমি ঝিনুঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্ম্মাণ করেন। আহ্মদাবাদের সুলতান ঝিনুঝুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অকবর অধিকার করিয়া এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটী থানা স্থাপন করেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্ত্তমান তালুকদারগণের পূর্ব্বপুরুষ কান্তোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার তালুকদারগণ দ্রাংদ্রা সাম্প্রদায়িক ঝালাবংশোদ্ভব, কিন্তু কোলি-দিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছেন। কথিত আছে, ঝুঙ্কো নামক জনৈক রবারি ঝিনুঝুবাড়া স্থাপন করেন। বোম্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রি-শাখার খাড়াঘোড়া ষ্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিনুঝুবাড়া অবস্থিত। এখানে একটী ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটী নদী, জামাল-পুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না। অন্য সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে।

ঝিম, বাঙ্গালার ত্রিহুতজেলার একটী নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ পড়ে, তজ্জন্য নৌকাযাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫০ মণ বোঝাই লইয়া এখুত্য নৌকা শোণবর্ষা পর্য্যন্ত যায়।

ঝিমন (দেশজ) তন্দ্রাবেশ, নিদ্রা আসিলে চক্ষুঃ মুদিয়া ঢুলা।

ঝিমা (দেশজ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী বা পিতামহী।

ঝিমিক (দেশজ) ১ বিদ্যুতাদির আলো। ২ ধীরে ধীরে।
"বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়।" (কবিক°)

ঝিরক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের করাচি জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ৪´ হইতে ২৫° ২৬´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৬´ ১৫´´ হইতে ৬৮° ২২´ ৩০´´ পূঃ। ইহার উত্তরে সেহবান, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও উহার শাখা সমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র ও করাচি তালুক। পরিমাণফল ২৯৯৭ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ ঠট্টা, মীরপুরসক্রো ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটী তালুকে এবং ঐ তিন তালুক আবার ২০টী তপ্পায় বিভক্ত। ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২টী গ্রাম আছে।

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর মরুভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধঁড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদ সকল বিরাজিত। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুতীরবর্ত্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক নগর নির্ম্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পঙ্কলময় ও সমতল, ইহার মধ্যে মধ্যে খাল ও সিন্ধুনদের শাখা সকল প্রবাহিত। ইহাদের ছয়টী প্রধান শাখার নাম—পিতি, জুনা, রিছাল, হজাম্‌রো, ককৈবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হজাম্‌রো অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল, তৎপরে বর্দ্ধিত হইয়া এখন সিন্ধুনদের বৃহত্তম মোহানায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্ব্বকূলে নাবিকদিগের সুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটী আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, উহা প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টী খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ মাইল। ইহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী খাল আছে। বাঘাড়, কল্‌রি ও সিয়ান এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্যা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোট্‌রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ এই সকল বন্যায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উপবিভাগের নানাস্থানে জলবায়ু নানাপ্রকার; ঝিরক ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান স্বাস্থ্যকর, আবার ঠট্টা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাস বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ প্রায়ই প্রাদুর্ভূত হয়। সম্প্রতি টীকা দিয়া বসন্তের প্রকোপ কমিয়াছে। বার্ষিকগড় বৃষ্টিপাত ৭½ ইঞ্চি। সমুদ্রজাত কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গোধুম উৎপন্ন হয় না।

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উদ্ভিদ্ সমুদায় প্রায় করাচি জেলার অন্যান্য স্থানের ন্যায়। পূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র ভূমি পলিময়। বন্যজন্তুর মধ্যে শৃগাল, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, শশক, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণসার মৃগ কখন কখন পর্ব্বতে দেখা যায়। বহুবিধ হংস, বন্যহংস, সারস, বক, হাড়গিলা, তিতির প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে।

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি সুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক অত্যন্ত অধিক। সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক। হজাম্‌রোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা জলজাত গুল্মাদিতে চক্র নির্ম্মাণ করে। ইন্দুরের সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে উহারা শস্যক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহারা মাটির নীচে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত বাহির করিয়া লয়। এখানকার উষ্ট্র আরবদেশের উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মঠ ও শীঘ্রগামী।

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্‌লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য ১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যত্নে রোপিত হয়। ২০টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎসর নীলামে ঐ সকল বিক্রয় হয়।

অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্ব্বাংশে করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের ন্যায়। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭।৮ গুণ। অনেক শিখ এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খৃষ্টান, য়িহুদী ও পারসীদিগের সংখ্যা অত্যল্প।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ৩ জন মুক্তিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২০ জন তপ্পাদার বা আবগারি কর্ম্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টী ফৌজদারী আদালত ও ২৪টী থানা ছিল।

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্যঔষধালয় ও মিউনিসিপালিটী আছে।

খরিফ ও রবি দুইপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্রের প্রায় ⅘ অংশে ধান্য রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য শস্য আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। সিন্ধুনদ এবং ধঁড় অর্থাৎ হ্রদ সকলে বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও চর্ম্ম প্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও শস্য আমদানি হয়। পূর্ব্বে ঠট্টার ছিট এবং সুন্দর মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের স্থানে স্থানে প্রায় ৪০টী মেলা হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রায় ৩৬০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ও ঠট্টা দিয়া কোট্রি পর্য্যন্ত বৃহৎ সামরিক বর্ত্ম ঝিরক উপবিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টী ধর্ম্মশালা এবং ৩৬টী খেয়াঘাট আছে। সিন্ধু-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টী ষ্টেশনের নাম—রণপেথানি, জঙ্গশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্পীর, মেটিং ও বোলারি।

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলাকর্ষক বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচীন ভাম্বোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর কালানকোট এবং ঐ স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্ত্তী মাকলিপর্ব্বতস্থ প্রাচীন গোরস্থান সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহল ও বিস্ময়জনক। এই গোরস্থান পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিদ্যমান আছে। ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোরের মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জনৈক ইংরাজ রেশমব্যবসায়ীর সমাধি-মন্দির প্রধান।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা° ২৫°৩′৬″ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°১৭′৪৪″ পূঃ। এই নগর সিন্ধুতীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত এবং সিন্ধুনদের প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর চার্লস্ নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্ত্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্যনিবাস হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে ঠট্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

এখানে পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্ব্বত্যজাতীয়েরা মেষ বিনিময়ে তণ্ডুলাদি শস্য ক্রয় করিত। এখন কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পজাতের মধ্যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের জন্য একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং সুসিন্ নামে একরূপ ডোরা দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে ৩৫০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসস্থান অবস্থিত। তথা হইতে ঝিরকনগর, সিন্ধুনদী এবং চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যান সকল অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্রে ধান্য, বাজরা, শণ, তামাক ও ইক্ষু জন্মে। এখানে ৩টী ধর্ম্মশালা, একটী গবর্মেণ্টবিদ্যালয়, একটী অধীনস্থ জেলখানা, একটী বাজার ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝিরি, ১ আসামের একটী নদী। ইহা বরাইল পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপরদিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত হইয়াছে। উভয়পার্শ্বে দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত।

২ সিন্ধিয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর কোটা হইতে কপ্রীর পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৩৩′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২৮′ পূঃ।

ঝিল, বন্যাজলপ্লাবিত নিম্নপ্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার ঝিল সকল অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্ট ও খাসি পর্ব্বতে অপরিমেয় বৃষ্টিপাতে সুর্ম্মা ও অপরাপর নদী স্ফীত হইয়া উঠে এবং কূল ছাড়াইয়া চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা বাহির হয় মাত্র। জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর সকল দ্বীপের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। এইকালে নৌকা দ্বারা যথাতথা গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধনে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্ব্বতের গোড়া হইতে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও সুন্দরবন পর্য্যন্ত এই ঝিল বিস্তৃত। শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে শৈবাল ও জলজ গুল্মে পূর্ণ থাকে। মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে তৃণপত্রাদি লঘু দ্রব্যনির্ম্মিত ভাসমান-দ্বীপ সকল অতি মন্দ বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়।

নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্ব্বস্থ পথাল হ্রদ হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ঝিরি (স্ত্রী) ঝিরিত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ ইন্। ঝিল্লী।

ঝিরিকা (স্ত্রী) ঝি রীতি অব্যক্তশব্দেন কায়তি শব্দায়তে, কৈ-ক টাপ্। ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিরী (স্ত্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ঙীষ্। ঝিল্লী (শব্দর°)

ঝিলম্, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিণ্ডি বিভাগের

একটী জেলা। অক্ষা° ৩২° ৩৬´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫১´ হইতে ৭৩° ৫০´ পূঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টী জেলার মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলানুসারে ৯ম এবং অধিবাসীর সংখ্যানুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকরা প্রায় ৩·৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩·১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্ব্বে বিতস্তা (ঝিলম্) নদী, দক্ষিণে বিতস্তা নদী ও শাহপুর জেলা এবং পশ্চিমে বন্নু ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৯১০ বর্গমাইল। ঝিলমনগর শাসনকার্য্য ও বাণিজ্যাদির সদর।

ঝিলমের ভূমি রাবলপিণ্ডির ন্যায় পার্ব্বত্য না হইলেও সমতল নহে। লবণপর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই প্রদেশে অবস্থিত। এই শাখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জেলার মেরুদণ্ডের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের পাদদেশে বিতস্তাতীরবর্ত্তী সমতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অগণ্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দ্বারা সুশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে দুরারোহ এবং স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্ব্বতে লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহার নাম লবণপর্ব্বত হইয়াছে। খিউরাতে গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। শ্যামল গুল্মাচ্ছাদিত গিরিদরী দিয়া প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম বেশ বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে আসিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর ঐ জলে সেচন কার্য্য হয় না। উল্লিখিত দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দ্দিকে অনুচ্চপর্ব্বতবেষ্টিত কহ্লারকহার হ্রদ বিরাজিত। এই হ্রদের দুই প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃশ্য কতকটা মরুসাগরের অনুরূপ লবণময় কূল তৃণগুল্ম বা জলপ্রাণী বিবর্জ্জিত অপর প্রান্ত আবার শ্যামল বনরাজি-পরিবেষ্টিত এবং হংসকারণ্ডবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণপর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে নদীপ্রপাতাদি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ অগণ্য পর্ব্বতসমাকীর্ণ রাবলপিণ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। লবণপর্ব্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু ও পূর্ব্বভাগের জল বিতস্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা নদী জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০০ মাইল স্থানে সীমারূপে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্ নগরের কিছুদূর উপর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে।

লবণপর্ব্বত বহুবিধ মূল্যবান্ আকরিক পদার্থ পূর্ণ। মনোহর মর্ম্মর ও অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার চূর্ণ-প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার খনিজ বর্ণদ্রব্য, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্ব্বতে বাহির হয়। কোন কোন স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগ্দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বাঁকিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে যত লবণ খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লবণ ব্যতীত অন্যান্য আকরিক হইতে জেলার অল্পই লাভ হইয়া থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার আকরিক হইতে আয়ের একটী পন্থা বাহির হইয়াছে। খিউরা, সর্দ্দি, মকৃরাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মকৃরাচ পিড, দাঙ্গোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা তত উৎকৃষ্ট নহে।

ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্ব্বতে পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্সান্দর এই জেলারই কোন স্থানে বিতস্তা (হাইডাস্পেস্) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্ত্তমান জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া যে দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত।

জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার পর গক্করগণ পূর্ব্ব ও আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গক্করজাতি রাবলপিণ্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিল। [রাবলপিণ্ডি দেখ।] মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর অন্যান্য সমীপবর্ত্তী স্থানের ন্যায় ঝিলমও শিখরাজ্যভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ গক্কররাজকে পরাস্ত করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্যজাতিগণকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অজেয় রণজিৎসিংহ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখরাজ্যভুক্ত করিলেন। লাহোর দরবার এত কঠোররূপে রাজস্ব

আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই ইহার পুর্ব্বতন জঞ্জুয়া, গক্কর ও আওবান জমিদারগণ ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নুতন জমিদার হইয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই হয়। ইহার পূর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক গ্রাম দখল করে না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্ব্বত্য-জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে তথায় রাজস্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছু-মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাসের ভগ্নমন্দির সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের যত্নে নির্ম্মিত হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটী দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবণপর্ব্বতের দুরা-রোহ শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত রোহতক্, গিরঝক ও কুশাকদুর্গ সামরিক ইতিহাস লেখকদিগের কৌতূহল ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার বিদেশীয়গণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঝিলম্ জেলাকে বহুসংখ্যক দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল।

ঝিলমের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ জন মুসলমান এবং ১০ জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আরোরা অর্থাৎ কৃষকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওবান, জঞ্জুয়া, ভট্টি, গুজার ও গক্কর প্রধান।

ঝিলম, পিণ্ডদাদনর্খাঁ, লওবা, তলগঞ্জ, চকওবাল ও ভাউন এই ছয়টী প্রধান নগরে পঞ্চসহস্রাধিক অধিবাসী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন প্রধান বাণিজ্য স্থান।

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়। সম্প্রতি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মস্-জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্তদিগের দ্বারদেশ চিত্র বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর সুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহ-গুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

গোধূম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। ভুট্টা, তণ্ডুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই ভক্ষণ করে।

এই জেলার ৩৯১০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্তু পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য অনুর্ব্বর ভূমি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধূম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে উপযোগিতানুসারে ধান্যাদি আবাদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ পূর্ব্ব-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। কৃষকগণ নদীতীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তদ্দারা নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটী কূপের জলে অতি অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডই কৃষক এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্ন সহকারে কর্ষণ করে যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একটা ফসল অনবরত জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ বাঁধাইয়া জলসঞ্চয় ও তদ্দারা ক্ষেত্রের সেচন কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু এরূপ বাঁধপ্রস্তুত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্য কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কার্য্যে ঐ রূপ বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্ সুবিধা হইতেছে। কৃষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, ঋণ অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই অনেকে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি নিজ নিজ বিষয় অখণ্ড রাখিবার জন্য এক উপায় বাহির করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

ঝিলমের এক একটী গ্রাম অন্যান্য স্থানের গ্রাম অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; বৃহত্তম গুলির দুই একটা ১০০।১৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল গ্রামপতিগণ অন্যান্য স্থানের গ্রাম-পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। ঐ খাজনার হার স্থানভেদে উৎপন্ন শস্যের ⅙ হইতে ½ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও কুমার সকলকেই প্রায় শস্য দ্বারা বেতন প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর শস্য কাটিবার সময় কাশ্মীর হইতে অনেক মজুর এখানে

আসিয়া কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া যায়।

বাণিজ্য। ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন নগর এই জেলার বাণিজ্যের দুইটী প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মূলতান, সিন্ধু ও রাবলপিণ্ডিতে গোধূমাদি শস্য, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে রেসম ও কার্পাসবস্ত্র এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পিতল ও তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মূলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর আনীত হইয়া থাকে। পঞ্জাব নর্দ্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানি তরকাবালার প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, ঐ প্রস্তর দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাট নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহুস্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চর্ম্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মূলতান হইতে ধাতু, কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্যএসিয়ার দ্রব্যজাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মণ লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে। একরূপ নিকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি মকরাচ খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কয়লা উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে লাগিতেছে।

শিল্পজাত। ঝিলম ও পিণ্ডদাদনে নৌকা নির্ম্মিত হয়। সুলতানপুরের নিকটে গক্করগণ একটী কাচের কারখানা খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেসম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময় পাত্রাদি বেশ সক্ত। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণপর্ব্বতের নির্ঝরিণী সকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

লাহোর হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা এই জেলার প্রায় ৩০ মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার অন্তর্গত ষ্টেশন সকলের নাম—ঝিলম্, দিনা, দোমেলী এবং সোহাবা। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউরার লবণখনি পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিম্নে একটী পৃথক্ অংশ দিয়া মনুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান পাকা রাস্তার পার্শ্বে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ ৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; কাতাস্ নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চোয়া সৈদানশাহ নগরে মুসলমানদিগের যত্নে হয়। প্রত্যেক মেলায় ন্যূনাধিক ৫০০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শাসনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেদি খেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে প্রায় ১৮টী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা ৪টী তহসীলে বিভক্ত—ঝিলম্, পিণ্ডদাদন খাঁ, চকবাল ও তলগঞ্জ।

ঝিলম্ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্তু লবণখনির কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর দুর্ব্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিণ্ডদাদন খাঁর চারিদিকে অনেক সময় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪·১১ ইঞ্চি।

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বাংশের তহসীল। পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহসীলে জেলার সদর আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অক্ষা° ৩২° ৩৫´ ২৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৬´ ৩৮´´ পূঃ। ঝিলমনগর বিতস্তা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ জন; তন্মধ্যে হিন্দু ৪২৫০, মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১০৬৪।

অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও য়িহুদী। রেলপথ হওয়ায় ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এস্থান তত প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে এখানে একটী সৈন্যের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত ঝিলমে ঐ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কমিশনরের আফিস্ রাবলপিণ্ডিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্য নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে লাহোরে গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয় নাই।

ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ মৃত্তিকানির্ম্মিত, নদীতীরে কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান, নর্দ্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকানির্ম্মাণে ঝিলম্ বিখ্যাত।

সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সরকারী আদালত ও সৈন্যনিবাস অবস্থিত। এখানে সরকারী উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, সৈন্যদিগের গির্জা, জেলখানা, দাতব্যঔষধালয়, মিউনিসিপাল-গৃহ ও দুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুল্মশূন্য কঠিন প্রান্তরে সৈন্যনিবাস অবস্থিত।

ঝিলম্, পঞ্চনদের একটী নদী, বিতস্তা নদী। [বিতস্তা দেখ।]

ঝিলিমিলি, ১ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। ২ একপ্রকার পাতলা কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দ্দার জন্য ব্যবহৃত হয়; বিরলাংশুক রঞ্জিত পট্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ জানালার খড়খড়ী।

ঝিল্লি (পুং) বাদ্যবিশেষ। [ঝিল্লী দেখ।]

দেবতাপূজার সময়ে পঞ্চবিধ বাদ্যের বিধান আছে, ঝিল্লি ইহাদের মধ্যে একটী—

"ঘণ্টাশঙ্খ স্তথাভেরী মৃদঙ্গো ঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং পূজ্যতে বাদ্যং দেবতারাধনেষু চ॥" (শব্দার্থচিং)

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিল্ ইত্যব্যক্তশব্দং লিশতি লিশ-ড়ি স্বার্থে কন্। ১ ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

"ঝিল্লিকা বিরুতৈ দীর্ঘৈ রুদতীব সমন্ততঃ।"(রামাং ২।৯৬।১১)

২ সূর্য্যরশ্মির তেজঃবিশেষ, ঝাঁঝাঁ, চিক্‌চিক্।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লি-ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিঁঝিঁপোকা, পর্য্যায়—ঝিল্লিকা, ঝিল্লীকা, ঝিরিকা, ঝীরুকা, ঝিরী, চীলিকা, চীল্লিকা, চিল্লী, ভৃঙ্গারী, চীল্লকা, চীরী, চীরুকা।

"অদৃশ্য ঝিল্লীস্বনকর্ণশূল উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।"
(ভাগবত ৬।১৩।৫)

ঝিল্লীকণ্ঠ (পুং) ঝিল্লীবৎ কণ্ঠঃ কণ্ঠশব্দো যস্য বহুব্রী। গৃহকপোত।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। ঝিঁঝিঁ।

ঝী (দেশজ) কন্যা, তনয়া।

"ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝী।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝীপুত (দেশজ) দুহিতাপুত্র।

ঝীবুকা (দেশজ) ভৃঙ্গারক কীট, পোকা।

ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণী লাফাইবার সময় যে গতি অবলম্বন করে।

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিপদ, দায়, ভার। ৩ টলা, হেলাদোলা, টলমল।

ঝুঁজকাবেলা (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধান্য।

ঝুঁট (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্ট।

ঝুঁট্‌মুট (হিন্দী) মিথ্যা।

ঝুঁটা (দেশজ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট।

ঝুঁটাঝুঁটি (দেশজ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটামুটি।

ঝুঁটী (দেশজ) শিখা, টিকী।

ঝুঁটীবুলবুলী (দেশজ) একপ্রকার বুল্‌বুলী পক্ষী। (Lanius jocosus)

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাঁটিয়া দেওন।

ঝুড়ী (দেশজ) বংশ বা বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝুঞ্ঝনু (ঝুন্ ঝুনু) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার একটী পরগণা ও একটী নগর। অক্ষাং ২৮° ৬' উঃ, দ্রাঘিং ৭৫° ২৪' ৪৫" পূঃ। এই নগর দিল্লী হইতে ১২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দ্দারের প্রত্যেকের এক একটী দুর্গ ছিল। এখানে কাষ্ঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়।

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার) জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইহার পিতা বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণনাশ করেন। ঝঝারের পুত্রের নাম বিক্রমজিৎ।

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মথুরার পথস্থিত একটী

নগর। অক্ষা° ২৮° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৩´ পূঃ। এই নগর দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীগণ এই নগর জর্জ্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা কিছুকাল তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব বাস করেন।

ঝুড়ীঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Andropogon laxum)

ঝুণ্ট (পুং) লুন্ট-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কাণ্ডহীনবৃক্ষ। ২ স্তম্ব। ৩ গুল্ম।

ঝুন (দেশজ) পাকা নারিকেল।

ঝুপ্ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীঘ্র পড়ন। ২ অবগাহন।

ঝুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রগৃহ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা বেত্রাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ৩ গুচ্ছ।

"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা,
ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে।" (কবিকঙ্কণ)

ঝুপি (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Impatiens Jhumpi, *Buch.*)

ঝুপুৎ (দেশজ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া।

ঝুম্ (দেশজ) ১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, ঘোট।

ঝুম্‌কা (দেশজ) কর্ণাভরণবিশেষ।

ঝুম্‌ঝুম (দেশজ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ।

ঝুম্‌ঝুমী (দেশজ) বালক বালিকাদিগের খেল্‌নাবিশেষ।

ঝুম্‌রা (দেশজ) ১ লোমশ। ২ বন্ধুর।

ঝুমরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য।

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহারি বিশেষতঃ।
ইদং হি শালিগং সূত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং॥" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে।

ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপূর্ণ। [কবি শব্দ দেখ।]

ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া।

ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৩´ পূঃ। এই নগর যোধপুরের ১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুরণ (দেশজ) স্খলন। চুয়ান।

ঝুরা (দেশজ) ১ ছোট। ২ গুঁড়া। একগ্রাস, টুক্‌রা।

ঝুরাঝারা (দেশজ) খণ্ড, টুকরা, অংশ।

ঝুরী (দেশজ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

ঝুরুঝুরু (দেশজ) অল্প অল্প, মন্দ মন্দ।

ঝুল্ (হিন্দী) ১ হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আস্তরণ। ২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তদ্রূপ কোন প্রকার সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির ভাবে সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ ঐ নাম হইয়াছে।

ঝুলন (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ। এই উৎসব শ্রাবণমাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পূজাদি হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ।]

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী।

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর উপরিস্থ ঝুলান সেতু। এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্ব্বতে দৃঢ়বদ্ধ এক বা দুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধা থাকে। ঐ দড়িতে একটী ঝুড়ি অর্থাৎ একটী লোক বসিবার মত একটী চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে অন্য এক ব্যক্তি টানিয়া এপার ওপার করে।

ঝুলা (দেশজ) দোলা।

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরে ব্যগ্রতাভাব।

ঝুলি (দেশজ) বস্ত্রখণ্ডরচিত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি।

ঝুলী (দেশজ) থলি।

ঝুসুডুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদীতীরবর্ত্তী একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৫´ পূঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩০ মাইল দূরে পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলাহাবাদ জেলায় আলাহাবাদ নগরের সন্নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ২৬´৫৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° পূঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাদিবর্ণিত কেশিনগর বা প্রতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অকবরের সময়ে আলাহাবাদ,

ঝুসি ও জলালাবাদ এই তিনটী নগর আলাহাবাদ সুবার সদর ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণমৈতিক জরিপের একটী আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝূলি (পুং) ক্রমুক ভেদ। (স্ত্রী) দুষ্ট দৈবশ্রুতি। (মেদিনী)

ঝেঁকোইন্দুর (দেশজ) একপ্রকার ইন্দুর। (Mus Jencus)

ঝেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ।

ঝেঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী।

ঝেঁটুয়ানিয়া (দেশজ) যে ঝাঁট দেয়।

ঝেঁটানী (দেশজ) আবর্জ্জনা, ময়লা।

ঝেঁতলা (দেশজ) মাদুর ইত্যাদি।

ঝোঁক (দেশজ) হেলিয়া পড়ন।

ঝোঁকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া।

ঝোঁকি (দেশজ) দায়ী।

ঝোঁটন (দেশজ) যাহার ঝোঁট বা জটা আছে।

ঝোড় (পুং) ১ গুল্ম। ২ সুপারিগাছ। ৩ জঙ্গল। (ভূরিপ্রয়োগ)

ঝোড়ন (দেশজ) গাছের ছাট।

ঝোড়া (দেশজ) বংশ বা বেত্রনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝোড়া (ঝোড়িয়া থকি) ছোটনাগপুরের এক জাতি। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা গোঁড় জাতিরই একটী শাখা মাত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত্ত; বাঙ্গালা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। লোহারডাগা জেলার বীরু ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহারা। ঝোড়া মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহল সকলে ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদরান্নের সংস্থান হয় না। ঝোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্ঝরাদির বালুকা ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই জোড় বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া হইয়াছে।

লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয় ও নাগ। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ নিষেধ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহারা হিন্দু-মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ, শান্তি ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিসৎকার করে; তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানগণের বিবাহ দেয়।

ঝোড়ান (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটন।

ঝোপ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ গুল্ম।

ঝোপড়া (দেশজ) ১ কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি।

ঝোর (দেশজ) জল-প্রণালী, জল থাইবার পথ।

ঝোরণ (দেশজ) স্খলন।

ঝোরণা (দেশজ) নর্দ্দমা।

ঝোরা (দেশজ) নর্দ্দমা, প্রণালী, মুহরী।

ঝোল (দেশজ) জূষ, ব্যঞ্জনের রস।

"পুত্রমাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে।" (শ্রীধর্ম্মম° ৩।২৩২)

ঝোলা (দেশজ) ১ থলি। ২ পাতলা।

ঝোলাগুড় (দেশজ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়।

ঝোলান (দেশজ) ঝুলাইয়া দেওন।

ঝোলানি (দেশজ) পাতলা।

ঝোলি (দেশজ) থলি।

ঞ

ঞ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম। ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অনুনাসিক। ইহার উৎপত্তিস্থান নাসিকামূগত তালু। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কালদ্বারা উচ্চারিত হয়।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ।

বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত।

মাতৃকান্যাসে বামহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও দক্ষিণে কুণ্ডলী করিবে, পরে ঋজু একটী মাত্রা টানিয়া নিম্নদিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, ইন্দু ও বরুণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্র মতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ—ঞকার, বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মঘদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুলনখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্গাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দনেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা ও বরাক্ষিণী। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"চতুর্ভুজাং ধূম্রবর্ণাং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতাম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্॥
ঈষদ্ধাস্যমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ব্রহ্মরূপাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

কামধেনুতন্ত্র মতে ঞকারের স্বরূপ—সদা ঈশ্বরসংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যের সর্ব্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিন্যাস করিলে ভয় ও মৃত্যু হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ।" (বৃত্তর° টী°)

ঞ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ঘরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ) ৩ বলীবর্দ্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী) গণপাঠে ধাতুর যদি ঞ অনুবন্ধ (ঙিৎ) যায়, তাহা হইলে ধাতু উভয়পদী বলিয়া জানিবে।

ঞকার (পুং) ঞ স্বরূপে কারঃ। ঞ স্বরূপবর্ণ।

"ঞকারো বোধনী বিশ্বা।" (বর্ণাভিধা°)

"ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥"

ঞি (পুং) ১ প্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, এই অনুবন্ধ বর্ত্তমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। (বোপদেব)

ঞ্যন্ত (পুং) ঞি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে যস্য বহুব্রী। ঞি প্রত্যয়ান্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিচ্ছদবিশেষ, যথা—ঞ্যন্তপাদ।

ট

ট ব্যঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন মূর্দ্ধস্থান দ্বারা জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণস্ফিতি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উর্দ্ধাধক্রমে একটী রেখা টানিবে, পরে নিম্নদিকে কুণ্ডলী করিয়া দিবে, পরে একটা মাত্রা কোণগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে কুবের, যম ও বায়ু নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ ২৭টী যথা—টকার, কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধ্বনি, মুকুন্দ, বিনদা, পৃথ্বী, বৈষ্ণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দ্ধচন্দ্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, বৃহস্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি, মহাধনুঃ, প্রাণাত্মা, সুমুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্র মতে টকারের স্বরূপ—ইহা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটিবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত।

"টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভেক্ষণাম্।
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্॥
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদা স্মেরমুখীং পরাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাব্যের সর্ব্ব প্রথমে ইহার বিন্যাস করিলে খেদ হয়।

"টঠৌ খেদ দুঃখে।" (বৃত্তর° টী°)

ট (ক্লী) টল্-ড। ১ করঙ্ক, নারিকেলের মালা। (বিশ্ব) (পুং) ২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃস্বন, শব্দ। (মেদিনী)

টক্ (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টকতন্ত্রী (স্ত্রী) আর্য্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। (সঙ্গীতদা°)

টকার (পুং) টস্বরূপে কারঃ। ট, টস্বরূপ অক্ষর।

টকুয়া (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টক্র (দেশজ) টাকুর, সূত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

টক্‌টক্ (দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ।

টক্‌টকিয়া (দেশজ) গাঢ়বর্ণ।

টক্ (পুং) টক্-কক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ।

টক্কদেশ (পুং) টক্কঃ টক্ক ইতি নাম্না খ্যাতঃ দেশঃ কর্ম্মধা°। পঞ্জাবস্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন জনপদ-বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টক্কদেশ গুর্জ্জররাজ্যের একাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত ও সমগ্র পঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং টক্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় টক্করাজ্য বিপাশার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবায়ু উষ্ণ এবং ঝটিকার প্রাদুর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কার্য্যতৎপর ও বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্‌সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, তৎকালে টক্কে বৌদ্ধধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১০টী মাত্র সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আতিথেয় ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তুকদিগের এবং দীন হীনদিগের শুশ্রূষা করিত।

টক্কদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বাস্তুকশাক, চলিত কথায় বেতোশাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) টক্কদেশোৎপন্ন।

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মারা।

টক্কারিকা, চন্দেল্লরাজ ভোজবর্ম্মার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে উল্লিখিত একটী প্রাচীন নগর। ঐ লিপি মতে—এই নগর কায়স্থ-নিবাসভূত ছত্রিশটী নগরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং বাস্তব্য কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাসস্থান ছিল।

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্মক গণবিশেষ, ইহার আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে, যথা—

(ऽऽऽ) ১ শিব, (।।ऽऽ) ২ শশী, (।ऽ।ऽ) ৩ দিনপতি, (ऽ।।ऽ) ৪ সুরপতি, (।।।।ऽ) ৫ শেষ, (।ऽऽ।) ৬ অহি, (ऽ।ऽ।) ৭ সরোজ, (।।ऽ।) ৮ ধাতা, (ऽऽ।।) ৯ কলি, (।।ऽ।।) ১০ চন্দ্র, (।ऽ।।) ১১ ধ্রুব, (ऽ।।।) ১২ ধর্ম্ম, (।।।।।) ১৩ শালিকর।

টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। ২ হেলাবিলাসবিষয়।

(স্ত্রী) ৩ কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শব্দজ) পুষ্পবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria) [তগর দেখ।]

টগ্‌রা (দেশজ) চালাক, সেয়ানা।

টগরিয়া (দেশজ) ১ বহুভাষী, বাচাল।

টঙ্ক (পুং) টক-ঘঞ্। ১ কোপ। ২ কোষ। ৩ খড়্গ। ৪ গ্রাবদারণ, পাষাণভেদক অস্ত্রবিশেষ। (স্ত্রী) ৫ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাষায় এক টঙ্ক হয়। (বৈদ্যক) (পুং ক্লীং) ৭ নীলকপিত্থ। ৮ খনিত্র। ৯ দর্প। (হেম°) ১০ পরশু। ১১ রাজাম্র। (শব্দার্থচি°)

"দার্য্যতাং চৈব টঙ্কৌঘৈঃ খনিত্রৈশ্চ পুরী দ্রুতম্॥" (হরিব° ৯২ অঃ)

"শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃৎগুরুঃ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬)

১২ পর্ব্বতের প্রান্তভাগ। ১৩ পর্ব্বতের উন্নতপ্রদেশ। ১৪ বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ। ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। স্বরগ্রাম—

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর°)

টঙ্ক (তোঙ্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোঙ্ক এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় মুসলমান রাজ্য। রাজপুতনার মধ্যে এই একটী মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া সংগঠিত; যথা—টঙ্ক,আলিগড়-রামপুর, নিম্বের, পিরবা, চাপরা এবং সিরোঞ্জ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩৩০। রাজস্ব আদায় ১২ লক্ষ টাকা।

টঙ্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে তালখাঁ নামে জনৈক পাঠান নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার পুত্র হেয়াতখাঁ মোরাদাবাদে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হেঁয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপয়িতা বিখ্যাত আমীরখাঁ জন্ম গ্রহণ করেন।

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্তরাও হোল্‌করের সেনানায়ক হইয়া সিন্ধিয়া, পেশোবা ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হোল্‌কর আমীরকে টঙ্করাজ্য দান করিলেন। ইহার পর আমীরখাঁ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর ও যোধপুর রাজদ্বয়কে একবার এ পক্ষ পরে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণ উভয় রাজ্যই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ২৫ সহস্র পিণ্ডারী তাঁহার দলভুক্ত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলে তাঁহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্ক্‌ইস অব্ হেষ্টিংস পিণ্ডারিদিগের দমনবাসনায় আমীরকে হোল্‌কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। প্রতিবাদ করা বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রয় করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরদুর্গ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়।

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উজীর মহম্মদখাঁ এবং তাঁহার পর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখাঁ টঙ্কের নবাব হন। ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে প্রশ্রয় দান হেতু ইংরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার-মহম্মদ ইব্রাহিম-আলি-খাঁবাহাদুর সৈলত জঙ্গ,জি, সি, এস্, আই। নবাবকে কর দিতে হয় না। ইঁহার মান্যস্বরূপ ১৭টী তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টী কামান, ১৭৫ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও ২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন।

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোঙ্করাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ১০´৪২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´৬´´ পূঃ। বনাস নদীর দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে।

টঙ্কক (পুং) টঙ্কাতে টক ঘঞ্-সংজ্ঞায়াং কন্। রজতমুদ্রা, তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা। (অমরটী°)

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককস্য পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁকশালের অধিপতি। (সারসু°)

টঙ্ককশালা (স্ত্রী) টঙ্ককস্য শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাঁকশাল।

টঙ্কটীক (পুং) টঙ্কইব টীকতে টীক-ক। শিব। (ত্রিকা°)

টঙ্কণ (পুং) টক-ল্যু পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বং। ক্ষারবিশেষ, সোহাগা। পর্য্যায়—পাচনক, মালতীরজঃ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সুভগ, রঙ্গদ, বর্ত্তুল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ,

মালতীতীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক। (রত্নমালা)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°) অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, রুক্ষ। (ভাবপ্র°) ইহার শোধনাদির বিষয় বৈদ্যকগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—অম্লদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

"অম্লেন ভাবিতং চূর্ণং সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।" (বৈদ্যক)

প্রথমে টঙ্কণ কাঞ্জিক অম্লে নিক্ষেপ করিবে, পরে অম্ল হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমূত্র গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে তাহাকে জম্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া নারিকেলপাত্রে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং ইহা সর্ব্বযোগে নিয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক, রোচন ও লঘু। (রসচ°) (ভাবে ল্যুট্) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাঁকা দেওয়া, পাইন দিয়া ঝালা। ৩ অশ্বভেদ।

"টঙ্কণখরনখরখণ্ডিতহরিতালপাংশুলেন।" (কাদম্বরী)

৪ দেশবিশেষ।

"কঙ্কট-টঙ্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কোঙ্কণাভীরাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।১২)

টঙ্কণাদিবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী যথা—সোহাগার খই, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীঘ্র অগ্নিদীপ্তিকর।

টঙ্কপতি (পুং) টঙ্কস্য পতিঃ ৬তৎ। টাঁকশালের কর্ত্তা।

টঙ্কপানি, উড়িষ্যার একটী গ্রাম। এই গ্রাম ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ৪৫টী পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী এবং কুণ্ডলেশ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রীগণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্ত্তব্য।

টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। পর্ব্বতভেদ।

"টঙ্কবন্তং শিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।" (রামা° ৩।৫৫।৪৪)

টঙ্কবিজ্ঞান (ক্লী) টঙ্কস্য বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্কপরিজ্ঞানার্থ বিদ্যা। [মুদ্রা দেখ।]

টঙ্কবিশোধন (ক্লী) টঙ্কস্য বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাকা খাঁটী করা।

টঙ্কশালা (স্ত্রী) টঙ্কস্য শালা ৬তৎ। টাঁকশাল। [টাঁকশাল দেখ।]

টঙ্কা (স্ত্রী) টঙ্ক-অচ্-টাপ্। ১ জঙ্ঘা। (মেদি°) ২ তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণা, ত্রিষড়্জ ও আদি মূর্চ্ছনাযুক্তা।

"শয্যা সুষুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিনী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্।
স্বর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা কান্তং ভজন্তী কিল টঙ্কসংজ্ঞা॥" (হনুমা°)

স্বর্ণবর্ণা বিয়োগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কান্তকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া ভজনা করিলে টঙ্কসংজ্ঞা হয়।

স্বরগ্রাম—"স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, স।" (হনুমা° স°সাম°)

টঙ্কানক (পুং) টঙ্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টঙ্ক-অন্ ণিচ্-ণ্বুল্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছা। (শব্দচ°)

টঙ্কার (পুং) টং চিত্ত-বিকৃতিং করোতি কৃ-কর্ম্মণ্যণ্। ১ বিস্ময়। ২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ। (মেদিনী)

"টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা টীকনীয়া মহাতটা।" (কাশীখ° ২৯।৬৯)

(কৃ-ঘঞ্, টং ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র) ৪ ধ্বনিমাত্র।

"শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ।" (ভাগ° ৩।১৩।৯)

টঙ্কারকারিণী (স্ত্রী) টঙ্কারস্য কারিণী, কৃ-ণিনি-ঙীপ্। তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

টঙ্কারী (স্ত্রী) টঙ্কং ঋচ্ছতি ঋ-কর্ম্মণ্যণ্ ততঃ ঙীষ্। বৃক্ষভেদ, চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ—বাতশ্লেষ্ম, শোথ ও উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু। (রাজনি°)

টঙ্কিত (ত্রি) টঙ্ক-ক্ত। ১ উল্লিখিত। ২ বদ্ধ, যাহা টাঁকা হইয়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি হইয়াছে।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।" (উদ্ভট)

টঙ্গ (পুং ক্লী) টঙ্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খননাস্ত্র। ২ পরশু, টাঙ্গী। ৩ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। (শব্দচ°) ৫ পরিমাণবিশেষ, চারি মাষায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক)

টঙ্গন (পুং ক্লী) টঙ্কণ-পৃষোদ° সাধুঃ। টঙ্কণ, সোহাগা।

টঙ্গিনী (স্ত্রী) টক-গিনি পৃষোদ° সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি।

টটাটিটী (দেশজ) সামান্যরূপ, তুচ্ছ।

টট্টনী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নী-ড গৌরা° ঙীষ্। জ্যেঠী, জেঠী, টিকটিকী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টট্টরী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং রাতি রা-ক গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পটহবাদ্য, ঢাকের বাদ্য। ২ লম্বাবাক্য। ৩মিথ্যাবাক্য। (মেদিনী)

টট্টা (বা ঠট্টা), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাগের একটী তালুক। পরিমাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° পূঃ।

অধিবাসীগণ নগর-টটো বলে। এই নগর সিন্ধুনদীর ৭ মাইল পশ্চিমে করাচি নগরের ৫০ মাইল পূর্ব্বে এবং ঝিরকনগরের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্ব্বতের একপ্রান্তে অবস্থিত।

পূর্ব্বে নগরের চারিদিক্ সিন্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। এখনও বন্যার পর অনেক ঝিল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দুষিত করিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত।

সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও সুগম। এখানে একজন মুখ্‌তিয়ারকার ও তপ্পাদারের আফিস এবং থানা আছে। এতদ্ভিন্ন গবর্মেন্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটী জেলখানা আছে। সন্নিহিত মাকলী পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদূরে ফৌজদারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গলা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে টট্টা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮০ সহস্র অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদিরশাহের টট্টাপ্রবেশ কালে তথায় ৪০ সহস্র তন্তুবায়, ২০ সহস্র অন্যান্য শিল্পজীবী এবং ৬০ সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্তেন জে উড অনুমান করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে টট্টার অধিবাসী ১০ সহস্রের অধিক ছিল না। টট্টার বর্ত্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্ব্বের তুলনায় নাম মাত্র। সম্প্রতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট্ট, কার্পাস বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তুত হয়, কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও দুর্দ্দশা উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শস্য, ঘৃত, চিনি ও রেসম এবং রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম বস্ত্র, শস্য এবং চর্ম্ম প্রধান।

টট্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য। এই নগর অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ এই নগর লুণ্ঠন করে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অকবর সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণকালে এই নগর উৎসন্ন করেন।

সম্রাট্ শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে টট্টার মস্‌জিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া ঐ মস্‌জিদ আজও সুন্দর রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্ব্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহুপ্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে।

টট্টুর (পুং) টট্টু ইত্যব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। ভেরীর শব্দ।

টড, (কর্ণেল জেমস্ টড) বহুকাল রাজপুতনায় (উদয়পুরে) ইংরাজরেসিডেণ্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনায় অবস্থানকালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্বে ও মহত্বে মোহিত হইয়া এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের পর বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিদিত হইয়া উঁহাদিগের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় ও পূজ্য ছিলেন; নরপতিগণ তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

টনক (দেশজ) স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, "কপালে টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে।"

টন্‌টনানি (দেশজ) জ্বালাবিশেষ, বেদনা।

টপ্ (দেশজ) ফোঁটা ফোঁটা জলপতনের শব্দ।

টপাটপ্ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টপ্‌কানি (দেশজ) লাফাইয়া পড়া।

টপ্‌খেয়াল (দেশজ) খেয়াল এবং টপ্পা এই উভয়বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা যায়।

টপ্পা (হিন্দী) ১ পরগণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ; ইহাতে এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে। ২ একপ্রকার সঙ্গীত।

টম্‌টম্, দুই চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ।

টলন (ক্লী) টল-ভাবে ল্যুট্। বিক্লব, বিচলিত হওন, টলা, স্খলন।

টলা (দেশজ) বিচলিত হওয়া।

টলিত (ত্রি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে।

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্ গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়াস্ টলেমিয়াস্। ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিসরে প্রাদুর্ভূত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত জ্যোতিষ, ভূগোলবিদ্যাবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অদ্যাপি টলেমীর

মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে। টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের তুঙ্গান্তরসংস্কার (Evection) আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতের বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্কগণের প্রত্যক্ষ যেরূপ গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বায়ুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ স্তর-মণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বহুদূরে উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে প্রত্যেকে এক একটী জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করে। এই সকল স্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নক্ষত্রগণের স্তরমণ্ডল যথাক্রমে দূরবর্ত্তী। টলেমীর পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ক্রান্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত ঘূর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্ত্তন করে এবং নিজ গতি দ্বারা অন্যান্য মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। ইহাকেই প্রাইমাম মোবিলি (Primum mobile) অর্থাৎ গতির আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সকল মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের সূক্ষ্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের গতির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকে সূর্য্যাশ্রিত মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে একপার্শ্বে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির হ্রাস হইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে বলা হইত ইঁহারা নিজ নিজ স্তরে একটী স্থির বিন্দুর চতুর্দ্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত হয়। স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি একদিকে এবং বাহিরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে নানারূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য নিয়ম কল্পনা দ্বারা জ্যোতিষ্কবিষয়ক তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অবশেষে কোপার্নিকাস্ ঐ সমস্ত ভ্রান্তমতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীর মত অভ্রান্ত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

জ্যোতিষের ন্যায় টলেমী-প্রণীত ভূগোল শাস্ত্র খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ ২২টী মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পূর্ব্বস্থ শ্যাম, মলয় ও চীন পর্য্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে দ্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০° অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রাঘিমান্তর ও অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে ১৮০° অর্থাৎ গোলার্দ্ধ ধরিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা ১২০°র অধিক নহে।

টলেমী (সোটার), প্রিয়দর্শির অনুশাসনপত্রে ইনি তুরময় নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পুররক্ষক। সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত; কিন্তু মাকিদনীয়েরা ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিগুার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাঁহাকে লেগাসের করে সমর্পণ করেন।

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেক্‌সান্দরের একজন সেনাপতি ছিলেন, এই কার্য্যে তিনি অনেক সুখ্যাতিলাভ করেন। মহাবীর আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেক্‌সান্দর ক্লিওমেনেস্‌কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহার বিস্তর অর্থ ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া, টলেমী ক্রমে লিবিয়া ও আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

৩২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারদিকাস্ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর

টলেমী সিলো-সিরীয়া, ফিনিকীয়া, জুদিয়া ও সাইপ্রাস্দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতবাহীদিগের সুবিধার জন্য বন্দরের উপর একটী বৃহৎ আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। য়ুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য এইথান দিয়া এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল।

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটী সুবৃহৎ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যস্থসাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৩৭ মাইল, বিস্তার ১০০ ফিট্ ও ৩০ ফিট্ গভীর।

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার সুখসমৃদ্ধির খ্যাতি দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পালেস্তাইনের য়িহুদিগণ উত্যক্ত হইয়া আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদিগকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে য়িহুদিগণ আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে আইসিস্ ও জুপিটার দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল।

২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এন্টিপেটারের কন্যা ইয়ুরিডিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সন্তান জন্মিলেও আপন কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্কে রাজ্য দিয়া যান।

২ উপাধি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার দুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রূপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কাহারও মতে, ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনিই দিওনিসিয়াস্কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌকা ভাসিত। হরমোস্বন্দরে বিপদ্পাত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্যপোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্সান্দ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ দিমিত্রিয়াস্ ফিলরেতেসের অনুরোধে তিনি অরীস্তিয়া নামক এক য়িহুদী পণ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং তথাকার প্রধান যাজককে একখানি বাইবেলের পুথি ও ১২ জন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহারই সময়ে হিব্রুবাইবেল্ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়।

টলেমী ফিলাডেলফাস্ বর্ত্তমান সুয়েজখালের নিকটবর্ত্তী আর্সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্ শাখা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

টলেমী ইউয়ারগেতিস্, টলেমী ফিলাডেল্ফাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়া ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার দিগ্বিজয়কালে শত্রুগণ সুবিধা পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। অন্তিয়োকের পত্নী ইহার ভগিনী। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার সুশাসনগুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুত্রের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইহার পুত্রের নাম টলেমী ফিলোপিতৃস্ অর্থাৎ পিতৃহন্তা। এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। য়িহুদি জাতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেনেল্ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাজগণের রাজত্বকালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল।

টল্টল্ (দেশজ) চঞ্চল, নড় নড়।

টল্দা (দেশজ) লতাবিশেষ। (Babusa talda)

টল্মল্ (দেশজ) নড়া, কাঁপা।

টল্মলিয়া (দেশজ) ইতস্ততঃ নড়া।

টল্বা (দেশজ) অস্থির।

টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংজ্ঞান্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই কয়টী বর্ণ লইয়া টবর্গ।

টবর, (হিন্দী টাবর) ১ পুষ্করিণী, জলাশয়। ২ কুটীর। ৩ জ্ঞাতি কুটুম্ব পরিবার।

"আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা।
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া॥" (কবিক°)

টহল (দেশজ) ভিক্ষার জন্য গান করিয়া করিয়া পরিভ্রমণ।

টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়।

টহলন (দেশজ) ১ গান করিতে করিতে পর্য্যটন। ২ অশ্বাদির শ্রম নিবারণের জন্য শনৈঃ শনৈঃ পাদবিহরণ।

টহলা (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ।

টহলানিয়া (দেশজ) গোলমাল করা।

টহলিয়া (দেশজ) টহলদার।

টা (স্ত্রী) টলতি প্রলয়ে ভূকম্পাদৌ বা টল-ডঃ টাপ্। পৃথিবী।

টাউরাণ (দেশজ) শীতে কম্পমান।

টাঁকন (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২ সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা।

টাঁকনিয়া (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ সেলাই করিয়া দেওয়া।

টাঁকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শব্দের অপভ্রংশ) মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু-রাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি বিসদৃশ। ঐ সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎকালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপনার রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্‌সান্দারের সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে কত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন। [মুদ্রা দেখ।]

রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছিল না। রাজকীয় টঙ্কশালায় শিল্পিগণ হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্য্যসাধনে তাঁহাদিগের তাদৃশ যন্ত্র না থাকাই তাহার কারণ হইবে।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে তাঁহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন।

মোগল সম্রাট্‌গণ মুদ্রার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বিধানে সম্যক্ যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুণ্ঠিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান-মুদ্রায় পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লীস্থ টঙ্কশালার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ৪২টী নগরে টাঁকশাল ছিল। ঐ সমস্ত টাঁকশালে যে যে স্থানে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আহ্মদাবাদ ও কাবুল এই চারি স্থানের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও তাণ্ডা এই দশ স্থানের টাঁকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অল্‌বার, বদাউন, বারাণসী, ভাক্কর, বহিরা, পাটন, জৌনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, ফিরূজা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, লক্ষ্ণৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ্, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণপুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনোজ ও রন্তম্ভর (রণস্তম্ভপুর) এই অষ্টাবিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাঁকশালে যে সকল কর্ম্মচারী, শিল্পী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১ দারোগা। ইনি টাঁকশালার কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

২ শিরাফী বা শরাফ—স্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, সুতরাং সুনিপুণ ও ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

৩ আমিন। দারোগার সহকারী।

৪ মুশরিফ। দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রক্ষক।

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাকশালে যোগাইতেন।

৬ কোষাধ্যক্ষ। ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন।

৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্ম্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

৭ ওজন সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সূক্ষ্মরূপে ওজন করিত।

৮ ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

৯ মিশ্র স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ সকল বিশোধন করিবার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে ঐ সকল চাক্তি ঘুঁটের আগুণে বহুবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

১০ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এ ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুদ্রার আকার ও পরিমাণানুযায়ী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইস্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্য ছাঁচ প্রস্তুত করিত। অকবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলনা-আলি-আহ্মদ নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তুত করিত।

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়া দুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর একব্যক্তি (পাট্‌কুচি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তুত করিত।

১৫ কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাতা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হইত।

১৬ কস্‌নিগীর। এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কি না পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া লইত।

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্লেদ ধুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক্ করিয়া লইত।

স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাম্র, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং গন্ধক সোহাগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপায় গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

১৯ পাইকার। নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধূলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক্ করিয়া লইত।

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গালাইত।

২১ খকৃশো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য স্বর্ণরৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লইলে খকৃশো টাঁকশালা ঝাঁটাইয়া ধূলা বাড়ী লইয়া যায় এবং উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জ্জন করিত।

সম্রাট্ অকবরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্যে নির্ম্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন।

অকবরের টাঁকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। [মুদ্রা দেখ।] ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরস্র।

স্বর্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবত খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত য়ুরোপে মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ধাতুর পাত কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং হাতুড়িদ্বারা দুইদিকে পিটিয়া ছাপ মারিয়া হস্তদ্বারাই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী খোদকার স্ক্রু দ্বারা চাপদিয়া ছাপ তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় টাঁকশালে বাষ্পীয় কলে পরিচালিত প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যে প্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহার থান টাঁকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক প্রত্যেক থান স্বর্ণপরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন। ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ প্রখর উত্তাপে গলিয়া গেলে উহাতে যথোপযুক্ত তাম্র মিশাইয়া স্বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার খাদ থাকে। যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমুদায় বাট বাষ্পীয়কলে পরিচালিত ঘূর্ণ্যমান ইস্পাতের সুদৃঢ় জাঁতের মধ্য দিয়া বহুবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই সকল পাতা সর্ব্বত্র সমান পুরু করিবার জন্য উহাদিগকে পোড়াইয়া আবার ইস্পাতের জাঁতে তার টানার ন্যায় টানিয়া লয়। অভিপ্রেত মুদ্রানুযায়ী পাতলা হইলে ঐ সমস্ত পাত একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি প্রত্যেক পাত হইতে নমুনা স্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ ½ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই পরিত্যক্ত হয়।

ঐ সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাষ্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে একটী বালক প্রতি মিনিটে ৬০।৭০টী চাকি কাটিতে পারে।

চাকি কাটা হইলে ঐ ঝাঝরির ন্যায় পাতা আবার গলাইবার স্থানে প্রেরিত হয়।

ইহার পর প্রত্যেকটী খণ্ড ওজন করিয়া দেখা হয়। যদি কোনটা কম পড়ে, সেগুলি পৃথক্ রাখিয়া পরে পুনরায় গলাইতে দেওয়া হয়। যেগুলি বেশী হয়, সেগুলিকে ঘষিয়া ঠিক করিয়া সমানগুলির সহিত মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক খণ্ডকে লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়া দেখে, যদি কোনটার বাজনা ঠিক না হয়, তবে তাহা কালা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

মুদ্রা সকলের প্রান্তভাগে খাঁজ কাটিবার জন্য উহাদিগকে প্রথমে যন্ত্র দ্বারা দুইটী গোলাকার ইস্পাতে ফেলিয়া পাশদিকে চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুদ্রার প্রান্তভাগ মধ্য অপেক্ষা পুরু হইয়া উঠে এবং মুদ্রাও ঠিক গোলাকার হয়। অতঃপর পোড়াইয়া নরম করিয়া লইলেই মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত করা হইল। কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে করিতে ঐ সকল অমুদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হইয়া যায়। ঐ মলিনত্ব ঘুচাইবার জন্য উহাদিগকে গন্ধক দ্রাবকমিশ্রিত ফুটন্ত জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়া হয়। ঐ ধৌত খণ্ড সকল অনন্তর করাতের গুঁড়া দ্বারা উত্তমরূপ মুছিয়া ঈষৎ তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নূতন মুদ্রায় যে চাক্‌চিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় না।

অনন্তর ঐ সমস্ত খণ্ড মুদ্রিত করিবার জন্য জাঁতঘরে নীত হয়। একটা প্রকাণ্ড সুদৃঢ় লোহার যন্ত্রে দুই দিকের দুইটী ছাঁচ ঠিক উপর্য্যুপরি দৃঢ় বদ্ধ থাকে। নিম্নের ছাঁচটিতে একটী শাদা খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বাষ্পীয়কলের তেজে উপরিস্থ সমস্ত বস্ত্রসহ উপরের ছাঁচ আসিয়া ঐ খণ্ডের উপর চাপ দেয়, ইহাতে মুদ্রার দুই দিকে একবারেই ছাপ পড়ে। পার্শ্বে খাঁজ কাটাও এই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের ছাঁচের চারিদিকে বলয়াকৃতি একটী ইস্পাতে দৃঢ় বেড়ী থাকে। যেমন উপরের ছাঁচ ভীষণতেজে মুদ্রার উপর চাপিয়া পড়ে, অমনি পার্শ্বের বলয়ও পার্শ্বস্থিত চাপ দিয়া খাঁজ কাটিয়া ফেলে। এইরূপে একটীর পর অন্য একটী করিয়া সমস্ত মুদ্রিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ছাঁচের মধ্যে মুদ্রা ধরা ও তাহা হইতে লওয়া কলদ্বারাই হইয়া থাকে। ইহার পর সমস্ত মুদ্রা থলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক থলি হইতে যথেচ্ছা দুই চারিটা মুদ্রা লইয়া পরীক্ষা করা হয়।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া এদেশে আনয়ন করেন। ১৬৬০—৬১ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে একটী টাঁকশাল স্থাপিত হয়।

১৭৫৯—৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় একটী টাঁকশাল স্থাপন করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মূল্য বৎসর বৎসর এত হ্রাসবৃদ্ধি হইত যে, একজন সুদক্ষ শিরাফি ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মূল্য নিরূপণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে টাঁকশালের কর্তৃপক্ষগণ সর্ব্বত্র এক সাধারণ মুদ্রা চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। সিক্কা টাকা আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া কলিকাতার টাঁকশালে সিক্কা টাকায় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারেল টাঁকশালের অধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত পুরাতন মুদ্রাকে সিক্কা টাকায় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও টাঁকশাল স্থাপিত হউক।

ইতিপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মুদ্রার প্রায়ই সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুদ্রার আকার অপেক্ষা ছাঁচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মুদ্রিত অক্ষরাদিও বেশী উচ্চ থাকিত, সুতরাং দুষ্ট লোকে মোহরের এক পার্শ্ব ঘষিয়া বা চাঁচিয়া লইলে সহজে ধরা যাইত না। বাস্তবিক এইরূপে মোহরাদির অনেক ক্ষয় হইত। এখন এই প্রতারণা এড়াইবার জন্য টাঁকশালের অধ্যক্ষ পার্শ্বে দাগ কাটা, সরু ও অনুচ্চ অক্ষর-মুদ্রিত অতি সুন্দর মোহর প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ মোহরে সমস্ত ছাপটাই পড়িত এবং পার্শ্বে চোট থাকা জন্য কোন দিকে ঘষিলে বা চাঁচিলে সহজেই ধরা যাইতে পারিত।

ঐ বর্ষে আগষ্টমাসে গবর্ণরজেনারেলের আদেশে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও কলিকাতার টাঁকশালের ঠিক অনুরূপ টাকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সকল টাকাতে সনের পরিবর্ত্তে সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষাঙ্ক মুদ্রিত থাকিত। এই টাকা কোম্পানীর অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ও পাটনার টাঁকশাল বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাঁকশালও উঠিয়া যায়।

তখনও কাশী, ফরক্কাবাদ, বরেলী, আলাহাবাদ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ব্যবহার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু অনেকস্থলে টাঁকশালের কর্ম্মচারিগণের অসদ্ব্যবহারে মুদ্রা হীনমূল্য হইতে লাগিল। গবর্মেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই কোম্পানীর অধিকৃত

বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রচলনের কথা হইল। যাহা হউক নবাধিকৃত ও করদ প্রদেশসমূহে নূতন নূতন মুদ্রা চলিতে লাগিল।

পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিক্কা, ফরক্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠিয়া গিয়া সর্ব্বত্র ১৮০ গ্রেণ (ট্রয়) ওজনের টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের টাঁকশাল উঠিয়া যায় এবং উহার কল প্রভৃতি সমস্ত বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালে আনীত হয়। ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই টাঁকশালেই সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্যান্য স্থানের টাঁকশাল নিষ্প্রয়োজনবোধে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে। এই দুই স্থানের টাকা প্রভৃতি ঠিক একই প্রকার।

এতদ্ভিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজধানীতে টাঁকশাল আছে। ঐ সকল টাঁকশালে স্থানীয় প্রদেশের জন্য টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

টাঁকা (দেশজ) ১ সীবন, সেলাই। ২ পূর্ব্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা।

টাক্ (দেশজ) মস্তকের কেশউঠা রোগবিশেষ। [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাকপড়া (দেশজ) [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাক্‌রা (দেশজ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

টাকা (দেশজ) ১ রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা, তঙ্কা।

টাকাপানা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Pistia stratiotes)

টাকাহার (দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি লতা।

টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটী গবর্মেণ্ট হাই এণ্ট্রান্স (বোর্ডিং) স্কুল, একটী বালিকাবিদ্যালয় এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান স্বাস্থ্যকর। এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে অনেক জমিদারের বাস, ইহারা রাজা বসন্তরায়ের বংশসম্ভূত। স্বর্গীয় ৺কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটী সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম গাড়ু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাকুয়া (দেশজ) টাকুর, সূত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুর (দেশজ) সূত্রপাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুরাই (দেশজ) অঙ্গগ্রহ, খেঁচা, টাকরিয়া।

টাঙ্ক (ক্লী) টঙ্কেন তত্রসেন নিবৃত্তং। মদ্যবিশেষ, এই মদ্য টঙ্করূপ নীলকপিথের রসে প্রস্তুত হয়। মদ্য দ্বাদশ প্রকার—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, মার্দ্বীক, ঐরেয় ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য। দ্বাদশ প্রকার মদ্যের নাম সুরা ও তাহা অতি গর্হিত। পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার মদ্য পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস।

"দ্রাক্ষেক্ষুটঙ্কখর্জ্জুরপনসাদেশ্চ যো রসঃ।
সদ্যোজাতস্তু পীত্বা তং ত্র্যহাচ্ছুধ্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ॥" (পুলস্ত্য)

[মদ্য দেখ।]

টাঙ্কমাধ্বীক (ক্লী) মদ্যবিশেষ। এই মদ্য শতাবরী, টঙ্কমূলের রস এবং পদ্ম মধু দ্বারা একত্র করিয়া প্রস্তুত হয়।

"শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষ্মণপদ্মমেব চ।
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতং॥" (তন্ত্র)

টাঙ্কর (পুং) টঙ্কস্তেদং টাঙ্কং রাতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড, নাগবীট। (ত্রিকা°)

টাঙ্গ (দেশজ) ১ সোহাগা। ২ পা। ৩ দোকান।

টাঙ্গন (দেশজ) ১ ঝুলন। ২ পার্ব্বতীয় টাটুঘোড়া।

"পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।" (কবিক°)

টাঙ্গা (দেশজ) ঝুলা।

টাঙ্গাইল, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটী সহর এবং আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অধিবাসী সংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ অব্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে দুইটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয় লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে।

টাঙ্গান (দেশজ) লম্বিত করণ, ঝুলান।

টাঙ্গাপ্রদীপ (দেশজ) ঝুলান আলো, আকাশপ্রদীপ।

টাঙ্গী (দেশজ) কুঠার, পরশু।

টাট (দেশজ) তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পূজার নিমিত্ত তাম্রময় পাত্র।

টাটা, সিন্ধুদেশস্থ নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সোমীয়বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ রাজা জামমন্দল কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই নগর সিন্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশ জলমগ্ন হয়; ইহা কেবল দ্বীপের ন্যায় ভাসমান থাকে।

ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার গৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা। [টট্টা দেখ।]

টাটান (দেশজ) ১ কন্ কন্ করা। ২ শুকান।

টাটানী (দেশজ) অত্যন্ত বেদনা।

টাটি (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া, মাছর।

টাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্‌খসের পর্দ্দা বা বেড়া দেওয়া।

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া।

টাটুয়া (দেশজ) সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া যাওয়া।

টাট্‌কা (দেশজ) তাজা, নূতন, বাসী নয়।

টাণ্ডা (টাঁড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটী প্রাচীন নগর। এই নগর গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল, গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গলার রাজধানী হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা এখন স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবতঃ ঐ স্থান পাগ্‌লা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজিও ঐ স্থলে একটী গ্রাম টাণ্ডা বা টাঁড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশূন্য হইবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান নৃপতি সুলেমান শাহ-কর্‌রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাণ্ডা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে টাণ্ডা নগর সুসমৃদ্ধ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লার ভয়ে রাজমহল হইতে টাণ্ডায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল।

টান্ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ।

টানন (দেশজ) আকর্ষণ।

টানসহ (দেশজ) আকর্ষণ সহ্য করিবার ক্ষমতা।

টানা (দেশজ) ১ রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বস্তুদ্বয়ের সংযোগ করণ। ২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সূত্র। ৩ বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের সময়কার একটী দুর্গ।

টানাজিনিয়া (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Poa punctata)

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ।

টানানি (দেশজ) ছাঁকা, চালা। ২ আকর্ষণ।

টান্‌টোন (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, কর্কশ। ২ আকর্ষণ।

টাপর (দেশজ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়।

টাপু (দেশজ) দ্বীপবিশেষ।

টাবানিম্বু (দেশজ) একপ্রকার নেবু। (Citrus acida)

টামটুম (দেশজ) ছোটকাজ।

টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত দ্রব্যের ন্যূনাতিরিক্ত না হওয়া।

টার (পুং) টাং পৃথ্বীং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। ২ রঙ্গ। ৩ লঙ্গ।

টাল (দেশজ) ১ দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্ব করা। ২ ছলনা।

টালন (দেশজ) ১ ছলনা। ২ দীর্ঘসূত্রতা।

টালাটালি (দেশজ) পরস্পর বিলম্ব করা।

টালি (দেশজ) মেজে পাতিবার জন্য যে চতুকোণাকৃতি ইষ্টক ব্যবহার করা হয়, টাইল।

টাল্‌মটাল (দেশজ) ১ বৃথা বিলম্ব করা। ২ ছলনা করা।

টাল্‌মটালী (দেশজ) বিলম্ব করা।

টি, সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পার্থে "টী" ব্যবহৃত হয়।

টিঞা (দেশজ) তোতাপাখী।

টিকন (দেশজ) বহুকালস্থায়ী।

টিকর (দেশজ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল।

টিকরা (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (Sylvia olivacea)

টিকা (দেশজ) ১ অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তুত অগ্নিপ্রজ্বলন দ্রব্য। ২ বসন্তরোগ নিবারণের জন্য হস্তে ক্ষতকরণ। [টীকা দেখ।]

টিকাদার (দেশজ) যে টীকা দেয়।

টিকায়েৎরায়, লক্ষ্ণৌএর নবাব আসফুদ্দৌলার দেওয়ান (১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব্দ)। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেণীকবি টিকায়েতের বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্ত তিন কবিই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

টিকারা (দেশজ) দুন্দুভিবাদ্যবিশেষ, ধামাল।

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৫৬´ ৩৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫২´৫৩´´ পূঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। প্রতিলোককে ৵০ হিসাবে টেক্স দিতে হয়।

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গপ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে।

ইতিহাস। এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। প্রথমে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুন্দরসিংহ বঙ্গ-বেহারের সুবাদার আলীবর্দ্দীখাঁকে

মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ-দমনে সফলকাম হওয়ায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। রাজা সুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লায়াসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবৎ, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, আঙ্‌টি ও পহারা এবং অমরাথু ও মাহের পরগণার অধিকাংশ আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহার ও রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক জমাদার হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিনাশ করে। সুন্দরের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ। কেহ কেহ বলেন, ঐ তিনজনেই সুন্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয়। ইংরাজের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। তিনি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে। পত্র পাইয়া কাসিমআলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বনিয়াদ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করেন। উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক ঘুঁটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের প্রধান কর্ম্মচারী দলীলসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দলিল রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারের নাম মিত্রজিৎসিংহ। সেতাবরায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (Mr. Law) বেহারের কালেক্টর হইয়া গেলে মিত্রজিৎ পূর্ব্বসম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইলেন। ইংরাজসরকারও তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ সসৈন্যে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়া হইতে টিকারী পর্য্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও ধর্ম্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হিতনারায়ণ ॥/০ আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মদনারায়ণ সিংহ ।৶০ আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর হিতনারায়ণ "মহারাজ" উপাধি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্বিজভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজ সহধর্ম্মিণী মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারীর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন। এখানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজ্যের সমধিক উন্নতি ও প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির অনুমতি লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া লয়েন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজ' উপাধি ও বৃটীশ-গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের খেলাত পাইলেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন কার্য্যে উপস্থিতি হইতে হইবে না তাহারও ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং গয়াজেলায় ধর্ম্মশালা নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মদনারায়ণেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দত্তক লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়া বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধিকার সাব্যস্ত করিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনধামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁহার পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটনা ও বৃন্দাবনে দুইটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত কলিকাতা যাইবার পথস্থিত ভলুয়াচটী নিরাপদ রাখিয়াছিলেন।

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধাকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। মহারাণী রাজরূপকুমারী অতিশয় দানশীলা; তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ত্রিশহাজার টাকা দান করিতে হয়।

টিকারীরাজ্যের আয়—৪৮৮২৬০৲ টাকা, গবর্মেণ্ট রাজস্ব ১৯২৫০০৲।

টিক্‌টিকি, সরীসৃপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব বিদ্যমান আছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর কৃকলাস, গোধা এবং প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীরাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিক্‌টিকির আকার অনেক অংশেই কৃকলাসের মত, কিন্তু অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং কোমল ও স্থূল। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণ্ড হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের কোটরাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। সমগ্র পুরাতন মহাদ্বীপেই টিক্‌টিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীট পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট ভক্ষণ জন্য টিক্‌টিকি থাকিতে দেখা যায়।

টিক্‌টিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্য বস্ত্রাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, এদিকে টিক্‌টিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ খসিয়া গেলে উহা আবার গজাইয়া উঠে।

ইহারা মুখদ্বারা মধ্যে মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করে, ঐ শব্দ হইতেই ইহাদের নাম টিক্‌টিকি হইয়াছে। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, ঐ শব্দ দিক্‌ভেদে যাত্রাদির শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের পুত্রবধূ মুখরা খনা অনেক সময় শ্বশুরের গণনা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিত। ইহাতে বরাহ লজ্জিত হইয়া পুত্রবধুর জিহ্বা কাটিতে আদেশ দেন। খনার ঐ জিহ্বাই টিক্‌টিকি হইয়া অদ্যাপি লোককে শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে।

একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন শুভকার্য্যারম্ভে টিক্‌টিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্য্যে অগ্রসর হয়না। শরীরের স্থানভেদে ইহার পতনেও ঐরূপ ফল সূচনা করে।

টিক্‌টিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টিট্‌কার (দেশজ) অবজ্ঞা, নিন্দা বা ভর্ৎসনাসূচক শব্দ।

টিটি (দেশজ) পক্ষীবিশেষ (Parra jacana)

টিটিভ (পুং) টিটীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, কোযষ্টিক, টিটিরপাখী।

টিটিভক (পুং) টিটিভ-স্বার্থে কন্। টিটিভপক্ষী, টিটিরি।

টিটিল (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ। ১০০ নাগবলে এক টিটিল।

টিট্টিভ (পুংস্ত্রী) টিট্টীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষীবিশেষ, টিটিরিপাখী, টিঠী। পর্য্যায় টিঠিভক, টিট্টিভক। ইহার মাংসভক্ষণ দ্বিজাতিগণের নিষিদ্ধ।

"অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ।" (মনু ৫।১১)

এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিট্টিভ শব্দে শকুনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"টিট্টিভঃ শকুনিরেব, টিটীতি যো বাশতো। প্রায়েণ শব্দানুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয়প্রতিলম্ভস্তদুক্তং নিরুক্তকারেণ কাকইতি শব্দানুকৃতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং" (মনুভা° মেধাতি° ৫।১১) কাক শব্দের অনুকৃতিমাত্র, বাস্তবিক টিটিভ শব্দে কাক নহে। ২ ত্রয়োদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু দানববিশেষ। নারায়ণ মায়ুররূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (গরুড়পু° ৮৭ অঃ)

৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্ত্যধর্ম্মরহিত। (ভারত ২।৯।১৫)

টিট্টিভক (পুং) টিট্টিভ-স্বার্থে-কন্। টিট্টিভ।

টিণ্টিনিকা (স্ত্রী) ১ অম্বুশিরীষিকা, জোঁক। (ভাবপ্র°) ২ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

টিণ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় টাঁড়শ। পর্য্যায় রোমশফল, তিন্দিশ, মুনিনির্ম্মিত, তিণ্ডিশ। ইহার গুণ—রোচক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মা ও অশ্মরীনাশক, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ ও মূত্রল। (ভাবপ্র°)

টিপ (দেশজ) ১ কপালচিহ্ন, ফোঁটা। ২ চিঠী, হুণ্ডী।

টিপনি (দেশজ) গূঢ়রূপে আঘাত করণ।

টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা।

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে।

টিপুশাহ্, আর্কটের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির। ইহার নামানুসারেই মহিসুরের শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত টিপুসুলতানের নামকরণ হয়। টিপুসুলতানের পিতা হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক ফকির আসিয়া থাকে। কর্ণাটী ভাষায় টিপু শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়।

টিপুসুলতান, মহিসুররাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহারাষ্ট্রী সেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অশ্বারোহীসহ গভীর নিশীথে শত্রুভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহারাষ্ট্রকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দরআলি দেখ।]

যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু সাহেব সসৈন্যে মান্দ্রাজের চারিদিক্ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, টিপুসাহেব ৫০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মন্‌রোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্য আর্কটাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশল দর্শনে ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যে দিন ইংরাজসেনানায়ক আর্‌ণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর টিপুকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আর্‌ণিতে পাঠাইয়া দেন। আর্‌ণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি সার আয়ার কুটের সেই জন্যই আর্‌ণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্‌ণির নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু সুবিধা পাইয়া বৃটীশসৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সে দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্ আয়ার কুট্ মান্দ্রাজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২০এ নবেম্বর, কর্ণেল হাম্বার্ষ্টন পোনানি অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বৃটীশসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্ব্বদাই রণক্ষেত্রে থাকিতেন।

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণ-ত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্ ভাবিয়া পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণরাও নামক মন্ত্রীদ্বয় তাঁহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল করিম্ গোপনে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী-দ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল; মন্ত্রীদ্বয় যথাকালে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মস্‌নদে উপবেশন করি-বার জন্য অনুরোধ কবিলেন; কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। সুচতুর মন্ত্রীদ্বয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে সুলতান হইলেন।

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিসুর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিসন্ধি আঁটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোযোগ করেন নাই; তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল উঠাইয়া আনিলেন; পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য রহিল। হেষ্টিংস্ সার্ আয়ার কুট্‌কে আবার মান্দ্রাজে পাঠা-ইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাজেই লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বুসী ভারতে আসিয়া পৌছিলেন এবং ১০ই এপ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীসেনার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্য্যকালে টিপুর সহিত যোগ দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সঙ্কট-জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধিস্থাপিত হয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেনা টিপুর কার্য্যে রাখিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।



এদিকে বোম্বাই গবর্মেণ্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্ ম্যাথুকে পাঠাইয়াছিলেন। মহিসুরের অধিত্যকাস্থিত বেদনুর ইংরাজ-অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিয়া এই স্থান রক্ষা

করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সন্ধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপু পরাজিত ইংরাজসৈন্তগণকে মহিস্থরদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

বেদমুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্ত লইয়া মঙ্গলুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭০০ ইংরাজ ও ২৮০০ দেশীয় সৈন্ত দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহারা টিপুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। তৎপরে ৩০এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; কিন্তু রসদের অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া তেলিচারী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল ফুলার্টন্ ১৩০০০ সৈন্ত লইয়া দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার করেন, এখন তিনিও মহিস্থর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈন্ত মহিস্থরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ স্থলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা মহিস্থরের পূর্ব্বতন রাজাকে বৃটীশ সাহায্যে টিপুর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় ইংরাজগণের অনেকটা স্থবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড়লাটের উপদেশ না শুনিয়া টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের মন্ত্রীসভা টিপুর নিকট দুইজন কমিশনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথা তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়া পাঠান।

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিস্থর-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমিশনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। মঙ্গলূরে তাঁহাদের তাঁবুর সম্মুখে দুইটী ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুষদ্বয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তাঁহারা বহুকষ্টে গুপ্তভাবে একখানি ইংরাজজাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ১১ই মার্চ্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ করেন—"ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত মস্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে দণ্ডায়মান; দুই ঘণ্টা ধরিয়া কতই খোসামদ ও মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দানে অনুরোধ করেন। পুণা ও হায়দরাবাদের উকীলেরাও এই সময় বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, অবশেষে স্থলতান সম্মত হইয়াছিলেন।" এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। সন্ধি অনুসারে ১৮০ জন ইংরাজ-রাজপুরুষ, ৯০০ ইংরাজ ও ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল ম্যাথু ও অপর ইংরাজ-সেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বঙ্গলূর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন; কিন্তু নানাফড়-নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে টিপুস্থলতানের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত হইল।

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথপ্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাৎগির নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীঘ্রই টিপুর কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিজামের নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে তাঁহার স্থাপিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত যে অভিসন্ধি আঁটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু দেখিলেন ক্রমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও খৃষ্টান-দিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়-গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি মনোযোগ করিলেন। তাঁহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্ট্র-দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, স্থতরাং টিপুর সেনাদল স্থবিধা বোধ করিল। এই সময়ে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া প্রায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন;

তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহণ বৃথা। টিপু যেরূপ বল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের যত্নে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাকে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মঙ্গলূরের সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা মধ্যস্থ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহায্য-প্রার্থী হইয়া যাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি ভোন্স্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরস্পরে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিসুররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে টিপু কি ভাবিয়া তাঁহাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। টিপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ এবং বাকি টাকা এক বৎসর মধ্যে শোধ হইবে। টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না; নিজামের সহিত আবার তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুসুলতানে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ বর্ষের শেষে গণ্টুর-সরকার সমর্পণ করিবার জন্য বড়লাট কাপ্তেন কেনাওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু নিজাম গণ্টুর সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপত্তনের সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি টিপুসুলতানকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি কোরাণ গ্রন্থ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন; দূত আসিয়া টিপুর নিকট জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত। সুচতুর টিপুসুলতান বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি নীচঘরে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পরস্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল; টিপুসুলতান মসলিপত্তনের সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ ঐ সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। এদিকে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ-দিগের শক্তি চালনা সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মঙ্গলূরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুররাজ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কোরঙ্গনুর ও আয়াকোট নামে দুইটী নগর সম্প্রতি ক্রয় করেন। টিপু ঐ দুই নগর কোচীনরাজের হইয়া চাহিয়া বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যখন ঐ দুই নগর তাঁহার আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্দাজেরা কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মান্দ্রাজের ইংরাজ-অধ্যক্ষ হলাণ্ড্ সাহেবকে অনুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বসিলেন।

ত্রিবাঙ্কুররাজ পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমাস্থ দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু ত্রিবাঙ্কুর জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য দুর্ভেদ্য ছিল, কোন দিক্ দিয়া সৈন্যপ্রবেশের পথ ছিলনা। এখন সুবিধা পাইয়া টিপু সৈন্যচালনা করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। জুলাই মাসে নিজামের সহিতও ঐ সূত্রে এক সন্ধি হইল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ মান্দ্রাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজ্‌কে সৈন্য পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২৬এ মে, ১৫০০০ সুদক্ষ সৈন্য লইয়া ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্যগণ কোয়ম্বাতুরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিসুরের সীমায় উপস্থিত। টিপুসুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বিপুল বিক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্লাইড্‌কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শত্রুসৈন্য টিপুর কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে

কর্ণেল হার্টলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেনআলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র-সৈন্যগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্ ও কুতুব-উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া ধারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এদিকে নিজাম স্বসৈন্যে কপালদুর্গ ও বাহাদুরবন্দ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল অটল সাহসে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দেখিলেন টিপু সহজে বশীভূত হইবার নহে, তাঁহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি মহিসুরের গিরিসঙ্কট মোগলী-ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিলেন। এথানে টিপুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ্চ রাত্রিকালে শত্রুগণ অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। নিজামের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি আবরক্রম্বী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছে তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া রাজধানী রক্ষার্থ যত্নবান্ হইলেন। ১৩ই এপ্রেল অরিকেরা নামক স্থানে শত্রুদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

১৩ই এপ্রিল রাত্রিকালে বড়লাট দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের জয়লাভে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তাঁহার সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাঁহার মালগাড়ী ও ভাণ্ডার লুট করিলেন।

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাপ্তেন লিট্ল্ পরশুরামরাও-পরিচালিত মহারাষ্ট্র সেনাদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। যাহা হউক, দ্বিতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হইল না। এবার টিপুকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামরাও ও কাপ্তেন লিট্ল্ বহুসৈন্য লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম স্বসৈন্য ও ইংরাজসৈন্য লইয়া উত্তরপূর্ব্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্র-বীর হরিপন্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন।

টিপুও মহোৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য ও সম্মান রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে নিয়োগ করিলেন।

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অসম সাহসে নন্দীদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ, রায়কোট প্রভৃতি দুর্গ সকল জয় করিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রসৈন্য সহ মিলিত হইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাজসেনাপতি জেনারেল আবরক্রম্বী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া টিপুকে আক্রমণ করিল। এতদিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না,' এখন সেই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।"

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্টেনাণ্ট চামারস্ নামক এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ডকর্ণ-ওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারল আবর-ক্রম্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর প্রতি-জিঘাংসা বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক এখন কোড়গরাজের জন্যই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে টিপু আপনার দুই পুত্রকে ইংরাজ শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজপক্ষীয় সকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রানুসারে টিপুর পুত্রদ্বয় ইংরাজ শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্ত্তী অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক একবর্ষ মধ্যে দিবার কথা রহিল।

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিল

না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাসুখসমৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ গুপ্তভাবে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিপুও পূর্ব্বোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এতদিন তিনি সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এখন উক্ত সেনাপতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসিলেন। টিপুসুলতানের গতিবিধির উপরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য পড়িল। তখন য়ুরোপে ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতাগত ফরাসী সৈন্যদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী কর্ম্মচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈন্যদিগকে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাঁহার নৌ-সেনাদলের সাহায্যার্থ মরিচসহরে ফরাসী-শাসনকর্ত্তা জেনারেল মলার্টিক্‌কে ৩০,০০০ সৈন্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরাবাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসো রেমণ্ড ১৫০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্য্যকালে টিপুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিন্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর ডি বইন্ ৪০,০০০ সৈন্য ও ৪৫০টী কামান সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত।

লর্ড মর্ণিংটন্ ইংরাজদিগের বিপদ্ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিস্‌কে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিতে আদেশ করিলেন।

তখন মান্দ্রাজে ৮০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। মান্দ্রাজের কোষাগারও তখন এক প্রকার শূন্য। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁহাদের যুক্তি না শুনিয়া অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্ মুল্‌ককে (মীর আলমকে) টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান্ ইজিপ্টে উপস্থিত। কখন ভারতে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করা চাই স্থির করিয়া বড়লাট আপন ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্‌লি (ভাবী ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্‌কে) ৩৩ সংখ্যক পদাতিকদল ও ৩০০০ সিপাহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই কর্ণেল ডোভটন বড়লাটের পত্র লইয়া টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংস্রব না রাখেন, সেই কথা জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল।

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের বরাবরই মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্মেণ্টকে সৈন্য পাঠাইতে এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই পদার্পণ করিবেন, এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। কৌশলক্রমে সেই পত্র তাঁহার শত্রুগণের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা তুরুষ্কের সুলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়া টিপুকে সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০০০ ইংরাজ-সেনা ও ১০,০০০ নিজামসৈন্য বেল্লূর হইতে যাত্রা করিল। এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও হার্ট্‌লির অধীনে ৬০০০ সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ জেনারল হারিস্ বঙ্গলূরে আসিয়া পৌছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, কোড়গরাজ্যের সীমায় সদাশীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে টিপুর ২০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়।

এখন সুলতান আপনার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার নিদারুণবাণী যেন জলন্ত অক্ষরে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মতও হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন ইংরাজসেনাপতি হারিস্ সুশীলা নামক কাবেরী নদীর একটা অজানিত চড়া পার হই-

য়াছেন, শীঘ্রই শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন। তখন সন্ধির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্ সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্ দুই কোটী টাকা ও অর্দ্ধেক রাজ্য চাহিয়া বসিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, "এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা বীরের ন্যায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের পুত্র, বীরের ন্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানেন।" সেই দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন, "আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব। যিনি এই মহাকার্য্যে ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন।"

সুলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২রা মে দুর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ৩রা, চারি হাজার সৈন্য গড়খাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্গভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুসুলতান নিজে রণসাজে সাজিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপুর প্রতি বিধাতা বাম, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ দুর্গবাসী সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণ দেখিল, বীর টিপুসুলতান আপন সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময় টিপু দুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বিনাশ করেন।

যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ দুর্ভেদ্য শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাসমারোহে মুসলমানপ্রথা অনুসারে টিপুসুলতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইল। বীরনাদে ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান টিপুর সম্মান ও শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে মহিসুর হইতে ক্ষণস্থায়ী মুসলমান রাজত্বেরও শেষ হইল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বড়লাট মর্ণিংটন্ ওয়েলেস্লি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ জয় করিয়া ইংরাজেরা নগদ দুই কোটী টাকা, ৯২৯টী কামান, ৪২৪০০০ পিতল ও লৌহনির্ম্মিত গুলি গোলা এবং ৬৫০০ মণ বারুদ পাইয়াছিলেন।

লালবাঘ উদ্যানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণও ছিল। তিনি নিত্য নূতন ভালবাসিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃতগ্রন্থ, কোরাণের অনুবাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে।

টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, পারস্যভাষায় দুইখানি গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন; তাহার একখানির নাম 'ফরমাণ-বনাম আলীরাজা' এবং অপর খানির নাম 'ফত-উল্ মজাহিদীন।' এছাড়া আপনার জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেলূরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই কলিকাতায় আনীত হইলেন। এখন টিপুর পৌত্র ও পৌত্রীগণ সকলেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন।

টিম্মক (আরবী) ১ মস্তিষ্ক। ২ গর্ব্ব।

টিম্মকী (আরবী) গর্ব্বিত।

টিম্‌টিম্ (দেশজ) ১ অল্প অল্প জলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা।

টিম্‌টিমা (দেশজ) মিটি মিটি জলা।

টিয়া (দেশজ) তোতাপাখী।

টিলিয়া (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

টিল্‌কা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

টী (স্ত্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়।

টীকা (স্ত্রী) টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়া টীক-ঘঞর্থে ক-টাপ্‌চ। ১ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাহা দ্বারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্যন্তব্যাখ্যা, বিবৃতি, ব্যাখ্যান।

"নত্বা ভগবতীং দুর্গাং টীকাং দুর্গার্থবুদ্ধয়ে॥" (দায়ভাগ)

টীকা (দেশজ) বসন্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য সুস্থ শরীরে অস্ত্রদ্বারা বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে টীকা দেওয়া কহে। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। মনুষ্য ও গোরুর বসন্তের ক্ষত হইতে পুঁজ বা রস লইয়াই টীকা দেওয়া হইত। ঐ পুঁজ বা রসকে বীজ

কহে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্য্যঋষিরাও তাহা অবগত ছিলেন। মনুষ্যের বীজদ্বারা টীকা দিলে বসন্ত ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারাই অনেকের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টীকায় সে ভয় নাই, ইহাতে সর্ব্বশরীরে গোবসন্তের রস মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু উহার প্রকোপ মনুষ্য-বসন্তের ন্যায় ভীষণ নহে। এমন কি ইহার বসন্ত-প্রতিরোধকতা শক্তি মনুষ্যবীজ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বসন্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন স্থানে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া দিলেই টীকা দেওয়া হইল। সচরাচর বাহু ও হস্তেই টীকা দেওয়া হয়। চর্ম্মচ্ছেদ করিবার জন্য সূচী বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ৩।৪ বা ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে ঐ ফোস্কা ভাঙ্গিয়া উহাতে বীজ লাগাইয়া দেয়। ফলে ইহাদ্বারা টীকা দেওয়ার ফল মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীকা এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীকা কহে। বাঙ্গালা-টীকা রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই ফুলিয়া পাকিয়া উঠে এবং জ্বর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসন্ত বাহির হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা-টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা না শুকায়, ততদিন আপন পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, বস্ত্রাদি কাচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসন্ত হইলে যেরূপ পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মসূরিকা দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটীকা কৃত্রিমবসন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোবীজের টীকা লইলে ঐ সকল কঠোর নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

ইংরাজী টীকায় গোবসন্ত নামক স্বতন্ত্রব্যাধি শরীরে সংক্রামিত হয়। মসূরিকার সহিত তুলনায় ইহার মারাত্মক শক্তি অতি সামান্য ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট মনুষ্য-বসন্তের বীজদ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীকা দিবার কেন্দ্রস্থান স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোককে শিক্ষিত করিয়া গ্রামে গ্রামে টীকা দিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হয় না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ সুস্থকায় গাভী বা বৎসের বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টীকা দেওয়া হয়। অন্যান্য স্থানে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, টীকা দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসন্তরোগে মৃতের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতেছে।

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (Vaccination) কহে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (Jennar) নামে একজন চিকিৎসক এই মহোপকারী বিষয় য়ুরোপে প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষালব্ধ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন।

১ গো-বসন্তরোগ মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত করিলে তাহার মসূরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত ব্যতীত অন্যকারণে উৎপন্ন বসন্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ফুস্কুড়ি হইতে টীকা দিলে তাহাতে বসন্ত ভয় বিদূরিত হয় না। ৩ সুবিধামত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈদ্যদ্বারা গোবীজের টীকা দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টীকা দিলে তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং ঐ তৃতীয় হইতে আবার অন্য লোককে, এইরূপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে গো-বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার ন্যায় ফল প্রাপ্ত হয়।

টীকা দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে। নিকটে বসন্তের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে শিশুদিগকে দুর্ব্বল অবস্থায় টীকা দেওয়া ব্যবস্থা নয়। পেটের পীড়া কিংবা চর্ম্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কুচ্কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীকা দেওয়া উচিত নয়। সচরাচর দেখা যায় এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই অধিকমাত্রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। ডাঃ সিটন (Dr. Seaton) বলেন, বড় বড় নগরে স্থূলকায় সবল শিশুকে ১ মাস ১½ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুকে ২।৩ মাসে এবং নিতান্ত টীকা দিবার অনুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উত্থিত টীকা হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। আসল বীজ একটু ঘন। অপক্ক টীকার পাতলা বীজদ্বারা টীকা দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালকবালিকা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ

শ্যামলবর্ণ, ঘন, চিক্কণ ও পরিষ্কার ত্বক্‌বিশিষ্ট শিশুদেহেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টীকা দেওয়াই প্রশস্ত। টীকা-দেওয়া শিশু না পাওয়া গেলে অগত্যা রক্ষিত বীজ দ্বারা টীকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য ভাল বীজ না মিলিলে টীকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটী পরিপক্ক টীকার উপর অল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার নিমিত্ত গজদন্তনির্ম্মিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিরূপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। বাহুর উপরিভাগই টীকা দিবার প্রশস্ত স্থান। এই স্থানের চর্ম্ম টান করিয়া ধরিয়া একটী পরিষ্কার সুতীক্ষ্ণ বীজরক্ষিত ছুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়া দিবে। ইহার পর চর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে থাকিয়া যায়। ফলে চর্ম্মের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোষিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। একস্থানে টীকা দিলে যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাহুতে ½ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শলাকায় শুষ্কবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উষ্ণজলে বা বাষ্পে দ্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ ঢেরাকাটা করিয়া ত্বক্ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ প্রায় দুয়ানি সমান স্থানে কতকগুলি চোট দিয়া উহাতে বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি বিঁধ দিয়া পরে ঐ সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেয়। এই শেষোক্ত প্রকারে টীকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাল টীকা দেওয়া হইলে ঐ স্থান ২।৩ দিনে ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫।৬ দিনে মধ্যভাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া উঠে। ইহাতে পুঁজ জন্মে। অষ্টম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও দশম দিবসে ইহার চারিদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, একাদশ দিবসে ফুস্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অবনতি দূর হয়। চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রণ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে শুকাইয়া খুস্কি উঠিয়া যায়। পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত প্রায় ফুস্কুড়ি থাকে না। খোলা উঠিয়া ঐ স্থান গোল, আজীবন লোমশূন্য, চিক্কণ, ঈষৎ নিম্ন এবং বিন্দুময় বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত হইয়া থাকে।

টীকা উঠিলে প্রায়ই চর্ম্মে রুক্ষতা, পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, বগলের শিরা ফুলা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাঁক যায় না। টীকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় টীকা অযথা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে টীকা রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত রূপে শুকায় তাহাই বসন্তনিবারক, ইহার অন্যথা হইলে সে টীকায় ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টীকা ঠিক নিয়ম মত উঠে না। ইহা নানা কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টীকাদারগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপযোগিতা, তৃতীয়তঃ যত্ন ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক সময় টীকা নিস্ফল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে না; চতুর্থতঃ টীকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে টীকা না দিয়া বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার।

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণরূপে টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩০ গুণ বসন্তনিবারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টীকাও একবারে টীকা না দেওয়া অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসন্তনিবারক। আরও দেখা গিয়াছে যে, টীকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহা হইলে উহা তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকেও তত বিকৃত করিয়া ফেলে না।

একবার টীকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক যখন দেখা যাইতেছে যে একবার বসন্তপ্রপীড়িত ব্যক্তি পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া উচিত। টীকা দস্তরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টীকা লইলে অনেকটা নিরাপদ্ থাকে। কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা তদপেক্ষাও শীঘ্র শীঘ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন।

টীকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। যে শিশুর টীকা হইতে বীজ লওয়া হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের সংস্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহস্র বালকমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য ঐ শিশুর পিতা মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আবার অনেক ডাক্তারের মত এই যে, টীকা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হয় না।

মনুষ্য ও গোরুর বসন্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ জেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক

একই ব্যাধি। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, গোরুকে মনুষ্য-বীজের টীকা দেওয়ায় তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে তাহার বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেওয়ায় প্রকৃত গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসন্ত একই রোগ বলিয়া অনুমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। অশ্ববীজ দ্বারা টীকা দিয়াও গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থায় যাহারা প্রতিপালন করে বা উহাদের দুগ্ধাদি পান করে, তাহারা প্রায়ই বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা গোবীজ ও মনুষ্যবীজ সুবিধা মত যে কোন বীজ লইয়া টীকা দিতেন। এ সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"ধেনুস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ।

ধেনুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাহুমূলে যে মসূরিকা হয়, তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে প্রবেশ করাইবে। শস্ত্রদ্বারা বাহুমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্ফোটকজ্বর উৎপাদন করে।

টীকাকার (পুং) টীকাং করোতি কৃ-অণ্। টীকা প্রস্তুতকর্ত্তা, যিনি টীকা করেন।

টীপ (দেশজ) কপালে চিহ্ন বা ফোঁটা।

টুঁকি (দেশজ) আঘাত করা।

টুটী (দেশজ) গলদেশ, গ্রীবা।

টুক্ (দেশজ) অল্পাঘাত।

টুক্‌নী (দেশজ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

টুক্‌রা (দেশজ) খণ্ড, বস্তুর কর্ত্তিত অংশ।

টুক্‌রাটুক্‌রা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

টুক্‌রী (দেশজ) বংশাদি রচিতপাত্র, ঝুড়ী।

টুকি (দেশজ) আঘাত।

টুক্‌টুক্ (দেশজ) ১ অল্প শব্দ। ২ রক্তবর্ণ।

টুক্‌টুকিয়া (দেশজ) ১ উজ্জ্বল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ।

টুট (দেশজ) ১ ভঙ্গ। ২ কম, হ্রাস।

"শক্রর সন্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১০১)

টুটন (দেশজ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা।

টুটান (দেশজ) অল্পকরণ, কমান।

"তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে॥" (কবিকঙ্কণ)

টুটী (দেশজ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা।

"কিন্তু মায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে।" (মাইকেল)

টুণ্টুক (পুং) টুণ্টু ইত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক। ১ পক্ষী-বিশেষ, চলিত কথায় টুণ্টুনি পাখী। (শব্দচ°) ২ শ্যোনাক-বৃক্ষ, সোনালু। ৩ কৃষ্ণখদির বৃক্ষ। ৪ (ত্রি) অল্প। (মেদিনী) ৫ ক্রূর। (বিশ্ব) (স্ত্রী) ৬ টঙ্কিনীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুন্‌টুন্ (দেশজ) ঐরূপ শব্দভেদ।

টুন্‌টুনি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [টুণ্টুক দেখ।]

টুন্‌টুনী, ১ একতন্ত্র বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ২ কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকোষ)

টুনাকা (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুপী (দেশজ) তাজ, মস্তকাবরণবস্ত্র।

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল।

টুমটাম্ (দেশজ) অল্প।

টেংরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [টেঙ্গরা দেখ।]

টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেথান বাঁকিয়া গিয়াছে।

টেঁকন (দেশজ) আঁটা।

টেঁকশাল, [টাঁকশাল দেখ।]

টেঁকা (দেশজ) ১ সেলাই করা। ২ মনে মনে স্থির করা।

টেঁকেটেঁকে (দেশজ) স্থির করিয়া।

টেঁটা (দেশজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

টেঁপা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

টেঁপাগোজা (দেশজ) টিপিয়া গুজিয়া রাখা।

টেঁপাটোঁপা (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেঁপাল, টোঁপাল (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেকুয়া (দেশজ) ১ যাহার টাক আছে। টাকু।

টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যাঙ্গ, পা।

টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Macrones vittatus) ইহা-দের গ্রীবা সর্ব্বদেহের মধ্যে স্থূলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে সূক্ষ্ম। মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মৎস্যের ন্যায় শল্কহীন এবং মুখে দীর্ঘ গুম্ফ থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে। বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই দুইপার্শ্বে ও পৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটী করিয়া তিনটী কাঁটা আছে, এই কাঁটা তিনটী ইহাদের অস্ত্রস্বরূপ। যদি ইহারা কোনরূপে ঐ কাঁটা দ্বারা বিঁধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই মৎস্যের আর একটী বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একপ্রকার

গন্ গন্ শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রভেদ আছে। কোন্ কোন জাতি ৪।৫ ইঞ্চ, আবার কোন কোন জাতি ৮।১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মান্দ্রাজের একপ্রকার টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪।৫টা রূপার ন্যায় ডোরাযুক্ত হয়। বাঙ্গালার অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার ন্যায় উজ্জ্বল। এই মাছ সুখাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে বৃহত্তর জাতীয় টেঙ্গরাকে আড় মাছ বলে।

টেঙ্গ্রী (দেশজ) চেঁচাড়ির চুবড়ী।

টেড়া (দেশজ) অসমান।

টেড়াদৃষ্টি (দেশজ) টেরা।

টেনা (দেশজ) কৌপীন।

টেপ (ইংরাজী) মাপিবার যন্ত্র।

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া ধরা।

টের (দেশজ) জানা।

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরাং সাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। পর্য্যায়—বলির, কেকর, কেদর। (শব্দর°)

টেরচা (দেশজ) অসমান, ঈষৎ হেলান।

টেরা (দেশজ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে।

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অসমান দেখা।

টেরীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠী।

টেরে (দেশজ) কোণে।

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (Tele ও Grapho) দুইটী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন ; ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে যে কোন যন্ত্রাদি দ্বারা বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই অগ্নিদ্বারা সঙ্কেতাদি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লণ্ঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি দৃশ্যমান্ চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্বনি, ঘড়ি ও ঢকাবাদ্য দূরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইত, উহার অর্থ তাহার পূর্ব্ব হইতেই উভয়পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। সুতরাং এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারাই সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ; ইহা দ্বারা যে কোন সংবাদ অতিশীঘ্র বহুদূর প্রদেশেও সুস্পষ্টরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ত্তাবহ শব্দ দেখ।]

যদিও তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দূরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন। খৃষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শত্রুর আগমন-জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এস্কিলস্ বর্ণিত আগামেম্নননের বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমালা দ্বারা বহুদূরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। স্কট্লণ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা ইংরাজ-দিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটী দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আগমন এবং চারিটী পাশাপাশি অগ্নি দ্বারা শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত বটে, তথাপি ধূম দ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারা যাইত। প্রজ্বলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়া আবার বাহির করিয়াও সঙ্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে মশালাদি দ্বারা অক্ষর-নির্দ্দেশ করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাক্তার রবার্ট হুক (Dr. Robert Hooke) উচ্চ স্তম্ভাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়া দূর হইতে সংবাদ-প্রদানের একটী উপায় উদ্ভাবন করেন। রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্ত্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার উপায় করেন। ফলতঃ ঐ সকল অক্ষর সাধারণে বুঝিত না। ইহার প্রায় ২০ বর্ষ পরে আমণ্টন (M. Amonton) ফ্রান্সে হুকের অনুরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ দুইটীর কোনটীই অধিক কার্য্যকারী হয় নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে চাপি (M. Chappe) যে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটী বৃহৎ Tএর ন্যায়। তজ্জন্য ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির দুই প্রান্তে আবার দুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল খণ্ডই রজ্জু দ্বারা টানিয়া নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত করা হইত। ঐ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অঙ্ক কিংবা এক একটী শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্দ কিংবা বাক্য সকল পুস্তকে লেখা থাকিত, সঙ্কেতানুযায়ী সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। ফরাসীবিপ্লবের সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন ষ্টেশনে

একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ ঐ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা হইতে আবার অন্যস্থানে এইরূপে শীঘ্র অতিদূর স্থানে গিয়া পৌঁছিত।

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব (Edgeworth) ইংলণ্ডে একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্ অর্থ পুস্তকে লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খুঁজিয়া লইতে হইত।

গ্যাম্বল সাহেবের টেলিগ্রাফে একটী বৃহৎ কাষ্ঠের চৌকাঠে ছয়টী প্রকোষ্ঠে ছয়টী কপাট সংযুক্ত থাকিত। ঐ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাইত। সুতরাং ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোলা অবস্থায় নানা সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরাদি সূচিত হইত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লণ্ডন হইতে ডোবর পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা ৭ মিনিটে ডোবর হইতে লণ্ডনে সংবাদ প্রেরিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর অনেকে নানারূপ পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ সাধন করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই সময়ে একটা খুঁটিতে দুই বা তিনটী বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ করিত।

পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলণ্ড ও য়ুরোপে প্রচলিত হয়। এইরূপ সঙ্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্যকতা অতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার জন্য প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের ন্যায় উহাতেও সংখ্যাদি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় নৌ-সেনা বিভাগ হইতে এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ বাক্য সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি কোন সংবাদ ঐ ৪০০ সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন ঐ টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য্য হইত না। ইহা দেখিয়া সর্ হোম্ পোপ্‌হাম (Sir Home Popham) পতাকা দ্বারা অক্ষর স্থির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি নূতন সঙ্কেতের বিবরণ দিয়া কলিকাতায় একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে ঐ পুস্তক লণ্ডনে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছাপা হয়।

যাহা হউক এইরূপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও সুবিধাজনক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বায়ুরাশি কুজ্ঝটিকাময় থাকিলে দূরস্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। বহুদূরে শব্দাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জুদ্বারা দূরস্থিত স্থানের ঘণ্টা বাজাইয়া এবং জল বা বায়ুপূর্ণ নলসংযোগ রাখিয়া সঙ্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তাড়িতের আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহা অতিশীঘ্র স্থানান্তরে পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্ত্তন হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্ব্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ চলিতেছে। [তাড়িতবার্ত্তাবহ দেখ।]

টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি=দূর ও ফনো= শ্রবণ করা এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ-যন্ত্র অর্থাৎ যদ্দ্বারা বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করা যায়।

দুইটী বাঁশ, কাগজ কিংবা টিনের চোঙ্গা একদিক্ কাগজ চর্ম্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক-গাছি দীর্ঘসূত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ দুইটী চোঙ্গার একটীতে কথা কহিলে অপর চোঙ্গায় ঐ শব্দ অবিকল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহা শুনিতে হয়। ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অল্প-দূরে কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দূর হইলে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্দ নাকিসুরে হইয়া থাকে। নিম্নে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেরূপে বহুদূর হইতেও শব্দাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

একটী চুম্বকদণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক সূত্র-মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারের দুইটী মুখ একদিকে দুইটী বন্ধনী স্ক্রুর সহিত সংযুক্ত থাকে। পরে ঐ তারজড়ান চুম্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে একটী অতি পাতলা লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বদ্ধ থাকে। লোহার পাতা কাষ্ঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আঁটা এবং উহার মধ্যস্থলে চুম্বকের অপরদিকে খোলা থাকে। এই প্রান্তের কাষ্ঠের খোলের আকার চুঙ্গীর ন্যায় হয়।

টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন করিতে হইলে দুইটী এই-রূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিবার ও অপরটী শুনিবার জন্য। প্রথমতঃ ঐ দুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটীর চুম্বকের উপর জড়ান তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী দ্বারা একখণ্ড দীর্ঘ তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটীর একটী স্ক্রুর সহিত বদ্ধ করিতে হয়। অপর দুইটী স্ক্রু হয় অন্য তারদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিতে হয়, কিংবা প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তার দিয়া

পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর প্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে পাইবে। ইহাতে কণ্ঠস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষৎ নাকিস্থরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্ব্বপরিচিত স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায়। সাগর-মধ্যস্থ তারদ্বারা প্রায় ৬০।৭০ মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ তারদ্বারা প্রায় ২০০ মাইল পরস্পর দূরস্থিত দুইস্থানে এই উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই আবিক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক।

কিরূপে দূরবর্ত্তী নলে প্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শব্দ বায়ুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্দ দেখ।] মুখ-নির্গত শব্দতরঙ্গ চুঙ্গীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে ইহার ঘাত প্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম লোহার পাতাও স্পন্দিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য, ঐ স্পন্দন এত দ্রুত ও অল্পদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এইরূপ স্পন্দন জন্য নিকটস্থ চুম্বকদণ্ডের শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুর্দ্দিকস্থ তারকুণ্ডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে তাড়িত স্রোত উৎপন্ন করে। [চুম্বক দেখ।] এই তাড়িত-প্রবাহ তারদ্বারা দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয় এবং তথায় চুম্বকদণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ কুণ্ডলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবার চুম্বকের শক্তি হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার সূক্ষ্ম পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হই-লেও প্রথম নলস্থ পাতার স্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া তথায় ক্ষীণতর, কিন্তু অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুম্বকের পরিবর্ত্তে লৌহদণ্ড স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়া উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে।

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিবার জন্য টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্ত্তাবহের তারস্থ প্রবাহ অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণ-যোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তারের নিকটে টেলি-ফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হইয়া টক্ টক্ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণরাজ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ করা যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা কহিতে হইলে একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্য্যন্ত তার রাখিতে হয় না। সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন দুই বাড়ীর টেলিফোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে।

টোঁকা (দেশজ) ১ কাটা। ২ সূচীদ্বারা সেলাই করা। ৩ প্রতি কথার উত্তর। ৪ অল্পসঙ্কেত। ৫ পত্র বা বংশরচিত ছত্রবিশেষ।

"বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোঁকাছাতা।
জীবিকার হেতু একচিতে॥" (কবিকঙ্কণ)

টোকর (দেশজ) ঠোক্কর, আঘাত।

টোকা (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্ম্মিত ছত্র বা মস্তকাবরণ। ২ পোকাখেকো। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। ৪ প্রত্যুত্তর।

টোকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাভেদ। (Pistia stratiotes)

টোঘানআলু (দেশজ) এক জাতীয় আলু।

টোঙ্গর (দেশজ) ম্লেচ্ছের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষসূচক শব্দ।

টোটা (দেশজ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুক্‌রা। ৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই মোড়কের মুখ দন্তে ছিঁড়িয়া বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

টোটো (দেশজ) বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান।

টোডরমল, সম্রাট্ অক্‌বরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব ও অন্যতম সেনাপতি। অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম হয়। মাসির-উল্-উমরা অনুসারে ইহার জন্মস্থান লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস। টোডরমলের অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাতা অতিকষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। টোডরমল অতি অল্পবয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মাতার মনোদুঃখ নিবা-রণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের অধীনে একটী কার্য্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ ইহার গুণ-গ্রামে অতীব প্রীত হইয়া ইহাকে লিপিকরকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্রই উচ্চ হইতে উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৯৭২ হিজরায় যখন সম্রাট্ খানজমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টোডরমল সম্রাটের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। সম্রাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্তস্থানের ভূমিপরিমাণ নির্দ্ধারণ ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার জন্য টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মুনিমখাঁর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে দাউদখাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্যই মুনিমখাঁ ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে টোডরমল অসম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং মুনিমখাঁর অশ্ব অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খাঁনজহানের সহকারীরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাউদকে পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ, মোগলমারির যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ সম্রাট্ অকবরের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া হরিপুর নামক স্থানে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল বৰ্দ্ধমান হইতে ছিত্তুআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমখাঁ এইস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাট্‌সৈন্য যাহাতে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্‌খাঁ লঙ্গা নামক জনৈক মুসলমান সম্রাট্‌সৈন্যদিগকে একটী সহজ পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমখাঁ গন্তব্যস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের নিকট সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনিমখাঁকে তাঁহার সহিত শীঘ্রই সম্মিলিত হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুনিম্ উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্য একত্র হইয়া কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত একটী সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন। যখন তিনি আহ্মদাবাদ নামক স্থানে উজীরখাঁর সহিত সম্রাটের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন মুজাফ্ফর হুসেনের প্ররোচনায় মীরআলি গুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। উজীরখাঁ টোডরমলকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য না করিয়া আহ্মদাবাদের ১২ ক্রোশ দূরে ধোলকোয়া নামক স্থানে যাইয়া বিদ্রোহীর পরামর্শদাতা ও প্রধান সহায় মুজাফ্ফরকে পরাভূত করিলেন।

এই বৎসর সম্রাট্ টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজা টোডরমল নামে সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

মুজাফ্ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহীগণ বঙ্গ ও বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট্ রাজা টোডরমল ও শাদিকখাঁকে ফতেপুরশিকৃরি হইতে বেহারে গমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুহিবআলি ও মহম্মদ মসুমখাঁ সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ৩০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া টোডরমলের সহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মসুমখাঁকে কোনরূপে স্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সম্রাটের গোচর করিলেন।

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল স্বীয় শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্গ অবরোধকালে হুমায়ুন ফরমিলি ও তরখানদিবানা নামক দুইজন সেনাপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশীদিন অবরোধ হওয়ায় দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইতে লাগিল। টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মসুম-ই-কাবুলী, দক্ষিণ বেহার এবং আরববাহাদুর পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিকখাঁ মসুমের অনুসরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মসুম একটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার-দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

৯৯০ হিজরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান) পদে উন্নীত হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়মের উদ্ভাবন করেন। এই রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই রাজা টোডরমল এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এ সময় টোডরমল মুদ্রা সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই চারি প্রকার মোহরের মূল্যও চারি প্রকার ছিল; যথা—৪০০, ৩৬০, ৩৫৫ ও ৩৫০ দাম। এই সময় তিন প্রকার তঙ্কা প্রবর্ত্তিত হয়; মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩৯ ও ৩৮ দাম। পূর্ব্বে হিন্দুমহুরিগণ রাজকীয় হিসাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখিতেন। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত রাজকার্য্যই পারস্তভাষায় লিখিতে হইবে। তখন হইতেই বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্তভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্য উর্দ্দু ভাষার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

জনৈক ক্ষত্রিয় বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় ঘৃণা করিত; এমন কি তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌভাগ্য ক্রমে সে আঘাতে রাজা টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হইল।

যুসুফজাইগণকে দমন করিবার জন্য রাজা বীরবল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুসুফজাইদিগকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্য টোডরমল প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে অকবর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোররক্ষার ভার রাজা টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যান।

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবার জন্য সম্রাট্ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্ত্তনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। সম্রাট্ অকবরের শুভানুধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন প্রধান। ইহার কার্য্যদক্ষতাগুণে অকবরের রাজত্বে অনেক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাটের প্রধান সভাসদ্দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের ন্যায় রাজা টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজগুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব নিয়ম-স্থাপন সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের ন্যায় তাঁহার সাহসও অসীম ছিল।

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ উত্তর করিতেন, 'টোডরমলের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি দূরীভূত করিতে পারেন না।' শেষে আবুলফজলও রাজা টোডরমলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।

রাজা টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতেন এবং পূজাদি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্ত্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট্ অতিকষ্টে তাঁহার মানসিক দুঃখের লাঘব করেন।

পূর্ব্বে হিন্দুগণ কোন কর না দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তও কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অকবর রাজা টোডরমলের পরামর্শানুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

কর আদায়ের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা টোডরমলের সাহায্যে অকবর কৃষি-বিষয়ে নূতন নিয়ম করেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে অকবরের রাজস্ব নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম প্রতিবৎসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উক্তরূপে কর আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইত; এইজন্য অবশেষে দশ বৎসরের জন্য প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। রাজা টোডরমল উদ্যোগী হইয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই রাজা টোডরমলের নাম পরিচিত। রাজস্বের বন্দোবস্তের

জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ইহাকে পঞ্জাবী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অযোধ্যায় তাঁহার পূর্ব্ববাস ছিল।

তিনি পারস্য ভাষায় ভাগবতপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। নীতিসম্বন্ধেও তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে।

রাজা টোডরমলের নাম কেহ কেহ 'তোদরমল' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু টোডরানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল্ল' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত—ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রখণ্ড আবার আচার, কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত।

টোডরমল, সম্রাট্‌শাহজাহানের জনৈক সভাসদ্‌। তৎকালে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টোড়ী, রাগিণীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।]

টোণ (তূণশব্দের অপভ্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ একপ্রকার দড়ি।

টোণা (দেশজ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ।

টোপ (দেশজ) ১ মৎস্যের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে উঠা টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ড।

টোপতোলা (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির উপর অলঙ্কার করা।

টোপবৎ (দেশজ) মুব্জ। (Convex)

টোপর (দেশজ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বঙ্গদেশে বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথমে সোলায় চুম্‌কী, জরী, অভ্র প্রভৃতি দিয়া সুদৃশ্য করিয়া প্রস্তুত হয়।

টোপা (দেশজ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষুদ্র পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টোপান (দেশজ) চোয়ান, অথবা বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ।

টোপাবড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার বড়ি।

টোপি (হিন্দী) টুপী।

টোল, ১ চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার স্থান। জীবনের উন্নতি করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক; যে সমাজের লোক যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগতের ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্দ্ধারিত আছে; আমাদের দেশেও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত দিন হইতে এই টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অংশমাত্র। যে দিন হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা চিরদিনের মত একেবারে অস্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোল-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বশতঃই আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির অভাব ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে ত্রৈবর্ণিক-বালকগণ কি প্রকারে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন, এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে যখন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চাতুর্বর্ণিক বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাউক।

ত্রৈবর্ণিক-বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ উপনীত হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে সেই বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় গঠিত হইত? তাহার বিষয় মনু বলিয়াছেন—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥" (মনু ২।৬৯)

গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

বালকের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল, শৈশবকাল হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে সেইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্য্যপ্রণালী জীবনের ভাবি-শুভাশুভ প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই বালকের শিক্ষাকার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নহে। যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে মনুষ্য দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করাইতে না পারিলে আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফূরণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা আবশ্যক। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শৌচও দ্বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। মৃদাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ, মানসিক মলশুদ্ধি আন্তর-

শৌচ; এই উভয়বিধ শৌচ সম্পন্ন হইলে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই শৌচশিক্ষা দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি দুর্দ্দিন! শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। শৌচশিক্ষা হইলে আর্য্যঋষিগণ আচার শিক্ষা দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্ কোন্ দ্রব্যের সেবা ও কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা।

ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন করিবেন।

বিধি। [illegible] কুশ, সমিধ্ আদি আহরণ, সদ্ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী বৃত্তি অনুসারে ভিক্ষান্নসংগ্রহ, স্নান, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্হোম, বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্ব্বপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতাসাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান।

নিষেধ। মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণীহিংসা, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার, বিষয়াভিলাস, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যাকথন, মন্দঅভিপ্রায়, স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন। এই সকল বিধি ও নিষেধাত্মক ব্রতনিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষালাভ করিবে। বালকের চিত্তক্ষেত্রকে বিদ্যাবীজ বপনের উপযোগী করাই এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যিনি যত শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা অনুসারে তাহাদেরও এক একটী উপাধি হইত, ঐ উপাধি হইতেই তিনি কত শিষ্যকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা যাইত। এই জন্য কণ্বাদিঋষি কুলপতি শব্দে অভিহিত হইতেন।

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু)

যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নাদি দ্বারা পালন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। তখন প্রত্যেক ঋষি সাধ্যানুসারে শিষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-প্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিল, প্রকৃত শিক্ষা সেই দিন হইতেই বিদূরিত হইল। এখন উপনয়নের পর ত্রৈবর্ণিক বালকগণ গুরুগৃহে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রতিনিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রহিল না, অবনতিরও সূত্রপাত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই অদ্যাবধি প্রায় এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে টোলপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যানুসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আচারাদি কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু আজকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এইরূপ প্রথা লোপপ্রায়। পূর্ব্বে এমন গ্রাম ছিলনা, যেখানে ২।৪টী টোল না ছিল। এখন ১০।১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক আধখানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিকৃতভাবে পরিচালিত। বর্ত্তমান সময়ে টোলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য গবর্মেণ্ট হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মূলাযোড়, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী বিজাতীয় নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বিনা অর্থ সাহায্যে একজন বালক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরূপ সুন্দর নিয়ম অবসানপ্রায়। ধীরে ধীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেরূপ এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২ কুটীর। ৩ ধাতুর পাত্র বা অলঙ্কারাদিতে চোট লাগা।

টোলখাওয়া (দেশজ) টোল পড়া, যাহাতে টোল বা চোট লাগিয়াছে।

টোলমারা [টোলখাওয়া দেখ।]

টোলা (দেশজ) পল্লী, পাড়া। যথা, বেনেটোলা।

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ।

ট্যামট্যামী (দেশজ) ছোট তবলা বা বাদ্য।

ঠ

ঠ ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর। টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। অর্দ্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন ও জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ জানুতে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন প্রকার এইরূপ—একটী বেগুণের মত বর্ত্তুলাকার রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগে একটী মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকারো রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ।
তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে॥
মাত্রাহীনস্তূর্দ্ধশিখষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি।"

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ইহার ধ্যান—

"ধ্যানমস্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
পূর্ণচন্দ্রপ্রভাং দেবীং বিকসৎপঙ্কজেক্ষণাম্॥
সুন্দরীং ষোড়শভুজাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নয়নযুক্তা, সুন্দরী, ষোড়শহস্তা এবং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদায়িনী।

কামধেনুতন্ত্রে ইহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে—ইহা মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

ইহার ৩১টী বাচক শব্দ আছে, যথা—শূন্য, মঞ্জরী, বীজ, পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষয়া, বনজ, নন্দন, জিহ্বা, সুনন্দ, ঘূর্ণক, সুধা, বর্ত্তুল, কুন্তল, বহ্নি, অমৃত, চন্দ্রমণ্ডল, দক্ষজা, অনুরুভাব, দেবভক্ষ, বৃহদ্ধনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, সর্ব্বমিত্রক, বৃষঘ্ন, নলিনী, বিষ্ণু, মহেশ, গ্রামণী, শশী। (নানাতন্ত্র) কাব্যের প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"টঠৌ খেদদুঃখে।" (বৃত্ত° র° টী°)

পদ্যের আদিতে এই শব্দ বিন্যাস করিলে শোভা হয়।

"ঠঃ শোভাং ডো বিশোভাং।" (বৃত্ত° র° টী°)

ঠ (পুং) ঠ-পৃষো° সাধুঃ বা ঠয়তে ঠী বাহুলকাং-ড। ১ শিব। ২ মহাধ্বনি। ৩ চন্দ্রমণ্ডল। (একাক্ষরকো°) ৪ মণ্ডল। ৫ শূন্য। ৬ লোকগোচর। (মেদিনী) শূন্যশব্দে বিন্দুরূপ বর্ণবিশেষ।

"তদধস্তদ্বয়ং যোজয়িত্বা।" (কর্পূরস্তব)

ঠক (দেশজ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক।

"ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রামা শুনি,
ধান্য ঘরে করে নিরীক্ষণ॥" (কবিক°)

ঠকা (দেশজ) প্রতারিত।

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা।

ঠকান (দেশজ) ১ প্রতারণ। ২ অপ্রতিভকরণ।

ঠকামি (দেশজ) ১ পরগ্লানি, পরনিন্দা। ২ প্রতারণা।

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার।

"ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি।" (কামধেনুত°)

ঠক্কুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। ৩ দেবদ্বিজবৎ পূজনীয় ব্যক্তি।

"সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠক্কুরঃ॥" (অনন্তস°)

ঠক্‌ঠক্ (দেশজ) ১ ইত্যাকার শব্দ। ২ কঠিন, শক্ত।

ঠক্‌ঠকিয়া (দেশজ) সেয়ানা, চালাক।

ঠক্‌ঠকী (দেশজ) সঙ্কটাবস্থা।

ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত দস্যু সম্প্রদায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আসাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পথ সকল এই ভীষণ দস্যুসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। অক্‌বরের রাজত্ব-কালে প্রায় ৫০০ ঠগ এতাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে, সে জন্য পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতা কালী।

ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—ইহারা দিল্লীর নিকটস্থ প্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সপ্তজাতি হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে ইহারা মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেবীর উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে;—যে কোন সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে কালী অসুরকে খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অসুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার ভূতল-পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অসুর জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কালী ঐ সকল অসুরকেও কাটিয়া ফেলিলেন, আবার ঐ সকলের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি উহাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তখন তিনি দুই বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উত্তরীয়-নির্ম্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহারা ঐ ফাঁস সাহায্যে অসুরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অসুর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী ঐ বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ঐ ফাঁস অর্পণ করিলেন এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের বর প্রদান করেন। ঐ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি-পুরুষ। প্রবাদানুযায়ী ঠগগণ বংশানুক্রমে নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ন্যায় কৃষি প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্ব্বদাই চারিদিকে ইহাদের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তদ্দ্বারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়া অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্গত হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত সুযোগ মত তাহাদের সর্ব্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা এরূপ ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। পরে সুযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতর্কিতভাবে ঐ হতভাগ্য পথিকের গলায় ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত-পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহার মৃতদেহ গোপনে এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোঁজ লইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা যাহাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ লোক সহজেই ঠগের ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা প্রভুর অর্থাদিবাহক ভৃত্য প্রায়ই ঠগের কবলে পড়িত। কিন্তু ঠগেরা স্ত্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক, ধোপা, কলু, ঝাড়ুয়াল, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মজুর, ফকির ও শিখকে কখন বধ করিত না। ইহাদের একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপ-যোগিতানুসারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলাইয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া আসিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়া মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ গর্ত্ত খুঁড়িয়া শব পুঁতিত। দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইত।

ঠগেরা সাধারণ দস্যুর মত কেবল দস্যু-বৃত্তি দ্বারাই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ নহে। ইহারা রীতিমত সমাজসংগঠন করিয়া ভিন্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষানুক্রমিক নরহত্যা ও চৌর্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা ব্যবসায়ই তাহাদের কুলধর্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় বা অনুতাপ ছিলনা। সুতরাং এ নির্দ্দয় ভীষণ নরহত্যা ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্য আঘাতও লাগিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও ঐরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের উপাস্যদেবতা ভবানীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা। নিতান্ত দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিও নিজ পরিবার-বর্গের নিকট আপন দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখে, কাহাকেও তাহাদিগকে নিজের ন্যায় অসৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান হইত। তাহারা ঠগদিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া এবং অন্যান্য সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্ব্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে চূড়ান্ত সীমা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাঁসি হস্তে প্রদত্ত হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় একটা উৎসব হইত এবং দীক্ষাগুরু কালীর পূজাদি করিয়া তাহার কপালে দীক্ষা-ফোঁটা দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদী একরূপ গুড় খাইতে দিত। প্রবাদ—ঐ প্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, ইহা খাইলেই সে একজন পাকা ঠগ হইত।

ঠগেরা এতই চতুরতা ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহারা বিচারকদিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন করিত। মধ্যভারতের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে অধিকাংশ সর্দ্দার রাজকর্ম্মচারী, কেবল যে ইহাদের দৌরাত্ম্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা উহাদের চৌর্য্যলব্ধধনের অংশ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন। অনেকে আয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ইহাদিগকে নিজ শাসনের মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত্ত থাকিত যে, ইহারা ঐ প্রদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে না। সুতরাং অন্যস্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন করিলে কেহই অসন্তুষ্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এরূপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব। কেহ ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে উহা নিবারিত হয়।

যেরূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে প্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় ১০০০০ লোক প্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ণগোচর হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দোয়াবের নানাস্থানে কূপে ৩০টী শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কাপ্তেন শ্লীমানের চেষ্টায় গবর্মেণ্ট জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন স্থানই একবারে ঠগবর্জ্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। ঐ ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অপরাধীদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি দেশীয় রাজাদিগের শাসন মধ্যে, সর্ব্বত্র এই বীভৎস ঠগ-অত্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট যে ৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, সাগর ও জব্বলপুরে প্রায় ২০০০ ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪৬৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত; তন্মধ্যে ৩৮২ জনের বিচারে প্রাণদণ্ড, ৯০৯ জনের নির্ব্বাসন, ৭৭ জনের আজীবন কারাবাস, ৬৯২ জনের নির্দ্দিষ্টকাল কারাবাস, ২১ জনের মুক্তি, ১১ জন পলাতক, ৩১ জন বিচারককালেই গতাসু এবং অবশিষ্ট ২৫০ জন রাজার সাক্ষী বলিয়া গণ্য হয় *। ফাঁসিদার-ঠগের ফাঁসি-দণ্ডই হইত। উক্ত দণ্ডিত ঠগদিগের মধ্যে কেহ কেহ ২০০ শতাধিক নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

ঠগদিগকে ন্যায়োপার্জ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষাদিবার জন্য জব্বলপুরের মধ্য জেলখানায় এক কার্য্যালয় স্থাপিত হইল এবং তথায় ঠগশিশু ও যুবাগণ উর্ণা ও কার্পাসসূত্রের বস্ত্রবয়ন ও তাম্বু প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের আর কোথাও ঠগের নাম শুনা গেল না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন-কালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ন্যায় এই একটী ভীষণ ব্যাপারও দমিত হইল। ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন ঠগ অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার হইত। বলা বাহুল্য, উক্তবিভাগের কর্ম্মচারীগণের কার্য্যকুশলতা কঠোররূপে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও তৎপরতা জন্য শীঘ্রই বহু সংখ্যক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল, নানাস্থানে ভূরি ভূরি শবদেহ বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ বিভাগ অবিচলিত উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহায্যে কঠোর আইন দ্বারা শীঘ্রই ঠগ নিবারণ করিয়া, পথিকদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অবসর হইল।

ঠগাই (দেশজ) ঠকামি।

ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদস্যুর কার্য্য, ঠগবৃত্তি।

ঠট্‌য়া (দেশজ) কর্কশ, তীক্ষ্ণ, অপ্রীতিকর।

ঠট্‌ঠা (দেশজ) ঠাট্টা, তামাসা। ২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত নগর [টট্টা দেখ।]

ঠট্‌ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহাসকারী।

ঠট্‌ঠাবাজি (হিন্দী) তামাসা, পরিহাস।

ঠঠ (অব্য) অনুকরণ শব্দ। চলিত কথায় ঠন্ ঠন্ শব্দ।

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ্যুতো হৈমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ছঃ॥"
(মহানাটক)

ঠঠঠ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ, ঠন্ ঠন্ শব্দ।

ঠণ্ডা (হিন্দী) ঠাণ্ডা, শীতল।

* Asiatic Journal, 1836.

ঠণ্ডাই (হিন্দী) শীতলদ্রব্য, শান্তিকর দ্রব্য।

ঠণ্ডী (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কফ, সর্দ্দি।

ঠন্‌মনিয়া (দেশজ) চঞ্চল।

ঠন (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শব্দ।

ঠমক (দেশজ) হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা।

ঠসা (দেশজ উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা।

ঠাওর (দেশজ) স্থির করা, মনোযোগপূর্ব্বক দেখা।

ঠাওরান (দেশজ) মনঃসংযোগপূর্ব্বক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, বিবেচনা করা।

ঠাঁই (দেশজ) স্থান।

"ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলায়। (Dolichos pilosus)

ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ৩ ব্রাহ্মণ। ৪ পূজনীয় ব্যক্তি।

"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে।" (শ্রীধর্ম্মম° ১।১০৩)

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।" (শ্রীধর্ম্মম° ২।৯)

ঠাকুরকোটা (দেশজ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর।

ঠাকুরঘর (দেশজ) দেবতার গৃহ।

ঠাকুরঝী (দেশজ) ১ শ্বশুরকন্যা, শ্যালিকা। ২ গুরুকন্যা।

ঠাকুরণ (দেশজ) ১ শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ২ দেবী প্রতিমা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহ, পিতার পিতা।

ঠাকুরদাদী (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অধীন একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ; মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্যবর্ত্তী বহুস্থানে বিস্তর খেরা বা স্তূপ পড়িয়া আছে।

ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত পীরালী গোষ্ঠি। ইহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট পুরুষানুক্রমে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [পীরালী দেখ।]

ঠাকুরবাটী (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। ৮ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেও ঠাকুরবাটী কহিয়া থাকে।

ঠাকুরবাপ (দেশজ) পিতামহ।

ঠাকুরমা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরাণী (দেশজ) ১ দেবী, দেবপ্রতিমা। ২ গুরুপত্নী। ৩ শাশুড়ী। ৪ মান্যা স্ত্রী।

ঠাকুরাণী দিদী (দেশজ) পিতামহী।

ঠাকুরালি (দেশজ) ১ কর্ত্তৃত্ব। ২ সম্মান।

ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটী পরাক্রান্ত রাজবংশ।

লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা আবির্ভূত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। আপন শৌর্য্যবীর্য্যগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩০০০ কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ১০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) অংশুবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া তথায় নিজ সম্বৎ চালাইয়া আসেন। ফ্লিট, হোর্ন্‌লি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, অংশুবর্ম্মা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন *। কিন্তু উক্ত পার্ব্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

গোলমাঢ়িটোল-শিলালিপি অনুসারে অংশুবর্ম্মা ও লিচ্ছবিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দ্দিষ্ট সম্বতে খোদিত হয়। উক্ত য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক গুপ্ত-সংবৎ জ্ঞাপক এবং তৎপরে অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির লিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহা হর্ষসম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নেপালদর্শন করিতে ও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, মহাজ্ঞানী অংশুবর্ম্মা তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয়বংশাবলীতে লিখিত আছে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া সম্বৎ প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। ফ্লিট্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ পার্ব্বতীয়বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন উক্ত বংশাবলীমতে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার পূর্ব্বে সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, তখন হর্ষদেব কর্ত্তৃক নেপালের সম্বৎ প্রচার সম্ভবপর নয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 184, and Dr. Hoernle's Synchronistic Table in Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1889, pt. 1.

ফেব্রুয়ারি নেপালে গিয়াছিলেন *। নেপাল হইতে অংশুবর্ম্মার সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪৫ অঙ্ক আছে। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক হর্ষ-সম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার বূহ্‌লর ও ফ্লিট্ সাহেবের মতে ৬০৬-৭ † খৃষ্টাব্দে হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অংশুবর্ম্মা (৬০৬+৩৯) ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎ-অঙ্কিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা শক সম্বৎজ্ঞাপক এবং অংশুবর্ম্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তসম্বৎজ্ঞাপক ধরিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তসম্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [গুপ্ত-রাজবংশ শব্দ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে আপনার সম্বৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার পরাক্রম নেপালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪= ৪৫৩ খৃষ্টাব্দের অনতিপরে) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মার পর তদ্বংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, সাময়িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্ব্বতীয়বংশাবলীর মতে অংশুবর্ম্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপরে যথাক্রমে ভীমার্জ্জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, শঙ্করদেব, বর্দ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষ্মীকামদেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর নবাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাস্করদেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বলদেব, পদ্মদেব, নাগার্জ্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মার বংশীয় আর এক শাখাভুক্ত বামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর পুত্রাদি ক্রমে বামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, নন্দদেব, রুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্ল ও আনন্দমল্ল রাজা হন। আনন্দমল্লের সময় কর্ণাটকবংশীয় নান্যদেব নেপাল-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এইখানেই ঠাকুরীবংশের রাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করেন।

* Cunningham's Ancient Geography of India, p. 555.

† Bühler's Note on the Twenty-three inscriptions from Nepal, p. 45 ; and Fleet's Inscriptions of the Gupta king.

ঠাক্‌রুণ (দেশজ) ১ শাশুড়ী। ২ দেবীপ্রতিমা।

ঠাট (দেশজ) ১ প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করা, ছলনা করা। ২ ভাবভঙ্গী।
"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥" (বিদ্যাসুন্দর)
৩ ছাঁচ। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈন্যশ্রেণী।
"প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১৮১)

ঠাটর (দেশজ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা।

ঠাট্টা (দেশজ) পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস।

ঠাট্‌ঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গ ভঙ্গিমা। ২ জাঁকজমক।

ঠাঠর, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড বর্ণিত স্বর্গভূমির মধ্যভাগে কাশীর যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। মুসলমান রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংস্যকার বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোলাপসিংহ নামে একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাঁহার নির্ম্মিত। তাঁহার পর গৌতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের বাস। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩৭-২৪৬)

ঠাড় (দেশজ) খাড়া, সোজা।

ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে হিন্দু-যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩।২৪)

ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন এবং সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভাবেই নিদ্রা যান।

ঠাণ্ডা (দেশজ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ।

ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ যাহাতে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঠাণ্ডী (দেশজ) ১ কফ, সর্দী। ২ বাতরোগ।

ঠাপ (দেশজ) অঙ্গের ফাঁকা স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা আঘাত।

ঠাম (দেশজ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, সুদৃশ্য।
ঠায় (দেশজ) স্থিরভাবে।
ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, ঈঙ্গিত, ইসারা।
ঠারণ (দেশজ) সঙ্কেত করণ।
ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুদ্বারা ইসারা।
ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টি নিক্ষেপ। ২ চক্ষুদ্বারা সঙ্কেত।
ঠাস্ (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, ঘেঁসাঘেঁসি।
ঠাসন (দেশজ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘণ করণ।
ঠাসা (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা।
ঠাসাঠাসি (দেশজ) চাপাচাপি, ঘেঁসাঘেঁসি।
ঠাহর (দেশজ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা।
ঠাহরণ (দেশজ) ১ বিবেচনা করিয়া দেখা। ২ সঙ্কল্প করণ।
ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ।
ঠিক্ঠাক্ (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ।
ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্ম লগ্নাদি ঠিক করিয়া লিখিত থাকে।
ঠিকরণ (দেশজ) ১ সরিয়া পড়া। ২ বিচলিত হইয়া। ৩ স্থান ভ্রষ্ট হওয়া।
ঠিকরা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে পড়িয়া ফিরিয়া আসে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার কলাই। (Dolichos pilosus) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার পূর্ব্বে গর্ত্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়।
ঠিকরী (দেশজ) খোলা, খাবরা।
ঠিকা (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ম্ম। ২ অল্প সময়ের জন্য অধিকৃত। যথা—ঠিকাজমী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী।
ঠিকানা (দেশজ) অবধারিত স্থান, বসতির নিদর্শন।
ঠিকিরী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phaseolus radiatus)
ঠিন্মিনা (দেশজ) রোগে বা দুর্ব্বলতায় কম্পমান বা চঞ্চল।
ঠিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট।
ঠুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও লুম অথবা বারোঞা ও বেহাগ যোগে উৎপন্ন। (সংরত্না°) ২ তাল-বিশেষ। ইহা চারিমাত্রার তাল, দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল যথা—

	+	•	১	•
(১)	ধেধা,	কিটি,	নেধা,	কিটি : :
(২)	তাত্রাকি	ধুন্	ধা	থুন্না : :
(৩)	ধাক্,	ধিন্	ধেধা,	গেদিন্ : :
(৪)	ধাগে,	ধিন্ধিন্	ধাগে,	ধিন্ধিন্ : :

(সংরত্না°)

ঠুঁটা (দেশজ) ১ বিকলাঙ্গ। ২ যাহার হাত নাই।
ঠুকনি (দেশজ) ঘা, আঘাত।
ঠুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।
ঠুকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা।
ঠুক্ঠুকনি (দেশজ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত।
ঠুণ্ঠুন্ (দেশজ) ইত্যাকার শব্দ।
ঠুণ্ঠুননি (দেশজ) ছোট ঘণ্টার ঠুন্ঠুন্ শব্দ।
ঠুন্কা (দেশজ) ১ ভঙ্গপ্রবণ, যাহা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ।
ঠুলি (দেশজ) ১ গো অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চসমা।
ঠেঁটা (দেশজ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশভাষী, কেইরা, বেহায়া।
"বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটী যানা আন্ বাটে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।১৯৮)
ঠেঁটামি (দেশজ) অবাধ্যতা।
ঠেঁটী (দেশজ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক।
ঠেক (দেশজ) ১ তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, আটক। ৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ।
ঠেকনা (দেশজ) অবলম্বন দণ্ড, ঠেস।
ঠেকা (দেশজ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া।
"অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।২০৭)
ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যে বাধা দেওয়া।
ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ।
ঠেকানি (দেশজ) বাধা, প্রতিবন্ধ।
ঠেকার (দেশজ) অহঙ্কার, দম্ভ, বাচালতা।
ঠেকারিয়া (দেশজ) অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল।
ঠেকারী (দেশজ) অহঙ্কারী, বাচাল।
ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধা বিপত্তিময়।
ঠেকুয়া (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস।
ঠেঙ্গ (দেশজ) পা।
ঠেঙ্গা (দেশজ) দণ্ড, লাঠি।
ঠেঙ্গাঠেঙ্গি (দেশজ) লাঠালাঠি।
ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়।
ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা।
ঠেলন (দেশজ) হেলন, অমান্যকরণ, দূরীকরণ।
ঠেলা (দেশজ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ।
ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরস্পরে ধাক্কা।
ঠেলান (দেশজ) ধাক্কা মারা।
ঠেশ (দেশজ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক্কা লাগা।
ঠেস (দেশজ) ঠেশ্।

ঠেসাঠেসি (দেশজ) গায়গায় লাগা।

ঠেস্ঠাস্ (দেশজ) ১ অবলম্ব, ঠেকো।

ঠোঁট (দেশজ) ওষ্ঠ, চঞ্চু।

ঠোঁটকাটা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, প্রগল্‌ভ, দুষ্ট। ২ বাচাল।

ঠোঁটঠোঁটে (দেশজ) মুখে মুখে।

ঠোকন (দেশজ) আঘাত করণ, ধাক্কা।

ঠোকর (দেশজ) আঘাত।

ঠোকরাণ (দেশজ) মুখদ্বারা অল্প অল্প স্পর্শ বা আঘাত করা।

ঠোকা (দেশজ) আঘাত।

ঠোকান (দেশজ) অপর দ্বারা মারা।

ঠোকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা।

ঠোক্চাপরা (দেশজ) খুঁতখুঁতে, সহজে সন্তুষ্ট নয়।

ঠোনা (দেশজ) অঙ্গুলি দ্বারা গালে আঘাত করা।

"করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ,
খুল্লনা মারিল ঠোনা।" (কবিকঙ্কণ)

ঠোস (দেশজ) ১ গলিত ধাতুর ফোঁটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা।

ঠোসেঠাসে (দেশজ) সংক্ষেপে।

ঠৌর (দেশজ) নিশ্চয়তা।

ঠ্যাঙ (দেশজ) পাদ, চরণ, পা।

ঠ্যাটা (দেশজ) অত্যাচারী, দুষ্ট, বঞ্চক।

ড

ড ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, জিহ্বামধ্যদ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণপাদগুল্‌ফে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী নিত্য বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ও মহাশক্তি মাত্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"ঊর্দ্ধাধঃক্রমতোরেখা মধ্যে ত্বাকুঞ্চিতা তথা।
লক্ষ্মীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব্দ যথা,—স্মৃতি, দারুক, নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ত্রিবক্র, নদক, ধ্বনি, দুরূহ, জটিলী, ভীমা, দ্বিজিহ্ব, পৃথিবী, সতী, কোরগিরি, ক্ষমা, কান্তি, নাভি, স্বাতী, লোচন।

ইহার স্বরূপ—সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত, চতুর্জ্ঞানময়, আত্মতত্ত্বযুক্ত ও পীত-বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুতন্ত্র) ইহার ধ্যান—

"জবাসিন্দুরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষপ্রদায়িনীং ॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দুর সদৃশী, অভয়প্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, বরদায়িনী, নিত্যা ও ব্রহ্মরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই অক্ষর পদ্যের আদিতে বিন্যাস করিলে শোভা হয়।
"ডঃ শোভাং ঢো বিশোভাং" (বৃত্তর°টী°)

ড (পুং) ডয়তে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুল-কাৎ ড। ১ শিব। ২ শব্দ। ৩ ত্রাস। (একাক্ষরকোষ) ৪ বাড়বাগ্নি। (স্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী)

ডকার (পুং) ড কারপ্রত্যয়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ।

ডক্কারী (স্ত্রী) চণ্ডালের ঢক্কা।

ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্তগণবিশেষ। যথা (ঃ গজ ১) (॥ ঃ রথ ২) (। ঃ। অশ্ব ৩) (ঃ ॥ পদাতি ৪) (।।।। পত্তি ৫)

ডক্‌দে, ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

ডগ্‌মগ (দেশজ) নিমগ্ন, আবিষ্ট।

"ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরায়ে জিজ্ঞাসা করে ॥" (বিদ্যাসুন্দর)

ডগর (দেশজ) ঢক্কা, ঢাক।

ডগা (দেশজ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক্ক, কচি।

ডগাকড়ি (দেশজ) বৃহদাকার কড়ি।

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত।

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক্ক।

ডগিরা (দেশজ) উচ্চ, বৃহৎ।

ডগিরাকলা (দেশজ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা অব্যবহার্য্য।

ডগ্‌ডগিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ।

ডঙ্কা (স্ত্রী) ডমিত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক টাপ্। ১ দুন্দুভিধ্বনি, লোকদিগকে জানান দিবার জন্য বাদিত হয়। ২ টিকারা।

ডঙ্কোণি (দেশজ) ডানকোণি লতা। (Pladera decussata)

ডঙ্গর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ficus hirsuta)

ডঙ্গরখীরেণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডঙ্গরী (স্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্ পৃষো° সাধুঃ গৌরাং ঙীষ্। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। পর্য্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, নামগুণ্ডী, গজদন্তফলা। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকারক, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, অর্শ, জাড্য ও মূত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ ও গৌল্য। (রাজনি°)

ডণ্ড (দেশজ) দণ্ড।

ডণ্ডা (দেশজ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাখীর দাঁড়। ৩ আলোক-পাত্র। ৪ অবলম্ব দণ্ড।

ডণ্ডী (দণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ) ১ দণ্ডী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে।

ডম (পুং) ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে চাণ্ডালীর গর্ভে লেটের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ° পু°) [ডোম দেখ।]

ডমর (ক্লী) মৃ-ভাবে অপ্ মরং পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরং পলায়নং ৩য়া-তৎ। ১ ভীতিদ্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া পলায়ন। পর্য্যায় শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী) (পুং) ডেন ভয়েন মরো মৃতিরিব যত্র বহুত্রী। ২ পরচক্রা-দিভয়। ৩ অস্ত্রকলহ, দাঙ্গা, মারামারি। পর্য্যায় বিপ্লব, ডিম্ব, বিম্ব, ডামর। (ভরত)

"তল্লক্ষণোঽস্থিকেতুঃ সতু রুক্ষঃ ক্ষুদ্রয়াবহঃ প্রোক্তঃ।
স্নিগ্ধস্তাদৃক্ প্রাচ্যাং শান্ত্যাখ্যো ডমরমরকায়॥" (গর্গ)

ডমরিন্ (পুং) ডমর-গিনি। ছোট ডমর।

ডমরু (পুং) ডমিত্যব্যক্তশব্দং ঋচ্ছতি ডম ঋ-কু (মৃগয়্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাদ্যবিশেষ, কপালিযোগিবাদ্য। (ভরত) চলিত কথায় ডুগডুগি। আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। সাপুড়িয়ারা ইহা বাজাইয়া সাপখেলায় ভল্লুক ও বানর-ক্রীড়কেরাও ইহা ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। যোগীরা এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে।

"বাদয়ন্ ডমরুং যোগী
যত্র কুত্রাশ্রমে স্থিতঃ।" (যোগসার)

মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্ব্বদা রহিয়াছে।

"ত্রিশূল-ডমরুকরং।" (শিবধ্যান।)

এই গ্রাম্যযন্ত্রের দুইমুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও ইহার মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ। তথায় দুইটী রজ্জুতে দুইটী সীসক-গুড়িকা আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে থাকে। (যন্ত্রকো°)

২ বিস্ময়, চমৎকার। (ত্রিকা°)

ডমরুকা (স্ত্রী) ডমরু-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ।

ডমরুমধ্য (পুং) ডমরু ইব মধ্যঃ যস্য বহুব্রী। যোজক। যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

ডমসার, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৫২)

ডম্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটী বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকো°)

ডম্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন।

"অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ।" (চাণক্য)

৩ ধাতৃদত্ত কুমারানুচরভেদ।

"ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে।" (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

৪ বিস্তার। ৫ বিলাস।

ডয়ন (ক্লী) ডীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ, পাল্কী, ডুলি। ডী ভাবে ল্যুট্। ২ নভোগতি, আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া।

ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা।

"নিবেদন নাহি করি ডরে।" (কবিকঙ্কণ)

ডরকরঞ্জ (দেশজ) ডহর করঞ্জ। (Galedupa arborea)

ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ান।

ডরাণিয়া (দেশজ) ভীত, আশঙ্কিত।

ডলন (দেশজ) ১ কোন কিছু দ্বারা ঘর্ষণ। ২ রুটী বেলিবার যন্ত্র।

ডলনা (দেশজ) বেলিবার কাষ্ঠ বা পাষাণময় যন্ত্র।

ডলা (দেশজ) ১ ঘষা। ২ বেলা।

ডলান (দেশজ) ১ ঘষান। ২ বেলান।

ডল্লক (ক্লী) ১ বংশাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায় ডালা। ব্রতাদিতে ডল্লকে ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উপবীত ও বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়।

"ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংযুতং।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

২ কাশ্মীরের এক রাজা।

"অলুণ্ঠয়ৎপ্রজা নিত্যং ডল্লকোনাম দৈশিকঃ।"
(রাজতর° ৭।১৪৯)

ডল্লনাচার্য্য, নিবন্ধসংগ্রহ নামধেয় সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম ভরত।

ডবিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মৃগ। "ডিত্থঃ কাষ্ঠময়োহস্তী ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°) ২ দ্রব্যবাচি সংজ্ঞাভেদ।

"দ্রব্যশব্দাঃ একব্যক্তিবাচিনো হরিহরডিত্থডবিত্থাদয়ঃ।"
(সাহিত্যদর্পণ)

ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিম্নস্থান। ২ নৌকার খোল।

ডহরকরঞ্জ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Galedupa arborea)

ডহালা (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম।
[ডাহল দেখ।]

ডহু (পুং) দহতি তাপয়তি সর্ব্বশরীরং দহ-কু (মৃগয়্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, ডেও, মাদার। হিন্দী ডহহার। পর্য্যায় লকুচ, লিকুচ। (অমর।) ইহার গুণ গুরু, ত্রিদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক। (রাজনি°)। [লকুচ দেখ।]

ডহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও।

ডহূ (পুং) পৃষো° সাধুঃ। ডহু, ডেও।

ডা (স্ত্রী) ডী-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ডাকিনী। (মেদিনী)

ডা (আরবী) হুসেনের মৃত্যুস্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎসববিশেষ।

ডাইন (দেশজ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী।

ডাইনকোনা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ডানকোণা।

ডাইনপনা (দেশজ) ডাকিনীর কার্য্য। কুহক।

ডাইনহাত (দেশজ) দক্ষিণহস্ত।

ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী।

ডাঁট (দেশজ) অপক্ব, কঠিন।

ডাঁটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দণ্ডিত করণ।

ডাঁটা (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ শাখা। ৩ ভীত। ৪ দণ্ডিত।
ডাঁটাল (দেশজ) দণ্ড বা শাখাযুক্ত।
ডাঁটি (দেশজ) ক্ষুদ্রদণ্ড।
ডাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন দণ্ড। ২ পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড।
ডাঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, দ্রোণকাক। [কাক দেখ।]
ডাঁড়া (দেশজ) ১ মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া। [মেরুদণ্ড দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দণ্ডায়মান, দাঁড়া।
ডাঁড়ান (দেশজ) উঠা, দণ্ডায়মান, দাঁড়ান।
ডাঁড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। (Coluber boœformis, *Shaw.*)
ডাঁড়িকা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus barbigar, *Buch.*)
ডাঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ডাঁড় বহে। ২ ছেদ।
ডাঁড়ুকা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির।
ডাঁপ (দেশজ) রেল, বাঁশের খুঁটি।
ডাঁশ (দেশজ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ।]
ডাঁশা (দেশজ) ১ বর্ণপরিবর্ত্তন (পরিপক্কের ভাব। ২ চক্রবাড়।
ডাঁশাল (দেশজ) পাকার মত হওয়া।
ডাক্ (দেশজ) ১ ডাহুক পক্ষীবিশেষ। ২ আহ্বান। ৩ শব্দ, চীৎকার। ৪ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো°)
ডাকখরচ (দেশজ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ।
ডাকঘর (দেশজ) যেথান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। (Post-office)

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। বহুদিন হইতেই রাজন্যবর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহারা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে তথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে অন্যস্থানে এইরূপে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময় মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে ও আমেরিকার মেক্সিকোবাসী প্রাচীন অজতেক জাতির * মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। রোমসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাক-বিভাগ ছিল, তাহাকে (Cursus publicus) বলা হইত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজের আনুকূল্যে ফ্রাঞ্জ (Franz von Thun) ও টাক্সিস্ (Taxis) সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহারা ব্রুসেলস্ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কএকটী ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে তাঁহাদিগের যত্নে বহু দূরস্থিত নেপলস্ ও ভিনিশ পর্য্যন্ত ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে শেরশাহের যত্নে ঘোড়ার ডাক এবং দিল্লীশ্বর অকবরের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্য ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাফিখাঁ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে; "বাদশাহ অকবর যে নূতন নিয়ম প্রচলন করেন, তন্মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটী উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল"। ‡ আবুল-ফজলের আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে; 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তাহারা দ্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বহুদূর হইতে অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহারা উত্তম গুপ্তচর বলিয়াও গণ্য।'

ইংলণ্ডরাজ ১ম চার্ল্‌সের সময় গ্রেটবৃটনে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি পিটের মন্ত্রীত্বকালে ডাকের অত্যাবশ্যকতা ইংরাজ সাধারণে উপলব্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক প্রচলিত হয়।

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের সমধিক উপকার সাধিত হইলেও পূর্ব্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান উনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষগণের সুবিধা ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন দূরের চিঠি হউক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কাঁচ্চা ওজনের পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। য়ুরোপের অপরাপর দেশেও অতি অল্পদিন মধ্যেই সকলে

* Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. ch. II.

† A. T. Hadley's Cyclopædia of Political Science &c., art 'Post-office'.

‡ Khafi-khan, I. p. 243.

রাউল্যাণ্ড-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিন মধ্যেই জগতের সকল সুসভ্য দেশেই অবলম্বিত হইল।

পূর্ব্বে দেশভেদে ডাকখরচার হারও কমবেশ ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন (International postal union) হইল। তদনুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল না।

এখন সকল সুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ডাক হইতে সকল লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের রাজার অধীন।

ডাক্‌চৌকিয়া (দেশজ) যে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়।

ডাক্‌চৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়।

ডাক্‌ডোক (দেশজ) শব্দ, স্বর।

ডাকন্ (দেশজ) আহ্বান করা, ডাকা, হাঁকা, চেঁচান।

ডাকপত্র (দেশজ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্র আসে।

ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি বচন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। লোকে ঐ গুলিকে ডাকপুরুষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্য করে। ঐ সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী ও কুগৃহিণীর লক্ষণ, শিশুর শুশ্রূষা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে সংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, বিবাহগণনা, যাত্রাদি বিষয়ক উপদেশ, বর্ষাগণনা প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। ঐ সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষক-দিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বচন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়ালা ছিলেন। যথা—

"আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে।
সর্ব্বকাল স্বামীকে পূজে।
তাহাকে ধর্ম্ম আপুনি বুঝে॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে।
খড় কাঠা বর্ষাকে বান্ধে॥
ফুট ভাষে ডাকগোয়ালে।
এ গৃহিণীতে ঘর না টলে॥"

"গৃহিণী হইয়া রূপে বুলে।
স্বামীর পীড়ি পায়ে ঠেলে॥
ঘর নাশে অল্প কালে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ বিষয় জ্ঞান, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্যোতিষ জ্ঞান প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত বলিয়া বোধ হয়।

ডাকবাঙ্গলা (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারীগণের সুবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ ঘর।

ডাক্‌বালা (হিন্দী) ডাকপেয়াদা, যে ডাকঘরের পত্রাদি বিলি করে।

ডাকা (দেশজ) ১ আহ্বান করা। ২ ডাকাইত, দস্যু, সাহসী চোর।

ডাকাইত (দেশজ) প্রকাশ্য চোর, দস্যু। [দস্যু দেখ।]

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে লুণ্ঠনাদি করে এবং গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ডাকা-ইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভক্ত। কোন স্থলে ডাকাইতী করিতে যাইলে কালীপূজা না করিয়া বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া আসিয়া পুনরায় কালীপূজা দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে। তাহার কথানুসারে আর আর সকলে চলে, লুণ্ঠনজাত দ্রব্য সকলে ভাগ করিয়া লয়।

"হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেঁতে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।১১৯)

ডাকাইতী (দেশজ) দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতের কার্য্য।

ডাকাবুকা (দেশজ) সাহসী, নির্ভীক।

ডাকিনী (স্ত্রী) ডায় ভয়দানায় অকতি ব্রজতি ডায়-অক-ইনি, বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্যইনির্বক্তব্যঃ। পা ৪।২।৫১ বার্ত্তিক) ১ কালীর গণবিশেষ।

"সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ।" (ব্রহ্মপু°)

২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। ৩ স্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের অসুখ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্ব্বতীর অনুচর। ইহাকে সংহার-শক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের ও তাহার মন্ত্রের উপাস্য দেবতা।

"ডাকিনী শাকিনী ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ।"(কাশীখ° ৩০ অঃ)
ভোটদেশবাসীগণ এখনও ডাকিনীর উপাসনা করিয়া থাকে।

ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্যু।

ডাকুয়া (দেশজ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদা।

ডাগর (দেশজ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড।

ডাঙ্কৃতি (স্ত্রী) ডংডাং শব্দ, ঘণ্টাকাঁশরের শব্দ।

ডাঙ্গ (দেশজ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্ব।

ডাঙ্গরী (স্ত্রী) ডঙ্গরী পৃষো° সাধুঃ। দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। (রাজনি°)

ডাঙ্গশ (দেশজ) অঙ্কুশ।

ডাঙ্গা (দেশজ) ১ নির্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান।

ডাঙ্গাগ্রাম, দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪৭।১৬৩)

ডাঙ্গাগড়্গড়্ (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাঘেঁচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাপথ (দেশজ) স্থলপথ।

ডাড় (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা।

ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ।

ডাড়া (দেশজ) কীটের তীক্ষ্ণ পদ।

ডাড়ুকা (দেশজ) শৃঙ্খল, জিঞ্জির, বেড়ী।
"হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া তোলে মহাবীর" (কবিকঙ্কণ)

ডাণ্ডা (দেশজ) দণ্ড।

ডানা (দেশজ) পক্ষ, পাখা।

ডানকোণা, ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে পুঁটি মাছের মত, আঁইষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের ন্যায় ইহাদের চক্ষু হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণরেখা দেখা যায় এবং চক্ষুর চারিদিক্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাকেই লোকে মাছের সিঁদুর কাজল পরা বলে। পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতির অল্প জলে ইহাদিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাব (দেশজ) নেওয়াপাতি, অপক্ক ও জলপূর্ণ নারিকেল। যে নারিকেলের মধ্যে অল্প অল্প শাঁস হইয়াছে।

ডাবর (দেশজ) পাত্রবিশেষ।
"সুপক্ক মৎস্যের ঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।২০৬)

ডাবরী (দেশজ) জলপাত্রভেদ।

ডাবা (দেশজ) ১ পাত্রভেদ। ২ বাসন। ৩ হুঁকাবিশেষ।

ডাবু (দেশজ) জলপাত্র।

ডামর (পুং) মহাদেবকথিত তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রের সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বারাহীতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ যোগডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৩৫৩৩। ২ শিবডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০০৭। ৩ দুর্গাডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১৫০৩। ৪ সারস্বতডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৯০৬। ৫ ব্রহ্মডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭১০৫। ৬ গন্ধর্ব্বডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০০৬০। (বারাহীত°) [তন্ত্র দেখ।] ২ চমৎকার। ৩ গর্ব্ব, আটোপ।
"রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥"
(গীতগোবিন্দ ১২।২২)
৪ কীটচক্রবিশেষ।
"পঞ্চমোগিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ।" (সময়ামৃত)
৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। "টঙ্কপাণিস্তথা চাস্থ ষ্টানবন্ধশ্চ ডামরঃ।"
(প্রয়োগসার)

ডামর্ (হিন্দী) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল।

ডামাডোল (দেশজ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ।

ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ৪১৭ বর্গমাইল। [হাজিপুর দেখ।] এই উপবিভাগে ডায়মণ্ডহারবার, দেবীপুর, বাঁকিপুর, কল্পী ও মথুরাপুর এই ৫টী থানা আছে। ৩টী দেওয়ানি ও ৩টী ফৌজদারী আদালতে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝটিকাবর্ত্তে ইহার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুরবস্থা অনেক দূর হইয়াছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটী বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামানুসারেই উপবিভাগের নাম হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার শব্দের অর্থ (ডায়মণ্ড = হীরক, হারবার = পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ভাগীরথীর বামকূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১১´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৩´ ৩৭´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ সকল নঙ্গর করিয়া থাকিত। এখন এখানে একটী টেলিগ্রাফ আফিস ও একটী কুত-ঘর আছে। যে সকল

জাহাজ নদী দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করে, বন্দরাধ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতার টেলিগ্রাফ গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে একটী গোরস্থান বিদ্যমান আছে। এখন রেলপথে ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাত্র। এই রেলপথ কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলপথের সোণাপুর ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল এবং নদী দ্বারা জলপথে ৪১ মাইল।

৩ ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের একটী ২৩ মাইল দীর্ঘ খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডাল (দেশজ, দলশব্দের অপভ্রংশ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ।

ডাল্‌কচু (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (Sagitharia Cordifolia)

ডালচিনি (দারুচিনি শব্দজ) [দারুচিনি দেখ।]

ডালনা (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাখ মাখ ঝোল।

ডালহৌসি, প্রকৃত নাম জেমস্ অণ্ড্রু ব্রৌণ রামসে, দশম আর্ল এবং প্রথম মারকুইস্ অব্ ডালহৌসি (James Andrew Broun Ramsay, tenth Earl and first Marquis of Dalhousie)। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হার্ডিঙ্গটনসায়ারে কলস্টাউনের ব্রৌণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। প্রথমে হারোর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট-চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্রজ দুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড রামজে (Lord Ramsay) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবৃটনের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ই জানুয়ারী কার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শেষে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ডালহৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। সমস্ত প্রদেশই একরূপ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মূলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সবনমলের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র মূলরাজ মূলতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, এই নিয়মে লাহোর দরবার তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মূলরাজ অতিশয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় লাহোর দরবারে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামন্তগণের মধ্যে প্রকৃত একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ টাকা অথবা নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মূলরাজ সহজে না আইসে, তবে তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিবার জন্য একদল সৈন্যও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মূলরাজও অলস ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলরাজের সহিত একটী যুদ্ধ হইল।

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটীশ গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটী সন্ধি করাইয়া দিলেন। সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা না হয়। রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন এই মর্ম্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ, স্যর ফ্রেডারিক কারি (Sir Frederic Currie) সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া লাহোরে আসিলেন। মূলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য লরেন্স সাহেব তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্সের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। নূতন রেসিডেণ্ট মন্ত্রীসভায় মূলরাজের পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাহা গৃহীত হইল।

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান হইল। তাঁহার সহিত অগ্‌নিউ (Agnew) এবং অণ্ডারসন (Anderson) নামক দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী গমন করিলেন। ১৮ই এপ্রেল, ইহারা সসৈন্যে মূলতান দুর্গের নিকট এড়গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে দুর্গ অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ ও পূর্ব্বকথিত দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী দুইদল গুরখাসৈন্যের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহারা দুর্গপরিখার

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মূলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্ষাঘাতে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাহাকে দুইটী গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মূলরাজের কএকজন সৈন্য অণ্ডারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩।৪ দিবস মধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাঁসিংহ, ৮।১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া মূলরাজের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মূলরাজ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন খাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈন্যগণ ঘোর রবে তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাঁসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকর্ম্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মূলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব দুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএকদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২৩এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর-দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেণ্ট কারি সাহেব মূলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপ[illegible] লর্ড গাফের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র [illegible]। বৃটীশ শাসিত ভারতের সুনাম রক্ষা[illegible] স্বার্থসাধনোদ্দেশে লাহোর দরবারের সৈ[illegible]ভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্য মূলতান দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাফ্ তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রীসভাস্থিত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্‌নিস্ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেবকেও সত্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূলতানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিইআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব তখন সিন্ধুনদের অপরপারে গিরং দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাণ্ড কতকগুলি মুসলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বহবলপুরের নবাব শতদ্রু পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরাগাজিখাঁ অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জলালের প্রধান শত্রু খোবরাখাঁ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখাঁ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামকস্থানে একটী যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দ্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস্ পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করায় অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধসাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মূলরাজ যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুকরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্গ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ম্মে এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাহেব তখনই দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস্ সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১৯০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ৯০৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কর্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ডস, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৃটণেশ্বরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অঙ্কুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সেরসিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্বা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয়ঢক্কা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিব্বি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজরাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলে না, সেরসিংহ অন্য প্রদেশে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্রজ্বলিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি দুর্গ সংস্কার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কান্দাহারে সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণও এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্য তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। লাহোরে মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স, তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউয়ি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদ্। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফ্সাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগা অভিমুখে একদল সৈন্য চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হ্যাব্লক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্যর জোসেফ থ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ্ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্ ডিঙ্গি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি রুস্থল নামক স্থানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ্ তাহাদিগকে ভীত করিবার জন্য কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ্ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিনবালার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটী শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্যগণ যেরূপ অসীম সাহস, অমিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ব্রুকক্, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও ৮টী পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হয়; রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্য গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড গাফ্ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্য এরূপ আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।" চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু সে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্ তাহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিতস্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাব শাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে ডালহৌসি পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহের পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের জন্য ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্যগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনা দোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ৫টী নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনুর ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শিরোদেশে সুশোভিত হইল।

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থানে মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) 'মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর' এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে ও তিনি যথোচিত মান্যের সহিত ব্যবহৃত হইবেন বা তিনি ৪ লক্ষের অন্যূন এবং ৫ লক্ষের অনধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

'ভারতগবর্মেণ্ট পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টের আর অধিক রাজ্য বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্মেণ্টের রাজ্য অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং যাহাদের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাব রাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।'

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্যর চার্লস্ নেপিয়রকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাস্বত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সাহেব নেপিয়ারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার জন্মিতে লাগিল, এবং একবৎসর যাইতে না যাইতে এই মনোমালিন্য অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের প্রকাশ্য বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস্ নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্মেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডালহৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়ার ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পত্রদ্বারা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টী এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অডজুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থায়ই কেন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা গবর্ণরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম-গবর্মেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্যর চার্লস্ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইতে না হইতে অন্যদিকে আবার রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ-বণিকদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্ম্মে কতিপয় বণিক ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিষয়টী যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকায় ডালহৌসি ল্যাম্বার্টের সহিত উভয় গবর্মেণ্টের মিত্রতা রক্ষা হেতু রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিলেন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এইজন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মরাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত ব্রহ্মরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এইজন্য গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাতে এই অনিষ্ট সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্য মৌলমেনের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানুয়ারি আবা হইতে উত্তর আসিল যে রেঙ্গুণে অন্য শাসন-কর্ত্তা-নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্য ২ জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল "শাসন-কর্ত্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ অবমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ল্যাম্বার্টের আদেশানুসারে ফিসবোর্ণ আবারাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যাম্বার্ট সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন ;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তার কার্য্য অনুমোদন করিবেন এবং বৃটীশ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুইজন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিক-দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) যান্দাবুসন্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজ্যের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য্য না করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড়উইন ২৮এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড়উইন অবিলম্বে মার্ত্তাবান্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা অল্পবিস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ত্তাবান্ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইবে না তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবা অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টার্লেটন্ প্রোম পর্য্যন্ত যাইয়া অধিবাসী-দিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও মগগণ ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারাল ডালহৌসি স্বয়ং

রেঙ্গুণে যাত্রা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় উপস্থিত হইলেন। দশদিবস তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমূ পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এ স্থানে কোনরূপ বাধা দিল না। ইংরাজসৈন্য ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহারা পেগু অধিকার করিল। গডউইন অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ৎদিবস পরেই পেগু পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্য কএকদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেগু হইতে প্রস্থান করিল। পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগু অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন ;—

"ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশপ্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্য উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্যের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্মেণ্টের ন্যায্য ও উপযুক্ত দাবী আবারাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে যে, যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথাসময়ে বশীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্য মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্যাবধি পেগু-প্রদেশ বৃটীশগবর্মেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্য আসিলে শীঘ্রই দুরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্রই কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাসীদিগকে বৃটীশগবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উভয় রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রতায় সম্বদ্ধ না হন কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাঁহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজা ও রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইবে।

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধরাজা অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্য প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণা-পত্রানুসারেই ব্রহ্মরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধির স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন ; কেবলমাত্র পেগুর প্রান্তসীমা মিদ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছুনিম্নে কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল ; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, যাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ সন্ধিপত্র রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতর রূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টকে ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্যবৃটীশ শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন ; কিন্তু মৃত্যুর পুর্ব্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারা বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য। সাতারার রাজা বৃটীশগবর্মেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্মেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এইজন্য এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্যই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটীও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অনুমতি না লইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার ন্যায় এ রাজ্যটীও ডালহৌসি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু এটী মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ করৌলিরাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক ডালহৌসি দেশীয় রাজ্য গ্রাসে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন ;—

বৃটীশগবর্মেন্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজা মৃত্যুর একদিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারেনা এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটী বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার ন্যায় ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বৃহত্তম রাজ্যটী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্‌সে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর গতাসু হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিলনা। তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন ;—

'এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করায় রাজ্যটী পুনরায় বৃটীশগবর্মেন্টের হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ স্বত্বপরিত্যাগ ন্যায় ও বিচারানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।'

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রভুত্ব গ্রাস করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটী রাজ্য বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জোররাজ্য বৃটীশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ ইঁহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথনকার অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্য সুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। তিনি হার্ডিঞ্জের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ও রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণরজেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেন্ট স্লিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে স্লিমান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়গণেরই সর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছা দেখা যাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটীর অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্য-রাজের সহিত শত্রুতা আশঙ্কা হেতু তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর-দিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবেন। ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যার সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের দুইটী সন্ধি হয়। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের পরামর্শ অনুসারে নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার অর্দ্ধাংশ বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ কর্ম্মচারী উৎপীড়িত প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্যরক্ষাহেতু বার্ষিক ১৬০০০০০৲ টাকা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে, এ কথাও উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্য রাখিবার খরচের জন্য নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট অযোধ্যা-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেণ্ট আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন;—'বাদানুবাদকালে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেণ্ট অবগত আছেন যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। রেসিডেণ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির সৈন্য সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা উত্থাপিত হইলে রাজা জানিতে পারিবেন যে সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্ণৌ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ অবহেলা হইয়াছে, এইজন্য মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্মেণ্টজেনারাল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেব ইহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কূটরাজ-নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, "অযোধ্যার প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে অযোধ্যা বৃটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার জন্য কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী ও রাজ্যলিপ্সু রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই দোষাবহ নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে বাষ্পীয় যানও চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো-

প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি পব্লিক্‌ওয়ার্কস্‌ বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ উপকারার্থ তিনি আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটী সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না এই দুই বিষয়ে তিনি নূতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

লর্ড ডালহৌসি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাক্ষাৎভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উন্নতহৃদয় ঘৃণিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসৎকার্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। একচ্ছত্ররাজশক্তির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহার সুযশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ ইহার কিছুই অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকার কালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটী প্রধান পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্ট সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পার্লামেণ্ট কোন নূতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই থাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীগণ ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজ্ঞী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটী নিয়মও হইল। পূর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আসিটাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] ২ নিক্ষেপ।

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দাড়িম্ব দেখ।]

ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড° ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিন্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিন্ধুদেশ, মূলতান ও সিন্ধুকূলবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার ভুক্ত ছিল। ইহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবল বন্দরে আরবদিগের একটী জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্ত্তা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্‌-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা নিরূণ (বর্ত্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য হইতে আরও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া

মহম্মদ কাসিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্-কাসিম রাজধানী আরোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বেন্-কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্-কাসিম এক সুদৃঢ়স্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকদিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্তৃক বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হস্তীও ঐ সময়ে এক জলন্ত অনল গোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অতর্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর মধ্যবর্ত্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়সিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটী সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ পূর্ব্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহারা মহম্মদ কাসিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী দামস্কাস্ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণস্বরে খলিফাকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।" খলিফ এই কথায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে মহম্মদ কাসিমকে চর্ম্মের থলিয়া মধ্যে পুরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং যথাসময়ে বেন্-কাসিমের শব চর্ম্ম ভস্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এতদিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণনাশ করাইয়াছি।" এইরূপে ডাহিরের কন্যাদ্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) (Gallinulla phœnicura) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় ধূসরবর্ণ; চক্ষু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২½ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র গুল্মাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভালবাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা অতি সহজে নিবিড় গুল্মাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহারা শস্য এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেকে শিকার করিবার জন্য ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অন্যান্য ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দ্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজপ্রাসাদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ়

সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ভ প্রাচীরাদি মনোহর ও সূক্ষ্ম খোদ-কার্য্যে চিত্র বিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্ব্বার ভরতপুরের রাজার অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজ-সেনা হোলকরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে অনেক সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বুদনসিংহ এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতপুর দুর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ভরতপুর দেখ।]

ডিগ্‌বাজী (দেশজ) সম্মুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্‌টাইয়া পড়া।

ডিগ্‌বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্‌বাজী খায়।

ডিগ্‌রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।

ডিঙ্গন (দেশজ) উল্লঙ্ঘন, উৎপ্লবন।

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃষো॰ সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দর॰)

ডিঙ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা।

ডিঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যথা—

"কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিল।"

ডিঙ্গাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রবাক্‌। (Anus acuta)

ডিঙ্গাচালক (দেশজ) পোতবাহী।

ডিঙ্গান (দেশজ) উল্লম্ফন।

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা॰ ২৬° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৬৮° ৪০´ পূঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।

ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। যৌবনকালে মুখে যে ব্রণ জন্মে।

"যৌবনে ডিডকাস্বেব বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতং।" (সুশ্রু॰)

এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্যা, বচ, লোধ্র, ও কুষ্ঠ অথবা রোধ্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত)

ডিডিমা (পুং) প্রতুদ শ্রেণীস্থ পক্ষী। (সুশ্রুত) [প্রতুদ দেখ।]

ডিণ্ডিম (পুং) ডিণ্ডীতি শব্দং মাতি মা-ক। বাদ্যভেদ, আর্য্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

"আর্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।" (বীরচ॰)

২ কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা। (শব্দচ॰)

ডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো॰ সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেম॰)

ডিণ্ডিরমোদক (ক্লী) ডিণ্ডির ইব মোদকঃ মোদি-ণ্বুল্‌। গৃঞ্জন। [গৃঞ্জন দেখ।]

ডিণ্ডিশ (পুং) ডিণ্ডিক পৃষো॰ সাধুঃ। ডিণ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। ইহার গুণ—রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেষ্মানাশক, শীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র॰)

ডিণ্ডীর (পুং) হিণ্ডির পৃষো॰ সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা।

ডিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী।

"ডিত্থ কাষ্ঠময়োহস্তী ডবিত্থস্তন্ময়োমৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা॰)

২ একব্যক্তিমাত্র বোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদ॰)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিত্থ ইত্যভিধীয়তে॥" (কলাপব্যা॰ টীকা)

শ্যামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্‌, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলে ডিত্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ, এই দৃশ্য-কাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্ভ্রান্তাদিবেষ্টিত উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে রৌদ্ররস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত প্রেত ও পিশাচাদি অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীহীন (নাটক প্রসিদ্ধ রচনা বিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ রহিত হইবে। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে বর্জ্জনীয়। অন্য ৩টী রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদ॰) [নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্‌। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্‌ফুস্‌। ৪ ডমর। ৫ ভয়ধ্বনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন-ড। অণ্ডজ, ডিম্ব হইতে যাহারা জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের ছাঁচ। অণ্ডমধ্যস্থ শীতাংশ।

ডিম্বাহব (ক্লী) ডিম্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্ম্মধা। সামান্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা নাই।

"ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।" (মনু ৫।৯৫)

এই ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ হয়।

ডিম্বিকা (স্ত্রী) ডিব-ণ্বুল্-টাপ্। ১ কামুকী। ২ জলবিম্ব। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দর°)

ডিম্ভ (পুং) ডিভ-অচ্। ১ শিশু।

"শুভারম্ভেহদন্তে মহিতমতিডিম্ভেঙ্গিতশতং।" (রসিকর°)

২ মূর্খ। দ্বিরূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্বক (পুং) ডিম্ভ স্বার্থেকন্। ১ বালক। ২ শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাল্বনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্যগুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিল। যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।'

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রুদ্রাস্ত্র সমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অন্যান্য যত অস্ত্র কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধ যাত্রা করিব, তৎকালে দুইটী মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।' মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূতপ্রধান কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস বিরূপাক্ষ! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধ যাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইহাদের সহায়তা করিও।'

এইরূপে ইহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেব দানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্ভক অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদিগকে পরাজিত করে এমন কেহই বীর নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।'

মুনিগণ কহিলেন, 'রাজন্! যদি ইহাই হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম।' অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করহ্রদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান দুর্ব্বাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মূঢ় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ ঘোর মূঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই,-তুমি

এ কি কার্য্য করিতেছ, তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই বা কোন আশ্রম, তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন পদ সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গৃহী হও, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ।'

দুর্ব্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভস্মসাৎ হইল। তিনি সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিওনা। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্ তোমাদিগকে ইহার ফল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন বীরদ্বয় তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিম্বক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময়দ্বিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সত্বর আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিম্বক রাজসূয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের অতিশয় ঔদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

পথমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্বকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্রদে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিম্বক হংস শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আত্মহত্যা পাপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিম্বচক্র (ক্লী) ডিম্ব ইব চক্রং। মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিম্বজ (ত্রি) ডিম্ব হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে।

ডিম্বা (স্ত্রী) ডিম্ব-টাপ্। অতি শিশু।

ডিল্লী, মোগলসাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]

"জজ্বালো গৌড় মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রবর্গাঃ।"

(গোপীনাথপুর-শিলাফলক)

ডিহি (পারস্য ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্ত্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব নির্দ্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-ক্বিপ্ ততস্তরপ্। নভোগতি যুক্ত তর।

"তস্মাদিমা অজা অরা-ডীতরা"। (শতপথব্রা°। ৪।৫।৫।৫)

ডীন (ক্লী) ডী-ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগগতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকং।" (মুণ্ডমালাত°)

ডীনডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ-ডীনকং নিন্দিতং পতনং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবডীনকং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রণ।

ডুকরণ (দেশজ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগ্‌ডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাদ্যযন্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ।

ডুণ্ডুভ (পুং) ডুণ্ডুঃ সন্ ভাতি-ভা-ক। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ। পর্য্যায়—রাজিল, দ্বুণ্ডুভ, নাগভৃৎ, ডুণ্ডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালূর।

বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ২।৯৪)

ডুণ্ডুল (পুং) ডুণ্ডুরিতি শব্দং লাতি-লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেঁচা। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রোলূক, শাকুনেয়, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর। (রাজনি°)

ডুপ্লে (প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস্ জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয় ফরাসী-অধিকারের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি। ইনি ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান সহর পুঁদিচেরির মন্ত্রীসভায় প্রধান সদস্যের পদে প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে চন্দন-

নগরের কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি শীঘ্রই কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পুঁদিচেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রাচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও ওলন্দাজদিগেরও বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়াছিল। ডুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতিনীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এইকালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা কোন বলবান্ সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে নিজ চিরপোষিতা আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীর সাহায্যে ডুপ্লে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ডুপ্লে ফরাসীরাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতি ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুঁদিচেরিতে পৌঁছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুঁদিচেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়াছেন প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ্ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অনুকূল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশয় দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুভাবই লাবোর্ডোনে ও ডুপ্লের সর্ব্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য্য হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনে পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিয়া ২৫এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মান্দ্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্দ্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এই মর্ম্মে ডুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ডুপ্লে লাবোর্ডোনেকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দ্রাজ দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মত প্রদান

করেন ; কারণ বিষয়টী পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তার বিচার্য্য। কিন্তু এই পত্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীনজনোচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দাম্ভিকতা ও তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসী স্বার্থের হানি হইবে এই মর্ম্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তিনি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্লে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে মান্দ্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে ও লাবর্ডোনে একমত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানেই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইঁহারা এইকালে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্লের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দীন্‌ এতদিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া ১০০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাফেজখাঁকে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার্‌ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্লে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্লের নিকট হইতে যে দুইজন দূত আসিয়াছিল, মহাফেজখাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাফেজ তাঁহার সৈন্য একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিক্‌ হইতে ফরাসিসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্লে এখন একটী ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান্দ্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেণ্টের কোষভুক্ত হইল এবং তাহারা হয় যুদ্ধবন্দী স্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ব্বক সেণ্টডেভিড দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্লে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেণ্টডেভিড দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে ডেভিড দুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ য়ুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাফেজখাঁ ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেণ্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেজখাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করায় ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সামরিক সজ্জা বৃথা হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্লে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেণ্টডেভিড দুর্গ হইতে পুনরাহুত নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীসৈন্য নিষ্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিড-দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্লে স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততাসহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিগকে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেণ্টডেভিড দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত-সৈন্য লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী-প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্য-বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের ভীরুতা বিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লির বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্‌স্লে চাঁদ-সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার স্ত্রী পুত্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্ক-টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্ স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্লে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্লের স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদ-সাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের স্ত্রী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুঁদিচেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ফরাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ-পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ডুপ্লে তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্ত্তী ৮১ খানি গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্লে চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহম্মদআলি

আশ্রয় লইয়াছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ত্রিচিনপল্লি না যাইয়া তঞ্জোরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিদ্বন্দ্বী) আসিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহারা এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহারা পুঁদিচেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেব ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ডুপ্লে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিলনা। কোন অপ্রকাশ্য কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্ম সমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; চাঁদসাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় ডুপ্লে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্য নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে ডুপ্লে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ডুপ্লে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেইস্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদ আলি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিঞ্জিদুর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্য্যতায় অতিশয় ভীত হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদিচেরিতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। ডুপ্লে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন;—মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মসলিপত্তন ও তদধীন প্রদেশ সমূহ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক।' নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থই প্রস্তুত হইলেন। ডুপ্লে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ডুপ্লেও টৌসে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয় লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগকে এবং ২০ লক্ষ টাকা ডুপ্লেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩জন পাঠান সর্দ্দার ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহারা দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজিরজঙ্গের ধনরত্ন তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ডুপ্লে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ডুপ্লে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগলপ্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। এখন অবধি ডুপ্লের সৈন্য প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি ৮০০০০০ টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইংরাজসৈন্য ফরাসীদিগের গিঞ্জি দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন করিল। ইহাতে ডুপ্লের মনে যথেষ্ট আশার উদয় হইল;

কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের আশালতা শুকাইয়া গেল। যাহা হউক, ডুপ্লে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিসুর-সৈন্য ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। পুঁদিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্য কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্লেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ভীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্টও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদানুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ডুপ্লের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহারা ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট ভারতে উপস্থিত হইয়া ডুপ্লের নিকট হইতে শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ডুপ্লে পুঁদিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়লিপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ডুপ্লে প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুশল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ডুপ্লের নাম চিরসম্বদ্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবারু (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (Dol-chick) ২ একজাতীয় হাঁস। (Anus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবারুপাখী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুমা (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সংস্কৃত উডুম্বর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ব্বতসমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায়, আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফলও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপা থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ এবং শাখা প্রশাখার সন্ধিস্থান সকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, বাস্তবিকই ডুমুরের ফুল দেখা যায় না।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অশ্বত্থ, পাকুড়, বটবৃক্ষাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই ত্বক্ ছেদ করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হইয়া থাকে, ঐ আঠা হইতে রবরের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েক প্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (Ficus glomerata) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চন্দায় ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারডাগায় যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের পত্র, মূল ত্বক্ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্যগণ কর্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ইহার ছালের জল বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ব্যাঘ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয় রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্কর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট্‌কিন্‌সন্ সাহেব (Atkinson) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রস্থ বসন্তের ন্যায় পদার্থগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে মসুরিকা জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজো-রোগ, মূত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। ঐ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। যজ্ঞ ডুমুরের রস অনেক ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায়না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুখাদ্য নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত ফল পাঁশুটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও দুর্দ্দিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্য, লঘু, ভঙ্গুর ও মোটা দানা-বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্য অনেকস্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেথাকে।

কাক-ডুমুর (Ficus hispida) ইহার গাছ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোঙ্কণ-প্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ শুকাইবার জন্য ও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জ্বালানী ব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ঐ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (Ficus Roxburghii) এই বৃক্ষ হিমালয়প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট্ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতদ্রুতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতায় পশ্বাদির খাদ্য হয়।

ভূঁই ডুমুর (Ficus heterophylla) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে গুল্ম। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্তগুণসম্পন্ন। উহার চূর্ণ

ধনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীতীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২´ ১৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮´ ৫০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এইস্থান ডাকাইতির জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এইস্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। সূর্য্যাস্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবাভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাঁধিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। এই দুর্ব্বৃত্ত পথশ্রান্ত পথিকদিগকে রাত্রিসমাগমে অতি সৌজন্ত ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধুলা দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার জনৈক অনুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য সমধর্ম্মাবলম্বী দস্যুদিগের মনে ভীতিসঞ্চার জন্ত বিশ্বনাথকে যে স্থানে ধরা হয়, সেইস্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিশ্বনাথ কখন দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মখণ্ড-বর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্ত্তমান ডুম্‌রাওন্ বলিয়া অনুমিত হয়।) ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। (ভ°ব্রহ্ম° ৩১অঃ)

ডুম্‌রাওন্, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর।

এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ পন্বর নামক রাজপুতকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোলসিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজসিংহকে সোপার্জ্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুম্‌রাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশরপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রুদ্রপ্রতাপসাহি, মান্ধাতাসাহি, হোবিলসাহি, ছত্রধারীসিংহ ও বিক্রমজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফরুখশিয়ার, মহম্মদশাহ ও শাহআলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মনরোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেইজন্ত ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্কু-ইস্ অব্ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদসিংহ অতি অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্সসিংহ বাহাদুর ডুম্‌রাওন রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্নেই অতিঅল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহীগণ পরাজিত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহার বর্ত্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুম্‌রাওন্‌রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুম্বুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপ ভূভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হইল। পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তদ্দৃষ্টে বেদবিধিক্রমে ডম্বরুর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিব-ডম্বরু সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ডম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু বা ডুম্বুর নামে খ্যাত হয়। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

ডুম্বুর (পুং) ডুমুর। [ডুমুর দেখ।]
ডুম্বুরপর্ণী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।
ডুরিয়া (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুকুরপালক।
ডুরী (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের পার্শ্বে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।
ডুরীপড়া (দেশজ) দড়ি পড়া, গাঁটপড়া।
ডুরীহার, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাসসূত্রের ও পট্টসূত্রের বস্ত্র পরিধান করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ডুরীহার বলে।
ডুলি (স্ত্রী) ছলি পৃষো° সাধু। ১ ছলি, কমঠী, কচ্ছপত্নী। ২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে।
ডুলিকা (স্ত্রী) ডুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ।
ডুলী (স্ত্রী) ডুলি-ঙীষ্। চিল্লীশাক।
ডেউয়া (দেশজ) ডেও, মাদর।
ডেউয়া-পিপীড়া (দেশজ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা।
ডেঁতে (দেশজ) ১ দণ্ডিত।
ডেঁপ (দেশজ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।
ডেকরা (দেশজ) ডঙ্গর, দুষ্ট, বদমাইস।
ডেকরামি (দেশজ) ডেকরার কার্য্য।
ডেকরী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইসী করে, নিষ্ঠুর স্ত্রী।
ডেগ (পারসী) তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত স্থালীপাত্র।
ডেগরা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, শঠ। ২ উচ্ছৃঙ্খল।
ডেঙ্গর (দেশজ) মৎকুণ, উকুণ।
ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ এক প্রকার গুল্ম। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই।
ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ) এক প্রকার গুল্ম।
ডেড় (দেশজ) অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধেক।
ডেড়ী (দেশজ) অভাব, দরিদ্রতা।
ডেনা (দেশজ) পক্ষ, ডানা, পাখা।
ডেন্মার্ক, য়ুরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী একটী দেশ। অক্ষা° ৫৩° ২৩´ হইতে ৫৭° ৪৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৫´ হইতে ১২° ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্ব্বে কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্ম্মণির কতকাংশ এবং পশ্চিমে জর্ম্মণ সাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় পশ্চিম মহাসমুদ্র।

জিলণ্ড, ফিউনন্, লালাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ, জটলাণ্ড উপদ্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। পূর্ব্বে শ্লেস্‌ভিগ হোলষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক দুইটী প্রদেশও ডেন্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেন্মার্ক ঐ দুই প্রদেশ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ইহার জট্‌লণ্ড উপদ্বীপ য়ুরোপখণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে ৩০ মাইল মাত্র কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকা বাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

দ্বীপ সকলের মধ্যে জিলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিম্ন এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট্ উচ্চ। স্থানে স্থানে দুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলণ্ড ও জট্‌লণ্ডের মধ্যে ফিউনন্ দ্বীপ অবস্থিত। লালাণ্ড, সোংলাণ্ড, ফলষ্টার, মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্বীপ পূর্ব্বে সুইডেন ও পশ্চিমে জটলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-জোর্ড খাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহা জর্ম্মণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডেন্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত ও বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং অনেক কৃত্রিম খাল আছে।

সমুদ্র-সন্নিহিত বলিয়া ডেন্মার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ তাদৃশ অধিক নহে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। বড়দিনের পূর্ব্বে এবং ফাল্গুন গত হইলে শীতের প্রখরতা প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা প্রায় ঘটিয়া থাকে। রাজধানী কোপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২·৯, বসন্তকালে ৪৩·৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩·৫ এবং শরৎকালে ৪৯·৩ ফা°।

ভূমি উর্ব্বরা এবং গোধূম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলণ্ড দ্বীপে ফল শাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অশ্ব বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্তই লোকে গোমেষাদি প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদী সকলে মৎস্য প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, ঐ সকল হইতে বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু উহা রাজার একচেটিয়া। জটলণ্ডের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড মৎস্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে কড-লিভার অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেন্মার্কে আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্ দ্বীপে পাথরিয়া কয়লা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। শস্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ্য, ছাগ, মেষ, অশ্বগবাদি পশু, চর্ম্ম, চর্ব্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্য, কড, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেসমবস্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকব্জা, মদ্য, ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেন্মার্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০,৫২২ জন, প্রয়োজন মত ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টী যুদ্ধ জাহাজ ও তাহাতে ২২৭টী কামান এবং ১২৭০ জন সৈন্য ও কর্ম্মচারী আছে।

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮৯ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ৩১৯২,০০০০৲।

ডেন্মার্কে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভিভাবকই বাধ্য। ডেন্মার্কের সকল বিদ্যালয়ই রাজার অধীন।

ডেন্মার্কের রাজাদিগকে লুথার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে লুথারের সংস্কার ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই।

ডেন্মার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেনহেগন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) নামক আদালতে সর্ব্ব প্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজ-নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসন ক্ষমতা বংশানুগত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জটলণ্ড ও দ্বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডারিক কর্ত্তৃক ডেন্মার্কের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত;—Folksthing and Landsthing। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটীশ পার্লামেণ্টের House of Commonsএর সমতুল্য।

ডেন্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোন রূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রীগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউণ্ট এবং ব্যারণ এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর মান্য প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটী মন্ত্রীসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য দ্বারা গঠিত।

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের স্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। ডেন্মার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রশংসার্হ।

সিমরি (Cymri)-গণই ডেন্মার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এইস্থানে বাস করে। এইকালে ডেন্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসীগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অধিবাসীগণ বিনডার (Bœnder) এবং ট্রেল (Trælle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারা ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) জর্ম্মণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত রাজা অন্সগেরিয়াস্ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪২ খৃঃ অব্দে এসট্রিডসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেন্মার্ক ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্কন্দনাভিয়ার রাজ্ঞী হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটী পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার ডেন্মার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেন্মার্কের এবং ১৫২৩ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্ব্বাচনানুসারে ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্মার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে Arve-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেন্মার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার রাজত্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে নেল্‌সন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে সুইডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্ম্মণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুভাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুভাব প্রকাশ্যযুদ্ধের অবতারণা করিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেন্মার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেন্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেন্মার্কের বর্ত্তমান রাজার নাম ৯ম খৃষ্টিয়ান্।

ডেবরা (দেশজ) স্ফীত, উন্নত।

ডেবরি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোনস্থানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাভাঙ্গামুগুর (দেশজ) মাটির চাপ বা খোওয়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহ্‌রিয়া, কাশীপ্রদেশের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনাশা নদীকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানে পূর্ব্বকালে তাড়কারাক্ষসী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৮ অঃ)

ডেহুয়া (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশজ) লক্ষীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশজ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করা। ২ দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য।

ডোক্‌লা (দেশজ) উদরম্ভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাল্‌দো-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেল্কআ। [ডোড়ী দেখ।]

ডোড়ী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময়, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্ব্বতী সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্য্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে 'জুটা-খাই' অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইহারা বলে বাগ্দী জাতীর লেটশ্রেণীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ডম দেখ।]

সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আঙ্কুরিয়া, বিশভলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। ধাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে কএকজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎকারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীর কার্য্য করায় তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চুপড়ি, ঝাঁকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোড় বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিণ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে না।

অন্যজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্ত্তী ডোমদিগকে একটী ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কন্যার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিক বয়স্কা কোন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্যার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কন্যার পিতাও কন্যাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কন্যার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩ পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কন্যার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কন্যার কপালে সিন্দুর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্ম্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কন্যা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বস্ত্র ও সিন্দুরদানই সাঙ্গা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'যাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে একটী শূকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে পূর্ব্বস্বামীকে ৯টী টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা, সরদার, প্রধান, মণ্ডান, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকায় ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্ত্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্যান্য জেলায় ধর্ম্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তাম্র অঙ্গুরি দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্ম্মরাজও ইহাদিগের প্রধান উপাস্য। ইহারা ভাদু এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাক-পূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে গুরুরূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশচন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তদবধি ডোমগণ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পূজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটী শূকর বলি দিয়া একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাদ্র কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র সুরা, একটী নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র একটী প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ডোমদিগেরই প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশ্‌লি সাহেব অনুমান করেন, এই প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় যে ডোমগণ পূর্ব্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্য্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দুয়ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সময় সময় পূজা করিলেও শ্যামসিংহ, রক্তমালা, গোহিল, গোরৈয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামসিংহকে অনেকে ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। শ্যামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইহার এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতা সকলের বিবরণ এবং আকার প্রকার ডোমদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্তভাগে একটী গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। শ্যামসিংহও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগহিয়া ডোমগণ বিখ্যাত ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থে সন্‌সারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদ মাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্য প্রতিমূর্ত্তি প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে গোময়-জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণহস্তে ডোমদিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্দ্বারা বামবাহুতে একস্থানে কর্ত্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ রক্ত ৪।৫ ফোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃদুস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যলব্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অনুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্ব্বে রাত্রিযোগেই মৃতসৎকার করিতে বাধ্য করায় ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মৃতের সৎকার সম্পন্ন হইলে সকলে স্নান করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মদ্য উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্য বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস ভোজন ও মদ্যাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অগ্নিসৎকার করে; ক্বচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিকবর্ষবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্য্য যেরূপ নৃশংস, তদ্দ্বারা সকলের বিশ্বাস ইহারা দয়া মায়া লেশশূন্য। ইহাদের পান দোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে; ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখেনা। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদের কার্য্য করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়। অগ্নি, খড় প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই শ্মশানঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেনা; কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কার্য্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অশ্ব, কুক্কুট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোপার স্পৃষ্ট দ্রব্য খায়না। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিলনা; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা বলায় সে প্রহারপূর্ব্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দ্দভটীকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দ্দভহত্যার জন্য তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপকার্য্যের মূল দেখিয়া ধোপা জাতিকে অতিশয় ঘৃণার্হ বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অঙ্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরেনা বা কুকুর মারে না। ইহারা কাঠের বাঁট লাগান দা ব্যবহার করেনা। এই দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করেনা বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ঝাঁকা, চুপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের রাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থান পরিবর্ত্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাদ্য করিয়া থাকে। কাহারও মতে, চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন একস্থানে থাকেনা। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করেনা, ধর্ম্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটী নাম ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বপ্রথমে কালুডোম ধর্ম্মরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল মহামদকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মরাজ রঞ্জাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয়

রাজার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ায় লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন প্রতিকার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য ও শূকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্ম্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধহয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মরাজপূজার সৃষ্টি ধর্ম্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক্ব দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংস দ্বারা ধর্ম্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রতীতি হয়। মন্ত্রটী এই ;—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্।
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মঝ যস্য (?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥"

এই মন্ত্রটী সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ম্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্ম্মানুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোটদেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম্মপাল নামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কালবিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা ডোমাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্ম্মনামক বৌদ্ধতান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার শিষ্য হইল। ডোমাচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাঢ় দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষকালে ধর্ম্ম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা বৌদ্ধ উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অন্ত্যজদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিক্‌পাল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। *

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ব্ববঙ্গের ডোমদিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও ঘৃণিত কার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছে। ইহাদের আচার ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। "স্পৃষ্টা প্রমাদতঃ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।"

(মৎস্যসূক্তত' ৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধুমবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত গোরখপুর জেলার একটী প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখপুর নগরের প্রায় ১½ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে রোহিন নদী, দক্ষিণে রাপ্তিনদী, উত্তরপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে ককরাহয়া নালা। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দ্দিক্‌ই স্বাভাবিক পরিখা-পরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে একটী দুর্জ্জয় দুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নস্তূপের উপর ইংরাজদিগের একটী

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1895, p.68.

আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গোরখ্‌পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগড় হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ডোমরাজাদিগকে কাটিয়া রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাট্টার নাম দ্বারাও ঐরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোম রাজগণ দ্বারাই নির্ম্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এথানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্ত্তমান সমস্ত গোরখ্‌পুর এবং রাপ্তি-নদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অদ্যাপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমরদার, ডোমকৈবা, ডোম্‌রা, ডোমহাট, ডোম্‌রিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুষ্কোণ এবং অতি বৃহৎ ও পুরু। *

* Cunningham's Archæolo gical Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ডোমনা (যাবনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী।

ডোম্বর, কর্ণাটকপ্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (ক্লী) দোষ রা-ড পৃষো° সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বামকরে ও পুরুষেরা দক্ষিণকরে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।]

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনসূত্র।
"চতুর্দ্দশসমাযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরভী (স্ত্রী) ডোরমিব ভয়তে ভী-ড গৌরা° ঙীষ্। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) ধান্যাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডৌণ্ডুভ (দেশজ) ডুণ্ডুভ পক্ষী।

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মূর্ত্তি।

ড্যাঁপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ড্রেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্ত্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক কলিকাতার শাসন-কর্ত্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢ

ঢ ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দ্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অর্দ্ধমাত্রা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণদিকে ঊর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটী রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটী কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

"ঊর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্গয়, শূর, যজ্ঞেশ, ধনদেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেয়া, ঋদ্ধি, নির্গুণ, নিধন, ধ্বনি, বিঘ্নেশ, পালিনী, তঙ্কধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, এলাপুর, স্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্র।) এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরাকুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্।
অষ্টাদশভুজাং ভীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, লোচন রক্তপদ্মতুল্য, ইনি অষ্টাদশভুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষ প্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুক্কুর। ৩ কুক্কুর-লাঙ্গুল। ৪ নির্গুণ। ৫ ধ্বনি।

ঢক্ (দেশজ) ধাক্কা, ঠেলা।

ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

ঢক্‌ঢক্ (দেশজ) শ্লথরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ঢকার (পুং) ঢ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। ঢস্বরূপবর্ণ।

"ঢকারং প্রণমাম্যহং।" (কামধেনুত°)

ঢক্ক (পুং) দেশবিশেষ, চলিতকথায় ঢাকা। (ভুরিপ্র°)

ঢক্কা (স্ত্রী) ঢক্ ইতি গম্ভীরশব্দেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্ চ। বাদ্যবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্য্যায়—যশঃপটহ, বিজয়মর্দ্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র, দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢক্কানাদচলজ্জলা (স্ত্রী) ঢক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা। (কাশীখ°)

ঢক্কারবা (স্ত্রী) ঢক্কায়া রবইব রবো যস্যাঃ বহুব্রী। তারিণীদেবী।

ঢক্কারী (স্ত্রী) ঢক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণ্ গৌরা° ঙীষ্। তারিণী।

"ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কারবরবা ঢকা।" (তারাসহস্রনামস্তো°)

ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(১।) ১ ধ্বজা, (।১) ২ তাল, (।।।) ৩ তাণ্ডব।

ঢঙ্গ (দেশজ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

ঢণ্টী (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

"ঢণ্টী বাক্যস্বরূপা চ ঢকারাক্ষররূপিণী।" (রুদ্রযা°)

ঢনা (দেশজ) কৃশ, দুর্ব্বল, শুষ্ক, ম্লান।

ঢপ (দেশজ) ১ মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ত্তনাঙ্গ গানবিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্ত্তনাঙ্গে নূতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঢপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখ।]

ঢল (দেশজ) ১ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিম্নস্থল।

ঢলাঢলি (দেশজ) যাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

ঢলান (দেশজ) ঢলাঢলি করা।

ঢলানী (দেশজ) ১ বেশ্যা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

ঢল্‌ক (দেশজ) আল্‌গা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

ঢলক্‌ন (দেশজ) আল্‌গা হওয়া।

ঢল্‌ঢল (দেশজ) ১ আল্‌গা। ২ সুন্দর বা সুশ্রী দেখান।

ঢল্‌ঢলিয়া (দেশজ) আল্‌গা।

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া পড়ন।

ঢসা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঢাক (দেশজ) ঢক্কা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।

ঢাকঢেকী (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ঢাকন (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান।

ঢাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৮´ হইতে ২৫° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটী জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ব্ববঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´´ হইতে ২৪° ২০´ ১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫০´´ হইতে ৯১° ১´ ১০ পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্পাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশরীনদী এই সমতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষ্মিয়ানদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্যাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দ্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মিয়া-নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণ গুল্ম বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে কৃষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খাল সকলের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ধান্য, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্ব্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষ্মিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পঙ্কলময় এবং উর্ব্বরা। পূর্ব্বো-ত্তরখণ্ড লক্ষ্মিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্ত্তী এবং অধিকাংশ পঙ্কলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেকস্থান বন্যায় প্লাবিত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্ হইতে ১৪ ফিট্ পর্য্যন্ত বন্যার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ঐ স্থান একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গায় গ্রাম সকল নির্ম্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাঠ প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলায় নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়ালখাঁ, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লক্ষ্মিয়া, মেঁদীখালী ও গাজী-খালী নামক ৭টী নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী সকলের মধ্যে হিল্‌সামারী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ঔদ্ভিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ কোন ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গল সকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী সকল হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ঔৎকর্ষনিবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ-সম্প্রদায় ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে-ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ুই অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বেণিয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল ও কোচজাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহারা পর্ত্তুগীজ, আর্মেণীয়, গ্রীক, য়ুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গোয়া-নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মানিকগঞ্জ, ৪ চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্মিয়ানদীর পরস্পর বিপরীততীরে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখ যোগ্য। যথা সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর সাভার ও দুর্দুরিয়া। শেষোক্ত দুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভুঁইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্ত্তি কহে। তদ্ভিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতিসাধন হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কসুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদারদিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংস্রব নাই।

কৃষি। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান্য প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান্য, ৩ বোরোধান্য, এবং ৪ উড়ি ধান্য অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান্য। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধান্যই প্রধান। ঢাকায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলায় পর্য্যাপ্ত হয় না, অন্যস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুসুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানকার তুলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল; তাহা হইতেই ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুসুমফুল প্রভৃতিই অন্যস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান্য-ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্যাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করেনা, অন্য খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ৫/৬ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শস্য হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা এবং তৎপরেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শস্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্যান্য জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাতায়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তা সকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও দুইটী রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকায় কার্পাস-বস্ত্র, শঙ্খ ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিকণকার্য্য প্রধান। পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস সূত্র-নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম নানাপ্রকার মলমল্ বা মসলিন সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অগ্রাপি য়ুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলদ্বারাও সেরূপ আশ্চর্য্য মলমল্ প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু এখন কাটুতি না থাকায় ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। যাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্য সুতা কাটিত এবং যে সকল তন্তুবায় ঐ সকল ভুবনবিখ্যাত মলমল্ সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস হইতে উহার সুতা হইত অনেকের মতে তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্য চরকা কাটা অর্দ্ধছটাক মাত্র সুতার মূল্য ৫০৲ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও দুই একজন তন্তুবায় দুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতূহল-নিবারণার্থ বরাত মত দুই চারিখানি মলমল্ বুনিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার-নির্ম্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে; তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণ রৌপ্যের ফিতা, হস্তীদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোলা সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। য়ুরোপীয়, য়িহুদী, মুসলমান, মাড়বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সন্নিহিত মদনগঞ্জ বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূর-দেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটী কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাস্থানের বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা আছে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১২টী থানায় বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত নদী বেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়া উঠে। এই বর্ষাকালের শেষভাগ এখানে বড়ই অপ্রীতিকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭'৪ ইঞ্চ। গড় বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮'৮° ফা°। ঢাকায় ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগ সকলের মধ্যে জ্বর, কোরণ্ড, গলগণ্ড, আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও যত্ন নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতিসংগঠন এবং পরিষ্কৃত জলপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণি-প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকা-বিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব্বকালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয় *।

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলা-লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্ব্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

'এখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গিরপত্তন' (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয়-বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ।] বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্ব্য নামে একটী জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌড়রাজ্য পালবংশীয়-রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গৌড় শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা (পূর্ব্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে ভট্টভবদেবের এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয়-রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শাসনকর্ত্তা স্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর সদাসেন (?) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেন-রাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনোজামাধব বা ছনুজমর্দ্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে দিল্লীসম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিলখাঁকে শাসন করিবার জন্য গৌড়-রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনোজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যই লক্ষ্মণাবতীর সুবাদার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বলবন্ প্রত্যাগমন করিলে সুবাদারগণও দনোজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনোজা বাধ্য হইয়া সুবর্ণ-গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমান-দিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্ত্তমান ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনোজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈদ্যবংশীয় বল্লাল নামে এক ব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বল্লালচরিত' রচনা করেন। তাঁহার সময় যে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বল্লাল-বাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি বাবা আদম্ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পায়রা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে তাঁহার পায়রাটীও উড়িয়া যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয় শোকাতুর হইয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্য আর কেহ রহিল

(১) "বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ॥
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদাঃ।
সাসাস্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ॥"
(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯ অঃ।)

(২) "যস্যাদ্যাপি জয়স্তম্ভাঃ সন্তিতে পূর্ব্ববারিধৌ।
প্রভাবাক্কেন বঙ্গালাং জিত্বা যেন ব্যধীয়ত।
কাশ্মীরিকনিবাসায় কালম্ব্যাখ্যা জনাশ্রয়ঃ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮২।)

না। ঢাকা জেলা পুনরায় যবন কবলিত হইল। কাহারও মতে তথনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন। এই সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্ত্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিককাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপ্রতিহত চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। রাজাগাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্ত্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি জলালাবাদ ও ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার উত্তরাধিকারীগণ মোগলদিগের নিকট পরাজিত হন। ইহারা সম্রাট্ অক্‌বর কর্ত্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইহাদের একজন সর্দ্দার ওসমানখাঁ কর্ত্তৃক নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলামখাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুম্লার শাসনকালেই ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধা দিবার জন্য তিনি লক্ষিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরক্‌পুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হয়। সায়েস্তাখাঁর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার সময় ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সায়েস্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটী গৃহ এখন ও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সায়েস্তাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিকদিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলিখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট্ পৌত্রের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ সমস্ত অবগত হইয়া পৌত্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসন সময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্ব্বপ্রদেশ-শাসনের ভার একজন নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফ্‌উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্ত্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ম্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রথম বিভাগের কার্য্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয়

বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উভয় বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্ম্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েবগণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ¼ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবারা আবার কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার আলি, আহসাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওয়াব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান পর্ব্ব-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব কর্ত্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সায়েরআদায় হইত।

(১) নৌকাপ্রস্তুত, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) যাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দুর প্রস্তুত। (৭) পাণ বিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে যাহারা ব্যবসা করিত। (১১) দোকানদার প্রভৃতি। (১২) বানর, ভল্লুক, সর্পক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। (১৩) গায়ক। (১৪) কাষ্ঠবিক্রয়। (১৫) ওজনপরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিগণও শতকরা ॥০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাট্‌দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সায়ের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিফেণ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০টী জমীদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলায় ১৩৫০ খানির জমিদারীস্বত্ব গবর্মেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্ট প্রথমে এই গুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্মেণ্টের কোন সত্ব না থাকায় অথবা অন্য জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্মেণ্ট এ গুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমানদিগের শাসনকালে ঢাকায় বস্ত্র ব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টরি মহামন্ত্রে ঢাকার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটের

সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহিদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটীশগবর্মেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুরোপীয় ও য়ুরেসিয়গণও নগর রক্ষার্থ সখের সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে চট্টগ্রামের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবর্মেণ্ট ঢাকার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫ টার সময় সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে য়ুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহিগণ সহজেই গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে, সিপাহিগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। সিপাহিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অক্‌বরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তর্গত এবং পূর্ব্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্‌গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্য বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭৯২০৲ এবং ২৫৮২৮০৲ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১৯২৮২৯০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। পরিমাণফল ১২৬৬ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ২৫´´ পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসীসংখ্যা ৮২০২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ১৭ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১¼ মাইল বিস্তৃত। দোলাইখাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটী রাজবর্ত্মই প্রশস্ত এবং উভয়পার্শ্বে সুন্দর হর্ম্ম্যাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। য়ুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় ½ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্ম্মেণীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তুবায় ও শঙ্খবণিকদিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তবাটীর সম্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ী সকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে— সুলতান মহম্মদ সুজা নির্ম্মিত কাট্‌রা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটীও এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠী সকলও নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য— Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. V.

ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহাদিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অরণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের মলমল্‌ বহু সমাদরে য়ুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মলমলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সূক্ষ্মতায়, বয়নপারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সূক্ষ্মসূত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ঢাকাই মস্‌লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মলমলের কাটতি কমিতে লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। এতদিন বস্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অদ্যাপি তন্তুবায়গণের দুরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসীসংখ্যা ২ লক্ষের অন্যূন বলিয়া অনুমতি হয়, কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের সমুহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। সম্প্রতি ঢাকার মস্‌লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক জন তন্তুবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। মদনগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্ত্তী নগর অপেক্ষা অধিক। তণ্ডুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম্ম এবং বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্য্য ছিল। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্‌ জলমগ্ন হইয়া যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন হইত। সংপ্রতি বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাকা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

(দেশজ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত 'ঢাকা দক্ষিণ' গ্রাম। ইহা শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত।

এই গ্রাম শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ একটী সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুসহস্র লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপ গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাঁহার শ্বাশুড়ী অনুরোধ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটীবার ঢাকা-দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে শ্বাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি শ্রীহট্টস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটী মূর্ত্তি দেন, একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী তাঁহার। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুইটী মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল। আজিও মিশ্রবংশের অন্য কোন জীবিকা নাই, এই মূর্ত্তি পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আয় হয় তাহা হইতেই একটী বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতি-পালিত হয়, এইজন্যই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।
* * * * * *
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।
নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥" (ম॰ স॰)

এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'ঠাকুরবাড়ীর' সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতিত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন, ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাঘোড়া (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া।

ঢাকাঢোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাদ্যকারী, যে ঢাক বাজায়।

ঢাকুনী (দেশজ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ্দা।

ঢাণ্ডা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শব্দার্থচি॰)

ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো॰ সাধুঃ। চর্ম্মনির্ম্মিতফলক।

ঢালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা।

ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড় থাকেনা কেবল পিটিয়া গড়া হয়।

ঢালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে ফেলা।

ঢালি [ঢালী দেখ।]

ঢালী (ত্রি) ঢালমস্ত্যস্তি ঢাল ইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল-ধারী, চর্ম্মী।

"ঢালিপক্ষজয়করী ঢকারবর্ণরূপিণী।" (অন্নপূর্ণাস্তো॰)

ঢালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

ঢিপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা।

ঢিপি (দেশজ) উচ্চস্থান।

ঢিপী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্তূপ, ঢিবী, রাশি।

ঢিপ্‌ল্যা (দেশজ) লুটি।

ঢিবি (দেশজ) [ঢিপী দেখ।]

ঢিমা (দেশজ) মৃদু, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টখণ্ড।

ঢিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আল্গা। ২ অলস।

ঢিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

ঢীলা (দেশজ) [ঢিলা দেখ।]

ঢীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

ঢু (দেশজ) মস্তক দ্বারা আঘাত।

ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

ঢুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত করণ।

ঢুণ্টন (ক্লী) ঢুণ্ট-ল্যুট্। অন্বেষণ, খোঁজন, ঢোঁড়ন।

ঢুণ্টি (পুং) ঢুণ্যতে হসৌ ঢুণ্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্মিধাতুঃ
সর্ব্বার্থঢুণ্টিততয়া তব ঢুণ্টিনামা।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজ॥" (কাশীখ॰)

ঢুণ্টি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জ্ঞাত), এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কাশীতে প্রবেশ করিতে পারেনা, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে ঢুণ্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ঢুণ্ডি-রাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা করে, তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লাচতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঢুণ্ডিগণেশের পূজা করে, শুক্লতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। (কাশীখ° ৫৭ অঃ) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার। ৩ মাংসাদি-নির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী রাজা, ইঁহারই উৎসাহে বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত "ঢুণ্ডিপ্রতাপ" নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঢুণ্ডিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, পার্থপুরবাসী নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—ঋণভঙ্গাধ্যায়, কুণ্ডকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাহরণ, জাতক-কৌস্তুভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গ-ফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত সুধারসের সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুক প্রভৃতি।

ইঁহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্যপ্রয়োগরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্তোত্র-প্রণেতা।

ঢুণ্ডিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হৌত্রসামান্য রচনা করেন।

ঢুণ্ডিরাজ ব্যাসযজ্বন্, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে এক-খানি সঙ্গীত পুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষসটীকা রচনা করেন।

ঢুণ্ঢুভ (পুং) ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া শাপ।

ঢুপ্ (দেশজ) ১ থালি। ২ থালি পাত্রের শব্দ।

ঢুলুঢুলু (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। ১ ঝিমন।

ঢুলা (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান।

ঢুষ্ (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ ঢু দেওয়া।

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়া। ২ গুতা মারণ।

ঢুষণা (দেশজ) ১ কর্ম্মঠ হইয়াও যে কিছু করেনা। ২ অপব্যয়কারী।

ঢুষাঢুষি (দেশজ) পরস্পর গুঁতা মারা, ঢু দেওয়া।

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল।

ঢেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

ঢেঁকি (দেশজ) তণ্ডুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁকিশালা (দেশজ) ঢেঁকিগৃহ, ঢেঁকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেঁকিশালা॥" (কবিক° চণ্ডী)

ঢেঁটা (দেশজ) শঠ, দুষ্ট, খল।

ঢেঁট্‌রা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা, কোন একটী বিষয় সাধারণে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন করিয়া থাকে।

ঢেঁড়রিয়া (দেশজ) যে ঢেঁড়া দেয়।

ঢেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে রামঝিঙ্গা বলে।

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেণ বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ-বিশেষ। ৩ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁপ (দেশজ) পদ্মের বীজকোষ।

ঢেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রূপ। ২ দোষসূচক দৃষ্টান্ত।

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

ঢেক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

ঢেকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

ঢেকাঢোকা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢেকুর (দেশজ) হিক্কা।

ঢেঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, কোটনা।

ঢেমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

ঢেমনী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢেমসা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেম্নী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক।

ঢেরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোক-দিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন।

ঢেরি (দেশজ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ।

ঢেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টক খণ্ড।

ঢোলপুর, রাজপুতনার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী দেশীয়

রাজ্য অক্ষাং ২৬° ২২´´ এবং ২৬° ৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ও ৭৮° ১৯´ পূঃ। এই রাজ্যটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃতি ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঙ্গা (অথবা উতনগাঁ) নদী। ঢোলপুরে পার্ব্বতী ও মোর্ক নামে ইহার দুইটী শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্তে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্ম্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ত্তে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইল মধ্যে চূণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি অনুর্ব্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্যের পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তুলা ও ধান্য জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কূপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে পারেন। পতিত জমি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারান্তর্গত।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্ম্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুত, গুর্জ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দ্ধ তালুকের গুর্জ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিজীবী। বৈষ্ণব ধর্ম্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটী প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাখেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্য্যন্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৫টী তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দ্ধ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলরি, (৫) রাজাখেরা। উক্ত তহসীল গুলিতে যথাক্রমে ৫,৭,২,৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবনমৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য কৌন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচার বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, কিন্তু কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা ফাড়ি এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বন-বিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাপ্রথা বৃটিশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টি-পাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তোমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাধা দিয়াছিলেন। অকবরের সময় ঢোলপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে রঞ্চবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট্ মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ জাটবংশীয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহদ নামক একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোলপুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট্ অকবর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণিপথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদরাজ গোয়ালিয়র অধিকার নিজ স্বাধীনতা প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ত্তে একটী সন্ধি হইল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট মহারাণাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং জয়পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ার ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অম্বজি ইঙ্গলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য কএকটী স্থান বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৃটীশগবর্মেণ্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণা প্রদান করিলেন। এই রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রায় প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভায় ও দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মানার্থ ১৫টী তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের থাম, খিলান, বক্র ও অন্যান্য আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিত্তলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিস করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৪২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৮´ পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মণ্বতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনদেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎপুত্র হুমায়ুন চর্ম্মণ্বতী নদীর গর্ভশায়ী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট্ অকবর এখানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহ কর্তৃক

নির্ম্মিত। কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত ও নানাবিধ পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দহ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটী মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্নানদানাদি করিয়া থাকে। এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্গুনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্‌পৌ নগরেও একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটী ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহ-সন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢো (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্বর্ণাদির পরিণাম করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে।

ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

ঢোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

ঢোঢ্রমিশ্র, প্রাণকৃষ্ণমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রাদ্ধবিবেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢক্কা তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো° সাধুঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রযামলে এই বাদ্যের নাম পাওয়া যায়। ইহা একটী গ্রাম্য বহির্দ্বারিক যন্ত্র। ঢোলক অপেক্ষা কিছু বড়। এই বাদ্য একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। ইহা গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ) ২ রাগ-বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেথব যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

ঢোলক (পুং) ঢোল-স্বার্থে কন্। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মিত হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বয় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভ্যযন্ত্র এবং যাত্রা, পাঁচালী ও ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (Ipomœa grandiflora.)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, ঝিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোল অস্ত্যস্ত ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষাণ (দেশজ) গুতা মারণ।

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-ল্যুট্। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

ণ

ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্নবিষয়ের প্রভেদ। বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্বগতা রেখা মধ্যাৎতস্ত উর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥
ব্রহ্মেশ বিষ্ণুরূপা সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষিবাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয়। (বৃত্তর° টী°)

ণ (পুং) ণ থ-ড পৃষো° সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। ২ ভূষণ। ৩ গুণবর্জ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ নির্ণয়। ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো°)

"ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকার নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥"

ণকার (পুং) ণ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। ণ স্বরূপবর্ণ, ণকার।

ণত্ববিধান (ক্লী) ণত্বস্য বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ৠ, র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ ও অনুস্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গ যুক্ত (ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ৠ, ষ থাকে, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি অন্য পদস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন্, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়; কিন্তু তিরিকা, ঈরিকা, হরিদ্রা, তিমিরা, বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

শস্য পক্ক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, নির্, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়। অন্য পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

বয়স্ অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর্ শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নীশব্দের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, দ্রু, খর ও বার্ধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

গিরি নদী, স্বর্ণদী, গিরিনিতম্ব, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তুর্য্যমান, মাষোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পর যদি নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ এই সকল ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যদি হন্ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ্ এই তিন ধাতুর বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিন্থু ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ্, পদ্, দা, ধা, হন্, নদ্, পদ্, দান্, দো, সো, দে, ধে, মা, যা, দ্রা, প্সা, বপ্, বহ্, শম্, চি, দিহ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্য-বর্ণের পূর্ব্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু ণ্যন্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতেন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

কৃৎ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

নশ ধাতুর শ মূর্দ্ধণ্য হইলে ণ মূর্দ্ধণ্য হয়।

ক্ষুভ্নাদির ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ণ্য (পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

"ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ত

ত ব্যঞ্জন বর্ণের ষোড়শবর্ণ। ত বর্গের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রা-কাল দ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দন্তমূল দ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। মাতৃকাল্যাসে বামনিতম্বে ন্যাস করিতে হয়।

তন্ত্র মতে, ইহার লিখনপ্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে কুণ্ডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণদিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

"আদৌ বিন্দুস্ততোমধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সা।

দক্ষাদ্বামগতানিত্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, জটী, ধ্বজী, বামস্ফিচ্, (বামনিতম্ব), বামকটী, কামিনী, মধ্যকর্ণক, আষাঢ়ী, তণ্ডতুম্ভু, কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, রত্নক, শ্যামমুখী, বারাহী, মকর, অরুণা, সুগত, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধকায়, ক্রোষ্টুপুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্র°)

ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে। ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক। এই বর্ণ ত্রিশক্তিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্ত্বোপেত ত্রিবিন্দুযুক্ত ও পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুত°)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্।

সদাষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরধরাং পরাম্॥

নানালঙ্কারভূষাং বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।

এবং ধ্যাত্বা তকারন্ত তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, রক্তবস্ত্র-পরিধায়িনী ও নানাভূষণ দ্বারা পরিশোভিতা—ইনি সাধকদিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল ধন নষ্ট হয়। "তোব্যোমান্তলঘুর্ধনাপহরণং" (বৃত্তর° টী°)

ত (পুং) তক-ড। ১ চোর। ২ অমৃত। ৩ পুচ্ছ। ৪ ক্রোড়। ৫ ম্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ°) ৮ রত্ন। ৯ সুগতদেব, বুদ্ধ। ১০ গৌরববর্জ্জিত। ১১ ক্রোষ্টুপুচ্ছ। (একাক্ষরকো°) (ক্লী) (স্ত্রী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবর্ণ প্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটী বর্ণ বুঝাইবে) আদি দুইটী গুরু ও অন্ত্যটী লঘু গণবিশেষ (ऽऽ।) অর্থাৎ প্রথম ২টী গুরু ও শেষটী লঘু হইবে। "সোঽন্তগুরু কথিতোঽন্ত্যলঘুস্তঃ।" (ছন্দোম°)

তংসু (পুং) তসি-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতিনারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটী পুত্র ছিল। কিন্তু তংসু নিজ বীর্য্যবলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত অঃ ৯৪-৯৫)

তঅজব্ (আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য।

তঅলক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২ চিন্তা। ৩ বাণিজ্য। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য্য।

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ।

তংখ্বা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখ্বাদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার নির্দ্দিষ্ট করে।

তক্ (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (ত্রি) তং গৌরববর্জ্জিতং যথাতথা কায়তি কৈ-ক। ১ নিন্দিত। "ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং" (ঋক্ ১।১৯১।১৫) 'তকং কুৎসিতং' (সায়ণ) তক-অচ্। ২ সহনশীল। "তকাবয়ং প্রবামহে ইদং মধু" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ১৩।৩।২১) ৩ স্খলিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্য" (ঋক্ ১।১২০।৬) 'তকবানস্য স্খলৎ গতেরন্ধস্য।' (সায়ণ)

তকৎ (অব্য) তক বা অতি। অতিশয় অল্প। "তকৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি" (ঋক্ ১।১৩৩।৪) 'তকদিতি মনায়তি অত্যল্পমিদং।' (সায়ণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কহে। প্রস্তর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। তজ্জন্য ইহাদিগকে চাকি-কর্‌নে-ওয়ালা ও পাথরীও কহিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। সট্বাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা উহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্ত্তি হনুমানের মূর্ত্তির ন্যায়। ইহারা তৃণপত্রাদি নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করেনা, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট ঙীপ্। কুৎসিতকারিণী স্ত্রী। "তেভিনদ্মিতকরীং" (তৈত্তি° স° ৩।৩।১০।১)

তকল্লবী (আরবী তক্‌লীফ্ শব্দজ) বিরক্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত।

তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন।

তকার (পুং) ত-স্বরূপে-কার। ত স্বরূপ বর্ণ।

"এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (কামধেনুত°)

তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতিবিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাঁহারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমানদিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব শ্মশ্রু ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনীগণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সম্রান্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যাভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মুজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্যান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু শূকর মাংস ভোজন করে এবং সট্বাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্য করে। সকলে রীতিমত নমাজও করেনা। মুসলমান ধর্ম্মাচরণের মধ্যে কেবল মাত্র সুন্নত্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজপতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই ইহাদের বিবাহাদি রেজেষ্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আহ্মদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। গো ও শূকর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি চাদর পিরাণ জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী স্ত্রীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ত্তা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময়ে সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘুঁটে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবীদেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ব্বদিনে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের ন্যায় সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করায় না অথবা কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অর্দ্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস্। ৩ বিশ্বাস।

তকিৎ (আরবী) নিশ্চয়তা।

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৬) ১ ধূর্ত্ত। ২ ঔষধ। (উজ্জ্বলদত্ত)

তকিলা (স্ত্রী) তকিল-টাপ্। ঔষধ। (উজ্জ্বল)

তকু (ত্রি) তক-গতৌ-উন্। গতিশীল। "পুরুমেধশ্চিৎ তকবে" (ঋক্ ৯।৫৭।৫) 'তকবে তকতি গতিকর্ম্মা ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ সোমমভিগচ্ছতে'। (সায়ণ)

তক্ক, জাতিবিশেষ। তক্কজাতি রাবলপিণ্ডি বিভাগের অক্ষা ৩৩° ১৭´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে শাহদেরি গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তক্ক-জাতির নামানুসারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সমগ্র সিন্ধুসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গক্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তক্কদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ফিলস্ট্রেটস্ এবং ফাহিয়ান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া ছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে ৪০০ খৃঃ অব্দেও তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিলা প্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্ব্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব তক্কদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী আটক নগরে এখনও তক্কজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৯০০ খৃঃ অব্দে তক্কদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তক্কদেশ গুর্জ্জরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উভয় পার্শ্বে অনেক তক্কের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস-লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক্ক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশে যে ৩টী আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, তক্ষশিলা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তক্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আষাঢ় দুর্গ তক্করাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক্ক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

টডসাহেবের মতে তক্ষক তক্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তক্কগণ নাগের উপাসনা করিত। তক্ষশিলার রাজার দুইটী প্রকাণ্ড সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্ব্বে তক্কজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সর্পপূজা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দ্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

জম্বু, রামনগর এবং কৃষ্ণবার প্রভৃতির পার্ব্বত্যপ্রদেশে তক্কজাতি বাস করে। তক্কগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত, রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাদের সামাজিক মর্য্যাদা জাটদিগের ন্যায়। ভট্টিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদ্দা তক্কের সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তক্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ক বাস করে। ইহাদের প্রায় ⅘ অংশ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তক্কন্ (ক্লী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্টু)

তক্মন্ [বৈ] ১ চর্ম্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তক্মনাশন (ক্লী) বসন্তনাশকারী।

তক্ত (ক্লী) ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তক্তপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তক্ত্‌ই-সুলেমান, ১ কাশ্মীরের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৯৫০ ফিট্ এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমতল হইতে সহস্র ফিট্ উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪´ ৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৩´ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে দৃষ্টি করিলে চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুষারমণ্ডিতপর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের চূড়াতেই জ্যেষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটী মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানস্তানের মধ্যবর্ত্তী সুলেমান পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটী চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণ-দিকের চূড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটী যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্বত-শীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের অনেকস্থান তরুলতা-শূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে দুইটী পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শীতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে।

তক্তপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটী করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায়।

তক্তা (পারসী) চেটাল কাষ্ঠখণ্ড।

তক্তারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাল্কী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকং হাসং অর্হতি তক-যৎ (তকিশসি চতি জনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ। পা ৬।৪।৬৫ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ।) সহনীয়।

তক্র (ক্লী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি দুগ্ধং তন্‌চ-রক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দুগ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যায়। সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন দ্বারা নবনীত উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।]

মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাদ্বারা কফ নষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদ্‌শ্বিৎ। কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক।

ছচ্ছিকা। শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নি-দীপ্তিকারক।

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্পপরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফ-জনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

গুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারী।

অপক্বতক্রের গুণ—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পক্বতক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেব্য নহে। (ভাবপ্রº তক্রবর্গ)

তক্রকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উষ্ণদুগ্ধাৎ জাতা কূর্চ্চিকা। ছানা, গরম দুগ্ধে অম্লসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিণ্ড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিণ্ডঃ। তক্রদুষ্ট দুগ্ধপিণ্ড, ছানা।

"দগ্ধা তক্রেণ বা দুষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রব্যভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥"

দধি,ও তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিদ্ (স্ত্রী) কথ্‌বেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (স্ত্রী) তক্রযোগেন পাচিতং মাংসং। তক্রসং-যোগে পক্বমাংস, আখ্‌নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘৃতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্রº)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বম-ণিচ্-ল্যু। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট-অচ্। মন্থানদণ্ড।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ, গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণী-রোগে ব্যবহার্য্য। (চক্রদত্ত)

তক্‌রার্ (আরবী) ১ বাদানুবাদ। ২ পুনরুক্তি।

"কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্‌রার্।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

তক্‌রারী (আরবী) ১ বিরক্তিজনক। ২ কেঙ্গালিয়া। ৩ বাদানুবাদজনক, বিবাদী।

তক্‌লীফ্ (আরবী) ঝন্‌ঝাট, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি।

তক (ত্রি) তক গতৌ ব। গমনশীল। "তকো নেতা তদিদ্বপু-রুপমা।" (ঋক্ ৮।৬৯।১৩) 'তকো গমনশীলঃ।' (সায়ণ)

তকন্ (ত্রি) তক গতৌ বণিপ্। ১ গতিশীল। "তক্বা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি" (ঋক্ ১।৬৬।২) তক-সহনে বণিপ্। ২ চোর। "নিমৃচ উষসস্তক বীরিব" (ঋক্ ১।১৫১।৫) 'তক্বা স্তেনঃ তস্য বেতা গন্তা।' (সায়ণ)

তক্ববী (ত্রি) তকানাং চোরাণাং বীঃ গতিঃ ৬তৎ। চোর-দিগের গতিবিশেষ। "ভগমীট্টে তকবীয়ে।" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিনাম্ অন্যত্র গমনায়।' (সায়ণ)

তক্‌বারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইস্মাইলখাঁ জেলার একটী সহর। ইহা কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেরা-ইস্মাইলখাঁ নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০´ পূঃ। অধিবাসিগণ গন্দপুর ও জাট জাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ সুলভ।

তক্‌বাল-বাল, পেশাবর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, বুর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তক্‌বাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তক্‌বাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্তূপ অতি বৃহৎ। তক্‌বাল-বালা-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও একটী কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র।

"তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে।" (ভাগ° ৯।১১।১২)

২ বৃকের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৪২)

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটী।

"অনন্তো বাসুকি পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ॥" (ভারত ১)

পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্প-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাসুকি মহর্ষি আস্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভস্মসাৎ করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমেজয়ের নিকট সর্প যজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প°)

[পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, আস্তীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, তক্কগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটী কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডবদাহকালে অর্জ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক্ক এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তক্কদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক্ক অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুষ্কজাতির শাখা। ইহারা প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডসাহেব বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জ্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থলে তক্ষক একটী গ্রাম্যদেবতা।

"মসূরং নিম্বপত্রঞ্চ যোহত্তি মেষগতে রবৌ।

অতিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (লিখিত)

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) যাহারা মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা। "তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি" তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মসূর ও নিম্বপত্র-ভক্ষণ সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্ম্মা। (শব্দর°) ৩ ক্রমভেদ। (হেম°) ৪ সঙ্কর-জাতিবিশেষ, ছুতার। সূচকের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জন্ম। [সূত্রধর দেখ।] ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ° ৯।১২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্যস্য নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্‌চ। তক্ষবিশিষ্ট।

তক্ষণ (ক্লী) তক্ষ তনূকরণে ভাবে ল্যুট্। কৃশকরণ, চাঁচা ছোলা, অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মসৃণ করা, রেঁদা দেওয়া। কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণং।" (মনু ৫।১১৫)

তক্ষণী (স্ত্রী) তক্ষ্যতে হনয়া তক্ষ-করণে ল্যুট্ টিত্বাৎ ঙীপ্। বাসী অস্ত্র, বাইস্, ইহা দ্বারা কাষ্ঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়। [বাসী দেখ।]

তক্ষন্ (পুং) তক্ষ-কনিন্ (কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্ ১।১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। "আপ্তেন তক্ষ্ণা ভিষজেব তৎক্ষণং।" (মাঘ ১২।২৫)

২ বিশ্বকর্ম্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ-কর্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপধায় লোপ করিয়া তক্ষ্ণী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত যোগ দান করেন।

আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। (ভারত ১।৩।২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্প-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গমাইল ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা অমন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইস্থানে অনেক নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্ব্বে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কালে তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষশিলায় প্রচলিত ছিল।

চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষার কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে তাকরি অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোরম। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্বে অশোকনির্ম্মিত গহ্বর। প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিতি ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্ব দিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদ্‌গণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিতস্তা নদীর তটে তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেকসান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তক্ষশিলা নগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণালও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্ বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা য়ুক্রেটাইডিসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুষাণ-কুলোদ্ভব কনিষ্ক অসিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাগণ তক্ষশিলা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপিখানি পাইছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারিদিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহর মধ্যে কতকগুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস্ নগর মধ্যে একটী সূর্য্যের মন্দির, একটী উদ্যান ও একটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটী প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভবেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষশিলাকে চৌ-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কাশ্মীরের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিলনা; কিন্তু অতি অল্পই মহাযান মতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনদিগের লিপি অনুসারে কলক্সরের নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল; ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার প্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারের সুসিম আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইলে অশোকের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটী টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপগুলি এখনও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অদ্যাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণদিক্ হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারথানা, (৬) শির-সুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্ত্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছকোটের তত্রানলের নিকটবর্ত্তী স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহধেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলায় অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠেও এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গের কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচীন তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিণ্ডি জেলায় ৩৩° ১৭´ উঃ, অক্ষাং এবং ৭২° ৪৯´ ১৫″ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটী অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্ব্বদিগের রাজধানী ছিল। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ এই রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভরত রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। রামায়ণে তক্ষশিলা সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিলা আদি যস্য বহুব্রী। পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ, সোঽস্যাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির উত্তর প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্ ও ঢঞ্ হয়, তক্ষশিলা,

বংস্তোদ্ধরণ, কৈর্ম্মেছুর, গ্রামণী, ছগল, ক্রোষ্টুকর্ণ, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিন্নর, কাণ্ডধার, পর্ব্বত, অবসান, বর্ব্বর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪।৩।৯৩)

তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিদ্যতেঽস্যাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্‌সীর্ (আরবী) দোষ। এদেশে চলিত কথায় তস্‌কীর বলে।

তক্‌সীরদার্ (পারসী) দোষী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তখ্‌ত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তখ্‌তা (পারসী) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটী বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (ऽऽ।)। "কথিতোন্তলঘুস্তঃ" (ছন্দোম°)

তগর (পুং) তস্য ক্রোড়স্থ গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগরমূল। কাশ্মীরে তরবট্ ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, ষণ্ড, নহুষ, দস্তহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুই প্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম কালানুসার্য্যতগর, পর্য্যায় কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টীর নাম পিণ্ডতগর। পর্য্যায়—দন্তহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়বিধ তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপস্মার, শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

সাধরণতঃ যাহা নদী সমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাদুক বা তগরপাদুক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, উঞ্জানী ও ত্মাটারণ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Taberneamontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নামান্তর দস্তহস্ত, তাহা হইলে জলকচুরী নামক নদীজ কচীজাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিত নীলপুষ্প শাক তগরপাদুক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাদুকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্য উহাকে নীলবুহ্না বলাই সঙ্গত।

২ তগরমূলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না কাঁটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প শুক্লবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর°)

এই পুষ্প নারায়ণপূজা প্রভৃতিতে প্রশস্ত।

"প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিষেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥"(ভারত ১৩।১০৪।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পূর্ব্বে দশদিনের পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র প্রস্তুতকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থান ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণা জেলাস্থ বর্ত্তমান জুন্নার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলারবাড়ীর নিকটবর্ত্তী। এই শিলাবাড়ী নাম সাদৃশ্য হেতু শিলাহার রাজগণের সংস্রব অনুমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগর নগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুন্নার নগরের অবস্থান লেনাদ্রি, মানমাড় ও শিবনের এই তিনটী পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উথাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ফলকে তগরনগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্ত্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দ্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *।

তগরপাদিক (ক্লী) তগরস্ত পাদো মূলমস্যাত্র ইতি ঠন্। তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

তগরপাদী (স্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্রব্যভেদঃ পাদে মূলেঽস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

* Bombay Gazetteer, vol. xviii, part ii, p. 211.

তগলুর্ (আরবী) তছরূপ, ঘাট্‌তি।

তগলুরী (আরবী) ছল, চাতুর্য্য।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গবর্মেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন।

তগীর (আরবী) পরিবর্ত্তন, বদল।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। ২ দুঃখ দ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহ জন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। (ভরত) কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ পরিধেয় বসন। (রমানাথ)

তঙ্কন (ক্লী) তক-ভাবে ল্যুট্। কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা। সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহু স্থানে তঙ্কা প্রচলিত ছিল। এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্গা নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কার পরিবর্ত্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে। এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কা শব্দও সেই অর্থে প্রচলিত ছিল।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্‌খা কহে।

তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ।] ২ সকল প্রধান পুরাণ বর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ, বর্ত্তমান আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যস্য বহুব্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল অপেক্ষা না করিয়া যাহারা স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে।

তজ্জ (ত্রি) ততো তস্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী ড, তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্বিপ্। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছান্দো°)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি।" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মাইতেছে, যাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥" (স্মৃতি)

আদি সর্গকালে যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

তজ্জী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং জবতে জু-ক্বিপ্, গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তঞ্চকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী।

তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দ্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাল্কীর মত। পশ্চিমভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্য লোক তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞ্জাবুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৯° ৪৯´ হইতে ১১° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৬´ হইতে ৭৯° ৫৪´ পূঃ। পরিমাণফল ৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মদুরা জেলা এবং পশ্চিমে মদুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

তঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উপবন স্বরূপ। ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুঞ্জশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্য প্রসব করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জালের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও সুন্দররূপে এই সকল খাল দ্বারা শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়।

তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ, কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল ভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্য জঙ্গল আছে কেবল মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ পর্য্যন্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির দুই গজ মাত্র নিম্নে একটা প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী। নগপত্তনের দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শম্বুকাদির বিস্তীর্ণ স্তর খোদিত হইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তি-স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্ব্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয়, যে সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পারেনা।

তণ্ডুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্নস্থান সকলেই অধিকাংশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানম্ নামক দুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্য জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানম্ ধান্য আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাজরা, কঙ্গু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপে যেখানে জল-সেচনের সুবিধা নাই, এরূপ ভূমিতে কিংবা ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিবার পর ঐ সকল শস্যের চাষ করে।

তঞ্জোরে শাক সবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূলা, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বূল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব-প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভূমিতেই বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও ঘ্রাণ অতি তীক্ষ্ণ, প্রধানতঃ নস্যরূপে কিংবা তাম্বূলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কুড় ও ষ্ট্রেটস্‌সেট্‌লমেণ্টস্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয়না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্য এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ⅘ অংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসম্ভূত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্যাধারা ভূমি প্লাবিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো-মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করা হয়। তদ্ভিন্ন গোময়গলিত উদ্ভিজ্জ, ভস্ম ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাজ হয়না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক্ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮ মাইল পূর্ব্বে কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯।১০ ফিট্ নিম্ন। সুতরাং অতি অল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জোরের উর্ব্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তঞ্জোরের উর্ব্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট্, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়; তাহাতে কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। কোলরুণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটী আনিকট দ্বারা তঞ্জোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে। কোলরুণের উপর আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর ততদূর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্ব্ব আনিকটের ৭০ মাইল নিম্নে আর একটী আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলরুণ হইতে দুইটী খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অন্ধকছ) ও অপরটী তঞ্জোর নগর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরজনবায়াখাল কহে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক খাল খাত হইয়াছে এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহুবিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, নদী দ্বারাই প্রায় ১৩ অংশ শস্যক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি পুষ্করিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তঞ্জোরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত্ত-বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল জমিয়া দেশ প্লাবিত করিতে পারেনা।

ব্যবসা বাণিজ্য—তঞ্জোরের সর্ব্বত্র গতিবিধির বিশেষ সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটী শাখা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটী শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে উপকূল দিয়া নগপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদরন্যম্ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তঞ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবস্ত্র, কার্পেট, কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাবিধ বস্তু প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, কার্পাসসূত্র, য়ুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ষ্ট্রেটস্-সেট্‌ল্‌মেণ্টস্ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্ প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলই প্রধান।

তঞ্জোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম-বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমাগত দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয়না। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্ববায়ু বহে। এই সময়ে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই কালে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সময় গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায় ঘটিয়া থাকে। ঝড়ের সময়ে নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ক উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়েনা। পূর্ব্বে তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুম্ভ-ঘোনম্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া পড়ে। জেলায় প্রায় ৩৭টী ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার (মজুর), বেল্লনর (কৃষক), পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেম্বড়বন (ধীবর), ইদৈয়ার (মেষপালক), কম্মনর (কারিগর), কৈক্কনার (তন্তুবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (তাড়িকর) ও শেঠি (বণিক), অম্বত্তান্ (নাপিত), বেন্নান্ (ধোপা), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, কণক্কণ (লেখক) প্রভৃতি প্রধান। মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গব্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্প সংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তঞ্জাপুরী-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। তঞ্জান্ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় বিষ্ণু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন্ সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেয়ুর নামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুম্ভঘোণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অনুশাসন হইতে জানা যায় যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ এই অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুর্‌নেল সাহেব চোলরাজবংশের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন।

তঞ্জাবুর-বৃক্ষবারি-চরিত নামক হস্তলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার শ্যালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহা হইতে তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস সাধিত হইলে সেই সময় হইতে ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অরুণতোঙ্গা, পদুকোট্টৈ, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ নগ্নপত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেমারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করে।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রাঘব তঞ্জাবুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মদুরার শোক্যনাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দেলবায় বেঙ্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দদীক্ষিত বাধা দিলেন ; কিন্তু দেলবায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার বীরপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জাবুর শ্মশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপায়ী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্যনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তঞ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধাত্রী বিজয়রাঘবের একটী নাবালক পুত্রকে লইয়া নগ্নপত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটীর আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৫।৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্যতম রয়সম (সেক্রেটরী) বেনকন্না নামক কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা একোজি বিজা-

পুরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকন্না আশা করিয়া ছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রীত্ব পাইবেন। কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেনকন্না নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এবিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ মানসে সসৈন্যে উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকন্নাও রাজবাটীতে রটাইয়া দিলেন যে সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে, তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

একোজির অন্যতম পুত্র তকাজীর ৫ পুত্র। তকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী সুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাট্গে নামক একজন সচিব রূপনাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্রকে একাজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তকাজীর ২য় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজামাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে অরকদুর নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের ভয়ে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিবস পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তঞ্জাবুররাজাকে পুরস্কার স্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাছ নামে ২টী প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শঙ্কোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি মঙ্কোজীকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মঙ্কোজীর শরণ লইলেন। মঙ্কোজী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলরূণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরুণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লালি কয়েকস্থান লুণ্ঠন করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ঋণ পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে প্রতাপসিংহ কএকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম

নদস্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস্ (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপল্লীর নিকটে নেল্লূরনামক স্থানে একটা বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা মহাজিজ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্ত্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অনুমতি দিলেন না। এইকালে তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধ ব্যয় স্বরূপ ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঙ্গার রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন; আর্ণি, ত্রিবাঙ্গুর, ইলাঙ্গাড্ডা ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্য নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস্ পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিসাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দারআলি ও মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেপ্টেম্বর মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মান্দ্রাজগবর্মেণ্টের অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্য কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শাস্ত্র সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতানুসারে দেখা গেল যে দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ⅕ অংশ মাত্র পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাঁহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। দুর্গটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ নিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ লক্ষ টাকা। তঞ্জাবুরের সরস্বতীমহল নামক পুস্তকাগার যত্নের সহিত সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর পশ্চাতে একটী বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন; সেই অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, কিন্তু এরূপ বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্যত্র দেখা যায় না।

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, সুরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চ্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তঞ্জোর নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা° ১০° ৪৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ ২৪´´ পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেশন। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪০৪, মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৩৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির কেন্দ্র স্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি এবং পূর্ব্বতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটার গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ম্মাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তঞ্জোর নগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার রেসমী কার্পেট, সূক্ষ্ম খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে নগপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (ত্রি) তট-অচ্। নদী প্রভৃতির কূল, তীর, জলাশয়ের জলভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থলভাগ।

"কর্ত্তব্যমার্গো ভ্রাজেতে হ্রদস্যাস্ত তটাবুভৌ॥" (হরি°৬৭.৫৫)

(ক্লী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম তট।

"নমস্তটীয় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ।" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

(ত্রি) ৪ উচ্ছ্রিত।

তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°) (ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাহারা সদসৎ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।

"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্তমুপক্রতোঽসি।"

(নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। ৬ উদাসীন, যাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"তটস্থঃ শঙ্কতে" (জাগদীশ্যাদৌ ভূরিপ্র°)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুইপ্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে, বিশেষণটী বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থ-ই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে;—কলস এবং কুম্ভ, এই স্থলে কুম্ভ, কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুম্ভ শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুম্ভের বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁক পদার্থ-টী কিরূপ," তখন আপনি কহিলেন ফাঁকটা শূন্য পদার্থ, কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেই পূর্ব্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে।

"তভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ স্বরূপং তটস্থং দ্বিধালক্ষণং স্যাৎ স্বরূপস্ত বোধো যতো লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবন্তো গৃহাঃ খং বিলঞ্চ॥" (বেদান্তসা°)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অ... যেখানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টী পরিজ্ঞা... হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তরূপ, ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা ও বিধাতা, তখন কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্ত্তৃত্বশক্তি ও পালয়িত্বাদি শক্তিগুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথক্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্ বা তটং অকতি অক-অণ্। তড়াগ।

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।

"অভ্যস্তম্বি তটাঘাতং নির্জিতৈরাবতাঃ গজাঃ।" (কুমারস°)

তটিনী (স্ত্রী) তটমস্ত্যস্যাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্ ততো-ঙীষ্। তীর, তট, প্রান্তভাগ।

"বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাটি,
করজোড়া লোহার শিকলি।" (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্ছ্রায়ং অর্হতি তট-যৎ। শিব। "নমস্তটায় তট্যায়" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

তড়তড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

"ধাঁও ধাঁও ধম্‌সা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥" (কবিক° ২।১৬৩)

তড়াক (পুং) তণ্ডতে অহিংস্যতে উর্ম্মিভিঃ তড়-আক (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। ভাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)। ৩ প্রভা। (উজ্জ্বল)

তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ ...) ১ যন্ত্রকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্য্যায়—পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুষ্করিণী দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।

২৪ অঙ্গুলিতে একহস্ত, চারিহস্তে একধনুঃ হয়।

ইহার একশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে পুষ্করিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজব°) যে ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাহারা এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। [উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা দেখ।]

কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, হেমন্ত ও শিশিরকালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও গ্রীষ্মকালে রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক।

"প্রাবৃট্‌কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্তফলদায়কম্॥
বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়স্থিতং॥
গ্রীষ্মেঽপি তু স্থিতং তোয়ং রাজসূয়ফলাধিকম্॥" (পদ্মপুরাণ)

যাহারা তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই সকল যজ্ঞের ফললাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি) ২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়য়ত্যভ্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়ে ণিলুকচ্। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ। [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"কেশযন্ত্রী ক্রটিনামা ক্রোশনাঽথ তড়িৎপ্রভা।"
(ভারত শল্য ৪৭ অ°)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ, অপদান্তত্বাৎ তস্য ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িদ্বিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িত্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তড়িৎবিশিষ্ট, তড়িদ্যুক্ত।

"সমুদিতম্নিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্।"
(কিরাত° ৫।৪)

তড়িদ্গর্ভ (পুং) তড়িতো গর্ভে যস্য বহুব্রী। মেঘ। "তড়িদ্গর্ভ-ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।" (শ্বেতাশ্ব° উ° ৪ অ°)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদাত্মকঃ স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ।

"তড়িন্ময়ৈরুন্মিষিতৈর্বিলোচনৈঃ।" (কুমার ৫।২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে-অ। ২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডতে নৃত্যতি তণ্ড-ণ্বুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্লী) ৪ গৃহদারু-বিশেষ। ৫ তরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। ৭ উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার। ৯ বহুরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইহার আরাধনায় প্রীত হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (ভারত অনু° ১৬।১৭ অ°)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপাল ভেদ, নন্দিকেশ্বর।

"নন্দী ভৃঙ্গরিটস্তণ্ডু নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বর।" (মল্লিনাথধৃতকো°)

তণ্ডুরীণ (পুং) তণ্ডা অস্ত্যর্থে উরচ্ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ব্বর (ক্লী) তণ্ডুলে ভব ছঃ লস্য রঃ। ৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং ক্লী) তণ্ড্যতে আহন্যতে তড়-উলচ্ (সানসিবর্ণ-সীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিস্তুষ ধান্য, চলিতকথায় চাউল, ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
নিস্তুষস্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং॥" (আ° ত°)

---

* "প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহু সংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃস্যাদিত্যাহুঃ শাস্ত্রকোবিদঃ।" (শব্দার্থচি°)
"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরং।
শত ধনুস্তরকৈব তাবৎ পুষ্করিণী শুভা॥
এতৎ পঞ্চগুণঃ প্রোক্ত স্তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ।" (বশিষ্ঠ)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্য, তুষযুক্ত হইলে ধান্য ও তুষ রহিত হইলে তাহাকে তণ্ডুল বলা যায়। ঐ তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতণ্ডুলের অন্ন দ্বারা চরু প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তণ্ডুলসংখ্যক সূর্য্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ত্ব)।

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তণ্ডুল যে ভক্ষদ্রব্য-রূপে চলেনা, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধান্য জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসীই অল্পবিস্তর চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্য দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তণ্ডুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবনী-শক্তি রক্ষা করে।

লাঙ্গলদ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধান্য, সুতরাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তণ্ডুল সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধচাউল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধচাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পরদিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানা হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪।৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐচ্-নুপু-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাদিগের সিদ্ধচাউলের অন্ন ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধান্যভেদে চাউলও আমন, আউস, বোরো প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে এক পালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাদ্বারা তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্যরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের অথর্ব্ববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন্ দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু গুরু। পুরাতন তণ্ডুল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তণ্ডুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত হয়। এই যবাগূও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তণ্ডুল ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্য স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউয়েল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যারামে সময় সময় তণ্ডুল ব্যবস্থেয়; তপ্তজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তণ্ডুল প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক্ক ও পরিশেষে শোষিত তণ্ডুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান্য শস্যাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষারজানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ স্নিগ্ধকারী। প্রদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুখাদ্য। অম্লরোগে এই কাথ ব্যবস্থেয়। তণ্ডুলের গ্লুটিন ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের জল কষায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি প্রদেশে এক প্রকার সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চপ্রদেশজাত তণ্ডুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দ্য জন্মে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্য চাউলের গুঁড়ারও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয় করে অথবা চাউল রৌদ্রে শুকাইয়া পরে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। য়ুরোপীয়গণ ও দেশীয় খৃষ্টানগণ ওপার নামক তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্টপরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে;—

জল	...	...	১২·৮
অণ্ডলাল	...	...	৭·৩
শ্বেতসার	...	...	৭৮·৩
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	·৬
তন্তু	...	...	·৪
জল	...	...	·৬

এক সের পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেরের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য যে পরিমাণ জল ভাতের সহিত শুষিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুষ্ক চাউলে যবক্ষারজান ৭·৫৫, কার্বোহাইড্রেটিস্ ৯০·৭৫, চর্ব্বি ৮, এবং খনিজপদার্থ ·৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আলুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসবজি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে তণ্ডুলের যবক্ষারের ন্যূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণ চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৩৭৭৯৩ মণ আমদানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠি হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩৩৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্দ্ধমান হইতেও কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম ও বালেশ্বর হইতে ৫৮৩৮০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

সপ্তম ভাগ।

(জা—তিব্বত)

(১৭।১ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বাহ্য দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-বৃটেন। য়ুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্ম্মণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষ্মীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমানগণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কাঁকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্রতি অধিবাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়ন্দা, বাওয়া, থামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বোয়ৈলাষাইটা, সূর্য্যমণি, লেপি, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এথানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এথানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদিয়া জেলায় কার্ত্তিকমাসে ফলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাউনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, রোপা এবং ভূঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলপিন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে হুরুহান্, লহুহান এবং তেবান্ চাউল প্রধান। মানভূম জেলার চাউলের নাম পোড়া হুয়ান এবং আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;—সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিনা, খৈরা, কলাসুর, রাকৈ, মতরা, ধঙ্গিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাসমতী, বন্দিরি, পিয়া, কসুন্দা, দালুয়া, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়, বামনবহা, অন্তরখা, সরিষাফুল, দুধসর, নিয়ালি, দোফশালি, হার্বসাতিয়া, বকরি, ইক্কিরি, চৌলি, হারুয়া ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। সম্বা, (কদম, কলবন, চিনা, জদম), কার, (মুটা পেরম্), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মান্দ্রাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবট্ট চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সন্নবট্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধি তণ্ডুল পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দ্ধেক। এই চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হল্ভা, গর্ভা, কুড়ৈ, তর্ণা, মহাড়ি, পতনি, আম্বিমোরি, কোঁকশালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তণ্ডুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, ঝালি, কপুরচীনা, গজেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অঞ্জনবা, ঝব্বী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তণ্ডুল। পিলিভিত, উয়া, পুয়া, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোরা, বেগমি, ঝোলা, রতক্, সুখচেন, মুঞ্জি, খসু, কলোনা প্রভৃতি তণ্ডুল এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিমুর চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চতরী, রাধাবালাম, আম্বমোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, দুধরাম, কেল তেলাসি, লানবেনি, সারিহানি, হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তণ্ডুল পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলান্ন প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশের তণ্ডুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮১

হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিম্ন ব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভুটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহু, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, হুমৈ, অসরা প্রভৃতি তণ্ডুল প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ৵৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তণ্ডুল গ্রেটবৃটন, মাল্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, জর্ম্মণী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইষ্টকোষ্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকায় পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৫৬ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মদ্যের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। এই তণ্ডুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল য়ুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল য়ুরোপীয়গণ ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২২৯,২৯২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা অবধারিত আছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৬৪,৯৮৫ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্যত্র নীত হয়। সুতরাং ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্রতম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮৵ মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২।১৩ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তণ্ডুলের বিভিন্ন গুণ। শালিধান্যের যে তণ্ডুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্যের তণ্ডুল-গুণ—কষায়রস, লঘুপাকী, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য জন্মে তাহার তণ্ডুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তণ্ডুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায় রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতধান্য কহে। ইহার তণ্ডুল গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিতধান্যের অর্থাৎ বুনাধান্যের তণ্ডুল বাপিতধান্যের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধান্যের তণ্ডুল নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তণ্ডুল, রোপ্যারোপ্য ধান্তের তণ্ডুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাকী। শালিধান্ত তণ্ডুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্ত-তণ্ডুলই শ্রেষ্ঠ। এই তণ্ডুলকে দাউদ্‌খানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্তের তণ্ডুল রক্তশালি তণ্ডুল অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত। ব্রীহিধান্তের তণ্ডুল মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী এবং মলবেরিক ও ষষ্টিকতণ্ডুল সদৃশ। এই ষষ্টিকধান্তের তণ্ডুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ব্রীহিতণ্ডুলও কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলবেরিক বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালিতণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত। এই ষষ্টিকধান্ত তণ্ডুল অনেক প্রকার—তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্ত-তণ্ডুলই ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তণ্ডুল লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জরনাশক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত।

তৃণধান্তের তণ্ডুল—ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুধান্তের তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর। চীনাকধান্তের তণ্ডুলের গুণ কঙ্গু তণ্ডুলের সদৃশ।

শ্যামাক ধান্ত-তণ্ডুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তনাশক। কোদ্রব-তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোদ্রবধান্ত তণ্ডুল উষ্ণবীর্য্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। নীবার-তণ্ডুল, (উড়ীধানের চাউল) শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক।

নূতন তণ্ডুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন তণ্ডুল লঘু, হিতজনক। ধান্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন হয়। এই ধান্তের তণ্ডুলকে পুরাতন তণ্ডুল বলা যায়।

তণ্ডুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্য্য হ্রাস হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য্য হ্রাস হইতে থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধান্ত দেখ।]

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাঁহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তণ্ডুল ভোজন বিধেয়। শুভদিনে চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধিতে নব তণ্ডুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। [নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তণ্ডুলের গুণ, রুক্ষ, সুগন্ধি ও কফনাশক, পিত্তকারী। (রাজব°)

২ বিড়ঙ্গ। "পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নোজন্তনাশনঃ। তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥" (ভাবপ্রকাশ) [বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তণ্ডুলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টী শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল হয়।

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলোভবেৎ।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১২)

তণ্ডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তণ্ডুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতাস্নানজলে একটী নূতন মৃন্ময়পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জ্জপত্রের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রের অভাবে পিপ্পলপত্রের উপর এই মন্ত্র লিখিলেন।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু শুষ্ক হইবে এবং চর্ব্বণ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তণ্ডুলা (স্ত্রী) তণ্ড-উলচ্ ততষ্টাপ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গা বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি°)

তণ্ডুলাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলক্ষালিতং অম্বুঃ মধ্যলো°। তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেলুনীজল। পর্য্যায়—জোষ্ঠাম্বু, তণ্ডুলোদক, তণ্ডুলোথ। পল পরিমিত তণ্ডুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্যক)

তণ্ডুলিকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

"জম্বূমার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমং।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
(ভারত বন° ৮২ অঃ)

তণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুল-ঙীষ্। ১ যবতিক্তা লতা। ২ শশাণ্ডলী কর্কটী। ৩ তণ্ডুলীয়শাক। (রাজনি°)

তণ্ডুলীক (পুং) তণ্ডুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তণ্ডুলীয়শাক।

তণ্ডুলীয় (পুং) তণ্ডুলায় তত্তক্ষণায় হিতঃ তণ্ডুল-ছ। (বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চাঁপানটে ক্ষুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চবরাই ও অন্নমরুষা। পর্য্যায়—অল্পমারিষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা। (Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর, বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে চাঁপানটের পর্য্যায়—কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, বীর, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ। ইহার গুণ—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

আরও আর এক প্রকার তণ্ডুলীয় দেখা যায়, তাহাকে পানীয়তণ্ডুলীয় কহে। এই জল তণ্ডুলীয়কঞ্চট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তণ্ডুলীয়ঞ্চ কঞ্চটং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্র°)

তণ্ডুলীয়ক (পুং) ১ তণ্ডুলীয়শাক, চাঁপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ।

তণ্ডুলীয়কমূল (ক্লী) তণ্ডুলীয়কস্য মূলং ৬তৎ। তণ্ডুলীয় শাকের মূল, কাঁটা নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিতা)

তণ্ডুলীয়িকা (স্ত্রী) তণ্ডুলীয় স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

তণ্ডুলু (পুং) তণ্ডুল পৃষো° উঙ্গে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দর°)

তণ্ডুলের (পুং) তণ্ডুল বাহুলকাৎ স্বার্থে ঢ্র। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলেরক (পুং) তণ্ডুলের স্বার্থে কন্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলোত্থ (ক্লী) তণ্ডুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-কঃ। তণ্ডুলাম্বু, চাউল ধোয়া জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলোদক (ক্লী) তণ্ডুলস্য উদকং ৬তৎ। তণ্ডুলক্ষালিত জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলৌঘ (পুং) তণ্ডুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তণ্ডুলরাশি। ২ তণ্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেত্রবাঁশ।

তণ্ডেশ্বর (পুং) ৬২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত। [তণ্ডি দেখ।]

তৎ (অব্য) ১ হেতু। (অমর)

"তদঙ্গমগ্রং মঘবন্ মহাক্রতো।" (রঘু ৩।৪৬)

তৎ এই অব্যয় শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-ক্বিপ্। ২ বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥" (গীতা ১৭।২৩)

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপ ওঁকারপূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্ব্বনাম) বুদ্ধিস্থ।

তৎ, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" (শব্দশ°)

যৎ ও তৎ শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তৎ শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে।

তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৭।৮৮) ১ বীণাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাদ্য যন্ত্র তন্ত বা তার সংযোগে বাদিত হয়।

"সততমুষভহীনং ভিন্নকীকৃত্য সড়জং।" (মাঘ ১১ স°)
'সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং।' (মল্লিনাথ)

যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এস্রার, একতারা ও গৌরীযন্ত্র প্রভৃতি। (যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এস্রার ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলিত্র বা কোণ যোগে বাদিত হয়, উহাদিগকে অঙ্গুলিত্রযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতর°) (ত্রি) তন-ক্ত। ২ বিস্তারিত। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ বায়ু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৫ বিস্তার, সন্তান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ ৯।১১২।৩) 'ততইতি সন্তান নাম তন্যতে হস্মাৎ ততঃ পিতা তন্যতে হসৌ ততঃ পুত্রো বা' (সায়ণ)

ততস্থ (ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অল্পমাত্রা।

ততদিন (দেশজ) সেই অবধি।

ততন্নুষ্টি (পুং) ততং ধর্ম্মসন্ততিং নুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ নুদ-ড়ু বশ-ক্তিচ্। ধর্ম্মসন্ততিনোদক, ধর্ম্মসন্ততিকামুক। "অপাপশক্রস্ততনুষ্টিমূহতি" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ততং ধর্ম্মসন্ততিং নুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ ততনুষ্টি।' (সায়ণ)

ততপত্রী (স্ত্রী) ততং বিস্তৃতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (শব্দচ°)

ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতমচ্। (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩)
বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।
"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশুদিদং।"
(ঐতরেয়োপনি° ৩।১২।১৩)

ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো যো হসৌ তদ্ ডতরচ্। (কিংযত্তদো নির্দ্ধারিণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্। পা ৫।৩।৯২) দুই জনের মধ্যে তিনি।

ততস্ (অব্য) তদ্-তসিল্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিভক্তিতে তসিল্ হয়। অনন্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর তাহার পর। "ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা" (শকুন্ত° ১ অ°)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়ো র্দ্বয়োর্মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ-তরপ্। হেতু স্বরূপ দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহূনাং মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ তমপ্। হেতু স্বরূপ বহুর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রত্য, তদাগত, তজ্জাত, তৎসম্বন্ধি। "ততস্তয়াং বিনিস্তমক্ষমা" (মাঘ)

ততামহ (পুং) ততস্য পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। পিতামহ। "অস্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ।" (ভাগ° ৬।৯।৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এই রূপ পাঠ দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-ক্তিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ। ৩ বিস্তার। "বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।" (শকুন্তলা)
(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ, ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্ তিথুড়াগমঃ ঙীপ্ বেদে অবশব্দলোপঃ। তাবতের পূরণীভূত। "পরিদিদেশ ততিথীং সমাং" (শত° ব্রা° ১।৮।১।৫) 'তাবতিথীমিতি প্রাপ্তে ছান্দসোঽবশব্দলোপঃ।' (ভাষ্য°)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধাচ্। তত প্রকার।
"তাবত্তেজস্ততিধা বাজিনানি" (অথর্ব্ববে° ১২।২।৩২)

ততুরি (ত্রি) তুর্ব্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পূর্বো° সাধুঃ। ১ হিংসক। "সপ্তো ছায়া তিরতে ততুরিঃ" (ঋক্ ৬।৬৮।৭) 'ততুরির্হিংসকঃ' (সায়ণ) ২ তারক। "দদথুর্মিত্রাবরুণং ততুরিং" (ঋক্ ৪।৩৯।২) 'ততুরিং তারকং' (সায়ণ)

ততৃপি [তাতৃপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃ-ঞঃ-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বর্ত্তমানকাল। ২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো যস্য বহুব্রী। ৩ তৎকালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৪।১৫) 'সকালো যস্যাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ প্রতিনিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যো মুখ্যদ্রব্যস্যাভাবঃ' (কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্‌কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (ক্লী) বিট্‌লবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ। সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭তৎ। সেই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকরণশীল, বেতন বিনা ভারবহনাদি কর্ত্তা, কর্ম্মকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ম্মধা। সদ্য, তখনই, সেইক্ষণে। "আপ্তেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণঃ।" (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্তুল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (ক্লী) তনোতি সর্ব্বমিদং তন-ক্বিপ্ তুক্‌চ পৃষো° সাধুঃ। তস্য ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাথার্থ্য। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর) ৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্মা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাদ্যাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্তু। ৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কার্য্য দেখিয়া ইহার কারণ অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্ব্বে বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ আছে,

ইহা স্বতঃ প্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট ও সূত্র হইতে পট্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি-কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটী গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহ ও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চ-তন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপ কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * (সাংখ্যদ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ত্ব ষড়্বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি ও ঈশ্বর; মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই এক মাত্র পরমার্থতত্ত্ব, তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নহে, কেবল মায়াকল্পিত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তত্ত্বান্তর নাই।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি নিত্য মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদান্তিকেরা একটী উপমা দিয়া এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অন্য কোন তত্ত্ব নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ষট্‌তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতের তত্ত্ব-ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার শেষফল অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। শূন্যবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহ-ঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিং-শতির্গণঃ।" (সাংখ্যদ° ১।৬১)

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চেভ্য পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা°)

শূন্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব শূন্যই সার, ইহা মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপ। শূন্যবাদী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্ব্বাকের মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, এই চারিটী তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই চারিটী ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্ব্বাক)

কোন অর্হৎদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, অস্তিকায় এই ৫টী তত্ত্ব এই ৫টী তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

দ্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামানুজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

জ্যোতিষে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—তত্ত্ব ৫ প্রকার পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোম এই ৫টী পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্ত্বের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই ৫টী তেজস্তত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টী বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্ত্বের গুণ। আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের ৫টী গুণ। জলের ৪টী গুণ। তেজের ৩টী গুণ। বায়ুর গুণ দুইটী। আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী গন্ধতন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নিরূপতন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ শব্দ তন্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথ্বীতত্ত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বের দ্বার। পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃথ্বীতত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জল-দ্বারের ক্রিয়াবমন, অগ্নিদ্বারের দৃষ্টি, বায়ু দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশদ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীতত্ত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের দুঃখ।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। শ্বাস প্রশ্বাস জোয়ার ভাটার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথানিয়মে ইড়া পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে জরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস দ্বাদশা-

মূল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানু-দেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এই রূপ কার্য্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবতী ১৮ জ্যেষ্ঠা ১৭ অনুরাধা ২২ শ্রবণা অভিজিৎ ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ-দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্য্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া ৯ অশ্লেষা ১৯ মূলা ৬ আর্দ্রা ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৪ শতভিষা। অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি উর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাসত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৮ পুষ্যা ১০ মঘা ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১৫ স্বাতি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—শ্বাস তির্য্যক্গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যক্রূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলায় অম্ল রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূল ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বে নক্ষত্রগণের নাম ১৬ বিশাখা ১২ উত্তরফল্গুনী ১৩ হস্তা ১৪ চিত্রা ৭ পুনর্ব্বসু ১ অশ্বিনী ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গম হয়। সর্ব্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিতে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিত বর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মস্তকে ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল। এজন্য এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়। বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হয়। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ব-বহনকালে শান্তিকার্য্য। বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থির কার্য্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর কার্য্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব উর্দ্ধ অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়।—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	০	আকাশ	০

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতিকালে তত্ত্বের উদয়—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই নিয়মে কোন্ সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্ত্বং জানাতি তত্ত্ব-জ্ঞা-কঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই দুঃখময় ইহা জানিয়া যাঁহারা তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক। [জীবন্মুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্ত্বস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (ন্যায়দর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'সুখ, দুঃখ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমি পুরুষ নির্গুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি আমাকে এতদিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই মতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে জীব অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যাভিভূত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "ত্বং অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদবাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ সংসার দুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও তদনুকূলযুক্তিতে স্থির হয় যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তামাক সাজ' সে তামাক সাজিল না, পরে আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তামাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং শ্রবণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,

* "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (গৌতমসূ° ১)

চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণ-তার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নি সংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এ জন্মে প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্য কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জল ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য অর্থঃ তস্য দর্শনং ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বস্য জ্ঞানমস্যাস্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্ত্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বন্তরের ঋষিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্ত্রী) তত্ত্বদর্শিনোভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বং পশ্যতি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত মনুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (ক্লী) তত্ত্বালোক, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্ত্বস্য নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্ণয় (পুং) তত্ত্বস্য নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর-নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়।

তত্ত্বন্যাস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুপূজাঙ্গন্যাসবিশেষ। এই ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে ; প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক এই ন্যাস করিবে।

"নম পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ।" (গৌতমীয়ত•)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে।

ততোহৃদয়মধ্যে তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্রয়ং হৃদি।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ মস্তকে।
ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।
দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।
তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।
ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়োঃ।
ঢং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।
ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ।
ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং।

টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ।
ঞং নমঃ বাকৃতত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি।
ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ।
জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।
ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহে।
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধি।
ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ইত্যচ্যুতীকৃততনু র্বিদধীত তত্ত্বন্যাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষর-নত্যুপেতং। ভূয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমনুক্রমেণ॥

সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে
স্থসতুমতিমহঙ্কার তত্ত্বং মনশ্চ।
কমুখহৃদয়গুহ্যজ্যি স্বথোশব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং॥
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ব্বং গণং।
মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
ষং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ মস্তকে।
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ মুখে।
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ হৃদি।
বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে।
লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ।
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে।
এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা°)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথা নিয়মে তত্ত্বন্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্বস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্ত্বদীপন।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিদ্যতেঽস্য তত্ত্ব-মতুপ্। তত্ত্ববিশিষ্ট।

তত্ত্বভাষী (ত্রি) তত্ত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের চিত্তূর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১০° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৬´ পূঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে।

তত্ত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব সন্ন্যাসী। ইনি তামিল ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তন্ত্রোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ।

"নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ।"
'তত্ত্বরশ্মিঃ বধূবীজং॥' (তন্ত্রসার)

তত্ত্ববিদ্ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ববিদ-কিপ্। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। পদার্থ সকলের যথার্থজ্ঞাতা। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]
২ পরমেশ্বর। "তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা" (বিষ্ণুস°)

তত্ত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তত্ত্বার্থসূত্র (ক্লী) জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তত্ত্বানুসন্ধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া।

তত্ত্বানুসন্ধায়িন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা-ণিনি। যে তত্ত্বানুসন্ধান করে, তত্ত্বান্বেষী।

তত্ত্বাবধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্বস্য অবধায়কঃ ৬তৎ। তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে।

তত্ত্বাবধারক (পুং) তত্ত্বস্য অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা।

তত্ত্বাবধারণ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধারণং ৬তৎ। তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপ-জ্ঞান, যথার্থবোধ।

তত্ত্বাববোধ (পুং) তত্ত্বস্য অববোধঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। হিঙ্গুপত্রী। (শব্দার্থচি°)

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্ম্মধা। বিষ্ণুর পরম পদ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবাক্যস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি" (শ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক মাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে।
"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধার স্বরূপ অনুপহিত চৈতন্য, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্য বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য ও অনুপহিত চৈতন্য এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। "অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যং এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেনাব-ভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেঽর্থে।"(বেদান্তসা॰)

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। জগৎকারণ পরমাত্মা। "তৎ জগৎকারণং তত্ত্বং তৎপদার্থঃ স উচ্যতে।" (বেদান্তসা॰) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থস্য অবিধা যত্র বহুব্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাত্মাত্মকস্তৎপদাবিধ॥" (বেদান্তকা॰)
[ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপর (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্য বহুব্রী। ১ তদ্গত। ২ তদাসক্ত। (অমর) তস্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্‌। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

"অক্ষোর্নিমেষস্য স্বরামভাগঃ
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ" (সিদ্ধান্তশিরো॰)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তল্‌ টাপ্‌। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যস্য বহুব্রী। ১তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রধান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য হয়, অর্থাৎ দুই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎ-পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষঃ। ২ রুদ্র-ভেদ। (ধরণি) তস্য পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" (তৈত্তি॰ আ॰ ১০।১।৫।৬)

তৎপূর্ব্ব (ত্রি) সএব পূর্ব্বঃ কর্ম্মধা॰। সর্ব্ব প্রথম, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-ক্বিপ্‌ তৎ ফলং যস্য বহুব্রী বা তৎ বিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্‌। ১ কুবলয়, পদ্ম। ২ কুষ্ঠনামক ওষধিবিশেষ। ৩ চোরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (ক্লী) তস্য ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল।

তত্র (অব্য) তস্মিন্‌ তৎ-ত্রল্‌। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। "কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥" (মনু ৯।১১২)

তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্‌। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত।

"মূর্চ্ছা মাপ্নোত্যুরুক্লেশ স্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ॥" (ভাগ॰ ৩।৩১।৬)

তত্রভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্‌ নিত্যস॰ বা সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্‌ দেখ।]

তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্র স্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্য সংক্রান্তঃ ৬তৎ। তদ্ঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্য সদৃশঃ ৬-তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনন্তর (অব্য) তদনন্তর।

তৎস্থলাভিষিক্ত (ত্রি) তস্য স্থলে অভিষিক্তঃ ৬ ও ৭তৎ। তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্য স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্‌ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা করোতি তৎ-সাধু-কৃ ণিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী, তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহার-কর্ত্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্‌ (প্রকার বচনে থাল্‌। পা ৫।৩।২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু র্ভবতি" (শতপথব্রা॰ ১৪।৭।২।৭)
২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ব্বপ্রতিবচন, পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিন্দিতপ্রতিবচনে তথা-কৃ-ণমুল্‌ (যথা তথয়োরসূয়াপ্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়া। "তথাকরমহং ভোক্ষ্যে" (সি॰ কৌ॰)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী বা যথা ন

পুনরাবৃত্তি র্ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ। ১ গৌতম বুদ্ধ, সুগত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তথাগত। [বুদ্ধ দেখ।]

"যথাগতস্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সোঽপি গত স্তথাগতঃ॥" (সর্ব্বদ° বৌদ্ধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ আগতঃ ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। "নলং দৃষ্ট্বা তথাগতঃ" (ভারত ৩।৭৭।৫)

তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুণাজ্ঞানাচিন্ত্যবিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা।

তথাগতগুহ্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান শাস্ত্রের মধ্যে একখানি।

তথাগতভদ্র, নাগার্জ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য।

তথাগুণ (ত্রি) তদ্রূপ গুণসম্পন্ন।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিদ্বন্দ্বঃ। তত্রাপি, তবুও, পূর্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ।

"তথাচ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষপি।" (মনু ৯।১৯)

তথাতা (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্। তথাত্ব, তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

তথাত্ব (ক্লী) তথা ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

"তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়ানাং উপঘাতে কথং স্মৃতিঃ॥" (ভাষাপ° ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্দ্বঃ। তত্রাপি, তবুও, তাহা হইলেও।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥" (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। সেইপ্রকারে সম্পন্ন। "স্মরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং" (কুমারস°)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান।

তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্। বুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদনুরূপ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যস্য বহুব্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার।

"তথাবিধ স্তাবদশেষ মস্ত সঃ" (কুমারস°)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্ত্তব্য।

তথাব্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ।

তথাস্তু (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ দ্বন্দ্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। (শব্দার্থচি°) ৩ পূর্ব্বোক্ত অর্থের দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ দ্বন্দ্বঃ। তদ্বৎ, সেইপ্রকার, তৎসমুচ্চয়াবধারণ। (শব্দার্থচি°)

"যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিঃ॥" (মনু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চচ দ্বন্দ্বঃ। ১ সেইরূপই, সেই প্রকারই। ২ রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, মনোযোগ ব্যতিরেকে।

তথ্য (ক্লী) তথা-সাধু তথা-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ।

"তথ্যেনাপি ব্রুবন্দাপ্যো দস্তং কার্ষাপণাবরং॥" (মনু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্যুক্ত।

তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্য জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তথ্যভাষিন্ (ত্রি) তথ্যং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যং বদতি বদ-ণিনি। সত্যবাদী।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্য বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

তথ্যানুসন্ধান (ক্লী) তথ্যস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, তত্ত্বান্বেষণ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি তিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই।

এই সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে তিনি, তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি বুঝাইবে। [তৎ দেখ।]

তদংশ (পুং) তস্য অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তস্য অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত।

তদনন্তর (ক্লী) তস্য অনন্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে।

তদন্ত (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং ক্লী) অভিপ্রায়, মতলব, তদারক।

তদন্ন (ত্রি) তদেব অন্নং যস্য বহুব্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল স্বপ্নাবস্থায়ও সেই প্রকার।

"তদন্নায় তদপসে তং ভাগং" (ঋক্ ৮।৪৭।১৬)

'যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজ্যত্বেন প্রসিদ্ধং মধুপায়সাদি তদেব অন্নং যস্য সঃ। তাদৃশায় প্রত্যক্ষভোজনবৎ স্বপ্নেঽপি ভোক্তে' (সায়ণ) তস্য অন্নং ৬তৎ। তাহার অন্ন।

তদনন্যত্ব (ক্লী) তয়োরনন্যত্বং ৬তৎ। কার্য্য ও কারণের অভেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেদান্তদ°) বেদান্তদর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ এক ; ইহারা বলেন শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্ সকল এক-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় জানা হয়। মৃণ্ময়ই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকার সকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরা-বাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। এ সমুদয় ব্রহ্ম ; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অস্বী-কার কর, তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত ; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদ°) [হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।]

তদনুরূপ (ত্রি) তস্য অনুরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্রূপ, তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তস্য অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-সৃ-গিনি। তদনুযায়ী, সেই অনুসারে যে চলে।

তদন্য (ত্রি) তস্মাদন্যঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্যঃ বাধিতার্থস্য প্রসঙ্গঃ। প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তস্মাদভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপস্ (অব্য) [বৈ] তৎপ্রসবকর্ম্মা।

"শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।" (ঋক্ ২।৩৮।১)

তদর্থ (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদুদ্দেশ্যক। "অন্তেবাসী বার্থাং স্তদর্থেষু ধর্ম্মকৃত্যেষু।" (দায়ভাগ°) ২ তদভিধেয়। ৩ তৎ প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্লী) তস্য তস্মিন্ নিক্ষিপ্তস্য অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তুর, প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদ্যোগ্য।

তদবধি (ক্লী) সঃ অবধি যস্মিন্ তৎ বহুব্রী। সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থা যস্য বহুব্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ভাবাপন্ন।

তদা (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দা। (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥" (মনু ১।৫৫)

তদাত্মন্ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তদ্ভিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদাত্ব (ক্লী) তদা ইত্যস্য ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্ত্তমান কাল। "তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ॥"(মনু ৭।১৬৯)

তদানীং (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দানীং (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" (ঋক্ ১০।১২৯।১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্র ভব ইতি টুল্ তুট্ চ। তদাতন, তৎ-কালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতি রাদির্যস্য বহুব্রী। সেই অবধি, তদবধি। "তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ" (কুমার) তদাশব্দ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যস্য বহুব্রী। প্রারব্ধ, আরম্ভ।

তদাযুক্তক (পুং) তস্মিন্ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্। রাজ-পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইণ ক্বিপ্ তুক্। তদ্বিষয়ক স্তোত্র।

তদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। তদ্বি-যয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। "বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২।১৬) 'যদ্বিষয়কং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বাম্পদীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্দ্ধে।

তদেক (ত্রি) সএব একঃ প্রধানং যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন্ (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। "তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ৩।৩৫।৭) 'তদ্বহিরোকোনিলয়ে যস্য তস্মৈ' (সায়ণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ব্ববলস্বরূপ। "সহস্রশৃঙ্গে বৃষভস্তদোজা" (ঋক্ ৫।১।৮) 'যৎপ্রসিদ্ধবলং তেজো বাস্তি তদেবোজো যস্য তাদৃশঃ সর্ব্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ।' (সায়ণ)

তদ্গত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তন্নিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদ্গুণ (ত্রি) তস্য গুণ ইব গুণো যস্য বহুব্রী। তত্তুল্য গুণযুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যুৎকৃষ্টগুণগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°) উদাহরণ—"পদ্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেঽধরত্বিষা" (সাহিত্যদ°)

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগ মণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্গুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তস্য গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। "তদ্গুণসারত্বাৎ" (বেদান্তসূ°) 'তত্র প্রধানে গুণঃ বিশেষণং' (ভাষ্য)

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্য গুণীভূতস্য বিশেষণস্য সংবিজ্ঞানং সম্যক্জ্ঞানং যত্র বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা "ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।" এখানে সমাস বাচ্যে অর্থাৎ শিবে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদ্দণ্ড (ত্রি) তৎদণ্ডং কর্ম্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইক্ষণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ম্মধা। সেই দিন। "তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং" (পদাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শব্দার্থচি°)

তদ্ধন (ত্রি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যস্য বহুব্রী। ১ কৃপণ। (হেম°) কৃপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহারা তাহাতে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্য পরে তাহারা তদ্ধন এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্ম্মধা। ২ সেই ধন। তস্য ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্ধর্ম্মন্ (ত্রি) স ধর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তথাভূতধর্ম্মযুক্ত।

তদ্ধিত (ত্রি) তস্মৈ হিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

"বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং।
নামপ্রকৃতিকো নৈব মতিব্যাপ্ত্যাদিদোষতঃ॥"

"বিভক্তিধাত্বংশ কৃদ্ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ" (শব্দশক্তিপ্র°) বিভক্তি ধাত্বাংশ ও কৃৎ প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুরূপ থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তস্মিন্ লক্ষ্যে এব বলং যস্য বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম°)

তদ্ভাব (পুং) তস্য ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তস্মিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বিষয়ক চিন্তন। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা)

তদ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তদ্ভাবং আপন্নঃ ২তৎ। সেই ভাব প্রাপ্ত, তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন (ত্রি) তস্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদ্রাজ (পুং) তস্য রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থ বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজা ইত্যেবমাদয়ঃ প্রত্যয়াস্তদ্রাজসংজ্ঞকা ভবন্তি" (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয় সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্ম্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যস্মিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে।

তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তয়া তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যর্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তস্মৈব তত্রৈব বা ইত্যর্থে বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°) (ত্রি) তদ্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তদ্বিশিষ্ট, তত্তুল্য, তাহার ন্যায়। "দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্বসংখ্যে" (ভাষাপ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তদ্বত্তা (স্ত্রী) তদ্বতো ভাবঃ তদ্বৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভাষাপ° ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। "তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়" (ঋক্ ২।১৪।২) 'তদ্বশায় সোমকামায়' (সায়ণ)

তদ্বা [তদ্বৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধ (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যস্য বহুব্রী। তৎপ্রকার, তথাবিধ, সেই প্রকার। "ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা॥" (মনু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তস্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদন্য।

তন (পুং) ধন। "মিত্রা তনা ন রথ্যা৩ বরুণে॥" (ঋক্ ৮।২৫।২) 'তন্বন্তি মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী°)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলি মলিতনিভ্যঃ কয়ন্। উণ্ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।] ২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎস°)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ১ কন্যা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে লতা। ৩ ঘৃতকুমারী। তনয়া শব্দ "প্রিয়াদিষু" প্রিয়াদির মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যস্য সঃ তনয়াজাতঃ তনয়জাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্নু (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্নু পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ অশনি। "অগ্নিং পুরা তনয়িত্নো রচিত্তাৎ" (ঋক্ ৪।৩।১) 'তনয়িত্নুরশনিঃ' (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ" (ঋক্ ১০।৬৬।১১) 'তনয়িত্নু র্মেঘঃ' (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশং তন-অসুন্। পৌত্রাদি। "মা শেষসা মা তনসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'তনসা পৌত্রাদিনা' (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অচ্ টাপ্। ধন। (নিঘণ্টু)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুক (লট্, লঙ্ বিধিলিঙ্) বিভক্তিতে উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্যতে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে হনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। (শব্দার্থচি°)

তনিমন্ (পুং) তনোর্ভাবঃ তনু-ইমনিচ্। ১ তনুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কৃশতা। "বিরলাতপস্তনিমানমভজত" (কাদ°) তনয়তি তনুং করোতি তনু ণিচ্ ইমনিচ্। ২ যকৃৎ। "অথ পার্শ্বয়ো রথ তনিম্নো হৃথবৃক্কয়োঃ" (শত° ব্রা° ২।৮।৩।১৭) 'তনিম্নঃযকৃতঃ' (ভাষ্য)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তনুঃ বা অয়মেষা মতিশয়েন তনুঃ তনু-ইষ্ঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তনু। "এতেষাং লোকানাং অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহূনাং মধ্যে হয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের মধ্যে একজন, অতিশয় তনু। "পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব" (শতপথ ব্রা° ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভৃমৃশী তৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর। ২ ত্বচ্। "তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" (শকুন্তলা) (ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। "নতুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং" (মনু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিৎ প্রভৃতি ক্লেশ। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং" (পাতঞ্জল সাধন° ৪।)

অবিদ্যাই সকল প্রকার দুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ চারি প্রকার—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারেনা, তাহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকদিগের চিত্ত বাসনারূপে অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন রূপ কার্য্য দেখাইতে পারে না। যে ক্লেশ অন্য প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সন্নিধান মাত্র স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। "তনুনিধনধভেশাঃ কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে॥" (জাতকালঙ্কার)

তনুক (ত্রি) তনু-স্বার্থে কন্। শরীর। [তনু দেখ।]

তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তনু দেখ।]

তনুচ্ছদ (পুং) তনুং দেহং ছাদয়তি ছাদের্ঘঃ হ্রস্বশ্চ। (ছাদের্ঘেহদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। "মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদং॥" (রঘু ১২।৪৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া যস্য বহুব্রী। ১ জালবর্ব্বুরক বৃক্ষ। (রাজনি°)। (স্ত্রী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্পছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া কর্ম্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (স্ত্রী) তনুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

তনুতা (স্ত্রী) তনু-ভাবে তল্ টাপ্। তনুত্ব, অল্পত্ব, কৃশতা।

তনুত্যজ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-ক্বিপ্। যে তনু ত্যাগ করে, তনুত্যাগকারী। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" (রঘু ১।৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (ক্লী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে আঘাত নিবারণ জন্য যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা হইয়া থাকে।

তনুত্রবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিদ্যতে অস্য তনুত্র-মতুপ্। তনুত্রধারী, বর্ম্মধারী।

তনুত্রাণ (ক্লী) তনুস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ করণে ল্যুট্। বর্ম্ম।

তনুত্বচ্ (স্ত্রী) তন্বী ত্বক্ বল্কলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণ্‌রীগাছ। (ত্রি) ২ সূক্ষ্মত্বগ্‌যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনুনি কৃশানি পত্রানি যস্য বহুব্রী। ১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র।

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্ ৫তৎ। ১ পুত্র। "দুশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশো" (বৃহৎস° ৭।১৮) (স্ত্রী) কন্যা।

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্য ভস্ত্রাইব। নাসিকা। (শব্দর°)

তনুভাব (পুং) পাতলা। "সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলাঃ।" (শকু°)

তনুভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ।

তনুভৃৎ (ত্রি) তনুং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। দেহধারী। "ছায়াফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি" (বৃহৎস° ৬৭।৯২)

তনুমধ্যা (স্ত্রী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কৃশমধ্যা। ২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দঃবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ বর্ণ গুরু। "মূর্ত্তিমুরশত্রোরত্যদ্ভুতারূপা আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা।" (ছন্দোম°) (ত্রি) ৩ অল্প মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোর্দ্দেহস্য রস ইব। ঘর্ম্ম। (হারাবলী)

তনু(নূ)রুট্ (পুং) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক্বিপ্। লোম।

তনুরুহ (ক্লী) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন-উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। (ত্রি) ২ অল্পবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (ক্লী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদস°। কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনূনি কৃশানি বীজানি যস্য বহুব্রী। ২ রাজবদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্বল্পবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ ক্ষুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহুব্রী। বল্মীকরোগ।

তনুস্ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তনু অল্পং যথা তথা সঞ্চরতি সম্-চর-ণিনি ঙীপ্। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমালা)

তনুসর (পুং) তনোঃ সরতি তনু স্ব-অচ্ ৫তৎ। স্বেদ, ঘর্ম্ম।

তনু(নূ)হ্রদ (পুং) তনো র্হ্রদইব। পায়ু। (ত্রিকা°)

তনূ (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ১ পুত্র।

"তাবাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) তনু-উঙ্। ২ শরীর। ৩ প্রজাপতি। ৪ গো। ৫ অপ্। [তনূনপাৎ দেখ।]

তনূকরণ (ক্লী) অতনুং তনুং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অল্পীকরণ। "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" (পাতঞ্জলসূ° ২।২)

তনূকৃ, অতনুং তনুং করোতি তনু অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃঞোঽনুপ্রয়োগঃ। অল্পীকরণ, পূর্ব্বে যাহা তনু (অল্প) ছিল না তাহাকে তনু করা।

তনূকৃৎ (ত্রি) তনূ-কৃ ক্বিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। "তনূকৃদ্বোধিপ্রমতিশ্চ" (ঋক্ ১।৩১।৯) 'তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীরকারী' (সায়ণ)

তনূকৃত (ত্রি) তনূ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ তষ্ট, অল্পীকৃত। (অমর)

তনূকৃথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্তুতি। "তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনূকৃথে তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ তস্য বিষ্ণাপ্যো নিমিত্ত হবতে স্তুতিভিরাহ্বয়তি।' (রামায়ণ)

তনূজ (পুং) তন্বাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনূজনি (পুং) তন্বাঃ জনিঃ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজন্মন্ (পুং) তন্বাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজা (স্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্যা।

তনূজাঙ্গ (ক্লী) পক্ষ, পালক।

তনূতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম।

তনূত্যজ্ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। "যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ" 'তনূত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।' (সায়ণ)

তনূদূষি (ত্রি) শরীরদূষণ বা নাশকারী।

তনূদেবতা (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ।

তনূদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনূদ্ভব (পুং) তনোরুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূনং (ক্লী) তন্বা ঊনং। বায়ু।

তনূনপ (ক্লী) তন্বা ঊনং কৃশং পাতি পা-ক। ঘৃত, ঘৃত শরীরের পুষ্টিসাধন করে এই জন্য ইহার নাম তনূনপ।

তনূনপাৎ [দ্] (পুং) তনূং ন পাতয়তি পত-ণিচ্ ক্বিপ্। (নভ্রান্নপাৎ। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা তনূনপং ঘৃতং অত্তি-অদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। "তনূনপাছচ্যতে গর্ভ আসুরো" (ঋক্ ৩।২৯।১১) 'সোঽগ্নিস্তনূনপাছচ্যতে। তনূঃ শরীরাণি ন পাতয়তি ন দহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ' (সায়ণ) ২ প্রজাপতির পৌত্র।

"নরাশংসঃ প্রতিশূরো মিমানস্তনূনপাৎ" (যজুঃ ২০।৩৭) 'তনূনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তনুঃ প্রজাপতির্মরীচিঃ তস্য নপাৎ পৌত্রঃ কশ্যপাত্মজঃ' (বেদদীপ) (ক্লী) ৩ ঘৃত। ৪ অগ্ন্যুদ্দেশ্যক প্রযাজভেদ। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানাৎ" (নিরুক্ত ৮।৬)

তনূনপ্তৃ (পুং) তনোতি তনুঃ পরমাত্মা তস্য নপ্তা পৌত্র ৬তৎ। বায়ু, তনুই পরমাত্মা, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, এই জন্য বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ" (শ্রুতি)

তনূপা (পুং) তনুং পাতি পা-ক্বিপ্। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রক্ত-মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই জন্য জঠরাগ্নির নাম তনূপা।

"তনূপা অগ্নেসি" (শুক্লযজু° ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্তান্নে জীর্ণে রসবীর্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য°) ২ দেহপালকমাত্র। "উগ্রোঽহবিতা তনূপাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২০) 'তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

তনূপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। "দেবপরাস্তনূপানাঃ" (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।২।২)

তনূপাবন্ (ত্রি) তনু বা জীবনরক্ষাকারী।

তনূপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [সোমযাগ দেখ।]

তনূবল (ক্লী) শরীর-বল।

তনূর (আরবী) উনান, চুলা।

তনূরুহ্ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখীর ডানা। ৩ পুত্র। ৪ গরুৎ। (হেম°)

তনূরুহাঙ্কুর (ত্রি) লোম। "নাভি সরোবর তথির উপর তনূরুহাঙ্কুরদাম" (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)

তনূর্জ (পুং) উত্তম মনুর পুত্র একজন নৃপ।

"ঔত্তমেয়ান্ মহারাজ দশ পুত্রান্ মনোরমান্।
ইষ উর্জস্তনূর্জশ্চ মধুমাধব এব চ॥" (হরিব° ৭ অ°)

তনূবশিন্ (পুং) অগ্নি।

তনূশুভ্র (ত্রি) শরীরভূষক।

তনূহবিস্ (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু। "দ্বাদশাহান্তে তনূহবীংষি নির্ব্বপাত" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১০।৭) 'তনূহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়েত্যাদি' (কর্ক)

তনূহ্রদ [তনুহ্রদ দেখ।]

তন্খা (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। ৪ হার।

তন্খাদার (পারসী) বেতনভুক্।

তন্তি (স্ত্রী) তন কর্ম্মণি ক্তিচ্ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। ১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জু। "বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র" (ঋক্ ৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জুঃ' (সায়ণ) ২ গোমাতা।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ গোমাতৃপালক। ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান-কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। "তেষাং গোসংখ্যং আসন্ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদুঃ" (ভারত বিরাট ১০ অ°)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 'তন্ত্রিং বশীভূততাং পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।'

"তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নাম্নাহং বিদিতস্তথা।" (ভারত ৪।৩৯ অ°)

তন্তু (পুং) তন্যতে বিস্তৃর্য্যতে তন-তুন্ (সিত নিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ১ সূত্র। তস্মিন্নেতি মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু" (ভাগ° ৯।৯।৭) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর। ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষামুৎপন্নতন্তুনামপত্যং দায়মর্হতি॥" (মনু ৯।২০৩) ৪ তাঁত (Fibre)। [তাঁত দেখ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সর্ষপ। (স্ত্রী) নাড়ী।

তন্তুকাষ্ঠ (ক্লী) তন্তুসমন্বিতং কাষ্ঠং মধ্যলো°। তন্তুযুক্ত কাষ্ঠ, তাঁতের কাঠ।

তন্তুকী (স্ত্রী) তন্তুক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাড়ী। (রাজনি°)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলো°। কীটবিশেষ, কোষকার, গুটিপোকা।

তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্ নিপাতনাৎ গত্বং দন্ত্যানকারান্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর। (হেম°)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুর্নাভৌ যস্য বহুব্রী, অচ্ সমাসান্তঃ। লূতা, মাকড়সা।

তন্তুনির্য্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। তালবৃক্ষ।

তন্তুপর্ব্বন্ (ক্লী) তন্তোঃ যজ্ঞোপবীতসূত্রস্ত দানরূপং পর্ব্ব যত্র বহুব্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে ভগবান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।

"শিষ্য স্ত্রিজন্মদিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়নে।
সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ॥
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।" (স্মৃতি)

'তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ'—শ্রাবণী পূর্ণিমা। (রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা-সূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে। পরে অপরাহ্ণ সময়ে রক্ষা পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র—

"যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামপি বধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল॥"

এই রক্ষাসূত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [রক্ষা-বন্ধন দেখ।]

তন্তুভ (পুং) তন্তুরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ।

"মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকন্তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (কালিকাপুং)

২ বৎস, বাছুর।

তন্তুমৎ (পুং) তন্তুঃ বিদ্যতে হস্ত তন্তু-মতুপ্। অগ্নি।

তন্তুমতী (ত্রি) তন্তুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুরারির মাতা।

তন্তুর (ক্লী) তন্তুরস্ত্যস্ত কুঞ্জাদিত্বাৎ তন্তু-র। মৃণাল। (শব্দর°)

তন্তুল (ক্লী) তন্তু-র রস্য ল বা তন্তু-লচ্। মৃণাল। (হেম°)

তন্তুবান (ত্রি) বয়ন।

তন্তুবাপ (পুং) তন্তুন্ বপতি বপ অন্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ তন্ত্র, তাঁত। (শব্দমালা)

তন্তুবায় (পুং) তন্তুন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্। ১ লূতা, মাকড়সা। ২ নবশাখা (শায়ক)র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ, তন্ত্রবায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ।]

বস্ত্রবয়নোপজীবী লোক মাত্রকেই তন্ত্রবায় বলে, সুতরাং যে সকল্ লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই নবশাখ অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় জাতিসমুদ্ভব নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় ঐ সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকে, উহারা শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর। এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়; ঐ ঘর্ম্ম বিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ম্ম হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ করিয়া উহা হইতে ঘামদাসের জন্য কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি করিলেন। ঐ কুশবতী ঘামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তুবায় সৃষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তুবায় উৎপন্ন। পরশুরামের জাতিমালা মতে—

"তৈলিকাৎ মণিকন্যায়াং তন্ত্রবায়স্ত সম্ভবঃ।"

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্যার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"মণিবন্ধাৎ থানিকার্য্যাং তন্তুবায়শ্চ জজ্ঞিবান্।
তন্তূন্ দত্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্॥
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজীবস্ত সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধের ঔরসে ও থানিকারী-কন্যার গর্ভে তন্তুবায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তন্তু দিয়াছিল বলিয়া তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রবায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-কন্যার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মনুসংহিতার মতে—

"নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়ো ভবত্যেব বস্ত্রকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিত্তত্রৈব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতৌ॥"

ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বস্ত্রনির্ম্মাণ। আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচীর গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় ইহাদেরই একতম।

বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা—আশ্বিনা বা আসন তাঁতি, ইহারা আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল, মধ্যকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। বলরামী, বঙ্গ, বড়ভাগিয়া বা ঝাঁপানিয়া, বারেন্দ্র, ছোটভাগিয়া

বা কায়েত, তাঁতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িয়ালী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্ব্বকুল, রাঢ়ী ও উদ্ধবী।

বেহারস্থ তন্তুবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, কাহার, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ মাতিবংশতাঁতি, গালাতাঁতি ও হংসীতাঁতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাঙ্গালায় তাঁতিদিগের উপাধি বরাশ, বসাক, ভড়, ভদ্র, বৌ, বিট্টু, চন্দ, হুগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, প্রামাণিক, হংসী, যাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দ্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি দাস, মহাতো, মাঝি, মরাস্ত ও মারিক।

বাঙ্গালায় তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অলদাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মঋষি, গর্গঋষি, গৌতম, জনঋষি, কাশ্যপ, কুল্যঋষি, মধুকুল্য, পরাশর, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাঁতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা বলে আশ্বিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তন্তুবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন তাঁতিদিগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া ও ছোট ভাগিয়া বা কায়তিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝম্পনে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। শেষোক্ত তাঁতিগণ পূর্ব্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা— যাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দ্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তন্তুবায় বাস করে। ইহারা পতিত হইলেও আচার ব্যবহার শুদ্র তন্তুবায়গণের সমান।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্ব্বে সেকরা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকায় বাস করে। অনেকেই সেক্‌রাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহারা নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র দান করিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাঁতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে শুক্লবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহারা শাড়ী, উড়ানী, ডোরিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকায় ফুল তোলার জন্য প্রেরণ করে। পূর্ব্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকায় হস্ত দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাটুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৮ গজ সূত্র ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতম সূত্র ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সূতা কাটিতে পারেনা, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া।

বেহারের চামারতাঁতি ও কাহারতাঁতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালের গুরু মহাশয় গিরি করিতেছে। গালাতাঁতিগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং হংসীতাঁতিগণ নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয়া তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেয়াদা, মুটিয়া, মজুর ও মালি-গিরি এবং পাখাটানা ইত্যাদি কার্য্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া। কনৌজিয়াগণই সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহুতিয়াগণ পাল্কীবাহক, গায়ক, বাদ্যকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়।

বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহা-দের বিবাহাদি অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান করাই সমাজে সর্ব্বত্র সম্মান-সূচক ও যশস্কর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্যাকর্ত্তাকেও বরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতি-দিগের সমজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্নী রূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখ্যদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ স্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুম্ফ রাখা সমাজ-নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁফ রাখেনা; যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অন্যান্য নির্ধন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যব-সায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তন্তুবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মা-ষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকায় তন্তুবায়গণ এই সময় বিস্তর অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রাজপথে পর্ব্ব বাহির করে। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ও বাদ্যকরগণ এই ঘটায় যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁক জমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকায় দুই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তন্তুবায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের দুইটী পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই দুই পল্লী হইতে নন্দোৎসবের দিন এক একটী পর্ব্ব বাহির হয় এবং সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই দুই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পালাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব্ব দিনে এবং অন্যদল পর দিনে পর্ব্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তুবায়গণ কৃষ্ণের মুরলী-মোহন মূর্ত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তন্তুবায়দিগের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব্ব নবাবপ্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্ত্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দ্দোলে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য পশ্বাদির নানারূপ হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্ত্তকী, কবি প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোক সকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দ্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন ঐ উৎসব সমা-হিত হয়। পূর্ব্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ-তাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন রূপ। দুইটী বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় কৃষ্ণ ও নন্দগোপ সাজাইয়া মহা আড়ম্বরে গীতবাদ্যাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। তন্তুবায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দক্তি, মাকু, শানা প্রভৃতি তন্তের যন্ত্র সকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ম্মাপূজায় প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না; অন্যান্য শিল্পীদিগের ন্যায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

তাঁতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে তাঁতবা বা তাঁতিগণের মধ্যে অতিঅল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া তাঁতিগণ মহামায়া রূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী তাঁতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে একটী খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া তাঁতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশেই নানকশাহের ন্যায়। তাঁহার মতাবলম্বী তাঁতিগণ জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের নানাবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কারুবর প্রভৃতি তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া প্রেত পুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্য্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য্য সমাধা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তন্তুবায়দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তন্তুবায়দিগের যাজকতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের তাঁতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেথানে আছে সেথানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে তাঁতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য্য ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতেছে। উক্তশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ তাঁতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। যাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।

কোন তাঁতি উচ্চ কি নিম্নশ্রেণীস্থ তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডদ্বারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নের সময় খৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাদিগকে মেড়ো তাঁতি কহে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। ইহারা সমাজে মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাঁতবাগণের মদ্যমাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মদ্যপানের পূর্ব্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি ফোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তুবায়গণের উপজীবিকা। এই ব্যবসা উহারা আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহাদিগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তন্তুবায় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আশ্বিনা ও মড়িয়ালীদিগের প্রায় ⅓ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারেনা। এ বিষয়ে এদেশে একটী প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটী এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবয়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস সূত্র, তন্ত্র প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অসুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং সূতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখানি তাঁহাকে দিতে হইবে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, শানায় অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া শিবদাসকে বরদিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, যেন একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বর দাও। গৌরী তথাস্তু বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া গেল যে একখানি বস্ত্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বস্ত্র সঙ্কুলান হইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সরস্বতীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সরস্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বর লইয়াছ।" শিবদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল; "ও কি বর লইয়াছ? একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজ কর্ম্ম শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। যাও এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ খাইব।" শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান্ তন্তুবায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ স্বীয় মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্ম্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অদ্যাপি অজ্ঞ তন্তুবায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তন্তুবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক্ নহে। তাঁতির নির্ব্বুদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, দুর্ব্বল, স্বতঃই ভীরু, উদ্যমশূন্য ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহ্য করে, ক্ষমতা সত্ত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করে না। ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বন্যাভ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চন্দ্র ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি খৈ বন্ধনে বদ্ধ আছে, আবার চাঞ্জী অর্থাৎ দলপতি আসিয়া মুখ হইতে খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চক্ষে ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তুবায় পয়স্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশকে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশ যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ঈঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে, ডাঁশ এখানে; তন্তুবায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি জাল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিত ভাবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তন্তুবায়দিগের নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও তন্তুবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তুবায় যুবক প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহারা যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বকার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তন্তুবায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জোলাতাঁতিগণ নির্ব্বোধের আদর্শ। [জোলা দেখ।]

তন্তুবায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরকুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়য়ালী তাঁতিগণ কেবল পট্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন সূত্র বস্ত্রবয়ন করে না; আশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

ঢাকার তাঁতিগণ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে যে সকল সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার্ ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সরকার আলি) গঙ্গাজল ও তেরিন্দম্। ৩য় প্রকার মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাফ্‌তা। ইহার হাম্মাম, দিম্‌তি, শণ, অঙ্গলথাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টী ভিন্ন নাম।

২। ডোরিয়া—অর্থাৎ ডোরা দেওয়া মলমল, যথা রাজকোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখাশ—চৌকাকাটা মলমল, যথা নন্দনশাহী, আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুট্টা, বাচ্ছাদার ও কুন্টিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার, লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদানির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড়্‌চা ও ধুব্‌লীজাল সাধারণ।

৫। কসিদা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা, বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওরুমি, নৌবাড়ি, য়িহুদী, আজিজুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তন্তুবায়দণ্ড (পুং) তন্তুবায়স্য দণ্ডঃ ৬তৎ। বেমা, তন্তুবায়সাধনদণ্ড।

তন্তুবিগ্রহা (স্ত্রী) তন্তুভিঃ নির্ম্মিতে বিগ্রহো যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। (ত্রিকা°)

তন্তুশালা (স্ত্রী) তন্তুবপনার্থং যা শালা। তন্তুবপনগৃহ, তাঁতঘর।

তন্তুসন্তত (ত্রি) তন্তুভিঃ সন্ততং ব্যাপ্তং ৩তৎ। স্যূতবস্ত্র, সূত্র বিস্তৃত বস্ত্র, সিঙ্গান কাপড়। পর্য্যায়—উত, উত, স্যূত। (অমর)

তন্তুসন্ততি (স্ত্রী) তন্তূনাং সন্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন।

তন্তুসার (পুং) তন্তুঃ এব সারো যত্র বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্‌ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্‌। ১ কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য।

"সর্ব্বাসুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং।"
(ভারত ১৩।৪৮।৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪ দৃঢ় প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ ঝাড়ন মন্ত্র। ৮ প্রধান। ৯ কার্য্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজসমভিব্যাহারী লোক। ১৩ সেন্য। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। ১৬ স্বরাজ্যচিন্তা। ১৭ ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮ সূত্র। ১৯ তন্তুবায়। ২০ যে তন্ত দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪ আহ্লাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০ চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্ম রজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আয়ত্ত। ৩৬ উভয়ার্থ প্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৭ বিধির অন্তে অঙ্গসমুদায়। "দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।৩) 'তন্ত্রমঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপান্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রণাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে।' (কর্ক)

৩৮ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥"

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্ত্র বলা যায়।

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম, এই আটটী যামলের লক্ষণ।

- বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোটী দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

"আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্মৃতম্॥
কল্পশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

আগম তিন প্রকার, চতুর্থ ঐশ্বর। কল্পও চারি প্রকার—আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

"চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥"

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাংভবেৎ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" ২ উঃ।

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোহন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রাদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মষু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥"

এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যাস্ত্রীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অন্য মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রম মাত্র। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে—১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ তারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরবতন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র, ১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ২০ সম্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্র, ২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরব, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিন্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উন্মত্তভৈরবতন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্রামৃত,

* কুলাচারপূজাস্থলে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীয়তন্ত্র, ৪০ তোড়লতন্ত্র, ৪১ মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজ-রাজেশ্বরীতন্ত্র, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ গান্ধর্ব্বতন্ত্র, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ হংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেনুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্ত্র, ৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুব্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬০ আদিজামল, ৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, ৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর, ৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্ব্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, ১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ, ২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়, ২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব, ২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, ৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ তারাপ্রদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বক, ৩৮ লক্ষ্যানির্ণয়, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, ৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫ ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, ৪৯ কামরত্ন, ৫৯ ক্রিয়াসার, ৫০ আগমদীপিকা, ৫১ ভাব-চূড়ামণি, ৫২ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৩ বৃহৎশ্রীক্রম, ৫৪ শ্রীক্রম, ৫৫ সিদ্ধান্তশেখর, ৫৬ গণেশবিমর্শিনী, ৫৭ মন্ত্রমুক্তাবলী, ৫৮ তত্ত্বকৌমুদী, ৬৯ তন্ত্রকৌমুদী. ৬০ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬১ রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৬২ শারদাতিলক, ৬৩ জ্ঞানার্ণব, ৬৪ সারসমুচ্চয়, ৬৫ কল্পদ্রুম, ৬৬ জ্ঞানমালা, ৬৭ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৮ আগমোত্তর, ৭৯ তত্ত্বসাগর, ৭০ সারসংগ্রহ, ৭১ দেব-প্রকাশিনী, ৭২ তন্ত্রার্ণব, ৭৩ ক্রমদীপিকা, ৭৪ তারারহস্য, ৭৫ শ্যামারহস্য, ৭৬ তন্ত্ররত্ন, ৭৭ তন্ত্রপ্রদীপ, ৭৮ তারাবিলাস, ৭৯ বিশ্বমাতৃকা, ৮০ প্রপঞ্চসার, ৮১ তন্ত্রসার, ৮২ রত্নাবলী। এ ছাড়া মহাসিদ্ধিসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, নিবন্ধতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, মহাকালতন্ত্র, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকরণ, আচার-সারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অন্নদাকল্প, ব্রহ্মজ্ঞান-মহাতন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র, চিন্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকল্প, গৌরীকঞ্চুলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রাহ্মণোল্লাস, গ্রহযামলতন্ত্র, ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্র, কৈবল্য-তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা, কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র. বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র, বরদাতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগমকল্পদ্রুম, নিগম-তত্ত্বসার, নিরুত্তরতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণ-বিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, স্বরোদয়, শ্যামাকল্পলতা, শ্যামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, শ্যামাপ্রদীপ. তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বা-নন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বীজচিন্তামণিতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল প্রভৃতি।

বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮৩০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতন্ত্র	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২৩০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫৩১০	কামেশ্বরীতন্ত্র	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তন্ত্ররাজ	৯০৯০
যোগ	১৩৩১১	হরগৌরীতন্ত্র (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০৯০	হরগৌরীতন্ত্র (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তন্ত্রনির্ণয়	২৮
অমৃতশুদ্ধি	৫০০৫	কুব্জিকাতন্ত্র (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (২য়)	৬০০০
সিদ্ধসম্বরণ	৫০০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতন্ত্র	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র	৮৮০০
দুর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতন্ত্র	৫৫০৫
সারস্বত	৯৯০৫	দেবীতন্ত্র	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৬
গান্ধর্ব্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতন্ত্র	২২০৫
আদিযামল	৩৫৩০০	আস্থাতন্ত্র	২২৯১৫
ব্রহ্মযামল	২২১০০	যোগিনীতন্ত্র (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুযামল	২৪০২০	যোগিনীতন্ত্র (২য়)	৬৩০৩
রুদ্রযামল	৬৪ ৬৫	বারাহীতন্ত্র	"
গণেশযামল	১০৩২৩	গবাক্ষতন্ত্র	৬৫২৫
আদিত্যযামল	১২০০০	নারায়ণীতন্ত্র	৫০২০৩
নীলপতাকা	৫০০০	মৃড়ানীতন্ত্র (১ম)	৪৪৯০

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
বামকেশ্বর	২৫	মৃড়ানীতন্ত্র (২য়)	৩০০০
মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র	১৩২২০	মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়)	৩৩০

বারাহাতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রসত্ব বুদ্ধ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডী-ক্রম, ৪ সম্পুটোদ্ভব, ৫ হেবজ্র, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্লযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্যামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভি-ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধন-কল্পলতা, ২৯ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহ্যসিদ্ধি, ৩২ উদ্যান, ৩৩ নাগার্জ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রসত্ব, ৩৯ মরীচি, ৪০ তারা, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি-কর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ করুকুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ উড্ডামর, ৫৫ বসুন্ধরাসাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমান্তক, ৬০ মঞ্জুশ্রী, ৬১ তন্ত্রসমুচ্চয়, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গূঢ়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বসন্ততিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনুবা-দিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র ঋগ্যুদ্ নামে আখ্যাত. ঋগ্যুদ্ ৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটনবশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনু-বাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতা-ব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব সুরাসবম্॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণংশ্চৈব যদ্যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধরণং পুংসামত পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকুলাকারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই শিব নামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং ভারতে আসিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে অবশ্যই মূল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তন্ত্রমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু আমরা গৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায় ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্য, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্যকালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্ব্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনীতন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্র সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ড্রজ, ইংরেজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজাগমনের পর যে ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ, ভূতশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্ম্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদিবিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

দশবিস্থান্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিম্বপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাষোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মনুটীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ।"

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লূকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে।
মগ্ন তস্য হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

হে দুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়পদ্মে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্॥"

বিষ্ণুযামলে বর্ণিত আছে—

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই পূজা করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

"পঞ্চমন্ত্রৈর্ভবেদ্দীক্ষাত্বাগমোক্ত শৃণু প্রিয়ে।
যাং কৃত্বা কলিকালে চ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ॥"

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, যাহা করিলে মানব কলিকালে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তন্ত্র মতে, সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকার নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু॥
তথা হ্যদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ম্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতন্ত্র ও পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেই জন্য শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দদাতি দিব্যতাবশ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
যাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।"

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসন্ততি নাশ করে বলিয়া তন্ত্রপারগ মুনি কর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সদ্গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ এইরূপ—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্ত সদ্গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি য এব সদ্গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, বিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সদ্গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥

ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মণস্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহবিমৎসরঃ॥
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্‌।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্তিতরো গুরুদুঃখদঃ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়ে তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্‌যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্‌গুরুস্তদা॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্‌ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্ব্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, প্রাণীগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্ব্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্য জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্যপ্রকার শিষ্য গুরুর দুঃখদায়ক। সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হইলে সদ্‌গুরু কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥"

পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কামাখ্যাতন্ত্রের মতে—

"অন্ধং খঞ্জং তথা রুগ্নং স্বল্পজ্ঞানযুতং পুনঃ।
সামান্যকৌলং বরদে বর্জ্জয়েন্মতিমান্‌ সদা॥
উদাসীনং বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ।
উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে॥
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা মোহাদুদাসীনস্ত পামরঃ।
অভিষিক্তো ভবেদ্দেবি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য নরকং যান্তি চান্তিমে।" (৮ অঃ)

অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, অল্পজ্ঞানী, সামান্য কৌল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্‌ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধ্যা নারী যেমন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও তদ্রূপ। যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার সকলই বিফল। অন্তিমে নরকে গমন করে।

গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রের মতে—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্‌।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিত্ব নিবন্ধন কন্যা বলিয়া গণ্য নহেন।

গণেশবিমর্ষিণীর মতে—

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্‌।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে।

কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে।
শৈবঃ শাক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্যা গুরবো মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
গৌড়দেশোদ্ভবা ন্যূনা কামরূপোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাদ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য মধ্যম, গৌড় ও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা ন্যূন, কলিঙ্গাদি অধম।

বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত জামল বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রং লাটকোঙ্কণসম্ভবাঃ।
অন্তর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠানা অবন্তাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥

গৌড়া শাম্বোদ্ভবা সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাট-নর্ম্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ॥"

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, শাম্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থানবাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাসী গুরু অধম।

তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

"শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে॥
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ।
মন্ত্রোপ্যূহো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে॥"

হে দেবি! শূদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদবিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দ্দশ স্বর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিষবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

"কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেঽহনি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে॥
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে।
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি॥
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ।
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্রতারাদিযুক্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণ কালে, আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয়টী দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাগুরুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

"বিষ্ণুর্বিষ্ণুমতস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ।
গাণপত্যস্য দেবেশি গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর এবং গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্টদেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।]

তান্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা॥"

সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাসকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্য)।

আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নাই।

বেদাচার। প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্‌ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাকলাম্।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদলপদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্‌ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন ॥"

বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মতৎপর হইবে, মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কখন মালা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বিশেষং মহাদেবি! কেবলং পশুঘাতনম্ ॥"

শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে ইহাতে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥"

বেদাচার ক্রমানুসারে আদ্যাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—
"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥" (আচারভেদ ত°)

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ মকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরা শক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—"শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্ ॥"

পার্ব্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—
"দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ ॥"

যে সর্ব্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যদান ও মদ্যপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচার—"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেহ ভিন্নং মিত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (নিত্যাতন্ত্র)

দিক্‌কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! মহামন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। প্রিয়ে! কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে লিখিত আছে—

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।"

দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ পশুভাবে ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামাচারীদের মত মদ্যমাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাত্বিক বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে (৪র্থ পটল) পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।
শিবেন গদিতং যত্তু তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্।
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাচারং বদাম্যাশু শৃণু সংশয়নাশকম্।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বূলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ।
পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্ট্বা সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
সন্ত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চীরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যং সমাকুলঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদাদানং সমাকুর্য্যাদ্ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পণ্যদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বানহঙ্কারাদিকাংস্ততঃ।
বিশেষেণ মহাদেবি! ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি।
কদাচিন্দীক্ষয়েন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মন্ত্রদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে।

ইত্যাদি বহুধাচারা ক্বচিদ্ক্রমঃ পশোর্মতিঃ।
তথাপি চ ন মোক্ষঃ স্যাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন।
যদি চংক্রমণে শক্ত খড়্গাধারে সদা নরঃ।
পশ্বাচারং সদা কুর্য্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।"

যাহারা পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্য্য নিন্দনীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত। তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাম্বূল স্পর্শ করে না, ঋতুস্নাতা নিজ ভার্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর কখন লয় না, সর্ব্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে গৃহে যায়, পুত্রকন্যাদিগকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করেনা; ধন থাকিলে সর্ব্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি! এরূপ পশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে না। অজ্ঞানে বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর শাপভাগী হইবে। এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের আজ্ঞা এই জম্বূদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না।

এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্॥"

দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।

ভাব। উক্ত সাতটী আচার নির্দ্দিষ্ট হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ো দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবমৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে।
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।
ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভাসেৎ।"

জন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই মানসধর্ম্ম, সর্ব্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত।

কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

"ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিনম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু সএব দেবতাত্মকঃ।
নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ।
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবশ্চং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।"

ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। হে কুলসুন্দরি! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা দিব্য। সে নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্য জপপূজা, নির্ম্মল বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য গুরুর অন্নভোজন, কদর্য্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে সর্ব্বদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে; কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১০ম পটলে—

"দিব্যবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ।
দিব্যৈর্বীরৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥
দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবোত্তমৌ মতৌ ॥
বিনা শক্তিং ন পূজান্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।
অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ব্বমাচরেৎ ॥
স্নানন্তু মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা।
যত্র ভুক্ত্বা মহাপূজা মানসং ভোজনন্তু তৎ ॥
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং।
মানসং মদ্যমাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং তদ্বন্মানসং সমুপাচরেৎ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং।
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ।
ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ ॥
মানসেনৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥"

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। দিব্য ও বীরভাবে প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধত। সর্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অনুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ম্ম করিবে। মানসস্নান, সর্ব্বদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজাভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীয়া বা পরকীয়া নারীর রমণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বয়ম্ভুকুসুমও উপাচার দিবে। মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥
কেবলং শিবপূজাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধকঃ।
পশূনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা ॥
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থা ন সংশয়ঃ।
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবনম্।
কৃত্বাপ্যসর্ব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো।
যক্ষিণীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং ॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা।
তথা শ্রীতারকব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ ॥
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা সর্ব্বকামহা।
বর্জ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাপরোজনঃ॥"

যে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপদেবতার সর্ব্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সর্ব্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, সুতরাং সাধনযোগ্য নহে। বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে।

রুদ্রযামলের মতে—

"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাপ্নুয়াৎ।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্ ॥
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্নন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ॥"

যদি পূর্ব্বাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্ব্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥…
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥"

বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ॥
সজীবমীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্ত-আচার্য্যস্যাস্য পার্ব্বতি ॥
পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাম্ভবী বাক্যমব্রবীৎ ॥"

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। মৎস্তমস্তাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে কুলনায়িকে! যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্ ॥
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মন্ত্রসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্ণে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারীস্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্ব্বং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥
খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
গণকোঽস্য ঋষিচ্ছন্দো নীবৃদ্বিঘ্নস্তু দেবতা ॥
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে।
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং ॥
খড়্গাপাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং।
বালেন্দুদীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং ॥
ভোগীন্দ্রা বদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং।
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ বিষ্ট্বা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী ॥
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ ॥
অভ্যর্চ্চ্য চ চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং।
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ ॥
একদন্তং বক্রতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ।
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনং ॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রানি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ র্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্ ॥
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যোকৈকমপি প্রিয়ে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুনবগ্রহান্ ॥
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।
কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥
ততো স্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং।
এহি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ ॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ॥
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ।
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ।
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥
আয়ুর্লক্ষ্মী বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ততস্তু কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুং।
গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে।
কিঙ্কিনীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে ॥
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে।
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে ॥
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকৈশ্চতুরঙ্গুলাং ॥
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ।
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥
স্ব স্ব কল্পোক্তবিধিনা কুর্য্যাদর্চ্চা বিধিক্রিয়াং।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলে।
স্বর্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্।
স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া ॥
ক্ষকারাদ্যৈরকারাদ্যৈর্বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রপ্রজাপেণ পূরয়েৎ কারণেন তং ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিবা ॥
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবং ॥
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাদ্বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ।
সরাবং মার্ত্তিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্বিতং ॥
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে ॥
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
হ্রাং হ্রীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ।
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্‌গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ॥
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ।
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা প্রপূজনে।
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হোমন্তু কৃত্বা নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধনং।
পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে ॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌল মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্ ॥
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥
শিষ্যো ভবতি পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ।
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে ॥
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্‌ঘটমুত্তমম্।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ ॥
মন্ত্রৈরেতৈর্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ।
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতং।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চ্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে পারেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল

* ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য পূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে *। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুণ্ডদ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান হইতেছে, যাঁহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া (প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রণব পাঠপূর্ব্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিক্, গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ, বিঘ্ননাশন ইহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে।

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া স-ধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।** প্রিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে ††। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইহাদের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বসন্ত। কৃপানিধে! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব!

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি-

---

* অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈম্ অনামিকাভ্যাং হুম্। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুম্। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

† গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষ দুষ্কৃত পুঞ্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবর্ষৈক দেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিল কাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তার্গতামুক শাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তার্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

ষিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কর্য্যুর্লঙ্কারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে †।

গুরু তগরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। ঐ গৃহে মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। কিঙ্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে না। কর্পূর সহিত শালনির্যাস নির্ম্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধ হস্তপরিমিত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি, সুবর্ণ নির্ম্মিত, রজত নির্ম্মিত, তাম্র নির্ম্মিত, অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘট প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা ঐ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃণ্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে। শিবে! শক্তিমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে স্থাঁ স্থীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকৃত অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিন্যাস করিবে।

শক্তিপাত্র রজতনির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্য সমুদায় পাত্র তাম্র নির্ম্মিত করিতে হইবে। মহাদেবীর পূজাকালে পাষাণনির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে, কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদ্‌গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিসাধকদিগকে অর্চ্চিত করিবেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পরমতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

* ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামং আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে।

† ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্র অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ংমুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমক গোত্রং অমুক প্রবরম্ অমুক বেদীনম্ অমুক শাখাধ্যায়িনং কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবাসিনং শ্রীমন্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রালঙ্কারাদিভিরহং বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

অর্চ্চিত ঘটের উপরি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্ম্মল ঘট চালনা করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা স্বরূপ তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

গুরু এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে।*

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

"গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মী ভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
অসিতাঙ্গরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তামহোগ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনোরুক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তুমাং দিগীশ্বরাঃ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহা।
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষোদিনানি চ॥
ঋতুর্মাসোহায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টা অভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশোরোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্‌কায়জাদোষা বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্তু মনোরথাঃ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোমূর্খাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্ত নাম্না সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দত্ত্বাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজ দেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকাম্॥
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শাস্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্।
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যমুষ্মৈ কুলামৃতম্॥
আজ্ঞামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥
হৃত্বাকৃষ্য গুরুর্দ্দেবীং ব্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।

* মন্ত্র যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদ্যাকালী দেবতা ওঁ বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিতে হইবে।

চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্ ।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্ ।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
নবরাত্র বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে ।
ত্রিরাত্রে বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥
নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটস্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥”

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা, মহিষমর্দ্দিনী ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগলা, বরদা, শিবা, ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইঁহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টদিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি করণগণ, বিষ্কম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতলচারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য, ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইঁহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্টকারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ্ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণানিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ শিবরূপী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

লজ্জা লাঞ্ছিতভালা যা সা সাক্ষাদ্‌ভুবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্।
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ব্বদা।
শাঙ্করী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী।
সর্ব্বদা সাধনে যোজ্যা সাধকানাং কুলার্চ্চনে ॥" (নিরু° ১১ প°)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, দম্ভ নাই, যে সাধ্বী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, স্বইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারিবর্ণজাতা রমণীই কুলপূজায় প্রশস্ত। চারি বর্ণের কুলস্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডল লজ্জার আভা সে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। এরূপ নানা জাতীয়া রমণীই কুলপূজায় দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয় দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চ্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে। হীনজা মাত্রেই সর্ব্বদা দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অবৈষ্ণবী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে।

সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসক মাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে কুলপূজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই অথবা চক্র মধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

"ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে।
সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥
কুলভ্রষ্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে।" (নিরু° ১০ প°)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিষ্ফল ও পদে পদে তাহার দুঃখ হইয়া থাকে। যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু ক্রমানুসারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমসঙ্কেত।

খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ় ইত্যাদি।

তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভুকুসুম প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

"হরসম্পর্কহীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥
অনুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।" (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্রব ব্যতিরিকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডোদ্ভব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"জীবদ্ভর্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে।
তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে ॥"
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প°)

গোলোদ্ভব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"মৃতভর্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ।
তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে।"

কুলার্ণবের মতে—

"তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতং কুলনায়িকে।
কথিতস্তরুণোল্লাসে হরুণং মুখমম্বিকে ॥
যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃঙ্ মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥"

তত্ত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার স্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি।

পূজা-সঙ্কেত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ।
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকতমৃদাদিনা ॥
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহর্ম্মনীষিণঃ।
আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে ষট্‌চতুঃপলম্ ॥

* "অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্‌যোগং সুরতো জপেৎ।
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং নাগরীং দৃষ্ট্বা এবং সঞ্চিন্তয়েন্নরঃ।
স এব কালকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ।" (নিরু° ১১ প°)

জলং শ্যামাকদূর্ব্বা চ বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।
পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং জবা।
দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ।
জাতীফললবঙ্গক-কঙ্কোলাশ্চ ষট্পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কঃ ঘৃতং মধুঃ॥
দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বাড়ি তথাচ মে।
পরিমার্গন্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থসম্ভবঃ॥
নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।
মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ॥
বিতস্তিমাত্রাদধিকং বাসোযুগ্মন্তু নূতনম্।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেবং মুক্তারত্নযুতানি চ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধফলাবধি।
নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ॥
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলু কর্ষভাক্।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ॥
যাবদ্ভক্ষং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তুভক্ষ্যাদিকচতুর্বিধম্॥
কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তি সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বস্তুয়েন্নরঃ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে সতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যাতু পূজয়েৎ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥"

দ্রব্যের যত সংখ্যা পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপচারে দ্রব্য বলিলে স্বর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্য এই চারিটী। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ষট্ পুষ্পে স্বাগত, চারি পল জলে পাদ্য, শ্যামাক (বিষ্ণুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও কঙ্কোল এই সকলে অর্ঘ্য, ষট্পল পরিমিত জলে আচমন, কাংস্যপাত্রে ঘৃত মধু ও দধি দিয়া মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে আচমন, ৫০ পল বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিতস্তিমাত্রার অধিক দুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি দ্বারা আভরণ, চন্দন অগুরু ও কর্পূরে গন্ধ, ৫০ প্রকারের অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্যাদি পাত্রে ধূনা ও গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ, সপ্তবর্ত্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটী পুরুষে যে পরিমাণ দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাহার দ্বারা নৈবেদ্য। (এই নৈবেদ্যে বিবিধ প্রকার বস্তু দিতে হয়, খাদ্য বস্তু ৪ প্রকারের কম না হয়)। কার্পাসাদি সূত্র দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্পূর সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাম্রাদিপাত্রে এই সকল কার্য্য করিবে)।

দূর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দূর্ব্বা ও অক্ষত লইতে হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি অনুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়া অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিভবহীন ব্যক্তির পক্ষে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে। এই অনুকল্প ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ অনুকল্প করিলে তাহা নিষ্ফল।

মন্ত্রসঙ্কেত অর্থাৎ বীজ। যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ।

"নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।"

নকুলীশ শব্দে 'হ্', অগ্নি শব্দে 'র্', বামনেত্র শব্দে 'ঈ', এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে 'ঁ', এই সমুদায়ে হ্রীঁ এই মন্ত্রটী উদ্ধার হইল।

কালাবীজ যথা—

"বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।"

বর্গাদ্য শব্দে 'ক্' বহ্নি শব্দে 'র্' রতি শব্দে 'ঈ' এবং বিন্দু 'ঁ' ইহাতে ক্রীঁ এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক পদসমূহকে মন্ত্র সঙ্কেত বলা যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে, তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্র শব্দ দেখ।]

বীরাচারপূজা। তন্ত্রে বীরাচারপূজা একটী প্রধান অঙ্গ। কৃকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

"আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপূজিতে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি।
সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্মুক্তো মহানঘঃ॥
তৎকুলে নৈব দারিদ্র্যং তদ্গোত্রে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ।
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ স্ত্রিয়োঽপি চ॥
এনাং বিদ্যাং মহেশানি ন দদ্যাৎ যস্য কস্যচিৎ।
কালী বীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগলং তদনন্তরম্॥
লজ্জাবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা।

পুনস্তান্যেব বীজানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ ॥
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকৃচ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিতা ॥
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কূর্চ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া পরিকীর্ত্তিতৌ ॥
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥
সদ্যঃ কৃত্য শিরঃ খড়্গাবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং করকঙ্কালকান্বিতাম্।
কণ্ঠাবশক্তমুক্তালীগলক্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন মদ্যৈর্মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥
রক্তপুষ্পৈ রক্তপদ্মৈ রক্তাম্বরসমন্বিতৈঃ।
সংপূজ্য যত্নতো মন্ত্রী পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥
পীঠপূজাং ততো দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্।
প্রকৃতিং কমঠঞ্চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে মণিবেদিকাম্ ॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্ ॥
ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চৈব ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
কেশরেষু চ পূর্ব্বাদিষ্বিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥
কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
প্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষট্‌কোণকে বুধঃ ॥
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে।
মাত্রাং মুদ্রাং সিতাঞ্চৈব ন্যসেচ্চান্যত্রিকোণকে ॥
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ ॥
দিগাম্বরাহসন্মুখ্যাঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকে ॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
অপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥
নারসিংহীং প্রপূজ্যৈব ততো দক্ষিণতো যজেৎ।
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতান্তরে ॥
দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ।
এবং সংপূজ্য যত্নেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং যদি দেবীং প্রপূজয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক মস্নুতে ॥"

বীরাচার পূজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্যক। যাহা জানিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে কথনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না। প্রাণ, ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু এই মন্ত্র যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্বয়, তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয় ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, পুনর্ব্বার এই সকল বীজ হইবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী।

ইহার বীজ কূর্চ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মায়াবীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা, ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে হয়। প্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তামণিগৃহ, শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ ন্যস্ত করিবে। চারিদিকে মুণি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন ন্যস্ত করিবে।

পরে কালী, কপালিনী কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, এই সকলকে সাধক, বাহিঃ ষট্‌কোণে ন্যস্ত করিবে।

উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা অন্য ত্রিকোণে ন্যস্ত করিবে।

পরে "সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

পরে সাধক ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, কৌমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে। পরে নারসিংহীকে পূজা করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতান্তরে মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ, মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। মদ্য ও মাংস ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল পাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।

"বিনা পরক্রিয়া দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
স্ত্রিয়ো গতি স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
নারীণাং স্মরণে কালী স্মারিতা স্যান্ন সংশয়ঃ॥
কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্তুং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে।
তস্যৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্॥
স্বয়ং পীত্বা জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।"

সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে স্মরণ করা হয়। কণ্ঠে কণ্ঠ, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্ষোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না।

ইহাতে অনধিকারী।

"এতস্য চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্য প্রজায়তে।
কালিকামন্ত্রবর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে॥

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, সে বীরাচার পূজার অনধিকারী।

পুরশ্চরণ—

"লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ক্ষত্রিয়ানাং দ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্যানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্॥
শূদ্রানাস্ত চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।
লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ॥
রাত্রৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।
কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্॥
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীর্ত্তিতং পরমেশ্বরি।
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্ম্মলং প্রিয়ে॥
ধনেনাপি কুবেরস্যাৎ বিদ্যয়া স্যাৎ বৃহস্পতিঃ।
আকল্পোজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥"

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের দ্বিলক্ষ ও শূদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীযুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুষ্পিণীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। বাক্‌সিদ্ধি হইলে নির্ম্মল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিদ্যাতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

"প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা দুগ্ধময়ী ভবেৎ।
লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥
সুরাপাত্রং ভবেৎ শূন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।
কলাকলান্তরঞ্চৈব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবেৎ॥
নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্দ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু॥"

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই দুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্প স্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

"সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ।
বিদ্রুমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি॥
প্রোক্তং মালাচতুষ্কঞ্চ সমভাগেন মালিকাং।
গ্রথয়েৎ পট্টসূত্রেণ পুষ্পিণী গৃহবর্ত্তিনী॥
লোহিতেন বরারোহে সর্পাকারাং সুশোভনাম্।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরন্দেণ পার্ব্বতি।
তারং মায়া কূর্চ্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।
বহ্নি কান্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥
স্নাপয়েৎ পীঠমধ্যেতু শূন্যাগারে বরাননে।
ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যত্নতঃ সুধীঃ॥
জ্ঞাত্বা সিদ্ধিস্ত নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ।
ষোড়শাব্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযত্নতঃ॥
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈঃ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা।
দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দিব্যপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
পূজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈ র্ভোজয়েত্তাং বরাননাম্।
আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ॥
ততো মন্ত্রী রময়েত্তাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তস্যা হস্তে ততো মালাং দত্ত্বা তাং যাচয়েদ্বুধঃ॥
নীত্বা মালাং তয়া দত্তাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
তদা জপেদর্দ্ধরাত্রৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥"

স্নবর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিদ্রুম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের মালা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহা দ্বারা গৃহবর্ত্তিনী পুষ্পিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর বহ্নিকান্তা (স্বাহা) উচ্চারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মাল্লিকা স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিবে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্ন-পূর্ব্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্বুধঃ।
পর্য্যঙ্কস্ত চতুঃপার্শ্বে পট্টসূত্রং মনোরমম্॥
বদ্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রন্থিং রমাপুটিতমূলকৈঃ।
নিবিষ্টশ্চৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথা॥
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ।
ষোড়শাব্দাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ॥
সমানীয়প্রযত্নেন দিব্যপুষ্পৈর্নিবেদয়েৎ।
ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ॥
লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ র্ভূষয়েৎ স্বয়ম্।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে॥
জপস্যার্দ্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্বুধঃ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যঙ্কের চতুঃ-পার্শ্বে মনোরম পট্টসূত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটিত মূলক দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিশীথে নির্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা॥
গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ব্বকং।
ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা॥
তাম্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু।
কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
উপচারৈ র্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টন্তু পরিদাপয়েৎ॥
চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্ত্তুলম্।
ততশ্চরুং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ॥
রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং।
দ্বারেষু পূজয়েন্মন্ত্রী লোকপালান্ প্রযত্নতঃ॥
গ্রহান্ সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু।
হবির্দ্ধারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্ত্যা ততশ্চরুং॥
শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে।
হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
পিষ্টবর্ত্তুলসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি॥
তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লৌহং তুর্য্যেণ চ স্মৃতং।
এষামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেন্দ্রং দুর্ল্লভমুচ্যতে।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মাদাদৌ সমর্চ্চয়েৎ॥
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধোভবতি নান্যথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরু হোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদি পূর্ব্বক বিভবানুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্ট প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তুলাকার চতুঃপিষ্টক যত্নপূর্ব্বক চরুতে রাখিয়া চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণ ক্রমে গ্রহ-দিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবির্দ্ধারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল

মন্ত্র ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত্তুল সংখ্যানুসারে স্বর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, তৃতীয় তাম্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইহাদের অন্যতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রত্ব দুর্ল্লভ নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরু মূলক, গুরু ব্যতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্য সর্ব্ব প্রথম গুরুর অর্চ্চনা করিবে এরং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অন্যথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
অমাবাস্যা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি গত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ সামিষান্নৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিনি।
দ্রব্যৈর্ল্লোহিতবস্ত্রেণ স্বর্ণাভরণভূষিতৈঃ॥
জপন্মূলং ক্রোধরুদ্ধং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবনিশং গিরিসম্ভবে॥
নিশায়া মুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বরি।
যদি ভীতির্ভবেত্তস্য তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥
দন্তাদন্তিবিধায়ৈব মনসেব মনুস্মরেৎ।
অবশ্যং শ্রূয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে॥
যদি তত্র ভবেদ্দেবি শব্দো গুণগুণাভবেৎ।
ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ॥
তদা ভবতি চার্ব্বঙ্গি দেববাণী সুশোভনা।
সিদ্ধিমাবশ্যকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্যার দিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত হইয়া শ্মশান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মদ্য, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষান্ন, রক্তবস্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দন্তাদন্তি হইয়া মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্ গুন্ শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ॥
তামানীয় প্রযত্নেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ।
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈ র্ভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা॥
মিষ্টান্নৈ র্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পগে॥
ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ॥
ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পূজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যৈ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোরমৈঃ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা॥
লতাস্তু রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন।
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ॥
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে।
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং কথয়েৎ কান্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী পুষ্পিণী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, উর্দ্ধতল্পে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রত থাকিবে। পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ, তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগা তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় গুহ্যতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

"অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।
কুঙ্কুমং চন্দনং চন্দ্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥
জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তস্যা মূর্দ্ধনি কারয়েৎ॥
তিলকং বশ্যমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।
রমা বাণী ভবানী চ সর্ব্বসম্মোহিনী তথা॥
ঙেযুতা পরমেশানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ।
অনেন শতজপেন তিলকং মূর্দ্ধি কারয়েৎ॥
কলাঞ্চ পূজয়েত্তত্রান্ নানাভরণভূষিতাম্।
পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ যত্নতঃ॥
জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।
এবং ভূত্বা বরারোহে ততো যত্নং সমাচরেৎ॥
অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূয় বিচক্ষণঃ।
নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
যামোত্তরং সমারভ্য যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥
রক্ষার্থখড়্গপাণিস্তু স্বপার্শ্বেপি নিযোজয়েৎ।
গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা॥
বলিভিঃ সামিষান্নৈশ্চ যজেৎ পরমসুন্দরি।
ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ॥
অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্।
জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে॥"

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (কর্পূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ঙেযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্ন সহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

যামোত্তরে আরম্ভ করিয়া যামদ্বয় অতন্দ্রিত ভাবে মদ্য ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত খড়্গধারী হইবে এবং পার্শ্বে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষান্ন দ্বারা যাগ করিবে এবং ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হইয়া ভূতলিপ্যাদি সংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

"দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ।
কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্॥
মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ॥
মদ্যৈ র্মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্নৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে॥
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ।
অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়্গসিদ্ধির্বরাননে॥
অজরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।
তথা মধুমতী সিদ্ধির্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি॥
তত্রৈব চেটিকা সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
রম্ভা বা ঘৃতাচী বা যদি জপ্যতি সাধকঃ॥
তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইচ্ছামৃত্যু র্ভবেদ্দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥"

অথবা সাধক হবিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মদ্য মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাদুকা সিদ্ধি, খড়্গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চেটী প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেই স্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহারা উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

"অথবা গণিকাং গত্বা পূজয়েৎ ভক্তিভাবতঃ।
তয়া সহ জপেন্মন্ত্রং পিবেদনিশমাসবং॥

নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা পায়য়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিধানন্তু মাসমেকং বরাননে॥
প্রত্যহং হোময়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং দ্বিজপ্রভোজনম্।
মাসপূর্ণে সাধকেন্দ্রো নিশীথে চ লতাযুতঃ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহাতিমিরমধ্যস্থো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।"

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তি সহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে।

"অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ।
নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জ্জারস্যাপি পার্ব্বতি॥
গোমুণ্ডং সাদ্রমাণীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ।
জপেত্তু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

অথবা সাধক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিবে। সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে।

"অথবা বনিতাং রম্যাং গত্বা দেবেশি যত্নতঃ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ কর্পূরেণ তু পূরয়েৎ॥
তদ্যোনৌ কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ।
ততো ভুক্ত্বা তু তাং কান্তাং তন্মন্ত্রং পরমেশ্বরি॥
তৎ কুঙ্কুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
তদেব তিলকং কৃত্বা নিশীথে গতসাধ্বসঃ॥
সহস্রন্তু জপেৎ মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা।"

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে কর্পূর পূরণ করিবে। যোনিতে কুঙ্কুম ও কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত্ন সহকারে সেই কুঙ্কুমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবাপি শরীরোত্থরুধিরেণ বরাননে।
যন্ত্রং নির্ম্মায় যত্নেন তত্র দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
মত্স্যমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুষ্পৈ বরাননে।
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥"

অথবা সাধক শরীর হইতে উত্থিত রুধির দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মত্স্য ও মাংস উপচার এবং অর্ক পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে।

"অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী।
উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা কুর্য্যাৎ স্নানমতন্দ্রিতঃ॥
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ।
হবিষ্যান্নৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্ব্বরাননে॥"

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপবাস করিবে, পরে অতন্দ্রিত ভাবে স্নান করিবে, ধূপ দীপ ও হবিষ্যান্ন নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র জপ করিবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে।

"অথবা বটমূলস্থো দিগ্বাসামুক্তকেশবান্।
লতাভির্ব্বেষ্টিতোভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

"এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষান্নজায়তে।
ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাদ্ভুতম্॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষান্নজায়তে।
দ্বিতীয়ং বাপি কুর্ব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে।
বস্ত্রে শুক্লে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি॥
পুত্তলীং রচয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
পূজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোহরৈঃ॥

তত্র দেবীং জপেৎ যত্নে সমভ্যর্চ্চ্য সহস্রকম্।
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥
ততঃ শাল্মলীকাষ্ঠেন নিম্বকাষ্ঠেন বা প্রিয়ে।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য যত্নেন তত্র বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥
ততঃ পুত্তলিকা ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে।
সিন্দূরপুত্তলীং দেবি ততো বহ্নৌ তু তাপয়েৎ ॥
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ।
ক্ষালয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধেন অথবা দধিবারিণা ॥
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরি।
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

পূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাদ্ভুত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটী প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্না একটী পুত্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা ক্রোধরূপে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর যত্নে রক্তচন্দনলিখিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাল্মলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দূর পুত্তলী বহ্নিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্ব্বতিঃ।
হবিষ্যাশী দিবা ভুক্ত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ।
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতন্তু মনুং জপেৎ ॥
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে তাড়িত করিবেন। দিবাতে হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"অথবাপি বরারোহে নৌকালোহেন পার্ব্বতি।
শূলং নির্ম্মায় যত্নেন পটে দেবীন্তু কল্পয়েৎ ॥
তাং পূজয়েৎ প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন তস্যাঙ্গে পীঠদেবতাং ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শূলং সংপূজয়েত্তত্রাত্তীক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥
ওঁ মহাশূল নমস্তভ্যং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণে।
অস্ত্রদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ॥
উদ্যমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

পূর্ব্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা হইলে নৌকালোহ দ্বারা শূল নির্ম্মাণ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে এবং পীঠ দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। "ওঁ মহাশূল" এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বপত্রে কুঙ্কুমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥
বিলিখ্য ভুবি দেবেশি তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্গাত্রে পূজয়েদ্দেবীং নানাভরণসংযুতাম্ ॥
নিশীথে তু জপেন্মন্ত্রমেকান্তে কান্তয়া সহ।
জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥"

পূর্ব্বোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুঙ্কুম ও স্বর্ণশলাকাদ্বারা শত কালিকা বীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পূজা করিবে। নির্জ্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। ইহা অতিশয় গুহ্যতম ও অপ্রকাশ্য, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

"শ্মশানকালিকায়াস্ত কলায়ামুপবেশনম্।
কলাস্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে ॥
অষ্টবর্ষাত্তু যা বালা দ্বাদশাধো মহেশ্বরি।
স্থাপয়েত্তু চতুঃপার্শ্বে মিষ্টভোজনভোজিতা ॥
পূজয়েৎ শরয়া ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত সাধকঃ।
পায়য়েৎ আসবং যত্নাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্।
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥
তমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নেন কৃত্বা বক্ষসি সাধকঃ।
অঙ্গন্যাসযুতং দেবি জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

এতস্মিন্ সময়ে দেবী রতি মিচ্ছতি সা যদা।
তদা তাং রময়েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা॥
শনৈরধরপানঞ্চ শনৈর্বক্ষোজমর্দ্দনম্।
শনৈর্গুদনিবেশঞ্চ শনৈরালিঙ্গনং প্রিয়ে।
যদ্যত্র জায়তে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী।
এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাৎগুহ্যতরং পরং।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদাসিদ্ধিবিলম্বেন নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
অবিশ্বাসো নকর্ত্তব্যং আলস্যং নৈব পার্ব্বতি॥
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং সারমুদ্ধৃতা পার্ব্বতি।
দুগ্ধমধ্যে যথা সর্পি কাষ্ঠ মধ্যে যথা নলঃ।
তথা সমুদ্ধৃতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্ত্রাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।"

এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এইজন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা দুঃসাধ্য।

এই বীরাচারপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ নিরূপণ গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যাতীত নহে।

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

"মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভং।
মদ্যৈর্ম্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈ র্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধু রর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তন্ত্রো পরোভবেৎ।
কালিকা তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্বা মদ্যসেবনম্॥
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ॥
অব্রাহ্মণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমূর্খকঃ।
শুনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষপি।
কালীতারামনুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন।
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা।
যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা॥
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুর্ল্লভম্।
শূদ্রাণাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেবনির্ম্মিতম্॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভোক্ষ্য যোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে॥
তে রহস্যে ময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকা তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধুমচণকাদয়ঃ॥
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুন যদ্ভবেৎ প্রিয়ে॥
তস্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ত্তিতং।
প্রথমন্তু ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্॥
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যাৎ মুদ্রাঞ্চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ॥"

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মূত্রতুল্য। যে ব্যক্তি কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান।

বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ষ্যযোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিপ্রদায়ক মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল-ভ্রষ্ট, গোধুম, চনকাদি ইহার নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

পঞ্চ মকারের অর্থ।

"মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহাম্মৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতম্।

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাস্তস্য সূচকাঃ।"

যাহা হইতে মায়া মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্য-জনন, সম্বিদ্‌দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয় এই জন্য ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্য্যে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এই জন্য তাহার সিদ্ধিও অসম্ভব। আনন্দই পরম ব্রহ্ম. পঞ্চমকার তাহার সূচক।

"সুমনঃ সেবিতত্বাচ্চ রাজত্বাৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আনন্দজননাদ্দেবি সুরেতি প্রতিকীর্ত্তিতা॥
মুদং কুর্ব্বতি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী॥"

উত্তম লোক সকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন হেতু, এই জন্য ইহার নাম সুরা। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এই জন্য ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল নির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

"অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপুরো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।"

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরমোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাত্রই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানফল।—

"দ্রব্যং মধুঃ তথা মৎস্যং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্।
মকারপঞ্চসংযুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্॥
কন্যাকোটিপ্রদানস্য হেমভারশতানি চ।
ফলমাপ্নোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ॥
পৃথিবীহেমসংপূর্ণা দত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎপুণ্যং কৌলিকে দত্বা তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্॥
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ॥
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানাস্মহর্ষীণাম্।
তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রয়া॥
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্য প্রদানতঃ॥
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাধমঃ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
চাণ্ডালী চর্ম্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।
মদ্যকর্ত্রী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভা॥
অষ্টৈতাঃ কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।"

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে। কোটি কন্যা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক কার্য্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। সুবর্ণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাতৃ সকল, যোগিনী সকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিষ্ফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, মাতঙ্গী, মৎস্যকারিণী, মদ্যকর্ত্রী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮টী স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিতে হয়।

"সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ।
আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী॥"

যে সাধক পঞ্চমকার শোধন না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপ্রতি দেবী ক্রুদ্ধা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তান্ত্রিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকার সাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নান্যস্য দৃষ্টিগোচরে॥
শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্দ্রে সুলোচনে।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যত্নতঃ॥

গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥"

কৌলিক অতিশয় যত্ন সহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পঞ্চতত্ত্ব জানিতে হইবে। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতন্ত্র, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব।

মাংসাদি শোধন।—

"বক্ষ্যেহহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে।
পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা পূজয়েৎ মণ্ডলোপরি॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ অনন্তঃ পৃথিবীং তথা।
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ পার্ব্বতি॥
হুঁ বীজেন সংমন্ত্র্য ফট্‌কারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
বারুণেন চ ধেম্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥
ততো মায়াং বধূঞ্চৈব শ্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেদ্ভক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মৎস্যং কুলেশ্বরি।
মুদ্রাং শস্যোদ্ভবাং দিব্যাং পূজার্থং কুলনায়িকে॥
ততো হুঁফট্ বারুণঞ্চ তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে।
মূলমন্ত্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা জপনঞ্চরেৎ॥"

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হুঁ এই বীজ মন্ত্র সংমন্ত্রিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেম্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক "পবিত্রং কুরু দেবেশি" এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হুঁ ফট্ এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূল মন্ত্র তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মৎস্য, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে ষট্‌কোণান্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া বৃত্তচতুরস্র বিধানপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যোদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া তাহাতে "আধারশক্তিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

"নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিভূষিত করিয়া আধারোপরি দেবী এই বিবেচনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার পূজা করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে কলস, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা সন্তাড়িত করিয়া "হুঁং" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে মূলমন্ত্রে বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। "ওঁ" এই মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্প প্রদান করিবে। "হ্সৌঃ" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। "হ্সৌঃ হ্সৌঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ক্রীঁঃ ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ করিবে। "ঐং হ্রীঁং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহে। তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অন্তশাপবিমোচনমন্ত্র—

"অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদিকর্ম্মণি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ্ব মে॥
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলসংভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥"

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সুরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। "ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

"ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রে শাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এই রূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা," এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি—

"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিসদতিথিদুর্রোনসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর দ্রব্য মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্তু শোধন ও সাধন ভিন্ন মদ্যপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীথং পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্॥
অনাঘ্রেয়মনালোচ্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং।
মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলম্॥
অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশাখ্যং মহামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ।
ঊর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানেঽজ্ঞানকৃতে জলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যমাংসাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।
অবিধানেন যোহন্যাৎ আত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে॥
নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকোঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ॥
মাংসসন্দর্শনং কৃত্বা সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।
তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যঞ্চ নাচরেৎ কচিৎ॥
বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি।" (কুলার্ণবতন্ত্র)

অনেক লোক মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া মদ্যাদিপান করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। মদ্যপান করিলেই যদি সিদ্ধি লাভ হইত, তাহা হইলে মদ্যপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই পুণ্যশালী হইতে পারে। স্ত্রী সম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কার্য্যেই কেবল ফলপ্রদ।

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অন্নের মলই সুরা, সেই জন্য দ্বিজাতিগণ ইহা সেবন করিবে না। যদি কোন ক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্রাণ করেন, তাহা হইলে প্রাণায়ামত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আঘ্রাণ জন্য পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে সুরাস্পর্শজন্য পাপ দূর হয়। অজ্ঞান কৃত সুরাপান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্য পাপ মুক্ত হয়। মৎস্য ও মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহারা হতপশুর রোম সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং পরে তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এই জন্য মাংস অবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার সেবন করিলে পরমার্থ তত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথা সকলই নিষ্ফল ও বিশেষ পাপজনক। এই জন্য তান্ত্রিক কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল।—

"সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্‌যদ্বদতি পার্ব্বতি।
তৎসর্ব্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

নারী শোধিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

শক্তিশোধন।—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে।
অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি॥
ভালে চ মণ্ডলং কুর্য্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দূরেণ চ।
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈ দ্রব্যৈ র্ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ।
তাম্বূলং বদনে দদ্যাদিষ্টমূর্ত্তিং বিভাব্য চ॥
ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ্চ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকার্ণং ততোন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥
মূলেন ব্যাপক কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মূলং শতং জপেৎ।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেৎ॥
নাভৌ শ্রী গুহ্যদেশে চ সর্ব্ববীজঞ্চ পার্ব্বতি।
মৌলৌ চ বাগ্‌ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্॥
শক্তিবীজং জপেন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণেচৈব মহেশ্বরী॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।"

নারী শুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। কপালে সিন্দূর দ্বারা ত্রৈপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল প্রদান করিবে। পরে সাধক মূল মন্ত্র জপ করিবে। অন্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্ত মন্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণা করিবে। বদনে তাম্বূল প্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। পরে মাতৃকান্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া মস্তকে শত মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ ও বধূবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সর্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে। বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয়।

"সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্।
খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গারং শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্॥
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্‌" এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দভৈরবকে তিনবার পূজা করিবে। পরে আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে।

"ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যাযুতপ্রভাং।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্॥
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্॥"

এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া "হসক্ষ মলবরযীং সুধাদেব্যৈ বষট্‌" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষং" মধ্যে লিখিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এই জন্য দ্রব্য মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে, "বং" এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

"এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্।
অতএব তস্যানাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে॥
অস্যাঃ গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ।
পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্॥"

দেবসমূহ ইহা সেবন করেন, এই জন্য ত্রিভুবনে ইহার নাম সুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে।

মাংসশোধন। "ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।" এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয়।

মৎস্যশুদ্ধি—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্য বোজাগৃবাং সঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্যশুদ্ধি করিবে।

মুদ্রাশুদ্ধি।—"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংসতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার। সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল লাভ হইবে না।

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বীরচক্র।—"বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ।
অনয়া পূজয়া দেব দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
শক্তে যোন সমগ্রাদি যৎপ্রশস্তং নিবেদয়েৎ।
ভূচরাণাং খেচরাণাং তত্তন্মাংসঃ সুসাধয়॥
মুদ্রা সর্ব্বাণি ধান্যানি যুক্তানি পরমেশ্বরি।
শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তানি চ বিশেষতঃ॥
অষ্টবীরঞ্চ ষড়্বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
কল্পয়েৎ বীরপঙ্ক্তিশ্চ যথালব্ধাশ্চ সুন্দরী॥
বীরেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতকঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥
নাশয়েৎ তৎক্ষণাদ্দেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-প্রভাবে সাধক সকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে।

ভূচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ। সকল প্রকার ধান্যই মুদ্রা, শ্বেত, পীত, ও রক্তপুষ্প, আনয়ন করিবে। ষড়্বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র প্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিষ্ফল।

রাজচক্র।—"চতুর্বর্ণাকুমার্য্যশ্চ স্বরূপা সুমনোহরা।
যামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তথা॥
কৈবর্ত্তকসমুৎপন্না পঞ্চশক্তিরুদাহৃতা।
এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিযোজিতা॥
অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্ভবা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে।"

অতিশয় রূপবতী সুমনোহরা চতুর্বর্ণা কুমারী এইরূপ যামিনী, যোগিনী, রজকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্ত্তী ইহারাই পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্যা সাধক কর্ত্তৃক নিযোজিতা হইলে প্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্র।—"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈঃ ক্রিয়তে সদা।
শক্তয়স্তত্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা॥
রাজবেশ্যা নাগরী চ গুপ্তবেশ্যা তথা প্রিয়ে।
দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা শক্তয়ঃ পঞ্চদেবতা॥
রাজসেবাপরা রাজবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
দেববেশ্যা নৃত্যকারা ব্রহ্মবেশ্যা চ তীর্থগা॥
নাগরী কস্যচিৎ কন্যা রম্ভাকামরজস্বলা।
পঞ্চৈতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ॥"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতা সকল সর্ব্বদা যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা এই পঞ্চবেশ্যাই পঞ্চশক্তি। রাজসেবাপরায়ণা রাজবেশ্যা, কৌলজা গুপ্তবেশ্যা, নৃত্যকারিণী দেববেশ্যা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেশ্যা এবং যে কোন রজস্বলা কন্যা নাগরী এই পঞ্চ বেশ্যা, ইহাদিগকে দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

"রাজচক্রে রাজদং স্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।
দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্॥"

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেবচক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল)।

"পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

পঞ্চচক্রে যাহা যাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে, চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই ৫টী চক্র।

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
গৌরী বাপ্যথবা সাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরী।
শুদ্ধিশ্চাগোদ্ভবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা॥
মুদ্রা গোধুমজা শস্তা স্বয়ম্ভুকুসুমস্তথা।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং অনুকল্পং নিয়োজয়েৎ॥"

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপূজা করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী দুহিতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), গুরুপত্নী এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়। গৌরী, সাধ্বী, সুরা, মুদ্রা, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য এই সকল দ্রব্য অনুকল্পে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্॥
আসবং শুদ্ধিসংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃ পুনঃ।
প্রণমেৎ প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্॥
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।
মধুমত্তা সদা তাস্তু ন স্বপন্তি সুসম্পদঃ॥
তত্তদৈব ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

রক্তচন্দন ও অনুকল্পে শ্বেতচন্দন বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তি সহকারে দেবতাকে নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরী।
মহাশক্তী যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ শিবযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিং প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবং।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাসসম্ভবম্।
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং অমায়াঞ্চ কুজেঽহনি॥
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
শুক্লপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থসপ্তমী তিথৌ॥
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।"

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়। দ্রব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় কুক্কুটোদ্ভব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত ষাটহাজার বর্ষ দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চ শক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক যাগ করিবে।

মাতা ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কথা লিখিত হইল, ঐ পাঁচটী শব্দই পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুত্তর তন্ত্রে ১০ম পটলে লিখিত আছে—

"ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা॥
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মাতা বলিলে রাজকন্যা, দুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, স্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্নুষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধা সর্ব্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্।
তৃতীয়ং শালমৎস্যঞ্চ চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্॥
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ।
দেবচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চকন্যাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন॥
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেৎ শক্তিঃ বলিয়সীম্।"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে—

সর্ব্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌড়িক, দ্বিতীয় পক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমৎস্য, চতুর্থ ধান্যসম্ভব ও সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়। পঞ্চকন্যা চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত যাগ করিবে না। লোভ হেতু অথবা ছল বা কামানুসারে ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে গতি হয়। উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পিতৃভূমি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী॥
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদি।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভূকুসুমস্তথা॥
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্।
প্রদদ্যাৎ সাধকো শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ॥
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।
চব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ॥
একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্ত্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজাং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং সুতাম্।
বক্তুকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে।
বীরায় শক্তিদানন্তু বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
ঘাতয়েদ্গোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেয় নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা হুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
মন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং॥
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ।
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং॥
কান্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ।
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াত্মজাম্॥
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্বপ্রপূজয়েৎ।
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী॥
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাদ্যাভরণানি চ॥
সিন্দূরাগুরুকস্তূরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে॥
এতদ্দ্রব্যগণং যস্তু ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥
বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
শ্মশানেন গতে নার্চ্চেৎ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।"

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্তা হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া যাগ করিবে না, এবং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধি হানি হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল রকম মৎস্য, সর্ব্ব মুদ্রা, সর্ব্ব পুষ্প, স্বয়ম্ভূকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে এবং স্বশক্তি পূজা করিবে। ভক্ষ্য দ্রব্য জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে হীনজা কন্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, লোভ, কুৎসা, নিন্দা, হুরালাপ, এই ৮টী গুপ্ত রাখিবে।

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূতী ইহাদিগকে মনেও নিন্দা করিবে না।

মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্নাস্ত্রী, উন্নতস্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা কান্তা, ইহাদিগকে কাম ভাবে অবলোকন করিবে না। দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ত্ব ও অষ্টতত্ত্ব পূজা করিবে।

পশুচক্র—মাতা, দুহিতা, ভগ্নী, স্নুষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তিসমন্বিতা হইয়া পশুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পশুবৎ

তুষ্টি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আভরণ, সিন্দুর, অগুরু, কস্তূরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে ষাট্ হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মন্ত্র সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ত্র)

"ন নিন্দেৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।
তেভ্যো ভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী)

বীরসাধন।—

"পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ।
সম্যক্পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাস্থিতা॥
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ র্বীরসাধনা।
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্।
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ॥
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ।
শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি॥
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্ত স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তৄণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি॥
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভদং যদি বা শবম্।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥
যষ্টিপ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অস্ত্রং বা বিজনে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীরমণপতিতঞ্চাস্পৃশ্যং বর্জ্জং হি তৎশবম্।
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনসদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ॥...
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে॥
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোক্ত্যা ভূষয়েৎ।
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ॥
সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুষং দিব্যরূপিণম্।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ স্নানজালং সমাচরেৎ॥
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ্য চাসনং দত্ত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥
ততঃ শবাঙ্গে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী কড়স্তাঃস্যুঃ কতিথা মানবোত্তমাঃ॥
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরব্যাচ্চ ভয়ং ভবেৎ॥
এলালবঙ্গকর্পূরজাতিখদিরসার্দ্রকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্বাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলান্তরিতং ন্যসেৎ॥
পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য তত্র চারোহণং ভবেৎ॥
কুশান্ পদতলে দত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবধ্য ঝুটিকাং তঞ্চ দেবস্বরূপিণম্॥
তস্য দেহং সুসংপূজ্য পঠেচ্ছথায় সম্মুখে।
ওঁং ভীমভীরুভয়াভারভব্যলোচনভাবুকঃ॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ॥"

সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সম্যক্ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র দারা ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলিদ্রব্য সকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তুর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোময় ত্যাগ করিয়া শবসাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রয়োগকর্ত্তৃদিগের পক্ষে ক্ষুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তম বা অষ্টম মাসীয় গর্ভজ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা আরাধনা করিলে আশু ফল লাভ হয়।

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখ যুদ্ধে পলায়ন পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, শৌর্য্যবান্ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে *।

স্ত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাধনের অনুপযুক্ত। স্ত্রীজন সদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জ্জনীয়।

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের একটী প্রধান সাধন, এই জন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্ববৃক্ষ মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠ মন্ত্র লিখিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী ও অন্তে ফট্ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব প্রক্ষালিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যত্নেও যদি স্থাপিত না হয় তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আর্দ্রক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল আদি করিয়া কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দ্বারিযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর চৈলেয়, অজিন, কম্বলান্তরিত করিয়া ন্যাস করিবে এবং সন্নিকটে পূজা দ্রব্য সকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে, শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুটী বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উত্থিত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে।

"তেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্যপাদয়োঃ ॥
হস্তয়ো কুশমাস্তীর্য্য পাদো তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দ্রিয়ঃ ॥
সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথাচরেৎ।
চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তু তম্ ॥
যৎপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে ॥
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্ত পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়া নবৈ ॥
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্ত প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্ ॥
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্ ॥
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ॥
ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্বা দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোঽহং বলিপ্রিয়ম্ ॥
তেন গৃহ্ণন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্।
পরেঽহ্নি নিত্যমাচার্য্যাঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্।
সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি ॥
ততঃ স্নাত্বাচ ভুক্ত্বাচ নিবসেদ্ধুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ ॥
তেন চেন্নিধনং নস্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ ॥
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শনাৎ ॥

* "যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্।" (তন্ত্রসারধৃত ভাবচূড়ামণি)

যদি বক্তি দিবা বাক্য তদাশু মূকতাং ব্রজেৎ।
পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্থ সংস্থিতিঃ॥
না স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা ভবেৎ।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্লীয়াদ্বসনান্তরম্॥
গোব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়াস্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে॥
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে॥
স্নানতর্পণশূন্যস্ত নস্যাদ্দেবস্থ তর্পণম্।
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥
ইতি ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।"

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উথান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ব্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পাদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠ-দ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইরূপে অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম প্রকাশ করুন। সংস্কৃতে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্যচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হই-য়াছে ইহা জানিয়া ঝুটিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নির্ধনও না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশয্যা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যে হেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোব্রাহ্মণ ইহাদিগের কথনই নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে।

এই প্রকারে তিন শতের ঊর্দ্ধজলে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলতন্ত্র)

তন্ত্র মতে সৃষ্টিতত্ত্ব—

"নিরাকারং নির্গুণঞ্চ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিতম্।
সুনিত্যং সর্ব্বকর্ত্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্॥
সংজ্ঞাবিরহিতং শান্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাদুৎপত্তির্দ্দেবেশ কিমাকারেণ জায়তে॥
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈখরীং।
গুণালয়াং গুণাতীতাং স্তুতিনিন্দাদিবর্জ্জিতাম্॥
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জ্জিতাম্।
পূজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তিকারণম্॥
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়ন্তে শৃণু তৎ শিবে।
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ॥
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুঃ পর্ব্বতাত্মজে॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে হ্যনন্তকঃ।
তন্মূর্দ্ধ্নি বায়ুরাকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব স্থিতাঃ॥

কারণ্য বারিমধ্যেতু কূর্ম্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃ পুনঃ॥”

হে দেবেশ! নিরাকার, নিগুর্ণ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিত, বর্ণাতীত, সুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্টিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নে পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্তুতি ও নিন্দাদিবর্জ্জিতা, আকার-রহিতা, নিত্যা রোগ ও শোকাদি বর্জ্জিতা শক্তি স্বয়ংই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কূর্ম্মপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মস্তকে বালুকাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কূর্ম্ম বিচরণ করে, আমি ত্রিশূল দ্বারা পুনঃ পুনঃ পালন করি।

“শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো।
তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জীবস্তৃণজলোকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
প্রাপ্তঞ্চোত্তরদেহস্ত পিণ্ডদানাদিকং কথম্।
শিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈবহি।
মায়াদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চান্যথা॥
বায়ুরূপো যতোদেহ আকাশস্থোনিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ॥
প্রথমে মস্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি।
ততো যমপুরং গত্বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকঞ্চ যৎ॥
তদ্ভুক্‌ত্বা চাপরে কিঞ্চিৎ যদা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
তদাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্মশাসনম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিস্যাদ্দুর্লভাং তনুম্।
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ যদি প্রাপ্নোতি সদ্‌গুরুম্॥
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।
তদৈব পরমং মোক্ষং যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠতি॥
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
সারূপ্যঞ্চোরুজাতস্য শূদ্রস্য সহলৌকিকম্॥
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ড নাশে তু সর্ব্বমোক্ষং যদা শিব॥
তদা সর্ব্বস্য নির্ব্বাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥
শিব উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডস্য বাহ্যদেহো ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ স্থিতাঃ।
অনন্তস্য প্রমাণন্তু কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
স এব নির্ম্মিতং সর্ব্বং সৈব সর্ব্বং মহেশ্বরি।”

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্ব্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহা বায়ুস্বরূপ, এই মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয়।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু স্থির হয়, তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবয়ব সকল হয়, তাহার পর যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে উত্তমা প্রভৃতি তনুলাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সারূপ্য ও শূদ্র সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তুবুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা কচিৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্॥
তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্বুদ হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তান্ত্রিকতত্ত্ব।—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।"

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউক, পুংরূপেই হউক অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম ভাবেই হউক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ষণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক, তাঁহাতে তদ্রূপ স্ত্রী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের মঙ্গলের জন্যই রূপধারিণী।

প্রপঞ্চসারে লিখিত হইয়াছে—

"তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তোহন্বয়নাং বিছঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্॥"

সেই মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরত ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে—

"যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥"

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুতের আকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা, ত্রিলোকজননী ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মা নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুরূপঃ সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্গোচরো নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥
সম্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীবহিচেষ্টিতঃ॥"

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগ, নিষ্কল, উন্মনা, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এই জন্য পরম গুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিব মূর্ত্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়ন গোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেই জন্য নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। মনুষ্যচর্ম্ম আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গূঢ়-রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন।

এই জন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর এত যত্ন এবং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়।

তন্ত্রমতে কন্যাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত—

"কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্ত কুত্র বা স্থিতিঃ।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে॥
পুরুষস্ত চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্ ভবেৎ॥
উভয়োস্তল্যশুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্।"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র)

স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে পুত্র কন্যাদির উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্যা, স্ত্রীর রজো অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়।

এই মত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। নির্ব্বাণতন্ত্রে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এই-রূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

প্রথমে মেরুপর্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মহাধীরা নদী প্রবাহিত। এই সুমেরুর ঊর্দ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দ্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মপদ্ম। সেই চতুর্দ্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়া-কারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জম্বুদ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ নানাবিধ পর্ব্বত বাহির হইয়াছে।

ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে ষড়্‌পত্র ও চতুর্দ্বারভূষিত ভীম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে রাজকোষে মনোহর সিন্দূরবর্ণ ভুবর্লোক। এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে রাধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেখা যায়।

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত দুর্ল্লভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর নাম স্বর্লোক। এখানেই রুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস করেন। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ পদ্মসুন্দর আছে, ইহাই মহর্লোক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহর্লোকের মাহাত্ম্য গোলোক অপেক্ষা শতগুণ। তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকার-নাশক নির্ম্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই জনলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের ঊর্দ্ধে পত্রদ্বয়সমন্বিত জ্ঞানপদ্ম অবস্থিত, ইহাই তপোলোক। এখানে শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

"তপোলোকং গোলোকস্ত চতুর্লক্ষগুণং শিবে।
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥
তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে।
তপোলোকসমা নাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥
সালোক্যং মহর্লোকং স্তাং সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধগে॥
অতো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা।
তস্ত লোকস্ত মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥"

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপস্তা দ্বারা এই ভব-লোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নির্ব্বাণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি।

"কিমাকারস্ত ব্রহ্মাণ্ডং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর।
সৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হি তত্ত্ববিৎ॥
শঙ্কর উবাচ।
জন্তোরাকারং ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্ব্বতি॥
ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং স্থূলক্ষুদ্রাদিকং হি তৎ।
মেরুঃ পর্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলাঃ॥
মূলাদিমস্তকান্তং বৈ সুমেরু র্নাম পর্ব্বতঃ।
স্থিতং মেরোরধোভাগে দ্ব্যঙ্গুল্যাশ্চোর্দ্ধদেশতঃ॥
ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তস্বর্গং ক্রমেণ হি।
দ্ব্যঙ্গুল্যাঃ সপ্তপাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি॥
সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসংত্যজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি॥"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরূপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট জন্তুর আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থূল সূক্ষ্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরু পর্ব্বত, ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টী কুল পর্ব্বত) মূল আদি করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বত মেরুর উর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্ত-পদাদিরহিতা ও চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিস্বরূপিণী। এই মহাশক্তি মায়া রূপবল্কল ত্যাগ করিয়া উন্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা।

"শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং প্রিয়ে॥
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্।
তচ্ছ্রুত্বা জগতাং মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ॥
দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা।
অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদবিস্তারণং কুরু॥
অনায়াসং সৃষ্টিকর্ত্তা ভবত্বং মহীমণ্ডলে॥"

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা ও পরমা কলা, ইহার নাম সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে।

"দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শৃণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু যত্নতঃ॥
তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে পুমান্।
কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে॥
দেহাচ্ছক্তিঞ্চ নির্গত্য দদৌ তস্মৈ চ কালিকা।
শ্রীবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্ মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু॥
ত্বাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কাপি মোহিনী।
অতস্ত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব॥
শিব উবাচ।
যদুক্তং ময়ি হে মাতস্ত্বাং বিনা নাস্তি মোহিনী॥
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্॥
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ॥
কালীকাদ্যা মহাবিদ্যা হ্যনেন পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রহ্মনিরূপণম্॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন বিদ্যোৎপত্তির্যথা প্রিয়ে।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু জন্মিলে মহামায়া তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র তুমি বিবাহ কর, যে হেতু তোমার দর্শনমাত্রেই লোক সকল নিষ্কামী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ণবী ও শ্রীবিদ্যা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র, আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্যতীত অন্য স্ত্রী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করি-লেন। ভুবনসুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই

ভুবনসুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাভেদেও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্ব্বতি! ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ সৃষ্টির্যথা ভবেৎ॥
শ্রীশিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা।
চনকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা॥
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।
অনলদগ্নে যথা দেবী স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥
তস্মাশ্চ্যুতং পরং ব্রহ্ম যদা ভূমৌ পতত্যপি।
তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি॥
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোব্যয়ঃ॥
ততো লভেৎ পরেশানি মানুষ্যাং দুর্লভাং তনুম্।
যতো মানুষদেহস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ॥
ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥
চতুরশীতিসহস্রেষু নানাযোনিষু শৈলজে।"

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা সংপুটিতা হন, এই মহাকালী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি রূপ বিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীব সকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার অনলদগ্ধির বিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ফুরিত হয়, কিন্তু ঐ বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীব সকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী, হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার পর দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্য দেহই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মানুষ একবার জন্ম পরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে মানব সকল কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার যোনিতে ভ্রমণ করে।

তন্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটী ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টী গুণ। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই ৫টী তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপ, সঙ্কোচ ও প্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন্ত ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়, এই পরমাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ ইহাতেই গর্ভপিণ্ড উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাঙ্ক্ষা করে, কেই বা পান ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ম্ম করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাপ আচরণ করে, পাপ হইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ কার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি প্রকারে শিব হয়? ভ্রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তি মুক্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়?

বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীরা সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তক্র পান করিয়া থাকে। তপঃ তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা, যে ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, সেই তপস্বী।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চলচিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

শূদ্র-লিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ।—

"বিপ্রোবা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নগনন্দিনি।
পতয়ন্নরকে ঘোরে শূদ্রস্য লিখনাৎ প্রিয়ে॥
তস্মাত্তু শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে॥
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ন্যাস, মুদ্রা, দুর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব দুর্গা প্রভৃতি নাম গুলিই যেন বজ্রসত্ত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী তারা বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে সেইরূপ ন্যাস করিয়া থাকেন।

"বামাবর্ত্তবিবর্ত্তেন পূজান্যাস প্রদক্ষিণম্।
যোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তস্যেদং চক্রদর্শনং॥"

(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কোন নিয়ম নাই, যথন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাধন করিবে।

"ন তিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
শুচিনা বাপ্যশুচির্বা ন শৌচস্নোদকক্রিয়া॥
কালবেলাবিনির্মুক্ত শৌচাচারবিবর্জ্জয়েৎ।
তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ব্বসত্ত্বার্থতৎপরঃ॥
গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু নদীতীরেষু সঙ্গমে।
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে॥
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্যানে বিবিধোত্তমে।
বিহারচৈত্যালয়নে গৃহে বাথ চতুষ্পথে॥
সাধয়েৎ সাধকো যোগং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।"

(অভিধানোত্তর)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল গুহ্যবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

"আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ।
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বভিজ্ঞয়া॥
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈর্জাতকৈ স্তথা।
অনুত্তরপদা বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং॥
বাহ্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।
যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্ঠিকং পদবিন্যসেৎ॥
সর্ব্বাহারবিহারস্তু নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।
শতাক্ষরেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা॥
মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সর্ব্বকামার্থসাধনং।
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালসম্বরং।
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু।
লিপিমণ্ডলবিন্যাসং বীরযোগিনীতস্তবং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমং।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং।
আলয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যর্জপাস্তবা।
এতত্তত্ত্বং কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজ্রসত্ত্বমবাপ্নুয়াৎ।
অপ্রকাশ্যমিদং সর্ব্বং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

(অভিধানোত্তর ৪প°)

বুদ্ধমত প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। যে মদ্য মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাশ্রবঘূর্ণিতম্।"

"......মহামাংসং পীত্বা মদ্যং প্রিয়া সহ।

স্বচ্ছচিত্তো মৃতাঙ্গারে ভাবয়েদ্বীরনায়কম্।"

(অভিধান° ৪ প°)

বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের বহুসংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন, 'যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাৎ সূত্রবাপাৎ অচিরাপহৃতং তন্ত্র-কন্ (তন্ত্রাদচিরাপহৃতে। পা ৫।২।৭০) নূতন বস্ত্র।

"বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ।" (ভট্টি)

তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্লী) তন্ত্রস্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তন্ত্রবায়ের তুরী।

তন্ত্রণ (ক্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ।

তন্ত্রতা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য ভাবঃ তন্ত্র-তল্ টাপ্। অনেকোদ্দেশে সকৃৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটী কার্য্য করা, এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে স্নান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই, কিন্তু একজন পূজা, তর্পণ ও হোম করিবে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥" (দক্ষ)

এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান আবশ্যক হইয়া উঠে। তজ্জন্য তন্ত্রতা স্বীকার করিয়া সকলকর্ম্মোদ্দেশে একবার স্নান করিলে সর্ব্ব কর্ম্মাঙ্গ স্নান সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান করিতে হইবে না।

একজন বহুতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য এক একটী প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সর্ব্বোদ্দেশে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানুসারে সকল ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) *

তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রন্থং ধারয়তি ধারি ণ্বুল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে যিনি পুস্তক ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত কোন পূজা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পূজাদিতে একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) ধরিয়া বলিয়া দিবে।

"একস্তত্র নিযুক্তস্তাদপরস্তন্ত্রধারকঃ।" (স্মৃতি)

তন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তস্য যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ। অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা-নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ্য এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য ও অর্থ যোজিত হয়। যে স্থলে অসম্বদ্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বদ্ধ বাক্যকে সম্বদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা হয়।

"অসদ্বাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥" (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

যে সকল স্থলের অর্থ পরিস্ফুট নাই, এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

---

* E Schlagintweit's Buddhism in Tibet, p. 49.

* "তথা নানা ব্রহ্মবধসঙ্গে সর্ব্বোদ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে ব্রহ্মবধজন্য পাপনাশঃ। তন্ত্রতায়া হেতুত্বঃ। অদৃষ্টার্থৈকজাতীয় কর্ম্মণঃ কালদেশকর্ত্রাদীনাং প্রয়োগানুবন্ধবৈধহেতুভূযানামভেদে উদ্দেশ্যবিশেষাবগ্রহ ইতি। এবঞ্চ স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিদর্শিতঃ। (বিষ্ণু)

ইতি ক্রিয়াঙ্গস্নানং কর্তৃসংস্কারদ্বারৈব তদ্দিনকর্ত্তব্যাশেষকর্ম্মার্থমেকমেব নতু প্রতিকর্ম্মকর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়।

২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণ বিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্যের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎপ্রভৃতি বিরেচন-বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চরকোক্ত বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্য অপরেরও রাজযক্ষ্মা এই বিধিতে প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দ্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে নির্দ্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহ্য বায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহ্য বায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক নহে, এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপদেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জল পান না করিলে জলোদর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। যথা হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা দেবদারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যে হেতু সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শ্বাস ও তৃষ্ণার আধিক্য থাকে। অতএব সন্নিপাত জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই অতিরিক্ত নির্দ্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহাও শুক্র-শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর নির্দ্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দ্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অম্লই পিত্তকর।

১৯ বিপর্য্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্ব্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায় ক্রমে নির্দ্দেশ। যথা উদর রোগ ৮ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের চিকিৎসা নির্ণীত হইয়াছে।

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতা-বেক্ষণ কহে। যথা সূত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কএকটী গূঢ় তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনা-গতাবেক্ষণ কহে। যথা জ্বর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন বিরেচনের বিষয় কল্পস্থানে দেখ।

২৭ স্বসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা চতুষ্পদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ উহ্য। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে উহ্য কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

থাকিলে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্য এই কথা উহ্য রহিল যে কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্তও হইতে হয়।

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয় শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাড়িম্ব প্রভৃতি অম্ল ফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অম্ল হেতু বুঝিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিপ্ত হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিপ্ত হয়।

৩১ নির্ব্বচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে। যথা কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিযোগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। যথা মাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মধ্যতা, নিকৃষ্টতা-ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে।

৩৪ উদ্ধার। সূত্রের অনুবর্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে।

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ লূতা, মাকড়সা।

তন্ত্রবায় (পুং) তন্ত্রং বয়তি বে-অণ্। তন্তুবায়, তাঁতি। ইহারা সঙ্কর জাতি। [তন্তুবায় দেখ।] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্ত্রবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মনুর মতভেদ দেখা যায়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লূতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্। ৩ তন্ত্র, তাঁত।

তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হোম। [হোম দেখ।]

তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্ত্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিদ্রা, তন্দ্রা। (দ্বিরূপকো°)

তন্ত্রায়িন্ (পুং) তন্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি ণিনি। কালচক্রগামী সূর্য্যাদি। "তন্ত্রায়িনে নমো স্বাবা পৃথিবীভ্যাং" (শুক্লযজু° ৩৮।২১) 'তন্ত্রতে হনেন তন্ত্রং পটরচনায় শলাকাযুক্তং যন্ত্রভেদঃ তদ্বৎ নভসি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে।' (বেদদীপ)

তন্ত্রি (স্ত্রী) তন্ত্র-ই (অবিতৃস্তৃ তন্ত্রিভ্যঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ তন্ত্রী। ২ তন্দ্রা।

তন্ত্রিকা (স্ত্রী) তন্ত্রী এব স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গুড়ূচী। [গুড়ূচী দেখ।]

তন্ত্রিজ [তন্ত্রি দেখ।]

তন্ত্রিত (ত্রি) তন্ত্রা তন্দ্রাজাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। আলস্যযুক্ত। "ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্ত্রিতঃ॥" (ভারত ১২)

তন্ত্রিন্ [তন্দ্রিন্ দেখ।]

তন্ত্রিপাল [তন্তিপাল দেখ।]

তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। (শব্দমালা)

তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি মোহয়তি লোকান্ তন্ত্র-ঙীপ্। ১ বীণাগুণ। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা° ২।৩৯।২৯) ২ গুড়ূচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু।

"ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মনু ৪।৩৮)

তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ।

তন্ত্বগ্র (ক্লী) তন্তূনাং অগ্রং ৬তৎ। সূত্রের অগ্রভাগ।

তন্থী (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্য্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায়।

তন্দ্র (ক্লী) তন্দ্র ঘঞ্। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্দ্রং ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙ্‌ক্তি বৈ তন্দ্রং ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তন্দ্রয়ু (ত্রি) তন্দ্রাং আলস্যং যাতি যা-কু পৃষো° সাধুঃ। আলস্য-যুক্ত। "মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভবো বাজানাং" (ঋক্ ৮।৮১।৩০) 'তন্দ্রয়ুরালস্যযুক্তঃ।' (সায়ণ)

তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো° সাধুঃ। তন্ত্রবায়, তাঁতি। [তন্ত্রবায় দেখ।]

তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো° সাধু। [তন্ত্রবায় দেখ।]

তন্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্দ্র- অবসাদে তন্দ্র-ঘঞ্-ততষ্টাপ্। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা। ২ আলস্য, অব-সন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্দ্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব), জৃম্ভন, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, তাহাই তন্দ্রা বলিয়া জানিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থে স সংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভনং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (নিদান)

তন্দ্রা উপস্থিত হইলে জৃম্ভন (হাই) উঠিতে থাকে, শরীরের গ্লানি বোধ হয় ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তন্দ্রার প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অম্লসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও ব্যাধ্যানুষঙ্গ (রোগক্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে। * নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির বোধ হয়, আর তন্দ্রায় জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে থাকে। কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রা সুখের ভার্য্যা, নিদ্রার কন্যা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচিং)

তন্দ্রালু (ত্রি) তন্দ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহিতী। পা ৩।২।৫৮। ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্যযুক্ত। (জটাধর)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তদি সৌত্রোধাতু ক্রিন্। (বঙ্ক্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অল্পনিদ্রা, আলস্য।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তন্দ্রি, তন্দ্রা।

তন্দ্রিজ (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিবং ৩৫ অং)

তন্দ্রিত [তন্ত্রিত দেখ।]

তন্দ্রিতা (স্ত্রী) তন্দ্রিলো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্যতা।

তন্দ্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [তন্দ্রিজ দেখ।]

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ঙীষ্। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ, আলস্য, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রভুত্ব। [তন্দ্রা দেখ।]

তন্ন (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তন্নতন্ন (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম।

তন্নি (স্ত্রী) তন্নয়তি নী বাহুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

তন্নিমিত্ত, তদর্থ, তজ্জন্য, তাহার নিমিত্ত।

তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তৎ নিবন্ধনং কর্ম্মধা। সেই কারণ, সেই জন্য। তস্য নিবন্ধনং ৬তৎ। সেই কারণযুক্ত।

তন্মততা (স্ত্রী) তস্য মতং ৬তৎ তন্মত-তল্ টাপ্। সেই মত।

তন্মধ্য (ক্লী) তস্য মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য।

তন্মধ্যস্থ (ত্রি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যস্থিত।

তন্ময় (ত্রি) তদাত্মকং তদ্-ময়ট্। তৎস্বরূপ, তদ্গত, তদ্ভাবাপন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিপ্র ধৃতোঽহং বৈ র্মযাচতে।" (হরিবং ১৭৯ অঃ)

তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ্ বা সা মাত্রা যস্য বহুব্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহতত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব।

সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্ত্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিঙ্গ।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে, শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপ্ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* "মধুর স্নিগ্ধগুর্ব্বম্লসেবনাৎ চিন্তনাদ্ভয়াৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যানুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ।
যদাসৌ সমবাপ্নোতি হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়াৎ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীং স্তদাতন্দ্রোপজায়তে।
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রাণাং লক্ষণং মতং।" (চরক)

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ দুঃখ ও মোহ এই তিনটী ধর্ম্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্রাদি ক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহাদি রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা সুখ দুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার সুললিত শব্দ প্রবল বেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহাদিগকে দর্শনবিদ্‌গণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥" (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্ কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য্য। (সাংখ্যদ°) [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্য ভাবঃ তন্মাত্র-তল্-টাপ্। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসম্বন্ধিয়।

তন্যতা [তন্যতু দেখ।]

তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্। (ঋতন্যঞ্জিবনীতি। উণ্ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাত্রি। ৩ বাদ্য সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সংলোপশ্চ। ৪ গর্জ্জন। "ন বেপসা তন্যতেন্দ্রং" (ঋক্ ১।৮০।১২) 'তন্যতা ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন।' (সায়ণ) ৫ অশনি। "হস্তোরিন্দ্র তন্যতুং" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'তন্যতুং শব্দকারিণং বজ্রং' (সায়ণ) ৬ পর্য্যন্ত। 'আবিষ্কুণোমি তন্যতু দৃষ্টিং' (বৃহ° উ°) 'তন্যতু পর্য্যন্ত।' (ভাষ্য)

তন্ন্যু (ত্রি) তন ল্যুন্। অনাদেশঃ। "বিস্থৃত রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্ন্যবঃ।" (ঋক্ ৫।৬৩।৫)

তন্বী (স্ত্রী) তনু-ঙীষ্ (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী। "শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু; পঞ্চম, দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। "ভূতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী।" (ছন্দোম°)

তপ (পুং) তপ-অচ্। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্যা। "অশ্মকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে।"(হরিবংশ ৪৬অঃ)

তপ (স্) কর (ত্রি) তপঃ করোতি কৃ-ট। ১ যে তপস্যা-করে, তপস্যাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মৎস্য, তপসেমাছ।

তপঃকৃশ (ত্রি) তপসা কৃশঃ ৩তৎ। ব্রতদ্বারা শীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্। তপঃ-জনিত ক্লেশ যে সহ করে, ইন্দ্রিয় সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্যার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবো যস্য বহুব্রী। তপস্যা-পরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যকন্যা। এই কন্যা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভ-সম্ভূতা, ইনি অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় ঋক্ষ-রাজপুত্র সম্বরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম মুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্করৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবন কালে সত্ত্বজাত অলঙ্কার ভেদ।

"যৌবনে সত্ত্বাজাস্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।"
(সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রীদিগের প্রিয় বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। "তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোত্থচেষ্টিতং।"
(সাহিত্যদ°)

৮ অগ্নিভেদ। (পুং) ৯ শিব। "যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত শা° ২৮৬ অঃ) (ক্লী) ১০ তাপ। (ধরণি)

তপনকর (পুং) তপনস্য করঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরুক্ষঃ ছদো যস্য বহুব্রী। আদিত্যপত্র বৃক্ষ, হুড়্হুড়ে গাছ।

তপনতনয় (পুং) তপনস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র, যম, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি।

তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ২ সূর্য্যকন্যা যমুনা, তপতী প্রভৃতি।

তপনমণি (পুং) তপনঃ সূর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

তপনাংশু (পুং) তপনস্য অংশুঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রভৃতি। (স্ত্রী) তপনস্য আত্মজা ৬তৎ। সূর্য্যকন্যা, গোদাবরী নদী, যমুনা।

তপনী (স্ত্রী) তপ্যাতে পাপ মনয়া তপ-ল্যুট্-ঙীষ্। গোদাবরী নদী। (হেম°)

তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্। ১ স্বর্ণ। ২ কনকধুস্তূর। (ত্রি) ৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক।

তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (রাজনি°)

তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্য সূর্য্যস্য ইষ্টং ৬তৎ। তাম্র। (রাজনি°)

তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাম্না খ্যাতঃ য উপলঃ। সূর্য্যকান্ত মণি।

তপন্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র, নরবাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস°)

তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্য্যা, তপস্যা, তপঃ সাধন।

তপশ্চর্য্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য্যা, তপস্যা।

তপস্ (ক্লী) তপ-অসুন্। ১ যাহা দ্বারা মনঃ নির্ম্মল হয়, তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপস্যা, মুনিব্রত। ২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দসহিষ্ণুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রানুসারে শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন। ৭ কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলারোহণাদি। ৯ বাণপ্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম্ম।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা এই কয়টী শারীরিক তপঃ।

হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টী বাচিক তপঃ।

মনঃ প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী মানসিক তপঃ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক তপঃ। যাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেই পারত্রিক ফলশূন্য তপস্যাকে রাজস তপঃ এবং অতি দুরাগ্রহ দ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে।* (গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপস্যাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (পাত° ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়।

তপস্যা দ্বারা লোক সকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। স্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্যা দ্বারা লাভ হয়।

এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণই তাহাদিগের একমাত্র তপস্যা। বৈশ্যদিগের বার্ত্তাই (কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্যা। শূদ্রদিগের পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের সেবাই তপঃ।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" (মনু ১১।২৩৬)

---

* "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দানই প্রধান। (মনু ১।৮৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা। (মনু ২।১৬৬) তপোসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবন অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

"তপসেত্বা" (শুক্লযজুঃ ৭।৩০) "তপসে মাঘায়" (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম্ম।

"বিনাপ্যস্মদলং ভূষ্ণুরিজ্যায়ৈ তপসঃ স্নুতঃ।" (মাঘ ২ স°)

১৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপোলোক, এই লোক জনলোকের উর্দ্ধে, এই লোক তেজোময়।

যাহারা বাসুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম্ম পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাহারা শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাহারা গ্রীষ্মে অতি কঠোর পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী, হেমন্ত ও শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করেন, তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়ম সকল পালন করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু°)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ পক্ষী।

তপসোমূর্ত্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্যাং তক্ষতি তনুকরোতি তক্ষ-অন্। ইন্দ্র।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি।

"দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চংস্তপস্পতিং" (ভাগবত ৪।২৪।১৪)

তপস্য (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফাল্গুন মাস।

"তপাশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতুঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫৭)

২ অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের ফাল্গুন এক নাম ছিল, এই জন্য তপস্যও অর্জ্জুনের নাম হইয়াছে। (ক্লী) ৩ কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ তপোভাবে ঘঞ্। ৪ তপশ্চরণ।

"সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৭ অঃ)

"অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ তপস্যে ভরতর্ষভ।" (ভারত ১৩।১০।১৩)

৫ তাপস মনুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব° ৭।২৪)

তপস্যা (স্ত্রী) তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ (কর্ম্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্ত্তিচরোঃ। পা ৩।১।১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্। তপঃ। পর্য্যায় ব্রতাদান, পরিচর্য্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রতচর্য্যা। (মেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্যামৎস্য (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, তপ্সে মাছ, পর্য্যায় তপঃকর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচ°)

তপস্বৎ (ত্রি) তপস্-মতুপ্ মস্য ব। তপস্বী।

"তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'তপস্বান্ তপস্বী' (সায়ণ)

তপস্বিতা (স্ত্রী) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল্-টাপ্। তপস্বিত্ব।

তপস্বিন্ (ত্রি) তপো বিদ্যতে হস্য তপস্-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনী। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্য্যায়-তাপস, পারিকাঙ্ক্ষী, পারকাঙ্ক্ষী, তপোধন। (শব্দর°) চান্দ্রায়ণাদিব্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন সময় যথাশাস্ত্র নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তিনিও তপস্বিপদবাচ্য।

এ জগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া তপস্যাবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাহারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মাইতে পারে, অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা তপস্বিগণের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহারা বিরত থাকেন না। তপস্বীরা অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর যত্ন সহকারে তপস্যার ফল জ্ঞানার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হন। তাহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ক্রূরতাপরিশূন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। যিনি তপস্যাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধী-শক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ব মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্বযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

তপস্যা কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্যাপ্রভাবে পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেইকালে তপস্বিগণ তপস্যা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অনুকম্পার যোগ্য। ৩ দীন। ৪ তপস্যামৎস্য, তপসে মাছ। ৫ ঘৃতকরঞ্জ বৃক্ষ। ৬ নারদ। (শব্দর°) ৭ চতুর্থ মন্বন্তরে কশ্যপাত্মজ ঋষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ তপোযুক্তা, তপস্যাপরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাশ্রাবণিকা। ৫ দীনা, দুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।" (নৈষধ ১।১৩৫)

তপস্বিপত্র (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যস্য বহুব্রী। দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপাত্যয় (পুং) তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষাকাল। "তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ" (কুমারস° ৫।২৩) তপস্য অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপান্ত (পুং) তপস্য অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (ত্রিকাণ্ডশে°)

তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ ন্ ইষ্ঠন তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় তাপক। "তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ" (ঋক্ ৪।৫।৪) 'তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্রূণাং তাপকেন' (সায়ণ) ২ অতিশয়তপ্ত। "তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'হে তপিষ্ঠ তৃপ্ততম অগ্নে' (সায়ণ)

তপিষ্ণু (ত্রি) তপ-ইষ্ণুচ্। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ-ঈয়সুন্, তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্যাকারক। "তপস্তপীয়াং স্তপতাংসমাহিতঃ" (ভাগ° ২।৭।৮)।

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। "তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পতে" (ঋক্ ৯।৮৩।২) 'তপোঃ শত্রূণাং তাপকস্য' (সায়ণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। "তপুর্যযুস্ত" (ঋক্ ৭।১০৪।২) 'তপুস্তপ্তঃ' (সায়ণ)

তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত।

তপুর্জম্ভ (ত্রি) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি।

তপুর্মূর্দ্ধন্ (পুং) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিন্ বেদে নেকারস্য ইৎ। তাপক। "ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'তপুষিং তাপকং' (সায়ণ)

তপুষী (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্রোধ। (নিঘণ্টু)

তপুষ্পা (ত্রি) জ্বালা হইতে রক্ষা।

তপুস্ (পুং) তপতি তাপয়তি বা তপ-উসি (অর্ত্তিপৃবপীতি।

উণ্ ২।১১৮) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ তাপযুক্ত। ৪ তপন। 'তপুর্জম্ভ যো অশ্বক্রক্' (ঋক্ ১।৩৬।১৬) 'হে তপুর্জম্ভ ! তপ্যমানরশ্মিযুক্ত' (সায়ণ) (ক্লী) ৫ তপনশীল। "তপুরগ্রাভিঋষ্টিভিঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।২৩) 'তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ' (সায়ণ)

তপোজ (ত্রি) তপসঃ তপস্তাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। ১ তপস্যাজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্। জল। "তপসো অগ্নের্জাতা স্তপোজাঃ অগ্নেবৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজাঃ" (শ্রুতি)

তপস্যার অগ্নি হইতে অপ্ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অভ্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই জন্য বৃষ্টি তপস্যাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটী তীর্থ।

তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুব্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য তীর্থের মধ্যে তপোদান একটী প্রধান তীর্থ। (ভারত ১৩৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (ত্রি) তপোধনং যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বী, যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আশক্তি নাই। তপোধন সকল মনঃ, বাক্য কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ করেন, সেই পাপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হয়।

"যদ্‌কিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্‌মূর্ত্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দিহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥" (মনু ১১।২৪২)

[তপস্বিন্ দেখ।]

(ক্লী) তপ এব ধনং কর্ম্মধা। ২ তপোরূপ ধন। (ত্রি) তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপোধনা (স্ত্রী) তপোধন-টাপ্। মুণ্ডীরীবৃক্ষ। (মেদিনী)

তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ম্মোযস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাই যাহাদের ধর্ম্ম, তপস্বী। তপসোধর্ম্মঃ ৬তৎ। ২ তপস্যার ধর্ম্ম। ৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম্ম।

তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বিবিশেষ। ২ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (ত্রি) তপসি নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। তপস্যাদিরত।

তপোনিধি (পুং) তপএব নিধিঃ ধনং যস্য বহুব্রী। তপোধন, তপস্বী। "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।" (রঘু ১ সঃ)

তপোভৃৎ (ত্রি) তপোবিভর্ত্তি তপঃ ভৃ ক্বিপ্ তুক্‌চ। তপোধারক, যাহারা তপস্যা ধারণ করে।

"স্বর্গে তপোভৃতাং রাজন্ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।" (হরিবংশ ৮ অঃ)

তপোময় (ত্রি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ স্রষ্টব্যপদার্থালোচনং তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট্। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ স্রষ্টব্য পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর।

"ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ" (ভাগবত ২।৪ ১৮)

তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ঙীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃস্বরূপা। "প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।" (হরিবংশ ২৬৪ অঃ)

তপোমূর্ত্তি (পুং) তপঃ আলোচনভেদ এব মূর্ত্তি র্যস্য বা তপঃপ্রধানা মূর্ত্তি র্যস্য বহুব্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী। ৩ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপসোমূর্ত্তি দেখ।]

তপোমূল (ত্রি) তপো মূলং যস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাহেতু স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ [তপস্য দেখ।]

তপোযুক্ত (ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত।

তপোরতি (ত্রি) তপসি রতি র্যস্য বহুব্রী। ১ তপঃপরায়ণ। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজোযুক্ত, তপস্ক। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহতনয় সপ্তর্ষিভেদ।

তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। উর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারিকোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

"চতুঃকোটিপ্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।"
(কাশীখ° ২৪।২০)

ভূ প্রভৃতি ৭টী লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ° ২।৫।৩৮।৩৯) [বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। (ত্রিকা°)

তপোবন (ক্লী) তপসো বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বনবিশেষ, মুনিদিগের আশ্রম স্থান, যে স্থানে মুনিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করেন। ২ তন্নামক তীর্থবিশেষ, বৃন্দাবনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রত করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।]

তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ। তপস্যার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবৃদ্ধ (ত্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা বৃদ্ধ, তপোজ্যেষ্ঠ।

তপোহশন (পুং) ১ সপ্তর্ষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ২ তাপস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্থ দেখ।]

তপ্ত (ত্রি) তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।

তপ্তকাঞ্চন (ক্লী) তপ্তং যৎ কাঞ্চনং কর্ম্মধা। অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিমল কাঞ্চন।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" (দুর্গাধ্যান)

তপ্তকুম্ভ (পুং) তপ্তঃ কুম্ভো যত্র বহুব্রী। নরকভেদ। এই নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তপ্তকুম্ভ সকল পরিবৃত আছে। এই কুম্ভের মধ্যে লৌহচূর্ণ ও তৈল পূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। যমদূতগণ দুষ্কর্ম্মকারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়া এই কুম্ভমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃধ্রগণ নেত্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কুম্ভমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতি দ্রবীভূত হইলে যমকিঙ্করগণ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্ত্তযুক্ত মহাতৈলে দুষ্কর্ম্মকারী লোকগণ উন্মথিত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) [বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) তপ্তেন জলদুগ্ধাদিনা আচরিতং কৃচ্ছ্রং যত্র বা তপ্তেন আচরিতং। দ্বাদশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তদুগ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত, তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্‌পল জল, ত্রিপল দুগ্ধ ও এক পল ঘৃত।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্ত-কৃচ্ছ্র কহে*। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

"তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতি ত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

তপ্তপাষাণকুণ্ড (পুং) তপ্তানাং পাষাণানাং কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা বালুকা যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] (ত্রি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময়।

"সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে" (ভাগবত ৩।৩০।২২)

তপ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং সুবর্ণাদিকং যত্র বহুব্রী। পরীক্ষাবিশেষ। একটী লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে বিংশতি-পল তৈল ও ঘৃত স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলী দগ্ধ বা বিস্ফোটাদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাজত, তাম্র, লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্র ধৌত করিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যঘৃত অথবা তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) ধর্ম্মের আবাহন ও পূজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নি শুদ্ধ করিবেক।

"ওঁং পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব॥"

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, স্নাত, কৃতোপবাস ও আর্দ্র বস্ত্রযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক

"ওঁং ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরতি পাবক।
সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তপ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব) [দিব্য দেখ।]

তপ্তমুদ্রা (স্ত্রী) তপ্তা অগ্নিসন্তপ্তা মুদ্রা কর্ম্মধা। শরীরে ধারণো-পযোগী অগ্নিসন্তপ্ত ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।]

তপ্তরহস (ক্লী) তপ্তং রহঃ কর্ম্মধা অচ্ সমাসান্ত। ১ বহ্নি। ২ তপ্তবৎ নির্জ্জন স্থান, অন্যের অনধিগম্য স্থান।

তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ।

প্রস্তুতপ্রণালী—সর্ষপ তৈল ৴৪ সের, নোড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসব, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস ৴৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপূলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুল্‌ফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুকমূলা, কুড়, দুরা-

* "তপ্তকৃচ্ছ্রং ব্রতং কুর্ব্বন্ ত্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ।
ষট্‌পলানি সুতপ্তস্য তোয়স্য সুসমাহিতঃ॥
প্রভাতে ত্রীণি দুগ্ধস্য সুতপ্তস্য পিবেৎ ত্র্যহম্।
পানং ঘৃতস্য তপ্তস্য মধ্যাহ্নে ত্রিদিনং পিবেৎ॥
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং চান্ত্যং নির্দহেৎ পাতকং দ্বিজঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসস্ত তপ্তকৃচ্ছ্রস্য সাধনং॥'
এতচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তকৃচ্ছ্রম্।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

লভা, কৃষ্ণজীরা, সিজআটা, আকন্দআটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক দুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মা, গলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, প্লীহা, শ্লেষ্মারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত ধুতুরা, (পূতিকা), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক দুইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্ফল, বরুণছাল, মুথা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাকঁড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচিমূল, প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, স্বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

তপ্তরূপক (ক্লী) তপ্তং বহ্নিশোধিতং রূপকং রূপ্যং কর্ম্মধা। বিশুদ্ধ রৌপ্য। (রাজনি°)

তপ্তশূর্ম্মিকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূর্ম্মি লৌহপ্রতিমূর্ত্তি র্যত্র তথাবিধং কুণ্ডং যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্ম্মী (পুং) তপ্তা শূর্ম্মী যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষ সকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারী সকল অগম্য পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষ সকল তপ্তলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারী সকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে *। [নরক দেখ।]

তপ্তসুরাকুণ্ড (ক্লী) তপ্তায়াঃ সুরায়া কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তান্ন (ক্লী) তপ্তং অন্নং কর্ম্মধা। তপ্তঅন্ন, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অয্যতেঽত্র অয়-ল্যুট্-ঙীপ্। ভূমিভেদ, দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। "তপ্তায়নী মেহসি" (শুক্লযজু° ৫।৯) 'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যোহি দরিদ্রক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোষি যদ্বা তপ্তঃ সন্ নরো যস্তাং অয়তি সা তপ্তায়নী।' (বেদদীপ)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। "যজ্ঞাবাহায় দান্তায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত ১৩।২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ তপনীয়।

তপ্যতু (ত্রি) তপ-যতুন্। তাপক সূর্য্যাদি। "সূর্য্যস্তপতি-তপ্যতুর্ব্বৃথা" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'তপ্যতুস্তাপকঃ সূর্য্য' (সায়ণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফ্‌রীক্ (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জায়, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ স্তর। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ।

তবকী (ত্রি) তবকযুক্ত।

তবল (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবলা।

তবলা (আরবী) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মৃদঙ্গ, ইহা সভ্য যন্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহ পাত্রভেদ, তাওয়া।

তবাকা (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজা (আরবী) ১ অবধান, দৈন্যভাব। ২ ভান। ৩ ফাঁকা শিষ্টাচার।

তবাস (আরব্য) অনুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (Unona dumosa)

তবীল (আরবী) তহবীল, জিম্মা, বিশ্বাস, নির্ভর।

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞর্থে ঘ। ১ অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) ৫ তমালবৃক্ষ।

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। শ্বাসরোগ ভেদ, এই শ্বাস রোগে তৃষ্ণা, স্বেদ, বমথুপ্রায় (সর্ব্বদা গা বমি ২ করা) ও কণ্ঠ ঘুঘু্রিকা হয়। দুর্দিনে (মেঘাচ্ছন্নদিন) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। "তমকশ্বাসদুঃসাধ্যক্ষুদ্রসাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ।" (সুশ্রুত)

তমকা (স্ত্রী) তমাল বৃক্ষ। (Phyllanthus Emblica)

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চ স্থান।

---

* "যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তিস্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা।" (ভাগ° ৫।২৬।২০)

তমঙ্গক (পুং) ইন্দ্রকোষ, মঞ্চক, বারাণ্ডা।

তমত (ত্রি) তম কাঙ্ক্ষায়াং অতচ্। তৃষ্ণাপর, তৃষিত।

তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রভা অস্মিন্ বহুব্রী। নরকভেদ। [নরক দেখ।]

তমর (ক্লী) তমং রাতি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯´ ৩০´´ ও ১১° ৩০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪´ ৩০´´ ও ৭৬° ৫´ ১৫´´ পূঃ। কালিকট হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমরসেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্য এই পথটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হায়দার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্য সুলতান টিপু এই পথটী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজ (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তনাশক। (রাজব°)

তমলা, একটী নদী, বর্দ্ধমান জেলায় উখরা গ্রামের পশ্চিমে সেরগড় পরগণা হইতে উথিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ভোটরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫৩´ ৩০´´ ও ২২° ৩২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৯´ ৪৫´´ ও ৮৮° ১৪´ পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিসের কর্ম্মচারী ও ১৩৮০ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে তমলুক হিজলির কলেক্টরের অধীনে লবণ মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বদেশীয় বাণিজের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোদ্ভব ময়ূরবংশ পূর্ব্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, তমলুকের এই প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর না দেওয়ায় ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্যশাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণরায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহারা যথাক্রমে ।৶০ এবং ॥৴০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭৯৫ অব্দে ॥৴০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ।৶০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দনারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণায় কয়েকটী বাঁধ আছে; এই জন্য বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এই জন্য এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সহজেই অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত এবং নানাবিধ শাকসবজি এই পরগণার বাণিজ্য দ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তগত হইলে গবর্মেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৩৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই স্থানে আগমন করিত।

গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসীদিগকে দমলিপ্ত বা তমলিপ্ত কহে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত আছে। রত্নাকর নামে তমলুকে একটা সহর ছিল। এই নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্নাকর নামেই প্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ একর জমি জায়গীর আছে।

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৫০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটা বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ পরে হিউএন্ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও তমলুককে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ অশোক নির্ম্মিত ২৫০ ফিট্ উচ্চ একটা স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজাধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল; সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ সিয়াং এই নগরের নিম্নেই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। কৃষকগণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবার সময় ১০ হইতে ২০ ফিটের মধ্যে অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পায়।

প্রাচীন ময়ূরবংশের শাসনকালে পরিখা ও দৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চিমাংসে উক্ত ময়ূরবংশের রাজবাটীর ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; উহার অন্য কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্ত্তরাজপ্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর অবস্থিত।

তমলুকের বর্গভীমা (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। নিম্নের বর্ণনাটী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজের আদেশে একজন ধীবর রাজার ভক্ষার্থ প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন করিত। একদিন ধীবর দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যথাযথ সমস্ত প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগাইতে লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রথমে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল; কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসঞ্জীবক কূপের কথা বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তাহার বাটীতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কূপের বিষয় প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায় কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কূপটী দেখাইয়া দিল। রাজা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি সেই প্রস্তরমূর্ত্তির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, এই কূপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত। দেবীর মন্দিরটী রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

আবার তমলুকের বর্ত্তমান কৈবর্ত্তবংশীয় রাজগণ বলেন

তাঁহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেখিলেন। কথা প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্তল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটী ৬০ ফিট্ উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্ প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থ তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধুমধামের সহিত অর্চ্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দ্দূরেই ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্দ্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর ৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক সৈন্যদিগের সেনাপতি অর্জ্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু; এই জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করায় তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের নাম জিষ্ণু ও নারায়ণ। প্রায় ৫।৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্য গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে ইহা হিন্দুধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙ্কিত, এই দুই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কল্কিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তে ঘর্ম্ম পতিত হইল। দেবঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকৃস্থ তাম্রলিপ্ততীর্থে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিভ্রষ্ট হইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ম্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে যাইয়া বর্গভীমা ও জিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিলেন। স্নান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এই জন্য এই স্থানকে কপালমোচন কহে এবং ইহা একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্ব্বে যে স্থানে বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ূর-বংশসম্ভূত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ূরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই কালুভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্ত-রাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্ত্তগণ আদিম নিবাসী ভুঁইয়াদিগের সন্ততি এবং ইহারা পরবর্ত্তিকালে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে।

বৃটিশগবর্মেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটী থানা, একটী দাতব্য ঔষধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

[তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তমস্ (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম-অসুন্। (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) প্রকৃতির গুণবিশেষ।

তমস (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ কূপ। ২ অন্ধকার। (ক্লী) ৩ নগর।

তমসা (স্ত্রী) তমইব জলমস্যাস্তাঃ তমস্-অচ্-টাপ্। নদীবিশেষ। ইহা একটী তীর্থ স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

'যস্যাঃ স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।' (জয়মঙ্গল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা° ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোন, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥"
"বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যঃপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।"

(বামনপু° ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং দৈব ও পৈত্রাদি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক° ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্ত্তমান নাম তোন্স্।

তমসা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট্ উচ্চ হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাঁটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জৌনসর, ববার এবং জুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে; কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০° ৩০´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৭° ৫৩´ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গমস্থলে তমসাকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ মাইল দূরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরা-ছনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তমসাক্ত (ত্রি) তমসাচ্ছন্ন।

তমস্থক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া দিয়া উত্তমর্ণের নিকট ঋণ স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত।

তমস্ক (ত্রি) তমস্-কন্। তমঃস্বরূপ।

তমস্কান্ত (পুং) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি° বিসর্গস্ত সঃ। তমঃসমূহ। "ক্ষপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

তমস্ততি (স্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। তমিস্র। (মেদিনী)

তমস্বৎ (ত্রি) তমস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। তমোযুক্ত।

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বৎ-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমস্বিন্ (ত্রি) তমো হস্তীতি তমস্ বিনি সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত।

তমস্বিনী (স্ত্রী) তমস্বিন্ ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমাক, [তামাক দেখ।]

তমাচা (পারসী) চড়, থাবড়।

তমাম্ (আরবী) সম্পূর্ণ।

তমাল (পুং ক্লী) তম্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে তম-কালন্ (তমিবিশি বিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ-বিশেষ, তমাল গাছ। পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্জ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল, মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ হইতে ২৭।২৮ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারত-বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আয়তন কমলানেবুর ন্যায়; উপরিভাগ কুলের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র অম্লরসযুক্ত। ইহার বহিস্ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্য্যন্ত দাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র অম্লতা স্বত্ত্বেও তমাল ফলের একরূপ সুস্বাদ আছে। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে। এই কালে শৃগালেরা ঐ ফল বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার সুখাদ্য নহে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমশান্তিকর। (রাজনি°)

এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক্ মলি-নাভ। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধ্বজ শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল-ফলাকৃতি, তজ্জন্য নীলতাল কালতাল কহে। তমালদল পর্য্যু-ষিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বক্।

তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। ১ সুনিষণ্ণ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্। ২ পত্রক, তেজ-পাত। ৩ স্থলপদ্ম। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।]

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ।

তমালিকা (স্ত্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমাল-ঠন্। ১ তাম্রলিপ্ত প্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

তমালিনী (স্ত্রী) তমালো তমালবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক। (হেম°)

তমালী (স্ত্রী) তম-কালন্ গৌরা° ঙীষ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

তমি (পুং) তম্যতে গ্লায়তে হত্র তম-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ।

তমিন্ (ত্রি) তম-ঘিনুণ্ (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা ৩।২।১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

* "বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীচৈব পদ্মকং মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং॥"(যোগিনীতন্ত্র)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চন্দ্র।

তমিষীচি (স্ত্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াং ষত্বং পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ অপ্সরোভেদ।
"যাঃ ক্রন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমহঃ" (অথর্ব্ব ২।২।৫)
(ত্রি) ২ বলবান্। "নিরত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ" (ঋক্ ৮।৪৮।১১)
'তমিষীচী বলবত্যঃ' (সায়ণ)

তমিস্র (ক্লী) তমোঽস্ত্যত্র (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিস্রা অস্ত্যাশ্রয়ত্বেনাস্ত অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ।
"অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ।"
(ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রং অন্ধকারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ মধ্যলো°। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (স্ত্রী) তমো বহুত্বমস্তি অস্যাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, অন্ধকার রাশি।
"সূর্য্যতপত্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।"
(রঘু ৫।১৩)

তমী (স্ত্রী) তমি-ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমুষ্টুহীয় (ক্লী) তমুষ্টুহি ইত্যাদিকর্চমধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইতিচ্ছ। সূক্তভেদ।

তমেরু (ত্রি) তাম্যতি তম-এরু। গ্লানিযুক্ত।
"অতমেরু র্যজ্ঞো ২তমেরু র্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ।" (শুক্লযজুঃ ১।২৪) 'তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ঔণাদিক এরু প্রত্যয়ঃ ন তমেরুঃ অতমেরুঃ। ভস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু।'
(বেদদীপ°)

তমোগা (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ শুক্রের নামান্তর।

তমোগু (পুং) রাহু।

তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মনুষ্য সকল কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোঘ্ন (পুং) তমোঽন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হন্তি হন-টক্। ১ সূর্য্য। ২ বহ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ৯ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্যস্য বহুব্রী। জ্যোতিরিঙ্গণ, খদ্যোত।

তমোদর্শন (স্ত্রী) পৈত্তিক জ্বর।

তমোনুদ্ (ত্রি) তমোঽজ্ঞানং অন্ধকারং বা নুদতি নুদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোনুদ (পুং) তমোনুদতি নুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ অগ্নি। ২ চন্দ্র। ৩ ঈশ্বর, প্রকৃতিপ্রেরক।
"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৬)
'তমোনুদঃ প্রলয়াবস্থাধ্বংসকঃ।' (মেধাতিথি)
(ত্রি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোঽন্তকৃৎ (পুং) তমসোঽন্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ যিনি সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক।

তমোঽন্ত (ক্লী) গ্রহণ ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে পারে, তাহার একটী।

তমোঽপহ (পুং) তমোঽন্ধকারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা ৩।২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক।
"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেৎ" (বেদান্তকা°)
বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমস্তিমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ খদ্যোত। (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনত্তি ভিদ-ক। ১ খদ্যোত (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খদ্যোত। ২ গোমেদক মণি। (রাজনি°)

তমোময় (ত্রি) তম আত্মকং তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্। ১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাবৃত। ৩ তমঃ প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। "তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যং" (বৃহৎস° ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ঙীপ্। জনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তামলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপূ, বিষ্ণুগৃহ। (হেম°) [তমলুক দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যত্র বহুব্রী। ১ রোগ। তমসো বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি [তমস্ দেখ।] ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শব্দার্থচি°)

তমোবৃধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। ১ ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষসাদি। ২ অজ্ঞান বৃদ্ধ। "ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ" (ঋক্ ৭।১৪০।১) 'তমোবৃধঃ তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্দ্ধমানান্ তমসি রাত্রৌ বর্দ্ধমানান্ বা' (সায়ণ)

তমোহন্ (ত্রি) তমো হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ অজ্ঞাননাশক। "জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১০৪।১) ২ অন্ধকারনাশক সূর্য্য চন্দ্র। "তমোহা যদি পাপেণ ত্রয়েনৈব হি বীক্ষিতঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক। ২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ সূর্য্য।

তম্পা (স্ত্রী) তম্বতি গচ্ছতি তম্ব-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। সৌর-ভেয়ী গাভী।

তম্বা (স্ত্রী) তম্বতি তম্ব্-অচ্-টাপ্। গাভী।

তম্বিকা (স্ত্রী) তম্ব-ণ্বুল্-টাপ্ কাপি অত ইত্বং। গাভী। (হেম°)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা।

তম্বীর (পুং) তম্ব-ঈরন্। যোগভেদ। "বলী রাশুস্তগোহস্বর্ক-গামী দীপ্তাংশকৈর্মুহুঃ। দত্তেহস্মৈ কার্য্যকরস্তম্বীরো লগ্ন-কার্য্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা°) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাঁবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাম্বূলী দেখ।]

তম্বৌর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কুণ্ড্রি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ঘরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ব্বত্রই তরাই এবং গাঞ্জর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, ক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল গ্রামই জল প্লাবিত হইয়া পড়ে। চৌকা ও দহাবর নদী প্রায়ই প্রবাহপথ পরিবর্ত্তন করে। এই দুইটী নদী যে যে গ্রামে প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বৌর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষ কার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

পরগণায় ১৬৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকার-ভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪০ খানির অধিকারী গৌড়রাজপুত।

তম্বৌর পরগণায় সোরা প্রস্তত হয়। একটী রাস্তা পরগণা ভেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত সীতাপুর জেলায় বিসবান তহসীলের একটী সহর। মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ৭০০ বৎসরের অধিককাল গত হইল, তাম্বূলীগণ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে ইহার 'তম্বৌর' নাম হইয়াছে।

আক্কাবাদ গ্রাম তম্বৌর নগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত।

এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাণ সরোবরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল।

তম্র (ত্রি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রতম্রা অবপস্তমাংসি" (ঋক্ ১০।৭৩।৫)

তয়ফা (আরবী) তয়ক্ অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্ব্বে রজনীযোগে চৌকীদারের ন্যায় গায়কগায়িকারা বাটী বাটী ফিরিয়া গান করিত, সেই জন্য আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে তয়ফা বলা যায়। নর্ত্তক-সম্প্রদায়।

তর (পুং) তৃ ভাবে অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, পার হওয়া। ২ কৃশানু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ। (ভূরিপ্র°) ৪ প্রত্যয়-বিশেষ, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। ৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি।

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।" (মনু ৮।৪০৬)

তরকশ (পারসী) তূণীর।

তরকশী (পারসী) তূণীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাদ্যুলোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণু ডু। ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তর্ক্ষু, মৃগাদন, তরক্ষুক। (শব্দার°)

ইহারা মাংসাশী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও সর্ব্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়না ও বলে। (Hyæna striata)। ইহাদের আকার কুকুরের অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর্ম্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং কপিশ রেখান্বিত, স্কন্দ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্যায় দীর্ঘলোমা-বলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদরের ডোরা সকল সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোরা সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না।

ইহাদের দন্ত দুই পাটী অতি সবল ও দৃঢ়, এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, সিংহল, আফ্রিকা, আরব প্রভৃতি স্থানে বাস করে। গভীর অরণ্যে থাকিতে ইহারা ভালবাসে না। বিরল গুল্মপূর্ণ পর্ব্বতের গুহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত প্রভৃতি স্থানেই ইহারা বাস করে। দিবাভাগে পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্য মধ্যে গর্ত্তে নিদ্রা যায় এবং সন্ধ্যার পর শ্মশানে, লোকালয়ের ধারে বা প্রান্তরে আহারান্বেষণে নির্গত হয়। ইহারা শব মাংস খায় ও উহার অস্থি চর্ব্বণ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল ইত্যাদি পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গর্জ্জনে একরূপ বিকট শব্দ হয়, কুকুরেরা উহা শুনিলে দৌড়িয়া সেই দিকে যায়; তরক্ষুও সেই সুযোগে তাহাকে ধরিয়া লয়। স্বভাবতঃ ইহারা ভীরু প্রকৃতি। মানুষকে প্রায় আক্রমণ করে না। সমতল ক্ষেত্রে ইহারা অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু পার্ব্বত্য স্থানে ইহাদের দ্রুতগতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শৈশবাবস্থায় পোষমানাইলে ইহারা পোষমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হয়। নানা স্থানে নানা প্রকার তরক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলেরই স্বভাবাদি প্রায় একরূপ।

ইহাদের গুহ্য দ্বারের নিম্নে থলির আকারে চর্ম্ম কোঁকড়ান, এই জন্য পূর্ব্বে গ্রীক দেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করিত ইহারা উভয় লিঙ্গ। প্লিনি, ইলিয়াস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ আবার লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা একবর্ষ পুংলিঙ্গ থাকে, পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইরূপ আরও অনেক অলীক উপাখ্যান থাকায় গ্রীক-ঐন্দ্রজালিকগণ ইহাদের অস্থিচর্ম্ম লোমাদি যাদুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন বোধে সাদরে রাখিয়া দিত।

তরক্ষুক (পুং) তরক্ষু স্বার্থে কন্। [তরক্ষু দেখ।]

তরথা (হিন্দী) তরঙ্গ, দ্রুতবেগ।

তরঙ্গ (পুং) তরতি প্লবতে ইতি তৄ-অঙ্গচ্ (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) উর্ম্মি, ঢেউ।

বায়ুদ্বারা নদী- প্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়া তির্য্যক্ ঊর্দ্ধাদিভাবে যাইতে থাকে, এই প্রকার গতির নাম তরঙ্গ। একমাত্র বায়ুই তরঙ্গের কারণ। পর্য্যায় ভঙ্গ, উর্ম্মি, ঊর্ম্মী, বিচি, বিচী, হলী, বিলি, লহরি, লহরী, জললতা, ভৃঙ্গি, উৎকলিকা, উর্ম্মিকা। (জটাধর) ২ বস্ত্র। ৩ হয় প্রভৃতির সমুৎফাল, অশ্ব প্রভৃতির প্লুত গমন। (উজ্জ্বল)

তরঙ্গক (পুং) তরঙ্গ-স্বার্থে কন্। ঢেউ। [তরঙ্গ দেখ।]

তরঙ্গভীরু (পুং) তরঙ্গেন ভীরুঃ ৩তৎ। চতুর্দ্দশমনুর পুত্রভেদ

তরঙ্গিণী (স্ত্রী) তরঙ্গিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদী। "গজবাজি-মনুষ্যাণাং শোণিতানাং তরঙ্গিণী।" (ভারত ভী° ৯৪ অঃ)

তরঙ্গিত (ত্রি) তরঙ্গঃ সঞ্জাতো ঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ জাত তরঙ্গ। ২ চঞ্চল। ৩ ভঙ্গি বিশিষ্ট।

তরঙ্গিন্ (ত্রি) তরঙ্গোঽস্ত্যস্য তরঙ্গ-ইনি। তরঙ্গযুক্ত।

তরজমা (আরবী) অনুবাদ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় প্রয়োগ।

তরজা (আরবী) সঙ্গীতসংগ্রাম, একদল গানে প্রশ্ন করে, অপর একদল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। যে দল ভাল উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুসলমান নবাবগণের সময়ে এই গীতের বড় আদর ছিল। এখন আর সেরূপ আদর নাই। এখন অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায় এই গান করিয়া থাকে। ইহা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তরণ (পুং) তীর্য্যতে অনেন তৄ করণে ল্যুট্। ১ প্লব, ভেলক। ২ স্বর্গ। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ৩ প্লবনপূর্ব্বক দেশান্তর গমন। ৪ পারগমন। ৫ সন্তরণ।

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"
(মোহমুদ্গর ৬)

তরণ-তারণ, পঞ্জাবের অমৃতসর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটী তহসীল। এই তহসীলের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রান্তর, ইহার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হইয়া থাকে। ভূ-পরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল। এই তহসীলের সহর এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩। তরণতারণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নধর্ম্মীর বাস, মুসলমানের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক।

এই তহসীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ভুট্টা, ইক্ষু, তুলা এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। তহসীলের বার্ষিক আয় ২৯৩৮৯০৲ টাকা। এখানে ১টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেফ সমস্ত বিচার করিয়া থাকেন। এই তহসীলে ৪টী থানা এবং অনেকগুলি কনেষ্টবল ও চৌকিদার আছে।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান সহর। অক্ষা° ৩১° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৮´ পূঃ। অমৃতসর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে শতদ্রু ও বিপাসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই সহরে বাস করে।

গুরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জ্জুন এই নগর স্থাপন করিয়াছেন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নগর মধ্যে একটী মনোরম সরোবর ও তৎপার্শ্বে একটী শিখ ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ, যে কুষ্ঠরোগী সন্তরণ দ্বারা এই সরোবর পার হইতে পারে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে, এই জন্যই সহরের নাম তরণ-তারণ হইয়াছে। সরোবরের পার্শ্বস্থিত মন্দিরের প্রতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি এই মন্দিরকে বহুমূল্য দ্রব্য দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উপরিভাগ তাম্রের গিল্টিপাত দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন। উক্ত সরোবরের উভয় তটে নবনেহালসিংহ-নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরণতারণ মঞ্জার রাজধানী বলিয়া খ্যাত। ইহা বারি দোয়াবের মধ্যস্থল। এই স্থল ইতিহাসে শিখদিগের দুর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখনও এই স্থান হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

অমৃতসরের সহিত এই সহরের বাণিজ্য চলে। এই স্থানে লৌহের পাত্র প্রস্তুত হয়।

ইহার কিছু দূরেই বারি দোয়াব খালের সোত্রাওন্‌শাখা। এই শাখা হইতে একটী নালা দিয়া তরণ-তারণের সরোবরে জল প্রবেশ করিয়া সরোবরকে জল পূর্ণ রাখে। এই নালাটী ঝিন্দের রাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সহরে বিচারালয়, পুলিস থানা, সরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং বিদ্যালয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য যে কুষ্ঠাশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। সহরের উপকণ্ঠে অনেক কুষ্ঠরোগীর বাস। ইহারা বলে যে, গুরু অর্জ্জুন ইহাদের আদিপুরুষ।

তরণি (পুং) তীর্য্যত্যনেন তৄ-অনি (অর্ত্তি সৃ ধৃ ধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ১ সূর্য্য। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ কিরণ। ৫ তাম্র। (স্ত্রী) ৬ নৌকা। ৭ ঘৃতকুমারী। ৮ তারক, উদ্ধারকর্ত্তা। ৯ শীঘ্রগন্তা।

"যেবা ধূর্ষু তরণীন্ যো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৬৭।৮) 'তরণীন্ তারকান্' (সায়ণ) ১০ শত্রুকে উত্তীর্ণ করিয়া বর্ত্তমান। "পৃৎসু তরণির্নাবা" (ঋক্ ৩।৪৯।৩) 'শত্রূন্ত্তীর্য্য বর্ত্ততে তরণি' (সায়ণ)

তরণি-তনয় (পুং) তরণেঃ সূর্য্যস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র যম, শনি, কর্ণ।

তরণিধন্য (পুং) শিব।

তরণিপেটক (পুং) তরণিঃ পেটক ইব। কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটাধর)

তরণিপোত (পুং) তরণেঃ পোত ইব। কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটাধর)

তরণিমণি (পুং) তরণিপ্রিয়ঃ মণিঃ। সূর্য্যপ্রিয় মাণিক্য।

তরণিরত্ন (ক্লী) তরণিঃ সূর্য্য স্তৎ প্রিয়ং রত্নং মধ্যলো° কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি, মাণিক্য। (রাজনি°)

তরণী (স্ত্রী) তরণি ঙীষ্। ১ নৌকা। ২ পদ্মচারিণী লতা। ৩ ঘৃতকুমারী। (রাজনি°)

তরণীসেন (পুং) বিভীষণের পুত্র ও একজন রামভক্ত। বিভীষণের কথায় রামচন্দ্র ইহাকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করেন। (কৃত্তিবাসী রামা°) বাল্মীকি রামায়ণে এই তরণীসেনের কথা কিছুই লিখিত হয় নাই।

তরণীয় (ত্রি) তৄ-অনীয়র্। তরণযোগ্য।

তরণ্ড (পুং ক্লী) তরতি প্লবতে তৄ বাহুলকাৎ অণ্ডচ্। ১ বড়িশীসূত্রবদ্ধ কাষ্ঠ, ছিপ্, মৎস্য ধরিবার সূত্রের মধ্যে বদ্ধ ফাতা। ২ প্লব, ভেলা। ৩ নৌকা। ৪ কুম্ভতুম্বী বা কদলীপত্রের ভেলা। ৫ দেশবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী)

তরণ্ডক (ক্লী) তরণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। ১ তীর্থভেদ।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! দ্বারপালং তরণ্ডকং।
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥" (ভারত বন° ৮৩ অঃ)

[তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশসূত্রবদ্ধ লঘু কাষ্ঠভেদ, মৎস্য ধরিবার সূত্রের মধ্যে বদ্ধ ফাতা।

"সংসারসাগরাবর্ত্তপতজ্জন্তুতরণ্ডকম্॥" (কাশীখ° ২২ অঃ)

তরণ্ডপাদা (স্ত্রী) তরণ্ডঃ প্লবনশীলঃ পাদঃ প্রায়েন তুরীয়াংশো যস্যাঃ বহুব্রী। নৌকা। (শব্দর°)

তরণ্ডী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তরণ্ড গৌরা° ঙীষ্। নৌকা। (শব্দর°) হারাবলীতে তরণ্ডা এইরূপ পাঠ আছে।

তরৎসম (ত্রি) তরৎ সমেত্যাদি ঋচঃ সন্ত্যত্র। ইতি অচ্। পাবমান সূক্তান্তর্গত সূক্তভেদ। [তরৎসমন্দীয় দেখ।]

তরৎসমন্দীয় (ক্লী) পাবমানসূক্তান্তর্গত সূক্তভেদ, মানব সকল যদি অপ্রতিগ্রাহ্য (যাহা প্রতিগ্রহ করিতে পাপ জন্মে) অর্থাদি প্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগর্হিত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এই সূক্ত তিন দিন জপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

"প্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বাচান্নং বিগর্হিতম্।
জপংস্তরৎসমন্দীয়ং পূয়তে মানবস্ত্র্যহাৎ॥" (মনু ১১।২৫৪)

তরতিব্ (আরবী) ১ সজ্জিত। ২ নিয়মানুযায়ী।

তরতম (ত্রি) তরেতি তমেতি প্রত্যয়ার্থো বোধ্যতয়া অস্ত্যত্র অচ্। ন্যূনাধিক।

তরদ্ (স্ত্রী) তরত্যনেন তৄ বাহুলকাদদি। ১ প্লব, ভেলা। তৄ কর্ত্তরি অদি। ২ কারণ্ডব পক্ষী। (মেদিনী)

তরদী (স্ত্রী) তরেণ তরণেন দীয়তে খণ্ড্যতে দো খণ্ডনে ঘঞর্থে-ক, গৌরা° ঙীষ্। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। পর্য্যায়—তারদী, তীব্রা, খর্বুরা, রক্তবীজকা। ইহার গুণ তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি°)

তরদুদ্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা। ২ চিন্তাকৌশল।

তরদ্বটী (স্ত্রী) পক্বান্নভেদ। ইহার প্রস্তত প্রণালী—ঘৃত ও দধি দ্বারা মর্দ্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা প্রস্তত করিবে। পরে ঘৃতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরদ্বটী প্রস্তত হয়। ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক; স্নিগ্ধ ও কফকারক। (শব্দার্থচি°) *

তরদ্বেষস্ (পুং) শত্রু আক্রমণকারী ইন্দ্র।

তরন্ত (পুং) তরতীতি তৃ ঝচ্। (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস।

তরন্তী (স্ত্রী) তরন্ত গৌরা° ঙীষ্। নৌকা।

তরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থান ভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্ তরস্তরণং তস্য পণ্যং। আতর, পারাণি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, দিক্। ২ শেষসীমা, ধার। ৩ মহালের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী প্রধান জমি বিভাগ। এই বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত মহল জরিপ করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা স্বত্ব গবর্মেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেণ্ট পক্ষীয় বন্দোবস্তকারী রিকেটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮ দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিখস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এরূপ অবস্থিতি ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহারা প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এথানে ভূরি পরিমাণ জমী দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাঁহার বশীভূত লোকদিগের জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত ছিল। জরিপ-কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, গবর্মেণ্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটী কল্পনায় আমরা অবগত হই যে এক ব্যক্তির অনেকগুলি উত্তরাধিকারী ছিল। সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় একটী মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃষ্ট

* "ঘৃতেন মর্দ্দিতাং দধ্না ফেণিক্যামেলয়েত্ততঃ।
বিধায় বটিকাস্তস্যা ঘৃতে মন্দাগ্নিনা পচেৎ॥
প্রলিপ্তাঃ খণ্ডপাকেন কর্পূরেণ বিমিশ্রয়েৎ।
স্তত এতাঃ সমরিচাস্তরদ্বট্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥" (শব্দার্থচিন্তামণি)

হয়। জেলার মধ্যভাগেই তরক্ষের সংখ্যা অধিক। উত্তরাংশে ফতেকচরি থানার অধীনে ইহার সংখ্যা সমধিক অল্প।

তরবালিকা (স্ত্রী) করপালিকা পৃষো° সাধুঃ। খড়্গাভেদ, (হেম°) [খড়্গা দেখ।]

তরমান (পুং) তর শানচ্। যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (ত্রি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে।

তরমুজ [তরম্বুজ দেখ।]

তরম্বুজ (স্ত্রী) তরং তরলং অম্বুবৎ জায়তেঽত্র জন বহুলবচনাৎ ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্য্যায়— কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও ফলবর্ত্তুল। ইহার গুণ শীতল মল-রোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্কফলেরগুণ পিত্তবৃদ্ধি-কারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি°) জ্যৈষ্ঠপুর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হইয়া পিতৃকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদুদ্দেশে তরমুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাক্ষাতন্ত্র)

প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব্ব দেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরম্বুজ কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম দিলপসন্দ ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা মসৃণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্বতরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ শাদা। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে;— লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ ফুটি জাতীয়; কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ও য়ুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভাল-বাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কার্ত্তিকমাসে পাকে। গ্রেট-বৃটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসি-দিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। য়ুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরো-লিনা তরমুজকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস্ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্তু এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসবজি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন দেশে জন্মিয়া ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীয় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবৃটনে ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন দেশ হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত-বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ করিত। য়ুরোপীয়গণ বলে, দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে চীনদেশে তরমুজ ছিল না। সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রধান দেশেই যে তরমুজের প্রথম উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* "জ্যৈষ্ঠে মাসি মহেশানি ! পৌর্ণমাস্যাং নিশার্দ্ধকে।
তৃষ্ণাতুরা মহাকালী ভ্রমন্তী পিতৃকাননে॥
তজ্জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণাতস্মৈ ফলং দত্তং তরম্বুজম্।
তৎফলভক্ষণা তৃপ্তা বরদা সা হরপ্রিয়া॥
যো মে দদ্যাৎ ফলং রম্যং স চিরায়ুশ্চতুর্যুগম্।"
(উত্তরকামাক্ষাতন্ত্র°)

তরমুজের বীজ হইতে এক প্রকার পাংশুবর্ণ ও পরিষ্কার তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা জ্বালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এই তৈল দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্যও প্রস্তুত করে।

শৈত্যসম্পাদক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য তরমুজের বীজের প্রয়োগ দেখা যায়। এই বীজ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং ইহার কাটতিও যথেষ্ট। ইহার গুণ মূত্রোৎপাদক, শীতলকারক ও বলকর। বোম্বাই বিভাগেই ইহার বহু প্রচলন। তরমুজ মধ্যস্থিত জলপানে তৃষ্ণা এবং মস্তিষ্কজ্বরে পচন নিবারিত হয়। ডাক্তার এন্‌সলি ইহা ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন।

তরমুজের বীজ চাপা ও চেপ্টা এবং সকল গুলির আকৃতি ও রঙ্গ একরূপ নহে। বীজ শুকাইয়া রাখিলে তাহার শাঁস খাওয়া যায়।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যায় অনেক জমীতে তরমুজ উৎপন্ন হয়। বিকানীরে আপনা হইতেই বহুল পরিমাণে তরমুজ জন্মে। এখানে তরমুজের সংখ্যা এত অধিক যে, বৎসরের কয়েকমাস এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান খাদ্যের অংশ হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষকালে তরমুজ ও এই জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া একরূপ ময়দা প্রস্তুত করিয়া অধিবাসিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ সুস্বাদু তরমুজ জন্মে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অতিশয় গরমের সময় এই তরমুজের সরবত অনেকেই পান করে।

পাতলা পুরীষ তরমুজের জমীর সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তরল (পুং) তৃ-কলচ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কল-প্রত্যয়শ্চিৎ। ১ হারমধ্য মণি, ধুকধুকি। ২ হার। ৩ তল। (ত্রি) ৪ চপল। ৫ কামুক। ৬ বিস্তীর্ণ। ৭ ভাস্বর। ৮ মধ্যশূন্য দ্রব্য। ৯ দ্রবীভূত পদার্থ। ১০ জনপদবিশেষ। ১১ তদ্দেশবাসী এই অর্থে তরল শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।
"বৎসান্ কলিঙ্গান্ তরলানশ্মকানৃষিকানপি। (ভারত ৮।৮।২০)
১২ হীরক রত্ন।

তরলতা (স্ত্রী) তরলভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তরলত্ব, চঞ্চলতা।

তরলনয়নী (স্ত্রী) তরলং নয়নং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ চঞ্চলাক্ষি। ২ ছন্দোভেদ।

তরললোচন (ত্রি) তরলং লোচনং যস্য বহুব্রী। ১ চঞ্চল নেত্র। (ক্লী) তরলং লোচনং কর্ম্মধা। ২ চঞ্চল নয়ন।

তরললোচনা (স্ত্রী) তরলং লোচনং যস্যাঃ বহুব্রী। চঞ্চল-নয়না স্ত্রী। (হেম°)

তরলা (স্ত্রী) তরল-টাপ্। ১ যবাগূ। ২ সুরা। ৩ মধুমক্ষিকা। (হেম)

তরলিত (ত্রি) তরলমস্য সঞ্জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্ যদ্বা তরল ইবাচরতি তরলং করোতি, তরল-ক্বিপ্ ণিচ্-ক্ত। জাত-তারল্য। পর্য্যায়—প্রেঙ্খোলিত, লুলিত, প্রেঙ্খিত, দ্রুত, চলিত, কম্পিত, ধূত, বেল্লিত, আন্দোলিত। (হেম°)
"ব্যালোলঃকেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ।"
(গীতগো° ১২।১৫)

তরবট (ক্লী) বৃক্ষভেদ। (Cassia auriculata).

তরবারি (পুং) তরং সমাগতবিপক্ষবলং বারয়তি বৃ-ণিচ্ ইন্। খড়্গভেদ, তলবার। [অসি ও খড়্গ দেখ।]

তরবিৎ (আরবী) শিক্ষা। জীবিকা। আশ্রয়।

তরবী (পারস্য) শুক্লপক্ষের প্রথম সপ্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ সপ্ত দিন।

তরস্ (ক্লী) তৃ-অসুন্। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বানর। ৫ রোগ। (শব্দার্থচি°)
"তিষ্ঠতু প্রধনমেব মপ্যহং তুল্যবাহুতরসা জিতস্ত্বয়া।"
(রঘু ১১।৭৭)

তরস (ক্লী) তৃ বাহুলকাৎ অসচ্। ১ মাংস। "তরসময়া পূর্ব্বোক্তভাগাঃ" (কাত্যা° শ্রৌতসূ° ২৪।৫।২০)
'তরসময়াঃ মাংসময়াঃ' (কর্ক)। (ত্রি) তরস্ অস্ত্যর্থে অচ্। ২ বেগযুক্ত।

তরসৎ (পুং স্ত্রী) তরস ইব আচরতি তৃরস্ ক্বিপ-শতৃ। মৃগ-ভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"অপস্মমত্তরসন্তী ন ভুজ্যুঃ" (ঋক্ ১০।৯৫।৮) 'তরসন্ত্যাম মৃগস্তস্য পত্নী' (সায়ণ)

তরসান (পুং) তরত্যনেন তৃ-আনচ্ সুট্ চ। নৌকা। (উজ্জ্বল)

তরস্থান (ক্লী) তরায় অবতরণায় যৎ স্থানং তরস্য স্থানং বা। ১ ঘট্ট, উত্তরণস্থান, ঘাট। ২ পারের ভাড়া লইবার স্থান।

তরস্বৎ (ত্রি) তরো বলং বেগো বা অস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য বঃ। ১ শূর। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ মনুর পুত্রভেদ।
"তরঙ্গভীরু র্বপ্রশ্চ তরস্বানুগ্র এব চ॥" (হরিব° ৭।৮৮)
স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরস্বিন্ (ত্রি) তরো বেগঃ বলং বাস্ত্যস্য তরস্-বিনি (অস্ মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ। পা ৫।২।১২১) ১ বেগযুক্ত। ২ শূর। (পুং) ৩ গরুড়। ৪ বায়ু। (রাজনি°)। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"নিশুম্ভ শুম্ভয়ো দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী।" (ভাগ° ৮।১০।৩১)

তরহ্ (আরবী) ভাব।

তরাই, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশস্থ একটী উপত্যকা। ইহার সর্ব্বত্র একরূপ নহে, কোন স্থানে ১০, কোন স্থানে বা ৩০ মাইল বিস্তার দৃষ্ট হয়। ইহা একটী প্রকাণ্ড বনভূমি; অযোধ্যা হইতে আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের মেথলারূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিশুবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কোফি এবং কুশীনদী দিয়া ভাসাইয়া এই সকল কাঠ অন্যত্র আনীত হয়।

নেপাল তরাইকে মোরাঙ্গ কহে। তরাইর মৃত্তিকাস্তর পর্য্যায়ক্রমে বালুকা, কঙ্কর এবং প্রস্তরময়। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়। সিকিম পর্ব্বতের ২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত কঙ্করস্তর বিস্তৃত।

এই প্রদেশে আয়ুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। বৎসরের ৯।১০ মাস এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে। এই কালে কেহই তরাই ভূমি অতিক্রম করিতে পারেনা। খাসি পাহাড়ের উত্তরাংশে তরাই ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত ৬০ মাইল বিস্তৃত। এই স্থানে অনেক উৎকৃষ্ট বৃক্ষ পাওয়া যায়। এপ্রেলের শেষ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যদি কোন য়ুরোপীয় এই প্রদেশে কোন সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তবে সে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাপমানযন্ত্রে পারদ ৭৭° হইতে ৮০° ও নবেম্বরে ৭৫° হইতে ৭৭° পর্য্যন্ত উঠে। নেপাল রাজ্যের অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে; তাহা হইতে নেপাল রাজ্যের বহু আয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ এই প্রদেশ হইতে বহুমূল্য বৃক্ষ, তারাপন, গজদন্ত, নানাবিধ চর্ম্ম বুড়ীগণ্ডক নদী দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে যুদ্ধের পর নেপালরাজ কুমায়ুন ও অন্য কএকটী পার্ব্বত্য প্রদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্মেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অযোধ্যা ও বরেলির উত্তরাংশে ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে সময় সময় লুণ্ঠন করিত। লর্ড মিণ্টো নেপাল দরবারকে এবিষয় অবগত করাইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রার শাসনকালে নেপালীদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে ভুটুয়াল নগর অধিকৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন দুই পক্ষ ছিল। অমরসিংহ অপার পক্ষীয় যুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু অপর পক্ষ সন্ধি করিতে মত দিলেন। যাহা হউক, নেপাল গবর্মেণ্ট ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাম সা নেপালপক্ষ হইতে ইংরাজ পক্ষীয় গার্ডনার সাহেবকে জানাইলেন যে, নেপাল দরবার কালীনদীর পশ্চিম অংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তরাই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গার্ডনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তরাই প্রদেশ না পাইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন না। বাম সা পুনরায় বলিলেন, যে পার্ব্বত্য প্রদেশে একমাত্র তরাই নেপালরাজের লাভজনক সম্পত্তি, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে পার্ব্বত্য-প্রদেশে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট যদি এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। পূর্ব্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেপালের সকল লোক যোগ দেয় নাই। কিন্তু তরাই প্রদেশ লইয়া যুদ্ধ হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপামর সকলেই ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অন্তর্কলহ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা করিত না। তাহা হইলে ফল যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। বৃটীশ-গবর্মেণ্টও অবগত হইলেন যে, গোরখালি সৈন্যসামন্তগণ সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকূলে মত দিতেছে। গার্ডনার সাহেব বলিলেন যে, গবর্ণর জেনারল এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন ইংরাজ অধিকারে ছিল; সেই সময় তাহারা দেখিয়াছিলেন যে, এ অঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অহিতকর ও অধিবাসিদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখাও কষ্টকর। সুতরাং এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে গবর্ণর জেনারলের তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিপক্ষদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সৈন্যসজ্জার আদেশ দিলেন। এদিকে গোরখালিগণ বরপর্শা (মকবানপুর), বিজিপুর, মহোতরি সবোতরি (মোরাঙ্গ) এবং পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বৃটীশগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গজরাজমিত্র ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ব্রাডসএর সহিত সন্ধি নিয়ম স্থির করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট কালীনদীর পশ্চিমাংশে পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং মেচির পূর্ব্বস্থ প্রদেশ পাইলেন। ১৫ দিন মধ্যে নেপালরাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অমরসিংহ অপর পক্ষীয়গণ দরবারে প্রধান হইয়া উঠায়, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল না। উভয়পক্ষে পুনরায় নূতন উৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। সামান্য একটী যুদ্ধের পর উভয়পক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখ গুরু গজরাজমিত্র সন্ধির যে সর্ত্ত অবধারিত করিয়াছিলেন, প্রায়

সেই সর্ত্তগুলিই অব্যাহত রহিল; কেবলমাত্র ইংরাজগবর্মেন্ট তরাইএর যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কতকাংশ নেপাল দরবার ফেরত পাইলেন, অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী তরাই-এর অংশ অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অংশ সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল।

শারদানদীর সমীপবর্ত্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। শীতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ ঘাস খায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা স্বত্বেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ তৃণে আচ্ছাদিত। বামণিয়া তালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুক্কায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গণ্ডার বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, বোদা এবং কোচ দৃষ্ট হয়।

তরাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ গবর্মেন্টের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৮° ৫০´ ৩০´´ ও ২৯° ২২´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৩´ ও ৭৯° ৪৭´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পূর্ব্বে নেপাল ও পিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনোর। জেলার প্রধান সহর কাশী-পুর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নৈনিতালে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জনশূন্য বনপ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝর-নিঃসৃত জল নানাদিক্ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ ফিট্ ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ অসমান এবং নদীগর্ভস্থ স্তরগুলিও জলময়। তৃণময় প্রান্তরের উপর দিয়া এই নদীগুলি চলিয়া গিয়াছে। নিম্নস্থ পাহাড় প্রদেশ হইতে যে নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সনিহনদী শারদা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই জেলায় দেওহা নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পিলিভিতের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত এই নদীর উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায় না। গুথী নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া যায়। কিচহা নদীর জোয়ার অতিশয় প্রবল। কুশি নদী কাশীপুর পরগণায় প্রবাহিত। কিচহা ও কুশিনদীর উৎপত্তি স্থলের মধ্যে পহ, ভকরা, ভৌর এবং দবকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। সকল নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লূক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, শুকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু এই স্থানে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃ পুনঃ অধিবাসী-দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই জন্য তরাইকে তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্যু ও পলাতকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্ব্বত্য রাজ্যের অবনতি হইলে কাশীপুরের শাসনকর্ত্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্রদেশ সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে যখন রোহিলখণ্ড ইংরাজ-দিগের হস্তগত হয়, তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবলাল এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আম্রকুঞ্জ, কূপ প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে সমুন্নত ছিল। বৃটীশগবর্মেন্টের অধীনে এই প্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্মেন্ট এই স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বাঁধ ও জলসেচন কার্য্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তরাই জেলার সৃষ্টি এবং ১৮৭০ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

থারু ও ভুক্সাগণ এই প্রদেশে সর্ব্বদা বাস করে। অপরা-পর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। থারু ও ভুক্সাগণ আপনাদিগকে রাজপুত বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। এই স্থানে একপ্রকার সংক্রামক রোগ জন্মে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ থারু ও ভুক্সাদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারেনা। ইহারা বলে যে অনবরত শূকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহারা এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জ্বর ও অন্ত্ররোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, গদারিয়া, লোহার, অহার, ভঙ্গী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর দুইটী প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

তরাইএর জমী অতিশয় উর্ব্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধান্য। যব, গম, বাজরা, ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আদা, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রামবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তাটী পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ূন রেলরাস্তা তরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমন্তরাল ভাবে অবস্থিত।

তরাই জেলায় একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার সহকারী এবং রুদ্রপুরের তহশীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ুনের কমিসনারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। রাজপুর, গদারপুর এবং রুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদারপুর, রুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টী পরগণায় বিভক্ত। কাশীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্য পরগণায় কাহারও জমীতে মালিকানা স্বত্ব নাই। গবর্মেণ্টই সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলায় পশুচুরির মোকদ্দমাই অধিক। পূর্ব্বে মেবাতি, গুর্জ্জর ও আহীরগণ এই কার্য্যে অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাই জেলায় ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এস্থানের অনেক স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

তরাই, দার্জিলিঙ্গ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বঙ্গষ্টেট রেলওয়ে ও দার্জিলিঙ্গ হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে।

তরাই প্রদেশ বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিঙ্গ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দার্জিলিঙ্গের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর নিম্নস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের জন্য জমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তরাই হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা-কর। (২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের নিকট শুল্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুল্ক। (৭) অর্থদণ্ড। (৮) গামকদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্দ্ধারিত বেতন ও দস্তরি পাইত। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবারকালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকারস্বত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রথম শাসন সময়ে চৌধুরীগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাঁহারা যত টাকা রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা দস্তরি পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষভাবে স্থিরীকৃত হইল। তরাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল মহালে পাঁচ বৎসরের জন্য পাল-পাট্টা (নিকর অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের জন্য পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ৫৯৫টী জোতের উপর ৩০৭৩০৲ টাকা কর স্থির করিলেন। কর নির্দ্ধারিত হইবারকালে গবর্মেণ্ট জমীর জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্য পালপাট্টা দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও ১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেণ্ট জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ গুলির সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট জমি অনুসারে ৵০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫ বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেণ্ট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্য রাখা হইয়াছিল।

তরাণ (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বাঁচান।

তরান্ধু (পুং) তরায় তরণায় অন্ধুরিব, অতিগভীরত্বাৎ। নৌকাবিশেষ, ভড়। পর্য্যায়—হোড়, বহন, বার্দ্ধট, বহিত্র। (ত্রিকাণ্ড)

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটী মধ্যভারতের এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০৮০৲ টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জরের রামকৃষ্ণ চৌবের রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক সৈন্য আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস।

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি-অল উণ্‌। নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

তরাবগঞ্জ, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটী তহসীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ডা ও উত্রৌলি তহসীল, পূর্ব্বদিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমে আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণা তরাবগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৫৪১০৲ টাকা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটী দেওয়ানি, ২টী ফৌজদারী আদালত, ৪টী থানা, ৯০ জন পুলিসের কর্ম্মচারী এবং ৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

তরাহ্‌বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটী প্রাচীন সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। কথিত আছে, প্রায় ২৬০ বর্ষ পূর্ব্বে পন্নার রাজা বসন্তরায় এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইত। এখন এই পথটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। ৬টী হিন্দুমন্দির ও ৫টী মসজিদ্ সহরে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি ও তরাহ্বান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুত্র অমৃতরাও এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০০৲ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্‌বানে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি একটী ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

অমৃতরাওয়ের পুত্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার দত্তক পুত্রদ্বয় নারায়ণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন; মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

তরাহ্বানে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার আছে। এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পুলিশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা হইয়া থাকে।

তরাস্ (দেশজ) ত্রাস, অকস্মাৎ ভয়।

তরি (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ নৌকা। ২ বস্ত্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ তৃ-ঠন্। ১ প্লব, ভেলা। তরে তরণার্থং দেয়শুল্কগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্। ৩ পার গমনের শুল্কগ্রহণকারী।

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্লন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৬)

'তীর্য্যত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্যং শুল্কং তদ্গ্রহণে অধিকৃতস্তরিকঃ।' (মিতাক্ষরা)

তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্। নৌকা। (শব্দর°)

তরিকিন্ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মাজী, পাটনী।

তরিণী (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্চ। নৌকা। (হেম)

তরিত (ত্রি) উত্তীর্ণ, পারগত।

তরিতা (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্-টাপ্। ১ তর্জ্জনী। ২ গৃঞ্জন, গাঁজা।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তাড়িকা তরিতা তথা ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তৃ-ইত্রন্। তরণসাধন নৌকাদি।

তরিয়া, দিনাজপুর জেলায় বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটী খ্যাত গ্রাম।

তরিরথ (পুং) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দাঁড়।

তরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

তরী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ঈ (অবিতৃস্তৃ-তন্ত্রিভ্য ঈঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জলসেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

তরীক্ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

তরীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তরীতা ঈয়সুন্-তৃণোলোপঃ। অতিশয় তারক। "সনভস্তরীয়ান্" (ঋক্ ৫।৪১।১২) 'তরীয়ান্ তরিতব্যঃ।' (সায়ণ)

তরীষ (পুং) তৃ ঈষণ্ (কৃতৃভ্যামীষন্। উণ্ ৩।১৫৮)। ১ শুষ্ক গোময়। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। ৫ সমুদ্র। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্গ।

তরীষন্ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্ নকারস্য নেত্বং। তরণ।
"বিশ্বা আশাস্তরীষণি।" (ঋক্ ৫।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।' (সায়ণ)

তরীষী (স্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ইন্দ্রকন্যা। (মেদিনী)

তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ তারক। "ভূর্ভুবঃ স্ব স্তরুস্তারঃ" (বিষ্ণুস°) 'ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ।' (ভাষ্য) ৩ তরুবিকার। "সংজর্ভরাণস্তরুভিঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'তরুভিস্তরুবিকারৈঃ।' (সায়ণ)

তরুই (দেশজ) ফলবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা।

তরুকূণি (পুং) তরৌ বৃক্ষে কূণয়তি কূণ-ইন্। পক্ষীবিশেষ। বাগ্‌গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

তরুক্ষ (ত্রি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্। ১ গো অশ্বাদির তারক। ২ গো অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

"বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে" (ঋক্ ৮।৪৬।৩২) 'তরুক্ষে গবাশ্বাদীনাং তারকে গবাদ্যধিকৃতে বা' (সায়ণ)

তরুখণ্ড (পুং) তরুণাং সমূহঃ। (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮ ইতি সূত্রস্য কাশিকায়াং বৃক্ষাদিভ্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

তরুণ (ক্লী) তৃ-উনন্ (ত্রো রশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৫৪) ১ কুব্জপুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থূলজীরক। ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নূতন, নবীন, অভিনব।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি।" (ছন্দো°)

তরুণক (পুং) তরুণ-কন্। ১ তরুণ। ২ তরুণদধি।

তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

তরুণজ্বর (পুং) তরুণশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা। নবজ্বর, ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর বলা যায়।

"আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মণীষিণঃ।" (চক্রদত্ত) [জ্বর দেখ।]

তরুণদধি (ক্লী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ম্মধা। পঞ্চদিনাতীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অহিতকর।

"দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে।" (বৈদ্যক)

দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদধি বলা যায়।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধোবালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যোপ্রাণহরাণি ষট্ ॥" (চাণক্য)

তরুণপ্রভসূরি, ইনি চন্দ্রকুলোদ্ভূত জিনকুশলের শিষ্য। জিনকুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন। জিনপদ্ম ও জিনলব্ধি ইঁহার নিকট সূরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভসূরি ১৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবিবরণ নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

"ততস্ততরুণীজ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি।" (ভাবপ্র°)

তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার পর্য্যায়—যুবতী, তলুনী, যুবতি, যুনী, দিক্করী, ধনিকা, ধনীকা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, স্নিগ্ধ, পিত্ত, দাহ, জ্বর মুখপাক, তৃষ্ণা ও বিছর্দ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি°)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহার একটী পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়।

"চম্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবতী পুষ্পমুত্তমং॥" (নারসিংহপু°)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মালা যত্র বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

তরুতল (ক্লী) তরুণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে। ২ তরুস্বরূপ।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাণা।

তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি বা তুল-ণুল টাপি অত ইত্বং পৃষো° সাধুঃ। বাতুলি, বাদুড়পক্ষী, এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলাদণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদূলিকা পাঠ দেখা যায়।

তরুতূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুতৃ (ত্রি) তৃ-তৃচ্ (গ্রসিতস্কভিততরুতুতরুত্তবরুত্রিতি। পা ৭।২।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। তারক। "অস্তভরুতা বিপ্রেভিঃ" (ঋক্ ১।২৭।৯) 'তরুতা তারয়িতা' (সায়ণ)

তরুত্র (ত্রি) তৃ-বাহু° উত্র। তারক।

"তরুত্রো অভ্যস্তিকৃষ্টীঃ" (ঋক্ ৪।২১২) 'তরুত্রস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুদূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুনখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাঁটা। (হারাবলী)

তরুপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) তরুণাং পঙ্‌ক্তিঃ ৬তৎ। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুভুজ (পুং) তরুং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) বৃক্ষে ইহা জন্মিলে শীঘ্রই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুমূল (ক্লী) তরুণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুমৃগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্ মৃগইব মধ্যলো°। শাখামৃগ, বানর। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তরুরাগ (ক্লী) তরুণাং রাগো রক্তিমাভা যস্মাৎ বহুব্রী। কিশলয়, নূতন পল্লব।

তরুরাজ (পুং) তরুণাং রাজা ৬তৎ অত্যুচ্চত্বাৎ সমাসে টচ্। ১ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ নরলোকে পূজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্য ইহা তরুরাজ।

"যদেতদা হৃতং স্বর্গাৎ তৎ ত্বদর্থং ময়া বিভো।
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।" (হরিব° ১২৯।৫৫)

(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুরুহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ-ক টাপ্। ১ বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃক্ষরোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটী হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪ মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে। হ্রদটী অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট আসিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্য লাভের জন্য এই স্থানে আগমন করে।

মধ্য প্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

প্রবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল গোঁদীরা বর লইয়া মহা সমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই পথ দিয়া যাইবারকালে বরযাত্রীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও নবোঢ়া বধূ একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটী ঝরণার উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। এই হ্রদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। এই গাছটী প্রত্যহ দিনের বেলা গজাইত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

মাটির নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যূষে জনৈক যাত্রী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় সূর্য্যকিরণে দগ্ধ এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্ত্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা গেল। এরূপও প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণ কার্য্যান্তে হ্রদে নৌকা রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা উঠে নাই।

এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃদ্ধেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই হ্রদের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটী মন্দির দেখা যায়।

তরুরোহিণী (স্ত্রী) তরুষু রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°)।

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তরুবল্লী (স্ত্রী) তরুষু বল্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। (রাজনি°)

তরুবিটপ (পুং) তরূণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল।

তরুবিলাসিনী (স্ত্রী) তরোর্বিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অস্ত্যত্র তরু-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্য শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) তরুযুক্ত।

তরুশায়িন্ (ত্রি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী-ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরুষ্ (স্ত্রী) তরুষ্যতি হিনস্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্বিপ্। যুদ্ধ। "তনূরুচা তরুষি কৃন্বৈতে" (ঋক্ ৬।২৫।৪) 'তরুষি যুদ্ধে।' (সায়ণ)

তরুষ (ত্রি) তৃ-উষন্। তারক। "অর্ব্বা পরস্তাৎ তরন্ত তরুষঃ" (ঋক্ ৬।১৫।৩) 'তরুষন্তরীতা' (সায়ণ)

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী।

তরুস্ (ত্রি) তৃ-উসি। তারক। "কৃত্বা দক্ষশ্চ তরুষঃ" (ঋক্ ৩।২।৩) 'তরুষস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাত্র।

তরুস্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত।

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুস্থ-টাপ্। বন্দাক, পরগাছা।

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকন্দ, পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল। (রাজব°)

তরূণক [তরুণক দেখ।]

তরূষস্ (ত্রি) তৃ-উষস্। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্ধারক। "ত্বং ন ইন্দ্ররায়া তরূষসোগ্রং" (ঋক্ ১।১২৯।১০) 'তরূষসা তরণকুশলেন অস্মান্ আপদ্ভ্যঃ উত্তরীতুং শক্তেন।' (সায়ণ)

তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

"তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাদির) সবুজবর্ণ যুক্ত।

তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটী পল্লিগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৪০´৪৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭´৪৫´´ পূঃ। কৃষিকার্য্যের জন্যই এই পল্লিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে।

তরৌচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ ও ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৭´ ও ৭৭°৫১´ পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরৌচ পূর্ব্বে সরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরৌচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্ম্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাঁহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০৲ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্য থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কানিবর্ত্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ পূর্ব্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের অবিরোধী ন্যায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ॥" (বেদান্তপ্র°)

যে সকল ভাব অচিন্ত্যনীয়, কিছুতেই যাহা চিন্তার বিষয় হইতে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গম্ভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারেনা।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এই জন্য বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।" (বেদান্তসূত্র°)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উদ্যম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রালম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা কহেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এই জন্য তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিশ্বাস্ত। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অন্যায্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্ব্বজ্ঞ, এই কারণ তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্ববিদিত অথচ তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটী তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠাদোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায়না যে একটীও অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক।

তর্কের অন্য নাম কল্পনা, তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

যাহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অতিশয় অন্যায্য।

আরও দেখ সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্‌জ্ঞান বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এই জন্য সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তার্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিবেন না, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, তাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে?

এই জন্য তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হয় না। দুরূহ স্থলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রানুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বার্থ অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতার্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ°)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে— "অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।" (গৌতমসূত্র ১।৪০)

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অযথার্থ জ্ঞান। সূত্রে "কারণোপপত্তিতঃ" এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কদ্বারা কি ফল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং।"

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এই জন্য তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটা যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটা ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটা ধূম নহে, এইটা বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থ সকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাঘ্র, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থ সকল অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থ সকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এ জন্য স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞান স্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল দেখিতেছি, ইহারা জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাহ্যপদার্থ স্বপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান স্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক্ অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অবধারণ হইত না। এজন্য তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণি মাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানেনা।

ন্যায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদ্য বা আপাদক অর্থাৎ (ব্যাপ্য ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটা যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এই জন্য ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্য জলাশয় যদি ধূম-বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জন্য ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী তন্তু প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এই জন্য উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়, যেমন একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে আপনি কখন থাকে না। এজন্য এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্ব-প্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা স্বতে স্বজ্ঞান স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়।

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্য জন্যত্ব স্ববৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয়, সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজন্য জাত, ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত, যে হেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জাতফলজন্য নহে। এরূপ এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞান স্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তি ধারা কল্পনা প্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থা-দোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভজ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের ন্যূনাধিক্য

স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়ই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারেনা, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। এজন্য দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্য কোন সুবৃহৎ সাকার আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধার-বস্তুর স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার আর একটী সাকার আধার কল্পনা করিতে হয়।

ঐরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ণায়ক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এ জন্য তর্কদ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহ্নি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহ্নি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয় জন্মে। একারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়পরিশোধক, যথা পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোধক। (গৌতমসূত্র°)

করণে ঘঞ্। ৯ ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের নামান্তর ভেদ। এই ন্যায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শাব্দজঃ।" (ভাষাপ°)

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দজ। তাহার মধ্যে অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্যায় দেখ।]

১০ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা হয় এইজন্য মীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ যাচক। তর্কয়তি তর্ক-ণ্বুল্। ২ তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-ণিনি। তর্ককারক, তার্কিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিকৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজ্বালা (স্ত্রী) ১ যাহাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা যা বিদ্যা তর্কস্ত বিদ্যা বা। ন্যায়-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মন্ত্ররক্তো নিরর্থিকাং।"(ভাº ১৩৷৩৭৷১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলোº। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩৷২৷১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সন্তরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈত বা জন্‌জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি, দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেথানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পূয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরণ্ড বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিসাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাট্‌কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, গুণুরীগাছ (ভাবপ্রº) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দেগাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২৷১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরাº ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলোº। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস্-ণিচ্-ণ্বুল্। ঝল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তর্ক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষোº সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাৎগুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরষ্ক ভাষায় সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরষ্কভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্ প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুরুমিস

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্থান উপাধি দিলেন। এই অবধি সিন্ধুদেশে তর্থানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্থানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্থানগণ পারস্তের সম্রাট্কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের থাকনদিগের কর্ম্মচারী বিশেষকে তর্থান কহে।

ভারতে তর্থান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্থানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভৎর্সন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভৎর্সনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জত্যনয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়ো র্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ স্তর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তায়িকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভৎর্সিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, কুমলে বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকোঽয়ং তর্ণোত্থপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (অনর্ঘরা° ২।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যতানেন তৃ ঈক (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৃ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৃ-উ দুকাগমশ্চ (ত্রো দুক্চ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, তাড়ু।

তর্দ্মন্ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্দ্মাতিক্রান্তং যূপস্থ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্দ্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্দ্মসমূতে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা° ৩।২।১।২) 'তর্দ্মসমূতে ইতি যথোভয়ো র্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাদ্ভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ- প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রু কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতু স্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন স্নান না করা হয়; তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে "তর্পণং প্রত্যহংকার্য্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥" (যোগী যাজ্ঞবল্ক)

তর্পণের নিত্যতা হেতু "শুচি হইয়া তর্পণ করিবে" এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিহিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃস্নানতর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শাতাতপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃগণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

"যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতু পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥" (মনু)

মনুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন স্নান ইত্যাদির অনুল্লেখ না থাকায় অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন স্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃস্নান না করিলে সূর্য্যোদয়ের পর যে স্নান হয়, তাহাকে অহঃস্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃস্নান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না। কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে স্নান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃস্নান করেন, তাহার মধ্যাহ্নস্নানানন্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে স্নান করা হয়, তাহা হইলেও স্নানের উপর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। (কূপ সমীপে গবাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

"যন্ন সর্ব্বায় চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্।
তদ্বর্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূদ্রের ও মেঘাদি নিঃসৃত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

"নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৄং স্তর্পয়েৎ।" (শঙ্খ-লিখিত)

আর্দ্র বস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নামিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

"রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃত্বা যস্তু সংতর্পয়েৎ পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেন মলেন চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত তিলধানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া বিজ্ঞগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিলতর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও ত্রিপত্র

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি কল্পিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, (মহালয়া-অমাবস্যার পূর্ব্বপ্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যময় অথবা খড়্গানির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বুঝিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিবে, বহিঃশূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বামহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্ম্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে।

"তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া।
কুশকার্য্যকরং যস্মাত্তুবন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদঙ্মুখ হইয়া করিবেন। দেবগণ পূর্ব্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীচী ও অসুরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্ত্তব্য। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদ্-গণের তর্পণ করিবে। সুহৃদ্ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সম্বৎসরকৃত পুণ্য নাশ হয়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্ত যে বর্ণাদদ্যুর্ভীষ্মায় নোজলম্।
সম্বৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্তম॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ, পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী ও শূদ্র করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করেন তাঁহার পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণপ্রয়োগ।—

পূর্ব্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়ানুসারে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। এই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্তের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারী বিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্‌ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্‌। ১ ভৎর্সন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভৎর্সনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জত্যনয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্‌ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়ো র্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়ার্থ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ স্তর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্‌। দেশবিশেষ, তায়িকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভৎর্সিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্‌। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ১ সদ্যোজাত বৎস, কুমলে বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকোহয়ং তর্ণোত্যুপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (অনর্ঘরা° ২।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৄ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যত্যনেন তৄ ঈক (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৄ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৄ-উ দুকাগমশ্চ (ত্রো দুক্‌চ। উণ্‌ ১।৯১) দারুহস্তক, কাঠের হাতা, তাড়ু।

তর্দ্মন্‌ (পুং) তৃদ বা মনিন্‌। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্দ্মাতিক্রান্তং যূপস্থ।"(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্দ্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্‌। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্দ্মসমূত্তে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা° ৩।২।১।২) 'তর্দ্মসমূত্তে ইতি যথোভয়ো র্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ- প্রীণনে ভাবে ল্যুট্‌। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্‌। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রু কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্‌॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতু স্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্‌॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্ব মুখে উপবীতি হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁং রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁং প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং, ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—

"ওঁং দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগা খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া 'ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং' ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ওঁড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

এই বাক্যটী তিনবার করিয়া তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঞ্জলি জল দিতে হইবে।

"বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ——

'ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবাবা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন।

সংক্ষেপ তর্পণের মন্ত্রান্তর—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্ত তিলোদকং॥"

শূদ্র ও যজুর্ব্বেদিগণ তর্পণকালে "তৃপ্যতু" এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা "ব্রহ্মা তৃপ্যতু" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ" এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন।

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ।"

এই মন্ত্রদ্বারা প্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে।

শূদ্রগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্ব্বেদীয় তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য। সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্খলিত যে পরম অমৃত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাস্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহার পর বিদ্যা ও হুতভুগ্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কথনের পর "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ প্রয়োগ করিবে।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের আদিতে "তৃপ্যতাং" এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ব্ব এই পদ প্রয়োগ করিবে *।

তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলায় সরহট্ট পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটীই সমধিক খ্যাত। করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র কিম্বা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তর্পণী (স্ত্রী) তৃপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ গুরুস্কন্দ বৃক্ষ। ২ গঙ্গা।

"তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী।" (কাশীখ° ২৯।৩২)

(ত্রি) ৩ প্রীতিদায়িনী।

তর্পণীয় (ত্রি) তৃপ্তির যোগ্য।

তর্পণেচ্ছু (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইষ-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ভীষ্ম। (ত্রি) ২ তর্পণাকাঙ্ক্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

তর্পয়িতব্য (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য।

তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি প্রীণয়তি তৃপ্-ণিচ্ ণিনি, ততো ঙীপ্। পদ্মচারিণীলতা। (শব্দচ°)

তর্পিত (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত। প্রীণিত, সন্তোষিত।

তর্পিন্ (ত্রি) তৃপ-ণিচ্ ণিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা।

তর্পিলী (স্ত্রী) তৃপ-ইল গৌরা° ঙীষ্। পঞ্চকারিণী। এই অর্থে তল্লিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। তর্পিলী কপিলকাদি° রস্য ল, তল্লিলী। স্বার্থে কন্। তর্পিলিকা, তল্লিলিকা।

---

* তর্পণঞ্চ ত্রিধা প্রোক্তং সাম্প্রতং তচ্ছৃণুষ মে।
সোমার্কানলসংঘট্টাৎ স্খলিতং যৎপরামৃতং॥
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
আন্তরং তর্পণং হ্যেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং॥
আত্মানং তন্ময়ং কৃত্বা সদা সন্তর্পিতাস্ববান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তুষ্ট স্থিরমানসঃ॥
উপবিষ্টঃ শুচৌদেশে ততস্তর্পণমারভেৎ।
তর্পয়িত্বা গুরূনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ॥
বীজদ্বয়ং ততোবিদ্যা হুতভুগ্দয়িতা তথা।
ততো দেব্যাঃ স্বনামান্তে তর্পয়ামি নমঃ পদং॥
দেবানগ্নীনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং বৃদ্ধ ভৈরব॥
তথৈব পরমেশানি বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
এবং ঋষীন্ প্রতর্প্যাথ পিতৄনপি চ ভৈরবান্।
তৃপ্যতাং সুন্দরীমাতা পিতা ভৈরব তৃপ্যতাং॥
আদৌ ত্রিপুরপূর্ব্বঞ্চ তর্পণে বিনিযোজয়েৎ।" (গন্ধর্ব্বতন্ত্র°)

তর্বট (পুং) তর্বতি দ্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। ১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

তর্ম্মন্ (ক্লী) তরতি তৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) যূপাগ্র, যজ্ঞীয়কাষ্ঠের অগ্রভাগ।

তর্য্য (পুং) ঋষিভেদ। "বধীয়াৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিতর্য্যঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'শ্রুতস্ত বেত্তাচ তর্য্যশ্চ' (সায়ণ)

তর্ষ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।
"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্।
যৎ প্রতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাম্ভোঽভজন্মুখং॥"
(রাজত° ৩।৪৮২)
তীর্য্যত্যনেন তৃ-স (বৃতৃবদিহনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্লব, ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।
"নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ন সদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ॥" (ভাগ° ৯।৬।২৭)

তর্ষিত (ত্রি) তর্ষোঽস্য জাতঃ। তর্ষ তারকা° ইতচ্। ১ তৃষিত, পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।
"অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।" (রামা° ২।১০৪।১)

তর্ষুল (ত্রি) তৃষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত।

তর্ষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো° সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষিত। "নিরুদ্ধ চিন্মহিযস্তর্ষ্যাবান্।" (ঋক্ ১০।২৮।১০) 'তর্ষ্যাবান্ তৃষাবান্' (সায়ণ)

তর্হন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন।

তর্হি (অব্য) তদ্-র্হিল্। সেই সময়ে, তজ্জন্য, তবে।
"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি।" (সাংখ্য সূ° ১।৪৩)

তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২ পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮ স্বরূপ। (ক্লী) ৯ কানন। ১০ গর্ত্ত। ১১ জ্যাঘাতবারণ। ১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্য্যবীজ। ১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২০ নরক বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতিরা বাস করিয়া থাকে। ২১ আঁধার। ২২ মহাদেব।
"তলস্তালঃ করস্থালী ঊর্দ্ধসংহননো মহান্।" (ভারত ১৭।১২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে কাষ্ঠিয়া দ্বারা গুঁয়াদি কর্ত্তিত হয়, তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিসুরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে ইহারা বার্ষিক একটী ভেড়া ও একপাত্র ঘৃত কর স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ত্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী। ২ ফলবিশেষ।

তলকর, ১ জমা বিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক প্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী বিলের নাম। এই জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে গেলেই এই বিলটী দেখা যায়।

তলকাড়, মহিসুর রাজ্যে মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটী তলকাড়ু, তক্কাড়ু এবং তালকাড়ু নামেও খ্যাত ছিল। মহিসুর জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে ১২° ১১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মহিসুর নগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ২৮ মাইল গেলে তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্বে কতকগুলি শৈব-মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ব্বাংশ বালুকা ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী শুনা যায়। একদা এক ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য তলকাড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের আবশ্যক তাহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার সঙ্কুলান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চ্চনা না করেন, তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক একটী কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসনা বাকী থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্তোপায় হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, যাহাতে অপর মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা সমাচ্ছন্ন হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র পর্ব্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ১০ ফিট্ করিয়া বালুকাস্তূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাস্তূপে ৩০টী মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে কীর্ত্তিনারায়ণের মন্দিরের বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হরিবর্ম্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্য এক রাজা তলকাড়ের দুর্গাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের জনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২° ২৩´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ ১০´´ পূঃ। এই স্থানে একটী দেব মন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন করে। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর লোক এই স্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই কালে কোড়গের প্রত্যেক পরিবার স্নানার্থ একএকজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের জন্য গবর্মেণ্টের প্রায় ২৩২০৲ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্য বীজেষু পচেচ্ছৎ-কারিকাং শুভাং।" (সুশ্রুত)

তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্গুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্গু-বংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চেল-রাজগণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণ নন্দিদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইঁহারা চোলবংশ কর্ত্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হন। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে হয়শাল-বংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের পর ইহা বৃটীশরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ম্মণি ঘঞ্ ডস্য ল। করতল দ্বারা বাদনীয় বাদ্যভেদ। "আস্ফোটয়ন্ থেলয়ংশ্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্।" (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলত্রাণ (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্। কর-তল রক্ষক, চর্ম্মময় গোধা বিশেষ, চর্ম্ম নির্ম্মিত দস্তানা।

তলদাবাঁশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপ্ (আরবী) ১ আহ্বান। ২ হুকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্য ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতলের শব্দ, হাততালি।

তলম্ব, পঞ্জাবে মূলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটী সহর। মূলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং চন্দ্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০° ৩১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২° ১´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই স্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গের ইট দ্বারা তলম্বের অনেক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইটগুলি প্রাচীন মূলতানের অট্টালিকার ইটের ন্যায়। অনেকের মতে, আলেক্সান্দার এই স্থানে চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া-

ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মাহ্মুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিয়া তলম্ব লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটী নষ্ট করেন নাই।

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মাহ্মুদ লঙ্গের সময়ে (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়; দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দ্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট্ পুরু ও ২০ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। পূর্ব্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল।

বর্ত্তমান তলম্ব গ্রামে একটী পুলিশ, একটী ডাক-ঘর, একটী স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটী অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের প্রায় ½ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী ছাউনি স্থান ও ২টী উত্তম কূপ আছে।

তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার জেলার একটী সহর।

২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটী সহর। কন্নূরের (কননোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ১২° ২´ ৫০´´ উঃ অক্ষা° ও ৭৫°২৪´ ১৬´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিত্তল-নির্ম্মিত। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম ও আশ্চর্য্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম্নস্থ অংশ, উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যাল (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিস্বনং।"
(রামা° ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্য ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুং) তলে জলনিম্নে স্থিতো মীনঃ। জলনিম্নস্থিত মৎস্য, চিঙ্গড়ী মাছ।

তলযুদ্ধ (ক্লী) তলস্য চপেটস্য আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত দ্বারা যুদ্ধ বিশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো°। পাতাল।

তলব্ (আরবী) [তলপ্ দেখ।]

তলব্চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (ত্রি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহন্তি বা-ক। তল-বাদ্যকারক। "তাম্রৃত্তাযানন্দায় তলবং" (যজু° ৩০।২০)
'তলবং তল-বাদ্যবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২০ চেইন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগা নদীতে জল আইসে, পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অনায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ব্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের প্রতি শমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (ক্লী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি ল্যুট্। ১ জ্যাঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম্মভেদ, চামাটী। ২ খড়্গ। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালাবারের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন।

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২০৲ টাকা। প্রায় ৯১৫৲ টাকা বৃটিশগবর্মেণ্টকে ও প্রায় ১৪০৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বান শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটী।

তলসারক (ক্লী) তলে সারো বলং যস্য বহুব্রী কপ্। ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম°) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র।

তলহৃদয় (ক্লী) তলস্য হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের তেলো।

তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (স্ত্রী) তল স্ত্রিয়াং টাপ্। গোধা, জ্যাঘাতবারণা, জ্যাঘাত নিবারণ জন্য বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মময় আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৬৬ সম্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে জাজল্লদেব বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক-জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫´ ৩০˝ উঃ অক্ষা° ও ৭২° ২৮˝ পূঃ দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে জনৈক অরুন সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বৃটীশ শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটী মালভূমির উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি গুহা দিয়া নগরের জল নিকাশ হইয়া যায়।

তলাগাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবিধ শস্য জন্মে। এখান-কার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের মৃসির (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ) দেশ বিদেশে সমাদর দেখা যায়।

শিখ-আধিপত্য কালে করদার যে দুর্গে বাস করিতেন সেটী কর্দ্দম নির্ম্মিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী স্কুল ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয় বিশেষ।

তলাগুচি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহ করণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আনুকূল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নলনির্ম্মিত কট, বেত বা বংশনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর রাজ্যের একটী নগর। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১´ ১৫˝ উঃ অক্ষাঃ ও ৭২° ৪´ ৩০˝ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার দৃশ্য একটী ক্ষুদ্র দুরারোহ সূচ্যগ্র পর্ব্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী হিন্দু মন্দির ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। পূর্ব্বে দস্যুগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গহ্বরে দস্যু দেখা যাইত।

তলাড়ু, তামিল ভাষার লিখিত কতকগুলি পদ্য। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পদ্যগুলি গান করে। এই পদ্যের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চঙ্কড়ু। এই পদ্যটীর ভাষা বেশ মধুর। মান্দ্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়ু গাহিয়া থাকে। পদ্যগুলি পয়ার লক্ষণাক্রান্ত।

তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্মেতি অতলং তলাদপি অতলং। পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটী পাতাল বিশেষ। এইখানে ময়দানব শিব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°) [পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্নে সঞ্জাত মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাশা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (স্ত্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বন্ধনস্থানত্বেনাস্ত্যস্য তল-ঠন্। তলসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু।

তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডস্য-ল। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থচি°)

তলিত (ক্লী) তল-তারকা° ইতচ্। ভৃষ্টমাংস, ভাজা মাংস। শুদ্ধ মাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই প্রকারে ঘৃতপক্ক হইলে পণ্ডিতগণ "তলিত" বলিয়া থাকেন।

"শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতং।
পুনস্তদাজ্যে সন্তৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক। (ভাবপ্র°)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্যাস্তি ইনি। গোধাযুক্ত। "ততঃ কবচধারী চ তলী খড়্গী শরাসনী।" (ভারত উদ্যো° ১৫৭ অ°)

তলিন (ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতেহত্র তল-ইনন্ (তলি পুলিভ্যাংচ। উণ্ ২।৫৩) ১ শয্যা (ত্রি) ২ বিরল। ৩ স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ব্বল। (হেম°)

তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাত। ২ শয্যা। ৩ খড়্গ। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৄ উনন্ (ত্রোরশ্চলোবা। উণ্ ৩।৫৪) রস্য লশ্চ। ১ বায়ু। ২ যুবা।

তলুনী (স্ত্রী) তলুন-ঙীষ্। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রাঝিবার জন্য বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্য বহুব্রী। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহাদিগকে তলৈঙ্গ ও শ্যামবাসীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে। তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদ্বীপে বাস করে। পেগু, মার্ত্তাবান, মোলমেন এবং আমহার্ষ্টের অধিবাসীগণ মোন নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে প্রচলিত।

পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ) বলে। এই ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়। মগ ও শ্যামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তলৈঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে, চুপে চুপে।

তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিম্নমুদরং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কৃশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খাঁদেশ জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত একটী উপবিভাগ। ছিথলি ও কাথী নামক ২টী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটী বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাতপুরার পাদদেশের নিকটবর্ত্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও প্লীহারোগ সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা।

ভূপরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা রেলওয়ের ভূষাবাল ষ্টেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে এবং ধুলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪° ১৮´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খান্দেশ জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। রোয়াঘাস, তৈল এবং শস্যের ব্যবসায়ও মন্দ নহে। খান্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক খানির মূল্য ৪০।৪৫৲ টাকা।

তলোদায় একটী ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (স্ত্রী) তলে উদকং যস্যাঃ বহুব্রী; উদকশব্দস্য উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা°)

তল্ক (ক্লী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকা°)।

তল্‌তলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল্প (পুং ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খষ্পশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা। ৩ দারা, স্ত্রী।

"পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥" (সম্বর্ত্তস° ১৫৮)

তল্পক (পুং) তল্প-কন্। শয্যাসংস্কারকারক ভৃত্য।

তল্পকীট (পুং) তল্পে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোকা। "জন্মৈকং তল্পকীটশ্চ তদা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈ°)

তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটী পাহাড়।

তল্পজ (ত্রি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ভজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র।
"য স্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।" (মনু ৯।১৬৭)

তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-ক্বিপ্ ল্যুট্। ১ করিপৃষ্ঠ। ২ পৃষ্ঠাস্থির মাংস, পিঠের ভাঁড়ার মাংস। কোন কোন স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্পশীবন্ (ত্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী।

তল্পী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্পেশয় [তল্পশীবন্ দেখ।]

তল্প্য (পুং) তল্পে ভব তল্প-যৎ। ১ রুদ্রভেদ। "নমস্তল্প্যায় গেহ্যায়" (যজু° ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্পে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু। "শতং তল্প্যা রাজপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা° ১৩।১।৬।২)

তল্ল (ক্লী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ত্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুষ্করিণী ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোতায়ম্ তালুকের একটী সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪´ ৫৩´´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১´ ৩৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেরি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটী উপবিভাগ। এই স্থানে উত্তর-মলবার জেলার আদালত, জেল, শুল্ক-কার্য্যালয়, গবর্মেণ্টের অন্যান্য কয়েকটী কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্য্যালয় আছে। সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটী দৃঢ় কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটী এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটী সমচতুর্ভুজাকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বপ্রে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটী বপ্র দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে একটী দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪°৩৪ ইঞ্চ।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজা ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমীদারী মধ্যে শুল্ক আদায় ও বিচারাদি করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্য আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী মহিসুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্য ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিটেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজতি লজ-অচ্। প্রশস্ত-বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ। শব্দোত্তর প্রযুজ্যমান এই শব্দ অজহল্লিঙ্গ যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুকুর।

তল্লাট (দেশজ) প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।
"অধর্ম্মে হইলি বাঁঝ, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁঝ,
সতিনের না কর তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। ১ কুঞ্জিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লসতি লস-ড স্ত্রিয়াং ঙীব্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বরুণপত্নী।

তল্ব (ক্লী) সুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা ভেদ।

তব (ত্রি) যুষ্মদ্ ৬ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) তব-ক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (যাবনিক) তোমর, অগ্ন্যস্ত্র।

"মুকুটার শব্দ যেন তবকের গুলি।
একঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি।" (শ্রীধর্ম্ম°)

তবকী (যাবনিক) তবকধারী।

তবক্ষীর (ক্লী) তু-অচ্ তবং ক্ষীরমিতি কর্ম্মধা°। ক্ষীর জল, হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

তবক্ষীরী (স্ত্রী) তবক্ষীর ঙীষ্। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। (রাজনি°)

তবর (ক্লী) নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) তু-অচ্ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অচ্। যবাসশর্করা, চলিত কথায় মেনা। (রাজনি°) [যবাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোদ্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজাদুদ্ভবতি উৎ-ভূ-অচ্। তবরাজোদ্ভবঃ যঃ খণ্ডঃ কর্ম্মধা°। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার খাঁড়। পর্য্যায়—সুধামোদকজ, খণ্ডজোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি°)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটী তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গান্তত্বাৎ ছ। তবর্গভব বর্ণ, তবর্গের বর্ণ।

তবস্ (ক্লী) তু-অসুন্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্টু) "অস্লাদচিন্তং তবসা জবন্তঃ।" (ঋক্ ৩।৩০।৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্য (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্য মনুদাতি" (ঋক্ ২।২০।৮) 'তবস্যং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্বৎ (ত্রি) তবোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উশতে তবস্বান্" (ঋক্ ৯।৯৭।৪৬) 'তবস্বান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (ত্রি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ কর্ম্মণি ক্বিপ্ পৃষো° সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "স্তুষ্টিঃ স স্তুব স্থবিরং তবাগাং।" (ঋক্ ৪।১৮।১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)।

তবিপুলা (স্ত্রী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটী অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।

"তৌঽন্ধেস্তৎপূর্ব্বান্যা ভবেৎ।" (বৃত্তর°) "অব্ধেশ্চতুর্থাক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেৎ তপূর্ব্বা তবিপুলা নামছন্দঃ।" (টীকা)

তবিয়স্ (ত্রি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী।

তবিষ (পুং) তব-টিষচ্ (তবেণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯)। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্ণ। (ত্রি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।

"ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ। (ঋক্ ৮।৮৫।১৮) 'তবিষঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)

কোন স্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকন্যা। ৪ বল। "কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।" (ঋক্ ১।৩৫।৪) 'তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিষীমৎ (ত্রি) তবিষী অস্ত্যস্য মতুপ্। দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। "তমনূনং তবিষীমন্তমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৮।১) 'তবিষীমন্তং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

তবিষীয়ু (ত্রি) তবিষীয়-উ। বল আচরণকারী, বলপ্রয়োগকারী। "বৃষণস্তবিষীযবঃ" (ঋক্ ৮।৪।১১) 'তবিষীযবঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিষীবৎ (ত্রি) বলবান্, সাহসী।

তবিষ্যা (স্ত্রী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (ত্রি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী।

তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হুড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র।

তষ্ট (ত্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনূকৃত, যাহা চাঁচিয়া সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ, ইহারা আদ্যশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্টৃ (পুং) তক্ষ-তৃ পৃষোদরা° কলোপে সাধুঃ। ১ সূত্রধর, ছুতার। ২ বিশ্বকর্ম্মা। ৩ আদিত্যভেদ। (রমানাথ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিচ্চ।

(তনূষিভ্যাং কৃসরন্। উণ্ ৩।৩৫)। ১ ত্রসর, সূত্রবেষ্টন। "ত্রসং পরিশ্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুধীরস্তসরং ন বেম।" (বাজসনেয় সং ১৯।৮৩)।

২ গুটিপোকার সূতা, এই জন্য ঐ সূতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কৌষেয় সূত্র বিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্যান্য কতিপয় স্থানে শাল,

পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুসুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল ঐ সকল প্রদেশে তসর জঙ্গলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেসম চাষের মত নহে। রেশমের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং যত্নপূর্ব্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে ঐ সকল প্রদেশে সেরূপ করে না। চাঁইবাসা, হাজারিবাগ, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসরচাষ সেরূপ যত্নসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসরকীটদিগকে পশু পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাষ। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ক বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথা সময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণ্ড প্রসব করে। ঐ সকল অণ্ড ঈষৎ আটা সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অণ্ড প্রসব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুংপ্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণ্ডগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে।

ঐ সকল অণ্ড হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা কিছুক্ষণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩।৪ ইঞ্চ হইতে ৫।৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট ধূসরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র বিচিত্র। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, কাষ্ঠমার্জ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তসর-চাষীদিগকে অতি সন্তর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধনু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক্ক না হয় সে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাঁওতাল, কোল, কুড়মি প্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধানতঃ তসর চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্ম্মাণ জন্য ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় মুখ নিঃসৃত লালা দ্বারা একটী বৃন্ত নির্ম্মাণ করে। এই লালাই পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরসূত্ররূপে পরিণত হয়। বৃন্ত নির্ম্মিত হইলে ঐ সকল কীট মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমান্বয় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্তরূপে একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তম তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলাবর্ণ অসাড় মাংসপিণ্ডবৎ কীট বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহারা সুন্দর প্রজাপতি-রূপে বাহির হয়।

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে রক্ষকগণ উহাদিগকে তুলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। উহারা অভিজ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপক্ক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুদ্ধ কোষ-মণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্য্যাপ্ত ফলশোভিত ফলোদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোষ কাটিয়া দুই একটী পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ গুটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়া তন্মধ্যে গুটি সকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটি গুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সে গুলি অ্যাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুটির নাম ডাবা, বগুই, জাড়ুই। যে সকল গুটীর মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, ধূকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা গুটিগুলি একবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি গুটির বোঁটার নিকট সূতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মূষিকাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে কোষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগা, কার্ত্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে জাড়ুই গুটি উৎপন্ন হয়।

গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অনুসারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত গুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাইবাসা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ জঙ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল গুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহারা আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্রহের সময় ঐ সকল হাট পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাঁইবাসার অন্তর্গত হলুদপুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়া নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্য হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত গুটি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তূপ হইতে যথেচ্ছা এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাথ বা চাথতি করা কহে, ঐ কয়েকটী গুটির চাথ্‌তিতে যেরূপ ঔৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাঁড়ায় সমস্ত স্তূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক স্তূপের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুণ্ণতা, পুষ্টতা প্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত্ত দালাল ও পাইকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালালগণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনার নিয়ম ৪টীতে গণ্ডা ২০ গণ্ডায় পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫ টীতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ অনুমান দ্বারা এক এক স্তূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার গুটির দর প্রতি কাহন ১২৲ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, মধ্যম প্রকারের গুটির ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটির দর ৯৲ হইতে ৬৲ টাকা, মধ্যমের দর ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের ৪৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

গুটি জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষ মধ্যে নিদ্রা যায়।

ক্রেতাগণ ঐ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং বর্দ্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। ঐ সকল স্থানে গুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। ঐ সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তন্তুবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

গুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া সহজে সূতা উঠিতে থাকে এবং সূতার মলাও কতক কাটিয়া গিয়া সূতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত গুটি শীতল ও পরিষ্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪।৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদের সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটী বাঁশের নাটাইয়ে গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে গুটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসরকীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসরলাড়ু কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসরকাটনীগণ ঐ তসরলাড়ুগুলি রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০।১২টী হইতেই ১ তোলা সূতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূতা অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকৃষ্ট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটির বুঁটি এবং সূতা বাহির হইলে পর গুটির যে পোতা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিন্ন তসর সূত্রাদিও নষ্ট হয় না। ঐ সকল এবং কাটা গুটি গুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূতা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার ন্যায় পিঁজিয়া লাতা করে এবং ঐ লাতা হইতে টাকুর দ্বারা সূতা কাটিয়া থাকে। ঐ সকল সূতায় ঘুনশী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে কেটিয়া, মট্‌কা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ গোধূমের ন্যায়। উহা আবার কুসুমফুল, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও সূতার পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্ডসুতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৲ হইতে ১॥০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর খায় ঘি,
তার কড়ির ব্যয় কি?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সূতা আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী গুটি হইতে সূতা তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হইতে সূতা তুলে। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে সূতা উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি বা তাহার অধিক গুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।

তস্কর (পুং) তদ্ করোতি কৃ-অচ্ সুট্ দলোপশ্চ। ১ চৌর, চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িং শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। ৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য।

"কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্তে স্মর তস্কর॥" (ভর্তৃহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তস্করতা (স্ত্রী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। চৌর্য্য, চোরের ব্যবসা।

তস্করস্নায়ু (পুং) তস্করস্য স্নায়ুরিব নাড়িকা যস্যাঃ বহুব্রী। কাকনাসালতা। (রাজনি°)

তস্করী (স্ত্রী) তস্কর তদ্-কৃ চৌরান্তর্থে ট, টিত্বাৎ ঙীপ্। কোপনা নারী। (শব্দার্থকল্পত°)

তস্তুব (ক্লী) চৈত্র বিষঘ্ন ঔষধ।

তস্থিবন্ (ত্রি) স্থা-কসু। স্থিত।

"স পাটলায়াং গবিতস্থিবাংসং।" (রঘু)

তস্থু (ত্রি) স্থা-কু দ্বিত্বঞ্চ। স্থাবর।

"দেহঞ্চ সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।" (ভাগ° ৭।৭।২৩)

তস্থুস্ (পুং) স্থা-কুসি দ্বিত্বঞ্চ। মানব। (নিঘণ্টু)

তস্য (পুং) তদ্ ৬ একব° সর্ব্ব°। তাহার।

তস্মিন্ (পুং) তদ্ ৭ একব° সর্ব্ব°। তাহাতে।

তহমম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্যস্তধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহবিলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল শুনিতেও তদ্রূপ।

কজেরুন ও বুশহরের মধ্যবর্ত্তী আরববংশীয়া স্ত্রীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহারা এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহসীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটী তহসীল বলা যায়। একজন তহসীলদার তহসীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহসীলদারই তহসীলের কর্ত্তা।

তহসীলদারের প্রধান কার্য্য তহসীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহসীলদারের কার্য্যালয়কে সময় সময় তহসীল বলা হইয়া থাকে।

সব্-কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারার্পিত কর্ম্মচারীকে তহসীলদার কহে।

গবর্মেণ্টের ন্যায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহসীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহসীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্য তহসীলদার ও আরব্য তহসীল কথা হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেণ্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহসীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যালয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহসীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহসীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেসন, অণ্ডের উপর বসিয়া উষ্ণতা করণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থান ভেদে তালুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক প্রাচীন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার কেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্য তিনি 'লাওচি' অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব্ব প্রধান। তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিকিউরসের মতের অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ব্বাকের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবমূলভ দুরন্ত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দম ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখন কুচিন্তা অথবা শোকরূপ মূষিককে মনে স্থান দান করিবে না।

লাওচি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এই জন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাট্ও তাওচিদিগের আপাতমনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয় চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাওচি ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাওচি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদি নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাঁইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মসূত্র। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গহ্বর।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিসূচক আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্তুবায় দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহু সংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০।৪০০ গজ বিস্তৃত প্রস্তরের একটী সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। [বক্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলায় ভটিয়া গোপালপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এই জন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাষ্ঠফলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, স্থিরদৃষ্টি।

"পক্ষ পসারিতে পাক, লুহিশ্চন্দ্র করে তাক,"

(শ্রীধর্ম্ম° ৪।৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকন (দেশজ) অবলোকন, দর্শন।

তাকরিলিপি, বানিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত করে; এই জন্যই তাহাদিগের নামানুসারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকে ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। যুসুফজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬টী স্বতন্ত্র স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানে তাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত কথন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

তাকারি, একটী গণ্ডগ্রাম। সাতারা তাসগাঁও পথের দক্ষিণে, পেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটা অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ½ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতীয় ভূমি প্রায় ২০ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট্ গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী আয়তাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকে জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুকুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১´×১৩´। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫×১০ ফিট্। আয়তাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট্ উচ্চ কএকটী স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুর্ভুজাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী সূচ্যাকার গাথনি ও চূড়ায় একটী কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেলগামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্ত্তী চন্দরের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তির পাল্কী-যাত্রা হয়।

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

তাকিদ্ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্দ্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

তাকিদে (আরবী) অতি শীঘ্র, সত্বরে।

তাকে তাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়া সম্বন্ধীয়।

তাক্ষণ্য (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-ষ্ণ তক্ষোঽপত্যং। তক্ষের পুত্র।

তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোঽভিজনোঽস্য তক্ষশিল-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তক্ষশিলাজাত বা তক্ষশিলা হইতে আগত।

তাক্ষ্ণ (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। তক্ষের অপত্য।

তাগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির দৃষ্টি।

তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃত-হস্তবন্ধনসূত্র।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতসূত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহাদেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশে ক্ষতস্থানের ঊর্দ্ধভাগে দৃঢ় বন্ধ-রজ্জু।

"শুনলো শুনলো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ।" (কবিক°)

৩ ঊর্দ্ধবাহুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

তাগাড় (দেশজ) ১ চূণ সুরকী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ যে গর্ত্তে চূণ সুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্ম্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

তাগাড়ী (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতিযোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

তাগাদা (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন। ২ উত্তেজনা।

তাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্থে-বিহিতঃ ঠঞ্। তচ্ছীলার্থ বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছীল্য (ক্লী) তৎ শীলং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিয়তত্তৎ-স্বভাব, তচ্ছীলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরস্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার তাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী এক জাতি। সামতের পুত্র মগাল খাছর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (ক্লী) জ্যোতিষের গ্রন্থ বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

"ন স্যাচ্ছুভং কচন তাজকশাস্ত্রগীতং" (নীল° তা°)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও বদক্সানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানিস্থানে বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। উজবক, হাজারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রহুই এবং বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্যই প্রচলিত। আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত ভাষা পারস্য তাহারা তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই পরিচিত। পারস্যদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটী বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্ব্বত্রই তাজক বলিলে সহরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষককে বুঝায়। বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানস্থানে দেহান্ এবং বেলুচিস্থানে দেহবার নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্ত্তী ইরাণীয়দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস, মৎস্য ও পক্ষী ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্ব্বেই বদক্সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ পর্ব্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। বদক্সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নহে। ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির ন্যায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস করিতেছে। ইহারা পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হিজরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতিশয় ভীরু, অর্থ-গৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎপত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উষ্ণীষ। কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত নহে। ইহাদের যত্নেই মধ্যএসিয়াস্থ বোখারা, সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে। মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্ভূত। বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ত্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভম্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত সর্ত্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্ত্তদিগের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ইমানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্ব্বোধ—সাধারণ লোকে এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজকদিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। গানকালে ইহারা মৃদু রাগিণী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরব্য অথবা পারস্য হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ব্বত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীরত্ব গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাট্‌কা, রসাল।

তাজৎ (ত্রি) তনুজ সঙ্কোচে অদিবৃদ্ধির্নলোপৌ। শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

তাজভঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা পূর্ব্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটী মহকুমা লইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮´১৫″ ও ২৬° ২´উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ৩´৬″৮৬° ৪´পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিঙ্গসরাই রাস্তায় ২৫° ৫১´৩০″ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪০´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে একটী স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪½ হইতে ৭½ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখস্তা জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর প্রায় ৬৯৯৪২ টাকা।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট্ উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণার সকল নদীর জল তীর ছাড়াইয়া উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়া ফেলে। ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। পূর্ব্বে এস্থানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটী ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। জ্বর অধিক কালস্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটী প্রধান সৈন্যাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্ব্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। কন্দলগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটী যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটী জজ-আদালত ছিল; ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১০০ গজ পূর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে যে একটী প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজরাণীর সম্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মাক্ষুদের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। সুলতান রমণী-সৌন্দর্য্যের অতিশয় সমাদর করিতেন। একদা

রুম্বাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্য মালিক সন্দলের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং রুম্বাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রুম্বাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। রুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার বধদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করা হইয়াছে, ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান কহিলেন যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী নির্ম্মিত হইল। কূপটী ৫২ ফিট্ গভীর।

তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রৌজা বা তাজ্-কা রোজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এটীও একটী।

সম্রাট্ শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুমতাজ্-ই-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। মুমতাজের প্রকৃত নাম অর্জমন্দ-বানু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান্ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতেছে। তিনি সম্রাট্‌কে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্যাধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার এ কথাটীও যেন পূর্ণ হয়।' বেগমের কথা মিথ্যা হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

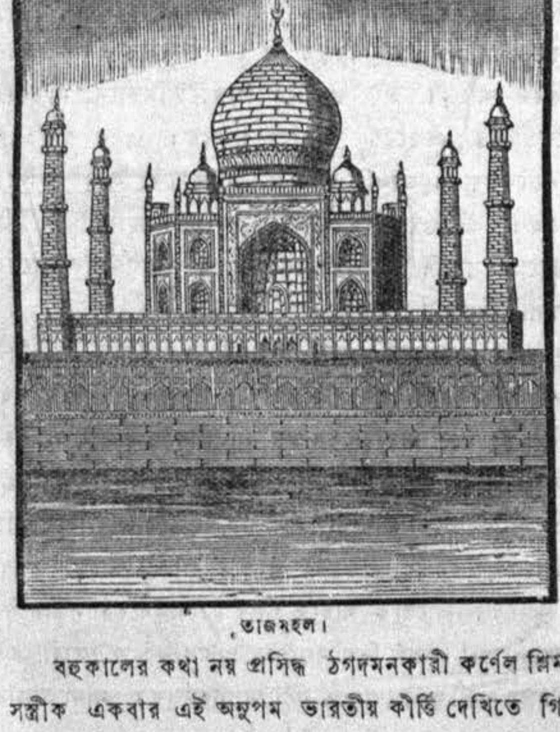
প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এই রূপ, তাঁহারা সকলেই এই মহা কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও ৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকার্য্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট্ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট্ উচ্চ এক একটী অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট্ চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট্ বিস্তৃত ও ৮০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রধান গুম্বজ আছে। এই গুম্বজের ভিতরেই খিলানের মাতলায় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুম্বজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুমতাজ-মহলের সমাধি এবং তাঁহারই পার্শ্বে সম্রাট্ শাহজহানের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুম্বজাকৃতি ২৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি দেওয়া আছে, তন্মধ্য দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। আকবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটীর কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান্ মণি প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক

থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্কর কার্য্যে অকীক চুণী বা লালী, সবুজা প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুত ফুলের কাজ ও মালা রচনা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার প্রত্যেক পাকড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।



তাজমহল।

বহুকালের কথা নয় প্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল শ্লিমান সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন আপনার প্রণয়িনীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে? শ্লিম্যান-ভার্য্যা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটী আমার উপর প্রস্তত হয়। বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে!

তাজের দুই পাশে দুইটী ত্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ আছে। ডান ধারের মস্‌জিদ্‌কে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী-গোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় পিত্তলের গোলা, অর্দ্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্‌জিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজ্যস্থ বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্‌তাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে। এই-রূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিময় স্বর্গীয় উদ্যানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নূতন, টাট্‌কা, সজীব, অশুষ্ক।

তাজিক (ক্লী) জ্যোতিগ্রন্থ বিশেষ, যবনাচার্য্যকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনু-বাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি চারি চারি রাশির যথা-ক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ু-স্বভাব; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির কফস্বভাব।

মেষ হইতে চারি চারি রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্যবর্ণ; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি শূদ্রবর্ণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন

ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই রূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এই জন্য প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়।

জন্ম সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষ প্রবেশে গ্রহস্ফুটানয়ন, চন্দ্রস্ফুটানয়ন, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত দণ্ডানয়ন। লগ্নখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্রেক্কানচক্র, উচ্চ নীচ কথন, লগ্নখণ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ দৃষ্টি-প্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দ্দশানয়ন, বর্ষরিষ্ট, বিচাররিষ্টভঙ্গ, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিম্নে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হদ্দাবিবরণ, মুন্থানয়ন, ইক্কবালযোগ, ইত্থিহাযোগ, ইথশালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যময়াযোগ, মনূর্ত্তযোগ, কম্বূলযোগ, গৈরিকবুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, দুকালিকুত্যযোগ, দুরোথ্য দবীথযোগ, তম্বীথযোগ, কুথ্যযোগ, ও দুরথযোগ, এই ১৬টী ষোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুন্থাভাবফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হুসেন ও হাসনের কবরের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্যদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অন্যান্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাজিয়া নির্ম্মাণ করেনা।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অসুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতি বিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাড্যতে তাড় পৃষো° ডস্ত টঃ তথাভূতোঽঙ্কং চিহ্নং যস্য বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ ঔদাসীন্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি° তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার। ২ গুণন। কর্ম্মণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। ৫ পর্ব্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কার বিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-কন্। তাড়নকারী, প্রহারকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসী-ভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রমশালী যক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করেন। সুকেতু ব্রহ্মার এইবরে কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, এই কন্যা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জম্ভনন্দন সুন্দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসত্ব প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী তাহার তপোবন নষ্ট করিয়া প্রাণীশূন্য অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য

তাড়কাজঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্ঞীয় বহ্নির ধূম আকাশে উদ্গত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই রূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। (রামা° ১।২৫-২৬ স°)।

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমস্য বহুব্রী। বৃহদেলা, এলাচ। (রত্নমা°)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। "মহানৃষিশ্চ কপিল স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।" (ভারত আনু ৪ অ°)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্। তাড়কার পুত্র, মারীচ। "মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত॥"

(হরিব° ৩ অ°)

তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ? কশাঘাত বা বেত্রাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হন্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম্ম করে।

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বা তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে অঙ্ক-ঘঞ্ লস্য ড়ত্বং শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরণবিশেষ, কাণতড়্কা। পর্য্যায়—কর্ণদর্পণ, তাটঙ্ক, কর্ণিকা, তালপত্র, তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

"তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতাং" (মনসাধ্যান)

২ হস্তাভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, ভর্ৎসন।

"লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)।

২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ।

"মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদাহৃতং॥" (শারদাতি°)

মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনদ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বায়ুবীজদ্বারা (যংবীজ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। ৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড।

তাড়না (স্ত্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভর্ৎসনা। ৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। পর্য্যায়—চর্ম্মযষ্টি, কশা, ভীমা, চর্ম্মলালিকা। (শব্দমালা)

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীয়র্। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব লস্য ড়। কর্ণভূষণবিশেষ। [তাড়ঙ্ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন একটী সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটী স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে রাম ও চিন্তরায়ের নামে উৎসর্গীকৃত দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বিচিত্রভাস্কর কার্য্য সুশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্। তাড়নকারী, আঘাতকারী, শাসনকারী।

তাড়স (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টি-গুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ তস্‌লা।

তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগভব জল, তড়াগের জল। ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। হেমন্তকালে তড়াগ জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃত করণ, দূরকরণ।

তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়তি পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্-ইন্। বৃক্ষবিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইক্ষু, খর্জ্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণব-তন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা—

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরম্।
অহিফেনং খর্জ্জুরসন্তারিকা তরিতা তথা॥"

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জম্বূরস, খর্জ্জুররস, নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক দ্রব্য প্রস্তুতের বিধান আছে।

"ইক্ষুরসং সমাদায় পর্য্যুষিতং সুসংস্কৃতম্।
বাদরং জাম্ববঞ্চৈব রসং খার্জ্জুরমেব চ॥
নারিকেলোদ্ভবস্তত্র দ্রাক্ষারসমনুত্তমম্।" [মদ্য দেখ।]

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জুরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা॥
মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্ব্বদা পাপহারিণী॥"

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈরেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে বা তাপে ফেনা উঠিয়া তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং ঐরূপ রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মদ্য বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের উর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাঁচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাণ্ড বাঁধিয়া দেয়। সচরাচর প্রতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্ববৎ ভাল করিয়া চাঁচিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাঁচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাঞ্জি অথবা ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেণ্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্ম্মূল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্ত-বীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

* Bombay Gazetteer, Vol II, p. 39.

ভারত ও সিংহলের রুটীওয়ালারা প্রায় সর্ব্বত্রই পাউরুটী করিবার জন্য এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে সির্কাও প্রস্তুত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে—

"তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃৎ বাতদোষহৃৎ॥"

তালের টাট্‌কা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অম্লরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেশীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের উর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও প্রাক্কালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈরেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মান্দ্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাঁচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটী গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাট্‌কা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁয়াইয়া লইলে মৈরেয় সুরা (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—যেমন তালগাছের মোচ চাঁচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া চাঁচিয়া সেই রূপ রস বাহির হয়। আর্য্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্য, অপর রসের জন্য। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্য প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১৲ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এই জন্য যাহাদের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা টাট্‌কা রস লইয়া শীঘ্র জাল

দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম।—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব্ব হইতেই যেখান হইতে রস হইবে, তথা হইতে এক প্রকার চুঁই চুঁই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই-রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্বর সুরা প্রস্তত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণিচ্-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দূরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ ভাবার্থে অণ্। বিদ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি রহিয়াছে, জলভরনিমগ্ন এই বাড়বাগ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হয় এবং ঐ ধূমরাশি আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যুমণি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকাল বর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে।*

☞ য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন ও ইংরাজ কাবেণ্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার সাধন ও তাড়িত বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ও কাবেণ্ডিসের পর আঁপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেনবিল (সর উইলিয়ম টমসন) ও ক্লার্ক মক্ষবেল ও হার্ট-জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে আঁপেয়ার ফরাসী, হার্টজ জর্ম্মন্ এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমা-ন্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

* "সুজল-জলধিমধ্যে বাড়বোঽগ্নিঃ স্থিতোঽস্মাৎ
সলিলভরনিমগ্নাদুত্থিতা ধূমপালাঃ।
বিয়তি পবননীতাঃ সর্ব্বতস্তা ভ্রবন্তি
দ্যুমণিকিরণদীপ্তা বিদ্যুতস্তৎ স্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

'অকস্মাদ্বৈদ্যুতং তেজঃ পার্থিবাংশকমিশ্রিতম্।
বাত্যাবদ্ভ্রমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ॥
বায়োস্তৎ পততি প্রায়ো হ্যকালপ্রাজ্যবর্ষণে।
যতঃ প্রাবৃষি নৈবেতে পাংসব প্রসরন্তি হি॥
তৎ ত্রেধা পার্থিবং চাপ্যং তৈজসং তড়িদুত্থিতম্।
ততো নির্ঝরদাহৈশ্চ ভূমিষ্ঠে রস্বভূয়তে॥' (সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা)

ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্ম্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা সে বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

তাড়িত কাহাকে বলে?—তাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যক। একটা কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক্ এই রূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর ঐরূপ ঘর্ষণের ফলে কোন রূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্ব্বে কাগজও দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে, অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবির্ভূত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট কাচদণ্ড ও লাক্ষাদণ্ডকে তাড়িতধর্ম্মান্বিত বলা যায়। এই নূতন আবির্ভূত ধর্ম্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম।

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্‌তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতু দ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিসম্পন্ন দ্রব্য পরস্পর ছুঁইয়া দিলে উভয়ই তাড়িতধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সেই তাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্ভিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।—তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্‌রা সোলা এক গাছা সূতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িত-নিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই সোলার টুক্‌রা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিতলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্তল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সূক্ষ্ম লঘু সোণার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তড়িন্নিরূপণ বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অন্য কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অন্য প্রান্তস্থ পাত দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

তাড়িত দ্বিবিধ।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্লানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুই খানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। সূতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুক্‌রা গালা পশমে ঘষিয়া সূতায়

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের তাড়িত ও গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। কাচের তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধনরাশির সহিত ঋণ রাশির যে সম্বন্ধ, পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের যে সম্বন্ধ, পূর্ব্ব মুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ। দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না, গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না; সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল সম্যক্ পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা পাওনা থাকিলেও ঠিক্ সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত খানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে কমিলেও ঠিক্ সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নাই। এই টুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধন-তাড়িত ক হইতে খয়ে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত খ হইতে কয়ে গেল, উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই রকম তাড়িতের মধ্যে এককে ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন দ্রব্যকে শুষ্ক রেশমী সূতা দিয়া শুষ্ক বায়ু মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু সূতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শুষ্ক সূতা ও বায়ু অপরি-পালক এবং আর্দ্র সূতা, আর্দ্র বায়ু এবং মনুষ্যের শরীর ও ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ গালা প্রভৃতি অপরি-চালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই খানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শুষ্ক রেশমী সূতা দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জন্মে; তখন তাহার গা বাহিয়া তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম, পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ উত্তম পরিচালক। মনুষ্যের শরীর পরিচালক। কোন দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শ মাত্র সেই তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্‌কা দ্রব্যের নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি তাড়িতের অন্যরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাঁচার ভিতর হাল্‌কা দ্রব্য বা তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও সেই সকল হাল্‌কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাদে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙ্‌তায় মুড়িয়া যন্ত্রযোগে তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদ্বীক্ষণাদি লইয়া সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির

হইতে সুদীর্ঘ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র তাড়িত সেই বাক্সের বা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথন সেই দ্রব্যটী বাহির করিয়া তড়িদ্বীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র তাড়িত বর্ত্তমান নাই।

একটা খাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তাড়িতক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই তাড়িত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাড়িত থাকে না। আবার পিঠেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা ঠিক্ বর্ত্তুলাকৃতি ভাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে তাড়িত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উচু বা কুব্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও ন্যুব্জ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অন্যত্র বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঠিক্ সেই ধর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে তাড়িত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। দুইখণ্ড তাড়িতযুক্ত পদার্থ বাহুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় ঠেল দেখা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাক্সে পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাঁকাইতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য ঐরূপে টানিতে, ভাঙ্গিতে বা বাঁকাইতে পারা যায় না। কাচকে দুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়। খানিকটা কাদা লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। তাড়িতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে. কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, তবু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্ব্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের কোন ইতর বিশেষ থাকে না; সর্ব্বত্র সমান চাপ্ হওয়ায় টানও পড়েনা, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উদ্গতি (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের যৎসামান্য ইতরবিশেষ ঘটিলেই তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান হইবে; একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উদ্ধৃতি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের স্বভাব এই। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে, আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উদ্ধৃতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না যায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা মাত্রই দাঁড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়া যায়, উভয়ত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটী পিতলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া সূতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্ত্তমান। নিকটে উদ্ধৃতি অধিক, যত দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতযুক্ত একটী ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্ জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাসাপাসি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে তাড়িত পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনশ্বরতা।—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু উহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রব্যের পিঠ হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ত্তুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতযুক্ত বস্তু আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঠিক্ পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্ব্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এ স্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে; উহাদের ধ্বংস বা নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা পিতলের কোন জিনিষ সুতা দিয়া ধর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উদ্ধৃতি বেশী, দূরে উদ্ধৃতি কম; কাজেই এই ধাতু দ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উদ্ধৃতি অধিক, ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উদ্ধৃতি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃত কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্ব্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম্মে এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উদ্ধৃতি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উদ্ধৃতি অসমান হইলেই খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উদ্ধৃতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উদ্ধৃতি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উদ্ধৃতি অসমান থাকিতে পায় না, এবং সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক্ ততখানি ঋণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক জায়গা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্যত্র কোন না কোন স্থলে ঠিক্ ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগফল শূন্যই থাকে। মাইকেল ফারাদে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে তফাত করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক্সটার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দ্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাঁটায় ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্ত্তমান থাকে। তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের ভাঁটাটী সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িদ্বীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাঁটাটী যদি বাহির করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বাক্সের গাত্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর ভাঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশ মাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে ভাঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক্ ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ সর্ব্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িত-যুক্ত একটা ভাঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই খানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্ত্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও যৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই সূত্রলম্বিত ভাঁটাটীর পৃষ্ঠদেশ-বর্ত্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক্ ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণতাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক্ ততখানি ঋণের অন্ত কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌ভূত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনি উদ্ধৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ঋণও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উদ্ধৃতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অবাধে চলিয়া সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান করিয়া লয়। সর্ব্বত্রই উদ্ধৃতি সমান করিবার কালে ধন-তাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ দুইটা ধাতু দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অবশ্য উহার উদ্ধৃতি পড়ে; তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উদ্ধৃতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উদ্ধৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুকু দিলে উদ্ধৃতি ততটা পড়ে না। একখানা থালায় ও একটা চোঙায় সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও বাষ্প চোঙায় যত হয়, থালায় ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্ধৃতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। দুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটায় উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধনতাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়।

অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উদ্ধৃতির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত-যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উদ্ধৃতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে হ্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধৃতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিম্নমুখে যায়, তাপ যেমন গরম জায়গা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাড়িতও তেমনি যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি কম সেই খানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি যত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেই জন্য এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধৃতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে সমান্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালার যতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি হইত, নিকটে ঋণ থাকায় উহার উদ্ধৃতি ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উদ্ধৃতি ততই কম হইবে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্ধৃতি বড় উচ্চে উঠে না। তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাংতা যুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দ্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে যতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্যত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অন্যত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন দ্রব্যের পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের সম্মুখে খানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথাটা এই যে সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্য্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ধন তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্ত্তী ঋণ তাড়িত বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একটা তামার বা পিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়ই সেই ধাতু দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়িতের সম্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্ম্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, উদ্ধৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উদ্ধৃতি অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উদ্ধৃতি কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উদ্ধৃতি-বৈষম্যের ফলে ধন নিয়ত ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে দুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আট্‌কাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্ধৃতির বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক্ রাখিতে পারে না। ইস্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়; সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে। সম্মিলনের পর আর উদ্ধৃতির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিলে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় দ্রব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া বা ফাটিয়া যায়। মধ্যে বারুদের মত দাহ্য পদার্থ থাকিলে উহা

জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার সুন্দররূপে দেখান যায়। আলোক শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অম্লজান, অঙ্গনক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পূরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইস্লারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্দ্রসূতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে স্ফুলিঙ্গ দিতে থাকে। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্বৃতিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু বাহিত মেঘ প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাঁধিয়া বৃহত্তর জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উদ্বৃতি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্ত্তী মেঘে পূর্ব্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। উদ্বৃতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জনাদি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উচু, কুব্জ, সূচ্যগ্র স্থান বর্ত্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উদ্বৃতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন সূচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে ঠেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতযন্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুদণ্ড পুতিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত স্ফুলিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার জালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তাড়িত-যন্ত্র।—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা গলাইয়া ঢাল। আর একখানা রেকাব কাচ বা অন্য অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম থালার গালার পিঠে ফ্লানেল বা বিড়ালের চামড়া বার দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের সম্মুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধনতাড়িত সংক্রমিত ও আবির্ভূত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুস্তরও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তড়িদ্বহযন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্য দ্রব্যের গায়ে তাড়িত জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামস্‌দেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তাড়িতশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তড়িদ্বহযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তাড়িতের আধার স্বরূপ বর্ত্তমান। আরম্ভে ক'য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'য়ের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমুদয় ধনটা ক'য়ে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যবর্ত্তী গ'কে একবার ক'য়ের দিকে ও একবার গ'য়ের দিকে লইয়া গেলে এবং মাঝে মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট লম্বা স্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ্ (Holtz), বস্ (Voss) বিম্‌হর‍্স্ৎ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্ম্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তাড়িতপ্রবাহ।—একটা তাড়িতযন্ত্রের তাড়িতাধারে খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তামার তার দিয়া ঐ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমগ্র তাড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাড়িতাধারের উদ্ধৃতি ভূমির উদ্ধৃতির সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তাড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম হয়। প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তাড়িত আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তাড়িতের প্রবাহ তার মধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। ঋণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধনতাড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ তাড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এ স্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে এক পিঠ তাড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উদ্ধৃতি সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উদ্ধৃতি অসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়িতের স্রোত এক অংশ হইতে অন্যত্র চলিতে থাকিবে। উদ্ধৃতি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে।

তাড়িত-যন্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অন্য উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণতাড়িত খ হইতে ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটী।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শল্কহীন মাছের গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অন্যে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কর্ত্তা। খানিকটা জলে একটু নুন বা কয়েক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিমগ্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈয়ার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্য একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্লাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুখণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজনক বায়ু উদ্ভূত হইয়া তামা বা তদ্বিধ অন্য যে ধাতু কোষে থাকে, তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এই জন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্লাটিনম্ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাণ্ড করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবক্ষারদ্রাবকে) আর্দ্র করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত দ্রাবক অজনক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের জন্য বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, গ্রোবের কোষে প্লাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎ-পাদনের জন্য উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইবার জন্য নাইট্রিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতক-গুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা প্রতিবন্ধ ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধও বাড়িবে।

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উদ্গতি খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উদ্গতি উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উর্দ্ধ হইতে বেগে পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে জোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তি ও এস্থলে প্রবাহ তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উদ্গতি খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্য ইতর বিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তামা ও লোহার বদলে অন্য দুই ধাতু, বিশেষতঃ এণ্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যেখানে এত কম যে সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। চাঁদের

আলোর ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্য্যে অত্যুচ্চ উদ্ধৃতিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রজ কোষজ বা তাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য ইহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গাদি ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। ইহার উদ্ধৃতি যন্ত্রজ তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটিনম্, লোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থূল, তাহার প্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্য।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথি মধ্যে দুই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে তিনটী প্রধান এবং তিনটীই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তায় যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটিনম্ ধাতুর পরিচালকতা কম; সরু প্লাটিনম্ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত্তুলের ভিতর প্লাটিনম্ বা কয়লার সূক্ষ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত্তুলটীকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে দুই একটা কোষে চলে না। বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া দুই টুক্‌রা কয়লা দিতে হয়। দুই মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুক্‌রা ও মধ্যগত বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্ ধপে আলো দেয়।

আজি কালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যককোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার দুইটীর মুখ জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অম্লজনক আর যেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অম্লজন উদ্গত হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থেও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্যভাগ উপধাতুময় (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অন্য রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্‌ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্ (পত্রক), সোডিয়ম (সর্জ্জিক) কালসিয়ম্ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসাঁ সাহেব ফ্লুরিন্ (দীপক) নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক পদার্থ মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ আজ কাল গিল্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়াকে গিল্টি করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গায়ে গিল্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে আট্‌কাইয়া সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে ধাতুময় সূক্ষ্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থূল আস্তরণ জমাইয়া উহার ছাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্ব ভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাঁটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে চায়; আর তাড়িতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝামাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্ত্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্ত্তী মুখ ডাহিনে পূর্ব্বমুখে যায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত উল্টায়।

চুম্বক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি। কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরালেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কৌশল প্রচলিত আছে। আজ কাল এদেশে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বক-লগ্ন একটা হাতুড়ী টক্ টক্ করিয়া নানাবিধ শব্দ করে, অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বস্তুতঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বেগ নাই। আজ কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী, যে তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার কোষে লগ্ন করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌঁছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুরূপে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাস্‌গোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্‌সনের প্রতিভা সকল বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিয়া তাহার নাম জগ-দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেণ্ডে তার দিয়া কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তৎ-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা বাক্সে ঝুলাইয়া বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের প্রবাহ-মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvanometer.)

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িতপ্রবাহ স্বয়ংই সর্ব্বাংশে চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বস্থ প্রদেশে যে যে ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্শ্বস্থ প্রদেশেও ঠিক সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা আংটী তৈয়ার

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিকই চুম্বকে পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্শ্বে লোহা রাখিলে উহা চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ তাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়, চুম্বক-শলাকা নির্দ্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুম্বক দিয়া ঘষিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। কাঁচা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্য তাড়িতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া সুন্দর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Sobnoid বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে তাড়িত বহিলে উহা সর্ব্বাংশে চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুম্বকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে। অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত ইস্পাতের থালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক্ বা পাশ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুইটাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত আঁপেয়ার প্রথমে উচ্চ গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি ফারাদে ও মক্সবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

তাড়িত এঞ্জিন।—চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক প্রদেশ বলিব। ঐ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দ্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্ব্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। তাড়িতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রদেশ। সেখানেও চুম্বক বা অন্য তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও তাড়িতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল তাড়িতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক প্রদেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রদেশে তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবামাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত এঞ্জিনেও তৎসমুদয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলন সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাড়িত এঞ্জিন বাষ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ।—চুম্বকের সহিত তাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অনুমান সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহ মাত্রেরই (তাহাতে চুম্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাড়িতের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত্ত স্বরূপ।* ভাঁটা যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষরেখার উপর আবর্ত্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত-আবর্ত্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

শুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদেশেও এই আবর্ত্তসকল বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী সমগ্র শূন্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে এই অদৃশ্য সর্ব্বদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্তগুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অক্ষরেখাগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। সে আপনা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতেছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না; বলপূর্ব্বক উহার উলটা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একটা নূতন প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়া দিল। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবিষ্কর্ত্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-প্রবাহ একবারে অস্তিত্বহীন হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক্ ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের নিকটে আনিলেও ঠিক্ সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; নবাবির্ভূত প্রবাহ এমন দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা দেয়। এই হিসাবটী স্মরণ রাখিলে কোন্ মুখে প্রবাহ জন্মিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আরোহী যেমন পশ্চাতে ঝোঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখে ঝোঁকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তাড়িত-প্রবাহ কোন তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; সহসা প্রবাহমান স্রোতকে থামাইতে গেলে উহা থামিতে চাহে না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত-প্রবাহের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাব সর্ব্বত্র সমান না হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরিচালককে লইয়া যাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়াইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে থাকিলে খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে উগ্রতা ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা তাড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রুমকর্ফের কুণ্ডলী (Roomkorff's coil) নামক যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাড়িত-প্রবাহের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরিচালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। দু ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে সিকি ইঞ্চি স্ফুলিঙ্গ মিলে না। বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সমুদাই এই যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে দেখান যাইতে পারে। গাইস্‌লরের নলের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্‌স্ সাহেব কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া কুণ্ডলীদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা দেখাইয়াছেন। ক্রুক্‌সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। গোটা কতক অণু এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহন করিয়া ইতস্ততঃ ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। ক্রুক্‌স্ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর।

রুমকর্ফের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা একটানা অবিচ্ছেদ স্রোতে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা ত্রশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধৃতি খুব উচ্চে উঠান যায়, তাহা হইলে ক্রুকস্ নলকে আর যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত-প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহার শরীর ভেদ করিয়া যায়, সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্ফের যন্ত্রের বা সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে না; কিন্তু এই অত্যুগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকণ্ডে শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর যুবক নিচ্‌না তেস্‌লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো।—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরাইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতস্রোত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে অধিক। উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্, গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজ কাল বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইস্পাতের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুম্বক তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়; চুম্বকের প্রভাবও ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য, ট্রেণ চালাইবার জন্য ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাড়িত-প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়, উহাকে ডাইনামো না বলিয়া মাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাগ্নেটো মাত্র। একটা ইস্পাতের চুম্বকের কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে তাহাই রোগীর শরীরে চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা স্রোত জন্মে। খানিকটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার গাত্র ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকণ্ডে হাজার বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলা প্রবেশ লাভেই একরকম অসমর্থ হয়। কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় বা উত্তাপে পরিণত হয়।

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন।—ডাক্তারী ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্ফের যন্ত্রে বা তেসলার যন্ত্রে তাড়িতের একটানা স্রোত বহে না। স্রোতটা একবার এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের ধারণা ছিল, তাড়িতের এক একটা স্ফুলিঙ্গ এক একটা ধাক্কা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধনতাড়িত একমুখে ও ঋণতাড়িত অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্ফুলিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন জারে বা তাড়িত যন্ত্রে ক হইতে খ মুখে, এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে খানিকটা ধন তাড়িত সহসা বায়ু ভেদ করিয়া গেল; ফলে স্ফুলিঙ্গ জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এদিক্ হইতে ওদিক্, আবার ওদিক্ হইতে এদিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্য বার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা স্ফুলিঙ্গ। একটা স্ফুলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্পণের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিস্ফারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটা কাটা বোধ হয়। স্ফুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বধর্ম। এই স্বধর্ম্মের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালকে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে স্ফুলিঙ্গের অন্তর্দ্ধান হয় ও সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। আবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতস্রোত উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক প্রদেশ। চতুর্দ্দিক্ একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। অনুমান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে ঐ চুম্বকত্ব বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে শূন্যস্থানও পদার্থ বিশেষে একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে; বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যব্যাপী পদার্থ বিশেষ। এই ঈথর বা আকাশ সূক্ষ্ম অদৃশ্য ও অনুভবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি-স্থাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোষ্ট্রখণ্ড হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে কাঠিন্যবিষয়ে ইস্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ জড় পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃকম্পন ও আন্দোলন-জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশেই এই চৌম্বক ধর্ম্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। চৌম্বক প্রদেশে এই স্পন্দনের দিক্‌কে ঘুরাইয়া দিতে পারে। চৌম্বক ধর্ম্ম যে আকাশেরই ধর্ম্ম ইহা হইতে ও অন্যান্য কারণেও অনুমিত হয়।

চৌম্বক ধর্ম্ম যদি আকাশেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। জড় পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ম্মি বা চৌম্বকোর্ম্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্ত্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বেই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলনা আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনস্বী ক্লার্ক মক্সবেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্সবেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে যে চতুঃপার্শ্বে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্সবেল তাহা অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল উর্ম্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্মণ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্ম্মির অস্তিত্ব সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তদবধি

তাড়িতোর্ম্মি এক রকম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউগুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকণ্ডে কত গুলা করিয়া ঢেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোর্ম্মিও ঠিক আলোকোর্ম্মির মত একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্ম্মি সর্ব্বাংশেই আলোকোর্ম্মিরই অনুরূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্ষবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রধান।

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে সমধর্ম্মা। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্ত্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক্ সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তাড়িতোর্ম্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। তাড়িতের উর্ম্মিগুলির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অদ্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উভয় উর্ম্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ম্মির মধ্যেও আবার ছোট বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউ গুলা খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র ঘনান্দোলিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তাড়িতোর্ম্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাত বা কাঠের সহিত কাদা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। উদ্ভূতির বৈষম্যে আকাশে টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশমাত্র একটা পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। সেই জন্য ধাতুময় পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্য টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচালকের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দ্দিকে আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্ত্তৃক দশধা বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাক্কা সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক্কা পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া গড়াইয়া যায়। ধাক্কা উহার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলিও হয়ত নির্দ্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে লাগে। শুধু লোহা কেন অন্যান্য জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্ত্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণনারম্ভ হয়। ফারাদে দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম্ম পাইতে পারে। তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্য এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট ঢেউগুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা প্রতিফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই ত্বগিন্দ্রিয়, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা ধরা পড়ে, উহা-

রই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। ধাতুপদার্থ মাত্রই এই জন্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রন্তগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৬) আরম্ভে অষ্ট্রিয়-অধ্যাপক রন্তগেন (Routgen) একটা নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুক্‌স্ নলের কথা বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। রন্তগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক্‌স্ নলের ভিতর হইতে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগজ প্রভৃতি অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর মধ্যে আলুমিনিয়মকে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। নলের বাহিরে অদৃশ্য রশ্মিগুলি সরল রেখাক্রমে চলে। বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করে। রাস্তায় যদি সীসা বা কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, যাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের ছায়া পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই রশ্মির পথে মানুষ দাঁড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকজনন দ্বারা সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা সহজে ধরা পড়ে।

ক্রুক্‌স্ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ রন্তগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাড়িত রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী ছিল। সম্প্রতি মনুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রন্তগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্ত্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থলভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই বিজ্ঞান বলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ত্তাবহরূপে সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যদেশেই সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি বিগ্রহ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সভ্য সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহার স্থূল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যদ্ভুত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্ ওয়াট্‌সন্ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌স্ ম্যাগাজিন (Scots' Magazine) নামক পত্রিকায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে ২৪টী অক্ষরের জন্য ২৪টী তারের প্রত্যেকে এক একটী পিথ-বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত হয়। ঐ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউসর (Reusser) পিথ-বলের পরিবর্ত্তে সোণার দুইটী পাত ও উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণ-জনিত তাড়িত (Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাকে অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে বল্‌তা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current electricity) আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং সুবিধামতে তারের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার শক্তিরও তাদৃশ অপচয় হয় না।

কিরূপে প্রবাহতাড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমারিং সাহেব (Sommering) ৩৫টী পৃথক্ পৃথক্ তার দ্বারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আঁপেয়ার (Ampère) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্ত্তে ২৫টী কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারণ স্কিলিং (Baron Schilling) রুষরাজ্যে কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের সূচীর পরিদোলন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গশ (Gauss) সাহেব দুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট্ দূরে একটী ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্ত্তমান দর্পণতাড়িতমান-যন্ত্রের (Mirror galvanometer) মত।

উঁহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন-হিল (Stein heil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তাড়িতবার্ত্তার বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অপর একটী তার না রাখিয়া একটী তারেরই দুই মুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এই সময় দুইটী কোম্পাসের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটী মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রনে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটী কাঁটা একটী ধন ও অপরটী ঋণ-তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটাদ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্য কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটাদ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ত্তা সম্পন্ন হইত।

একটী লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক সূত্রাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হয়। এই রূপ তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূল সূত্র। হুইট্‌ষ্টোন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া টেলিগ্রাফ করিবার পূর্ব্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা-রূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমেরিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন ও কুক সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেটওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কথা হয়। একটী কাঁটার যন্ত্রে একটী তার ও দুইটী কাঁটার যন্ত্রে দুইটী তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হুইট্‌ষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তাড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তাড়িত টেলিগ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের জন্য এখন নানা দেশে নানা প্রকার তাড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডানিয়েল সাহেবের তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্ম্মিত ও দস্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্য তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্যে ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িতবার্ত্তাবহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবিষ্কর্ত্তাগণের বিশ্বাস ছিল যে তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য একটী দ্বিতীয় তার না থাকিলে বার্ত্তাবহ কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ষ্টাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্ত্ম লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্ত্তন জন্য তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটী তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারে যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুষ্করিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূসংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত বার্ত্তাবহের মূল উপাদান তিনটী যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটী যন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্ত্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা সূচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটী তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে একটী চুম্বকশলাকা লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটা কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ ঐ কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক-শলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই সঙ্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া ঐ কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৪টী অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বদ্ধ একটী কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। ঐ কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দ্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলি-গ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহ-দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটী লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্ম্মিত একটী তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ঐ চুম্বকের উপরিভাগে একটী লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটী ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা ঐ দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর-দিকে দণ্ডের শেষে একটী সূক্ষ্ম পেন্সিল বা সূচী বদ্ধ থাকে। ঐ সূচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ নির্দ্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

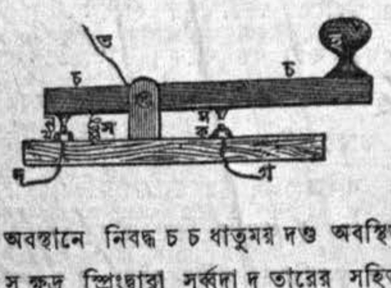
লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অন্যপ্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা সূচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ সূচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতস্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা সূচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। ঐ কাগজের ফিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির ন্যায় কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

বা সূচী ক্ষণমাত্র বা কিছু অধিককাল কাগজে সংলগ্ন থাকিলে কাগজে যথাক্রমে একটী বিন্দু - বা রেখা— অঙ্কিত হয়। সম্প্রতি অনেক স্থলে পেন্সিল বা সূচীর পরিবর্ত্তে কালির সূক্ষ্ম নল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিন্যাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিন্যাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

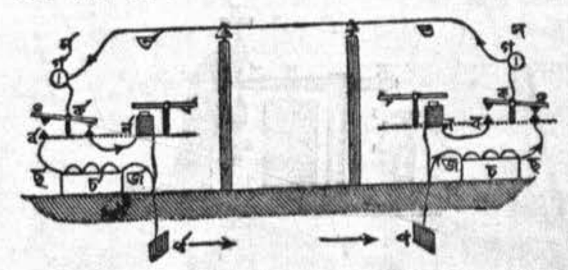
A .—	N —.	
B —...	O ———	1 .————
C —.—.	P .——.	2 ..———
D —..	Q ——.—	3 ...——
E .	R .—.	4 ....—
F ..—.	S ...	5 .....
G ——.	T —	6 —....
H	U ..—	7 ——...
I ..	V ...—	8 ———..
J .———	W .——	9 ————.
K —.—	X —..—	0 —————
L .—..	Y —.——	Understood ...—.
M ——	Z ——..	

দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁক রাখা হয় এবং দুইটী শব্দের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্রে \ এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং / চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও সূচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটী ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার



উপর ধ অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার ন প্রান্ত স ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা সর্ব্বদা দ তারের সহিত সংলগ্ন থ নামক একটী ধাতুখণ্ডে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম উঠিয়া থাকে। ত লাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। ক ধাতুখণ্ড গ তারদ্বারা তাড়িতকোষের এক মেরুর সহিত সংলগ্ন। খ ধাতুপিণ্ড দ তারদ্বারা ইণ্ডিকেটর বা নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন। হ চীনামাটী বা অপর অপরিচালক পদার্থ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র হাতল। উপরিস্থ চিত্রে সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া দ তারদ্বারা সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। নির্দ্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া মএর সহিত তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত-প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক-ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর-বর্ত্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। দুইটী ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখা যাইতেছে দুইটী ষ্টেশনের

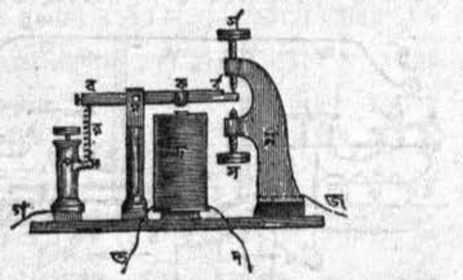


যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ´ তাড়িতকোষ দ্বয়, ক ও ক´ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ন ও ন´ সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দ্দেশক, গ ও গ´ তাড়িতমান যন্ত্র এবং ত ও ত´ লাইনের তার। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত ছ ও ছ´ স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত জ ও জ´ ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ তাড়িতকোষ হইতে তাড়িতস্রোত ক চাবির মধ্য ও গ তাড়িতমানযন্ত্র দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তথাকার গ´ তাড়িতমানযন্ত্র দিয়া ক´ চাবিতে প্রবেশ করিতেছে। এই চাবি এখন ন নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকায় তাড়িতপ্রবাহ তথায় গমন করিয়া

সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে প´ দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাড়িতমানযন্ত্রদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটী নির্দ্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রকে সম্যক্‌তেজে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দ্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটী পৃথক্ তাড়িতকোষ থাকে। ঐ তাড়িতকোষের দুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার



দ্বারা রিলে যন্ত্রের ন এর সহিত সংলগ্ন। নির্দ্দেশক-যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প র দিয়া ব ক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত-স্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তাড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের দুই মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র স্প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দ্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুস্পষ্ট সঙ্কেত নির্দ্দেশ করে।

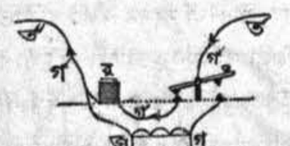
টেলিগ্রাফ-কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০।৪০টী শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্ম্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দ্দেশক যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটী ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে স্প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তাড়িত-স্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তায় একটী চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটী ধাতুর পাতা ও উহাতে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটী ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। স্প্রিংএর বলে হাতুড়ি ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তাড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ি দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় স্প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবামাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেরাণী ঐ শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত ঐ যন্ত্র হইতে কৌশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দ্দেশক যন্ত্রে আসিতে দেয়।

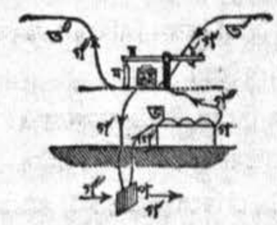
অনেক সময় ঝঞ্ঝা মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারস্থ স্বাভাবিক তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটী যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ। করাতের মত দুইটী তামার পাত লম্ব-ভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটী লাইনের তার ও অপরটী ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্ত্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্ত্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়া কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।



জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিঁড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত″ লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ′ অভিমুখে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত″ লাইনের তারে যাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দ্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সূচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলেও ঐ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্ত্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এজন্য দূরবর্ত্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।



জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ′ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়ি-তীয় চুম্বক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড অপরদিকে ত″ লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ′ দণ্ড সচরাচর প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুম্বকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু ঐ সময়ে চ চ′ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ′ দণ্ড ও দ দিয়া গ′ গ″ অভিমুখে ত″ লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত′ তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং ত″ তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত′ তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, তত-ক্ষণ ত″ তারেও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্য হানি হয় না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্ত্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বলা

বাহুল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং সুনিপুণ কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিং টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাতাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্য প্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয় তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪।৫ পর্দ্দা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আল্‌কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্ব্বার ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্‌কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান প্রদানের জন্য দুইটী তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থঃ কর্ম্মধা°। পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য পরিচালকঃ ৬তৎ। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্ত্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্ত্তাবহঃ কর্ম্মধা°। (Electric teligraph) তড়িদ্বল দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র সংবাদ আইসে।

[তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাড়িতস্য বিয়োজনং ৬তৎ। (Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লঘুবস্তু কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতস্য আকর্ষণং ৬তৎ। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য অপরিচালকঃ ৬তৎ। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিদ্যুৎ ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ঙীষ্। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রদ্রুম, তাড়িয়াৎ গাছ, পর্য্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

"শুষ্যত্তমালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥" (রাজতর° ৩।৩।২৮)

২ আভরণবিশেষ। (দুর্গসিংহ)

তাড়ূল (পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক।

তাড্য (ত্রি) তড়-ণিচ্-যৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড্যমান (ত্রি) তড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাদ্যমান, পীড্যমান, আহন্যমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাদ্যভেদ, ঢক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং অণ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদস্যাস্তীতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণ্। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্ত্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তৃণবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে যস্তালঃ স কার্য্যতয়াস্ত্যস্যেতি ঠন্। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী। (ত্রিকা°)।

তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতৌ ক্রি কর্ম্মণি ক্ত। নর্ত্তিত।

তাণ্ডি (ক্লী) তাণ্ডেন মুনিনা কৃতং তাণ্ড-ইঞ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ড্যেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। তণ্ডিমুনিপুত্র তাণ্ডপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা যজুর্ব্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রণয়ন করেন। [তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গাদি° যঞ্। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ডী (স্ত্রী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যলোপঃ। তণ্ডিমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ (হুতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০)। অনুদাত্তেতিতনের্ণ-লোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অনুকম্পা। (ত্রি) ৪ পূজ্য, মান্ত। "তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।" (রঘু ১।৭২)। (দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্ত পিতুরিব গৌ র্বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়িত্রী চ। পিতা ও মাতা। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্ত পিতুস্তুল্যঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য, পর্য্যায়—পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্নিভ, তাতল। (মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃৎ-ড। খঞ্জন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো° পস্য তঃ। ১ রোগ। ২ পাক। ৩ লৌহকূট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) ৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক জাতি। ইহারা মোগলশাখাভুক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে, জাপানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বে এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার অধিবাসীগণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট তাতার নামে পরিচিত। পূর্ব্বে, কেবল মোগলজাতিই তাতার নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিস্খাঁর অভ্যুদয়ের পর মোগল-শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাসনাধীন ভূভাগও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্ত্তী তিব্বতের ভোটগণ, য়র্কন্দ, খোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের মাঞ্চুজাতি আপনাদিগকে তাতারবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের বাস। এই তাতার পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয় পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোলা পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে যে কিম্রিয়া, কেল্ট ও গলজাতি য়ুরোপের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই গিয়াছিল। গথ, হূণ, সুইদিস্, ভান্দাল ও ফ্রাঙ্ক জাতিও এই তাতারবংশসম্ভূত।

তাতারী ভাষা বলিলে সচরাচর দুই ভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার ভ্রমণশীল হূণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা একটী, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-এসিয়ায় যে ভাষার সহিত তুরুষ্ক ভাষার অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিচ্। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ বৃদ্ধি। "তদত্র ভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কাম-মরিষ্টতাতিং" (বীরচ°)

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন্ কালে ভবঃ তৎকাল-ঠঞ্। (আপ-দাদিপূর্ব্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪।২।১১৬, অস্য সূত্রস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"ততঃশ্রাদ্ধমশুদ্ধৌ তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্বে শঙ্খ)

মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ দিনে অশৌচ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (ক্লী) তৎকালতা।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তত্ত্বসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (ক্লী) তাৎপরস্য ভাবঃ তৎপর ষ্যঞ্। ১ বক্তার ইচ্ছা। ২ অভিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।

"আকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।" (ভাষাপ°)

বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ

দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যটী বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্য্যানুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্যাদির বোধ হইতে পারে, "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গা মধ্যে ও "ঘোষ" পদে মৎস্যাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্যাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ ছান্দসত্ত্বাঃ দকারস্য আত্বং। তৎকালীন। "স্বিত্তাত্যা পিতরা ব আসতুঃ" (ঋক্ ১।১৬১।১২) 'তাত্যা তৎকালীনৌ' (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তুতি।

তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত।

তাথাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) সেই মত।

তাদর্থ্য (ক্লী) তদর্থস্য ভাবঃ তদর্থ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪)। ১ তদুদ্দেশ্যক, তন্নিমিত্ত। ২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্লী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ সম্বন্ধ।

তাদীত্না (অব্য) তদানীং পৃষো° সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। "তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে" (ঋক্ ১।৩২।৪) 'তাদীত্না তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।' (সায়ণ)

তাদুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ-ক্স, সর্ব্বনাম টেরাত্বং। তাহার মত, সেইরূপ। "ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্তি-লালসঃ" (রাজত° ৪।২৪২)।

তাদৃগ্বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যস্য বহুব্রী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতেঽসৌ তদ্-দৃশ-ক্বিন্ (ত্যদাদিষু দৃশো ঽনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) সর্ব্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ্-কঞ্। তাহার মত, দেখিতে তত্তুল্য। "ক তদ্বিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।" (কুমারস° ৫ স°)।

তাদৃশী (স্ত্রী) তাদৃশ-ঙীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (উদ্ভট)

তাদ্ধর্ম্ম্য (ক্লী) একধর্ম্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন-ঘঞ্। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিপ্রবৃত্ত্যাদির হেতু বংশ্যাদি সাধ্য স্বর বিশেষ; অনুলোম বিলোম গতিতে গমন ও মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মূর্চ্ছনা সংশ্রিত, সপ্ত-স্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটী। ইহা হইতে আবার ৮৩০০ কূট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো°)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে লিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, ঘাতক, সাতক ও সুরাতক। যে তানে অনুলোমে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অনুলোমে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে	১ তান।
দুই সুরে	২ তান।
তিন সুরে	৬ তান।
চারি সুরে	২৪ তান।
পাঁচ সুরে	১২০ তান।
ছয় সুরে	৭২০ তান।
সাত সুরে	৫০৪০ তান।
সমগ্র	৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্না°)

তানপূরা (দেশজ) সঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীতবাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিতলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি	লৌ	লৌ	পি
স়	স	স	প়

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তনু-অণ্ (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা

* "বিস্তার্য্যান্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনা শেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেঽপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ॥
তেভ্যএব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতানি চ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

৫।১।১৩১) শরীরের তনুতা। "তানবং তনুতাগাত্রে দৌর্ব্বল্য-ভ্রমণাদিবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

তানব্য (পুংস্ত্রী) তনোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তনুর অপত্য।

তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তনু লোহিতাদিত্বাৎ ফ, ষিত্বাৎ ঙীষ্। তনুর অপত্য স্ত্রী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় নাই। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি তঙ্কা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারত বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় আনিবার জন্য জলালুউদ্দীন্ কুর্চী প্রেরিত হইলেন। রাজা রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে গান শুনান, সে দিন সম্রাট্ সঙ্গীতনায়ককে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্যাকে তানসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরদুহিতাও মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্তুতিপ্রকাশ অথবা ভনিতা থাকিত। (ঐ সকলের গান সহজ চক্ষে দেখিলেই বোধ হয় যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর অথবা 'তানসেনপতি অকবর' এইরূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিক ভাবে ব্রহ্মকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটী গান আছে।

"প্যারে! তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ।
তুঁহি আদ তুঁহি নাদ তুঁহি অনাথ তুঁহি গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম, তুঁহি অকার যম সোম,
তুঁহি উকার তুঁহি মকার নিরোঙ্কার তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ, তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ,
তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান তুঁহি ভুবনেশ।
তানসেন কহে ব্যান তুঁহি দেন তুঁহি রমণ।
তুঁহি ঘর পলবুন তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ॥"

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। একদিন অকবর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিল, 'দীপক জানিনা, কেবল এক মিঞা তানসেন জানেন।' অকবর তানসেনকে দীপক গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের নিকট আসিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে চান, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না।" কিন্তু দীপক শুনিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি তানসেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি করেন! আপন কন্যাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের কন্যা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার সুর বিকৃত হইল।* তানসেনও দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাহার স্বরপ্রভায়

* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সভাস্থ নির্ব্বাপিত দীপ সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্ত্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোরের উপর এখনও একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্ত্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী যোগিয়া ও দরবারী কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন্-ই-অক্‌বরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশীয় প্যারসেন কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানূনপাত (ত্রি) তনূনপাৎ বা অগ্নি সম্বন্ধীয়।

তানূনপ্ত্‌ (ক্লী) তনূনপ্তা দেবতা অস্য-অণ্। তনূনপ্তৃ-দেবতাক পৃষদাজ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"তানূনপ্ত্‌মেতৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।১।২৪) 'এতদাজ্যং তানূনপ্ত্‌সংজ্ঞং ভবতি' (কর্ক)

তানূর (পুং) তন-বাহুলকাৎ উরণ্। জলাবর্ত্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণীজল।

তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিশুষ্ক। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

তান্তব (ক্লী) তন্তোর্বিকারঃ অঞ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তন্তনির্ম্মিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়।

তান্তবতা (স্ত্রী), তান্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তান্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন নহে। লৌহের তার যেমন সূক্ষ্ম হয়, পাত তেমন সূক্ষ্ম হয় না। রাং ও সীসাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্লাটিনম্, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্লাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তান্তব্য (পুংস্ত্রী) তন্তোঃ সন্তানস্য অপত্যং গর্গা° যঞ্। তন্তুর অপত্য, সন্তানের অপত্য।

তান্তব্যায়নী (স্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ষ্ফ ষিত্বাৎ ঙীষ্। তন্তুর অপত্য স্ত্রী।

তান্তিয়াটোপী (তাঁতিয়া টোপী) সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যতিলাভ করেন, তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে ন্যূন নহেন। কানপুরের বিদ্রোহে তান্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইণ্ডহাম্, কলিন্ প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়ারের বৃহতী চমূ সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় ঝাঁসির রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্য রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত বৃটীশসৈন্যের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কাল্পী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈন্য ও অর্থবল থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টও তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া ছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তান্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তান্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়া ছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া স্বদলে নর্ম্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে তাঁহার সৈন্যগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্য তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন; সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট সাহেব তান্তিয়ার অনুশরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভীলবাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্যের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্ত্তী। অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে তান্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তান্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া ঝাল্‌রাপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঝাল্‌রাপাটন একটী সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। তান্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদিগের নিকট কর স্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০টী কামান পাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নুতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তান্তিয়া সৈন্য বলে ও অর্থ বলে বিশেষ বলীয়ান্। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাষ্ট্রী মাত্রেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তান্তিয়ার বিশ্বাস ছিল যে ইন্দোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লথার্ট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্যে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিবান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্যগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তান্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দক্ষিণাপথে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্মেন্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তান্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কাগুর্ন নামক গ্রামে পৌছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্লণ্ড তাঁহার গতিরোধার্থ ঝিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌছিবামাত্র বিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তান্তিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটীশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্‌সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তান্তিয়ার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ৬টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তান্তিয়া ইন্দ্রগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের দুর্দ্দশার এক

শেষ হইয়া ছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তাহারা দ্রুতবেগে মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হল্‌মেস্ নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে তান্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোঞ্জের নিকটবর্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মান-সিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তান্তিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি তান্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) ৮ই মার্চ মিড্‌সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মান-সিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বৃটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিন্ধিয়া তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি-বেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও তান্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটীশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড্ সাহেব তাহার উপর সদয় হইয়াছেন। তথনও তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের কাছে যাইবেন। 'আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব' বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে তান্তিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তান্তিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তান্তিয়াকে সিক্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তান্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়া ছিলেন, "আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।" ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই কয়টী কথা বলিয়া ছিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নাই, আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।" [নানাসাহেব, সিপাহী বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

তান্তিয়াভীল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দস্যু। মধ্য-প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষিজীবী ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্ম গ্রহণ করে।

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার অসদ্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তান্তিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমায় তাঁতিয়ার হার হইল।

তান্তিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্যায় অত্যাচারে তাহার একবৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেণ্ট্রল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তান্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে খালাস পাইলে এবার আর ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুনর্ব্বার পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তান্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ। তান্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অল্প অল্প চুরি ও ডাকাইতি করিতে হইত।

খড়োজাগ্রামে বিজনিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তান্তিয়া তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তান্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কর্ত্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজনিয়া ও দৌলিয়া এই দুই জন ধৃত হয়। এই হাজতে তান্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০-জন ছিল,—তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তান্তিয়া স্বদলবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ ক্রোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার লৌহনির্ম্মিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তান্তিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তান্তিয়া কৃপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিত, যে অন্নাভাবে খাইতে পাইতেছে না, তান্তিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে কৃপণ, বা দুর্দ্দান্ত, তান্তিয়া তাহার পক্ষে যমস্বরূপ।

যে যে লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, তান্তিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করিল। তাহাদের ঘর দ্বার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টাতেও যখন তান্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকররাজও বৃটীশ পুলিশের সহিত এক মত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তান্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্তিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তান্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয় দাতা। তান্তিয়া যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোকদিগকে সর্ব্ব সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তান্তিয়ার নিকট বিশেষ রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকলগুণে তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তান্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজ রাজত্বে কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতি মধ্যে তান্তিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়া ধৃত হইয়া চির নির্ব্বাসিত হইল। তান্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তান্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাহা দ্বারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে কখন বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তান্তিয়া কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তান্তিয়ার বয়স ৪৫ বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্ব্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চল্‌তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেলগাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম আর কিছুই নাই।

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইংরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্তিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তান্তিয়ার অনুচরবর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্তিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তান্তিয়াভীল।

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার বিচার দিন্ আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্তিয়াকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্তিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল।

তান্তিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তান্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্তুবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ইঞ্। তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্তুবায্য (পুং স্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ণ্য (সেনান্তলক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, অতিশয় শ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্যক)। ৬ তন্তুসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ঙীপ্। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। শ্রুতিপ্রমাণকধর্ম্ম দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নির্বৃত্তং অণ্। তন্দুরপক্কমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ত্তে অলগ্ন অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

"অঙ্গারপূর্ণে গর্ত্তে যদলগ্নমবলম্বিতং।
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্কং তান্দুরমুচ্যতে॥" (শব্দার্থচি°)

এইমাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তান্ব (পুং) তন্বাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞ্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তনুজ, পুত্র। তনুনামকস্য ঋষেরপত্যং অঞ্। ২ ঋষিভেদ, তনুনামক ঋষির অপত্য। "সদ্যোদিদিষ্ট তান্বঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১৫) 'তান্বঃ নামর্ষিঃ' (সায়ণ) তনু দশা পবিত্রবস্ত্রং তস্যেদং অণ্। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্। ৪ দশাবস্ত্র।

---

* "অতিতন্দ্রাজ্বরঃ শ্বাস কাসস্তাপোঽতিসারকঃ।
স্থূলকণ্ঠঃ সিতাঙ্গামা জিহ্বাকণ্ঠে চ কূজতি।
শ্রুতিরল্পা চেতি বিদ্যাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতিকে।" (বৈদ্যক)

"গৃভ্ণাতিরিপ্রমবিরস্তু তাম্বা"। (ঋক্ ৯।৭৮) 'তাম্বা স্বকীয়েন বস্ত্রেণ'। (সায়ণ)

তাম্বঙ্গ (পুং) তম্বঙ্গের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-ঘঞ্। ১ ক্লেশজনক উষ্ণাদি স্পর্শ জন্য সন্তাপ। ২ কৃচ্ছ্র। ৩ উষ্ণতা। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। ৬ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটী প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়! বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয়যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেখিয়া কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভারবিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভার থাকে। তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্তা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমানুমেয়। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশে তুষার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা বস্তুন্তরে প্রতিফলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমেয়। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা অনুমিতি-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অনুমিতিগ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গূঢ়ভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদবাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্ত্তমান।

কোন এক বর্ত্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্ত্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উক্ত বর্ত্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই. সেইরূপ তাপও সময়ে গূঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটীও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (Ether), ইহা অণু সকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধানতমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটী সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন বশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্‌ভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২য়। তাপ অণু সকলের কম্পন জাত। যখন কোন বস্তুর অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের স্নায়ুতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণু সকলের অবান্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তরূপ মাত্র। সেই বল আবার আত্মগত বা অন্যলভ্য হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যানের বাষ্প ইহার নিদর্শন স্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তি-স্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যতগুলি তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটী প্রধানতম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্দ্ধনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রেলগাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক্ক হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেষণ, সংঘট্টন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহারা উক্ত রাসায়ণিক ক্রিয়ার অন্যপরিণতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বদ্ধ হইয়া গেলে রজ্জুদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এই জন্যই কলের গাড়ীতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে।

সংঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র সংঘট্টন। চকমকির পাথরে চকমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কর্ম্মকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চূণে জল দিলে, জলে

গন্ধক দ্রাবক দিলে তাপ উদ্গত হয়। জলে পটাশ দিলে জ্বলিয়া উঠে। প্রদীপ জ্বলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ স্থল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্র। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এই জন্যই তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটী পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, একটী কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেক-কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটী বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটী উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পর্ব্বত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পর্ব্বতে উঠিতেছে, যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছে, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাস বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীত-কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটী সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ন্যায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহা-কেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যুষ্ণ জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল লৌহদণ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্ম্মমশকের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি স্ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত

শিথিলবদ্ধ হইবে, প্রসরণও তত অধিক লক্ষিত হইবে। সকল বস্তু এক তাপক্রমে একরূপ প্রসারিত হয় না।

ঘন পদার্থের প্রসরণ এত অল্প, যে আমরা তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিলেই জানিতে পারা যায়।

লোহার বেড় উত্তপ্ত না করিলে চাকায় পরান যায় না। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে বৃদ্ধি এত অল্প যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও অগোচর। কাচ সহসা উত্তপ্ত বা শীতল হইলে ফাটিয়া যায়। কারণ কাচ অপরিচালক। তাহার সকল ভাগে সমভাবে তাপ ঝটিতি পরিচালিত হয় না।

সুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া পড়ে, সেইস্থল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অসম প্রসরণ বলেই সেই কাচ ফাটিয়া উঠে। কোন বস্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইবার সময় তাহার সঙ্কোচনে যে বল উৎপাদিত হয়, তাহা অত্যন্ত অধিক। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

পারি নগরে কোন একটী বাটীর ভিত্তি ফাটিয়া বাহিরের দিকে ফুলিয়া উঠিয়াছিল, লৌহদণ্ড দিয়া সেই বাটী বেষ্টিত করা হয়, পরে ঐ লৌহদণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে ঐ দণ্ডগুলি স্ক্রুপ্‌ দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ডগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে ভিত্তিও সঙ্কোচিত হইয়া গেল।

তরল পদার্থের প্রসরণ আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহা দুই প্রকার যথার্থ (real) এবং প্রত্যক্ষ (apparent)। একটী তাপক্রম যন্ত্রের বর্ত্তুলাকার ভাগে তাপ দাও পারদ নলে উঠিতে থাকিবে। যতটুকু উঠিতে দেখিবে, সেইটুকু তাহার প্রত্যক্ষ প্রসরণ। কারণ তাপে পারদ যেমন প্রসারিত হইল, বর্ত্তুলাকার ভাগটীও ঈষৎ প্রসারিত হইল। সুতরাং বর্ত্তুলাকার ভাগে এখন পারদকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্তু উহা যদি পূর্ব্বাবস্থা থাকিত, তাহা হইলে পারদ নলের আরও উপরিভাগে উঠিত এবং সেইটাই পারদের যথার্থ (real) প্রসরণ হইত। এইরূপ তরল পদার্থ যে পাত্রেই থাকুক না কেন, তাপে তরল পদার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসরণ হয়। সুতরাং তরল পদার্থের প্রসরণে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ প্রসরণই দেখিতে পাই।

তরল পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অল্প নিয়মানুযায়ী এবং তাপক্রম যতই বাষ্পীভাব বিন্দুর সমীপবর্ত্তী হয়, ততই ইহার নিয়মের ব্যতিক্রম বাড়িতে থাকে।

ঘন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে প্রসরণ-নিয়মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। গন্ধক ও কোন কোন মিশ্রধাতু গলাইলে ঘণীভূত হইবার সময় সঙ্কোচিত না হইয়া প্রসারিত হইয়া থাকে। যে ধাতুতে ছাপিবার অক্ষর প্রস্তুত হয়, ছাঁচে ঢালার পর শীতল হইবার সময় তাহা অল্প প্রসারিত হইয়া অক্ষরের অগ্রভাগ সুস্পষ্ট রূপে বিভিন্ন করে।

তাপের অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীট্‌ কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়। যথা ২৭° শ, ৬০° ফা ১২° রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণহীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫° শ অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। শতাংশিক তাপক্রমের ৪° অংশ পর্য্যন্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। কিন্তু জলের তাপক্রম ইহার নীচে যতই কমিতে থাকে, জল তত প্রসারিত হইবে। কারণ ৪°শে জল গাঢ়তম অর্থাৎ সঙ্কোচনের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে উত্তপ্ত বা শীতল কর, ইহা প্রসারিত হইবে। জলের এই বৈপরীত্য না থাকিলে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে যে সকল হ্রদ, নদ, নদী প্রভৃতি তুষারাবৃত থাকে, সেই সকলের তলস্থ জল বরফ না হইয়া উপরস্থিত জল বরফ হওয়া অসম্ভব হইত। তলস্থ জল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু ৪°শে জল গাঢ়তম হওয়াতে বরফ যাহার তাপক্রম ০° শে তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া ভাসিতে থাকে এবং বরফ অপরিচালক ইহা উপরে থাকাতে বাহিরের শৈত্য নিম্নস্থ জলে প্রবেশ করে না। সে জলের তাপক্রম ৪°শে থাকে এবং সেই জলে মৎস্য ও অন্যান্য জলচর প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অধিক নিয়মানুযায়ী এবং সকল বাষ্পীয় পদার্থই প্রায় সমভাবে প্রসারিত হয়। এই প্রসরণ তরল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক। বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ যে মানব জীবনের কত শত মঙ্গলসাধন করে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কেবল মানব-জীবন কেন, এমন কোন জীবনই নাই, যাহা ইহার অভাবে নষ্ট হয় না।

যাহার অভাবে আমরা মুহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিতে পারি না, সেই বায়ুতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আমরা তাহারই অভাবে মরিয়া যাইতাম। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করি, তাহা যদি প্রসরণ গুণে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধগত না হইত এবং তাহার পরিবর্ত্তে যদি পরিষ্কার বায়ু না পাইতাম, তাহা হইলে সেই পরিত্যক্ত বায়ুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ করিতে হইত এবং ঐ বায়ুই আমাদিগের জীবন সংহার করিত। মৃদু মলয়ানিল হইতে প্রচণ্ডবাত্যা পর্য্যন্ত সকল বায়ুগতির ইহাই একমাত্র কারণ। এই বায়ুগতি না থাকিলে আবার মেঘ যেখানে হইত, সেইখানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই থাকিয়া যাইত, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। কৃষিকার্য্য চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমঙ্গল উৎপাদিত হইত; কিন্তু তাপের প্রসরণ বলে পূর্ব্বোক্তরূপ অমঙ্গল সকল ঘটে না।

তাপ বস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তন করে। পদার্থকে ঘন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিনপ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, তাপই তাহার কারণ।

পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে বাষ্পীয় এবং তাপের অবসরণে বাষ্পীয় হইতে তরল এবং তরল হইতে ঘন অবস্থায় পরিণত হয়। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প একই উপাদানে নির্ম্মিত, কেবল তাপভেদে অবস্থাত্রয়ে পরিণত।

লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া যাইবে, আরও তাপ দেও বাষ্প হইয়া যাইবে।

সকল পদার্থকে আমরা অবস্থাত্রয়ে পরিণত করিতে পারিনা, কিন্তু পারিনা বলিয়া যে হয় না, তাহা নহে। উৎকৃষ্টতম উপায় অবলম্বন করিলে যে হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। বায়ু ও অজনক কখনও অবস্থান্তরে পরিণত হয় নাই। আল্‌কোহলকে জমাইতে পারা যায় নাই, কিন্তু যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব পদার্থ সাধারণ অগ্নিতে গলে না, কিন্তু যে কোন পদার্থই হউক না তাড়িতাগ্নিতে উহা গলিয়া বাষ্প হইয়া যাইবে।

তাপ সকল বস্তুরই একরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করে, অর্থাৎ যথেষ্ট উত্তপ্ত করিতে পারিলে সকল বস্তুই বাষ্পীভূত এবং যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সকল বস্তুই ঘনীভূত হয়।

তরল: পদার্থ দুইপ্রকারে বাষ্পীভূত হয়—সাধারণ তাপক্রমে ও উদ্গমশীল তরল পদার্থ সকল অনাবৃত অবস্থায় উপরিভাগ হইতে অল্পে অল্পে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া। তাপক্রমের বৃদ্ধির সহিত এই বাষ্পীভাবের বৃদ্ধি হয়, এই কারণে কোন পাত্রে জল পরিপূর্ণ করিয়া অনাবৃত রাখিলে ক্রমে কমিয়া নিঃশেষিত এবং জলাশয়াদি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক প্রায় হয়। এই কারণেই আর্দ্রবস্ত্র বাতাসে দিলে শুষ্ক হয়। এই বাষ্পীভাবের নাম উৎশোষণ (Evaporation)। আর তাপসংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত ভাগ যখন বাষ্পাকারে পরিণমনশীল হয় এবং অধঃ হইতে যখন বাষ্প সকল ত্বরিত উদ্গত হইতে থাকে, তখন সেই বাষ্পীভাবের নাম স্ফুটন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্তটী সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের বাষ্পীভাবে পরিণত হইতে সকল সময় সমান তাপ লাগে না। ভূবায়ুর পেষণ অল্প হইলে অল্প তাপ এবং অধিক হইলে অধিক তাপ লাগে। ভূবায়ুর পেষণ যেখানে নাই সেখানে জল আল্‌কোহল প্রভৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদৌ তাপের আবশ্যকতা হয় না। একটী জলপূর্ণ পাত্র বায়ু-নিষ্কাশকযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ভিতর শূন্য করিয়া ফেলিলে জল স্বতঃই ফুটিতে থাকে। অথচ জল উত্তপ্ত হয় না, বরং শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১০০° তাপ ক্রমে জল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের উপর যেখানে ভূবায়ুর পেষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, ৮০° বা ৮৫°তেই জল ফুটিয়া উঠিবে।

এতদ্ভিন্ন তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগের এক প্রধান উত্তেজক। তড়িৎ চুম্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে তাপের ফল পরে বিবৃত হইবে।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি। উত্তাপে কঠিন দ্রব্য দ্রব হয়। কাষ্ঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে দ্রব করিতে পারা যায় না। উষ্ণ করিলে ইহাদের উপাদান সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় দ্রব্যকে কখনই দ্রব করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারা যাইবে ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। দ্রব্যমাত্রই এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতায় দ্রব হয়। ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হইয়া জল হয়। সকল দেশেই ও সকল সময়ে ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণ উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হয়। ভূতলস্থ দ্রব্য সকল বায়ুরাশির চাপে সমাক্রান্ত। সাগরপৃষ্ঠে বায়ুরাশির চাপ প্রায় ৩০ ইঞ্চির সমান।

৩০ ইঞ্চি চাপে ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায়, তদ্দারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০°শ, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০°শ বরফকে ০°শ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গূঢ় তেজ বলা যায়। ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০°শ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্দারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০°শ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যান্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০°শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০°শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতায় তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গূঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত শীতের পরাক্রম কিছু খর্ব্ব করিয়া দেয়।

দ্রবীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়। কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অন্যান্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪°শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মৎস্যাদি জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বদ্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্ব্বতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরখণ্ড সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেইরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপনিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্‌ভূত অথবা ভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়দীন প্রভৃতি কএকটী দ্রব্যের বাষ্প বর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়বভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্বাভাবিক।

যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বায়ুবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের ন্যায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের তারতম্যানুসারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন ১/২৭৩, বা ·০০৩৬৬৫ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন $\frac{২৭৪}{২৭৩}$ বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়।

যেরূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না। সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরাসার, জল, তার্পিণতৈল ও পারদ এই কএকটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তু সকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই ০°শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসম্ভূত বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্ব্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই জন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহাটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটী উপায়।

বায়ু-নিকাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিকাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ কঠিন দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে অভিন্ন ফুটন্ত দ্রব্য ও তদুৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেইরূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণ তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরিমাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সার্দ্ধ পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেণহীট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ প্রয়োগ্ করার আবশ্যক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে তদ্দ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ × ৫.৪ = ৫৪০°শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ব্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলাশয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ব্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই বাষ্প উত্থিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু বায়ুনিঃসরণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জলাদির উপর বাষ্প রাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রই নির্ব্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

ইউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীঘ্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষ্টিসম্ভূত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে কুজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাথা ও জলসিক্ত থস্‌থস্ দ্বারা যে শৈত্য সুখানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাপান্তরে নীত হইয়া থাকে। সকলই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে ক্রিয়া দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালন-ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিতল, রাঙ্গ, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্ এই কয়টী দ্রব্য বিশেষ পরিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা উত্তর উত্তরটীর পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বরফ, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্যভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচখণ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক্ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কম্বল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্ব্বল পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের উর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র উষ্ণ হয় না।

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযোগে নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু হইলেই সুতরাং উর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উপরে উত্থিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপরে উত্থিত হয়, এইপ্রকার উর্দ্ধপ্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুল্লীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুনর্ব্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে উর্দ্ধগামী হইলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে তাহার স্থানপূরণার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মৌসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিরণরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিণ্ডটী ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকিরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিশোধিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এরূপ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু উর্দ্ধপ্রদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমান নহে। ভুষা নামক যে বস্তুটী দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকিরণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে ভুষা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকিরণশক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মসৃণ ধাতুদ্রব্যের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তৎকর্ত্তৃক তেজ পরিশোষিত হয় না, সুতরাং উহার বিকিরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় না এরূপ নহে। উষ্ণই হউক আর অনুষ্ণই হউক যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকিরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্য কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকিরণ করে, যদি অন্যান্য দ্রব্য হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহার অন্যথা হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তারতম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্দ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তন্নিক্ষিপ্ত তৈজসকিরণ পরিশোষিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকিরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংসৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকিরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক

শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকিরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্য্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোক সকল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘষিলে দেশলাই জ্বলিয়া উঠে। চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকুঞ্চিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর এক খণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্যমান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট্ অথবা ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অম্লজনকের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যুষ্ণ বাষ্প মাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাগ্নিও এই তাড়িতাগ্নির রূপান্তর মাত্র। [তাড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তি-স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমার্ণব-পরিধৌত সুমেরু সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা ফারেণহীটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাম ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ দুই তিন ফিট্ মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরতেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মান-মন্দিরের ৫৯ ফিট্ নিম্নে একটী তাপমানযন্ত্র নিহিত আছে। শীত গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দ্দূর নিম্নে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণস্থলের উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা দ্বারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই গড়পড়্তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেণহীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিম্নে তাপের এত প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে।

সূর্য্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি ও বজ্রাগ্নিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র-জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধানকালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপমান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সত্ত্বা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অন্য আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অনুমানে তাহার সত্ত্বার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্দ্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্দ্ধসের চূর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম ০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেই রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্দ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অন্যান্য পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থে-ই তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ০° হইতে ১°তে বর্দ্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনায় যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ০° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ০°০৩১৪ তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০°০৩১৪ দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্দ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ০° হইতে ১° পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থসমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপন করা যাইতে পারে।

অর্দ্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮০ তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে আসিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত তাপাংশ নাবিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্ তাপমিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বসান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি দিয়া আঁটা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংস্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্সস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে না, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ তাপকারক। ২ জ্বর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রতিকারণ। তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম্ম। [দুঃখ ও রজোগুণ দেখ।]

তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যকন্যা তাপী। [তাপী দেখ।]

তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়ত্বাৎ ণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ।]

তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ৬তৎ। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপদুঃখ (ক্লী) তাপরূপং দুঃখং। দুঃখভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই দুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাত° দ° ২।১৫)

কর্ম্ম সকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয় ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ম্মপ্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখ ভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত দ্বিবিধ ফল ভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখ দুঃখাদি

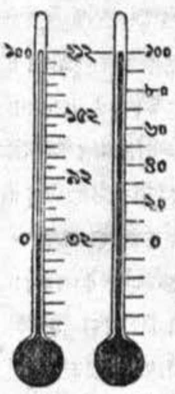
ভোগরূপ কর্ম্মফল সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ক্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাহাদের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা ভোগসাধন দ্রব্য সকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্বাদু অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ মাত্রই উদ্বিগ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ ঊর্ণাসূত্রের স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অল্প দুঃখানুভবেও বিবেকীর মহৎ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ বিষয় সকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে, তদপেক্ষাও ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ পরিহার করিতে পারে না; বরং দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং সুখানুভবকালেও তাপরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সুখ এবং যখন অনভিমত দ্রব্য উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুখানুভবকালেও তাপদুঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কালেও তৎপরিপন্থি বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে, সুতরাং তাপদুঃখ সংস্কারদুঃখ ও পরিণামদুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৃত্তি-স্বরূপ দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগেই দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

তাপন (ক্লী) তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ তাপকরণ। (পুং) কর্ত্তরি ল্যু। ২ সূর্য্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাণ। ৪ সূর্য্যকান্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্দযন্ত্র। (ত্রি) ৭ তাপক। (স্ত্রী) ৮ নরকবিশেষ। "অসিপত্রবন-ঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকং।" (যাজ্ঞ° ৩।২২৪)

তাপনী, তাপনীয় (ক্লী) ১ উপনিষদ্ ভেদ। তপনীয়স্য স্বর্ণস্য বিকার অণ্। ২ স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণস্য বিকারঃ অণ্। ৩ সুবর্ণ, নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ তাপযোগ্য।

তাপমান, যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাপমান-যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটী পারদ-পূর্ণ কন্দসমন্বিত সূক্ষ্ম ও সমছিদ্রসম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। দ্রবমাণ তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ নামিয়া পড়ে, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলে অথবা তন্নিঃসৃত বাষ্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ উত্থিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাঙ্ক।

এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮০ কেহ বা ১০০ ও কেহ বা ৮০ সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন।



ইংলণ্ডদেশে প্রথম প্রকার তাপমান প্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই নিমিত্ত ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কহে। ফারেণহীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ও ফুটনাঙ্ক ২১২ এবং দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংশ নিম্নে ইহার শূন্য।

ফরাসীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান প্রচলিত। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১০০ সমান অংশে বিভক্ত। তৃতীয় প্রকার তাপমান রুষরাজ্যে প্রচলিত। রিওমার নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ৮০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮০ সমান অংশে বিভক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮০, ১০০ অথবা ৮০ ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই তত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশিক ও রিওমারের মান-দণ্ডসমন্বিত যন্ত্রত্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২,০ ও ০ হইতে ২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়।

যথা—২৭°শ, ৬০° ফা, ১২° রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণহীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। ০° শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫°শ অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অগ্রে তাপের একটী বিশেষ গুণ বর্ণন করা অতি আবশ্যক।

সেই গুণের নাম প্রসারণ (Expansian), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্ত্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা ন্যূন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বশবর্ত্তী। দুগ্ধ তরল পদার্থ। কোন এক কটাহে দুগ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উথলিয়া উঠে।

কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ তত লক্ষিত হয় না। দুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ-নিয়ম সর্ব্বত্র-লব্ধ প্রসারণ নহে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানযন্ত্র নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohal) এই তিনটীই বিশেষ প্রশস্ত। কিন্তু এই তিনেরই নির্ম্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটী কাঁচের নল তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটী গোলাকার বর্ত্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্ত্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্ত্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বর্ত্তুলাকার ভাগ পরে নলের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়া যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্ত্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্পে পূর্ণ, উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্ত্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্ত্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটী তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিম্নদেশে পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা তদ্বৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই জ্বাল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটী রেখা হইল। প্রথমটীতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টী স্ফুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের ঊর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে স্ফুটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর ভূবায়ুর পেষণ জন্য তাহার ইতরবিশেষ হয়। যাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে এই দুই রেখা দুইটী চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের ঘনীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী

ভাগকে একশত সমান ভাবে বিভক্ত করিলে শতবোধক তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখায় ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্য্যন্ত সূচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সম্বন্ধে কাঁচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তুলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার উর্দ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে।

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতা জনৈক সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক। তাহার নাম সেল্‌সিয়স্ (Celsius)। ইনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেণহাইট্ (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেল্‌সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্য্যন্ত তাপমান ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যন্ত্রে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে; কারণ তাহার মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেই জন্য তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপমান আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumer)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা উত্তর-জর্ম্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ভেদে কখন বা ৫ ভেদে অঙ্কিত হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহাইট তাপমানের সহিত সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের তুলনা কিম্বা সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহাইটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেণহাইট ফ, সেলসিয়স্ স, রিউমার র,

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০° ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ=১০০° স=৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ=৫° স=৪° র

সুতরাং ১° ফ $\frac{৫}{৯}$ স=$\frac{৪}{৯}$ র আর ১° স=$\frac{৯}{৫}$° ফ=$\frac{৪}{৫}$° র এবং ১° র=$\frac{৯}{৪}$° ফ=$\frac{৫}{৪}$ র

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটী নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত ফএর ৩২=র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতানুসারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

$$\frac{ফ=৩২}{স=৯×৫}$$

$$\frac{ফ=৩২}{র=৯×৪}$$

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ কর, যথা—

২১২° ফ=(২১২—৩২) $\frac{৫}{৯}$=১৮০ × $\frac{৫}{৯}$=১০০° স।

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে $\frac{৪}{৯}$ দিয়া গুণ কর—

২১২° ফ=(২১২—৩২) $\frac{৪}{৯}$=১৮০ × $\frac{৪}{৯}$=৮০ র।

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

$$ফ= \frac{স}{৫} ×৯+৩২,$$

$$র= \frac{স}{৫} ×৪$$

৩য়। রকে স বা ফএ আনিতে হইলে

$$স = \frac{র}{৪} \times ৫$$

$$ফ = \frac{র}{৪} \times ৯ + ৩২$$

রকে সএ লইয়া আসিতে গেলে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র = ৮০° × $\frac{৫}{৪}$ = ১০০° স। রকে ফএ আনিতে গেলে $\frac{৯}{৪}$ দিয়া গুণ এবং সেই গুণ $\frac{৯}{৪}$ ফলে ৩২ যোগ কর।

যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৯}{৪}$ = ১৮০ + ৩২ = ২১২ ফ।

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুরও তাপমান হইয়া থাকে। একটী স্পিরিটের তাপমান (Alcohol-thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আল্‌কোহল কখনই জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আল্‌কোহলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের ৭৮ অংশ উঠিলেই আল্‌কোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতর বিশেষ বুঝিবার জন্য বায়ুর তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত্তুলাকারভাগ ও দণ্ডাকারভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে মজ্জিত থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসরণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত্তুলাকার ভাগ ঊর্দ্ধদিকে থাকে। বায়ুর তাপমানসকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণবিধি অতি সূক্ষ্ম ও অবয়ব অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্ভিন্ন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটী বর্ত্তুলাকার নলমুখ বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটী বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নিম্নস্থিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সমীয় এক সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎস্থিত বায়ুর বিস্তারে পেষণ অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে দ্বিতীয়ে উত্থিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ততর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃও এরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদূর উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্ত্তন। ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে $\frac{১}{১০}$ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমানেরই বিশেষতঃ আপাত-নির্ম্মিত তাপমান সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্ত্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেই সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আপাতনির্ম্মিত তাপমানে ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে তাপমানে যে পর্য্যন্ত তাপক্রম নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমান যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রব্যমাণ তুষারে নিমগ্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা মনে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু $\frac{১}{১০}$ তাপাংশ উঠিয়া থাকে তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ $\frac{১}{১০}$ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২য়। ইহা ভিন্ন আরও সাময়িক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এইজন্য কোন তাপমানযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অন্যথা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না।

অধুনা তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া ঝড় মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জ্বর হইলে ইহা দ্বারা দুঃসাধ্য বা সুসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

[তাপ দেখ।]

তাপয়িষ্ণু (ত্রি) তাপ-ইষ্ণুচ্। ১ তাপনীয়, জ্বলনীয়। ২ যন্ত্রণা-দায়ক।

তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ যজ্ঞ-ভেদ। [যজ্ঞ দেখ।] ২ যজ্ঞাগ্নিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমস্য তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।" (মনু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৭৫)

(ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি°)। ৬ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি খান্দেশের মধ্যে অনুমিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অল্পার্থে কন্। সামান্য যোগী, যে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্যারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসদ্রুম।

তাপসদ্রুম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ দ্রুমং। ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

তাপসদ্রুমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসদ্রুমেণ সন্নিভা তুল্যা ৩তৎ। গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি°)

তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যস্যা বহুব্রী জাতিত্বাৎ ঙীষ্। দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°)

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। "পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্পইঙ্গুদীতাপস-প্রিয়ঃ।" (বৈদ্যক রত্নমা°) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (স্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। দ্রাক্ষা, কিস্-মিস্। (রাজনি°) [দ্রাক্ষা দেখ ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ট [তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্টা [তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্য (ক্লী) তাপসস্য ধর্ম্ম ষ্যঞ্। তাপসধর্ম্ম, তপস্বীদিগের ধর্ম্ম। "স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ। (মনু ১।১১৪) বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্য, এই তাপস্যই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অন্তিমে আশ্রয় করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ৩তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃ-ট। তাপনাশক, স্নিগ্ধকর।

তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রা মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা মাষকলায়ের বটী ও সুধৌত তণ্ডুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহরী বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিতি করে। (ভাবপ্র°)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্। গীষ্মভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো° সাধুঃ।
[তাপিঞ্জ দেখ।]

তাপিঞ্ছ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্-ড পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

"অক্ষোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছ গুচ্ছাবলীং।"
(গীতগো° ১১।১১)

(ক্লী) ২ তাপিঞ্ছপুষ্প।

তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক। (পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্ ক্ত। তাপযুক্ত, দুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত।
"তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর," (শ্রীধর্ম্মম° ২।৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। ২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

তাপী (স্ত্রী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নদী-ভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥"(মাৎস্য ১১৩।২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী সহ্যপাদোদ্ভবা। (বিষ্ণুপু° ২।৩।১১)

এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্তঘ্ন, কফকৃৎ, বাতদোষহর, হৃদ্য, কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ°)

স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণ অগস্ত্য মুনির সাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে

ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ।]

তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যোদ্ভবা, শ্যামা, কপিলা, কাপিলা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা, হার্দ্দা, নাসিকোদ্ভবা, সাবিত্রী, সাহস্রকরা, সনকা, অমৃতস্যন্দনা, সুষুম্না, শৃঙ্গরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্মাতিগ্মরয়া (?), তারা, তাম্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান দানাদির ফল। দ্বাদশমাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই মাসে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্ম্মা ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আষাঢ় সদৃশো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।
যত্র সৃষ্টানি ভূতানি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা ॥"
"যস্মিন্মাসে সুখীভূত্বা যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ।
শেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ ॥" (তাপীখ° ৩।২১-২২)

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও তাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালস্ববশতঃ আষাঢ়মাসে তাপীতে ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে স্নান করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ ফল লাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানতো হজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভানুজাজলং।
সেবেত মানবো,যস্ত যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥" (তাপীখ° ৩।৩০)

তাপীর মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া অন্যত্র স্নান করিলে জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংশ হয়।

আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে।
কুলকোটীসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ ॥" (তাপী° ৩।৪১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভৃত সুবর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্ম্মদা প্রভৃতিতে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিমেষার্দ্ধ স্নান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

"কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়াস্তু যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ়সেবনাৎ ॥" (তাপীখ° ৩।৫০)

তাপী নদীর উভয়তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপীখণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ, ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্ব্বতীবনে মহেশ, চাবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিষ্কলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের লিঙ্গ, পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে পুণ্ডরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কল্লোলকূট ও গাধীশ্বর, বহ্নিক্ষেত্রে অর্ব্বুদ, নলেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, কর্কোটক, পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খদ্যোতনাথ্যক্ষেত্রে কার্ত্তবীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুব্জক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ ও সুকণ্ঠ, ভৃগুক্ষেত্রে চন্দ্রচূড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুন্তলক লিঙ্গ, বুধেশে বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে শান্তেশ, কুঞ্জর, রোচক, পুষ্কর, লক্ষেশ, দুর্ব্বারেশ্বর, জামদগ্ন্যেশ ও আশাপ্রদ্যোতনেশ্বর; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে সুন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উজ্জলেশ্বর, যুগ্মক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্তি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদক্ষেত্রে জালেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অর্জ্জুনক্ষেত্রে অর্জ্জুনেশ, যৌধিষ্ঠিরক্ষেত্রে শ্রীকরেশ্বর, অম্বিকাক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে কল্মষাপহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দ্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর, চুতভুজক্ষেত্রে চতুর্ভুজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মন্ত্রেশ্বর ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, এইখানে রত্নসরিত্তীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং যোড়শী শক্তি; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে ভীমেশ্বর, করঙ্কপাবনক্ষেত্রে করঙ্কেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খঞ্জনেশ্বর ও বজ্রকেশ, কশ্যপের ক্ষেত্রে কশ্যপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধূতপাপ ও কামপালেশ্বর, মন্ত্রিক্ষেত্রে মন্ত্রেশ্বর ও পরত্রীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটীশ্বর, অজপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাঘবক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি,

অম্বরীষের ক্ষেত্রে অম্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর-বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পূর্ব্বার্কক্ষেত্রে স্থরে-শ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সম্বরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর ; কুমুদাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর, দর্ভাবতীপতি, জগৎকারুমুনির ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটী নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। শ্রাদ্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃ সকল সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন ; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন তাপীখণ্ডে আর কএকটী প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হই-য়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেখিয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে যে নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গজতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেথানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মনুষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক। যাহারা তাপীসাগর-সঙ্গমে সস্ত্রীক স্নান করিয়া জরৎকন্যাকে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিয়োগ হয় না এবং যাহারা প্রসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইথানে আসিয়া স্নানাদি করে তাহা হইলে, তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীখ°)।

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপ্তী বা তাপ্তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চি-মাংশের একটী প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মূলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৭´ ২৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫৬´´ পূঃ) একটী পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্তী নদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মূলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে সুজলা সুফলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটী শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় ও ডানধারে কালীভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এই-রূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া সুগভীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাঁকের মুখ ছাড়া সর্ব্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিটু উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেক গুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে সুকি, অনের, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে কিন্তু শেষ ২০ মাইলের দুইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর অরণ্য-বাসী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের নাম 'হরণফাল' অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপ্তী কখন খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুমুখে নানা গিরি দরী ও ও নির্জ্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাঙ্গ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া সুরাট জেলায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

এখানে রাজপিপ্‌লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই ; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ব্বর কোথায় বা সমধিক শস্যশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আম্‌রোলী হইতে সুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাঁক আছে। আম্‌রোলী হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-মুখী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেই জন্য পোতাদি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজাদি লঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানায় নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম নগরাদি প্লাবিত করে। পূর্ব্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বন্যা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্ত্তী জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্ব্বেকার মত সেরূপ ভীষণতর বন্যা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটী বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় য়ুরোপীয় বণিকগণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর স্রোত বদ্ধ হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উভয়তীরে যেমন বিস্তর হিন্দু তীর্থ আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। প্রসিদ্ধ অজন্তা (অজণ্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটী গুহা দেখা যায়।

প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী রোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

"দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ।
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ॥
সুগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহ সঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব॥ ৮॥
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গা গতোপি চ।
সুগুপ্তঞ্চ তদা যাতি স্নাতুং গঙ্গা সরিদ্বরা॥ ৯॥
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ১২॥
অস্য তীর্থসমং তীর্থং কুত্র পুত্র ন বিদ্যতে।
দাহং বিনাত্র পুরুষো যাতি খং বারিসেবনাৎ॥" ১৩॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্ত্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপস্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপীখ° ৬৮ অঃ)

তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্য একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলো ঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশদূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপীজ (পুং) তাপ্যা নদ্যাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে জন-ড। মাক্ষিকধাতু।

"এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমং।" (সুশ্রুত)

[মাক্ষিক দেখ।]

তাপীসমুদ্ভব (ত্রি) ১ তাপীনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (ক্লী) ২ অগ্নিপ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। ৩ মণিভেদ।

তাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। (শিবপু°)

তাপ্য (ক্লী) তাপে হিতং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্দ্র এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমাক্ষিক।

তাপ্যুত্থসংজ্ঞক (ক্লী) তাপ্যুত্থা সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী, কপ্। ধাতুমাক্ষিক।

তাবুব (ক্লী) [বৈ] বিষঘ্ন ঔষধভেদ।

তাম (পুং) তাম্যতনেন তম করণে ঘঞ্। ১ ভীষণ। ২ দোষ। ৩ গ্লানিকারণ। ৪ গ্লানি।

তামর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি রা-ক। ১ জল। ২ ঘৃত।

তামরস (ক্লী) তামরে জলে সস্তীতি সস্-ড। ১ পদ্ম। তাম্যতে-হনেন রসতে ইতি রসং কর্ম্মধা°। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪ ধুস্তূর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। ইহার ৫।৮।১১।১২ বর্ণ গুরু।

"ইহ বদ তামরসং নজজায়ঃ।"

"স্ফুটসুষমামকরন্দমনোজ্ঞং
ব্রজললনানয়নালিনিপীতং।
তব মুখতামরসং মুরশত্রো
হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্তু॥" (ছন্দোম°)

তামরসী (স্ত্রী) তামরস-ঙীপ্। পদ্মিনী।

তামলকী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী।

তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্ত-স্বার্থে কন্। তমলুক দেশ।

তাম্লী (দেশজ) জাতিভেদ। [তাম্বূলী দেখ।]

তামস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রাধান্যেনাস্ত্যস্যেতি অণ্। ১ সর্প। ২ খল। ৩ উলূক। ৪ চতুর্থ মনু, এই মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, বৃষখ্যাতি নরাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ° ৮।১।২৪ অ°)। (ত্রি) ৫ তমোগুণযুক্ত। ৬ তমঃপ্রধান-গুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোহধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শাস্ত্রবিশেষ, তামস শাস্ত্রের বিষয় পদ্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥" (পদ্মপু°)

প্রথম পাশুপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনি-কথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্ব্বাকশাস্ত্র, বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকথিত মায়াবাদযুক্ত বেদান্তশাস্ত্র, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম্ম মাত্রই ত্যাজ্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠরূপ নির্গুণরূপে দর্শিত হইয়াছে। জগতের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

তামস তন্ত্রের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা সকলই তামস শাস্ত্র। করাল, ভৈরব, যামল, বাম এই সকল তামস তন্ত্র।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খান সাত্ত্বিকপুরাণ, এই সাত্ত্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই ৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু°)

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ইহারা কয়জন তামস মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যম, শঙ্খ, ঔশনস এই কয়খানি তামস স্মৃতি।

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অর্দ্ধপক্ব এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পূতিমৎ, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই তামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি দুরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস তপ, এবং তামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকে।

দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞতা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান।

ভবিষ্যতের অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনাদির ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছু মাত্রও পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব আর দীর্ঘসূত্রী, এই প্রকার কর্ত্তার নাম তামসকর্ত্তা।

যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে তামস মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কহে।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসসুখ কহে। (গীতা)।

পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামযাজন, বিষ্ণুসেবাপরাধ, বিষ্ণুনামাপরাধ, অসৎপ্রতিগ্রহ, আভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অনুপাতক, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম্ম। (পদ্মপু° উ° খ°)

তামস ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক তামস দ্রব্যদ্বারা তামস ভাব অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ, এই প্রকার তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা নরকে জন্ম হয়।

তমসো রাহোরপত্যং অণ্। ৮ রাহুসুত, তামসকীল। ৯ শিবের অনুচর ভেদ।

ক্লী° তমোগুণ প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে একটী গুণ, যে গুণদ্বারা তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক গুণ কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীগুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটী গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব ভিন্ন থাকিতে পারেনা, তবে যখন সত্ত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও সত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ জানিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও রজঃ হীন হইলে সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে হইবে। এই তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট

পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্যে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সত্ত্বগুণ সত্ত্বে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমে কোন সময়ই তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যানিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে ; ন্যূনাধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥" (সাংখ্যকা°)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্ত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (সাংখ্যকা° ১২)

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের স্বরূপই তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বিষণ্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট ; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপসুন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ত্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীর ধারণ রূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্ত চ দশবিধঃ।" (সাংখ্যকা° ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা ইহার ভেদ ৮ প্রকার অব্যক্ত, মহদ্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।" (মনু)

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহুসুতঃ কীলকইব। রাহুসুত-কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডলগত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিরূপ হয়। জল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। ঐ রাহুসুত সকলের মধ্যে যদি শিখী ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। সূর্য্যবিম্বস্থ কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্বাজ্ঞাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধ্যেয়রূপ ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্ত্রসা°)

তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নির্বৃত্তঃ তমস-ঠঞ্। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্ঠিত হয়, গর্হিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস।

[তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোঽন্ধকারপ্রাধান্যেন অস্তি অস্যাঃ তমস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মায়া-বিদ্যা। মহাদেব নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা°)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মৃদু নেশার জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র ইহাকে শুষ্ক

করিয়া অগ্নি সংযোগে ইহার ধূম পান করে। এরূপ ধূমপানের জন্য ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুরুট—তামাকুর পাতা হইতে ডাঁটা বাদ দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় কুচা—বা গুঁড়া তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্যবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে।

১ম শুখা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া চূণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

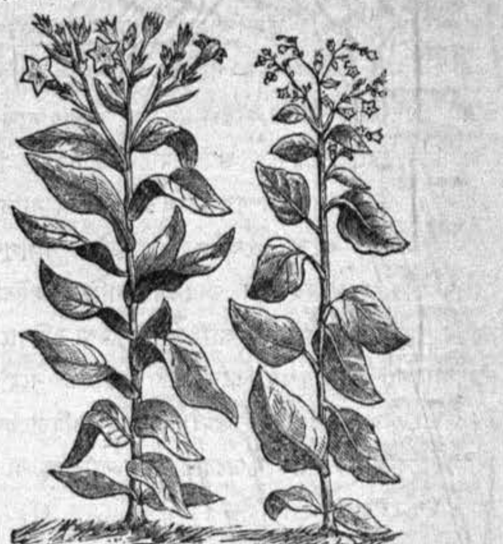
২য় দোক্তা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া তৎসঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় গুড়ুক—তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধূম পান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর গুড়ুককেই "তামাক" ও তামাকু পাতাকে "দোক্তা" নামে অভিহিত করে। গুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে "গুড়ুকে গম্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ।" এতদ্ভিন্ন কি ভারতে কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা গুড়াইয়া বা পচাইয়া 'নস্য' রূপে ব্যবহার করে। নস্য নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা-(Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিস্‌মেস্ নগর-নিবাসী জিয়া নিকো (Gean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্ গৃহীত হয় না। বন্য ও কৃষিলব্ধ সমুদায় তামাকের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৫০ প্রকার তামাকের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়ায় ও একপ্রকার নব ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা (N. rastica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে



১। সাধারণ তামাক গাছ। ২। তুর্কী তামাক গাছ।

কৃষির প্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্য বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জ্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি, লাটাকিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়-গণের মধ্যে পূর্ব্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী কক্কর নামে খ্যাত।

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক। আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক্, তামাকু, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তমাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ্।
সিন্ধু. গুজরাট ও রাজপুতানায়		তামাকু।
বোম্বাই প্রদেশ	...	তম্বাখু।
উড়িষ্যায়	...	ধূমপতড় (ধূম্রপত্র)।
সংস্কৃত	...	কলঞ্জ।
ঐ (গঠিত)	...	ধূমপত্র, তাম্রকূট।

তামিল	...	পোগাই-ইলাই।
তেলগু	...	পোগাকু, ধূম্রপত্রমু।
কাশ্মীরে	...	সবন্ পাণ্ডব।
কর্ণাটিকে	...	হোগেসপ্পু।
মলয়ে	...	পুকাইলা, পোকালো, তাম্রাকো।
ব্রহ্মদেশে	...	সে, সাক, সাকপিন্।
সিংহলে	...	দিঙ্গাজহা, দিংকোলা।
পারস্যে	...	তম্বাকু।
আরবে	...	তুতন্, বজ্জরভাঙ্গ্।
তুরুস্কে	...	তুতন্, দোখন্।
বালি ও যবদ্বীপে	...	তাম্রাকো।
চীনদেশে	...	সিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্পা।
জাপানে	...	টাবাকো।
ইতালীতে	...	ট্যাবাক্কো।
লাটিন	...	টাবাকাম্।
রুষ, জর্ম্মণী, দেন্মার্ক ও ফ্রান্সে		টাবাক।
হলণ্ডে	...	টোবাক্।
পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে		টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে	...	কোয়াউরিয়েট্।

তামাকুর গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডাশ্লেষী, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে শুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। শুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন্ দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা কালিফোর্ণিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক ভাল বাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট (১৮৬৫ খৃঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্তবিধ তামাকুর ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে গাঙ্গি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগার অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে, খাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক্ প্রদেশে ১০৫০০ ফিট্ উর্দ্ধেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ-বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার "লঙ্কা তামাকু" এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অন্তবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা কড়া বলিয়া তামাক ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অন্তবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়োজন, অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই 'শুখা' করিয়া খায় না। ইহাতে গুড় মিশাইয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুরুটের জন্য ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ব্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বন্য-প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ্ধ বন্যভাবে যথেচ্ছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট্ বলেন, কলিকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশূন্য স্যুপসী ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গাত্রে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ গজায়, সে স্থলে অন্য কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের ন্যায় পরিপুষ্ট হয় না, মরকুটে হইয়া থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট্ যে জাতীয়

বন্যগাছকে তামাক গাছের বন্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার ইহার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লী-গ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহু-চেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা "নিকোটিয়া টোব্যাকাম" নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকো-টিয়ানা প্লাম্বাগিফোলিয়া"; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্ স্বদলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পঁহুছিয়া এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা গুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্ স্যালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটী দর্শন করে। তাঁহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া জলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে "কোহিবা" বলিত এবং জলন্ত তাড়াকে 'টোবাকো' বলিত। কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪—৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোম্যানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্ ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা "গুইয়োজা" বা "কোহেবা" নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া 'টোবাকো' নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্য-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্ ডোমিঙ্গোর শাসন-কর্ত্তার লিখিত গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই 'টোবাকো' নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিকটা ধরিয়া উপরের দুইটী মুখ দুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান্ ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোক-দিগের মধ্যে তামাক-চর্ব্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহা-দের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যব-হারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইভমান বলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্যগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাপ্লাটার, উরুগোয়া ও পারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকো' নামক নলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য্য আছে তাহা অল্পদিনের উদ্ভাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অজতেক্ জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্তূপরাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পিটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 'পিটুনিয়া' (Petunia) হইয়াছে। 'য়ট্‌ল্' নামও (Yetl) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে 'শুরি' (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুষ্কপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্ত্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিঁয়া-নিকো (Gean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত্তু-গীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিস-বন্ নগরে নিজ উদ্যানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্ঞী ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতি-লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত হয়—"হার্ব্বা সাক্টা" (পবিত্র গুল্ম), "হার্ব্বা প্যানিসিয়া,

"হার্ব্ব ডিনারেইন" "হার্ব্ব ডি এল আম্ব্যাশুডিউর" (দূতগুল্ম) ইত্যাদি। পর্ত্তুগাল হইতে কার্ডিনাল সাণ্টাক্রোশ ইতালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে "আর্ব্বা সাণ্টাক্রোশ নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর য়ুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ ওয়াণ্টার রালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্ফ্ লেন নামক একব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট্, রাজা ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরুস্কে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্যগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আয়ার্লণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে শস্যরূপে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। য়ুরোপীয়গণের মতে অকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জসংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়াই অনুমিত হয়। [কলঞ্জ দেখ।] এতদ্ভিন্ন ইয়ুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের ইতিহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিতেছেন—'বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটী জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকবর বাদশাহ আমার উপহারগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে বারকসের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট্ ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।"

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে য়ুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অকবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করণাশায় আদেশ করেন যে "তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যবহার করিবে না।" ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিহারে তামাকুপ্রিয়তা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে সে দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে—

'খায় না খায় তামাকু পিয়ে।
সে নর বেটাওয়া কৈসে জীয়ে॥'

ভারতবর্ষের তামাকু আমেরিকা বা বিলাতী তামাকুর ন্যায় ব্যবসায়ে ততটা আদরণীয় নহে, তবে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাপ্তেন বাসিল হল এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহর্টিকল্‌চরাল সোসাইটীতে যেরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা মেরিল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়া তামাকুর বীজ হইতে চাষ করিয়া যে তামাক উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা বিলাতে বড়ই আদরের সহিত গৃহীত এবং বিলাতী বণিকেরা বলেন যে ভারতীয় তামাক এত ভাল আর তাঁহারা দেখেন নাই। এই তামাক বিলাতে ৬ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় হইয়া ছিল; কিন্তু ইহার পর আহ্মদাবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত হয়, তাহা আদৃত হয় নাই। তাহার পাতা অধিক শুষ্ক, ছোট ও বেশী মুড়মুড়ে হইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির ধূলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাশুল বেশী দিতে হয়, এজন্য বিদেশে ব্যবসায়পক্ষে ভারতের তামাকু বণিক্‌গণের নিকট আদৃত হয় না।

তামাকের চাষ। ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভিন্ন বৃটীশাধিকারে প্রায় লক্ষ বিঘা পরিমিত ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহা হইতে প্রায় কোটী মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে মান্দ্রাজ, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কোয়ম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে ত্রিহুত ও রঙ্গপুর জেলায়, বোম্বাইয়ে খেড়া ও আহ্মদাবাদজেলায় তামাকুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত "লঙ্কা তামাক" গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলায় এবং ত্রিচীনপল্লীচুরুটের তামাক কোয়ম্বাতুর ও মদুরা জেলায় উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গালা।—এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মে। তামাকচাষে এ দেশের কত জমী লাগিয়া আছে তাহা নিরূপিত হয় নাই, কারণ এদেশে তামাক প্রচুর জন্মিলেও ইহা এদেশের কৃষি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ গণ্য নহে। রঙ্গপুর, ত্রিহুত, পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, দুয়ার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার জেলায় অপেক্ষাকৃত তামাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যেই ব্যবসায় চলিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের তামাক তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই শেষ হয়। যে চাষী তামকুর চাষ করিবে বলিয়া স্থির করে, সে প্রায় তাহার বাড়ীর নিকটে গোয়ালের কাছে তামাকের জমী করে। বারাসত অঞ্চলে যেখানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে তামাকুর চারা তৈয়ার করে, কার্ত্তিকমাসে চারা চারাইয়া বসায় এবং মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পূর্ব্বভারতে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। রঙ্গপুরের জমী ও আব্‌হাওয়া তামাকের পক্ষে অতি উপযুক্ত। রাজপুরুষেরা অনুমান করেন, আরও কিছুদিন পরে, এখানকার তামাকু আরও ভাল হইয়া বহুদেশে বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা করিবার ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ করা যাইতে পারে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার স্বয়ম্প্রস্তুত তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয়। ইহার চাষ এতদ্দেশে আজকাল অন্যান্য জেলায় ধান্য বা পাটের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর ৪০।৫০ জন মগ এদেশে আসিয়া এই সমস্ত তামাকু কিনিয়া লইয়া কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই ব্রহ্মে ও কলিকাতায় "বর্ম্মাচুরুট" প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রতি বিঘার গড়ে ৩।৪ মণ তামাকু উৎপন্ন হয় ও গড়ে ৬।৭ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। মগেরা ব্রহ্মে চুরুটের জন্য তামাক বাছিয়া লয়। খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়া তামাক ৭৲ টাকায় মণ দিয়াও তাহারা লইয়া যায়। এ দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকুর পাতা হাতীর কাণের ন্যায় দেখিতে হয় এবং "হাতীকাণ" নামেই বিখ্যাত। মগেরা এই তামাকই বেশী পছন্দ করে। কোচবিহারের তামাকও অতি উত্তম হয়। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় তামাক যাহা জন্মে, তাহা তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই লাগে। বারাসত, বনগাঁ ও রাণাঘাটে যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার কতকটা রপ্তানি হয়।

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গাইঘাটা থানার ৩।৪ মাইল দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে হিঙ্গলী নামক গ্রামে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশে "হিঙ্গলী" নামে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট। রাণাঘাট ও বারাসতের তামাকও হিঙ্গলী নামে চলিয়া যায়। আসল হিঙ্গলী গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্প। শুনা গিয়াছে, হিঙ্গলী গ্রামে ২।৩ বিঘা মাত্র জমীতে উহার চাষ হয়। হিঙ্গলী তামাক ৫ হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হয়।

বিহারে গঙ্গানদীর উত্তরকূলে তামাকের চাষ আছে। এখানে তিনপ্রকার তামাক উৎপন্ন হয়, দেশী বা বড়্‌কি, বিলাতী বা কলকতিয়া ও জেঠুয়া। জেঠুয়া তামাক পৌষ

মাঘে বুনে ও বর্ষাকালে পাতা কাটে। দ্বারভাঙ্গায় তামাকের চাষই বেশী। ত্রিহুত ও তাজপুরের তামাকই এ অঞ্চলে ভাল। এই তামাকের পাতা খুব বড় হয়। সম্ভবতঃ এই তামাকই কলিকাতা অঞ্চলে "মতিহারী তামাক" নামে খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রতি বিঘায় ৬।৭ মণ তামাক জন্মে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকের প্রতি মণের মূল্য ৫৲ টাকার বেশী হয় না। এই দিকের তামাকই নেপাল, গোরখপুর এবং রেলে ও নদীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থলে রপ্তানী হয়। কোন কোন জমীতে প্রথম ফসলে ২০ মণ ও দ্বিতীয় ফসলে ১৫ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে ৩।৪ বার ফসলও হয়। এখানে ত্রিহুতের মধ্যে পুষা নামক স্থানে একদল ইংরাজ কুঠিয়াল নীলকুঠির ন্যায় তামাকের কুঠি করিয়াছেন। তাঁহাদের চাষ বেশ ভাল হইতেছে।

আসামে তামাক খুব অল্প জন্মে, কিন্তু এখানকার মিশ্‌মি ও আবরজাতীয় স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই তামাকপ্রিয়। তাহাদিগকে প্রায় হুঁকা ছাড়া দেখা যায় না। বাঙ্গালা হইতে এদেশে তামাক আমদানী হয়। পার্ব্বত্যজাতিরা অল্প পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুকীরা হুঁকার কাঠ খাইয়া নেশা করিতে ভালবাসে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রায় ১২৩৮৮৪ বিঘা জমীতে তামাক উৎপন্ন হয়। ফরুখাবাদ ও বুলন্দসহরেই তামাক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও দুই কোথাও বা তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়।

প্রথম ফসল (শ্রাবণে চাষ আরম্ভ হয় বলিয়া) "শ্রাবণী" নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ফসল (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফসলকাটা হয় বলিয়া) "আষাঢ়ী" নামে খ্যাত। "শ্রাবণী" ফসল কাটা হইলে তাহার গোড়াগুলি যাহা ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইতে পর বৎসর বৈশাখমাসে আর এক ফসল পাওয়া যায়, তাহাকে 'রতুন্' ফসল বলে। "রতুন্" ফসল ভাল হয় না। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে ফসল গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া লয় ও আলাহাবাদের পূর্ব্বাঞ্চলে এক একটা করিয়া পাকাপাতা ভাঙ্গিয়া লয়। বিহারের পুষা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে তামাকের এক কুঠি হয়। তথায় যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ায় নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা তৎকালে ॥০ আনা সেরে বিক্রীত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে যত্নপূর্ব্বক ভারতীয় তামাকের চাষ হইলে তাহা আমেরিকার তামাক অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অযোধ্যা। এখানে প্রায় ৪০১২২ বিঘা জমীতে তামাকের চাষ হয়। সীতাপুর ও খেরীজেলায় তামাকের চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক।

পঞ্জাব। এখানে ১৮৫৬৯৮ বিঘায় তামাকের চাষ হয়। জালন্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলায় ইহার চাষ বেশী। এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেলায় তামাকের মধ্যে নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা কান্দাহারী বা কক্কর তামাকই বেশী পরিমাণে আবাদ হয়। লাহোরী কক্কর ও শিকারপুরী কক্কর বেশী খ্যাত। ইহার পাতা ক্ষুদ্র ও গোল। এতদ্ভিন্ন আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত তামাক এই অঞ্চলে জন্মে।

"বোগ্দাদী" তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া চাষীরা ইহার বীজই চাষ করিবার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ বোগ্দাদ্ হইতে সর্ব্বপ্রথমে ইহার বীজ এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছে।

নোকী।—ইহার পাতা বেশী লম্বা ও কোণাকার হয় বলিয়া ইহার নাম "নোকী"। ইহা দেশী ও "নোকী" ভেদে দুইপ্রকার।

সামলী।—ইহা লাহোর, অমৃতসহর ও শিয়ালকোটে জন্মে। ইহার কেবল পাতাই ব্যবহার হয়, ডাঁটা কোন কাজেই লাগে না।

পূর্ব্বী।—প্রথমে বাঙ্গালাদেশ হইতে এই জাতীয় তামাকের বীজ আনিয়া লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া ইহার নাম পূর্ব্বী। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ পড়ে। ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে ইহার ধূমও পান করে।

বেগুণী।—কুলিবেগুণের পাতার ন্যায় ইহার পাতা হয় বলিয়া ইহার নাম বেগুণী। ইহাই সে দেশের চলিত তামাক।

সুরাটী।—সুরাট হইতে বীজ আনিয়া ইহার প্রথম চাষ হয় বলিয়া ইহার নাম সুরাটী; ইহা তিক্ত ও কড়া। কর্ণাল জেলায় দেশী তামাক চাষের গুণে পাতার আকারানুসারে তিনপ্রকার জন্মে—বুগড়ী, সুরনালী, ও খজুরী। ডেরা ইস্মাইল খাঁ জেলায় দুই প্রকার তামাক জন্মে—সিন্ধার ও গারোবা। গারোবা অতি নিকৃষ্ট তামাক। কান্দাহারী তামাকের সহিত ইহা মিশাইয়া এখানকার লোকেরা গুড়ূক প্রস্তুত করে। গারোবা তামাকের বিশেষ একটা স্বাদ গন্ধ নাই।

সিন্ধু। খরিফ ফসলের পর এদেশে তামাকের চাষ হয়। তামাকের প্রথম ফসলকে নেইরী বলে। একমাস পরে দ্বিতীয় ফসল কাটে, ইহাকে বাউটী বা "বাজরা" বলে। শিকার-

পুরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সিক্কী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে।

টক—অম্ল ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। মিঠো—মিষ্ট আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিক্কী—অতি নিকৃষ্ট।

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে ইহাই ভ্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অম্বুরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, খেড়া ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া ও বেলগাম্ জেলায় আবাদী শস্যরূপে চাষ হয়। গুজরাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়। পারস্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাণ্ড প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে।

বরোচ জেলায় ঐ সকলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবোঁ দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক জন্মে, তন্মধ্যে কৃষ্ণা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেষোক্ত দুই প্রকার তামাকের চুরুট বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। মসলীপত্তনের তামাক নস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নস্য পৃথিবীময় প্রচলিত।

মান্দ্রাজেও হাভানা, মেরিলাণ্ড, ভার্জিনিয়া, মানিল্লা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক দ্বারা বর্ষে প্রায় এ জেলায় ৫½ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লণ্ডনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ত্তাবান 'তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেবনে ঠিক মেরিলাণ্ডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে গুড়ুক ও চুরুট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিংহল। কাণ্ডী, জাফনা, নেগাম্বো, চিল্ল ও মট্‌বা নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনার তামাক ত্রিবাঙ্কুড় প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্য। এ দেশের "সিরাজী" তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার মৃদুগন্ধ বড়ই সুখদ। ইহার ডাঁটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা খোরাসান প্রদেশেই বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে বাঙ্গালার 'খর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে নিকোটিয়ানা ফ্রুটিওকোণা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকাই প্রধান। এখান হইতে রুষরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল "বার্ডস্ আই" নামে যে সূত্রবৎ ছেদিত তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই তামাকই সেইরূপ সূত্রাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসমা প্রভৃতি স্থানে তামাক জন্মে। সাসমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাঁহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্ট বোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেণ্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এতদ্দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ভ্যালশা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। চনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার তামাকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হিঙ্গলী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ভ্যালসা তামাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে

হয়। ভুরস্থট পরগণায় একজাতীয় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা "ভুরস্থটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী. স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল্প পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "খর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালায় গুড়ুক, নস্য, সুখা বা দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। গুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গুড় ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ডবৎ করিলেই সামান্যতঃ গুড়ুক প্রস্তুত হয়। তারপর এই গুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা. অন্যান্য মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

গুড়ুকের মধ্যে খাম্বিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরব্বা, পাঁড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুস্কবাল (চন্দনের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসরা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনবর (সুমিষ্টফল বিশেষ) ও সোঁদালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সস্তা খামিরা শুষ্ক চন্দন, গুগ্‌গুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সস্তা খামিরা টাকায় ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটামাংসী, ছড়িলা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য মিশায়। লক্ষ্ণৌয়ে খামিরা শ্রেণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

গুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চনার, চণ্ডালগড়, গয়া প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুর, আনরপুর এই উভয় স্থানের গুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয়। ইহার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১।॰ টাকায় বিক্রীত হয়। হিঙ্গলীতে গুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "পিইনি" বলে। গুড়ুক খাইতে হইলে হুকা শটকা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

নস্য বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্ব্যাপ্ত। এই নস্য বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণ নস্য প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্য সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুড়ুক ও নস্য উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকী ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্য প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে গুড়ুক চলে না, নস্যই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিন্দুগণ হুঁকা কি তাহা জানে না। মুসলমানের হুঁকায় হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্য সেবন অতি আদরণীয়। য়িহুদী, আর্ম্মানি ও আরব বণিকেরা মসলিপত্তনের নস্য লইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে যায়। মসলিপত্তনের নস্য প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোক্তার নস্য করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরার্দ্ধ দুইবার লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে যখন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া শীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া চালিয়া দেয়। ছয় দিন ইহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পূরিয়া বিক্রয় করে।

চুরুট। ত্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কারখানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট বিদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট প্রস্তুত হয়। মানিল্লা, হাভানা, লঙ্কা ও যবদ্বীপের তামাকের চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুরুট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুখা বা দোক্তা।—পশ্চিমে সর্ব্বত্র সুখা, বিহারে খাইনী,

সুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিবাইয়া খায়।

সুখা।—তামাকপাতা চূণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গালে রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় ভিজিয়া ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশা হয়।

সুরতি।—তামাক, কস্তূরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পাণের সঙ্গে হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর সুরতি অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দারুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁয়া আরক মিশাইয়া পাণে খাইবার দোক্তা প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী স্ত্রীরা মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাণের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। প্রাচীনারা উপবাসের দিন "দোক্তাপোড়া" মুখে দিয়া উপবাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধুলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের ন্যায় ইহার চারাও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সার দেওয়া আবশ্যক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হুঁকার নলিচায় এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক সংক্রামকবিষঘ্ন।

হুঁকার জলে বিষফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুলা নষ্ট হয়। হুঁকার কাট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী ঘা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ রোগে নস্য, চূণ ও সুলতানী চাঁপাগাছের ছালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ লিথ বলেন, ধনুষ্টঙ্কারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্ দিলে উপকার হয়। অধিক নস্য ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, যকৃতের কার্য্যহ্রাস, পাকযন্ত্রের কার্য্যহানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় আক্ষেপও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ কমে। তামাকের ডাঁটা শিশুর গুহ্যদেশে দিলে মৃদু বিরেচন হয়। একশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও ব্যথা কমে, কিন্তু গামাথা ঘুরে ও বমি হয়। ষ্ট্রীকনাইন বিষে তামাক ভিজান জল প্রতিষেধের কার্য্য করে। চূণে তামাকপাতার গুঁড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উদ্গার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্ব্বণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্য গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্যগ্রহণে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন দ্রব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব (অল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার ক্রম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁয়াইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মরিয়া যায়। ভিনিগার বা সির্কায় এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়া ঈষৎ অম্ল জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূণ দিয়া চোঁয়াইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বায়ু ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে একটী ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখা ভোজীরা দোক্তার সহিত চূণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হুঁকার জল থাকে বলিয়া হুঁকায় তামাকু সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। শট্কার নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। চুরুট সেবনে এ সকল সুবিধা হয় না। নস্য প্রস্তুতকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটীরও অধিক লোকে তামাকসেবী।

গ্রাহী দ্রব্যের সেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত ও অবসাদ শূন্য হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে অল্পানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে তামাকসেবীর ফুসফুস্-যন্ত্র অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ উদ্ভিদ্ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামাম্ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়।

তামামী (আরবী) শেষ, সমাপ্তি।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি° ঠঞ্। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কৌতুক, রহস্য। ২ আমোদার্থ নাচ প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দমিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এই রূপে দমিলো 'তমিল' বা 'তমির' রূপ ধারণ করিয়াছে। † পূর্ব্ব নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দামিলো এবং তাহা হইতে তামির বা তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যে দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব্দ তামিল ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরমিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই তামিল দেশ তরপিনা (Tropina) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-ভূবৃত্তান্তমূলক পিটিঞ্জারের তালিকায় দমিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতে—

"ইতশ্চ বৃষভস্বামিসূনুর্দ্রবিড় ইত্যভূৎ।
যন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুশস্যভূঃ॥" (শত্রুঞ্জয় ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহু শস্যশালী দ্রবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় নামক জাতির বাস হেতু এই জনপদ দ্রবিড় বা দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে দ্রাবিড় জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনু ১০।৪৪)

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"
(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩)

আবার আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছান্ প্রস্রাবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।"
(আদি ১।১৭৫।৩)

এ দিকে জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র দ্রবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।
(শত্রুঞ্জয় ৭।২)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

"দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ।
ততো বিপাপ্মা দ্রবিড়েষু রাজন্ সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্॥"
(বন ১১৮।৪)

"অর্চ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।
তত্রাপি দ্রবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষিকৈরপি॥"(অশ্ব° ৮৩।১১)

কল্ড্ওয়েল্ সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিম্নে, পুলিকাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তামিল, তৈলঙ্গ, কণাড়ী, মলয়ালী, তুলূ, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কয় শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রসূচী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়া স্মৃতাঃ॥"
(বজ্রসূচী ২৫৬)

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [দ্রাবিড় দেখ।]

* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছেদ।

† খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং দ্রাবিড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi-mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার এদেশী রূপ 'দিমল' বা 'দিমর'।

পুরাবিদ্গণ তামিলদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা লইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্য্য-জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্‌ডওয়েল্ প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও তাহাদের রাজা ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাঁহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্ অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিত। টিন্, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় সহর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিতে জানিত, রং করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রই ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বহিয়াছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্য্য সংস্পর্শে আর্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে সেই অনার্য্যভাব এক কালে বিদূরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধা বিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপূজায় আসক্ত। তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও সুবিধা পাইলে ঘাড়ে চাপিয়া বসে। সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবনৃত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকর ছানা ও কেহ মুর্গীতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ সুরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দুঃস্বপ্নাদি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।



তামিল ছাত্র।

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝা আসে। তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও উর্দ্ধবাহুতে তাগাবদ্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় নাম হয় এবং তাঁহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা ঐ দ্রবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নির্গ্রন্থ ঋ দিগম্বর জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সময়ে দ্রাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও দ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত জৈনকীর্ত্তি প্রাচীন জৈন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্ অনুমান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "আন্ধ্রদ্রাবিড়" শব্দে যে দ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ সুন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্ম্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ-বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেহ না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র স্পর্শ করিলেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূদ্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্প সংখ্যক তামিলই ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়রের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় এক জন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বত্তেলুত্তু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কালে ফিনিকীয় বণিক-দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ) ও, ঐ এবং ঔ এই বারটী স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, র, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, য, ষ, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টী ব্যঞ্জন।

এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটীর, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, থ, দ, ধ এই চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন শ, ষ, স, হ, ং, ঃ এই কয়টী বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। কেবল ণ্ট, স্ত, ন্ন, শ্ম, ক্ক, চ্চ এইরূপ কএকটী এবং ট্ক, ট্প, র্ক, র্চ, র্প, য্য, ল্ল, ব্ব, ন্র এই কয়টী যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটী ব্যঞ্জনের যোগ কেবল র্ত্ত এবং র্দ্ধ। সংস্কৃতের ন্যায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায় কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিট্টিনন্।

য়ুরোপীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃত-মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রাম-চন্দ্রও এখানে বর্ত্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই-বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্ভিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্য প্রভৃতি ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শস্যাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং যাহা ভারত হইতেই য়ুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল ভাষায় দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটীর নাম শেন্ দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়ুন্

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টোগৈ' বা 'টুগৈ' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের অন্তর্বর্ত্তী অগস্ত্যাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে সুন্দরপাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাণ্ড্যরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ণ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বহুকাল দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য জৈনাচার্য্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এরূপ স্থলে তামিল-জৈন সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুবর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব্ব প্রধান। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিম্নশ্রেণীর পরিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদুষী ঔবেয়ার (আবিয়ার) তিরুবল্লুবরের ভগিনী। এই স্ত্রীরত্নের কবিতাও দ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কম্বনের তামিল রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। সুন্দর-পাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিষ্ণুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদ স্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোকাত্মক 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামাধুর্য্য কম্বনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তমিস্রা তমস্ততি রস্ত্যস্ত অণ্। ১ নরক বিশেষ। এই নরক সর্ব্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ° ৫।২৬ অ°)। তমিস্রায়া সাধ্য অণ্। ২ দ্বেষ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশধা" (সাংখ্যকা°)। [মোহ দেখ।] ৩ অবিদ্যাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহারই নাম তামিস্র। (ভাগ° টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-উণ্। স্তোতা, স্তুতিকারক। (নিঘণ্টু)

তাম্বলী (স্ত্রী) তাম্বুলী পৃষো° সাধুঃ। পাণ, তাম্বূল। "মুঞ্জকাশ তাম্বল্যা রসানাঃ।" (গোপথব্রা° ২।১০।৭)

তাম্বু (হিন্দী) বস্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ, তাঁবু।

তাম্বূল (ক্লী) তম-উলচ্ বুগাগমো দীর্ঘশ্চ (খজিপিঞ্জাদিভ্য উরো লচৌ। উণ্ ৪।৯০)। পর্ণ, পাণ।

তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটী তাম্বূলের নামান্তর।

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বূল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটী সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ অর্থ 'পাতা'। পাণ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	পাণ, তাম্বূলী।
বাঙ্গালা	...	...	পাণ।
বোম্বাই	...	...	পাণ, বিলিদেলে।
মহারাষ্ট্রী	...	...	বিড়েচা-পাণ।
গুজরাটী	...	...	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	...	...	বেত্তিলাই।
তেলগু	...	...	তমালপাকু, নাগবল্লী।
কণাড়ী	...	...	বিলেদেলে।

মলয়	বেত্তা, বেত্তিলা।
ব্রহ্ম	কুনিয়োই, কানিনেত্‌।
সিংহল	বলাত।
আরব	তান্‌বোল।
পারস্ত	বর্গে তাঁবোল, তাম্বোল।

পাণ উষ্ণদেশে সাঁত সেঁতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন যবদ্বীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট্ চওড়া নালা কাটিয়া আল বাঁধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুক্‌রা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখানি টুক্‌রা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে পলি তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ভাঙ্গা চলে।

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি জন্মে (১০০টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা) ২৫ কত্তুসে ১ পালাগি ৮০ পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, ৵০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০৲ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মান্দ্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর বেশী, সুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে যাহারা পাণ চাষ করে, তাহারা 'বরে' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও "পাণ কাটাওা"ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিয়া চতুর্দ্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্য ও জড়াইয়া উঠিবার জন্য বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে সকলে কয়েক-খানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সুশীতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের ন্যায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্ত্তে এখানে 'সাওরা' বা জয়ন্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পাল্‌তে মাদারের খুঁটা দিয়া বেড়া দেয়। জয়ন্তীগাছ মরিয়া গেলে কুঁন্দর বা গুগ্‌গুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহারা বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্‌লী বা তাম্বূলী জাতি হইতে পৃথক্ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্দ্ধমানে ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্পূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১।৹ ফুট্ গভীর করিয়া কোদ্‌লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঁচা করিয়া দিতে হয়। নূতন বরজে পুকুরের পাঁক দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাখারি বা পাকাটির গোঁজ পুতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুতিয়া দেয়, গোজগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বরজের চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বাঁধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁশের খোঁটা থাকে। গোঁজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ২৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্‌না সাম্‌নি দুটী গোঁজের মাথা টানিয়া একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট্ লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রোপণকার্য্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গোঁজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়; পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা ঘুরাইয়া নিম্নমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে। বাটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালা বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির গুঁড়া, সর্ষপের খোল প্রভৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টী পীড়া বা দোষ হয়—

১। ভুতেধরা—পাণের পাতায় কাল কাল দাগ ধরে। এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।

২। বোঁট আঙ্গারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া যায়।

৩। নোনালাগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া জ্বালনেলে হইয়া পড়ে।

৪। তসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিত্তিগাব্‌রি—পাতার ধারি কোঁক্‌ড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে।

৬। আঙারী (অঙ্গারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার গাঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। যে লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গান্দি (গাঁদি)—লতায় গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেঁয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়।

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উড়িষ্যায় প্রতি বিঘায় প্রতি বৎসরে খরচ খরচা বাদে ২০০৲ হইতে ৩৫০৲ পর্য্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আহ্মদনগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমাল্য বলে। কূপের জলে চাষ হয়। ধারবারের পাণ আবাদের বস্তু। ইহা খোলা জমীতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাণাড়ায় পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট্ বা দেড় ফুট্ গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পোষ মাঘে ঐ গর্ত্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্ত্তে চারিটী করিয়া পুতিয়া দেয় ও গজাইলে গোঁজের গায়ে বাঁধিয়া দেয়। প্রায় অর্দ্ধ পোয়া সর্ষপের খোল প্রতি গর্ত্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে ইহার বাঁধন খুলিয়া মাটিতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাঁস মাটি চাপা দেয়। তখন লতায় প্রতি গাঁটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বর্দ্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচায় তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ব্রহ্মদেশ।—করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্য তরুর মূলে পাণ চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া ফেলা। পাণ লতা শুঁড়ি বাহিয়া লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ গাছে উঠা বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই "কড়ি" পাণের নামকরণ হইয়াছে। "মঘাই" নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার অতি সুস্বাদু পাণ আছে।

বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত দুর্গন্ধমল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তূরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্ম্মলত্বজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাম্বূল চর্ব্বণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমাপহারক, মুখের নির্ম্মলতা ও সৌগন্ধজনক, কান্তিজনক, অঙ্গসৌষ্ঠবকারক, হনু ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন তাম্বূল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফকারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বূলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল তাম্বূল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফনাশক।

পুরাতন তাম্বূল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক ; অন্যান্য তাম্বূল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্ম্মল ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূণ মিশাইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বূলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, এই জন্য তাম্বূলের অগ্রভাগ মূলভাগ এবং মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

তাম্বূলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পাপসঞ্চয়, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ুর হ্রাস এবং তাম্বূলের শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিলে প্রথমে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাম্বূলের তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতিশয় তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাম্বূল ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও বল হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্ব্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মূর্চ্ছারোগ, মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে আক্রান্ত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী ইহাদিগের তাম্বূল ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বূল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ।
(ব্রহ্মবৈ°)

গুবাক ব্যতীত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুবাক ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গমন না করেন, ততদিন চাণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"বিনাপর্ণং মুখে দত্ত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন গচ্ছতি॥" (কর্ম্মলোচন)

আচমন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী। নানাবিধ ঔষধের অনুপান স্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, ধারক ও উত্তেজক। ইহা সেবনে নিশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কার হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোঁটা শিশুদিগের গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাইয়া রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গাল গলা ফুলিলে পাণ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুনকারোগে স্তনে বাঁধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাণ বাঁধিয়া রাখিলে ঘা দূষিত হয় না ও উপকার হয়। পাণের সহিত চূণ, সুপারি, খদির ও অন্যান্য মশলা মিশাইয়া খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থনাকালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্তুককে

দেওয়া হয়। নিত্য আহারের পরেও প্রায় সকলেই পাণ চিবায়। ইহাতে পরিপাকের সাহায্য করে। অম্লরোগীর পক্ষে বেশী তাম্বূল ব্যবহার উপকারী। পাণের রস গরম করিয়া কাণে দিলে কাণের পুঁজ, চোখে দিলে নানাবিধ চক্ষুরোগ এবং মধুর সহিত খাওয়াইলে শিশুদিগের বসা কাশী ভাল হয়। হিষ্টিরিয়ায় দুগ্ধের সহিত পাণের রস সেবনে উপকার হয়। ইহার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। পাণের শিকড় বাটিয়া খাইলে স্ত্রীগণের গর্ভগ্রহণক্ষমতা জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাস-শিকড় পাণের রসে বাটিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হীরকচুর্ণ ঔষধার্থে শোধিত করেন। পাণের ফল মধুর সহিত খাইলে কাশী আরোগ্য হয়। লোণাদেশে পাণের ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

টাট্‌কা পাণপাতা জলে চোঁয়াইলে ঈষৎ পীতবর্ণ দুই প্রকার তৈল জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাপেক্ষা গুরু ও অপর প্রকার লঘু। উভয়েই পাণের গন্ধ আছে।

ইথরের সহিত পাণের পাতা দ্রব করিলে আরাকিন নামে একপ্রকার ক্ষার পাওয়া যায়, ইহা হইতে কোকেনের ন্যায় লবণ উৎপাদন করা যায়।

২ ক্রমুক। (মেদিনী)

তাম্বূলকরঙ্ক (পুং) তাম্বূলস্ত করঙ্কঃ ৬তৎ। তাম্বূলপাত্র, পাণের বাটা। পর্য্যায় স্থগী। (হেম°) পানের ডিবা।

তাম্বূলদ (ত্রি) তাম্বূলং দদাতি দ-ক। তাম্বূলদাতা, পর্য্যায় বাগুগুলিক, রাজাদিগের তাম্বূল প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য।

তাম্বূলদায়ক (পুং) তাম্বূল-দা ণ্বুল্। তাম্বূলদাতা, তাম্বূল-প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য।

তাম্বূলধর (পুং) তাম্বূল লইয়া যে ভৃত্য দাঁড়াইয়া থাকে।

তাম্বূলপত্র (পুং) তাম্বূলমিব পত্রমস্ত। ১ পিণ্ডালু. চুবড়ী-আলু। (ক্লী) ২ পাণ।

তাম্বূলপাত্র (ক্লী) তাম্বূলস্ত পাত্রং ৬তৎ। তাম্বূলকরঙ্ক, পাণের বাটা।

তাম্বূলপেটিকা (স্ত্রী) তাম্বূলস্ত পেটিকা ৬তৎ। তাম্বূল-করঙ্ক, তাম্বূলাধার।

তাম্বূলরাগ (পুং°) তাম্বূলকৃতো রাগঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ পাণের পিচ্। তাম্বূলস্ত রাগইব রাগো রক্ততা যস্ত। ২ মসুর।

তাম্বূলবল্লিকা (স্ত্রী) তাম্বূল, পাণের গাছ। (শব্দর°)

তাম্বূলবল্লী (স্ত্রী) তাম্বূললতা, পাণের গাছ। পর্য্যায়—তাম্বূলী, নাগবল্লিকা, বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগ-লতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বূলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, তাম্বূলি, দিবাভীষ্টা, নাগিনী, নাগবল্লরী। (ভাবপ্র°)

তাম্বূলবাহক (পুং) রাজভৃত্যবিশেষ।

তাম্বূলাধিকার (পুং) যে রাজকর্ম্মচারীর উপর তাম্বূল যোগাইবার ভার থাকে।

তাম্বূলিক (ত্রি) তাম্বূলং তদ্রচনং শিল্পমস্ত তাম্বূল-ঠন্। ১ তাম্বূল রচনাধিকৃত, তাম্বূলবিক্রেতা। ২ তামলীজাতি।

তাম্বূলিন্ (ত্রি) তাম্বূলং পণ্যতয়া অস্ত্যস্ত ইনি। ১ তাম্বূল-বিক্রেতা। ২ তাম্লীজাতি। [তাম্বূলী দেখ।]

তাম্বূলী (স্ত্রী) তাম্বূল-গৌরাং ঙীষ্। ১ তাম্বূলবল্লী, পাণগাছ।

তাম্বূলী, সাধারণতঃ তাম্লী বা তামুলী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে। ইহারা মূলতঃ তাম্বূল-ব্যবসায়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। এই জাতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী-মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

বেহারের তাম্বূলিদিগের গোত্রভেদ নাই। আবহমান কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। "ধিয়া-নিয়া" সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধ্যে ও "দেয়াড়ি" সম্পর্ক ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণগোত্র ধরিয়া ইহাদের নানা বিভাগ আছে। কুলমানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিণ্ড বা সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় হইলে বিবাহে বাধা নাই।

বাঙ্গালার তাম্বূলীরা পাঁচটী থাকে বিভক্ত—সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী ও বর্দ্ধমানী। সপ্তগ্রামীরা বলে তাহারা উত্তরভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দ শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহাদের কোন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের আদিইতিহাস ঐ রূপই বর্ণনা করে। ইহারা বাঙ্গালায় সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সম্মান নাই। বিয়াল্লিশ-গ্রামী থাকের ষষ্ঠীবর সিংহ বর্দ্ধমানী থাকের শ্রীমন্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায় পিতাকর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন এবং শ্বশুরের সহিত হুগলী জেলায় বৈচিতে আসিয়া বাস করেন। ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্ত্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে নিকটবর্ত্তী চৌদ্দখানির গ্রামের তাম্লীদিগকে স্বশ্রেণীতে আনিয়া এই থাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও

কতক পাওয়া যায়। বৈচিতে এক দেবমন্দিরে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যষ্ঠীবরের পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্ত্তন আরও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বর্দ্ধমানী থাক চৌদ্দগ্রামীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে ও বর্দ্ধমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্টগ্রামীরা বলে যে পূর্ব্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্যই তাহারা মানে অন্য থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে কয় থাকে কাশ্যপ, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও ব্যাসগোত্র আছে।

বিহারী তাম্‌লীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ আদি বাসস্থান-ভেদে কয়টী শ্রেণী আছে—মগহিয়া, ত্রিহুতীয়া, কনৌজীয়া, ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সূর্য্যদ্বিজ।

বাঙ্গালায় তাম্‌লীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পান্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, খিলিওয়ালা, নাগবংশী ও পৈটি উপাধি আছে।

বিবাহ।—ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, কন্যাপণ আছে। বংশমর্য্যাদানুসারে কন্যাপণের বেশীকমী হয়। হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহারা নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু বিধবারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবার ন্যায় আচার রক্ষা করে। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা-বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই প্রশংসাজনক। ইহা 'সাগাই' বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পঞ্চায়তের অনুমত্যনুসারে স্ত্রীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী তাম্বূলীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বতন্ত্র বা পতিত নহে; ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রদেবতা চন্দ্র-সূর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য-দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কলা ও দধি দিয়া তাঁহাদের পূজা হয়। অন্যান্য শ্রমজীবী বণিকজাতির ন্যায় তাম্বূলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্ম্মাপূজায় যন্ত্রপূজার ন্যায় বৈশাখী পূর্ণিমায় চূণের ভাঁড়, পাণ, জাঁতি ও কাটারি পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অশৌচ ৩০ দিন।

তাম্বূলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর-ভারতে এখনও তাহাই আছে, কিন্তু বাঙ্গালার তাম্‌লীরা প্রায় জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী, শস্যব্যবসায় ও চূণ বিক্রয় করিতেছে। অনেকে কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাঙ্গল ধরে না। সৎশূদ্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা স্মার্ত্তবিধি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বা তাম্বূলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে তাম্বূলী সৎশূদ্র, কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাম্বূলীরা জলাচরণীয় নহে। ইহারা পাঙ্গাস্, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি শল্কহীন মৎস্য খায় না।

পুণার তাম্বূলীরা পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও আহ্মদনগর হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কুণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় উপাধি প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। ইহারা খদির, সুপারি, পাণ ও তাম্বূল বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কুণবী, অরঙ্গজেবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুস্থানীতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা মহা-রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বূলের ব্যবসায় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাম্বূলীরা ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মদ্যপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তাম্বূলী হানিফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান ও সর্ব্বত্র এক আচারান্বিত। মুসলমান তাম্বূলীরা তাম্বূল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাঁধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে।

তাম্র (ক্লী) তম্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে তম-রক্ দীর্ঘশ্চ (অমিতম্যা-দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬) ১ তৈজস ধাতুভেদ, তাঁবা। পর্য্যায়—তাম্রক, শুল্ব, ম্লেচ্ছমুখ, দ্ব্যষ্ট, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, দ্বিষ্ট, উদম্বর, উদুম্বর, উড়ুম্বর, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবি-প্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিত্তল, অর্ক, সূর্য্যাঙ্গ ও লোহিতায়স। (শব্দরত্না°)

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী	তাঁবা, তামা।
গুজরাটী	তাম্বা, ত্রাম্বু।
কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রীয়	তাম্র।
তামিল	শেঁবু, সেম্বু।
তেলগু, মলয়	রাগি, তাম্রমু, শেন্বা।

ভোট	জঙ্গস্। নীলঠোকর।
পঞ্জাবী	নীল টুসিয়া।
আরবী	নোহস্।
পারসী, তুর্কী	মিস্।
ব্রহ্ম	কেয়ানি।
চীন	চিটুং, টুং, চিকিন।
দিনেমার	কোবার।
ফরাসী (ফ্রান্স)	কুইভার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড) সুইডেন	কোপার।
জর্ম্মণী	কুপার।
ইটালী	রামে।
লাটিন	কিউপ্রাম।
পোলণ্ড	মিয়েজ।
পর্ত্তুগীজ, স্পেন	কেমবার।
রুষ	ক্রীন্‌সনয়জেড্‌ জেড়।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহাসুর তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অসুর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণুভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিষ্ণুচক্র দ্বারা নিহত করেন, ঐ অসুর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাম্র, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়। * (বরাহপুং)

মতান্তরে কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাম্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। †

তাম্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাম্রের আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্য কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগুণ্ডা নামক স্থানে তামার আকর দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্ব্বে যে খনন কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজাধিকৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাউন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের ন্যায় দুর্দ্দশা হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের মধ্যে যোংগড়ি নামক স্থানের আকরে একটী খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিমদুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মান্দ্রাজে কর্নুল ও নেল্লূর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্ব্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে তাম্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেল্লূর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকরের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য ইংরাজেরাও অনুমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অক্‌সাইড্‌, এক প্রকার সাল্‌ফিউরেট, এক প্রকার সাল্‌ফেট, কার্ব্বনেট, আর্সেনেট ও ফস্ফেট অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্‌ফিউরেট তামার আকর আছে। আজমীরে কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। এখানকার লোহ-আকরেও কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। নেল্লূর ও অঙ্গুলে সিলিকেট তামার আকর আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও তামার আকর আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইটস্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঙ্গ্‌ড়া জেলায় কুলূর নিকট মণিকর্ণ ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্ নামক তামা ও স্পিতি হইতে নীলবর্ণের কার্ব্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তামা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলে না। কুমাউন,

* "তদেব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌপ্রাপ্তোঽপি মাং ভাগবতপ্রধানঃ।
তাম্রন্তু তন্মাংসমসৃক্সুবর্ণং অস্থীনি রূপ্যং বহুধাতবশ্চ॥"

† "শুক্রং যৎকার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গাড়োবাল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য্য চালায়। কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, প্রিন্সলপাণি, মার্বুগেট্টি, কেরাই, বেলায়সিয়া, রোই, টৌমাকেটি, দোবিরি এবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈদ্যনাথের নিকট দেওঘরেও তামার আকর দেখা যায়। ২ ফিট্ খুঁড়িয়াই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুল্লানামক স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্ব্বত্য-প্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই তামার সহস্রগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে তামার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩খানি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেঙ্কটগিরি, নেল্লূর ও বঙ্গপাড়ুতে তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণুলের ২০ মাইল পূর্ব্বে গুগ্নি-গ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মার্গুই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসর-বর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঞ্জন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অষ্টিরান্, সলবিন্ ও চেহুবাদ্বীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাজ্যে, কোলেন, মাইয়ো ও সগৈং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সগৈং নামক স্থানে পূর্ব্বে চীনেরা খনি চালাইত। ভামো-উরা নদীতীরে মউন-স্তং, টুংগু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে তামার আকর আছে।

সুমাত্রা ও সিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুর দ্বীপেও তামা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা দুই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব প্রভৃতির ঢাকন, বাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তুত হয়। নূতন অবস্থায় ইহা প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে জানস্কর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে তামা-তেই অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রিয়াম্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউ-প্রাম্ (কুপ্রাম্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্সাইড, ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, ফস্ফেট, সাল্ফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ তৃণা-দিতে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্র-জলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়দা, খড়, শুষ্ক ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সত্তা আছে, যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রে তামার সত্তা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার তামা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখণ্ড তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণব্যত্যয় দেখা যায়; এই সকল তামাই সাল্ফাইড অবস্থাপন্ন।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সাল্‌ফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকারে শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস্ বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪·৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রস্তুত হয়।

৪। ফহ্‌ল্ ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসাল্‌ফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; শতকরা ৩০।৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। পারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুর্ণোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলি-দেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোল্লা—(Chrysocolla) উক্তদেশে তাম্র খনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই দুই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তাড়িত পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরিত হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রো মিউরেটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামার জ্বালাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ।], মুন্জের ধাতু (Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেয়িক স্বর্ণ (Mosaic gold), মানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold) নকল ব্রেঞ্জ (Immitation bronze), সিমিলর (Similor) টম্বাক্ (Tombac), কাঁসা (Bell-metal.)

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১·৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ০°০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯·০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়া ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে তারও অতি সূক্ষ্ম হয়; ০·০৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে ৩০২'২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। সাঁতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত। তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এই জন্য টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত ⅓ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। প্লিনি বলেন এই ধাতুতে পূর্ব্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কাংস্যখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। আজিও পূজাবিবাহ প্রভৃতিতে কাংস্য ধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুঞ্জ সাহেবকে ইহার পেটেণ্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া ঢালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত দস্তা, টিন

ও সিসা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা ব্রোঞ্জ-ধাতুর ন্যায় রঙ্গের কলাই করা চলে। ৮৫·৫ ভাগ তামা ও ১১·৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুতে বাটালি কাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্যকে খুব ঘুঁটিতে হয়, ঘুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্ত্তন হইতে হইতে দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪·৫ ভাগ তামা ও ১৫·৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ন্যায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে, ইহার তারও খুব বড় সূক্ষ্ম ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই দুই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়। ভাগ তারতম্যে ৪ ভাগ টিন, ৬৬ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৯। কাঁস্য—(Bell-metal or bronze) [কাংস্য দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটিয়া $\frac{1}{২৫০০০}$ ইঞ্চি পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পাতকে "ওলন্দাজী ধাতু" (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জরং ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিষেধ আছে, কিন্তু মুসলমানেরা ঝারিবৎ তামার "বদনা" নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেকৃচি, শানক, বাটী প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাখিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও অব-ধৌতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং যাহা আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লোহ বা সিসা মিলিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ বা শুক্লবর্ণ এবং আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লোহ ও সিস মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তাম্রের শোধনবিধি।—তাম্রের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা জলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলত্থ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষায়ও অনিষ্টকারী, কারণ বিষে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিষ।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অম্লে ভিজাইয়া খলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া খল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অম্লদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃতি করিবে এবং স্বরস (আর্দ্র্ক), হিঞ্চা বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপরি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকাদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শরা দিয়া ঢাকা দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও শরার সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটীকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন, বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ কখন জন্মায় না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্লরস, কটু-বিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ বৃংহণ এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক।

অসম্যক্ মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। এই জন্য তাম্র শোধন করা আবশ্যক।

তাম্রশোধন। লবণ ও আকন্দদুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্র-শোধন হয়।

মতান্তরে। গোমূত্রে তাম্রপত্র দিয়া অতিশয় অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর কাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়।

তাম্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত পারদ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। জম্বীর নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে তাম্র পাক হয়।

অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জম্বীর নেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সিজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার বার পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, দুগ্ধ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে দুই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়।

তাম্র উষ্ণ, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল, আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

তাম্র অম্লযোগে শুচি হয় "তাম্রমম্লেন শুদ্ধতি" (মনু)। তাম্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজা প্রভৃতিতে তাম্র পাত্র প্রশস্ত, দেবপূজায় তাম্রনির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা॥" (ভারত ২।৩১।৬৫)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দানব ইন্দ্র যমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর হস্তে নিহত হয়। (দেবীভা° ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (ক্লী) তাম্র-স্বার্থে কন্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্ব্বাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণৌ কর্ণৌ যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পশ্চিমদিক্ হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অঞ্জনা। (অমর)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রং করোতি তাম্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং নির্ম্মাতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক, শৌম্বিক, তাম্রকুট্টক। (শব্দর°) এই জাতির বিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ॥"

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। এই তাম্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং এই জাতি বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর একমতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তাম্রের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [কংসকার দেখ।]

তাম্রকিলি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট্ট (পুং স্ত্রী) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-অণ্। তাম্রকার। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুট্টক (পুং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-ণ্বুল্। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ-ড, তাম্রময়ং কুণ্ডং। তাম্রময় জলাধার পাত্রভেদ, দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা হইয়া থাকে।

"শাশ্বতঃ উপচারাৎ তাম্রকুণ্ডং।" (উজ্জ্বল)

তাম্রকূট (পুং স্ত্রী) তাম্রস্য কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তারিকা তরিতা তথা।
ইত্যষ্টৌ সিদ্ধিদ্রব্যাণি যথা সূর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণবত°)

তন্ত্রের মতে সম্বিদা, কালকূট, তাম্রকূট, ধুস্তুর, অহিফেন, খর্জ্জুররস, তারিকা, তরিতা এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য।

তাম্রক্রিমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ ক্রিমিঃ কীটঃ মধ্যলো°। ইন্দ্রগোপ-কীট। (হারা°)

তাম্রগর্ভ (ক্লী) তাম্রং গর্ভ-ইব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। তুথ, তুঁতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুথ দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুষী যস্য বহুব্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যস্য বহুব্রী। ১ কুক্কুট, কুকড়া, তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া "কুকু কুকু" শব্দ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চন্দ্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮৬।৩৪) [কুক্কুট দেখ।]

২ কুকুরদ্রুম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। (স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"সুভগা লম্বিনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী" (ভারতস° ৪৭ অঃ)

(ত্রি) ৪ রক্ত শিখাযুক্ত।

তাম্রচূড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ।

তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রতনু (ত্রি) তাম্রের ন্যায় শরীরবর্ণ।

তাম্রতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্ অনেকটা তামার মত।

তাম্রত্রপুজ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য, কাঁসা। [কাংস্য দেখ।]

তাম্রত্ব (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ত্ব। তাম্রের ভাব। রক্তবর্ণ।

তাম্রদুগ্ধা (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং দুগ্ধং ক্ষীরং রসো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি°)

তাম্রদ্রু (পুং) রক্তচন্দন।

তাম্রদ্বীপ (পুং ক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব দক্ষিণদিক্ বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপর্ণী।

"দ্বীপতাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা।
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ॥"
(ভারতস° ৩০ অ°)

তাম্রধাতু (পুং) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রধূম্র (ত্রি) কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল।

তাম্রধ্বজ (পুং) রত্নুনগরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন। [তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ।]

তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ। (হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র।

তাম্রপট্ট (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতঃ পট্টঃ মধ্যালো° কর্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন। পুরাকালে ধর্ম্মবিদ্ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্য কোনও রাজা ঐ ভূমির করাদি লইতেন না। ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক।* ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে।

তাম্রপত্র (পুং) তাম্রং রক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ জীবশাক। ২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্ম্মধা। ৩ তাম্রময় লেখনপত্র। ৪ রক্তদল নবপল্লব।

তাম্রপত্রক (পুং) [তাম্রপত্র দেখ।]

তাম্রপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane)। [সিংহল দেখ।]

তাম্রপর্ণী, মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম "পরুনৈ"। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে শর্ম্মদেবী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে পালমকোটা পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইহার মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯৫০০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী এনিকাট আছে; সাতটী হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭·৪০ ফিট্ উচ্চ। কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত এরূপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১½ ফিট্ জল জমিতে দেখা গিয়াছে। ইহার তীরে কোলকাই নামক একটী স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর বলিয়া জানা যায়। এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল বা সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে আছে। মার্কপোলো এই কয়ালকেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে 'দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী (তাম্রপর্ণী) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল'।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

* "দত্ত্বাভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতং।
অভিলেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলায় ঘাটপ্রভা নদীতে সিদ্ধিহল নামকস্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী দক্ষিণ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্ব্বগড়ের নিকট মল্লপ্রভা শিখরে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটী নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যস্য বহুব্রী। অশোক-বৃক্ষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্র°)

তাম্রপাকিন্ (পুং) পচ্যতে ইতি পাকঃ পচ্-ঘঞ্, তাম্রঃ রক্ত-বর্ণঃ পাকঃ পরিণতি রস্যাস্ত ইতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধি-ভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কর্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়।

"নারিকেলজলং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা॥" (স্মৃতিসাগর)

তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখা প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দুষ-ণীয়, কিন্তু দ্রব্যান্তরযুক্ত মাংস ও ঘৃতযুক্ত দধি দুষণীয় নহে। তাম্রের পাত্র প্রশস্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

"জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতং।" (ভাবপ্র°)

২ তাম্রশাসন, যে তাম্রপট্টে লিখিয়া রাজা ভূম্যাদি দান করেন।

"তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥"
(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (স্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। রক্তকাঞ্চন-পুষ্পবৃক্ষ, পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, স্বন্তক, স্পল্লকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভুঁইচাঁপা। (ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (ক্লী) তাম্রং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপি অতইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্পী (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ধাতকীপুষ্প, ধাঁইফুল, পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। (ভাবপ্র°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।] ৩শ্যামাত্রিবৎ।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৮ তোলা পরিমিত তাম্র পাত্রে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে আকন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটায় তিন বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্য রত্না° ভগন্দরাধিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং-রক্তবর্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং ফলং কর্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ।] তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যস্য বহুব্রী। অরুণবদন, যাহাদের মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূলা (স্ত্রী) তাম্রং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী অজাদেরাকৃতিগণত্বাৎ টাপ্। ১ দুরালভা। ২ লজ্জালু, লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় খিরাই। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং মূলং কর্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমৃগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মৃগঃ কর্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্য যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে ঐ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মাষা দিবে, তাহার পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টকবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় তাম্রপাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে ঢাকা দিতে হইবে এবং কাই বা লেই করিয়া তাম্রপাত মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন উহা ভেদ করিয়া নিম্নে বালুকা প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে। তদুপরি বালুকা দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জ্বাল প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকাগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে এবং নিম্নস্থ তাম্রপাত ও কজ্জলী প্রভৃতি তুলিয়া একত্র খলে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ পেষিত চূর্ণ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত দ্রব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এই তাম্রযোগ গ্রহণী-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার)

তাম্ররসায়নী (স্ত্রী) তাম্ররসস্য রক্তনির্যাসস্য অয়নী ৬তৎ। গোরক্ষদুগ্ধ। (জটাধর)

তাম্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব্ব (৯।৫৬), হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অথর্ব্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দরত্নাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টী পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত, বেলাকূল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ।

জৈমিনিভারতে রত্নগর এবং বঙ্গকবি কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্ত্তমান নাম তমো-লুক, তম্লুক বা তাম্লুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামলিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাথবংশকার তামলিত্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্দই সংস্কৃত তাম্রলিপ্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগস্থেনিস্ গঙ্গার পরপারে তালক্তি (Taluctæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডল্ সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি-নির্দ্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধান্যবান্ হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিঙ্গের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বিলাপ করিয়া-ছিলেন†। দাথবংশে লিখিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে জলযানে উঠিয়া বুদ্ধদন্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন।‡ তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছিল §।

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তদেশযক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো গাবো যত্র চ ভূরিশঃ॥"

ভাগীরথীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ, যেখানে অনেক গোরু আছে।

* Indian Antiquary Vol VI p. 339n

* "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতোহি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ। ৫৬
অরুণাখ্য সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ।" ৫৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

‡ S Beal's Fa Hian.

§ Beal's Records of the Western World.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্ত চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্ত নিবাসভূঃ॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানগ্রাঃ সমীপতঃ॥"

মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

দিগ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর সমদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমলুক শব্দে বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষদ্ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা"

ভারত আদি ১৮৬।৩১।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশুরামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। *

সভাপর্ব্বের মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপ° ২৯ অঃ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শকাঃ কিরাতাদরদাবর্ব্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥" (দ্রোণপ° ১১৯।১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

* "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥" (ভারত দ্রোণ ৭০।১১।)

যাস্থদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের-রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য-সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১)

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, এই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপ-নারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্ত্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

'তমোলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জ্জুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা প্রীতিকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।' (২)

এখানকার জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্রলিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশজোষা শাসন করিতেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢ্যগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন, 'তুই নির্ব্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিপ্তের মধ্যে মধ্যে শস্যশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, শ্লীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন কেহ আর এখানে সুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।' (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৯৭। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এখন কেবল তাঁহার মূর্ত্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্ত্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই জন্য দিগ্বিজয়প্রকাশে তাম্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

(১) জৈমিনিভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশীদাসী মহাভারতেও এই গল্পটী আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই।

(২) "তমোলিপ্তাং পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে।
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্মা যথাত্যাজ্যং তথা মম।
তমোলিপ্তং নহি ত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতম্।
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন।"

(৩) "কলের্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশোহি নির্বংশো ভবিষ্যতি তদা খলু।
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা॥"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

"প্রায়ো ভানকবিপ্রাশ্চ বভূবুঃ পতিতাঃ দ্বিজাঃ।
কৈবর্ত্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা॥"

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে ম্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা তথাকার বাদশাহী পঞ্জী দৃষ্টে জানা যায়।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান রাজবংশের পুত্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিদ্যাধর রায়।	২১ কৌশিকনারায়ণ রায়।
২ নীলকণ্ঠ রায়।	২২ অজিতনারায়ণ রায়।
৩ জগদীশ রায়।	২৩ কৃষ্ণকিশোর রায়।
৪ চন্দ্রশেখর রায়।	২৪ চন্দ্রার্ক রায়।
৫ বীরকিশোর রায়।	২৫ মৌঞ্জীকিশোর রায়।
৬ গোবিন্দদেব রায়।	২৬ ইন্দ্রমণি রায়।
৭ যাদবেন্দ্র রায়।	২৭ সুধন্বা রায়।
৮ হরিদেব রায়।	২৮ মৃগয়াদেবী। (সুধন্বার ভগিনী ও কুমার জমিন্‌ভঞ্জ রায়ের স্ত্রী।)
৯ বিশ্বেশ্বর রায়।	
১০ নৃসিংহ রায়।	
১১ শম্ভুচন্দ্র রায়।	২৯ ভানুরায়। (মৃগয়ার পুত্র)
১২ দীপচন্দ্র রায়।	৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
১৩ দিব্যসিংহ রায়।	৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও রাজা নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী)
১৪ বীরভদ্র রায়।	
১৫ লক্ষ্মণসেন রায়।	৩২ কালুভূঁঞা রায়।
১৬ রামচন্দ্র রায়।	৩৩ ধাঙ্গড়ভূঁঞা রায়।
১৭ পদ্মলোচন রায়।	৩৪ মুরারিভূঁঞা রায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।	৩৫ হরবাবভূঁঞা রায়।
১৯ গোলোকনারায়ণ রায়।	৩৬ ভাঙ্গড়ভূঁঞা রায়।
২০ বলিনারায়ণ রায়।	(১৩২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ভাঙ্গড়ভূঁঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ খিত্তাই রায়	১৩২৬—১৩৭০।
৩৮ জগন্নাথভূঁঞা রায়	১৩৭১—১৪১৩।
৩৯ যদুনাথভূঁঞা রায়	১৪১৪—১৪৪২।
৪০ রামভূঁঞা রায় *	১৪৪৩—১৪৮১।

* ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্তের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, তৎপরে শ্যাম, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাদাস। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিলোচন।০, জ্যেষ্ঠ কেশব ৵০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক /১০ পাই করিয়া অংশ পাইলেন।

৪১ শ্রীমন্তরায়	(রাজ্যশক)	১৪৮২—১৫৩৪।
৪২ ত্রিলোচন রায়		
৪৩ হরিরায়		নাগাদ ১৫৭০।
৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ॥/১০		১৫৭১—১৬১৯।
৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুত্র।৵১০		
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ॥/১০		১৬১৯—১৬৫৫।
৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) ।৵১০		
কৃপানারায়ণ, কমলনারায়ণ	(নরনারায়ণের দুই স্ত্রীর পুত্র)	১৬৫৬—১৬৮০।

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মস্‌নদী মহম্মদ খাঁর অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর হাতার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারা কর না দেওয়া জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অর্দ্ধাংশ সুলতানগাছার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিষাদলের রাজা লইয়া এখন দখল করিতেছেন।

১২৬২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও দুই পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

তাম্রলিপ্তক (পুং) তাম্রলিপ্ত-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাম্রলিপ্তিকা (স্ত্রী) [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তাম্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ।

তাম্রবর্ণ (পুং) তাম্রস্যেব বর্ণো যস্য বহুব্রী। ১ পল্লিবাহ তৃণ। (ত্রি) ২ তাম্রবর্ণযুক্ত মাত্র। কর্ম্মধা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় দ্বীপভেদ, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধ মে।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥" (মাৎস্য ১১৩।৮)

তাম্রবর্ণা (স্ত্রী) তাম্রস্যেব বর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী। ওড্রপুষ্পবৃক্ষ, জবাফুল। (শব্দচ°)

তাম্রবল্লী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণা বল্লী মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ চিত্রকূটদেশীয়া লতা। পর্য্যায়—তাম্রা, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী, তালিকা। ইহার গুণ কষায়, কফদোষ, মুখ ও কণ্ঠোত্থদোষনাশক এবং শ্লেষ্মা-শুদ্ধিকারক। (রাজনি°)

তাম্রবীজ (পুং) তাম্রং বীজং যস্য বহুব্রী। কুলথ, কুল্থি কলায়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং রক্তং বীজং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৪ কুলখিকা।

তাম্রবৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলথ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।

তাম্রবৃন্ত (পুং) তাম্রং বৃন্তং যস্য বহুব্রী। ১ কুলথ কলায়। (ত্রি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃন্তং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবৃন্ত।

তাম্রশাটীয় (পুং) তাম্রবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

তাম্রশাসন (ক্লী) তাম্রে তাম্রপট্টে লিখিতং শাসনং। তাম্রপট্টে রাজনির্দ্দিষ্ট অনুশাসন। [তাম্রপট্ট দেখ।]

তাম্রশিখিন্ (পুং স্ত্রী) তাম্রবর্ণা শিখা চূড়া অস্ত্যস্য ইতি ইনি। কুক্কুট, কুকড়া। (জটাধর) (ত্রি) তাম্রশিখা যুক্ত।

তাম্রসার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারোযস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ কর্ম্মধা। ৩ রক্তসার।

তাম্রসারক (ক্লী) তাম্রসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি°) (পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যস্য ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি°)

তাম্রসারিক (পুং) তাম্রঃ সারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ রক্তখদির। ২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থচি°)

তাম্রা (স্ত্রী) তাম্র-টাপ্। ১ সৈংহলী। ২ তাম্রবল্লীলতা। ৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইহার গর্ভে কশ্যপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। (গরুড়পু°)

তাম্রাকু (পুং) উপদ্বীপ ভেদ। (শব্দরং)।

তাম্রাখ্য (পুং) তাম্রমিতি আখ্যাযস্য বহুব্রী। উপদ্বীপভেদ, তাম্রদ্বীপ। (শব্দমা°)

তাম্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাম্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্য বহুব্রী। অক্ষিন্ অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) তাম্রনয়ন, রক্তলোচন।

"ভত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা॥" (ভাগ° ১।৭।৩৩)

তাম্রাভ (ক্লী) তাম্রস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) তাম্রা আভা যস্য। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত।

তাম্রায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাম্রায়নি (পুং) শুক্ল যজুর্ব্বেদী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাম্রারি (পুং) তাম্রবর্ণ শক্রভেদ (?)।

তাম্রারুণ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইয়া স্নান দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

"তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তাম্রার্দ্ধ (ক্লী) কাংস্য, কাঁসা, কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অর্দ্ধেক আছে।

তাম্রাবতী (স্ত্রী) তাম্রমাধেয়ত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তাম্রের আকর।

"তাম্রবতী বেত্রবতী নস্তস্তিস্রোঽথ কৌশিকী।"
(ভারত বনপ° ২২১ অঃ)

তাম্রাশ্মন্ (পুং) তাম্রং অশ্ম কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি।

"তাম্রাশ্মরশ্মিচ্ছুরিতৈনখাগ্রৈঃ।" (মাঘ) 'তাম্রাশ্মানাং পদ্মরাগানাং।' (মল্লিনাথ)

তাম্রিক (পুং) তাম্রং তৎপাত্রাদিনির্ম্মাণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (ত্রি) তাম্রনির্ম্মিত।

"কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।" (মনু ৮।১৩৬)

তাম্রিকা (স্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ বাদ্যবিশেষ, মান রন্ধ্রাবাদ্য। (ভূরিপ্র°)

তাম্রিমন্ (পুং) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাম্রের ভাব।

তাম্রী (স্ত্রী) তাম্রস্য বিকারঃ ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। ১ বাদ্যবিশেষ, পর্য্যায় মানরন্ধ্রা, বিকারিকা। (ত্রিকা°) ২ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধুনা য়ুরোপীয় "ক্লক্ ও ওয়াচ" ঘড়ির বহুল প্রচার সত্বেও ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃণ্ময়ী)

তাম্রোপজীবিন্ (ত্রি) তাম্রেণ উপজীবতি, তাম্র-উপ-জীব-ণিনি। যাহারা তাম্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কাংস্যকার।

তাম্রৌষ্ঠ (পুং) তাম্র ইব ওষ্ঠে যস্য বহুব্রী। যাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাম্র ওষ্ঠ তাম্রোষ্ঠ, তাম্রৌষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাম্র্য (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ষ্যঞ্। তাম্রের ভাব।

তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায়ে পালনে মুধুরিস্তি ঠঞ্। দেশবিশেষ, তর্জ্জিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায়-উন্। চৌর। (নিঘণ্টু)

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা।" (ঋক্ ১।৫০।২)

তায়ূশ (পারসী) তত যন্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম মায়ূরী। এই যন্ত্র এস্রাজের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সুগ্রীবমুখ যোজিত থাকিতে

দেখা যায়। তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম মায়ূরী, পারস্য নাম তায়ূশ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুরনিবাসী সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কর্ত্তা, এইরূপ প্রবাদ আছে। (যন্ত্র°)

তার (ক্লী) তার্য্যতে বিস্তার্য্যতে তৃ-ণিচ্ অচ্। ১ রৌপ্য। (পুং) তারয়তি স্বজাপকান্ সংসারসমুদ্রাৎ তৃ-ণিচ্-অচ্। ২ প্রণব, ওঙ্কার।

"তারয়েদ্ যস্তবাম্ভোধেঃ স্বজপাসক্তমানসং।
ততস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যালোকয়ৎ॥" (কালী° ৭২অ°)

যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা° ১।১৭স°) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কূর্চ্চবীজ (হ্রীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তার-সিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (তত্ত্বকৌ°) ১০ বিষ্ণু।

"অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জ্জনেশ্বরঃ।" (ভা° অনু° ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ স্ফুরিতকিরণ। ১৪ নির্ম্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। "দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।" ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ওঁ, শ্রীঁ, স্ত্রীঁ) (তন্ত্র°)।

তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ। স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা। তারয়তি দৈত্যান্ তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অসুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

"ঋতধামাচ তত্রেন্দ্রস্তারকোনাম তদ্রিপুঃ।
হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর॥" (গরুড়পু° ৮৭।৫১)

৫ অপর অসুরভেদ, তারকাসুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

"ত্র্যধিকদশযতি র্ননৌরৌ ভবেতাং রয়ৌ তারকা।" (বৃত্তর°)

এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [তারকাসুর দেখ।]

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাসুরং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। কার্ত্তিকেয়, ইনি তারকাসুরকে হত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকেয় দেখ।]

তারকতোড়ী, রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জ্জিত ও কোমল ঋষভযুক্ত। যথা—

"ধ নি সা ঋ গ ম •।" (সংগীতরত্না°)

তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্ম্মধা। তীর্থভেদ, গয়াতীর্থ, এই তীর্থে পিণ্ড দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম কর্ম্মধা। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ওঁ রামায় নমঃ", পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও মোক্ষপ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্। "সা" বাদী, "গ" সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ নি সা ঋ। (সঙ্গীতর°)

তারকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ। তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান করিতে উদ্যত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্বভূতের অবধ্য হইব। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরত্রয়ে বাস করিব ও সকলের পূজ্য হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়া অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

---

* "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥" (সাংখ্যকা°)
"বিধিবদ্‌গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যাং অক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমসিদ্ধিস্তার মুচ্যতে।"

* "ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্মউচ্যতে।
যে ভুজন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥
রামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমুত্তমং।
সর্ব্বদুঃখহরঞ্চৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদং॥
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমমলত্বং ভবিষ্যসি।
ভস্মাস্থিধারণাদ্‌যস্তু সন্তুতস্চাশুচিস্তয়ি॥
মুমূর্ষোর্ম্মু নিকর্ণ্যান্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং॥" (পদ্মপুরাণ)

এক বাণে ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরত্রয়ের নির্ম্মাতা ময়দানব। উহার একটী স্বর্ণ, দ্বিতীয়টী রৌপ্য ও তৃতীয়টী লৌহনির্ম্মিত। ঐ পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্ত্যলোকে ছিল। তারকাক্ষ স্বর্ণনির্ম্মিত পুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অসুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

তারকাখ্য (পুং) তারকইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তারকাক্ষ। [তারকাক্ষ দেখ।]

তারকান্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকস্য অন্তকঃ ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়।

তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্য। পাণিন্যুক্তগণ বিশেষ, সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। তারকা, পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, ঋজীষ, ক্ষণ, সূত্র, মূত্র, নিষ্ক্রমণ, পুরীষ, উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড্মল, কণ্টক, মুসল, মুকুল, কুসুম, কুতূহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুষ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সুখ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ম্মন্, ব্রণ, গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব্ব, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধ্, সীমন্ত, জ্বর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, তৃষ্, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, দল, কঞ্চুক, শৃঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, শ্বভ্র, আরাল, কলঙ্ক, কর্দ্দম, কন্দল, মূর্চ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিঘ্ন, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণত্ব হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

তারকাময় (পুং) শিব।

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

তারকারি (পুং) তারকাসুরের শত্রু।

তারকিত (ক্লী) তারকা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষত্রশোভিত।

তারকিন্ (ত্রি) তারকাঃ সন্ত্যত্র ইনি। তারকাযুক্ত।

তারকিনী (স্ত্রী) তারকিন্ ঙীপ্। নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি।

তারকাসুর (পুং) অসুরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অসুর তার নামক অসুরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত তারকা সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাণ্ড লোপ হইবে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের আগ্রহে বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

তারকাসুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টী বর প্রদান করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্ না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আসিল। সকল অসুর মিলিত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ জগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধর্ম্ম রত্নদণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ ধেনু ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুরে প্রখররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই দুইপক্ষে উদিত হইত, বায়ু অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত। ঋষি সকল তাহার দৌত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে হব্য কব্য তারকাসুর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের দুঃখ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে মহাদেব তপস্তায় নিযুক্ত আছেন। পার্ব্বতী সখীদ্বয়ের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্ব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, 'কি! আমি ঈশ্বর হইয়া পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তিরা কি দুষ্কর্ম্ম করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল।

মদনভস্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও নিজরূপের নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্ত কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিধি পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্র জন্মে না। দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী ক্রীড়ায় আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদিকে তারকাসুরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন, মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে, তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র হইতে কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন করিলেন।

এই পুরে তারকাসুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দশ দিনের পর তারকাসুরের সৈন্ত সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, পরে কার্ত্তিকের সুদারুণ শরে তারকাসুর নিহত হইল। (শিবপুং ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের ক্বাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পক্ব যজ্ঞডুম্বর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্তবিধ—রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ব যজ্ঞডুম্বর চূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধিকার)

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা° ২২°৫৩´ উ, দ্রাঘি° ৮৮°৪´ পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দিরের জন্ত এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে তারকেশ্বরের উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তন্ত্রে ইহার বিবরণ না থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে দুই তিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্ব্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

তারক্ষিতি (পুং) তারা উচ্চা ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই-দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্ম্মর্য্যাদ ম্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস° ১৪।২১)

তারজ (পুং ক্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ।]

তারণ (পুং) তারয়্যনেন ল্যু। ১ ভেলক। কর্ত্তরি ল্যু। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ তারণ করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধান্য প্রভৃতি সকল শস্য নষ্ট হয়।

"অতিবৃষ্টিশ্চ জায়েত ধান্যস্যাথ প্রপীড়নং।
শস্যং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবন্দিতে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চতুর্থ হুতাশনামক তৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস° ৮।৩৫।) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্ত্রী) তার্য্যতে হনয়া তৃ-ণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্ত্রী) তারণি ঙীপ্। কাশ্যপের পত্নীভেদ, যাজোপ-যাজের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠক্। তারণীর অপত্য।

"তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ ॥"
(ভারত আ° ১৬৭ অ°)

তারতণ্ডুল (পুং) তারং মুক্তেব শুভ্রস্তণ্ডুলো যস্য। ধবল যাব-নাল, শাদা দেধান। (রাজনি°)

তারতম্য (ক্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-ষ্যঞ্। ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ।

"নির্দ্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্ধয়ো স্তারতম্যবিধিমুগ্ধতেজসা।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফএব জয় বৈজয়ন্তিকা ॥"
(উদ্ভট)

তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি। * (তত্ত্বকৌ°)
[সিদ্ধি দেখ।]

তারদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততো ঙীষ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ম্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তালের নিতান্ত আবশ্যক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুষ্প (পুং) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাহার মধ্যে তার-মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক; বস্তি বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বল-নাশক, বিষ্টম্ভী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎ-পাদক। এইজন্য তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্যক।

* "উহস্তর্কঃ আগমাবিরোধন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে"। (তত্ত্বকৌ°)

কাঁকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসদ্বারা এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলথ কলায়ের ক্কাথ দ্বারা পেষণ করিয়া তৈল, তক্র অথবা ছাগমূত্র দ্বারা পুটপাক করিলে তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র°) অন্যমতে ওলের মধ্যে তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোদুগ্ধ, কদলীরস, কুলথ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী-রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমূল (ক্লী) স্থানভেদ।

তারয়িতৃ (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্। ১ তরল। ২ সন্তুষ্ট।

তারল্য (ক্লী) তরলস্য ধর্ম্মঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয় না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণা সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অণু সকল সহজেই সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ থাকাতেই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয়। উভ-য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আণবিক আকর্ষণ গুণে যেরূপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর পরমাণু সকল সেরূপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু সকল যেরূপ সহজেই সঞ্চালিত হয়। বায়বীয় দ্রব্যের অণু সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তরল দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয় তরল পদার্থ সকল সেইরূপ দুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। চাপ অপসৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন, এইজন্য এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

একটী পিচ্‌কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া যদি তাহার অর্গলটীকে বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লম্ব-ভাবে কার্য্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত অণুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম্নস্থ অণু সকল আক্রান্ত, অণু সকলের উর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিস্থ অণু সকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিম্নস্থ স্তর সকলের উপর উপরিস্থ স্তর সকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের প্রতি নিম্নস্থ স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ এরূপ একটী নলাকার পাত্র নিমগ্ন করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটীর নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অভ্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অভ্র কি অভ্রখানি টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে সূতা গাছটী ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হই-তেছে, নিম্নদিকের মুখস্থিত কাচ কি অভ্রখানি যে বলে উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে উর্দ্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিক্ হইতে উর্দ্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটীকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অব-ক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণু-গণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশ বিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হও-য়ায় তরলবস্তুর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবা-হিত হইয়া সমতল ভাব ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় নিপতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচু নীচু হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথায় উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসদ্ভাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জল-রাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্ত্তুলপৃষ্ঠের ন্যায় গোল। ফলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ম্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বায়ু।

তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্য রজতঃ শুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। সীসক সংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রৌপ্যমল সীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

তারহার (পুং) তারনির্ম্মিতোহারঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। স্থূল মুক্তাহার।

তারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ তৃ-ণিচ্ অচ্ টাপ্। ১ বৌদ্ধদিগের দেবতা বিশেষ। ২ বানররাজ বালীর পত্নী, ইনি সুসেন বানরের কন্যা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম অঙ্গদ। (রামা°) প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামস্মরণের নিয়ম রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে নাই।

৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তারা। [খগোল শব্দ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নিঋ'তি, পূর্ব্বাষাঢ়ায় তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব-বিরিঞ্চি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্বধ্ন এবং রেবতীর পুষ্যা অধিপতি। আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা উর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই কয়টী নক্ষত্রের নাম তির্য্যঙ্মুখ তারা। অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি; রেবতী ও ভরণী হস্তী; কৃত্তিকা অজা; রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প; আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র; পুনর্ব্বসু মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর; পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ; বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ; জ্যেষ্ঠা কুক্কুর; মূলা ও শ্রবণা বানর; পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল; ধনিষ্ঠা পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকার্য্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য্য না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। তারাশুদ্ধি। যথা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র এই ৯টী তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপৎ, প্রত্যরি, ও বধ বর্জ্জনীয়, এতদ্ভিন্ন অন্য তারা শুভকর।

জন্মতারায় বিবাদ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারায় যাত্রা করিলে বন্ধন, কৃষিকার্য্যে শস্যনাশ, ঔষধ সেবনে মরণ, গৃহারম্ভে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপত্তি, শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্য সকল দোষ বিনষ্ট হয়। *

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ।]

৪। দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥" (তন্ত্রসার)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা।

সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা ॥

---

* "জন্মসম্পৎবিপৎক্ষেমপ্রত্যরিঃ সাধকোবধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ।
বিবাদশ্রাদ্ধভৈষজ্যযাত্রাক্ষৌরাদিবর্জ্জয়েৎ ॥
যাত্রায়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধৌ সর্ব্বস্য নাশো ভবেৎ।
ভৈষজ্যে মরণং তথা মুনিমতং দাহো গৃহারম্ভণে ॥
ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধঃ শ্রাদ্ধেঽর্থনাশস্তদা।
বাদে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাপ্তোতায়ং জন্মভে ॥
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধা পঞ্চচতুর্দ্দশ বিংশতিস্ত্রিযুতা।
সিদ্ধিফলাবুদ্ধিকরী বিনাশসংজ্ঞাক্রমাৎ কথিতা ॥
তারাচন্দ্রবলেপ্রাপ্তে দোষাশ্চাস্তে ভবন্তি যে।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি সিংহং দৃষ্ট্বা গজা ইব ॥" (শ্রীপতিসমুচ্চয়)

অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥"
(অন্নদাম° ২৯ অঃ) [দশ মহাবিদ্যা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা (শ্লোকে "কালী তারা মহাবিদ্যা") এরূপ নহে, কালী ও তারা দুই আদ্যা মহাবিদ্যা। তবে শ্লোকে কালী তারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যায় বোধক নহে, কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি।

"বিনিঃসৃতায়া দেবাস্তু মাতঙ্গ্যাকায়তস্তদা।"
"ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা।" (কালিকা পু°)

কথিত আছে, যে কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিণী।

"অর্থভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ॥" (তন্ত্রসার)

তারা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৫ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরুপুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদানব সমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্যুহন্তমকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া অলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার?' তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদু বচনে কহিলেন, 'এই মহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।' এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি সোমদেব স্বীয়পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ অদ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শান্তি করিয়া দেন, পরে চন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তারা। পর্য্যায়—বিম্বিনী, কনীনিকা, তারকা।

"তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়েদ্ভ্রুবৌ।"
(হটযোগপ্রদী° ৪।৩৯)

৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭, এক জৈনশক্তি।

তারাকুট (ক্লী) তারাণাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাশুভজ্ঞাপক কূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে ইহাদ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জানা যায়।
[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

তারাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ, তারকাসুরের পুত্র, তারকাক্ষ।
[তারকাক্ষ দেখ।]

তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ধান্য, পাট ও তামাকের ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আজমীরের মৈরবারার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৬° ২৬´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪০´১৪´´ পূঃ। আজমীরের দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য সানুসকল বেষ্টিত, পূর্ব্বতন রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেন। রাঘোন ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশৃঙ্গের উপরে তাহারও একটী সুন্দর মস্‌জিদ্ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ অক্ষা° ৩১°১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫০´ পূঃ। শতদ্রুনদীর বামধারে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সমরকালে গোর্খা-সৈন্য এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্ (স্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (ঋক্‌প্রাতি° ১৭।৪)

তারাদেবী (স্ত্রী) ১ এক মহাবিদ্যা। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্য একটী গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিদ্যমান।

তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। তারায়াঃ অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও সুগ্রীব বানর। ৫ নক্ষত্রাধিপ, অশ্বি যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৪০)

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১ চন্দ্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে একখানি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদ্‌গণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী কাল্‌না গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কাল্‌না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটদষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত "বাচস্পত্য" নামে এক বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০৲ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়।

তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।] ১ চন্দ্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সুগ্রীব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিরসঘটিত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। আকাশ।

তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম চন্দ্রগিরি। (মৎস্যপু°) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎরাজ্যের একটী নগর। খম্বাৎ (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২´৩০´´ পূঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার তারাপুর-ছিচ্‌নী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, ঋতু ৬, পঞ্চ ৫, বসু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, বসু ৮, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্বাত্রিংশৎ ৩২, ইহা তারকা পরিমাণ। অশ্বিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্ব্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের ফল তারার সংখ্যানুসারে হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৮৯অ°)

তারাভ (পুং) নারদ। (নিঘণ্টু প্র°)

তারাভূষা (স্ত্রী) তারা ভূষা ভূষণং যস্যাঃ বহুব্রী। রাত্রি। (রাজনি°)

তারাভ্র (পুং) তারঃ নির্ম্মলঃ অভ্রোমেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কর্পূর।

তারামণ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। ১ ঈশ্বরমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ২ নক্ষত্রমণ্ডল।

তারামণ্ডূর গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুদ্ধমণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু-অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

তারাময়ী (স্ত্রী) তারায়াঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট্। তারাস্বরূপ।

তারামৃগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র।

"অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।"

(ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিট্‌মাক্ষিক উপধাতুভেদ।

তারাবতী (স্ত্রী) চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভর্গদেবের কন্যা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ক্রমান্বয়ে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটীও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, 'স্ত্রীলক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে।' কালক্রমে মনোন্মাথিনী অসামান্যসুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখররাজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

তারাবতী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা প্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চন্দ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌষ্য-তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ম্বরস্থলে চন্দ্রশেখরকেই বরমাল্য প্রদান করেন।

পরে চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া রূপে তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদা মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করায় তাঁহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইহারা বহুদিন সুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি, ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্য মুনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সম্ভোগাভি-লাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, ভয় পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ভিন্ন অন্য এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই' চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনুঢ়াবস্থায় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চ্চা ও তুম্বুরু নামে দুই পুত্র হয়। এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোকসামান্যা সুন্দরী কে?' তথন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন।' কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রতারণা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপাললোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ব্ভে সদ্য দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। তথন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী তদ্গতচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি। তারাবতী তোমারই অংশ। ইহার গর্ব্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে,' পরে পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থিমাল্যধারী বীভৎসবেশ দুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ব্ভে বানরমুখ দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ব্বতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তথন মোহ দূর হইল। তথন তারাবতী সম্মুখে বীভৎসবেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটী পুত্রকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন্! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটী পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্ব্বতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্ব্বতী, এথন আপনাতে শিবত্ব অনুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্য যোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনার শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ব্ভসম্ভূত চন্দ্রশেখরের তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ব্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটী সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। (কালিকাপু° ৪৮-৫৩ অ°) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্ম্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (ক্লী) তারাপতন। (অদ্ভুতব্রা°)

তারাবলী (স্ত্রী) মণিভদ্র যক্ষের কন্যা।

তারাবাই, বেদনূরের বিখ্যাত বীরবালা। বেদনূরের

সোলাঙ্কীরাজ রাও সুরতানের কন্যা। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ বলহরাবংশে সুরতানের জন্ম।

সুরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুকাল তোঙ্কথোড়ায় রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আফগান সুরতানকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলে সুরতান আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনূরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ব্বদা অসিবর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেন, অশ্বে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্ব্বদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অদ্ভুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যে থোড়া উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে।' জয়মলও থোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বারে নির্ব্বাসিত ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। শত্রুমিত্র সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের সুখ্যাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির মোহে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথ্বীরাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।' এই কয়টী কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে উন্মত্ত। মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী পঞ্চশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে সৈন্যগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার সহিত আফগাননায়কও সমাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই নবাগত তিন জন কে?' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্শা ও তারাবাইএর নিশিত শায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্‌কায় হস্তী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমহিলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার শুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাতা উদ্ধত প্রকৃতি সঙ্গকে শাসন করিবার জন্য শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভার্য্যা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্ত্তৃক তাহার ভগিনীর অশেষ লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত অসিহস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রভুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি স্ত্রী ও শ্যালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া তিনি একটী মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ায় বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয় কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন।

তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও ভারতপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জ্যেষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অগ্রধারণ করিলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভর্ৎসনায় ও উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন।

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, 'শঙ্করজী নারায়ণ সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ম বর্ষীয় বালক (২য়) শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট সপত্নী রাজস্‌বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৭০০ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া 'বক্‌সিন্দ্‌ বক্‌শ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্‌ সসৈন্যে পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলসৈন্য পুণা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহগড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী সিংহগড় ও পরে কোহ্লাপুরস্থ পনহালা অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কাফিখাঁর মুন্ত্‌খবুল্‌ লুবাব্‌নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্র-সেনাগণের হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকার-ভুক্ত জনপদ লুট করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল-বাদশাহ যতই যুদ্ধোদ্যোগ, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের বলবীর্য্য হ্রাস না হইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ যেরূপ সৈন্য সামন্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সেইরূপ মহারাষ্ট্র-সেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইখানেই গজবাজি শিবির ও পুত্রপরিজন লইয়া মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নবজিত স্থানের এক একটী পরগণা এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাম্রাজ্যের নিয়মের অনুকরণে সেই সেই পরগণা এক একজন সুবাদার, কমাইস্‌দার (রাজস্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুল্ক আদায়কারী) প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। (১)

মহারাষ্ট্রগণের পুনরভ্যুদয়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই দুঃখে তাঁহার কএক দিন অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সম্ভাজীর পুত্র সাহুকে জুল্‌ফিকার খাঁর সঙ্গে সিংহগড় জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। জুল্‌ফিকার সাহুকে দিয়া মহারাষ্ট্র সামন্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহুই প্রকৃত মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।' রসদ অভাবে সিংহগড় জুল্‌ফিকারের অধীনে আসিল, কিন্তু এখানে তাঁহারও এই অভাব ঘটায় শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়া বসিলেন।

(১) Elliot's Muhammadan Historians, Vol. VII, p. 373-375.

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্দখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের সিন্দিয়ার কন্যার সহিত মহাসমারোহে সাহুর বিবাহ হয়। নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবাজীর প্রসিদ্ধ ভবানী অসি ও অফজল খাঁর তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মোগলসৈন্য চলিয়া গেলে তারাবাই পুণা অধিকার করিবার আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি লোদীখাঁকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহুর সহিত যোগ দিলেন। এখন সাহুর অনেকটা বল বাড়িল।

মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সাহু তাঁহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লইলেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয় ভাবিয়া জলসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্ষমতা হারাইলেন। এখন তাঁহারই সপত্নী রাজস্‌বাইএর পুত্র সম্ভাজী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাঁহার একটী পুত্র হইল। তারাবাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যু হইল। এত দিন তারাবাই যাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির হইলেন। পেশবা বালাজী সাহুর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর বংশীয়দিগের নাম উজ্জ্বল থাকে, পেশবা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এখন তারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রঘুজীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুণায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকিবেন। বালাজীও বড় একটা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

তারাবাই পন্থসচিবকে অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা পান।' বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন; 'তাঁহার ন্যায় সদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চপ্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অধিকাংশ স্থলেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহুর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা স্বীকার করেন, বৃদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।'

মহারাষ্ট্রসামন্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। এ সময় প্রধান পদলাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহাশত্রুতা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাতারাদুর্গে বন্দী হইলেন। তারাবাই কোহ্লাপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

তারাবাই বালাজীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা দেখিলেন, তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাঁহার কোন ফল হইবে না। তিনি তারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বয়সে সর্ব্বপ্রধান, আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তারাবাই এইরূপে আহূত হইলেন। রামরাজও কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারাবাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দামাজী গাইকবাড় ও রঘুজী ভোন্সলার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরই তারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের দুঃখে কিছু দিন পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

তারাঘোড়া (স্ত্রী) তারায়াঃ ঘোড়া ৬তৎ। তারাপুজাঙ্গ ঘোড়ান্যাসভেদ।

তারাস্থান, স্থানবিশেষ।

তারিক (ক্লী) তৃ-ণিচ্-ঠন্। (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) তরণমূল্য, পারের কড়ি।

"গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে॥" (মনু ৮।৪০৭)

গর্ভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্মচারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই।

তারিকা (স্ত্রী) তাড়িকা ড়স্য র। তালরসজাত মদ্যভেদ, তাড়ী।

তারিখ (আরবী) দিন, মাসের নির্দ্দিষ্ট দিন।

তারিন্ (ত্রি) তারয়তি-তৃ-ণিচ্ ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্ত্তা।

তারিণী (স্ত্রী) তারিন্ ঙীপ্। ১ বুদ্ধদিগের দেবতাভেদ, পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঁকারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খপুরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা°) ২ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুণ্ডা, এই ৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মনুষ্য কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ধনলাভ, রাজদ্বারে সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল কার্য্যে জয়লাভ করে।* [তারা দেখ।]

[তারা দেখ।]

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্ত্রী।

* "তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলসরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতাঃ।" (মন্ত্রকোষ)
"অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো হি সাধকঃ।

তারিফ্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যান। ২ প্রশংসা।

তারুই (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

তারুক্ষায়ণি (পুং) তারুক্ষের অপত্য।

তারুক্ষ্য (পুং) তরুক্ষস্য ঋষেরপত্যং পুমান্ তরুক্ষ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তরুক্ষঋষির অপত্য।

তারুক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তরুক্ষস্য ঋষেরপত্যং স্ত্রী তরুক্ষ-ষ্ফ (সর্ব্বত্র লোহিতাদিকতন্তেভ্যঃ। পা ৪।১।১৮) তরুক্ষঋষির অপত্য স্ত্রী।

তারুণ (পুং স্ত্রী) তরুণস্য অপত্যং উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। ১ তরুণ ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ত্রি) ২ তরুণ, অল্পবয়স্ক।

তারুণ্য (ক্লী) তরুণস্য ভাবঃ তরুণব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। যৌবন। "তৃণকোটীসমং বিত্তং তারুণ্যাদ্বিত্তকোটিষু।" (মার্ক°পু° ২৪।৭)

তারেয় (পুং) তারায়াঃ অপত্যং তারা-ঢক্। ১ বালিপুত্র, অঙ্গদ। ২ বৃহস্পতিভার্য্যা তারার পুত্র বুধ।

তার্কব (ত্রি) তর্কোর্বিকারঃ তর্কোরবয়ব ইতি বা তর্কু-অণ্ (কোপধাচ্চ। পা ৪।৩।১৩৭) তর্কু বিকার।

তার্কিক (ত্রি) তর্কং বেত্তি তর্কশাস্ত্রমধীতে বা তর্ক-ঠক্। ১ তর্কশাস্ত্রবেত্তা। ২ তর্কশাস্ত্রাধ্যয়নকারী। তর্কশাস্ত্র ৬ প্রকার—বৈশেষিক, ঔলুক্য, বাহস্পত্য, নাস্তিক, লৌকায়তিক (বৌদ্ধভেদ) ও চার্ব্বাক, এই সকল শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে বা যাহারা এই সকল শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিৎ, তাহারাই তার্কিক।

[তর্ক দেখ।]

তার্ক্ষ (পুং) তৃক্ষ এব অণ্। ১ কশ্যপ ঋষি। ২ বিনতা গর্ভজাত কশ্যপের পুত্র গরুড়।

তার্ক্ষজ (ক্লী) রসাঞ্জন।

"মধুনা তার্ক্ষজং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবং।" (সুশ্রুত উ° ১২ অঃ)

তার্ক্ষী (স্ত্রী) তার্ক্ষ-গৌর° ঙীষ্। পাতালগরুড়লতা।

তার্ক্ষাক (পুং স্ত্রী) তৃক্ষাকস্য অপত্যং তৃক্ষাক-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) তৃক্ষাকের অপত্য।

তার্ক্ষ্য (পুং) তার্ক্ষস্য অপত্যং তার্ক্ষ-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ১ তৃক্ষমুনির গোত্রাপত্য। ২ গরুড়াগ্রজ অরুণ। ৩ গরুড়।

"স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ" (ঋক্ ১।৮৯।৬) 'তার্ক্ষ্যস্তৃক্ষস্য পুত্রো গরুত্মান্।' (সায়ণ)

"তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানী গ্রামণ্যৌ।" (শুক্লযজু° ১৫।১৮)

'তীক্ষ্ণে হস্তরীক্ষে ক্ষিপতিপক্ষৌ তার্ক্ষ্যঃ'। (বেদদীপ) ৪ অশ্ব। ৫ সর্প। ৬ শাল বৃক্ষ। ৭ স্বর্ণ। ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। ৯ স্যন্দন। ১০ পর্ব্বতভেদ। ১১ বিহগমাত্র। ১২ ক্ষত্রিয়বিশেষ।

"অম্বষ্ঠা কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ। (ভারত ১৩। ১৭।১৫।) ১৩ মহাদেব। "গন্ধর্ব্বোহ্যদিতিস্তার্ক্ষ্যঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুশারদঃ।" (ভারত ১৩।১৭।৯৭) (ক্লী) ১৪ রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যজ (ক্লী) তার্ক্ষ্যে পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যকেতন (পুং) তার্ক্ষ্যঃ কেতনঃ যস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যধ্বজ (পুং) তার্ক্ষ্যো ধ্বজোঽস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যনায়ক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নায়কঃ প্রাপকঃ ৬তৎ। গরুড়, গরুড় নিজ মাতার দাসত্বকালে সর্পদিগকে বহন করিয়াছিলেন।

তার্ক্ষ্যনাশক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নাশকঃ ৬তৎ। সর্পনাশক গরুড়।

তার্ক্ষ্যপ্রসব (পুং) অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যশৈল (ক্লী) রসাঞ্জন। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যায়ন ১।৬।১৯।)

তার্ক্ষ্যায়ণ (পুং স্ত্রী) তৃক্ষস্য ঋষেরপত্যং যুবা গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ যূনি ফক্। তৃক্ষ ঋষির যুবা অপত্য।

তার্ক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তৃক্ষস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ। তৃক্ষ ঋষির অপত্য স্ত্রী।

তার্ক্ষী (স্ত্রী) বনলতাবিশেষ। (শব্দর°)

তার্ণ (ত্রি) তৃণস্য ইদং শিবাদিত্বাৎ অণ্। ১ তৃণসম্বন্ধী। ২ তৃণজন্য বহ্নি। তৃণাৎ তদ্বিক্রয়াৎ স্থানাদাগতঃ শুণ্ডিকাদি°-অণ্। ৩ তৃণবিক্রয়রূপ অর্থ স্থানজাত কর।

তার্ণক (ত্রি) তৃণানি সন্ত্যস্মিন্ ছণ্ কুক্ চ তীর্ণকীয়াস্তস্মিন্ ভবঃ বিষকাদিত্বাৎ ছ মাত্রস্য লুক্। তৃণযুক্ত দেশভেদ।

তার্ণকর্ণ (পুং স্ত্রী) তৃণকর্ণস্য ঋষেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্। তৃণকর্ণ ঋষির অপত্য।

তার্ণবিন্দবীয় (ত্রি) তৃণবিন্দুঃ দেবতা অস্য তৃণবিন্দু-ছ (ছ চ। পা ৪।২।২৮) তৃণবিন্দুর উদ্দেশে দেয়।

তার্ণায়ন (পুং স্ত্রী) তৃণস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। তৃণনামক ঋষির গোত্রাপত্য।

তার্ত্তীয় (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে অণ্। তৃতীয় পাদন্যাস।

"ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্ত্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥" (ভাগ° ৮।১৯।৩৪)

'তার্ত্তীয়স্য তৃতীয়পাদন্যাসস্য'। (শ্রীধরস্বামী)

তার্ত্তীয়সবন (ত্রি) তৃতীয়সবন সম্বন্ধীয়।

তার্ত্তীয়াহিক (ত্রি) তৃতীয় দিন সম্বন্ধীয়।

তার্ত্তীয়ীক (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্। তৃতীয়।

কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিতাং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ।" (তন্ত্রসার)

তার্ত্তীয়িকং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণং লোচনং বঃ।"
(মালতীমা°)

তাপ্য (ক্লী) তৃপ-ণ্যৎ। তৃপানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ)

তার্য্য (ত্রি) তর কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং ষ্যঞ্। ২ তরণার্থ দেয় শুল্ক, তরপণ্য, পারানি কড়ি।

তার্ক্ষ্যধ (পুং) বৃক্ষভেদ।

তাল (পুং) তলএব-অণ্। ১ করতল। তাড্যতে তড়-কর্ম্মণি অচ্ ড়স্ত ল। (ক্লী) ২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গা-সিংহাসন। তলত্যত্র তল-ঘঞ্। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, পর্য্যায়—তালদ্রুম, পত্রী, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও পারস্যোপসাগরের দুইধারে তাল গাছ জন্মে। বাঙ্গালায় পুষ্করণীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। এক একটা ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫½ ফিটের অধিক প্রায় মোটা হয় না।

তালবিলাস্ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১ প্রকার গুণের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের সর্ব্বাংশই এক রকম না এক রকমে লাগান যাইতে পারে।

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য্য। গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে। ততই তাহার পেটী উত্তম বলিয়া গণ্য।

ইহার পেটীতে বরগা, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব্বকালে নানা দেশে রপ্তানী হইত। ডাক্তার ওয়াইট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

তালগাছের আটা হইতে কৃষ্ণোজ্জলবর্ণের গঁদ হয়। পত্রগুচ্ছের আঁশ বা তন্তুতে বেশ সক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। এক এক গাছা তন্তু ২ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে মৎস্যজীবিগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে।

পাতায় পাখা, চুবড়ী, পেটিকা প্রস্তুত হয় ও দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্ত্তে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়।

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ সির্কা, তাড়ি ও মদ্য প্রস্তুত হয়।

তালের রস প্রধানতঃ তেজস্কর, শ্লেষ্মানাশক ও টাট্কা অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান করা যায়, তাহা হইলে মৃদু বিরেচনের কার্য্য করে। প্রদাহিক রোগ ও শোথেও বিশেষ উপকারী।

শুষ্ক তালগুচ্ছ বুকজ্বালায় অম্লনাশক। তালের ফেনাযুক্ত রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।]

তাড়ির পুলটিস্ পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপকারী। টাট্কা তালের রস ময়দায় মিশাইয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে ধরিলেই গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুলটিস হইল। পাকা তালের মজ্জা চর্ম্মরোগে উপকারী। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকেরা রক্তবন্ধ করিবার জন্য তাল আঁটির রোঁয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন।

যে রসে সবে মাত্র গেঁজা উঠিয়াছে, তাহা খাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কতকটা ভাল থাকে; ইহা শোথেও উপকারী। তালশাঁসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়।

তালের টাট্কা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয়। [চিনি দেখ।] তাড়ি চোঁয়াইয়া লইলে ভাল আরক বা সুরা হয়। [মদ্য দেখ।]

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল হয়; ভাদ্রমাসে তাহা বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটী ফলে প্রায় ৩টী করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে প্রায় দুটী দেখা যায়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া যে কোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাঁস বলি। অপক্ক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাকিতে থাকে, তত জল চাপ বাধিয়া শাঁসের সহিত কঠিনাকার ধারণ করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোপর হয়। তাহা খাইতে মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের ফোঁপরের মত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নানা প্রকার গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটী উল্লেখ করিব। ডিম্বের লালায় তালের রস ঢালিয়া শঙ্খ বা শুক্তির চূণ মিশাইয়া মসলা করিয়া মেজের উপর লেপন করিলে উৎকৃষ্ট পালিস্ হয়, তাহা দেখিতে ঠিক মর্ম্মর পাথরের মত হইয়া থাকে।

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পদ্রুম মনে করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কহে। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। ইহার রসের গুণ—কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক এবং

মত্ততাকারক। ফলের গুণ—পাকাতাল দুর্জর, মূত্র, তন্দ্রা, অভিষ্যন্দ, শুক্র, পিত্ত, রক্ত ও কফবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র°) বাত, ক্রমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক, বৃংহণ, বৃষ্য ও স্বাদু। (রাজব°)

তালশাঁসের গুণ—মূত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও গুরু। তালের অস্থিমজ্জার গুণ মধুর, মূত্রল, শীতল, গুরু। তাল-জলের গুণ—পিত্তনাশক, শুক্র ও স্তন্যবৃদ্ধিকর এবং গুরু। তালজাত নূতনতোয়গুণ অর্থাৎ নূতন তাড়ীর গুণ—মদকর, কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক, ইহা অম্ল হইলে বাতনাশক ও পিত্তবৃদ্ধিকর। তালের মাতির গুণ—স্বাদু, তিক্ত, কষায়, মূত্র-রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার গুণ সারক, লঘু, শ্লেষ্মল, বাত ও পিত্তনাশক। তালপ্রলম্বের অর্থাৎ তালজটার গুণ—রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। (রাজবল্লভ)

৬ গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পর্য্যন্ত গেয়, এই কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত, এই কাল পর্য্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি বিষয় হস্তাঙ্গুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই তাল, গীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই তাল, ক্রিয়া দ্বারা অখণ্ডদণ্ডায়মান-কালের ছন্দোনুযায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও তাল।

মহাদেব ও পার্ব্বতীর নৃত্যে তাল উৎপন্ন হয়; মহাদেবের নৃত্য তাণ্ডব, পার্ব্বতীর নৃত্যের নাম লাস্ত, তাণ্ডব শব্দের তা, ও লাস্ত শব্দের ল এই দুই বর্ণ মিলিত হইয়া তাল এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।*

গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে প্রতিষ্ঠিত। ইহা মার্গ ও দেশী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মার্গতালের মধ্যে ১ চচ্চৎপুট, ২ চাচপুট, ৩ ষট্‌পিতাপুত্রক, ৪ উৎঘট্টক, ৫ সন্নিপাত, ৬ কঙ্কণ, ৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহল, ৯ রঙ্গবিদ্যাধর, ১০ শচী-প্রিয়, ১৪ পার্ব্বতীলোচন, ১২ রাজচূড়ামণি, ১৩ জয়শ্রী, ১৪ বাদকাকুল, ১৫ কন্দর্প, ১৬ নলকূবর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি-লীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২০ শ্রীরঙ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, ২৩ মল্লিকামোদ, ২৪ গজলীল, ২৫ চর্চ্চরী, ২৬ কুহক্ক, ২৭ বিজয়ানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেঙ্গিক, ৩০ রঙ্গাভরণ ৩১ শ্রীকীর্ত্তি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্ম্মুখ, ৩৪ সিংহনন্দন, ৩৫ নন্দীশ, ৩৬ চন্দ্রবিম্ব, ৩৭ দ্বিতীয়ক, ৩৮ জয়মঙ্গল, ৩৯ গন্ধর্ব্ব, ৪০ মকরন্দ, ৪১ ত্রিভঙ্গি, ৪২ রতিতাল, ৪৩ বসন্ত, ৪৪ জগ-ঝম্প, ৪৫ গারুগি, ৪৬ কবিশেখর, ৪৭ ঘোষ, ৪৮ হরবল্লভ, ৪৯ ভৈরব, ৫৯ গতপ্রত্যাগত, ৫১ মল্লতালী, ৫২ ভৈরবমস্তক, ৫৩ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫৪ ক্রীড়া, ৫৫ নিঃসারু, ৫৬ মুক্তাবলী, ৫৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতানন্দ, ৫৯ আদিতালক, ৬০ সম্পর্কেষ্টাক, এই ৬০টী তাল ভরতের অভিমত, আদি তাল প্রভৃতি ১২০টী তাল দেশী শ্রেণীভুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। ঐ সমুদয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কতকগুলির নাম মাত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে মাত্রাদির নিয়মে কিছুমাত্রও ঐক্য নাই। সেই সমুদায়ের নাম ও মাত্রা বিবরণ অকারাদিক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[হ্রস্বমাত্রার চিহ্ন (।), দীর্ঘমাত্রার চিহ্ন (॥), প্লুত চিহ্ন (।।।), দ্রুত চিহ্ন (˘), অনুদ্রুত চিহ্ন (×), বিরাম চিহ্ন (,) বিভিন্নতাস্থলে ১।২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া গেল।]

অদ্রুতালী—১। (˘ । ।)—২। (˘ ˘ । ।)

অনঙ্গতাল—১। (। ॥ । । । ।।।)—২। (। ˘ । । ॥)

অন্তরক্রীড়া—(˘ ˘ ˘)

অভঙ্গ—১। (॥ ।।।) ২। (। । । ॥)

অভিনন্দ—(। । ˘ ˘ ॥)

অর্জ্জুনতাল—(˘ । ˘ । ˘ ˘ ˘ । ˘ ।)

অষ্টতালী—(× × ˘ ।)

অসম (কঙ্কাল)—(। ॥ ॥)

আড়খেমটা—ইহা এখন প্রচলিত, ইহাতে ১২ মাত্রা আছে। কাহার কাহারও মতে, সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রার তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক।

ঠেকা—

+ ।   ।   ।   ১ ।   ।
ধাগে   ত্রেকেটে   ধেনে   ধাগে   ধাগে

।   ০ ।   ।   ।   ১ ।
তেনে   তাকে   ত্রেকেটে   ধেনে   ধাগে

।   ।
ধাগে   ধেনে ::

আড়া চৌতাল—ইহা এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল; চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক।

ঠেকা—

+ ।   ১ ।   ০ ।   ১ ।   ০ ।
ধাগে   ধাদা   দিস্তা   কত্তি   নাধা

১ ।   ০ ।
ত্রেকেট্‌ ধা   দিস্তা ::

* "কালস্ত এক দ্বি ত্রিমাত্রাদ্যুচ্চারণনিয়মিতস্ত ক্রিয়ায়াঃ পরিস্পন্দা-ত্মিকায়াঃ পরিচ্ছেদহেতুস্তালং।" (মধুসূদন)

"কালেন নর্ত্তনগলবাদনক্রিয়াণাং মানং তাল ইত্যক্তে।"

(অমরটীকায়াং ভরত)

'হরনৃত্যস্ত তাণ্ডবং গৌর্য্যা নৃত্যস্ত লাস্যং ইতি সংজ্ঞা পুরুষনৃত্যস্ত তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্ত লাস্যং ইতি নিয়মাৎ। তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যসা আদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা জাতা।'

ইহার অপর নাম ছোট চৌতাল।

আড়াঠেকা—এই তাল প্রচলিত, ইহা ৯ মাত্রার তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক।

ঠেকা—

+। । + ১। ০। । +
ধিধি তাধি ধিধা তিতি তাধি

। +
ধি ধা ::।

আদিতাল (।)

ইহাতে একটী লঘুতাল থাকে।

ইড়াবান্—(ˇ ।ˇ ˇ ।)

উৎসব—(। ॥)

উদীক্ষণ—(। । ॥)

উদ্‌ঘট্ট—(॥ ॥ ॥)

উদ্দণ্ড—১। (ˇ ˇ ।)—২। (ˇ, ।)

একতালী বা একতালিকা—

১। রামা (ˇ) ২। চন্দ্রিকা (।, ॥) ৩। প্রসিদ্ধা (। ˇ ।)—৪। বিপুলা—(× ˇ, ।)—৫। (ˇ।) ৬। × ˇ ˇ ˇ।)—৭। (ˇ ॥) ৮।

প্রচলিত একতালে ৬টী দীর্ঘ মাত্রা দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটী কেহ কেহ বা ৪টী পদে বিভক্ত করেন। যাহারা তিনপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ইহার ফাঁক নাই; যাহারা চারিপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ফাঁক আছে।

+। । । । ১। ।
(১) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তিন্ তা
। । ১। । । ।
কৎ তে, ধাগে নাগে ধিন ধা ::

+। । । ১। । ।
(২) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, থুন্ না,
০। । । ১। । ।
কৎ তে ধাগে ত্রেকেটে ধিন্ ধা ::

কেহ ইহাতে বারমাত্রার পরিবর্ত্তে ছয়মাত্রা আছে বলেন, সে একই কথা।

কঙ্কণ—(॥ ॥। । ॥। ।)

কঙ্কাল—১। পূর্ণ (ˇˇˇˇ ॥) মতান্তরে—(ˇˇˇˇ । ॥)—২। খণ্ড (ˇˇ ॥॥) মতান্তরে (ˇˇ॥)—৩ সম (॥ ॥।)—৪। অসম (। ॥ ॥)

কন্দতাল—১। (॥ । ॥ ˇ ˇ ॥ ॥)—২। (।ˇˇ)

কন্দর্প—১। (ˇ ˇ ॥। ॥ ।)—২। (।ˇˇ ॥ ॥)

কন্দুক—১। (। । । । ॥)—২। (ˇ ˇ,)

করণ—(॥)

করণযতি—(ˇˇˇˇ)

কলধ্বনি—(। । ॥। ॥।)

কল্যাণ—(+ + +)

কাওয়ালী, এই তাল এখন প্রচলিত, কাবালীনামপ্রসিদ্ধ। কাবালশ্রেণীভুক্ত গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা ত্রিতালী ও দ্রুতত্রিতালী নামেও পরিচিত। দ্রুতত্রিতালী (জলদ তেতালা), শ্লথত্রিতালী (ঢিমাতেতালা), মধ্যমান ও আড়াঠেকা এই কয়টীই একজাতীয়, কেবল দ্রুতবিলম্বিত বা আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই সমুদয় বাদ্য সাধিত হইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে দ্রুত কাওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতালা ও মধ্যমান বিলম্বিত হইলে ঢিমাতেতালা হইতে পারে। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্চিৎ আড় বাজাইলেই হইতে পারে, ইহার তাল চারিমাত্রা একটী ফাঁক্ ঠেকা—

১+ । ।১ ।
(১) ধা ধিন্ দিন্ তা, তেৎ ধাগে ত্রেকেটে দিন্,
।০ । ।১ ।
তা ধিন্ তিন্ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে দিন্ ::

।+ । ১।
(২) ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা ধিন্ ধিন্ তা,
।০ । ।১ ।
তা তিন্ তিন্ তা না ধিন্ ধিন্ তা ::

।+ ।১
(৩) ধা ধিন্ ধা, না ধিন্ ধা,
।০ ।১
তি তিন্ তা, না ধিন্ ধা ::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা দ্রুত বাজাইবার সময় এবং সেতার সঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরখেমটা—এখন প্রচলিত আছে।

+ˇ ০ ˇ
ধিক্ না ধা তিতা ::

কাহারবা—এই তাল এখন প্রচলিত, ইহাতে দুইটী তাল ও পাঁচটী মাত্রা আছে।

+। ।ˇ ১। ।ˇ
ধিধি কৎ নাক্ দিন ::

কীর্ত্তিতাল—১। (। ॥। ॥ ।০॥।)—২। (।॥ ॥ ।॥)

কুড়ুক্ক—(ˇˇ।।)

কুণ্ডনাচি (ˇ ॥, ˇ ॥, ˇˇˇˇ ॥, ˇ)

কুণ্ডল ১। (ˇˇ ।।)—২। (ˇ।।।।।ˇ॥ˇ।)

কুবিন্দক (।ˇˇ ॥ ॥।)

কুমুদ ১। (।ˇˇ।॥)—২। (।ˇˇˇˇ॥)

কুম্ভতাল (ˇˇˇˇˇ ×ˇ,।ˇ ×ˇ,॥)

কোকিলপ্রিয় (॥ । ।॥)

ক্রীড়াতাল (˘˘,)

খণ্ড (কঙ্কাল)—১। (˘˘ ॥ ॥)—২। (˘˘ ॥)

খণ্ডতাল (˘˘ ॥ + ˘)

খয়রা—অধুনা চলিত। কেহ কেহ ইহাকে খয়্‌তা বলেন।

```
+।    ।    । ১    ।    ।
ধাক্  ধিধা  ধিধি  ধাক্  তিৎ  ঃঃ
```

খাম্‌সা—এই তাল এখন প্রচলিত।

```
+  ০               ০                ০
।  ।     ।    ।    ।     ।     ।    ।
ধা কেটে নাক দিৎ থুনা কেটে তাক থুন্না ঃঃ।
```

খেম্‌টা—অধুনা প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে চারিমাত্রা।

```
     +     ১       ১
     ।     ।       ।       ।
(১) ধাটে ধে, নাতে নে, তাটে ধে, না ধেনে ঃঃ
     +       ১             ১
     ।       ।       ।     ।
(২) ধাগেধি নাতিন্ নাক্‌ধি নাতিন্ ঃঃ
```

গজ—(। । । ।)

গজধম্প—(॥ ˘ ˘ ˘ ,)

গজলীল—(। । । । ,)

গারুগি—(˘ ˘ ˘ ˘ ,)

গার্গ—(˘˘˘˘ ,)

গৌরী—(। । । । ।)

ঘটকর্কট—(॥ ॥ ॥ । ।॥ ॥ ॥ । । ।॥ ˘ ˘˘ ॥ । । ।॥ ।॥ । । । ॥ ˘ ˘ ˘ ˘ ।, ।, ।, ।,)

চচ্চৎপুট—(॥ ॥ । ॥ ।)

চচ্চরী—১। (˘ ˘ ,। ˘˘ ,। ˘˘ ,। ˘ ˘ ,। ˘˘ , ।)—২।) ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ ,)

চণ্ডতাল—(˘ ˘ ˘ ˘ । ।)

চতুরস্র—(॥ । ˘ ˘ ॥)

চতুর্থতাল—(। । ˘)

চতুর্ম্মুখ—(। ॥ । ।॥)

চতুস্তাল—অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১। (॥ ˘˘ ˘)—২। (˘˘ ।)

চন্দ্রকলা—১। (। । ।,)—২। (॥ ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ । ।)

চন্দ্রক্রীড় (˘˘ + ।)

চন্দ্রতাল (। । ॥ ॥ ॥ ॥ ˘ ˘ ˘ । ˘ । ˘ ˘,),

চন্দ্রিকা (একতালী) (।, ॥)

চাচপুট (॥ । । ॥)

চিত্রতাল (। ˘)

চৌতাল—এখন প্রচলিত ৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুই মাত্রা বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী আঘাত বলিয়াই চৌতাল। যথা—

```
     ।+  ।  ।০ ।  ।১   ।     ।০
(১) ধা ধা দিন্তা কৎ তেটে, তেটে তা
     ।১   ।   ।১   ।
     তেটে কতা গেদি ঘিনা ঃঃ
     ।+  ।   ।০  ।  ।১  ।    ।০ ।
(২) ধা গে, দিন্ তা কৎ তাগে দিন তা,
     ।১   ।   ।১   ।
     তেটে কতা গেদি ঘিনি ঃঃ
```

ছোট চৌতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত; ইহা ৭ মাত্রার তাল। চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক। ইহাকে আড়া-চৌতাল কহে।

জগঝম্প—(। ॥ ˘)

জগণমঞ্চ—(। ॥ ।)

জনক—১। (। । । । ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥)—২। (। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

জয়তাল।—১। (। ॥ । । । ˘˘ ॥ ।)—২। (। ॥ ।)—৩। (। ॥ । । । ˘˘˘ । । ।)

জয়মঙ্গল—১। (। । ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

জয়শ্রী—১। (। ॥ । । ॥)—২। (॥ । ॥ । ॥)

জলদ তেতালা—অধুনা প্রচলিত, ইহাই দ্রুতত্রিতালী নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। [কাওয়ালী দেখ।]

ঝম্পতাল ১। (˘˘, ।)—২। (˘˘,)—৩। (˘˘, +)—৪। অধুনা প্রচলিত ঝাঁপতাল (॥ ॥ ।, ॥ ॥,)

ইহা চারিটীপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল—

```
+          ১
।    ।     ।          ।
ধা   গে    ধা   গে   দিন্
০          ১
।          ।    ।     ।
তা   কে    ধা   কে   দিন ঃঃ
```

টঙ্ক—(॥ । ॥ ˘ ˘ ˘ +)

ঠুংরি—অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি হ্রস্বমাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল—

```
     +     ০     ১     ০
     ।     ।     ।     ।
(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি ঃঃ
(২) তাত্রাকি, থুন, ধা, থুন্না ঃঃ
(৩) ধাক্   ধিন ধেধা গেদিন্ ঃঃ
(৪) ধাগে ধিন্‌ধিন্ ধাগে ধিন্‌ধিন্ ঃঃ
```

ঢিমাতেতালা—অধুনা প্রচলিত, এই তাল ১৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, ইহার অপর নাম শ্লথত্রিতালী।

ঢেঙ্কিকা—(॥।॥)

তিওট—অধুনা প্রচলিত চারিটী পদযুক্ত তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। প্রথম ও তৃতীয়পদে তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কখন কখন দুইটী সার্দ্ধ এবং চারিটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। বোল—

+ ১

ধিন্ ধা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে

• ১

তিন্ তা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে ::

তুরগলীল বা তুরঙ্গলীল—১। (˘ ˘, ˘ ˘,)—২। (˘˘ । ।।॥।)

তৃতীয়তাল—১। (˘˘˘,)—২। (˘ ।,)

তেওরা—এখন এই তাল প্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ, এবং ৭ মাত্রা। প্রথম ও দ্বিতীয়পদ প্রত্যেক দুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট। বোল—

+ ১ ১

ধা ঘিনি নাক্ ধাগে নাগে ঘিনি নাক্ ::

তোম্বুলী—(।।,)

ত্রিপুট—(˘ ˘ ।)

ত্রিভঙ্গি—১। (।। ॥॥)—২। (॥।। ॥)

ত্রিভিন্ন—১। (।॥॥।)—২। (।॥ ˘)

ত্র্যস্র—(।। ˘˘ ।।)

দর্পণ—(˘ ˘ ॥)

দীপক—১। (˘ ।॥ ˘ । ॥)—২। (˘ ˘ ।।॥ ॥)

দুর্ব্বল—(˘ ˘ ।।)

দোবাহার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার তাল। ইহার তিনটী ফাঁক এবং সম্ দ্বিমাত্রা কালস্থায়ী।

+ • ১ ১

ধা ধিন্‌নাক্ তেরে কেটে গেদে ঘিনি

১ • ১ ১

ঘিটিতাক্ ধিনতাক্ ধুমাকিটি থুন্ থুন্

১ ১ ১

নাকদিং ধাধা ঘিটিতাক ::

দ্রুতত্রিতালী—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল, কেহ কেহ কেহ ইহাকে কাওয়ালী কহেন। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

[কাওয়ালীর বিবরণ দেখ।]

দ্বন্দ্ব—(।। ॥॥ ।॥)

দ্বিতীয়—(˘ ˘ ॥)

ধত্তা—(। । ˘ ˘ । ॥)

ধামার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, (।। ˘, ।। ˘, ।।,)

নন্দন।—১। (। ˘˘ ॥।)—২। (।। ˘˘ ॥।)

নন্দিবর্দ্ধন—(॥।। ॥।)

নান্দী—১। (। ˘˘ ।। ॥॥)—২। (। ˘ ।॥)

নিঃশঙ্ক—(।॥ ॥ ॥॥ ।)

নিঃশঙ্কলীল—(॥ ॥ ॥ ॥ ।)

নিঃসারুক—১। (॥,)—২। ˘ , ।)

নৃপ—(। ˘ ˘ ।)

পঞ্চতালী—(˘ ।)

পঞ্চম—(˘ ˘)

পঞ্চম সওয়ারী অধুনা প্রচলিত।

(। ˘ , । ˘ , ।।, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।,)

পঞ্চাঘাত—(॥ ॥ ।, । ॥,)

পঠতাল—অধুনা প্রচলিত দুইমাত্রার তাল।

পরিক্রম—(˘ ˘ ॥ ॥)

পার্ব্বতীনেত্র—(।। ˘˘ ।।। ॥॥ । ॥।।)

পার্ব্বতীলোচন—(॥॥। ॥ ॥॥ ˘ ॥)

পূর্ণ (কঙ্কাল)—১। (˘ ˘ ˘˘ ॥।)—২। (˘˘˘˘ ।॥)

পোস্তা—অধুনা প্রচলিত তাল (। ˘, ।। ×,)

প্রতাপশেখর—(॥। ˘˘,)

প্রতিতাল—১। (। ˘˘)—২ (।। ˘˘)

প্রতিমঞ্চ—১। (।।॥)—২ (॥।।)—৩। (॥॥॥ ।।)

প্রত্যঙ্গ—(॥ ॥ ॥।।)

প্রসিদ্ধা—(একতালী) (। ˘ ।)

ফোরদস্ত—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [ফোরদস্ত দেখ।]

বঙ্গদীপক—(॥।। ॥॥ ।)

বঙ্গাভরণ—(॥ ॥।। ॥।)

বঙ্গোদ্যোত—(॥ ॥ ॥। ॥।)

বনমালী—১। (˘˘˘˘ ।। ˘˘ ॥)—২। (। ˘˘˘˘ ॥)

বর্ণতাল—(॥। ˘˘ ॥ ।)

বর্ণভিন্ন—(˘˘ ।॥)

বর্ণভীরু—(।।।। ˘ ।)

বর্ণমঙ্কিকা—১। (॥ ˘˘। ˘)—২ (। ˘। ˘˘)

বর্ণযতি—১। (।। ˘˘)—২। (।।॥ ॥)

বর্ণলীল—(˘˘।॥)

বৰ্দ্ধন—(˘˘।॥)

বর্দ্ধমান—(˘˘।॥)

বসন্ত—১। (।।। ॥॥॥)—২। (॥॥॥)

বিজয়—১। (॥॥॥।।)—২। (॥।॥।)

বিজয়ানন্দ—(।।॥॥॥)

বিদ্যাধর—(॥। ॥)

বিন্দুমালী—(॥˘˘˘˘ ॥)

বিপুলা (একতালী)—(× ˘,।)

বিলোকিত—(॥˘˘॥।)

বিষম—(˘˘˘˘, ˘˘˘˘,)

বীরপঞ্চ—অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ।]

বীরবিক্রম—(। ˘˘ ।)

ব্রহ্মতাল—১। (। ˘। ˘˘। ˘˘˘।)—২। (।॥।।॥)
৩। (। ˘।। ˘˘। ˘˘˘)—৪। অধুনা প্রচলিত চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। [ব্রহ্মতাল দেখ।]

ব্রহ্মযোগ—অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল।
[ব্রহ্মযোগ দেখ।]

ভগ্নতাল—(˘˘˘˘।।।)

ভৃঙ্গতাল—(॥।॥)

মকরন্দ—১। (˘˘।।।)—২। (˘˘)

মঞ্চ—১। (॥।। ˘, ˘,)—২। (।।।।॥।।)

মঞ্চক—১। (।।॥ ।।।।,)—২। (।।॥।।॥ ॥॥॥ ˘)

মঙ্কিকা—১। (॥ ˘॥)—২। (।। ˘, ˘)—৩। (।,॥ ॥।।)

মদনতাল—(˘˘ ॥)

মধ্যমান—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [মধ্যমান দেখ।]

মলয়তাল—(॥ । ॥)

মল্লতাল—(।।।। ˘˘)

মল্লিকামোদ—(।। ˘˘˘˘)

মহাসন্নি—(˘˘˘।। ˘। ˘। ˘।।।)

মিশ্রতাল—(˘˘˘˘, ˘˘˘˘, ˘˘˘˘, ॥॥ ˘˘॥॥।॥)

মিশ্রবর্ণ—(˘˘˘˘, ˘˘˘˘, ˘˘˘˘, ॥॥ ˘˘।॥॥)

মুকুন্দ—১। (। ˘˘˘˘ ॥)—২। (। ˘।)—৩। (। ˘˘˘˘˘)

মুদ্রিতমঞ্চ—(॥ । । । । । ।)

মোক্ষপতি—(১৬ দীর্ঘ, ৩২ হ্রস্ব, এবং ৬৪ অৰ্দ্ধমাত্রা পর পর ন্যস্ত)

মোহনতাল—এইতাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ১২ মাত্রার তাল। [মোহনতাল দেখ]।

যৎ—(। ˘, ।।, । ˘, ।।,)।—অধুনা প্রচলিত [যৎ দেখ।]

যতিতাল—(। ˘˘।)

যতিলগ্ন—(˘˘।)

যতিশেখর—(˘˘।। ˘˘। ˘। ˘)

রঙ্গতাল—(˘˘˘˘ ॥)

রঙ্গপ্রদীপক—(॥ ॥ । ॥ ॥।)

রঙ্গলীল—(।॥ ˘˘)

রঙ্গাভরণ—(॥॥॥।॥)

রতিতাল—(। ॥)

রতিলীল—১। (। । ॥ ॥)—২। (।। ˘˘˘˘˘˘˘˘)

রাগবর্দ্ধন—(˘˘, ˘॥)

রাজকোলাহল—(˘॥। ॥।॥)

রাজচূড়ামণি—১। (˘˘। ˘।॥)—২। (˘˘।।। ˘˘।॥)

রাজঝঙ্কার—(॥।॥ ˘˘)

রাজতাল—(॥॥ ˘˘ ॥।।॥)

রাজনারায়ণ—(˘˘।॥।॥)

রাজমার্ত্তণ্ড—(॥। ˘)

রাজমৃগাঙ্ক—(˘।॥)

রাজবিদ্যাধর—(।॥ ˘˘)

রাজশীর্ষক—(॥॥॥ ॥)

রামা—(একতালী)—(˘)

রায়বঙ্কোল—(॥।॥ ˘˘)

রাসক—(।)

রাসতাল—অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রার তাল। [রাসতাল দেখ।]

রুদ্রতাল—অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল।
[রুদ্রতাল দেখ।]

রূপক—১। (।।)—২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।]

লক্ষ্মীতাল—১। (˘˘। × × ˘, ˘˘। × × ˘, ˘˘,। × ।,)—২। (˘˘, ॥॥)—৩। অধুনা প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল।
[লক্ষ্মীতাল দেখ।]

লক্ষ্মীশ—(˘˘, ।॥)

লঘু—(।।।।॥)

লঘুচচ্চরী—(·· । ×, ·· । ×, ·· । ×, ·· । ×, ·· । ×, ·· । ×, ·· । ×)

লঘুশেখর—১। (।)—২ (।।,)

লয়তাল—(॥ । ॥। ।। ॥ ॥। ···,)

ললিত—(·· । ॥)

ললিতপ্রিয়—(। । ॥ । ॥)

লীলাতাল—(· । ॥।)

শম (কঙ্কাল)—(॥ ॥ ।)

শরভলীলক—১। (। · ।)—২ (। । ···· । । ৩)—এই তাল অধুনা প্রচলিত। [শরভলীলক দেখ।]

শার্ঙ্গীদেব—(·· ॥ ॥। ॥ ॥ ।)

শিবতাল—(। ॥)

শ্রীকান্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীকীর্ত্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীনন্দন—(॥ । । ॥।)

শ্রীরঙ্গ—১। (। । ॥ । ॥।)—২। (। । ॥ । । । ॥।)

শ্লথত্রিতালী—অপর নাম ঢিমা তেতালা।

[ঢিমা-তেতালার বিবরণ দেখ।]

ষট্‌তাল—(······)

ষট্‌পিতাপুত্রক—১। (॥। । ॥ ॥ । । । ॥।)—২। (॥। ॥ ॥ ॥ ॥।)

সন্নিতাল—(··· । । ··)

সন্নিপাত—১। (॥।)—২। (॥)

সম—১। (। ··,)—২। (। ।, ···)

সম্পর্কেষ্টীক—১। (॥। ॥ ॥ ॥ ॥।)—২। (॥। ॥ ॥ ॥)

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—(॥ ॥ । । ··)

সারঙ্গ—(····)

সারস—(। ··· । ।)

সিংহ—(। ····)

সিংহনন্দন—(॥ ॥ । ॥। । ॥ ·· ॥ ॥ । ॥। । ॥। ॥ । । । । । ।)

সিংহনাদ—(। ॥। ·· ॥।)

সিংহবিক্রম—১। (॥ ॥ । । । ॥। । ॥ ॥)—২। (। । ॥ ॥ । ॥। । ॥ ॥।)

সিংহবিক্রীড়িত—১। (। । ॥। । ॥ । । ॥ ॥ । ॥।)—২। (। । ॥। । ॥ ॥। । ॥। ॥ ॥। ॥ । ।)

সিংহলীল—(। ···)

সুরফাক্তা—(। ।, ।, । ।,) এইতাল অধুনা প্রচলিত। [সুরফাক্তা দেখ।]

হংস—(। ।,)

হংসনাদ—(। ॥। ·· ॥।)

হংসলীল—(। ।,)

পূর্ব্বোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমুদয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোল-শব্দে দ্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্না°)

তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। পর্য্যায়—তাল, আল, মাল, শৌলূষ, পিঞ্জক, রোমহরণ, হরিতাল। তালক দুইপ্রকার পত্র-হরিতাল ও পিণ্ড-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হরিতাল শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, পিণ্ড-হরিতাল উহা হইতে অল্পগুণযুক্ত। পত্র-হরিতাল সুবর্ণবর্ণতুল্য, ভারবহুল, স্নিগ্ধ অভ্রের ন্যায় স্তর-সমন্বিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডতাল পিণ্ডসদৃশ, স্তরহীন, স্বল্প, সত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

শোধিততালক—কটুকষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কণ্ঠব্রণনাশক। অশোধিত অসম্যক্ মারিত তালক সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। এই অশুদ্ধতালক তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই জন্য শোধন অত্যাবশ্যক।

তালকশোধন। কুষ্মাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়।

খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১০ ভাগের একভাগ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিয়া চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমূলের ক্বাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর। হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার ক্বাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়।

বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে মাড়িয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহরকাল পাক করিবে। এই হরিতাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

শোধিত তালকের গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কান্তি, বীর্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক।

হরিতালমারণ। হরিতাল আমরুলের রসে, কাগজী

নেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া দ্বিগুণ শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্বারা উর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে গুঁড়া করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) তালমেব কায়তি কৈ-ক। ২ দ্বারকপাট, রোধনযন্ত্র, তালা, চাবি। ৩ তুরবিকা। স্বার্থে-ক। ৪ তালবৃক্ষ।

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১) [তালিকোট দেখ।]

তালকন্দ (ক্লী) তালস্যেব কন্দমস্য। তালমূলী।

"কসেরুকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং" (প্রায়°তত্ত্ব-ধৃত বায়ুপু°) 'তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধং' (রঘুনন্দন)

তালকাভ (পুং) তালকস্য হরিতালস্য আভাইব আভাযস্য বহুব্রী। হরিদ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

তালকী (স্ত্রী) তালকস্য ইয়ং অণ্ ঙীপ্। তালজ মদ্যভেদ, তাড়ী। (ত্রিকা°)

তালকেতু (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ কেতুরস্য। ভীষ্ম।

"তাসাং প্রমুখতো ভীষ্ম তালকেতু র্ব্যরোচত।" (ভারত উ° ১৪৯ অ°)

তালকেশ্বর (পুং) ঔষধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে নেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

আর এক প্রকার—কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিতে হইবে, যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদ্গম হইবে না, তখন জানিবে, যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হয়। ইহার মাত্রা ১ যব। এই ঔষধ সেবনে মসুর, ছোলা ও মুগের ডাইল পথ্য। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধিকার)

রসেন্দ্রসারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, সমভাগ মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুর এক তোলা ও মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঔষধে বহুমূত্র রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

তালক্রোশা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুভ্রত্বাৎ। শর্করা-ভেদ, তালের চিনি। (রাজনি°)

তালক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্। তালের চিনি।

তালগর্ভ (পুং) তালস্য গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের-মাথি। "ঋষপিত্তমৃগাশ্বস্তচুর্ণৈংকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥" (বৃহৎস° ৫০।২৪) তরবারিতে যদি তালের মাথির পান দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুণ্ড ছেদ করা যায়।

তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাসিক যাইবার পথে অবস্থিত একটী প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট্ উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্ত্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৯° ১৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩´ পূঃ।

তালঙ্ক (পুং) তাড়ঙ্ক ডস্য লঃ। ভূষণ বিশেষ। (শব্দার্থচিন্তা°)

তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর দেশের রাজা। "অন্ধ্রাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপাস্তথা।" (ভারত উ° ১৩৯ অ°)

তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অধীন একটী গড়জাত-মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্ব্বে ঢেঁকানল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫২´ ৩০´´ হইতে ২১° ১৮´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৫৭´ হইতে ৮৫° ১৭´ ৪৫´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ব্রাহ্মণী নদী পাললহরা ও ঢেঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, সেইখানে নদীতীরে চূণ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বালি ধুইয়া স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের নগরই প্রধান। এখানে রাজধানী ও ৫০০ ঘর লোকের বাস।

তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, ৫০০ বর্ষ অতীত হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা বৃটিশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় 'মহেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন বৃটীশগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন। রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০০৲ টাকা, বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ১০৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়। রাজার প্রায় ৯০০ শত সেনা আছে।

তালজঙ্ঘ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘা যত্র। ১ দেশভেদ। ২ তালজঙ্ঘদেশবাসী। ৩ তালজঙ্ঘদেশের রাজা। ৪ গ্রহভেদ।

"নির্ভাসাস্তালজঙ্ঘাশ্চ ব্যাদিতাস্যাঃ ভয়ঙ্করাঃ।"
"এতে গ্রহাশ্চ সততং রক্ষন্তু মম সর্ব্বতঃ॥"
(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

(কণ্ঠপৃষ্ঠগ্রীবাজঙ্ঘশ্চ। পা ৬৷২৷১১৪) পাণিনির এই সূত্রে তালজঙ্ঘ এই পদের উদাত্ত স্বরতা হইয়াছে। যদুবংশীয় এক জন নৃপতি। তালজঙ্ঘগণ ইহারই পুত্র, তাহারা হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা বাহুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। (রামা° হরি° বিষ্ণু°)

তালজটা (স্ত্রী) তালস্য জটেব ৬তৎ। তালবৃক্ষের জটাকার পদার্থবিশেষ, তালপ্রলম্ব।

তালদণ্ডা, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্যার একটী প্রধান খাল। কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচন এই উভয় কার্য্যের জন্য এই খাল কাটা হয়।

তালধ্বজ (পুং) তালো ধ্বজো যস্য বহুব্রী। ১ বলরাম। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"শত্রুঞ্জয়ো রৈবতঞ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং সুতীর্থরাট্।
টঙ্কঃ কপর্দ্দী লৌহিত্যস্তালধ্বজকদম্বকৌ॥"
(শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১৷৩৫২)

তালধ্বজা (স্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষেব ধ্বজশ্চিহ্নং যস্যা বহুব্রী। পুরীবিশেষ। "অস্তিস্তালধ্বজা নাম নগরী ত্রিদশোপমা।"
(ক্রিয়াযোগসার)

তালনরু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহারা নবমী। ১ ভাদ্র শুক্লা নবমী।

"মাসি ভাদ্রপদে যাস্যান্নবমী বহুলেতরা।
তস্যাং সংপূজ্য বৈ দুর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।"

ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দুর্গাপূজা করিলে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়।

২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা করিয়া স্ত্রীগণ তালোপহার দ্বারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এই জন্য এই ব্রতের নাম তালনবমী। এই ব্রত ৯ বৎসর সাধ্য। আরব্ধ বৎসর হইতে নবমবৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতপ্রয়োগ—পূর্ব্বদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽস্য ভাদ্রে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্য-পুত্র পৌত্রাদি-নিত্য-ধন-ধান্য-বিবর্দ্ধনেহলৌকিক-মহা-সুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্য্যন্তং তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতা পূজা করিবে। পরে তালপল্লবে গৌরীকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নবতালযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। পরে একটী ফল হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই—

"রুক্মিণ্যুবাচ।
কেনোপায়েন ভগবন্নারী দুঃখং ন বিন্দতি।
সৌভাগ্যমর্থসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ॥
ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন সদ্ভাবো যদি তে ময়ি॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু দেবি মহাভাগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে।
পুত্রপৌত্রাদিকং নিত্যং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং॥
ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।
তালনবমীব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥
কুরু দেবি প্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদং।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা শুভা ভবেৎ॥
তস্যামারভ্য কর্ত্তব্য নববর্ষাণি সুব্রতে।
কৃত্বা চ তদ্‌ব্রতং দেবী ত্যজেত্তালস্য ভক্ষণং॥
তালস্য ব্যজনাদ্বায়ুর্নকর্ত্তব্যঃ কদাচন।
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা প্রাতরুত্থায় সত্বরং॥
স্নানং কৃত্বা নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ।
তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপূজয়েৎ॥
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং।
সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥
ফলানি নবদত্বা চ তালস্য ডল্লকোত্তমে।
পিণ্ডখর্জ্জুরজাতী চ এলাচৈব হরীতকী॥
নারিকেলং তথা পূগং রম্ভা পক্কফলান্বিতং।
তত্র মুখ্যং প্রদাতব্যং তালস্য ফলমুত্তমং॥

বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য দদ্যাত্তু ডল্লকং দক্ষিণান্বিতং।
প্রতিষ্ঠার্থং প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রজতং তথা॥
ব্রতাহনি তু ভুঞ্জীত নিরামিষং সতালকং।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পূর্ব্বোক্তঞ্চ ফলঞ্চ লভেৎ।
কথিতং তব যত্নেন কুরুষ ব্রতমুত্তমং॥

রুক্মিণ্যুবাচ।

ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতম্।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন ব্রতমেতৎ সুদুর্ল্লভং॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রম্যে তু যমুনাকূলে কংসস্য তালবৃন্দকে।
ধেনুকস্য পুরং গত্বা ময়া দৃষ্টং সুশোভনং॥
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপরা।
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালস্য পল্লবে শুভে।
কাচিদ্ধ্যানপরা তত্র জপস্তুতিপরায়ণা॥
তাস্তু দৃষ্ট্বা ময়া পৃষ্টং ব্রতং কস্তেদমুত্তমং।
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্ত্রিয়ঃ॥

স্ত্রিয় উচুঃ।

যস্তেদং যৎফলং চাস্য শৃণু বীর সুরোত্তম।
ইদং ব্রতং চাম্বিকায়া স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ততঃ॥
ইহৈব কুশলং সর্ব্বমন্তে গৌরীপদপ্রদং।
বিধানং শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং॥
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালস্য পল্লবে শুভে॥
গৌরীমারোপ্য যত্নেন বিধানেন প্রপূজয়েৎ।
ফলং তালস্য নবকং দত্বা নৈবেদ্যমুত্তমং॥
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্ত্তব্যং তালভক্ষণং॥
নববর্ষং ব্রতং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ।
ব্রতাচার্য্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং॥
ডল্লকং শোভনং দত্বা ব্রতসাঙ্গং ভবেত্ততঃ।
ইত্যেতৎ কথিতস্তু ভদ্র ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তাভিঃ কৃতং ময়া দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে।
তস্মাৎ কুরু প্রযত্নেন সৌভাগ্যবর্দ্ধনং শুভে॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেব্যা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি।
রুক্মিণ্যা কৃষ্ণপরয়া সৌভাগ্যং লব্ধমুত্তমং॥
যা নারী চ প্রযত্নেন করোতি ব্রতমুত্তমং।
সা সর্ব্বফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥

ইতি ভবিষ্যে তালনবমীব্রত কথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ বৎসর হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। [ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে।

তালের ডালা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "নমোঽস্তেত্যাদি শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী প্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্ত্রং তালডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে", এইরূপে ডল্লকোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে।

যাহারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ ও তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসেবন বর্জ্জন করিবেন। এই ব্রতে ৯টী ফল প্রদান করিতে হয়।

পিণ্ডখর্জ্জূর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পূগ, রম্ভা, পক্কফল ও তাল এই ৯টী ফল।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটী প্রকারান্তর আছে, তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। কথা—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কৃষ্ণং কমলয়া সহ।
উবাচ মধুরং বাক্যং স্মিতপূর্ব্বং মুদান্বিতা॥
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং।
কেন বা সুভগা আসীৎ কেন বা দুর্ভগা ভবেৎ॥
কিং কৃতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ।
তন্মে ব্রুহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং ধ্রুবং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পূর্ব্বং হি মম ভার্য্যে দ্বে সত্যভামা চ রুক্মিণী।
রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা॥
তস্যাঃ কর্ম্মবিপাকেন সৌভাগ্যমন্যথা গতং।
কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা॥
দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশো মুহুঃ।
কিয়ৎকালে চ সম্প্রয়ে ব্রজন্তী চ তপোবনে॥
অরণ্যে বিজনে গত্বা কশ্যিন্মুনিবরাশ্রমে।
রুদিত্বা চ বিধানেন সর্ব্বং দুঃখং ন্যবেদয়ৎ॥

তচ্ছ্রুত্বাতু মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং।
ভবো পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি॥
সত্যভামোবাচ।
দুঃখং মে বহুশস্তাত! শরীরং দুর্ভগং কথং।
কথ্যতাং মুনিশার্দ্দূল স্বামি সৌভাগ্যকারণং॥
মুনিরুবাচ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ॥
সত্যভামোবাচ।
বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনং।
তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তদুচ্যতাং॥
মুনিরুবাচ।
স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ।
তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥
নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েৎ ভক্তবৎসলাং।
তালেন পূজয়েৎ দেবীং তালেনৈব বিনির্ম্মিতং॥
তস্মৈ তৎ পিষ্টকং দত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
গন্ধমাল্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রহস্তে সমর্পিতং॥
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণো ব্রূয়াৎ ব্রতং সাঙ্গং সমাচরেৎ।
এবং ক্রমেণ সাধ্বীভিঃ কর্ত্তব্যমতিযত্নতঃ॥
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ॥
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ।
অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ॥
সম্পূর্ণে তু ব্রতে ভূতে প্রতিষ্ঠাং তদনন্তরং।
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া সুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ॥
এবং কুরু সদা বিজ্ঞে শৃণু ভাষণমুত্তমং।
তথা চক্রে চ সা সাধ্বী মুনের্বচনগৌরবাৎ॥
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তামুপাগতঃ।
অসৌভাগ্যেন যদ্দুঃখং তৎ তে সর্ব্বং বিনশ্যতু॥
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরীহরস্য চ।
শচীব পুরুহূতস্য রতী চ মদনস্য চ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথাত্বং ভব শোভনে।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ॥
ইদং যা কুরুতে সাধ্বী ব্রতং সা সুভগা ভবেৎ।
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্ম্মতৎপরা॥
তস্যাশ্চ ভবনে লক্ষ্মীশ্চঞ্চলা নিশ্চলো ভবেৎ।
জন্মান্তরে ভবেৎ সাধ্বী অবৈধব্যং সদা পুনঃ॥
পত্যুশ্চ সুভগা সাধ্বী পুত্রপৌত্রান্বিতা ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ হয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া থাকেন।

তালপত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব। ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ঙ্ক। তালস্য পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ু সেবনের গুণ—রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, বাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক, প্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও গ্লানিনাশক। মধুর, অতিশ্রম নাশক। তালপত্র আর্দ্র করিয়া বায়ুসেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়*। (হারীত)

তালপত্রিকা (স্ত্রী) তালপত্রী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। মুষলী, তালমূলী। (রাজনি°)

তালপত্রী (স্ত্রী) তালস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। মূষিক-পর্ণী। (মেদিনী)

তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমস্য। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দর°) মুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সলফ।

তালপর্ণী (স্ত্রী) তালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। মধুরিকা, মুরা।

তালপাত (দেশজ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে তালপত্রে শাস্ত্রগ্রন্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শাস্ত্ররক্ষার এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শাস্ত্রাদি লেখা কম পড়িয়া গিয়াছে। তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ৪০০।৫০০ বৎসর উত্তমরূপে থাকে।

তালপুর, (তলপুর) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের বংশগত উপাধি। সিন্ধুদেশে ইয়ার মহম্মদের শাসনকালে শাহদাদ খাঁর পুত্র মীর বহরাম খাঁ কলহোড়দিগের উন্নতির জন্য বহুতর কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তালপুরদিগের মধ্যে ইহার নামই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বলোচী মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেন। কিন্তু সরফরাজখাঁ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মীরবহরাম ও তাঁহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের

* "তালপত্রমরুৎরুক্ষঃ কোষ্ণো বাতস্য শান্তিকৃৎ।
নিদ্রাকরঃ প্রীতিকরঃ শোষরোগবিকারহা।
দাহপিত্তশ্রমগ্লানিনাশনো শ্রমশান্তিকৃৎ।
মধুরোঽতিশ্রমঘ্নঃ স্যাদার্দ্রস্তু কফকোপনঃ।" (হারীত ৫ম°)

অন্যতম পুত্র মীরবিজর তালপুরের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরবিজর জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খাঁ সিন্ধুদেশের রাজা ও মীর বিজর তাঁহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মীর বিজর শিকারপুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবদুল নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের ইঙ্গিতে মীরবিজরের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবদুল নবী ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। মীরবিজরের পুত্র আবদুল খাঁ তলপুর মীর ফতেখাঁর সহিত একযোগে সিন্ধুর শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আবদুল নবী পুনরায় সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আবদুল খাঁ তালপুরকে নিহত করিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি খাঁ তাহাকে পুনরায় সিন্ধুদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফতে আলিখাঁ সচেষ্ট হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা জমালশাহের নিকট হইতে 'সিন্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল'—এই মর্ম্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করিলেন। এই ফতে আলি খাঁ হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃঃঅব্দে মীরফতে আলিখাঁ সিন্ধু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মীর ফরো খাঁ শাহবন্দর ও মীর সোহরব খাঁ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ (কিম্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিম্বা সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিন্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং ৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়দ্দূরে যুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইত। তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্ত্তা কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন না।

১৭৯৯ খৃঃঅব্দে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিজ্যকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য জনৈক ইংরাজদূত গমন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচীস্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৮০৯ খৃঃঅব্দে তালপুরদিগের সহিত ইংরাজদিগের সখ্যতা-সূত্রে সন্ধি হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিন্ধুরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্লস্ নেপিয়ার দেশটী সম্যক্প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তলপুরীয়দিগকে নূতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে গৃহকলহে নিযুক্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্যশাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুত্র মীরহমজা ইহাদের আদিপুরুষ। ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের জনৈক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খাঁ, তাঁহার খুল্লতাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড়-রাজ মিয়ান মহলের অধীনে কার্য্য করেন এবং সিয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতিথেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য তালপুরবংশীয় রাজগণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। খয়েরপুরের তলপুরগণ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান করিতেন। ইহারা অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি ইহারা তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্মীরিশাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিন্ধুদেশে যেরূপ টুপির ব্যবহার আছে, ইহারা সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের তরবারির ও কটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত।

ইহারা রাজকার্য্যের জন্য অধীন বলোচ সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈন্যব্যতীত ইহাদের অপর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত না। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় ৶০ আনা ও অশ্বারোহীসৈন্যদিগের প্রত্যেক প্রায় ।০ আনা বেতন পাইত। যদিও তালপুরী মীরগণের সৈন্য সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধকালে ইহারা অনায়াসে প্রায় ৫০০০০ সৈন্য একত্র করিতে পারিতেন।

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার ন্যায় ছিল।

রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার নাম বণ্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর $\frac{১}{২}$, $\frac{২}{৫}$ অথবা $\frac{১}{৩}$ অংশের মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম মহস্থলি (মাস্থল)। ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জিজিয়াকর প্রচলিত ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জ্জূর গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে অনেকগুলি জমীদার দেখা যায়। মালকানো, জমীদারী ও রাজখরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদায় করিতেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত তাহার তরাজু-কর দিতে হইত। বিনা লাইসেন্সে কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত না। ধীবর, তাঁতি ও দোকানদারদিগকে কিছু কিছু শুল্ক দিতে হইত। মীরগণ কর্ম্মচারিদিগকে যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন।

তলপুরদিগের শাসনকালে করদার, কোতয়াল ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীরগণও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে হস্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দোষ প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জলনিম্নে রাখা হইত। এক ব্যক্তি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া যতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্ব্বেই সে জলমধ্য হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লম্বা একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় বাঁধিয়া তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে গর্ত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত। ইহাতে উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিত। এই জল ও অগ্নিপরীক্ষা চর ও টুবিনামে খ্যাত ছিল। কয়েদীদিগের জন্য রীতিমত জেল ছিলনা। দিনের বেলা প্রহরিগণ ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজসরকার হইতে ইহারা খাদ্য পাইত না। রাত্রিকালে ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকৌড়ি লাগাইয়া রাখিত। ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন। তালপুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখা যায়।

ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালপুষ্পা (স্ত্রী) তালরণ্ড, তালের জটা।

তালযন্ত্র (ক্লী) মৎস্যতালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ, ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎস্যের তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। * (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৭অ°)

এই যন্ত্র মৎস্যের তালুর ন্যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম তালুযন্ত্র বলেন।

তালপুষ্পক (ক্লী) তালঃ খড়্গমুষ্টিরিব পুষ্পমস্য পুষ্প-কপ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডুরিয়া। ২ তালবৃক্ষকুসুম।

তালপ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে প্রলম্বতে প্র-লম্ব-অচ্। তালের জটা।

তালভৃৎ (পুং) তালং বিভর্ত্তি ধ্বজরূপেণ ভৃ-ক্বিপ্। বলরাম। (ত্রিকা°)

তালমর্দ্দক (পুং) বাদ্যভেদ, তালমর্দ্দল।

তালমর্দ্দল (পুং) তালস্য তালার্থং মর্দ্দলইব। বাদ্যভেদ। (হারা°)

তালমাখ্না, ঔষধ বৃক্ষবিশেষ।

সংস্কৃত	...	অতিচ্ছত্রা।
বাঙ্গালা	...	কুলিয়াখাড়া, কণ্টকলিকা।
হিন্দী, বিহার	...	তালিমাখানা।
বোম্বাই, মান্দ্রাজ	...	তালিমখানা, কোলগুণ্ডা।
সাঁওতালী	...	গোকুল জনম্।
তামিল	...	নির্ম্মলি।
কর্ণাটী	...	কালবঙ্কবীজ।

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্ব্বত্র স্যাঁতসেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীজ, মূল

* "তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবৎ একতালদ্বিতালকে কর্ণনাসানাড়ীশল্যোদ্ধরণার্থ মুপদিশ্যতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ৭অ°)

সমস্তই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা কণ্টিকারী, গোক্ষুর প্রভৃতির স্বজাতি। মুসলমান ও আর্য্যবৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মূত্রকারক গুণ অতি বিখ্যাত। মূত্রকৃচ্ছ্র, উদরী, বাত ও লিঙ্গসম্বন্ধীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্দ্ধক। ইহার মূলসিদ্ধ জল অর্দ্ধচামচ পরিমাণে দিনে দুইবার সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত লোকে ঐ ঐ রোগে ঐরূপে ইহা ব্যবহার করে। য়ুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন।

বীজ—স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ-প্রশমনক।

মূল—স্নিগ্ধকারক, তিক্ত, মূত্রকারক, বলকারক।

পত্র—স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকারক।

বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। [অতিচ্ছত্র দেখ।]

তালমুট (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালমূলিকা (স্ত্রী) তালমূলী স্বার্থেকন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। তালমূলী।

তালমূলী (স্ত্রী) তালস্য মূলমিব মূলমস্যাঃ বহুব্রী। স্বনামখ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী মুষলী, পর্য্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অর্শোঘ্নী, মুষলী, তালী, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষ্য, পুষ্টি, বল ও কফপ্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত অল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী সফেদ্‌মুষলী, কৃষ্ণ তালমূলী, স্যামুষলী নামে খ্যাত। গুণ—মধুর, রম্য, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং গুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র°)

তালযন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ।

তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্-ণিচ্-ল্যু স্বার্থে-কন্। নট। (শব্দরত্না°)

তাললক্ষ্মন্ (পুং) তাল এব লক্ষ চিহ্নং যস্য। বলরাম।

তাললক্ষণ (পুং) তালো লক্ষণং ধ্বজো যস্য বহুব্রী। বলরাম। (হেম)

তালবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন দ্বাদশবনের মধ্যে একটী। ইহা মধুবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বলরাম এইখানে ধেনুক বধ করেন। ধেনুকবধের পূর্ব্বে এই বন জীবজন্তুর অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

এই তালবন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তরদিকে ও যমুনাতীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন মনুষ্য-সমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য, এই বনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, লোষ্ট্র বা পাষাণখণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই বনে নরমাংসলোলুপ গর্দ্দভরূপধারী অতিদুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। ধেনুক দৈত্য ইহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করিতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই ধেনুক গতাসু হয়। ধেনুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অ°) ২ তালের বন।

তালবৃন্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃন্তং বন্ধনমস্য তালস্যেব বৃন্তমস্য বা বহুব্রী। ব্যজন, তালের পাখা।

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।" (উদ্ভট)

ইহার বায়ুগুণ ত্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র°) [তালপত্র দেখ।]

(পুং) ২ সোমবিশেষ।

"একএব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোংংশবানপি।" (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

তালবেচনক (পুং) তালস্য বেচনং পৃথক্‌করণং সংস্থানেন নিয়মনং যত্র কপ্। নট। (শব্দর°) তালরেচনক এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

তালবেতাল, স্বনাম খ্যাত উপদেবতা দ্বয়, এইরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্বয় তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল।

তালবেহাত, উ° প° প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৫° ২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৫৫´´ পূঃ। একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে একটী অতি বৃহৎ তাল (হ্রদ) আছে, তাহারই নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নদুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্ হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রাচীন দুর্গটী ধূলিসাৎ করেন।

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। একটী

ভাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শস্য ও কার্পাসের ব্যবসা চলে। পুলিসের খরচা চালাইবার জন্য প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়।

তালব্য (ত্রি) তার্লৌজাতং তালু-যৎ (শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) তালুজাত, তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ "ইচু যশানাং তালুঃ" (পা) ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ এই কয়টী বর্ণ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদের নাম তালব্য।

তালশাঁস (দেশজ) তালফলের অপক্ব অবস্থার আঁটী অথবা পকতালের শুষ্ক আটীর ভিতর যে শাঁস থাকে।

তালা (দেশজ) ১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ, অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক অবরোধ।

তালাক্ (আরবী) মুসলমানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ।

তালাক্‌নামা (পারসী) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র।

তালাখ্যা (স্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্যা-ক। বা তালং আখ্যা যস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

তালাঙ্ক (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোযস্য বহুব্রী। ১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩ শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬ হর। (হেম°)

তালাঙ্কুর (ক্লী) ১ তালাস্থি শস্য, তালের আঁটির শাঁস। (পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল।

তালাদি (পুং) পাণিনুক্ত গণবিশেষ। "তালাদিভ্যো হণ্" বিকারার্থে তালাদি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। বার্হিণ, ইন্দ্রালিশ, ইন্দ্রাদৃশ, ইন্দ্রায়ুধ, চয়, শ্যামাক, পীযূক্ষা। (তালাদ্ধনুষি) তাল. ধনুঃ. বিকল্পপক্ষে অঞ্ ও ময়ট্ হয়।

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। নট। (ত্রিকাণ্ড)

তালি (স্ত্রী) তালয়তি প্রতিতিষ্ঠত্যনয়া তল-ণিচ্-ইন্ (সর্ব্ব ধাতুভ্যোইন্। উণ্ ৪।১১৭) ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা, তালী, তাড়িয়াৎ। (দেশজ) ২ হাতে তাল দেওয়া। ৩ শ্রবণাবরোধ, কর্ণের তালা। ৪ জুতা ছিঁড়িয়া যাইলে মুচিরা যে চামড়ায় দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। ৫ আঘাত।

"বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি" (শ্রীধর্ম্ম° ৪৪।২)

তালিক্ (আরবী) ১ স্থগিদ। ২ তালিকা।

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নিবৃর্ত্তঃ তল-ঠক্ (তেন নির্বৃত্তং। পা ৫।১।৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, পর্য্যায়—চপেট, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। (হেম°)

"যথৈকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথোদ্যমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ম্মণঃ স্মৃতং ॥" (পঞ্চত° ২।১৬৭)

২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ। পর্য্যায়—কাচনী, কাচনকী। (শব্দর°) ৩ বান্ধিবার দড়ি।

তালিকট [ত্যলকট দেখ।]

তালিকা (স্ত্রী) তালিক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চপেট, চড়। ২ তাল-মূলী, তাম্রবল্লী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা।

তালিকা (আরবী) ফর্দ্দ, দ্রব্যের যায়।

তালিকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মধ্যে মুদ্দেবিহাল উপবিভাগের একটী প্রধান নগর, কলাড়গী নগরের ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ ও তাঁহার তিন-ভ্রাতার সহিত নিজামসাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী হইয়া অধিকার তালিকোট করেন। মরাঠীগণের অভ্যুদয়ের সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

তালিত (ক্লী) তাড্যতে যৎ তড়-ণিচ্-ক্ত ড়স্য লত্বং। ১ বাদ্য-ভাণ্ড। ২ লুলিত পট, রঞ্জিত বস্ত্র। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি।
(অজয়পাল)

তালিন্ (পুং) তলেনর্ষিণা প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি° ণিনি। ১ তলোক্তাধ্যেতা, তল ঋষি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। (ত্রি) তালো বাদ্যত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) ৩ শিব। "বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালকটঃ কটঃ।
(ভারত অনু° ১৭ অঃ)

তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল-পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়া থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে হাতপাখা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে "আড়ানী" বলে। দাক্ষিণা-ত্যের এক জাতীয় তালের গুঁড়িতে খোড়ের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়া ময়দার ন্যায় গুঁড়াইয়া রাখে। ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই জাতীয় তালের আঁটির খোলার নক্সা করিয়া গহনা ও রং করিয়া নকল প্রবাল প্রস্তুত করে। [তাল দেখ।]

তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা।

তালিযুনিয়া (দেশজ) বড় লতানিয়া গাছ।

তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতৌ-ইশ ণিৎ (ইশঃ কপার্দ্দি-বড়িত্যন্তলেস্ত ণিৎ। উণ্ ১।৩৩৯) ইতি সূত্রস্য টীকাধৃতসূত্রাৎ ইশঃ নিত্বাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পর্ব্বত।

তালী (স্ত্রী) তালেন তন্নির্য্যাসেন নির্ব্বৃত্তা অণ্। ১ তাড়ী, তাল-জাত সুরা। তল-ণ্যন্তাৎ অচ্ ঙীষ্। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ তালমূলী, ভূম্যামলকী, তাড়িয়াৎ, ভূঁইআমলা। ৪ অড়হর। ৫ তালীশ পত্রাখ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদ্ঘাটনযন্ত্র, কাটী, কুঞ্জিকা। ৭ চিত্রকূটে প্রসিদ্ধ তাম্রবল্লী লতা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে তিনটী করিয়া অক্ষর আছে।

"তালী সা নির্দ্দিষ্টা। উদ্দিষ্টো মো যত্র!"

যথা— "জ্ঞানী তে জানীতে।
সারূপ্যং বৈরূপ্যং॥" ছন্দোম°

এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম।

তালীপত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমস্য। তালীশ পত্র। (রাজনি°)

তালীয়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দিরা।

তালীশ (ক্লী) তালীব রোগান্ শ্যতি-শো-ড। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র।

তালীশক (ক্লী) তালীশ। [তালীশ দেখ।]

তালীশপত্র (ক্লী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যস্য। ভূম্যা-মলকী, স্বনামখ্যাত বণিকদ্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ পাতা। পর্য্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশ-পত্রক। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছর্দ্দিদোষ, গুল্ম, আম ও অগ্নিমান্দ্যনাশক এবং লঘু, অরুচি। (ভাবপ্রকাশ)

তালিশাদ্যমোদক (পুং) চক্রদত্তোক্ত মোদক ভেদ, এই মোদক ঔষধ কাসাধিকারে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুত প্রণালী—তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন* ৫ তোলা, গুড়ত্বচ্ ॥০ তোলা, এলাইচ ॥০ তোলা, চিনি ॥০ সের, একত্র মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

তালু (ক্লী) তরন্ত্যনেন বর্ণা ইতি তৄ ঞুণ্ রস্য লশ্চ (ত্রোরশ্চ লঃ। উণ্ ১।৫) জিহ্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থান, পর্য্যায়—কাকুদ, তালুক।

"মুখতস্তালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে॥" (ভাগ°)

মুখ হইতে তালু নির্ভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্বা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিরাট পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহ্বার সহিত তাহাতে অধিদেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ° ৩।৬।৪১)

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—গলশুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গলশুণ্ডিকা আকর্ষণপূর্ব্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে; তাহা অল্পাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন কবিবে। অত্যন্ত ছেদন করিলে ছেদন জন্য মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে শোক, লালাস্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা ও চিকিৎসাবিশারদ বৈদ্য গলশুণ্ডী রোগে ছেদন করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ, অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুষ্ঠ ও কুটন্নট (শোনবৃক্ষ) এই সকলের ক্বাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রাস্না, কটুকী ও নিম্ব এই সকলের ক্বাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন। ইঙ্গুদী, দন্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতে ও সায়াহ্ন উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদ্গযূষ সহ ভোজন করিবে।

তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্মসঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ু শান্তিকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ২২ অঃ)

তালুআ (দেশজ) তালু।

তালুক (ক্লী) তাল স্বার্থে কন্। ১ তালু, টাকরা। ২ তালুরোগ।

তালুক্, বাঙ্গলাদেশে জমীদারীর পরই তালুক ভূসম্পত্তির একটী বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণা লইয়া এক একটী তালুক হয়। জমীদারীর খাজনা গবর্মেণ্টকে দিতে হয়। তালুকীস্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্বত্বের ন্যায়। এই স্বত্ব বংশানুক্রমে বর্ত্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজনা বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না। অনেক তালুক জমীদারীর ন্যায় গবর্মেণ্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত আছে। সেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন সহর, গ্রাম বা প্রথম

* বংশলোচন ৫ তোলা 'এই স্থানে কেহ কেহ বলেন শুভা' পিপ্পলী, যে পৈত্তিক কাসে বংশলোচন বুঝিতে হইবে এবং অন্যত্র উহা পিপ্পলী এই পদের বিশেষণ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে। তালুকীস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়-কারী কর্ম্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটী উপবিভাগকেও তালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিষয় সম্পত্তি। ৪ পরগণা। ৫ ভূসম্পত্তি।

বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,—খারিজাতালুক, সামিলা তালুক, বাজেআপ্তী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি।

তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী। ২ গুজরাটে ভূসম্পত্তি-শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। ৪ জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্দ্ধাংশ রাজস্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। ৭ অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারেরা প্রকৃতপক্ষে জমীদার এবং তালুকদারও বটেন।

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার বা জমীদারের কার্য্য।

তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দো-বস্তানুসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্মেণ্ট ও তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়া লয়েন এবং তালুক-দারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল তালুকদার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্বের ভাগ দিয়া থাকেন, এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আহ্মদাবাদ জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত, কোলি ও কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ তালুকদার দেখা যায়।

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুকা (স্ত্রী) তালুর দুইটী নাড়ী।

তালুক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তলুক্ষর্ষে গোত্রাপত্যং যঞ্। তলুক্ষ ঋষির গোত্রপত্য। (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ ষিত্বাৎ ঙীষ্। তালুক্ষ্যায়ণী।

তালুজিহ্ব (পুং) তালু এব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ কুম্ভীর। ২ আলজিভ, কুম্ভীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে এইজন্য কুম্ভীরের নাম তালুজিহ্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

তালুন (ত্রি) তলুনস্যাপত্যং তলুন-অঞ্ (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) তলুন সম্বন্ধীয়।

তালুপাক (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগত রোগ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপ, অর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক তালুগত রোগ এই ৯ প্রকার।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ডীরোগ বলে। ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়, তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালু মধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু-দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুলা হয়, তাহা কফ মেদজন্য পুপ্পুটরোগ। বায়ু পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা তালুশ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক জন্মে।

তালুপাত (পুং) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুপীড়ক (পুং) তালুপাত রোগ।

তালুপুপ্পুট (পুং) তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালুযন্ত্র (ক্লী) মৎস্য তালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ। [তালযন্ত্র দেখ।]

তালুর [তালূর দেখ।]

তালুবিদ্রধি (পুং) তালুগত শোথবিশেষ, ত্রিদোষ হেতু তালুতে দাহরাগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়।

"স্যাত্তালুবিদ্রধ্যপি দাহরাগৈর্যতোভবেত্তালুনি স ত্রিদোষাৎ।" (চরক)

তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুষ্ক হওয়া।

তালুশোষ (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালূর (পুং) তালয়তি তল-ণিচ্ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী।

তালূষক (ক্লী) তল-বা উষক। তালু। "অক্ষ তালূষকে শ্রোণী ফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ।" (যাজ্ঞ°) 'তালূষকং কাকুদং' (মিতা°)

তালেবর (পারসী) ধনাঢ্য, মান্য।

তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটী নদী। আঠারবাঁকার শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর উৎপত্তি। ইহা তালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। সারা বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে।

তাল্ল (ত্রি) তল্লের অপত্য।

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্-অণ্ একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়।

"মৃগং তন্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।" (ঋক্ ১।৯৪।১১)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তাবকীন (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্ খঞ্। (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্চ। পা ৪।২।১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়, তোমার।

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমস্য তৎ ডাবতু। ১ সাকল্য। ২ অবধি। ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। ৭ সংগ্রাম। ৮ অধিকার। ৯ তদা, সেই সময়। ১০ বাক্যালঙ্কার।

"ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং" (রঘু) (তাবৎ তদা)

এই শ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি।

"বস্তুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ" (রঘু)

'তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং' (মল্লিনাথ)

মানার্থ—"ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় তত্ত্বং" (কুমা°)

অবধারণ—"ইন্দ্রপ্রস্থগমস্তাবৎ কারি মা সন্তু চেদয়ঃ" (মাঘ)

(ত্রি) তৎ পরিমাণমস্য তদ্-বতুপ্। (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা° ৪।২।৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" (গীতা)

তাবৎ শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"যাবতী সংভবেৎ বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্হতি।" (মনু)

তাবৎক (ত্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্। তত দামে কেনা।

তাবৎকৃত্বস্ (ত্রি) তাবৎকৃত্ব ইতি বহুত্বাৎ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-গণনে কৃত্বসুচ্। তত সংখ্যা।

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণং।" (মনু ৫।৩৮)

'যাবৎ সংখ্যানি পশুরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্মনি জন্মনি প্রাপ্নোতি।' (কুল্লুক)

তাবদ্বয়স (ত্রি) তাবদেব তাবৎ দ্বয়স (প্রমাণে দ্বয়সজ্ দঘ্নজ্ মাত্রচঃ। পা ৫।২।৩৭ ইতিসূত্রস্য "বহুস্তাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্মাত্রচৌ বহুলং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যাদ্বয়সচ্। তাবৎ।

তাবতিক (ত্রি) তাবৎক ইট্ (বতোরিড্ বা। পা ৫।১।২৩) সেই পরিমাণে কেনা।

তাবতিথ (ত্রি) তাবতাং পূরণঃ ডট্, বা "বতো রিথুক্" ইতি সূত্রেণ ইতুক্। তাবতের পূরণ। "যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং তাবতিথেন বজ্রেণেতি" কাত্যা° শ্রৌ° ২।১।৯।

তাবন্মাত্র (ত্রি) তাবদেব তাবৎ-মাত্রচ্ (বহুস্তাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং। পা ৫।২।৩৭) সেই পরিমাণ।

"তাবন্মাত্রং প্রকুর্ব্বন্তি যাবতা প্রাণধারণং" (হরিবংশ)

তাবর (ক্লী) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। (ভূরিপ্রয়োগ)

তাবিজ, ১ মুসলমানী কবচ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা শ্লোক কাগজে লিখিয়া চৌকা রৌপ্য কবচে বাহুতে বা গলায় ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বারা রোগ, দুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি নিবারিত হয়। পুরাকালে য়ুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা ছিল। ডিউটেরোনমী ১১ অধ্যায় ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—"Therefore shall ye lay up these my words in your heart, in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes" ইহা হইতেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি কাগজে লিখিয়া ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের মধ্যেও রাজাগ্নিচৌরভয়নিবারণ জন্য, রোগশোক দুঃখ কষ্ট হ্রাসের জন্য ও গ্রহদোষ শান্তির জন্য নানা দেবদেবী ও গ্রহ দেবতার কবচ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে।

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়।

তাবিষ (পুং) তব্যতে গম্যতে সৎকর্ম্মিভিরত্র তব সৌত্রধাতুঃ-তব-টিষচ্ (তবে র্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র।

তাবিষী (স্ত্রী) তবতি সৌন্দর্য্যং গচ্ছতি তব-টিষচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দেবকন্যা। ২ নদী। ৩ পৃথিবী।

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ কাঞ্চন। (মেদিনী)

তাবীষী (স্ত্রী) তাবিষী পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রকন্যা। ২ ইন্দ্রকন্যা।

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কৌর্প দেখ।]

তাষ্ট্র (ত্রি) তষ্টৃ-ষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

তাস (হিন্দী) খেলার জন্য ব্যবহৃত কাগজ। (Playing card) গ্রেট মোগলমার্কা চৌকা তাস সকলেই অবগত আছেন। ইহার এক জোড়ায় ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি প্রকার "রং" থাকে—রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন ও ইস্কাপন। প্রত্যেক রংয়ে ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে।

টেক্কার ফোঁটা এক, তাহার পর ক্রমে দুরি, তিরি, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাতা, আটা, নহলা ও দহলা পর্য্যন্ত ক্রমে দুই হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও সাহেব। এই বাহান্নখানি তাস লইয়া নানারূপ খেলা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার জন খেলোয়ার থাকে। সামনা সামনি দুই দুই জনে এক এক দল হইয়া থাকে। গ্রাবু খেলার সাতা হইতে সাহেব পর্য্যন্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আটখানি তাস লইতে হয়। দুরি হইতে ছক্কা পর্য্যন্ত পাঁচখানি তাস পড়িয়া থাকে। প্রথম খেলা আরম্ভ হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদি আপোষে সিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়া হয়—তাহা হইলে তাস গুলি ভাঁজিয়া সামনে রাখিতে হয় এবং দুই দলে কেহ লাল, কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে সেই দলই প্রথম তাস দিবে। ডাইনদিকে যে বসে সেই তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম বারে প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া তাস দিতে হয়—তাহার পর দুই দফা তিন তিনখানি করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে আটখানি করিয়া তাস থাকে। যদি তাস দিতে কম বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে খেলা ভেস্তা হয়। ভেস্তা হইলে যে দলের হাতে ভেস্তা হয়, তাহারা আর তাস দিতে পারে না। তাস দিবার স্বত্বের নাম "হাতের পাঁচ"। উহার মূল্য পাঁচ ফোঁটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম "রং"। অপর রং গুলির নাম "বদ রং"। রংয়ের গোলাম বড়, উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। তাহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ ফোঁটা। তাহার পর টেক্কা এগার ফোঁটা। তাহার পর দহলা দশ ফোঁটা। সাহেব তিন ফোঁটা বিবি দুই ফোঁটা, কিন্তু সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে। সাতা ও আটার মূল্য নাই।—বদরংয়ের টেক্কা বড়, মূল্য এগার ফোঁটা। তাহার পর সাহেব তিন ফোঁটা তাহার পর বিবি দুই ফোঁটা। তাহার পর গোলাম ১ ফোঁটা। দহলা ১০ ফোঁটা। নহলা, আটা ও সাতার কোন মূল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহলা প্রভৃতিকে মারিয়া লইতে পারে।—রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের সর্ব্বোচ্চ তাস টেক্কাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে "আট তুরুপ" বলে। আট তুরুপে খেলা হয় না। আট তুরুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি উঠায় না। (তিরি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়; কিন্তু যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই থাকে।) যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা হইলে "সাততুরুপ" হয়। সাততুরুপে খেলা হয় না। যাহারা সাতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাঁহাদেরই হয়। উপরি উপরি তিনখানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে হইলে "বিস্তি" হয়—যথা সাতা আটা নহলা; আটা নহলা দহলা; নহলা দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি; গোলাম বিবি সাহেব; বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরংয়ে একই রূপ বিস্তি হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি চার খানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে "পঞ্চাশ" কহে। যথা সাতা আটা নহলা দহলা, আটা নহলা দহলা গোলাম; নহলা দহলা গোলাম বিবি; দহলা গোলাম বিবি সাহেব; গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরঙ্গে একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি পাঁচখানি এক হাতে হইলে "হন্দর" হয়। যথা—সাতা আটা নহলা দহলা গোলাম, আটা নহলা দহলা গোলাম বিবি, নহলা দহলা গোলাম বিবি সাহেব; দহলা গোলাম সাহেব বিবি টেক্কা। রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের জিত হয়। তাহারা একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে ইস্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে তাহাকে "ইস্তক বিস্তি" বলে। কিন্তু একই হাতে "ইস্তক" এবং বদ্‌রঙের "বিস্তি" থাকিলে তাহাকে "ইস্তকবিস্তি" বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইস্তক এবং অপর হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইস্তকবিস্তি হয়। "ইস্তক পঞ্চাশ" হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা বা সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেলা হয় না। যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা জিতে কাগজ ধরে আর হাতের পাঁচ পায়। যে কাটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে যে রং খেলে, অন্য লোকের হাতে সে রং থাকিতে অন্য রং দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও "রং" মারিতে পারে। ইহাকে "তুরুপ করা" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে "পাস দেওয়া" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাস যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই "পিঠ" পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি তাস সে জিতিয়া লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পুনরায় দ্বিতীয় দফা আরম্ভ

করিবে। এইরূপ আঠ দফা খেলা হইলে এক বাজী খেলা হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাঁচ পাইবে। যদি কাহারও বিন্তি আদি না থাকে, তাহা হইলে দুই কুড়ি সাত ফোঁটা উভয় পক্ষকেই দেখাইতে হইবে। যে পক্ষ ৪৭ ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃ-পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি উভয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাঁচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস সেই বিভাগ করিবে। ফোঁটা গণিবার সময়ে হাতের পাঁচের পাঁচ ফোঁটাও ধরা হইয়া থাকে।—যদি কোন পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিন্তি সেই বিন্তিটী পাইবে, অপরের বিন্তি অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের "বিবি-বড়-বিন্তি" হইল, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় বিন্তি হইবে সেই বিন্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিন্তি থাকিলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহারা কাগজ দিয়াছে তাহারা বিন্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইস্তক বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদি একপক্ষে ইস্তক থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোঁটা দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে "পঞ্চাশ কাবার" কহে। যে কোন পিঠে "পঞ্চাশ কাবার" করা যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়া যায়। শেষ পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬০ ফোঁটা দেখাইতে হয়। গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। যদি এক পক্ষের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে ৩০ ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ ইস্তক কাবার করে তবে ৬০ ফোঁটায় পঞ্চাশকাবার করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটীও পিঠ না পায়, তাহা হইলে যাহারা সব পিঠ পায় তাহারা ছক্কা ধরে।—অর্থাৎ একখানি ছক্কা চিৎ করিয়া রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। উপর্য্যুপরি পাঁচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে একখানি পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই। যদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছক্কা হয় তাহা হইলে তাহাকে "ব্যোম" কহে। ব্যোম ধরার রীতি নানা রূপ;—কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও দুরি, চৌকা, পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও "মূর্ত্তিমান ব্যোম"—(মহাদেবের এক খানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। "ব্যোম" চূড়ান্ত জিত। কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি কাগজই উঠিয়া যায়। ছক্কা উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছক্কা ধরিতে হয়, পঞ্জা উঠাইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়।

"বিন্তি" খেলায় ফোঁটা গণা, বিন্তি পঞ্চাশ—ইত্যাদি হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার ন্যায়। কেবল দুইজন লোকে খেলে একজন কাটায় ও আর একজন তাস দেয়। প্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া আটখানি তাস দেওয়া হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান হইয়াছিল সেইখানি চিত করিয়া রাখিয়া অপর ১৫ খানি তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। যে কাটায় সেই খেলিতে থাকে। যে পিঠ পায় সে ঐ উপুড় করা তাস হইতে প্রথম তাসখানি লয় যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। এইরূপে আটবার খেলার পর জমা করা তাস ১৬ খানি ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরা-ইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোঁটা গণিয়া যাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততখানি কাগজ ধরে। ইহাতে তিরি, ছক্কা ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া একপ্রকার বিন্তি খেলা আছে তাহাকে "দেখা বিন্তি" বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটখানি তাস পাওয়া গেল তাহা সম্মুখে ফেলিয়া খেলিতে হয়। যে পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, পরে দ্বিতীয়খানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজখানি লইবে, সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে।

এইরূপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলায় কাটাইয়া যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায় একখানা ছবি রাখিয়া কাটাইয়া রং করিয়া প্রত্যেকে ১৭ খানি করিয়া তাস লয়। পিঠ লইয়া যাহার ১৭ খানির অধিক হয় তাহারই জিত।

যাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের আদৌ পিঠ না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার আদৌ পিঠ না হয়, তাহাকে ভুরুস্ করা বলে।

তাসের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে, যথা, তেতাস, প্রমারা, নক্সা ইত্যাদি। বাজী রাখিয়া এ সকল খেলা খেলে। বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখা হইল না।

প্রথম কোন দেশে তাস খেলার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া য়ুরোপে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে মিশরেরা প্রথম তাস খেলা সৃষ্টি করে; কেহ বলে, বাবিলোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে; কেহ বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারই চিত্তবিনোদন জন্য তাসখেলার সৃষ্টি হইল। সেক্ষপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে "গ্রেট মোগল" মার্কা তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসীদিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্ত্তে নানারূপ দেব দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্ হইতে যে "কদম্বকেলী" তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার ছবিই অধিক।

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে বলিয়াছিল উহা হাজার বৎসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক একপ্রকার খেলা সমধিক প্রাচীন (আইন-ই-অকবরীতে আবুলফজল সাহেব বলেন—"প্রাচীন ঋষিরা স্থির করিয়াছিলেন, প্রতিপ্রস্থ তাসে ১২ খানি করিয়া তাস থাকিবে কিন্তু তাহারা বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজা করিতেন না।

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি এই রংয়ের প্রধান। তাসের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর অশ্বারোহণে রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ছত্র ও পতাকা শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টেক্কা পর্য্যন্ত দশখানি তাস ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি—ইহার প্রথম তাস খানিতে উড়িষ্যার রাজা গজে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহার উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাসগুলিও গজ চিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি—বিজাপুররাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। পাদপীঠে তাঁহার উজীর। খুচরা তাসগুলি পদাতিসৈন্যের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি—গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা; গড়ের উপর পাদপীঠে উজীর। খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) ধনপতি—রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি—বর্ম্মাবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্ম্মাবৃত পুরুষে পরিবেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাটা। খুচরা তাস গুলিতে কেবল বর্ম্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি—রাজা জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর পাদপীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র। (৮) স্ত্রীপতি—প্রথম খানিতে সিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীরপত্নী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রী চিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) দেবপতি—প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় খানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব চিত্রে পূর্ণ।—(১০) অসুরপতি—দায়ুদের পুত্র সুলেমান সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাসগুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি—পশুরাজ ব্যাঘ্র প্রথম তাসে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাঘ্র, অবশিষ্ট দশখানি তাসে বন্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। (১২) অহিপতি—মকরের উপর সর্পরাজ আসীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। অবশিষ্ট তাস গুলিতে সর্পের চিত্র।

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে "বিশবর" অর্থাৎ বিশবল বা "অধিকবল" এবং শেষ ছয় প্রকারে "কমবর" অর্থাৎ কমবল বা "অল্পবল" কহিত।

বাদশাহ অকবর তাস গুলিতে আরও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর ভাণ্ডারের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোষে নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি যথা;—জহুরী, ধাতু দ্রব করিবার লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপদিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, "মান" নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার লোক। আর একপ্রকার তাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে "ফরমান", দানপত্র, দপ্তরের

কাগজ পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়া আছেন, সম্মুখে দপ্তর। অন্যান্য খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণের চিত্র। যথা—কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দপ্তরের কাগজে লিখিবার লোক, কাগজে সোণালী ও রূপালী কাজ করিবার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং দিয়া রেখা টানিবার লোক, ফরমান লিখিবার লোক. বই বাঁধিবার লোক এবং রংরেজ।—আর একপ্রকার তাসে অকবর বাদশাহ শিল্পকার্য্যের রাজাকে খুব জাঁকাল করিয়া চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসে ভারবাহী জন্তুদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।—আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ সিংহাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদকদিগের তদ্‌বির করিতেছেন। অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদকদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। আবার অন্যপ্রকার তাসে রৌপ্যরাজ রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসিরাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আয়ুধাগারের কর্ম্মচারীগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।

তাজপতি—রাজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন। উজীরকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ্ন।—ধুনুরী প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ত্তি।—ক্রীত-দাস-পতি—রাজা গজারোহণে যাইতেছেন; উজীর গোযানে যাইতেছেন। অন্যান্য তাসে ভৃত্যগণ কেহ বসিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে বাদশাহ অকবর যে তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও ১৪৪ খানি তাস ছিল। আবুল ফজল ঐ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত না। প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের নিয়ম ছিল। "গোলাম"টী পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন সৃষ্টি।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একপ্রকার তাস খেলা হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা ওরক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গালা মাখাইয়া প্রস্তুত হয়। ওরক্ বা তাসের সংখ্যা ১২০ খানি। ঐ সকল তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট এবং ৪ ইঞ্চ পুরু হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে ঐ সকল তাস প্রস্তুত হয়।

কতদিন এবং কাহা কর্ত্তৃক এই খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান খেলার স্থূল মর্ম্ম লিখিত হইল।

সাধারণ তাসের যেমন চারিটী রং দশ অবতার তাসে সেইরূপ দশটী রং। ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটী রং হইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। ঐ দশ অবতারের নাম যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। প্রত্যেক রঙ্গের ১২ খানি তাস। ঐ ১২ খানি তাসের দুইখানি চিত্রময়, অবশিষ্ট ১০ খানি ফোঁটা বা অবতার বিশেষের চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক রঙ্গের চিত্রময় তাস দুইখানির একটী রাজা এবং অপরটী উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্ত্তি রাজা ও উজীরের চিত্রও সেইরূপ, রাজা ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে রাজার চিত্রে অশ্ব, রথ, বা অন্য যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকেনা, কেবল মাত্র অবতারের মূর্ত্তি থাকে। অপর দশ দশটী তাসে বিশেষ বিশেষ চিহ্নদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ফোঁটা অঙ্কিত থাকে। যথা মীনের মীন, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘুনাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কল্কির তরবার। ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ঐ তাস গুলিকে এক্কা বা এক, দুক্কা বা দুই, তেক্কা বা তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জা বা পাঁচ, ছক্কা বা ছয়, সাত্তা বা সাত, আট্টা বা আট, নহলা বা নয়, এবং দশ বলিয়া থাকে। সকল রঙ্গেরই রাজা সকলের বড় এবং রাজার ছোট উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মৎস্য, কচ্ছপ, শঙ্খ, (বরাহ), চক্র (নৃসিংহ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর দশ বড় এবং তাহার পর ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক ছোট। এক্কা সকলের ছোট। অবশিষ্ট পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশুরাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কির রাজা ও উজীরের পর এক্কা বড়, এক্কার ছোট দুক্কা, তারপর তেক্কা ইত্যাদি এবং দশ সকলের ছোট। এক্কা রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, এবং সর্ব্বপ্রথম ইহারই খেলা হয় এবং ইনি মাঙ্গস্বরূপ দুইটী পিঠ অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট দুইখানি করিয়া তাস পান। রাত্রিতে খেলা হইলে রঘুনাথের পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম মীনের

খেলা ও মীনের রাজাকে মানস্বরূপ দুই পিঠ দেওয়া হয়। * খেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কূর্ম্মরাজ সকলের বড় এবং ইহারই সর্ব্বপ্রথম খেলা ও মান্য হইয়া থাকে।

চারি পাঁচ বা ছয়জনে এই খেলা খেলিয়া থাকে, খেলিবার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অস্নাত বা অশুচি শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার পূর্ব্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে।

বিন্তি খেলার ন্যায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ি তাস কাটিয়া দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস বাঁটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস বাঁটিয়া থাকে। প্রথম বাঁটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে ৪ খানি তাস দিয়া যাহার তাস বড় সে হাতে তাস পায়।

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে। তাহা হইলে প্রত্যেকের হাতে ৩০ খানি করিয়া তাস থাকিবে। এখন যে ব্যক্তি রঘুনাথের রাজা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ঐ তাস এবং তাহার সঙ্গে আর একটী তাস খেলিবে। অপর তিনজন প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া তাস দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া কহে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ দুইপিঠ রঘুনাথের পিঠ হইল। এই আটখানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাজা ব্যতীত অপর ৭ খানি যে কেহ অন্য তাস দিয়া বদলাইয়া লইতে পারেন। অন্য সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলাইয়া লইলে পর যাঁহার হাতে রঘুনাথের উজীর এক্কা প্রভৃতি বা অপর রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি ঐ বড় কয়টীর মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ব্ব ছোট এক একটী রাখিয়া তাহার বড় কয়টীর পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ কোন এক রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ বা এক্কা প্রভৃতি থাকিলে এক্কা বা দশটী রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ করিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব্ব ছোটটী ব্যতীত অপর সকলগুলি জলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের পিঠ হয় না, তবে ঐ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি ইচ্ছামত যে কোন তাস খরচ দেন।

প্রথম যিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং অন্যান্য বড় তাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাঁহার হাতে অন্য রঙ্গের এমন তাস আছে, যাহার রাজা বা উজীর বা অন্য একটীমাত্র তাস গেলেই সেইটী বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই রঙ্গের খেলা চালান। ইহাকে সেরোয়া করা কহে। যদি সেরোয়া করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল করিয়া ধরে এবং বামদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুরুজ খেলার ন্যায় উপর বা নীচের যেথানে ইচ্ছা একটী তাস বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হয় এবং তাহারই খেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে যে রং বাহির হয়, ঐ রঙ্গের যাহার হাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথম খেলুড়ীর ন্যায় খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়া দেন। তখন অন্য ব্যক্তি খেলিতে থাকেন। হাতের বড় অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে ঐ ফেরাই কয়টী জলিয়া যায়। কিন্তু যদি বোঝে ঐ ফেরাই কি সেই রঙ্গের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে পারেন না। বোঝে যে তাসখানি বাহির হয়, ঐ খানি সেই রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়া বদলাইয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ রঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হয়।

খেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন তাস খেলেন এবং অপর তিনজনেই ভ্রমক্রমে উহাতে খরচ দিয়া ফেলেন, তবে ঐ তাসের বড় ফেরাই কয়টী জলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি ছোট তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন না, তাঁহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে। বোঝ হইবার পূর্ব্বে তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন।

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া করা হয়, তাহা হইলে যাঁহার হাতে রাজা আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় বা এক্কা কি দোক্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজার সঙ্গে ঐ দুইটীর একটী দিয়া টিপিতে (খেলিতে) পারেন। যদি নয় দিয়া টিপান হয় আর যিনি সেরোয়া করিয়াছেন, তাঁহার হাত

* কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাত্রে রঘুনাথকে সকলের বড় ধরে।

ব্যতীত অপর দুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার দুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তবে যাহার দশ তিনি একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বা হাত বোঝ করিয়া দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেরোয়া করেন, যদি তাঁহার বামদিকে খেলোয়াড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড় তাসের সহিত সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারেন এবং তাঁহার দুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাওয়া বলে।

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস ফেলিয়া না দিলে সেরোয়া করা হয় না, হাতে না থাকিলে অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের ইচ্ছাধীন। হাতে ১১ খানি পর্য্যন্ত তাস থাকিলে সেরোয়া চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়া চলেনা। তখন হাত বোঝ করিয়া খেলা চলিতে থাকে। যখন সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার খরচ না দিয়া হাতে ৫ খানি তাস রাখেন, তবে তাঁহার একটী ফেরাই জ্বলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের ৩০ খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির যাঁহার যত বেশী তাস হয় তাঁহার তত জিত, আর যত কম হয়, তাঁহার তত হার হইয়া থাকে।

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে সেরোয়া করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় না, মুখে বলিয়া দিলেই হয়।

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার ন্যায়, ইহার এই কয়েকটী নিয়ম পৃথক্। যথা—ইহাতেও রং না দিয়া মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়জনের খেলায় প্রত্যেক হাতে ২০ খানি করিয়া তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দস্ত খেলায় অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্য্যন্ত খরচের তাস হইতে যে যাহা ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বামদস্তি টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি রাজা হইলে দশ বা একা, উজীর হইলে নয় বা দোক্কা ইত্যাদি মধ্যের একটী অর্থাৎ যেটীর জন্য সেরোয়া করা হয়, সেইটীর ছোটটী দিয়া টিপিতে পারেন; অন্য তাস দিয়া টিপ হয় না। ইহাদের ১২ খানি তাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জ্বলিয়া যায়।

সামন্তভূমে একপ্রকার দশাবতার খেলা হয়। এই খেলা ৪।৫ বা ৬ জনে খেলা যায়। ইহাতে পাঁচ রঙ্গের একা ও দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি বসিবেন তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে। এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম) পাইলে অপর খেলোয়াড়গণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং ঐ সময়ে সেরোয়া দিয়া বন্ধ করা হয়। মনে কর খেলা চলিতেছে, কিন্তু যাহার হাতে খেলা সুরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় হুকুম) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে থাকে, আর সে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটীর উপস্থিত পিঠ হইল না বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আসিবে, সেই সময় পিঠ করিয়া লইতে পারিবে। তাহার হাতে যদি উজীর থাকে এবং তাহা যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে, আর কোন রঙ্গের এমন দুইখানি তাস আছে, যে তাহারা উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন ভৃগুরামের একা ও দোক্কা, কি চক্রীর দশ নয়, কিম্বা রঘুনাথের পঞ্জা ছক্কা, কি মীনের দশ ও নয়, এখন বল দেখি তাহার কোনটীকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল তাসেরই পিঠ হইয়া থাকে। কেবল ঐ চারি রঙ্গের এক একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটীকেই সেরোয়া কর, তাহাতে দুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছানুসারে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। দেখিতে হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন রঙ্গের টিপ্ * ২ খানি হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্‌কে সেরোয়া দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস কেবল হপ্তা খরচ ও সকলের ছোট তাস দিয়া টিপিতে পারিবে।

রাজা টিপিলে পর অপর খেলোয়ারের মধ্যে যে সেরোয়া দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা, অর্থাৎ ঐ দুইজন বাদ যাহার হাতে ঐ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে। মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির একা দিয়া টিপিলে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজীর থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি সমান হুকুম হয়, তাহা হইলে উজীরকেই

* উজীর ও রাজা ছাড়া অপর একশ তাস সকলগুলিকেই টিপ কহে।

সেরোয়া করিতে হইবে। যদি জানিতে পারা যায়, উজীর আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে সেরোয়া করায় কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে সময় অবধি সে ঐ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার যত দস্ত (পীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।

উজীর যদি না থাকে আর যদি দশ বা এক্কা থাকে, তাহা হইলে সে দোসরী অর্থাৎ দুইবার সেরোয়া করিতে পারে। যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়া করিতে পারে, এজন্য ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে অমুকে দোসরী করিলাম।

দোসরীও যদি হাতে না থাকে তাহা হইলে অগত্যা হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া পাইবে সে ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া মারিতে পারে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার দুইদস্ত (পিঠ) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের এক্কা ও দোক্কা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে পারিবে না। কারণ উক্ত দোক্কা এবং নয় তাসগুলি হপ্তা (যাহার প্রথমে খেলা চলে) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। অপর এক্কা ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং ঐ গুলি যদি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। নচেৎ উহা দ্বারা অন্য কোন কার্য্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের সঙ্গে টিপ্‌ যাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর তাহা তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহা দুই দস্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির এক্কা ও দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার বাঁধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তাস বাহির হইবে, যদি উজীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। আর যদি উজীর ছাড়া অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর ঘুরাইয়া বা বদলাইয়া লইতে পারিবে না। যে তাসটী বাহির হইবে তাহা ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ হইয়াছে সে যদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে জানাইয়া দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস বাহির হয় তাহা হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি অন্য রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা জলিয়া যায়। এরূপ স্থলে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে।

দস্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই ঐ রকম, ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল দুইটী নিয়ম ভিন্ন। হপ্তাখরচ, নয় ও দোক্কা যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ কয়টী তাস দ্বারা সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি সেরোয়া করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হপ্তাখরচ হইতে বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হপ্তাখরচ একবার সেরোয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় বা আর না থাকে তাহা হইলে যিনি সেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ সেরোয়া করা হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল রঙ্গের ছোট যেটী সেইটীকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি ৫ রঙ্গের এক্কা ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দস্তী সকল রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টী—

ঐ দশটীর মধ্যে যে কেহ শেষে একটী দস্তী হুকুম করিয়া খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দস্ত করিয়া পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দস্ত পাইলেই দস্তীবাড়ী করা হইল, এই জন্য ইহার নাম দস্তীবাড়ী খেলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম "নক্স খেলার তাস।" সচরাচর জুয়াখেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রস্থে ৪৮ খানি তাস আছে। কিন্তু এই চারিপ্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই জন্য চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তাস বলা বরং ভাল। ইহার টেক্কা চারিখানিতে পরী (স্ত্রীর) প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। দুরি চারিখানিতে মল্ল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। তিরিগুলিতে তিনটী করিয়া পাতা। চৌকা চারিখানিতে চারিটী করিয়া শঙ্খ। পঞ্চা চারিখানিতে পাঁচটী করিয়া পানিফলের পাতা। ছক্কা চারিখানিতে ছয়টী করিয়া গালিচার আসন। সাতা চারিখানিতে সাতটী করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে আটটী করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টী করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্প। দহলা চারিখানিতে দশটী করিয়া ফুল।

ইহার পর চারিখানি অশ্বপতি অর্থাৎ অশ্বারূঢ় রাজা এবং চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারূঢ় রাজা আছে। অশ্বের ১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফোঁটা দুইটী মল্লে দুই ফোঁটা ও এক একটী পরী এক ফোঁটা ধরা হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর-

বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের ন্যায়, বোধ হয় এই তাস গুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি প্রকৃতিগত পুষ্পফল হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল টেক্কা, ছবি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা "অশ্বপতি", "গজপতি", "নরপতি" ও "রাজ্যত্রয়াধিপতি" এই কয়টী শব্দ প্রথমেই পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে এই তাস খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি তাস দেয়। যাহার তাস সর্ব্বাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় এবং আবার তাস বাঁটিয়া প্রথমতঃ এক একজনকে এক একখানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বলা উচিত, নক্সখেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক্ হইতে এক একখানি করিয়া দিতে হয়। পায়া বিলি হইলে পর বণ্টনকারী তাঁহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচ হইতে এক একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে এবং তাহার পরে তাহার ডানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে তাস দিয়া যাইতে হইবে। যদি তাহার হাতে ফোঁটা গণিয়া ১৭ হয় তবে নক্স হইল এবং সে বাজি তাহারই জিত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম বারেই তাহার জোড় পায় তাহা হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়া ছোট হইলে অর্থাৎ নয়ে নয়ে বা আটে আটে নক্স হয় না। তাস দিতে দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফোঁটা হইয়া গেল, তবে তাঁহার সে বাজি জ্বলিয়া গেল, তাহাকে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস লইতে থাকিবে। তাস লইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে যে এর পর তাস লইলে জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্ কহে। যদি কাহারও ১৭ ফোঁটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্ কহে, তাস তাহার জবানে গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা গণিতে ভুল করিয়া বলিলেও জবানে যায়। খেলিতে খেলিতে যাহার প্রথম নক্স হয় তাহারই সে বাজি জিত। যদি সকলের জ্বলিয়া যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি হাত রাখিয়া যায়, তবে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় আছে, সে জিতিবে। দুইজনের সমান ফোঁটা হইলে যাহার কম সংখ্যক তাস সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক তাসে সমান ফোঁটা থাকে, তবে যাহার পায়া বড় সে পাইবে। পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে জিতিবে।*

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কোন জাতির প্রথম চিত্রগুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আসিয়া মিশ্রিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনন্তর ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। একথা সত্য হইলে উড়িষ্যাদেশপ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই গৃহীত। ইহাতে ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে আট প্রস্থ আছে—অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি তাস আছে। এই আট প্রস্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, (৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) সূর্য্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শব্দে বাঁশরী; উহাতে বাঁশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কালু ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের চিত্র সাদা পূর্ণচন্দ্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউতি (সিমন্তী) কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।—কুমাচ শব্দের অর্থ জানা নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্রক্রীড়া কন্দুকের ন্যায়—ইহার জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ জানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আসন ঐ তাসের জমি রাঙ্গা, কানায় হরিদ্রা ও সবুজ রং। (৭) সূর্য্যের চিত্র গোল ফোঁটা মধ্যস্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্শ্বে লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা ও সবুজ রং। (৮) চ্যাং এ শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার ন্যায়, জমি সবুজ, কানায় রাঙ্গা ও হরিদ্রা রং।

* অপরপত্রে দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া গেল, অবতারের মূর্ত্তিগুলি উজীর একা (টেক্কা) প্রভৃতি এক একখানি ছবি দেখিয়া অন্য ছবি বুঝিয়া লইতে হইবে। নক্স খেলার তাসের কেবল চারিখানি ছবির চিত্র দেওয়া গেল।

দশাবতার খেলার তাস।



পরশুরামের নহলা রামের দহলা

দশাবতার খেলার তাস।



নরসিংহের টেক্কা



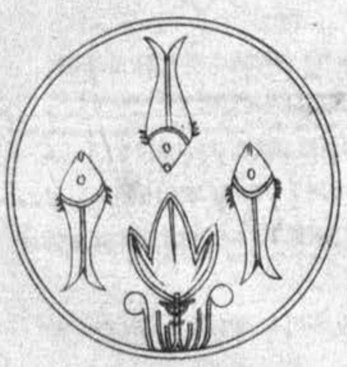
বরাহের পঞ্জা



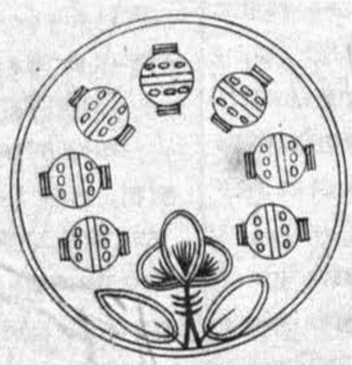
কল্কির দুরি



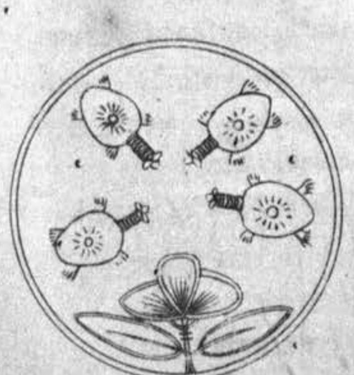
জগন্নাথের ছক্কা



মৎস্যাবতারের তিরি



বামণের সাতা



কূর্ম্মের চৌকা



বলরামের আটা

নক্সর তাস।



গজপতি



অশ্বপতি



মল্ল



স্ত্রী

প্রতি প্রস্থ তাসের রাজা উৎকল দেশীয় পাল্কী চড়িয়া থাকেন, মন্ত্রী অশ্বারূঢ়, সূর্য্য ও চন্দ্রের রাজা মনুষ্যাকৃতি নহেন, সূর্য্য ও চন্দ্রাকৃতি। প্রথম চারি প্রস্থের (দহ) দহলা বড়, একা (টেক্কা) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের একা (টেক্কা) বড়, দহ (দহলা) ছোট। এই তাসে নানারূপ খেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলায় চারিজনে গ্রাবুর ন্যায় দুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্তু উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি যদি হাকিম অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ব্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখানি যে কাটায়, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়া দিতে হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজা যে পায়, সে খেলিবে, কিন্তু সে না খেলিয়া অন্যকে হুকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝা যায় যে কেহই সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া তাস বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব পিঠ লইতে না পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজা পাইয়াছে, তাহারা যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। এরূপ রাজা বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার খেলুড়ীর সহিত আর একখানি ছোট তাসও বদলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু যে রং দিয়া রাজা বদল হইয়াছে, সে রং দিতে পারিবে না।

প্রথম খেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে হইবে, রাজার সহিত খেলা বলিয়া ছোটখানিও বড় কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং না থাকিলে যে কোন রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্যান্য বারে কোন তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্য রংএর হাতের মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে। সে রং থাকিলে তাহারই ছোট দিতে পারিবে।

এইরূপে অন্য হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হইয়া গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিটগুলি পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে। এ খেলায় বাজি নাই। এ খেলা চারিপ্রকার যথা—(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনীও (৪) কান্দা। যে খেলিবে সে রাজা বদলাইয়া না লইয়া খেলিলে নাগী হয়। রাজা মাগিয়া লইয়া খেলিলে মাগী হয়। বাজির (রং) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজা প্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেলা)।

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে "দস্ত" খেলা বলে। ইহাতে দুইজন তিনজন চারিজন খেলুড়ি থাকিতে পারে। আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ জিতিবে, সেই পরিমাণে অন্য লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা পয়সা প্রভৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক রংএর ৩ খানি করিয়া বিনা (ছোট) কাগজ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। পরে পিঠ অনুসারে, কিন্তু নিজের সেই ২৪ খানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়।

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অন্যান্য প্রকার নানারূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলে গঞ্জিফা নামক একপ্রকার গোল তাস প্রচলিত আছে, ঐ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িষ্যা-দেশপ্রসিদ্ধ সার খেলার ন্যায়।

তাসন (দেশজ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন। ২ সূতা গুটান।

"রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥" (কবিক°)

তাসা (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাসূতা। ২ বাদ্য-যন্ত্র ভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতলা চামড়া আটিয়া এই বাদ্য প্রস্তুত হয়।

তাস্থন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্। শণবৃক্ষ। তস্যেদং অণ্। তৎসম্বন্ধী।

তাস্থনী (স্ত্রী) তাস্থন স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শণনির্ম্মিত মেখলা।

"মুঞ্জকাশতাস্থন্যো রসনাঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিল।)
'তাস্থনঃ শণঃ তদ্ভবা রসনা মেখলা তাস্থনী।' (টীকা)

তাস্কর্য্য (ক্লী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-ষ্যঞ্। তস্করতা, চৌর্য্য।

"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি র্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২২)

তাস্যন্দ্র (ক্লী) সামভেদ।

তাহা (দেশজ) তৎ, সেই।

তাহুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কর, খাজনা।

তাহুৎখানা (পারসী) চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল।

তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটী বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৮২ বর্গ বিঘা। এই পরগণা একটী মাত্র জমীদারী। ২ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত জমীদারী। ইহার বর্ত্তমান জমীদার বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্মেণ্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমীদার বংশ বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাহড়ীগ্রামীণ ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্রকুলজী মতে এই বংশ চৌগাঁয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩১৯—৩২০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

তি (অব্য) ইতি বেদে। পৃষো॰ সাধুঃ। ইতি শব্দার্থ।

"সহোবাচাস্তীহ প্রায়শ্চিত্তিরিত্যাস্তীতি কা তি পিতা তে" (শত॰ ব্রা॰ ১১।৬।১।৩) 'কা প্রায়শ্চিত্তিস্তি ইতি প্রশ্নঃ' (ভাষ্য)

তিআত (দেশজ) ১ তৃতীয়। ২ সামান্ত।

তিআত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তিআদাদ্ (আরবী) ১ তায়দাদ। ২ গণনা।

তিআরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Celastrus monaspermus)

তিউড়ী (দেশজ) উনান।

"উজ্জ্বল চন্দনকাষ্ঠে জ্বালিল তিউড়ি।" (শ্রীধর্ম্মম॰ ৪।২০২)

তিঁহ (দেশজ) তিনি।

তিক (পুং) তিক্-ক। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। তৈকায়নি, তৎগোত্রাপত্য। তস্ত তিককিতবাদিত্বাৎ দ্বন্দ্বে গোত্রপ্রত্যয়স্ত লুক্ বহুত্বার্থে। তিক ও কিতব ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে বহুত্বার্থে গোত্রার্থ প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য সকল।

তিককিতবাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।

(তিককিতবাদিভ্যো দ্বন্দ্বে। পা ২।৪।৬৮)

দ্বন্দ্বসমাসে তিককিতবাদির বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতব, বঙ্খরভণ্ডীরথ, উপকলমক, ফলকনরক, বক-নখ-গুদ-পরিণদ্ধ, উব্জককুভ, কলঙ্কশান্তমুখ, উত্তরশলঙ্কট, কৃষ্ণাজিনকৃষ্ণসুন্দর, ভ্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্নিবেশদশেরুক এই কয়েকটী শব্দ তিককিতবাদিগণভুক্ত।

তিকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।

(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪)

অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ্ হয়। তিক, কিতব, সংজ্ঞা, বালা, শিখা, উরস্ শাট্য, সৈন্ধব, যমুন্দ, রূপ্য, গ্রাম্য, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, ঔরস, কৌরব্য, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটয়ত, শীকয়ত, শ্বৈতয়ত, ধ্যানবৎ, চন্দ্রমস্, শুভ, গঙ্গা, বরেণ্য, সুযামন্, আরব্ধ, বাহক, খল্য, বৃষ, লোমক, উদন্য ও যজ্ঞ এই কয়টী শব্দ লইয়া তিকাদিগণ।

তিকীয় (ত্রি) তিক-ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) তিকের সন্নিহিত দেশাদি।

তিক্ত (পুং) তেজয়তি তিজ বাহুলকাৎ কর্ত্তরি-ক্ত। ১ রসভেদ, ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (ক্লী) ২ পর্পটকৌষধি। ৩ সুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে তিক্তরসের আধিক্যবশতঃ ইহারা তিক্তপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ।

"তস্মাত্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টিঃ।" (মেঘদূত)

'তিক্তৈঃ সুগন্ধিভিস্তিক্তরসবদ্ভিশ্চ।' (মল্লিনাথ)

। *। এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণসম্ভূত, পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে।

জলীয় গুণসম্ভূত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস— মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত রস জন্মে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস দুই প্রকার—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য। কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। কটু, তিক্ত ও কষায় লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল।

যে রস দ্বারা গলদেশে জ্বালা, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে।

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং কণ্ডু, কোষ্ঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরশান্তিকারক, স্তন্যশোধক এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়শোষণকর; এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দরহিত এবং মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির অভাব), হস্তপদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি), শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর (বেতের কুড়ী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), ঘোষাফল, কর্কোটক (কাকরোল,) কারবেল্লক (করেলা),

বার্ত্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহুলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী লতা প্রভৃতি সামান্ততঃ তিক্তবর্গ। তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু উৎকৃষ্ট। (সুশ্রুত সূত্র° ৪২ অ°)

তিক্তক (পুং) তিক্তেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ণ-খদির। ৪ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষের তিক্তরস প্রাধান্ত বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থে-কন্। ৫ তিক্তরস। (ত্রি) ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী।

তিক্তকন্দিকা (স্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোঽস্ত্যস্যা-তিক্তকন্দ-কন্-টাপ্ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

তিক্তকা (স্ত্রী) তিক্তেন রসেন কায়তি কৈ-ক টাপ্। কটুতুম্বী, তিতলাউ, পর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী, মহাফলা। গুণ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিম্ব, চিরতা।

তিক্তকাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কটুকা, কট্‌কী।

তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিক্তঃ গন্ধো যস্যা বহুব্রী। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপ্-টাপ্ অতইত্বং। বরাহ-ক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগুঞ্জা (স্ত্রী) গুঞ্জেব তিক্তা রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। করঞ্জ। পর্য্যায়—ক্ষুদ্ররসা, রসঘ্না, বিদ্ধপর্কটী। (হারাবলী)

তিক্তঘৃত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত ঘৃতভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, বাসক, কটুকী, দুরালভা, ত্রায়মাণা ও পর্প্পট প্রত্যেকে দুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়মাণা, মুতা, ইন্দ্রযব, চন্দন, ভূনিম্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ্ধ-তোলা পরিমাণে উক্ত ক্বাথে পিষিতে হইবে। সেই কল্ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, শোফ, পাণ্ডু, বিসর্প ও ষণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৯অ°)

তিক্ততণ্ডুলা (স্ত্রী) তিক্তস্তণ্ডুলোঽন্তঃশস্যং যস্যাঃ। পিপ্পলী, পিপুল। পর্য্যায়—চপলা, শৌণ্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, কৃষ্ণোপকুল্যা, মগধী, কোলা। (বৈদ্যক রত্নমালা)

তিক্ততা (স্ত্রী) তিক্তস্য ভাবঃ তিক্ত-তল্-টাপ্। তিক্তরস, কটুতা।

তিক্ততুণ্ডী (স্ত্রী) তিক্ততুম্বী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কটু-তুম্বীলতা। (রাজনি°)

তিক্ততুম্বী (স্ত্রী) তিক্তা তুম্বী। কটুতুম্বী, তিৎলাউ। (রত্নমালা)

তিক্তদুগ্ধা (স্ত্রী) তিক্তং দুগ্ধং নির্যাসো যস্যাঃ। ১ ক্ষীরিণী বৃক্ষ। ২ অজশৃঙ্গী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেঢ়াশিঙ্গেগাছ। (জটা°)

তিক্তধাতু (পুং) তিক্তঃ তিক্তরসপ্রধানো ধাতুঃ। পিত্ত। (রাজনি°)

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি পত্রাণি যস্য। ১ কর্কোটক, কাঁক-রোল। (ত্রি) ২ তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। ৩ তিতপাতা।

তিক্তপর্ণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকর্ক টী।

তিক্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকর্ক টী।

তিক্তপর্ব্বা (স্ত্রী) তিক্তং পর্ব্বগ্রন্থির্যস্যাঃ বহুব্রী। ১ দূর্ব্বা। ২ হিলমোচী। ৩ গুড়ূচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী)

তিক্তপুষ্পা (স্ত্রী) তিক্তানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। ১ পাঠা, আক-নাদি। (ত্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ৩ তিক্ত ফুল।

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অস্য। ১ কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (ত্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল।

তিক্তফলা (স্ত্রী) তিক্তানি ফলানি যস্যাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, যবেচী। ২ বার্ত্তাকী। ৩ ষড়্‌ভুজা, থরমুজ।

তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্তস্তিক্তরসপ্রধানো ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

তিক্তমরিচ (পুং) তিক্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্ম্মল-ফল। (রাজনি°)

তিক্তযবা (স্ত্রী) তিক্তঃ যব ইন্দ্রযব রসোঽস্ত্যত্র অচ্। শঙ্খিনী।

তিক্তরসা (স্ত্রী) তিক্তঃ রসোযস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক।

তিক্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Andersonia Rohituki *Rox.*)

তিক্তরোহিণিকা (স্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্ব-হ্রস্বশ্চ। কটুকা।

তিক্তরোহিণী (স্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি রুহ-ণিনি ঙীপ্। কটুকা। (রাজনি°)

তিক্তলা (স্ত্রী) শঙ্খিনী।

তিক্তবর্গ (পুং) তিক্তানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্তরসাত্মক দ্রব্য-সমূহ। [তিক্ত দেখ।]

তিক্তবল্লী (স্ত্রী) তিক্তা বল্লী। ১ মূর্ব্বালতা, শোঁচমুখী। (রত্ন-মালা) ২ তিক্তলতা মাত্র।

তিক্তবীজা (স্ত্রী) তিক্তং বীজং যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকো যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ বরুণদ্রুম, বর্ণে গাছ। ৩ পত্রসুন্দর বৃক্ষ। গিমেশাক। (ক্লী) ৪ তিতশাক।

তিক্তশাকতরু (পুং) শ্বেতপ্রসূনক বৃক্ষ। (শব্দমা॰)

তিক্তশাকদ্রু (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ।

তিক্তসার (পুং) তিক্তঃ সারো নির্যাসোঽস্য। ১ খদির। ২ বিট্‌খদির বৃক্ষ, গুয়েবাবলা গাছ। (স্ত্রী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ, হিন্দীতে বড়রোহিষ। (ত্রি) ৩ তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র। ৪ তিক্তসার, তিতসার।

তিক্তা (স্ত্রী) তিক্তস্তিক্তরসোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততষ্টাপ্। ১ কটুরোহিণী। পর্য্যায়—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র॰) ২ পাঠা, আকনাদি। ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী। ৪ যড়্ভুজা, খরমুজ। ৫ ছিক্কনী, হাঁচুটীর গাছ। ৬ লতাকস্তরী।

তিক্তাখ্যা (স্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যস্যা। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাহ্বয়া (স্ত্রী) তিক্তেতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাঙ্গা (স্ত্রী) তিক্তং অঙ্গং যস্যাঃ। পাতালগরুড়ীলতা হিন্দীতে ছেউড়ী। (রাজনি॰)

তিক্তামৃতা (স্ত্রী) লতাভেদ। (Menispermum glabrum)

তিক্তিকা (স্ত্রী) তিক্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বং। ১ কটুতুম্বী, তিতলাউ। ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুকা।

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ধ্বিনলযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা য়ুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (Bag-pipe) যন্ত্রের ন্যায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুঙ্গী। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। তাহাতে একটী ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ্র। তিক্ত অলাবু ব্যবহার জন্য ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে।

য়ুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তৎপ্রণীত ট্রাভল্‌স্ ইন্ সাইবিরিয়া (Travels in Siberia) নামক গ্রন্থে ইহাকে তিত্তি (Titty) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে য়ুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই যে, ব্যাগপাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মনির্ম্মিত। প্রাচীনকালে ঋষিগণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মৃগচর্ম্মদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের ন্যায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাদ্বারা বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলা যায়। ইহার এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ও অপর নলে ৫টী ছিদ্র আছে। নয়টীর সর্ব্বনিম্ন দুইটী ছিদ্র মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ টী আমুক্ত। আর তিনটী মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্রথম নলের সাতটী ব্যবহার্য্য সুর। দ্বিতীয় নলটী কেবল সুরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধ্বিনলযন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কৈম্বতুর সনেরাত (Coimbotour Sonnerat)এর ভয়েজেস্ ও ইণ্ডিস্ ওরিয়েণ্টালিস্ (Voyages aux Indes Orientales) নামক গ্রন্থে (Tourte) তৌর্ত্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ঔস্লী সাহেব (Sir William Ously) পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। তথায় ইহা "নি আম্বানা" (Nei Ambana) নামে প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন "জুকারা" (Zouggarah) এবং আধুনিক "আর্গুল" (Argool) ও জুম্মারা (Zummarah) যন্ত্র এই রূপ। দুইটী নল বিভিন্ন ও অলাবুশূন্য থাম নামে এক যন্ত্র আছে, বাইবেলে সামকোনিয়া নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর "জামপোনা" (Zampogna) ও হিব্রু মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ)

তিখুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে আরারুট প্রস্তুত হয়। [আরারুট দেখ।] মধ্যভারতেই ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রভৃতির ন্যায় মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রামঘাট পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুড়ে ও কোচীনেও ইহা জন্মে। ইহা দ্বিবিধ—ইংরাজীতে এই দুইজাতির নাম Curcuma angustifolia এবং Curcuma leucorrhiza। বাঙ্গালায় উভয় শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে।

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুভা বা কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর।

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের ন্যায়, তবে ইহা তুলিবার জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে লাঙ্গল দিয়া আলগা করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরারুটের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাণাড়া, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহার আরারুট

প্রস্তত হয়। ইহার ময়দা কাশীর বাজারে বিক্রীত হয়, সেখানকার হালুইকরেরা ইহা হইতে একপ্রকার মিষ্ট লাড়ু প্রস্তত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইহাতে বিস্কুটও ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবদ্ধ করে। বোম্বাইয়ে জল দেওয়া দুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দা ব্যবহৃত হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। নানাস্থানে নানা উপায়ে ইহা প্রস্তত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাই আরারুট শব্দে লিখিত হইয়াছে। অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অম্লত্ব জন্মে। যত্ন করিয়া প্রস্তত করিলে এক বিঘায় দেড়শত টাকা লাভ হইতে পারে।

তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল।

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ঢেঁকানল রাজ্য, পূর্ব্বে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে বড়ম্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ মহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিতান্ত পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাষবাসের অবস্থাও ভাল। মোটা চাউল, তামাকু, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্ষপাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্যে প্রায় শতাবধি গ্রাম আছে। হিন্দুঅধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়া সহরে রাজার আবাস, ইহা অক্ষা° ২০° ২৮´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি°· ৮৪° ৩৩´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুরতুঙ্গ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আসিয়া এ দেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যপত্তন করেন। ইনিই বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। পূর্ব্বে এখানে তিনটী গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগরিয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা জয় করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় ৮০।৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮।৯ শত টাকা। ইহার সৈন্য সংখ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টী স্কুল আছে। বর্ত্তমান ভূপরিমাণ প্রায় ৪৬ বর্গমাইল। এখনকার রাজা বনমালী-ক্ষত্রিয়বর চম্পৎসিংহ মহাপাত্র।

তিগিত (ত্রি) নিশিত। "অগ্নিজম্ভৈস্তিগিতৈ রত্তি" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) "তিগিতৈ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণীভূতৈঃ" (সায়ণ)

তিগ্ম (ক্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্ (যুজিরুচিতিজাং-কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫)। ১ তীক্ষ্ণ। ২ তীক্ষ্ণস্পর্শ। (ত্রি) তীক্ষ্ণস্পর্শযুক্ত। ৪ বজ্র (নিঘণ্টু) "তিগ্মবীর্য্যবিষাশ্চৈতে দন্দশূকা মহাবলা" (ভারত ১।২০।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুরুবংশীয় মূছর পুত্র। (মৎস্যপু° ৫০।৮৪)

এই রাজা তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।]

তিগ্মকর (পুং) তিগ্মঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহ্যো বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ উচ্চরাজগ্রাহ্য নৃপ। তিগ্মঃ করঃ কর্ম্মধাঃ। ৩ তিগ্মকর, প্রখরকিরণ।

তিগ্মকেতু (পুং) ধ্রুববংশীয় বৎসরের ঔরসে সুবীথীর গর্ভজ এক পুত্র। (ভাগ° ৪।১৩।১২)

তিগ্মজম্ভ (ত্রি) তীক্ষ্ণমুখ।

"স তিগ্মজম্ভরক্ষসো দহ"। (ঋক্ ১।৭৯।৬)

'হে তিগ্মজম্ভ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে' (সায়ণ)

তিগ্মতা (স্ত্রী) তিগ্মস্য ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, কটুত্ব, উষ্ণতা।

তিগ্মতেজস্ (ত্রি) তিগ্মং তেজঃ যস্য। তীক্ষ্ণতেজযুক্ত, অতি-তীক্ষ্ণ।

তিগ্মদীধিতি (পুং) তিগ্মা দীধিতির্যস্য বহুব্রী। তিগ্মাংশু, সূর্য্য।

তিগ্মভৃষ্টি (ত্রি) তিগ্মাভৃষ্টির্যস্য। তীক্ষ্ণ তেজযুক্ত।

"সামদ্বিবর্হামহি তিগ্মভৃষ্টিঃ" (ঋক্ ৪।৫।৩) 'তিগ্মভৃষ্টিস্তীক্ষ্ণতেজাঃ' (সায়ণ)

তিগ্মমন্যু (ত্রি) তিগ্মঃ মন্যু র্যস্য। ১ উগ্রক্রোধক, যিনি অতিশয়ক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব।

"অহশ্চরোনক্তচরস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চ্চসঃ" (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগ্মা রশ্ময়ো যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ প্রখররশ্মিক, যাহার প্রখর রশ্মি আছে। ৩ প্রখর রশ্মি।

তিগ্মরুচ্ (ত্রি) তিগ্মা রুক্ যস্য। তিগ্মরুচি, তীক্ষ্ণকান্তি।

তিগ্মবৎ (ত্রি) তিগ্ম-মতুপ্ মস্য বঃ। তীক্ষ্ণযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

তিগ্মশৃঙ্গ (ত্রি) তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। "য উগ্রইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন" (ঋক্ ৬।১৬।৩৯) 'তিগ্মশৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ' (সায়ণ)

তিগ্মশোচিস্ (ত্রি) তিগ্মং শোচিঃ যস্য। তীক্ষ্ণজ্বাল। "প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে" (ঋক্ ১।৭৯।১০) 'তিগ্মশোচিষে তীক্ষ্ণজ্বালায়াগ্নয়ে'। (সায়ণ)

তিগ্মহেতি (ত্রি) তিগ্মা স্তীক্ষ্ণা হেতয়োর্যস্য বহুব্রী। তীক্ষ্ণজ্বাল, যাহার জ্বালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ্ণ। "মিত্রো ওষতা-তিগ্মহেতে" (ঋক্ ৪।৪।৪) 'তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা হেতয়ো জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

তিগ্মাংশু (পুং) তিগ্মা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। "তিগ্মাং শুরস্তং গত" (জয়দেব) (ত্রি) ২ প্রখরকিরণযুক্ত। ৩ প্রখর কিরণ।

তিগ্মাত্মন্ (পুং) উর্ব্বের পুত্র এক রাজকুমার।

তিগ্মানীক (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং অনীকং যস্য। তীক্ষ্ণমুখ, তীক্ষ্ণতেজা। "তিগ্মানীকং স্বযশসং" (ঋক্ ১।৯৫।২) 'তিগ্মানীকং তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণতেজসং। তিজ-নিশানে (যুজিরুচিতিজাং কুত্বং চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্, অনপ্রাণনে অনিদৃশিভ্যাং চেতি কীনন্ তিগ্মং অনীকং যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং'। (সায়ণ)

তিগ্মায়ুধ (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং আয়ুধং যস্য। তীক্ষ্ণায়ুধ। "তিগ্মায়ুধঃ অজয়ৎ" (ঋক্ ১।৩০।৩) 'তিগ্মায়ুধস্তীক্ষ্ণায়ুধঃ' (সায়ণ)

তিগ্মেষু (ত্রি) তীক্ষ্ণবাণ।

"তিগ্মেষব আয়ুধা" (ঋক্ ১০।৮৫।১) 'তিগ্মেষবস্তীক্ষ্ণবাণাঃ' (সায়ণ)

তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষভেদ। (Scytalia rimosa) ২ গুল্মবিশেষ। (Stilago tomertosa)

তিজারা, আলবার রাজ্যের একটী সহর ও তহসীলের নাম। আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৫′ ৫০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫′ ৩০″ পূঃ। এখান হইতে রাজপুতানা মালব রেলওয়ের খৈরতাল ষ্টেশন অতি নিকট; উভয়ের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে। এই তহসীলের অধিকারী মিও, মাল্লী ও খাঁজাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেজপাল নামে এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহসীলের পরিমাণ ২৫৭ বর্গমাইল।

তিঙ্গুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী।

তিজরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা।

তিজারৎ (আরবী) ব্যবসা, বাণিজ্য।

তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ্ কিচ্চ। চন্দ্র।

তিজিল (পুং) তেজয়তি তীক্ষ্ণীকরোতি, তিজ-ইলচ্ (তিজগুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

তিজেল (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রাঁধিবার মৃৎপাত্র।

তিণ্টী (স্ত্রী) ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (শব্দচ°)

তিনিশ (পুং) তিন্দুকবৃক্ষ, লোধ্রদ্রুম।

"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিন্দুকহরিদ্রুময়োঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০) 'তিন্দুকস্তিনিশঃ' (কর্ক)

তিড়িংমিড়িং (দেশজ) লম্প ঝম্প, যন্ত্রণায় ধড়ফড় করণ।

তিড়িংবিড়িং [তিড়িংমিড়িং দেখ।]

তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু। ২ সিক্ত, ভিজা।

তিতআলু (দেশজ) তিক্তস্বাদযুক্ত কন্দ ভেদ।

তিতউ (পুং) তন্যন্তে ভৃষ্টযবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতেৰ্ডউঃ সন্বচ্চ। উণ্ ৫।৫২) ১ চালনী। সচ্ছিদ্র বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

"সক্তুমিব তিতউণা পুনন্তো যত্রধারা।" (ঋক্ ১০।৭১।২)

"শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্যথা॥" (উদ্ভট)

কাহার কাহারও মতে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

"ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতং।"

২ ছত্র। (উজ্জল)

তিতধুঁদুল (দেশজ) তিক্তধুঁদুল ফল।

তিতন (দেশজ) ভিজান, আর্দ্রকরণ।

তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোষ্টা শাক। তিক্তপাট দ্বারা নালিতা প্রস্তুত হয়।

তিতপুঁঠী (দেশজ) তিক্ত পুঁঠীমাছ।

তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী।

তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু।

তিতা (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তিতিক্ষ (ত্রি) তিজ-স্বার্থে সন্-অচ্। ১ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহনশীল। যাহারা শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে সহ্য করিতে পারে। ২ ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তৈতিক্ষ্য, ঐ গোত্রের যুবা অপত্য। যঞন্তত্বাৎ ফক্। তৈতিক্ষায়ণ, ঐ গোত্রজাত যুবা অপত্য।

তিতিক্ষা (স্ত্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। ২ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি ষট্ সম্পত্তি লইয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা ষট্ সম্পত্তির মধ্যে একটী।

"তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসা°)

শীতোষ্ণাদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্ষা সাধন করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষা সাধিত হইতে পারে না।

"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)

অপ্রতীকারপূর্ব্বক চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের সহনই তিতিক্ষা। যখন তিতিক্ষা সাধিত হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্বেলিত ও দুঃখে সন্তপ্ত হইবে না। তখন সুখ দুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

তিতিক্ষিত (ত্রি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ক্ষান্ত, সহিষ্ণু।

তিতিক্ষু (ত্রি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসভিক্ষউঃ। পা ৩।২।১৬৮) ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশীল।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসা° ধৃত শ্রুতি) শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১।২১)

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্দেন ভণতি ভণ-ড। ইন্দ্রগোপ-কীট, খদ্যোত।

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিত্তিরি পক্ষী। (রাজনি°)

তিতিল (ক্লী) তিলতি স্নিহ্যতি তিল বাহুলকাৎ-ক দ্বিত্বঞ্চ। ১ নন্দক, নাদা, মৃণ্ময়পাত্রভেদ। ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল-পিষ্টক। (অজয়)

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ-মধ্য-রেলপথের গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিতু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। তখন চোর ডাকাইতের উপদ্রবে দেশের লোক জ্বালাতন। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের বাস করা ভার। তখন জমিদার-শ্রেণীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাঁহাদিগের একাধিপত্য।

বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল। নিজ ধর্ম্মে যেমন অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পল্লীবাসিদিগের তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি অনেক খবর তাহারা জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যাহা হউক যৌবনে তিতু শান্তস্বভাব গৃহস্থের ন্যায় বিষয়কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কাতীর্থে গমন করে। সেখানে ওয়া-হাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহ্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিতু দেশে ফিরিয়া আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। তখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায়ই চলিত। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাস্তকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব্বে হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর ন্যায় চলিবে ইহা তীর্থপ্রত্যাগত তিতুমীরের সহ্য হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কেহই তাহার মতানুবর্ত্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা জাতীয় লোক তাহারা উপদেশ বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহারা পর্ব্বোপ-লক্ষে বা পুত্রকন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটীতে এই সকল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়া তিতু-মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া অজ্ঞ জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলারা আর বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দেয় না—পরিবারাদির যত্ন লয় না—কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে। ইহাতে অন্যান্য মুসলমানেরা শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচসিকা কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু রাগে জলিয়া উঠিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বল প্রয়োগ দ্বারা স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়া ছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ধর্ম্মনাশ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে।

অতঃপর পুঁড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জব্দ করা তিতু-মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রাত্রে খাসপুর লুণ্ঠিত হয়, তাহার পরদিন প্রাতেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অনুচরেরা পুঁড়া আক্রমণ করিল। পুঁড়ায় সেদিন বারয়ারি পূজা। কার্ত্তিকী

পূর্ণিমার পরদিন। তদুপলক্ষে যাত্রাও হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পূজাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলায় আসিয়াই একটী গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না। দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া হত্যাকারী মুসলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, তাহাদিগকে পরাভব করা সহজ হইবে না দেখিয়া তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। যাইবার পথে দুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ মাংস দিয়াছিল।

এই সকল কথা বারাসতের জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেলা ছিল। এক কদম্বগাছীতে থানা। বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাদুড়িয়াতে থানা হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থানা ছিল, কিন্তু উক্ত স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া কদম্বগাছীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস নৈহাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকীদার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকরার পর তিতুর মস্তিক আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোবরডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠাইলে তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অনুচরেরা স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে তাহাদের এরূপ বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অনুচরদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্ত তিতু একটী বাঁশের কেল্লাও তৈয়ার করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী আম্রকাননের চতুর্দ্দিকে গড় কাটিয়া বাঁশ পুতিয়া সকল দিক্ ঘেরিয়া ছিল তাহারই মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রাত্রিযাপন করিত, সেইখানেই তাহার দরবার হইত।

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছিল যে সকল স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কতক লোক গোবরডাঙ্গায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী সকল লোকই গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গার লোকও ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিল, বিপদের সূচনা দেখিলেই নৌকা করিয়া পলাইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে তাঁহার বন্ধু লাটুবাবু তাঁহার সাহায্যের জন্ত কলিকাতা হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও ৩।৪ শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর সুন্দরী জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্যা করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্রদ্বারা মনোভাবও জানিতে দিয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেবিস্ সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া ঐক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তুত ছিল। সাহেব নিকটস্থ হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহেবের বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল ও খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন গতিকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সাহেবের লোকজন অনেক হত ও আহত হইল। কতকাংশ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহন করিল, এইসূত্রে ঐ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাঁধিল। তিতু প্রায় পাঁচশত লোক লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন তাঁহারাও স্বদলে আসিয়া তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের কতকাংশ নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর যে সকল লোক কূলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইল,

কতকাংশ নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদুর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল যে তাহাকে জীয়ন্ত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল তাহারা তিতুকে সুগভীর ও কুম্ভীরপূর্ণ ইছামতী হাঁটিয়া পার হইতে দেখিয়াছে। যাহা হউক তাহার অনুচরদিগের সাহস না কমিয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্য তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতঃপর তিতুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে সময় আর অন্য গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় নাই। কদম্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে জয়েন্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গবর্মেন্টকে রিপোর্ট করিয়া উপযুক্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান হইতে গবর্মেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্মেন্ট মনে করিতে পারেন নাই যে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও ৪ জন গোরা অশ্বারোহী বারাসতের নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। একটী ইংরাজ অশ্বারোহী ও আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন সহস্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিত্যই জমিতেছে। সকলেই জয়দৃপ্ত; লাটী, শড়কি, কাস্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভুতার মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাষী। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুঠিয়া খাদ্যসংস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগকে সত্যধর্ম্মের আলোকে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। তাহাদের মত্ততা এতদুর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে) লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব্ব-প্রেরিত লোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্ম্মোন্মত্ততা তাহাদিগকে এতদুর উৎসাহিত করিয়াছিল যে তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন তাহারা যে সকল ইংরাজসৈন্য নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ বাঁশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনান্ট ষ্টুয়ার্টের ইচ্ছা ছিলনা। তজ্জন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাঁহার দূতকে সংহার করিল। সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতি পূর্ব্বেই বাঁশের-কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "হজরৎ গোলা খা ডালা" এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি সৈন্যদিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর প্রভৃতি কেল্লার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনাপতি নসিরদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আম্রবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। অনুসরণকারী ইংরাজসৈন্য তদবস্থাতেই তাহাদিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪।৫ শত নিরক্ষর লোকের জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে নসিরদ্দি ও আরও দেড়শত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালাদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরামাণিকদের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১৲ টাকা, ১০ পাঁচসিকা রোজগার হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত গীতাংশ হইতে বুঝাইবে সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল—

"জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজামবাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উৰ্দ্দিপরা, ব্যাঙের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না।
মারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না॥"

তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে—"গোলা খা ডালা" ও "তিতুমীরের বাদসাই" (অল্পদিনের প্রভুত্ব) প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। (Hunter's Indian Mussulmans ও Statistical Act. 24 Perghs, Nuddia and Jessore দ্রষ্টব্য।)

তিতো (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিত্তটীরা (দেশজ) লতাভেদ। (Casearia Vareca)

তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাতি দদাতি রা-ক। ১ তিত্তির পক্ষী। ২ তিত্তটীরাবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি রু-ডি। পক্ষীভেদ। পর্য্যায়—তৈত্তির, যাজুষোদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিতির, বসন্তগৌর। ইহার মাংসগুণ রুচ্য, লঘু, বীর্য্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, ত্রিদোষশমন। (রাজনি॰) তিত্তিরি দুইপ্রকার কৃষ্ণ ও গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র বিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলা যায়। তিত্তিরি বলকারক, ধারক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তিরি উহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র॰) ২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগ বিশেষ।

"কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ তিত্তিরির্হলিকস্তথা।" (ভার॰ ১।৩৫।১৫)

৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যত্যক্ত যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে ইঁহাদের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে, যজুর্ব্বেদসংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্য্যু আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয় সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। ঐ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাহার অন্য এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্ এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি ইহা হইতে সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব। ইহা শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাঁহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূর হও।' তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুঃ বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ॰ ১২।৬।৫৪-৫৮)

তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্। [তিত্তিরি দেখ।]

তিত্তিরীক (ক্লী) তিত্তিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুলকাৎ ইক। তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বারা জাত অঞ্জনবিশেষ।

"অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।" (সুশ্রু)

কেহ কেহ তিন্তিড়ীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, তাহাদের মতে দগ্ধতিন্তিড়ীক জাত অঞ্জনবিশেষ।

তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-থক্ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ১ অগ্নি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ প্রাবৃট্‌কাল।

তিথি (পুং স্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্। ১ পঞ্চদশ চন্দ্রকলা ক্রিয়ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি *। যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। আধারস্বরূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্নী ও মহাকলা নামে বিখ্যাতা, নিত্যা ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই প্রকার ভেদে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ) যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল ও যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে প্রথমে শুক্ল পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই প্রায় ৬০ দণ্ড পরিমাণ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড, সুতরাং তাহার ৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬০ দণ্ড হইল, এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জ্জিতা, ধ্রুবা, ষোড়শীকলা, এই কালই তিথিসামান্য।

* "অথ তিথয়ো নিরূপ্যন্তে। তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মানাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ সা তিথিঃ। যদ্বা যথোক্ত কলয়া তন্যতে ইতি তিথিঃ। যদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ

অমাষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যাএব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥

অস্যার্থ যা মহামায়া আধাররূপা দেহিনাং দেহধারিণী সংস্থিতা যা সা চন্দ্রমণ্ডলস্য ষোড়শভাগেন পরিমিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমানাম্নী মহাকলেতি প্রোক্তা ক্ষয়োদয়রহিতা নিত্যা তিথিসংজ্ঞিকৈব।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত পঞ্চদশকলারূপ যে কালবিভাগ তাহাই পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বহ্নি প্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা—বহ্নি প্রথম কলা পান করেন, এইজন্য তাহার নাম প্রথমা এবং তদ্যুক্ত কাল বিশেষের নামই প্রতিপদ্।

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ে জানিতে হইবে। এইরূপে কলা সকল যখন পীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া কলা এবং তদ্যুক্ত কালই প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্দ্রমণ্ডলকে পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ।

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্কার, ষষ্ঠী বাসব, সপ্তম ঋষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ্, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গোসকল তাহা পান করে. সেই গোসম্ভূত ক্ষীরসমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে হুত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে।*

অমাবস্যার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে ও মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, এখন দেখা যাউক, সূর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়, নিম্ন বা পার্শ্ব কোনদিক্ হইতে সূর্য্যকিরণ বহির্গত হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ হেতু এবং সূর্য্যরশ্মি সকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল ঈষন্মাত্রও দেখা যায় না। পরে চন্দ্র শীঘ্রগতিদ্বারা সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে অর্থাৎ ত্রিংশৎ অংশযুক্ত রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্বারা সূর্য্য উলঙ্ঘন করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, সূর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ দিয়া বহির্গত হয়, এই জন্যই সকলে চন্দ্রের ঐ প্রথম কলা দেখিতে পায় এবং ঐ কলাকেই প্রথমাকলা বলিয়া থাকে, ঐ কলানিষ্পত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ্ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কালের পরিচ্ছেদ হয়, সেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে; ৩০ অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হয়*। চন্দ্র নিত্যরাশিচক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অনুকলা করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকলা গমন করে। এজন্য চন্দ্র সূর্য্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকলা গমন করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও মন্দগতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্ফুটগণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমনদ্বারা প্রতিপদ্ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ বলে। শুক্লঅষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯০ অংশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন্য ঐ দিন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায়।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্য রশ্মিদ্বারা চন্দ্রের প্রকাশ হয়, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের একদিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্ ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে।

* "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ। অয়মর্থঃ।
সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামীচন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী-সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অনূনমনতিরিক্তং সূর্য্য মণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতঃ ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তিপরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপ্যূহ্যম্॥" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

* "চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং॥
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে॥
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদারাম তিথিরিত্যভিধীয়তে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুণ্ডলশ্যামলশ্রীঃ
ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥" (জ্যোতিষ)

চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজচ্ছায়ায় অপ্রকাশ থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্য কিরণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিন পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্য কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা পথ ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে (পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সুতরাং চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমাবস্যার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটী পৃথিবীর সম্মুখস্থ হইয়া থাকে।

তিথির ব্যবস্থা।—প্রতিপদ্। যে প্রতিপদ্ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, সেই প্রতিপদ্ই গ্রাহ্য, ইহাতে যুগ্মাদরতা অর্থাৎ দুই তিথির পূজ্যত্ব নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই পূজ্য। ইহা সর্ব্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাসরে তাহার প্রকার ভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুক্লা প্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাস স্থলে এরূপ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস করিলে কৃষ্ণা-দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে উপবাস করিবে।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দিনে বলিরাজার পূজা করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পূজা করে, তাহার অশেষবিধ সুখ হয় এবং এই পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপদ্।

কার্ত্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ্দিবসে হর-গৌরী দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদ্ কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিব দুঃখী ও দুর্গা সুখী হইয়াছিলেন। অধুনা মনুষ্য সকল উক্তদিবসে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে যাহার জয় ও পরাজয় হয়, সম্বৎসর তাহার সুখ ও দুঃখ হয়। বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য উক্ত দিনে দ্যূতক্রীড়া বিধেয়।* ঐ তিথিতে যদি গঙ্গাস্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণ্য হয়।

"স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেঽস্যাতিথৌ ভবেৎ" (তিথিত°)

যদি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাস্নান করে, তাহা হইলে শতসূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণ, তৈলমর্দ্দন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই।

দ্বিতীয়া। যে দ্বিতীয়া প্রতিপদ্যুক্ত সেই দ্বিতীয়া গ্রাহ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ পরযুক্তই গ্রাহ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

উপবাস তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত ও পূর্ব্বযুক্ত দুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহা এই—দ্বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস বিধিতে পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণা তিথিস্থলে ঐ নিয়ম খাটিবে, শুক্লাতে নহে।

শুক্লপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস শেষ ধরিয়া করিবে।

"একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
ত্রয়োদশ্যাপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতা॥" (বিষ্ণুরহস্য)

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ত দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, এই জন্য সেই দিনে যাত্রা-মহোৎসব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত

* "শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে॥
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা॥
তস্মাৎ দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ॥" (স্মার্ত্তধৃত ব্রহ্মপু°)

না হয়, তথাপি তিথির মাহাত্ম্য জন্য উক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

যমদ্বিতীয়া। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। ঐ দিবসে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপূজা করিবে।

এই যম দ্বিতীয়াতে যম ও যমুনার পূজা করিতে হয়। যত্নপূর্ব্বক ঐদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে।

অপর পক্ষের পর শুক্লদ্বিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, চৈত্র পৌর্ণমাসীর পর ও কার্ত্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, ইহারা তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদর। সুতরাং ঐ দিবসে অনধ্যায়।

যমদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

তৃতীয়া। রম্ভাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া গ্রাহ্য। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে রম্ভাব্রত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ঐ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, এই জন্য ইহার নাম অক্ষয়া; ঐ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য এবং ঐ দিনে বিষ্ণুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

এই তিথি সত্যযুগের প্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় ভগবান্ যব সৃষ্টি করিয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা, যবহোম ও যবান্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। আর ঐ তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য শঙ্কর, গঙ্গা, হিমালয়, কৈলাস ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। ঐ দিন যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নান ও তপ হোমাদি করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ।

চতুর্থী। চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্য হইলে, একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রাহ্য।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।

তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ ক্বচিৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয়তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কয় তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে প্রদোষশব্দার্থ প্রথম প্রহর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচন্দ্র। এই চন্দ্র কখনই দর্শন করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শান্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপূজা করিতে হয়। এই তিথিতে মূলা ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর চন্দ্রযুক্তা, সেই পঞ্চমী গ্রাহ্য। পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া নতু।" (হারীত)

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ব্ববিদ্ধ গ্রাহ্য হইলে, শুক্লপক্ষে পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্লে চতুর্থীযুক্ত হয়, আর পরদিন পূর্ব্বাহ্লে ষষ্ঠীযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে উপবাসাদি দৈবকার্য্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্লে চতুর্থীযুতা পঞ্চমী যদি না হয়, আর পরদিনে পূর্ব্বাহ্লে মুহূর্ত্তের অন্যূন যদি পঞ্চমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্লের অনুরোধে পরদিনে পূজা হইবে। আর ঐ দিনে পূজার প্রাধান্য হেতু পূজার দিনই উপবাস করিবে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। ঐ দিনে প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী পর্য্যন্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র পূজা করিয়া মস্যাধার ও লেখনীপূজা করিবে। এই শ্রীপঞ্চমীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে সরস্বতীর উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিল্বভক্ষণ করিতে নাই।

ষষ্ঠী। সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অরণ্যষষ্ঠী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে ষষ্ঠীপূজা করিবে। ইহাকে জামাইষষ্ঠীও কহে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অক্ষয়াষষ্ঠী কহে। এই দিন স্নানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে গুহষষ্ঠী কহে, তাহাতে শিবার শান্তি করিতে হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে স্কন্দষষ্ঠী বলে, এই ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয় পূজা করিলে ইহকালে সুখ, সৌভাগ্য ও পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে বোধনষষ্ঠী কহে।

কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের শেষ ধরিয়া কার্য্য করিবে। তিথি অন্তে পারণ করিবে।

সপ্তমী। ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী যুগ্মাদরহেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস বিধিতে সাম্মুখী অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহ্য। কেবল হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাই কর্ত্তব্য। উপবাস বিধিতে ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে নয়। যদি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে স্নানদান ও সূর্য্যপূজা করিলে ফল হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে কুক্কুটীব্রত করিতে হয়। যাহারা এই ব্রত করে, তাহার পরজন্মে পৃথিবীতে কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং তাহাকে যুগাদ্যাও বলে, ঐ দিবসে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গাস্নান করে, তবে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়। মাকরী সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া স্নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাখ্যসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

মন্বন্তরা তিথি। আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফাল্গুনের অমাবস্যা, আষাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাঘের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ মাসের রাধাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা ও কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাকে মন্বন্তরা বলা যায়, ঐ সকল তিথিতে দানাদি করিলে মহাফল হয়।

অষ্টমী। শুক্লপক্ষের অষ্টমী শুক্লা নবমীযুক্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কৃষ্ণাসপ্তমীযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী উপবাস বিধিতে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্ব তিথিযুক্তই গ্রাহ্য। কিন্তু শুক্লপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ্য।

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে লোক ধর্ম্ম বা পাপ করে, তাহা ৬০ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়।

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বন্তরীয় প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী। বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রাবণের মুখ্যচন্দ্রে ও ভাদ্রের গৌণচন্দ্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত এবং ঐ দিনেই উপবাস করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

উভয় দিনে নিশীথ সম্বন্ধ হইলে কিম্বা না হইলে পরদিনে ইংরাজি মতে অমাবস্যাদি তিথি গণনার নিয়ম নিম্নে দেখান হইতেছে।

তিথির তালিকা।

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
১৮৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
১৮৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
১৮৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
১৮৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
১৮৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
১৮৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
১৮৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬
১৮৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
১৮৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
১৮৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
১৮৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
১৮৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
১৮৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
১৮৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
১৮৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
১৮৮৭	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
১৮৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
১৮৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে, সেই মাসের তারিখ ঐ অঙ্কের সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

প্রমাণ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক ঐ মাসের দুই তারিখ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ তারিখে পূর্ণিমা। যদি ৩০ হয়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অমাবস্যার দিন নিরূপণের বিধি। উপরের অনুক্রমণিকায় সনের পূর্ব্বভাগে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যাহা বক্রী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্যা। যথা—

১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩০ রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বক্রী থাকে। সুতরাং জুন মাসের ১৭ দিনে অমাবস্যা।

তিথিদিগের অধিপতি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ তিথির অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর কার্ত্তিক, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি চন্দ্র।

মাসদগ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের শুক্লাষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়।

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করে না।

প্রতিপদ্ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পারণবিধি—রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিলে পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং উপবাসজনিত ফল নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্য অন্য ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা কর্ত্তব্য নহে। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীযুক্ত হইলে উপবাসাদি হইবে এবং পূর্ব্বদিনে বর্দ্ধমানাত্মিকা অষ্টমী আছে, কিন্তু রোহিণীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তবে পরদিনে উপবাসাদি করিবে।

যদি জয়ন্তীযোগে পূর্ব্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি সার্দ্ধপ্রহর যামান্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত হয়, তবে ঐ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। আর যখন মহানিশার পূর্ব্বে একের অবসান হয়, অন্যের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে। মহানিশায় যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃকালে পারণ করিবে। কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণীযুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ সূর্য্যের সমসূত্রপাত অবস্থানে অমাবস্যা হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহা স্বীকার্য্য। যদি তাহাই হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্য মাসে সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব দ্বাদশ মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দূর্ব্বাষ্টমী কহে, এই অষ্টমী পূর্ব্বযুক্ত গ্রাহ্য।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, ইহাতে দুর্গার পূজা ও উপবাস করিবে, পুত্রবান্ ব্যক্তির উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে নবমীতে পারণ করিবে। সহস্রকোটি একাদশী করিলে যে ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত নবমীযুক্ত হইলেই করিবে।

গোষ্ঠাষ্টমী—কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, সেই দিনে গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গবানুগমন করিলে মহাপুণ্য হয়।

অষ্টকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীর নাম পূপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃদিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী। এই দিনে চারি বর্ণেরই ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ।]

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ইহাতে ৮টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিতে হয় ও স্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না।' লোহিত জলে স্নানই বিধি।

অশোককলিকা পানের মন্ত্র—

"ত্বামশোকহরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তা মামশোকং সদা কুরু॥"
[অশোকাষ্টমী দেখ।]

নবমী—অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহ্য, যে হেতু, অষ্টমীর সহিত নবমীর যুগ্মাদর। ভাদ্র মাসের আদ্রাযুক্তা কৃষ্ণা নবমীতে বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। ঐ নবমীকে বোধননবমী কহে। সঙ্কল্পস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি ঐ দিন আদ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাত্ম্য হেতু ঐ দিবসে করিতে হইবে।

কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্মা চণ্ডীপূজা করিয়াছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজন্য ঐদিনে চণ্ডীপূজা করিতে হয়।

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে স্নানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লানবমীতে ভগবান্ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিসূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় ঐ দিনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে। উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধাতে সাধারণেই উপবাস করিবে।

দশমী—শুক্লপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্রকর্ম্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে, উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নান মাত্র দশজন্মকৃত দশবিধ পাপ নষ্ট হয়।

বিজয়াদশমী—আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী। সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্য নহে।

একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীই প্রশস্ত। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুত্রবান্ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থব্যক্তিও উপবাস করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে না। আর পুত্রবতী সধবা কোন একাদশীই করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীব্রত উভয়পক্ষেই কর্ত্তব্য। যদি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যাদির নাশ ও ভ্রূণ ইত্যাদি জনিত পাতক হয়।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পক্ষে পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ পুত্রবান্ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব ঐ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।

একাদশীর ব্যবস্থা—পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণাকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ এরূপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর যদি পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে দ্বাদশীযুক্তা একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দশমীবিদ্ধা একাদশী কখন করিবে না। যদি সূর্য্যোদয়ের পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। কিন্তু এরূপ অতি দুর্ল্লভ।

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পর দিনে না থাকে, ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুল্য। একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অশৌচাদির প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না।

যদি একাদশী দিনে স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কারণে অশুদ্ধ থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্য দ্বারা পূজাদি করাইবে। একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অনুকল্প আছে, উপবাসা-সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মূল বা জলাহার করে, বা একবার হবিষ্য বা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

এই স্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম থাকিবে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ফল মূল ও জল মাত্র ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এই জন্য এই সকল একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। ভীমএকাদশী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।]

দ্বাদশী—যুগ্মত্ব হেতু অর্থাৎ যুগ্মাদরপ্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশস্তা।

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্ণবীতিথি বা পিপীতকী দ্বাদশী কহে। অতএব ঐ দিনে পিপীতকীব্রত করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। ঐ দিনে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে উত্থান হয়। যদ্যপি অনুরাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। শ্রবণানক্ষত্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করা-ইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইবে।

যদি ঐ সকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক্ যোগ না হয়, তবে পাদযোগ হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম অর্থাৎ শয়নোত্থানাদি করাইবে। বিষ্ণু কোন সময়ই দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে উত্থান বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন না।

শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্তৎ নক্ষত্র যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদি কৃত্য হইবে। কিন্তু একাদশ্যাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতে সন্ধ্যা সময়ে উক্ত কার্য্য সকল হইবে। আর যদি দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে।

ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী কহে। ঐ দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি ঐ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ দ্বাদশী হইতে একাদশীর কাম্যত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে যোগ না হইয়া দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও দ্বাদশী দুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অখণ্ডা দ্বাদশী কহে।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে মহৎ ফল হয়। এই দিনে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র—

"মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

ত্রয়োদশী—শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীযুক্তই প্রশস্ত।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে যদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ শঙ্খ বচনে মধু ও পায়স দ্বারা মনুবচনে যৎ কিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা করিতে হইবে, এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ সদোৎযুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥" (শাতাতপ)
"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এস্থলে প্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ন দিয়া মঘা-ষ্টকাদি যাবতীয় অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে ও পর বচনে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এই স্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (তত্রাখযুক্ কৃষ্ণপক্ষে অত্র মং শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন

পায়সযোগেন বা ক্ষয়ং ভবেৎ) এইরূপ করিয়াছেন। এবং মনু বচনের স্থলে (অতোহত্র সুতরাং শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, অর্থাৎ ১০ দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে যদি মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজ-চ্ছায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিভক্ত অবিভক্ত প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে।

যেমন বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তির পিণ্ডদান করিতে নাই। যে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান নিষেধ হয়, সেই শ্রাদ্ধে স্বধাবচন ("স্বধাং বাচয়িষ্যে") পাঠ করিয়া পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্তু ইহাতে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড দিতে হইবে।

বারুণী—চৈত্র মাসের শতভিষানক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশীকে বারুণী কহে। ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে শতসূর্য্য গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাবারুণী কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল লাভ হয়। আর যদি শনিবারে শতভিষানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে মহামহাবারুণী কহে, এই মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র থাকিলেও স্নানের সঙ্কল্প করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক বারুণীতে স্নান করিবে না এবং সামান্য শতভিষা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিষা তাহাতেও স্নান করিবে না। শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে যে নারী স্নান করে, সে নিশ্চয়ই সপ্তজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে স্নানে দিবারাত্র সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, যখন তিথিনক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই স্নান করিতে হইবে। ঐ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে যে মদনের পূজা করিয়া ব্যজন করে, তাহার সম্বৎসর কোন বিপদ্ হয় না।

চতুর্দ্দশী—শুক্লাচতুর্দ্দশী পূর্ণিমাযুক্ত ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে গ্রহণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী উপবাসাদি কার্য্যে পরবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিদ্ধাতে করিবে।

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা সাবিত্রীব্রত করিবে। এই ব্রত অনন্তচতুর্দ্দশীর ন্যায় ১৪ বৎসর করিতে হয়।

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধা কর্ত্তব্য। যদি দুই দিনেই ব্রত কাল পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে। আর যদি উভয় দিনের প্রদোষ সময়ে চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ।
উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥" (জ্যোতিষে)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীকে অঘোরাচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে শিবপূজা ও উপবাস করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীকে অনন্তচতুর্দ্দশী কহে। এই অনন্তচতুর্দ্দশীতে ব্রত করিলে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বফল লাভ হয়। ঐ অনন্তব্রতের নিমিত্ত পূজাহোমাদি করিতে হয়। এ ব্রত পূর্ব্বাহ্ণকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নকালে করিলেও ব্রত সিদ্ধ হইবে।

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দ্দশীর নাম ভূত-চতুর্দ্দশী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, হোম ও তর্পণ করিতে হয়। অপামার্গ পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং প্রদোষে দীপদান করিবে। ঐ তিথিতে দীপদান করিলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র বলিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত তিনবার জল দান করিবে।

অপামার্গ মস্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র—
"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকে পাষাণচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে রটন্তীচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে না। স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। ঐ চতুর্দ্দশীতে রটন্তীপূজা হয়। যদি ঐ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয় কাল পায়, তবে পূর্ব্বদিনে স্নান ও আর যেদিনে সন্ধ্যামুখ পাইবে সেইদিনে রটন্তীপূজা করিবে। ঐ রটন্তীপূজা পৌষের গৌণচন্দ্র ও মাঘের মুখ্যচন্দ্র হইবে।

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই হউক কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিকে শিবচতুর্দ্দশী কহে এবং

তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু মাঘের গৌণচন্দ্র ও ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র গ্রহণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবসে শিবযোগ যদি হয়, তাহা হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। এই তিথি যদি পূর্ব্বদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির অন্তে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জন্মাষ্টমীর পক্ষে, এথানে সে বিধি নহে। এথানে যে তিথিতে উপবাস সেই তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে যদি শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দ্দশী পতিত হইয়া মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবে। ইহাতে ফলাধিক্য আছে—

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে॥" (স্কান্দপু°)

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দ্দশীতে পারণ করিলে তাহাদের পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে উক্ত চতুর্দ্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি না হয়, তবে পূর্ব্ব নিশীথব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও অমাবস্যাতে পারণ করিতে হইবে।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দ্দশী কহে। ঐদিনে গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্তি হয় না। এ স্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র ব্যবস্থা।

পূর্ণিমা।—চতুর্দ্দশীর সহিত যুগ্মত্ব হেতু পূর্ণিমা গ্রাহ্য এবং দৈবকর্ম্মে আদরণীয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নান করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নান ও উপবাসের ফল হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী থাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয় অথবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র উভয় থাকে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। যথন জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং তৎপঞ্চদশকে অর্থাৎ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে রবি থাকেন ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত শশী হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ হয়।

যে বৎসর মধ্যে জ্যেষ্ঠা কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরকে জ্যৈষ্ঠনামাবৎসর কহে।

পূর্ণিমা মন্বন্তরার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বদিনে সঙ্গমকালে পূর্ণিমা তিথি লাভ হয়, তবে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি উভয় দিনেই সঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ে সঙ্গমকাল।

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাহ্য অর্থাৎ যে দিনে প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে তৎকৃত্য হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ সময়ে উক্ত তিথিপাত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী তিথিতে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা ও মন্বন্তরা হয়।

পৌষমাসের পূর্ণিমা অতীত হইয়া মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষ্ণুপূজা করিবে, আর ঐ সময় পর্য্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না। মাঘমাসে মূলা ভক্ষণ করিলে অধিক দোষ হয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমার নাম দোলপূর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিবে। [দোল দেখ।]

অমাবস্যা। অমাবস্যা প্রতিপদ্‌যুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। ভাদ্রের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। ঐদিনে বিহিত পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ড দান করিতে হয়।

কার্ত্তিকের অমাবস্যাকে দীপান্বিতা অমাবস্যা কহে। ঐদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাদ্ধ না করে, সেই ব্যক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে।

কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে স্নানান্তর দধি, ক্ষীর ও গুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ পিতৃগণ আসিয়া শ্রাদ্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে ঐ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।

আর ঐ দিনে লক্ষ্মীপূজা ও উক্ত সময়ে দেবগৃহে দীপদান করিবে। তন্ত্রমতে এইদিনে কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই পূজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি উভয় দিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে

যুগ্মাদর হেতু পরদিনে হইবে। উভয়দিনে প্রদোষকাল না পাইলে পার্ব্বণের অনুরোধে পরদিনে উল্কাদান করিবে।

"অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥"

যদি দিবাভাগে চতুর্দ্দশী, রাত্রিতে অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইহার নাম সুখরাত্রিকা। কিন্তু ইহার একটী বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন ত্যাগ করিয়া পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে।

"দণ্ডৈকো রজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি উভয় দিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্যা না পায়, তবে শ্রাদ্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উল্কাদান করিবে। আর পূর্ব্বদিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্যা যোগ হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধকাল পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে প্রদোষ সময়ে উল্কাদান করিয়া পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্যা লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি তিথিতে জন্মফল।

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্ব্বদা নানারত্নে বিভূষিত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্ম্মলচিত্ত, অতিশয় শূর, স্বীয় কুমুদ কুলের চন্দ্রমা সদৃশ, বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং নিজ ভুজবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন।

তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, নৃপানুরাগী, বায়ুরোগযুক্ত, সর্ব্বলোকের উপকারক, অন্যাধিকারে আশ্রয়ী, কৌতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন হইবে।

চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্ব্বদা স্বীয় পুত্র মিত্র ও প্রমদা প্রমোদী, দ্যূতাভিলাষী, কৃপান্বিত, বিবাদশীল, বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়।

পঞ্চমীর ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমান্য, সুন্দরদেহ, দয়াবান্, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুণবান্ ও বন্ধুজনের একমাত্র মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠীর ফল। ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্, বরিষ্ঠ, চতুর, সুন্দরকীর্ত্তিসম্পন্ন, আলম্বিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কন্যাসন্ততিযুক্ত, অরাতিমাতঙ্গের মৃগেন্দ্রস্বরূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রভাব, দেবদ্বিজের অর্চ্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিতৃধনহারী হইয়া থাকে।

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজলব্ধ ধনসম্পন্ন, কৃশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্, যুবতীপ্রিয়, চতুষ্পদযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়।

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, দুশ্চরিত্র, আচারবিহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিদ্যাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লম্বকর্ণবিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন, উদারচেতা, প্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়।

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে ক্রোধোৎকটমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, সুভাষী, যোগাদিকর্ত্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্ত্তা, মহামতিসম্পন্ন, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, সর্ব্বজনানুরাগী, নৃপমান্য, অতিথিপ্রিয়, প্রবাস বাসহীন এবং ব্যবহারদক্ষ হয়।

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্ত্বিকভাবশূন্য, বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত এবং একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা হইবে।

চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বদা রোষপরায়ণ, তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদাররচিত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ফল পৃথক্ হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কন্দর্পতুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনসম্পন্ন, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শূর, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারে দক্ষ হয়।

অমাবস্যায় জন্ম হইলে ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল এবং সর্ব্বদা চৌর্য্যকার্য্যরত হইবে।

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পত্নী, পশু, গজ, অশ্ব, মহিষী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্দ্রেরও এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ধনহানি হইয়া থাকে। যেরূপ

গণ্ডপ্রভৃত দোষ বর্ণিত আছে, সিনীবালীতে প্রসব হইলে সেই-রূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসব হইলে গৃহস্বামীর আয়ুঃ ও ধননাশ হয়।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই পাঁচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রতিপদ্‌, একাদশী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথির নাম নন্দা। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এইকয় তিথির নাম পূর্ণা।

নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা ভক্তি-নিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান্‌, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বপণ্ডিত হয়।

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে।

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরু-নিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিক হইবে।

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ লগ্নচন্দ্রিকা)

মৃত্যু-তিথি-নির্ণয়।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও ৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে। বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাঙ্ক, একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে।

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে ঐ গুণফলকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ্‌, ২ অবশিষ্ট থাকিলে দ্বিতীয়া, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়া ইত্যাদি।

চন্দ্রবলসাধন। শুক্লপ্রতিপদ্‌ হইতে ১০ দিবস অর্থাৎ শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্রমধ্যবল, শুক্লা একাদশী হইতে দশদিবস অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র হীনবল।

তিথি বিশেষে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়), তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ও মাংস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (স্মৃতি)

তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ্‌ ও নবমীতে পূর্ব্ব-দিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী থাকে।

যাত্রার ফল। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপ্রতিপৎ, অমাবস্যা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা নিষেধ, এতদ্ভিন্ন অন্য তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়া বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়।

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাতে ১১ দ্বারা গুণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে ঐ গুণফলকে ১৭০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা ঐ পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিবে। এই যুক্তাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম তিথ্যাঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ক দ্বারা বর্ষ-প্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে, এই অঙ্ক ত্রিশের অধিক হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্ব্বাপর তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ)

তিথিভেদে দেবপূজা ভেদ।

"যদ্দিনং যস্য দেবস্য,তদ্দিনে তস্য সংস্থিতিঃ।" (নারদ)

যে দেবতার যেদিন নির্দ্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব-

তার সংস্থিতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশমীতে যম, ষষ্ঠীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গৌরী, নবমীতে সরস্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চমীতে ফণীশ, পর্ব্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) ইন্দ্রপূজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল পূজা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। (অগ্নিপু°)

তিথিকৃত্য (ক্লী) তিথিষু কৃত্যং ৭তৎ। তিথিবিহিত কার্য্য। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমুদয় যে যে তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্বাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম্ম, বাস্তকর্ম্ম, গৃহপ্রবেশ ও সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুক্লপক্ষের প্রতিপদে করিবে না।

"নোদ্বাহযাত্রোপনয়নপ্রতিষ্ঠা সীমন্তচৌলাখিল বাস্তকর্ম্ম।
গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলাদ্যং কার্য্যং হি মাসাদ্যতিথৈঃ কদাচিৎ॥"
(পীযূষধারাধৃত বসিষ্ঠোক্ত)

কেহ কেহ বলেন, শুক্লা প্রতিপদের ন্যায় কৃষ্ণা প্রতিপদও বর্জ্জনীয়, কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ মূলবচনে "মাসাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদ্‌ও নিষিদ্ধ এইরূপ অভিপ্রায় হইলে "পক্ষাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্তাঙ্গ চিহ্ন, বাস্ত ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য্য হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে ঋণপ্রদান ভিন্ন অন্যান্য মঙ্গলকার্য্য শুভকর। ষষ্ঠীতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক মঙ্গলকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য্য শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কার্য্য শুভজনক। অষ্টমীতে সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তকর্ম্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্য্য উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্য্য বিধেয়। একাদশীতে ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম্ম, সমগ্র ধর্ম্মকার্য্য ও শিল্পকর্ম্ম বিধেয়। দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগৃহ ব্যতীত অন্যান্য শুভকর্ম্ম হিতকর। ত্রয়োদশীতে দ্বিতীয়াদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য্য বিধেয়। পূর্ণিমাতে যজ্ঞক্রিয়া, পৌষ্টিক ও মঙ্গলকার্য্য, সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তকর্ম্ম, উদ্বাহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমগ্র মঙ্গল কার্য্য করিতে পারা যায়।

অমাবস্যাতে পিতৃকর্ম্ম-ভিন্ন অন্য শুভকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। যদি মোহপ্রযুক্ত নিষিদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইতে সকলই বিনষ্ট হয়। (পী° ধা° বসিষ্ঠবচন)

তিথিক্ষয় (পুং) তিথীনাং তিথ্যুপলক্ষিতচন্দ্রকলানাং ক্ষয়ো ক্ষয়ারম্ভো যস্মিন্ বহুব্রী। ১ দর্শ, অমাবস্যা। (শব্দার্থচ°) তিথীনাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেত্বহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং॥" (জ্যোতিষ)

একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। [অবম ও ত্র্যহস্পর্শ দেখ।]

তিথিপতি (পুং) তিথীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি এই সকল দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। অমাবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞা সদৃশ ক্রিয়া সকল উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্ত্তব্য। (বৃহৎসং ৯৯ অ°)

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি শশী।

"অগ্নিপ্রজাপতির্গৌরী গণেশোহি গুহো রবিঃ।
শিবো দুর্গা যমো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী।
পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিষ)

তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি-প্র-নী-ক্বিপ্। চন্দ্র।

তিথিযুগ্ম (ক্লী) তিথ্যো স্তিথিবিশেষয়ো যুগ্মং ৬তৎ। তিথিবিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিদ্বয়।

তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, পূর্ব্বাপর তিথির সন্ধি।

তিথী (স্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। [তিথি দেখ।]

তিথ্যর্দ্ধ (ক্লী) তিথীনাং অর্দ্ধং ৬তৎ। করণ।

তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা।

তিনকাল (দেশজ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা। ২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ৪ খণ্ডপ্রলয়, দৈনন্দিনপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫ যমত্রয়। ৬ সংহার কর্ত্তাত্রয়। [ত্রিকাল দেখ।]

তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিন্‌পাতী।

তিনগুণ (দেশজ) তিনবার গুণিত।

তিনাশ (দেশজ) তিনিশ বৃক্ষ।

তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ আস্থং। তিনিশ বৃক্ষ।

তিনি (দেশজ, তদ্ শব্দের প্রথমার ১ব) সেই, অনুপস্থিত মান্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত।

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মথুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই নামে বিখ্যাত। পর্য্যায়—স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর, স্যন্দনি, অক্ষক, তিনাশক। (Dalbergia Ougeinsis) ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাময়নাশক, গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেষ্মা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্তিড় (পুং) তিন্তিড়ী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল।

তিন্তিড়িকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ী স্বার্থে কন্—টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। তিন্তিড়ী।

তিন্তিড়ী (স্ত্রী) তিম্যতে ক্লিদ্যতে মুখাভ্যন্তরমনেন তিম-ঈকন্ পৃষোদরা°। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল। পর্য্যায়—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়িক, তিন্তিড়ীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, সুতিন্তিড়া। (Tamarindos Indica) কাঁচা তেঁতুলের গুণ—অত্যম্ল, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক।

পাকা তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ্টম্ভনাশক, মধুরাম্ল, পিত্ত, দাহ, অস্র ও কফদোষ-প্রকোপক। পাকা তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাম্ল, রুচিপ্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও ব্যথানাশক। তেঁতুলের শুষ্ক ত্বক্‌সারের গুণ—শূল ও মন্দাগ্নিনাশক। (রাজনি°) তেঁতুলের পক্বফল জলদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দিত করিয়া শর্করা ও মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুদ্বারা সুবাসিত করিবে, এইরূপে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, বাতনাশক, পিত্তশ্লেষ্মাকর ও বহ্নিরোধক। (ভাবপ্র°) [তেঁতুল দেখ।]

তিন্তিড়ীক (ক্লী পুং) তিম-ঈকন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। [তিন্তিড়ী দেখ।]

তিন্তিড়ীদ্যূত (ক্লী) তিন্তিড়ীভিঃ তিন্তিড়ীজাতদ্যূতৈঃ যদ্দ্যূতং। চুঙ্গুরী, কাঁই বিচির খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা হয়, তাহাকে তিন্তিড়ীদ্যূত কহে।

তিন্তিরাঙ্গ (ক্লী) বজ্রলোহ।

তিন্তিলিকা (স্ত্রী) তিন্তিড়িকা ডস্য লত্বং। তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলী (স্ত্রী) তিন্তিড়ী ড়স্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীকা ড়স্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীফল (ক্লী) জয়পাল বীজ।

তিন্দিশ (পুং) টিণ্ডিশবৃক্ষ। (রাজনি°)

তিন্দু (পুং) তিম্যতি আর্দ্রীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ।

তিন্দুক (ক্লী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা। (বৈদ্যকপরি°) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কন্। রক্তলোধ্র বৃক্ষ। পীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ। পর্য্যায়—স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিশারক, স্ফূর্জ্জক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফূর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার।

অপক্ব গাব ফলের গুণ—কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, শীতল, লঘু। পক্ব গাবফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, শ্লেষ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক এবং বিষদ। (রাজনি°)

অপক্বগাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পক্বগাব—মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্দুকতীর্থ, তীর্থ বিশেষ। এই তীর্থ মথুরার অতি সন্নিকট, এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

তিন্দুকি (স্ত্রী) তিন্দুকী নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। তিন্দুক।

তিন্দুকিনী (স্ত্রী) তিন্দুকস্তদাকারঃ ফলেহস্ত্যস্যাঃ তিন্দুক-ইনি ঙীপ্। আবর্ত্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী। (রাজনি°)

তিন্দুকী (স্ত্রী) তিন্দুক গৌরা° ঙীষ্। তিন্দুক।

তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ল। তিন্দুক।

তিন্নেবেলী (তিরু-নেল্-বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধান্যের বেড়া বা বাঁশের বেড়া)—দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মদুরা রাজ্যের ভিতর একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর।

মদুরা যখন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিন্নেবেলী একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকূলবর্ত্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মদুরা জেলা, দক্ষিণে মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতমালা দ্বারাই ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটী দৈর্ঘ্যে ১২২ মাইল ও প্রস্থে ৭৪ মাইল। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ

সমতল, জমীর ঢাল পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমে পর্ব্বতমালা ৪০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টী নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান তাম্রপর্ণী ৮০ মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাপনাশম্ নামক স্থানে ইহার একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে। চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুত্তালম্ নামক স্থানের উর্দ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। তাম্রপর্ণীতীরে তিন্নেবেলী ও পালামকোটা নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটী প্রধান নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ প্রায় বৃক্ষশূন্য, দক্ষিণভাগে তালবন।

ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মদুরা ও ত্রিবাঙ্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে দ্রাবিড়-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুক্তা-উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্কেই নগরে পাণ্ড্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে বিবাদের পর পাণ্ড্যই এই দেশে রহিলেন। অগস্ত্যঋষি প্রথমে এদেশে আর্য্যব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। প্রবাদ অগস্ত্যঋষি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্ব্বতে আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন, অগস্ত্যই তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। পাণ্ড্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কেই, দ্বিতীয় মদুরা। কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরিপ্লাস্গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত গ্রন্থে এই নগর মুক্তা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগর এখন একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রাচীন কয়াল্ নগরী। মার্কোপোলো ইহাকে কেইল্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম কোরকেই। বর্ত্তমান রামেশ্বরম্ নগরের প্রাচীন নাম কোটী, ইহাও মুক্তা ব্যবসায়ের জন্য গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত ছিল। "কোল্কেই" অর্থে সৈন্যদল বা স্কন্ধাবার। কোল্কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটী স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল বলে। এই প্রাচীন কয়াল্ সমুদ্রতীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কয়াল্ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ হ্রদ। চীন ও আরবের সহিত এই কয়াল্ নগরের প্রাচীন কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দেখিয়া তুতিকোরিণ (তুতকুড়ি) সহরকে বাণিজ্য বন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিন্নেবেলী জেলায় তুতকুড়ি প্রধান বন্দর। বর্ত্তমান কোরকেই সহর প্রাচীন কয়ালের অংশ বিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকাসালেই (টাঁকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়ালের কোন স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুকরা ও চীনদিগের প্রাচীন জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে লাবিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান কাথলিক মৎস্য ব্যবসায়ীরা বাস করে। মার্কোপোলো বলেন, পাণ্ড্যবংশীয় পঞ্চভ্রাতার মধ্যে আষায়নামক জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। এডেন, হরমস্ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত। রাজার যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাঁহার ৩০০ পত্নী ছিল। এইস্থান মিঃ ক্যাল্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ মৃৎপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীর বেড় প্রায় ১১ ফুট্। ইহার মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়, পূজাদি হয় না, একস্থলে এক বুদ্ধমূর্ত্তি উল্টাইয়া ফেলিয়া ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্-রাজকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাঙ্কুড়ের কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত্তুগীজ-আগমনের সময় ইহা ত্রিবাঙ্কুড়-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে থাকিয়া সুন্দরপাণ্ড্য কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহা একবার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাণ্ড্যরাজ জয়ী হন। এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। পাণ্ড্যরাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটী নায়কেরা ইহা টুক্রা টুক্রা করিয়া অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সেনাপতি নায়কগণ মদুরার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহারা তুতকুড়িতে প্রথম য়ুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়ক্কারর (পলিগার) সর্দ্দারগণের অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কেবল সর্দ্দারদিগের পরস্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাজকতার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ খাঁ মদুরা ও তিন্নেবেলী রাজ্যদ্বয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আসিয়া তিন্নেবেলী

একজন হিন্দু সর্দ্দারের হস্তে ১১০০০০০৲ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ খাঁ চলিয়া গেলে আবার পূর্ব্ববৎ অরাজকতা দেখা দিল। তিনি আবার আসিয়া নিজে উভয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে তিনি রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁসীতে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব হিসাবে আর্কটের নবাব এই জেলা ইংরাজদিগকে দান করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চক্কনপণ্ডি ও পাঞ্চালমকুরিচ্চি নামক দুইটী পলিগার সর্দ্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। কতকগুলি পলিগার-সর্দ্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু-সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আসেন ও দুর্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাট ও তিন্নেবেলী এই সময় ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। এখানে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানের বাস আছে, মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক। মুসলমানেরা প্রাচীন আরব-দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর বলে। ইংরাজেরা লাব্বি বলেন। ইহারা মৎস্যব্যবসায়ী।

হিন্দুদের মধ্যে বল্লীয় (মজুর ও কৃষক), বেল্লালর (কৃষি-ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়ালা), পরিয়া (চণ্ডালের ন্যায় নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্ট), কম্মালর (শিল্পী), ব্রাহ্মণ, কৈকলর (তাঁতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতি), অম্বত্তন (নাপিত), বন্নন (ধোপা), শেঠী (বণিক্), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, শেম্বাড়বন (জেলে), কণক্কন্ (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকেরা এদেশে এক প্রকার প্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথলিক খৃষ্টান। শানানেরা তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাসনা প্রচলিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণও প্রেতপূজা অবলম্বন করিয়াছেন।

বেল্লালর জাতির মধ্যে কোট্টাই বেল্লালর নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে এক মৃণ্ময় দুর্গমধ্যে বাস করে, ইহাদের স্ত্রীজাতি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না।

সমুদ্রতীরে তেরুচেন্দুর তাম্রপর্ণীর উপর পাপনাশম্ ও চিত্রাতীরে কোত্তালুম্ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আছে। কোত্তালুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ "তেঙ্কাশী" অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান অত্যাচারের সময় ইহারা পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে তদবধি সেণ্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাফিচাষের জন্য লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২।৩ বৎসর বাদে বার আনা ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া যায়।

এখানে ৩৯টী নগর আছে। তন্মধ্যে তিন্নেবেলী, পালমকোটা, তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্লপতুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পতনুল ভাষা চলিত। এখানে ধান, কম্বু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রভৃতি চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, রেড়ী, তূলা, ইক্ষু ও তাল প্রধান কৃষিদ্রব্য। তুতকুড়ি হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোরু সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুলা, কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা অন্যত্র চালান হয়। উপকূল-ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্খধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া ছিল। মনআর উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার মুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী হয়। এই জেলা শাসন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত যথা—তিন্নেবেলী তালুক, (পালমকোটা), তাম্বীড়ারম্ ও তেঙ্করাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অম্বাসমুদ্রম্ তেনকাশী (শর্ম্মদেবী), শ্রীবিল্লপুত্তর, সাতুর, শঙ্করণৈনারকয়ল (শ্রীবিল্লিপতুর)। এজেলায় রেলপথ আছে।

তিন্নেবেলী সহর তাম্রপর্ণীর বামতীরে ১ মাইল দূরে ৮° ৪৩′ ৪৭″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭° ৪৩′ ৪৯″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২৯৪৮, মুসলমান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও নিয়মে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ ফিট্, প্রস্থে ৫৮০ ফিট্। অন্যান্য বৃহন্মন্দিরের ন্যায় ইহারও সহস্রস্তম্ভ নাটমন্দির আছে।

তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটী নদী। মণিপুরে ইহাকে ছুয়াই বলে। লুসাই পর্ব্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই পাহাড়ে এই নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে "বরাক" নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে

তিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই-দিগের সহিত ব্যবসা চলিয়া থাকে। লুসাইরা তুলা, পারি-কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হস্তিদন্ত, মোম প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য লইয়া আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহযন্ত্রাদি, কাপড়, পুঁতিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে।

তিপাগড়, মধ্যভারতের একটী প্রাচীন স্থান। ইহা চান্দা-জেলায় অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্ব্বতের উপর তিপাগড় নামে একটী কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটী সরো-বর হইতে তিপাগড়ী নামে একটী নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্ সাহেবের মতে গোঁড়রাজাদিগের কীর্ত্তি। দুরারোহ পর্ব্বত, বাঁশবন ও গম্য পথ অভাবে এই দুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এত দুর্গম যে এক তিপা-গড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই দুর্গটী তিপাগড় পর্ব্বতের একটী দুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই দুর্গের নিম্নে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্ব্বত্য-হ্রদের ন্যায়। এই দুর্গসরোবর প্রায় চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর পর্ব্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অনুসারে একক্রমে পাঁচটী শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনদীর জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিয়া উত্তীর্ণ না হইয়া যেথান সেথান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্ত্তী হরলদন্দ গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে উঠিবার সুবিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। প্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও ৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় না।

পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক রাজবাটী ছিল।

পর্ব্বতের গাত্রে একটী হনুমানের আকৃতি খোদিত আছে মাত্র; এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছুই কোথাও নাই। সরোবরটী চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাঁধান। চূণসুরকী বা কোনরূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে সিঁড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গার মুখ হইতেই তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত হয় না বলিয়া অনুমান হয়, অন্য দিক্ হইতে তিপাগড়ীর উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। সরোবরের মধ্য স্থলে প্রায় ৫০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং যে দিকে এখনও পাথর বাঁধান আছে, সে দিকেও নাই। প্রবাদ এইরূপ যে এই দুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত রথে নামিতে নামিতে হ্রদের মধ্যে রথসহ অদৃশ্য হন, তদবধি ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ আছে যে, দ্রুপদরাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তিনি যুইরাগড়ে থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসিতেন। এখানে তাঁহার আখড়া (মল্লভূমি) ছিল। পাউ-নির রাজাও ভূগর্ভ দিয়া সুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় আসিতেন। দ্রুপদরাজ কিন্তু ইঁহাকে ধরিতে পারিতেন না।

তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটী দেশ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম 'পো'। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮০,৫০০ বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০। ইহার দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত আছে, চীনেরা এই পর্ব্বতকে 'কিয়ুন্‌লন' এবং হিন্দুরা 'কৈলাস' বলেন। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত-প্রধান। শীতের অতি প্রাদুর্ভাব বলিয়া অধিক উদ্ভিদ্ জন্মে না, এজন্য জ্বালানি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। নানাপ্রকার পশু পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ পশু। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা, মেষ ও ছাগই সেজন্য ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। [চমরী দেখ।] কস্তুরিকা মৃগও এদেশে বিস্তর। এই দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [অজ দেখ।]

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্। [কুকুর দেখ।] তিব্বতের আকরে স্বর্ণ, পারদ, সোহাগা ও লবণ পাওয়া যায়। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের ন্যায়। ইহারা অলস, শান্ত, সন্তুষ্টচিত্ত। শাল ও লোমজ বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিতই ইহাদের বাণিজ্য বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে নাই, ইহারা পারসীদিগের ন্যায় শ্মশানে শব ফেলিয়া দিয়া আসে, কেবল যাজকের দেহ দাহ করে। মেষমাংস প্রধান খাদ্য। অনেকে আমমাংস ভক্ষণ করে। ইহারা সকল

সহোদরে মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের যাজকসম্প্রদায় 'লামা' নামে খ্যাত। দলইলামা সর্ব্বপ্রধান, তশিলামা দ্বিতীয়। তিব্বতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, দলইলামা স্বয়ং ঈশ্বর, মনুষ্যবেশে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্ত্তন করেন মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দলইলামার "নবশরীর ধারণ" জানিয়া তাহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ব্ব দলইলামার দেহ সোণায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা বুদ্ধের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও ধর্ম্মোপদেশক।

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধপ্রতিমা আছে। তিব্বতের ভাষা স্বতন্ত্র। অক্ষর অত্যল্প পরিমাণে নাগর সদৃশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ লিপি ভারত হইতে তিব্বতে গিয়াছে। ইহারা কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে।

লে, লাসা ও টিস্থলম্বু এই তিন নগর এদেশে সর্ব্বপ্রধান। লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা অতি পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিহিত লদ্বগ (লদাক) প্রদেশ ব্যতীত তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্ত্তা। লাসা নগরেই তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ।]

আম্দো নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনখন তিব্বতের একখানি ভূ-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

তিব্বতদেশে সমশীতোষ্ণতাবশতঃ এখানে অতিগ্রীষ্ম বা অতি শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। ঐ কারণে এখানে দুর্ভিক্ষ, বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই।

পর্ব্বতমালা।—লোহব্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমোকন্‌কর্, ফুলহরি, কুল-কন্‌গ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে হবে; দো-কান্দস্ প্রদেশে ছি্য-কঙ্গচরিত ও নাঙ্গেন-মঙ্গল, এতদ্ভিন্ন যরলহ-সহম্বু, তোইরিকর্পো, খবা-লোদি, সহব্রা-কর্পো, মছেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাবৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। হোতি-গোঙ্গিয়া, মরি-রব্-চ্যম, জোমোনগ্‌রি কোঙ্গ-ৎস্থন-ছেমো প্রভৃতি পর্ব্বত সুগন্ধ তৃণে, ভেষজ-উদ্ভিদে ও সুদৃশ্য তরুলতাগুল্মে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কৃষ্ণপর্ব্বত দেশময় ব্যাপ্ত আছে।

হ্রদ।—মফম্-যু-চহো (মানস-সরোবর) নম্-চহো, ফি-উগ-মো, চহ্যা-চহো, য়র্-ব্রোগ যু-চহো, ফগ্-চহো, চহো কিয়রেঙ্গ্, ঙ্গোরেঙ্গ্, খ্রি সুহো, গিয়া-মো প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিষ্ট ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ-দেশের নানাস্থানে আছে।

নদী।—চাঙ্-পো (ব্রহ্মপুত্র), সেঙ্গেখবব্ (সিন্ধু), মব্‌চিয় খবব, চঁহ্যা-সৃহিক, জ-ছু, স্থ-ছু, ত্রি-ছু, ম-ছু (হোয়াংহো), মে-ছু, বে-ছু, সাঙ্গ্-ছু, হজুলগ্-ছু, চাঙ্গ-ছু এবং ইহাদের অসংখ্য উপনদীসহ এতদ্দেশের নানা স্থানে প্রবাহিত।

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, তৃণযুক্ত জলা মাঠ, কর্ষিতক্ষেত্র এবং অনুর্ব্বর অধিত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাস্থানে আছে। গ্য-নগ্ (চীন), গ্য-গর্ (ভারতবর্ষ), পেরসিগ (পারস্য) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের সীমার যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বতের অপর পারে গ্য-নগ্ (চীন) গ্য-গর্ (ভারতবর্ষ), মোন্ (হিমালয়-প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ), ব-যো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর), স্তগ-সিস্‌গস্ (তাজিক বা পারস্য) ও হোর (তাতার) প্রভৃতি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। এই সকল দেশের উর্ব্বরতা যে সকল বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো (তিব্বত বা ভোট) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ জম্বু-লিঙ্গ্ (জম্বুদ্বীপ) খণ্ডের কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে।

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—

১। তো ঙহ্-রি কোর্-সুম—উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত।
২। বু সাঙ্গ্ (চারিটীপ্রদেশে বিভক্ত) প্রকৃত তিব্বত।
৩। দো, খম ও গঙ্গ্ ... ... বৃহৎ তিব্বত।

উচ্চ তিব্বত (পো-ছুঙ্গ্ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার কয়েক উপবিভাগ আছে—তগ্-মো লদ্‌বগ, মঙ্গ্-য়ু সৃহাঙ্গ্‌সৃ-হুঙ্গ্, গুগে বুহ্‌রঙ্গ্ (পুরঙ্গ্) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার নয়টী জেলায় বিভক্ত।

পূর্ব্বে পো দেশের শাসনসীমা তুরুষ্কদিগের (তুর্কীদিগের) দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত প্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে। এখানে তিব্বতীয়দিগের একটী দসোঙ্গ্ (দুর্গ) আছে। দোকৃপ নামক দুর্দ্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি তিব্বতাধিপতির অধীনে প্রতিনিধিস্বরূপ আছেন। ইনি পূর্ব্বে দোকপ-রাজ নামে কথিত হইতেন। উচ্চ তিব্বতের পূর্ব্বে তুষারমণ্ডিত উচ্চ তেসি (কৈলাস পর্ব্বত), মফম্ (মানস সরোবর) হ্রদ ও থুঙ্-গ্রোল্ নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্তি পায়। এগুলি তো-গর্ নামক স্থানে একজন স্বতন্ত্র গারপোন (গবর্ণরের) বা শাসন-

কর্ত্তার অধীনে আছে; তিনিও লাসার প্রধান শাসনকর্ত্তার অধীন।

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের মহিমা-প্রকাশক একখানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃধ্র, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ। অন্যান্য পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), পক্ষু (অক্সস্) ও সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্‌তি প্রদেশ দিয়া কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া থোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমমুখে তুর্কীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস-পর্ব্বত হইতে সীতানামে আর একটী নদী পূর্ব্বাংশ হইতে নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়া পূর্ব্ব-সাগরে পড়িত।

কৈলাস পর্ব্বতের সম্মুখে গোন্‌পেরি নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক হনুমন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের ন্যায় (লাঙ্গল দিয়া খুড়িলে ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়েরা বলে, জে-ৎসুন্ মিলরপ ও নরোপোনছুঙ্ নামক দুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম্ম-বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহ-ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা কার্ত্তিকের বাণশিক্ষাকালে তাঁহার শরাঘাতে উৎপন্ন। তাঁহারা আরও বলেন, পূর্ব্বে এই পর্ব্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, কিন্তু হনুমান্ বাস করিবার জন্য ইহা কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি বাস করেন। ইহা হইতেই বোধ হয় তীর্থিকেরা (ব্রাহ্মণেরা) ইহাকে হনুমন্ত পর্ব্বত বলে। এই পর্ব্বতের উপর অনেকস্থলে পদচিহ্ন আছে। ভারতবাসী তাহা শিবদুর্গা, কার্ত্তিক, বকাসুর, হনুমান্ প্রভৃতির পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত দুই জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এখানে জিগতেন বোগছিয়ু-গের নামে উৎসৃষ্ট এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাসের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলে ঐ সকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। (লদাক) প্রদেশে লে-ধর (লে) দুর্গ অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের ন্যায় পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ন্যায়। যাজকেরা রক্তবর্ণ ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লদ্বগের পূর্ব্বদিকে গুগে প্রদেশ। এখানে থোডিঙ্গের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহা লোচব রিঞ্চেন সাঙ্গ্‌পো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বে পুরঙ্ প্রদেশ। এখানে পূর্ব্বে রাজা স্রোন্‌-ৎসন্‌-গম্পো-বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। রাজা হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো জম-লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পূর্ব্বে এই স্থানের কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ কুটীরে ৭ জন আর্য্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট সাতটী বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যাসী বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুঁটলী আছে, আর তাহাতে জম্‌লী এই নাম লিখিত আছে। সন্ন্যাসী তাহাও খুলিয়া কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। এইগুলি লইয়া জুম্‌লাস্ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং ঐ রূপায় এক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রতিমার হাঁটু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। তখন সন্ন্যাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিমা তিব্বতে লইয়া আসে। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিমা অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্ন্যাসী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'জমলী' নামে অভিহিত করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরলের পূর্ব্বে লব-মন্থস্ নামে বহুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্ব্বে লাসা শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। ইহার পূর্ব্বে জোঙ্গ্-দ্‌সোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটী বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্ নামক স্থান, ইহাই উচ্চ তিব্বতের সর্ব্বশেষ সীমা। এখানকার সম্‌তন্ লিঙ্গ নামক আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটী বিখ্যাত চোভো (বুদ্ধ) মন্দিরের একটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর একটী অর্থাৎ চোভো-ওয়তি স্‌সাঙ্গ্-পো নামক মন্দির এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্‌খু নায়াকোট (নবকোট) ও অন্যান্য স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পূর্ব্বে নলন্ বা ননম্ এবং তৎসংলগ্ন গুণ্‌থঙ্ নামক স্থান জেৎসুন্ মিলরপ, র্ব-লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্মস্থান। চুম্বর নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিম্নে নলম্ নামক গিরিবর্ত্ম নেপাল প্রবেশের একটী পথ।

প্রকৃত তিব্বতের প্রধানতঃ দুই ভাগ—ৎসাঙ্ ও উ (বু)। ইহাও আবার চারিটী রু অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত। যথা উরু, যেরু, যোনরু এবং রুলস্। হোর সম্রাট্‌গণের সময়ে এ প্রদেশ ছয়টী থি-কোর নামক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যাম্‌দো নামক ক্ষুদ্র-প্রদেশ একটী স্বতন্ত্র থি-কোর বলিয়া গণ্য হইত। নেপালসীমার জোমো কঙ্‌কর নামক উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটী পরী-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। লব্-ছি নামক শিখরে ৎশেরিঙ্ ৎশে-ঙ্গা নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটী তুষার-হ্রদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোমা নামক একটী বৃহৎ তুষার-হ্রদ। ইহা তিব্বতের চারিটী প্রধান তুষারহ্রদের মধ্যে একটী। ইহার নিকটে রিবো তগ্‌সসাঙ্ নামক অতি পবিত্র স্থান; ইহাই পদ্মসম্ভব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের পত্নী লচম্ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা স্ত্রীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্‌মঙ্‌লা নামক উচ্চ পর্ব্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটী অপ্সরার বাস। পদ্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়া তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শত্রুভাবে ব্রাহ্মণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তদবধি শত্রুভাবে আর তীর্থিকেরা তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতে গুঙ্‌থঙ্‌লা গিরিবর্ত্ম আছে। এই পথ দিয়া উত্তরে গেলে টেঙ্গি নামক জেলা। এখানে কা তম্প সাঙ্গো নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তম্ভ আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্ম্মের শিচেং শাখার মতপ্রবর্ত্তক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্য ও একজন সীমান্ত-রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্ব্বাংশে তেসি জোঙ্গ (দুর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্গ (দুর্গ) এবং তৎ-সংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাক্য নামক সঙ্ঘারাম। ইহার মধ্যে এত বড় একটী দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম চুখঙ্ কর্গ্যো। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পা শাক্য আশ্রম হইতে একদিনের পথ উত্তরে থহ তগ্ জোঙ্ (দুর্গ) নামক স্থানে থহলামা গোন্‌শো শাহ্‌ব নামক মহাপুরুষ সিদ্ধ হন। এখানে পা-গোন্‌থিম নামক একটী গুহা এবং আরিগ কর্পো নামে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার নিকট একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাল পাথর দেখা যায়, তাহাকে লোদোন বলে। প্রবাদ এই, উহা পা-গোম লামার হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক ভক্ত টুকরা টটা উঠাইয়া লইয়া যায়। থহ জোঙ্গের উত্তরে এক তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। ইহার অপর পারে শৃম্পো নামক হোর (মনুষ্যভক্ষক) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ তোই-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্ব্বতমালার তুষাররাশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর থিসেলালোগণ (মুসলমান) বাস করে, তাহারা কাসগরের অধীন। ইহাদের দেশের পর হানম্ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির পর অঝিয়া নামক মুসলমান জাতির বাস, তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের চিরশত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। যোন-থঙ্ নামক স্থানে যথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্‌প আশ্রমের যুদ্ধে যে সকল লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমালা বলিয়া কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট ৎসাঙ্‌পো নদী প্রবাহিত। ইহার তীরবর্ত্তী লহ্-র‍্যৎসে, ঙম্-রিঙ্গ ও ফুন-ৎস-হোস্ জোঙ্গ প্রভৃতি স্থান সান্ গবর্মেণ্টের অধীন। এই সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্ত্তি আছে। এখানকার থোপু-চাম-ছেন নামক স্তম্ভ থোপু লোচব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আর একটী উচ্চ স্তম্ভ সন্ন্যাসী থনঙ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং একটী বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্‌গ্যা-তগ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ফুন্-ৎসহো-লিঙ্ নামক আশ্রম সম্ভলের বৌদ্ধ মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমো নঙ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই স্থানে ও ফুন-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রগুয়-ব নামক বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন-ৎসো-লিঙ্ হইতে জোনঙ্ মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্‌লই নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগ্‌পা বাস করিতেন। পরে জোনঙ্‌প সাম্প্রদায়িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-লুহুন্‌পো সঙ্ঘারাম। ইহা গ্যা-ব গেডুন্দুব কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্যাকারে পঞ্চেন থম্‌চে থন্‌পা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একবার মাত্র জন্মিয়াছিলেন তাহা নহে, ঐ একনামে তিনি পর পর কয়েক জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তশি-লুহুন্‌পো নামক আশ্রমে তাঁহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার নিকটে কুন-খ্যাব্-লিঙ্ নামক প্রাসাদ পঞ্চেন তন্‌পই-নিম

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তশি-লহুন্‌পো আশ্রমের পূর্ব্বে উত্তর স্তঙ্গ্ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গ্যান্-ৎসে অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা সিতু-রব্‌তন্-কুন্-স্‌সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত রাজা এখানে গোমঙ্গ্ গন্ধোল ছেন্‌পো নামক সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তশি লহুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ দোর্জে নামক এক সন্ন্যাসীর তপোবন, ইহা গর্ম্মো ছোই-জোঙ্গ্ নামে কথিত। এখানে একটী অদ্ভুতসম্ভব নির্ঝর আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তদ্ভিন্ন হরপার্ব্বতীর লিঙ্গমূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। ৎসাঙ্গ্‌পো নদীতীরে ৎসাঙ্গ-রঙ্গ্ উপত্যকায় রিঞ্চেন পুঙ্গ্‌প জোঙ্গ্ অবস্থিত। ইহা দেব রিঞ্চেন পুঙ্গ্ নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নিকট-বর্ত্তী থব-গ্য নামক গ্রামে পঞ্চেন রিন্‌পোছে নামক তশি-লামার জন্ম হয়। এই উপত্যকার নানাস্থানে অনেক লামা জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, কিন্তু লোকাবাস বেশি নাই।

গ্যান্-ৎসে নগরের দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে হিঁ নামক স্থান। ইহার পূর্ব্বে মিবঙ্গ্ ফোল্‌হ নামক রাজার জন্মস্থান ফোল্‌হ গ্রাম। তশিল্ হুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিঙ্গ্‌করল নামক পর্ব্বতমালার পরপারে সোন্ জোঙ্গ নামে দুর্গ ও কারাগার একটী হ্রদের মধ্যে নির্ম্মিত। এই স্থানের পর টিঙ্কিয় জোঙ্গ। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্গ্ নামক রাজ্য, ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিকিম বলে। গ্যান্‌ৎসে নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্ব্বতমালার পরপারে ফগ্‌রি জোঙ্গ নামে দুর্গ অবস্থিত; ইহাই লাসা গবর্মেণ্টের সীমান্ত দুর্গ। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে ল্‌হো-দুক (ভুটান্) রাজ্য।

উত্তর স্তঙ্গ্‌নামক স্থান হইতে খরুল পর্ব্বতমালা পার হইলে যর্‌দোক (যম্ দো) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হ্রদচতুষ্টয়ের মধ্যে যর্-দোক্-যুন্‌ৎশো নামক হ্রদ আছে। শীতকালে হ্রদের উপরিভাগ জমিয়া যায়। তখন সর্ব্বদাই হ্রদগর্ভ হইতে বজ্র-ধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। এই শব্দ কাহারও মতে সমুদ্র বা সিংহের গর্জ্জন, কাহারও মতে বায়ুর শব্দ। এই হ্রদের মৎস্য ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। যরদোক্ নামক স্থানের পূর্ব্বে ৎসাঙ্গ্‌পো এবং কিয-ছু নামক নদীর সঙ্গমস্থলেরও কিছু পূর্ব্বে জঙ্গ্‌নামক স্থানে প্রতি বৎসর লামাগণের সভা হয়। সভায় তাঁহারা ৎশানথি নামক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী থকা নদীর তীরে হুগঙ্গ দোই ল্‌হথঙ্গ্ নামক মন্দির রাজা রল্‌পচন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে লেগ্‌পই শেরব্ খুপোন নামক স্থানে ঙোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ম্ভু প্রতিমাদ্বয় আছে। প্রথম প্রতিমায় শিরা সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাঙ্গ্‌কু উপত্যকায় নেহুজোঙ্গ নামে প্রাসাদ ও দুর্গ আছে, এখানে ফগমো দুব্ বংশীয় সিতু চঙ্গ-ছুর-গ্যৎশান নামক রাজা ছিলেন। উহার ভগ্নাবশেষ এখন তিসগণের (গন্ধর্ব্বগণের) আবাস বলিয়া কথিত হয়।

কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্ব্ব-তের নিকট পদন্‌দ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর এসিয়ার বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাসনাগৃহে মৈত্রেয়ের (চাম্পথোঙ্গদোর) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ভারত-বর্ষীয় চন্দ্র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের (চনরসিগ) প্রতিমা ও র্ব লোচবের সমাধিও আছে। এখানে দলই লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে বিনয়, অভিধর্ম্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপার-মিতা পড়ান হয় ও নি-তা-ৎশঙ্গ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্ব্বে তিব্বতের রাজধানী পা ল্‌হদন (লাসা) নগর। আর্য্যাবর্ত্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর। লাসা নগরের মধ্যস্থলে ত্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরূপ। রাজা স্রোন্‌ৎসন্ গম্পো যে চীনরাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ম্ভু প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ৎসোঙ্গখপ, শ্রী-স্থন্ গ্যমোদেবী (ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

তিব্বতের অধিংকাশ সম্ভ্রান্ত ও জমীদার লাসা নগরে বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোতালা নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই-লামা-রূপে বর্ত্তমান। পোতালা প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও শ্বেতবর্ণ। স্রোন্‌ৎসন্ গম্পোনামক রাজা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে লোহিতপ্রাসাদ (কো-দুঙ্গ-মর্পো) আছে। এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্‌গস-ঙ্গপ নামক ৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ত্রয়োদশতল উচ্চ। পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণপশ্চিমে চগ্‌পোইরি পর্ব্বতে

চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষার বিদ্যামন্দির আছে। ঐ মন্দির বজ্রপাণির নামে ও এই পর্ব্বতের পশ্চিমে দরি পর্ব্বত আর্য্যমঞ্জুশ্রীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে দল্‌হ যুঙ্গহুঙ্গ রাজা। পোতালা ও লাসার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকর্ম্মচারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্রাট্ কর্ত্তৃক দলই-লামার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই নগরের উত্তরে সের্-থেগ্‌ছে-লিঙ্গ্ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উ-ছু নদীতীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া একটী জঙ্গল পার হইলে তগ্যের নামক পাহাড়ের উপর অতিষদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) পদ্মসম্ভবের এবং ৮০ জন যোগীর গুহা দেখা যায়। এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভূত স্বয়ম্ভূমণি, নীল-প্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত তারামূর্ত্তি, জম্ভল (কুবের) মূর্ত্তি, রিগচোম (বেদমতী) মূর্ত্তি ও ছব্‌স্বোব বির্বপমূর্ত্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে এখানে যের্‌প চ্যম্‌ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পল্‌হ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার প্রতিমা আছে। উছুনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক শর চোঙ্গ্‌খপ কর্ত্তৃক স্থাপিত গধননামক আশ্রম ও তাঁহার নিজ সমাধিস্থান আছে। এখানে যমান্তক মহাকাল কালরূপ নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ্য-সমাজের মণ্ডল আছে। গধনের উত্তরপূর্ব্বে ছগল পর্ব্বতের পরপারে রদেঙ্গ নামক আশ্রম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণ্‌পোছে ইহার স্থাপয়িতা।০ ইহা অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়মূর্ত্তি ও গুহ্যসমাজতন্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর মূর্ত্তি আছে। উ ও চঙ্গ্ প্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হ্রদ চতুষ্টয়ের আর একটী হ্রদ আছে, ইহা নম্‌ছো ছ্যাগমো (টঙ্গ্রি-নর) নামে খ্যাত। চঙ্গ্‌পো ও উ-ছু (কি্য-ছু) নদীর সঙ্গমস্থলে গোঙ্গ্‌কর-জঙ্গ নামে দুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান হইতে অর্দ্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পূর্ব্বে সম্যে নামক অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দন্তপুরীর সঙ্ঘারামের অনুকরণে পদ্মসম্ভবের নির্দ্দেশানুসারে থিস্‌বোঙ্গ দিউৎসন্ নামক রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নূতন এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তরতীরে ল-ছো নামক হ্রদ, ইহা পাদন-ল্‌হমো বা কালীদেবীর হৃদয় বলিয়া খ্যাত। ঙ্বগপো গোঙ্গমোল নামক পর্ব্বতের উপর চরি-খি-খোর্-থঙ্গ নামক পবিত্র স্থান। এই স্থান খদোমগণ (ডাকিনী) কর্ত্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (প্লবঙ্গ সংবৎসরে) ১০০০০ যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহারা কি্য-ঘোর্-থঙ্গ্ নদীর তীর দিয়া নয়টী পার্ব্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টী প্রবাহ, নয়টী সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ চ্যাঙ্গিল্ ও চিঙ্গিল্ নামক পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ঙ্বগপো চরি থুগ্‌কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোয়িস্-সামহুঙ্গ নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেষ, ছাগ প্রভৃতি ভারবাহী পশু চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শৃঙ্গে দেবমূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি আপনা হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হইয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোম্পা নামক তান্ত্রিক দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। তীর্থিকগণ (ব্রাহ্মণগণ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়।

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব্বে বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অবস্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্ ও গঙ্গ্ প্রদেশ সন্নিবিষ্ট। বৃহৎ তিব্বত মজ-সম্বো গঙ্গ্, চহচগঙ্গ, পোম্পো গঙ্গ, মর্থম গঙ্গ্, নিমগ গঙ্গ্ ও যর্ম্মোগঙ্গ্ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন চারিটী পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে,—ছভ রোঙ্গ্, সঙ্গনন রোঙ্গ্, নাগরোঙ্গ ও গ্যমো রোঙ্গ্।

প্রকৃতি। তিব্বতের সীমাবর্ত্তী কঙ্গপো নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতের পারে খম্ প্রদেশ আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে ছভ-রোঙ্গ্ প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে জঙ্গ। ইহার নিকটে ন-থওয় কর্পো নামক অতি পবিত্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক স্থান। নঙ্গ্ নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতপারে থম ল্‌হরি। ইহার পূর্ব্বে ঙ্গু-ছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম। ইহার পূর্ব্বে মর্‌থম্ প্রদেশ। এখানে রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পোর সময়ে নির্ম্মিত কয়েকটী মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্বে কোঙ্গ্‌চে-থ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। ইহার পূর্ব্বে বাহ্ বিভাগের মধ্যে থুব-ছেন চ্যম্বলিঙ্গ্ নামে সঙ্ঘারাম লিথঙ্গ্ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি শাস্ত্রমতাবলম্বী ২৮০০ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করে। লিথঙ্গ্ নামক স্থানের উত্তরপূর্ব্বে নাগরঙ্গ জেলা। এখানে নাগছু নদী-তীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ফ-তম্প সঙ্গ্যের (সিচোপ-শাস্ত্রমত প্রবর্ত্তকের) যোগাশ্রম-মন্দির। গ্যমো-রোল নামক প্রদেশে বৈরোচব বিরোচনের তপস্যার স্থান ও গুহা আছে। আম্‌দো প্রদেশে চ্য-খ্যুঙ্গ নামক স্থানের

উত্তরে পর্ব্বতের পারে চোঙ্ম্ জেলা। বর্ত্তমান যুগের দ্বিতীয় বুদ্ধ শার চোঙ্খপ লোসং তগ্‌প নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের জন্মভূমির উপর কুম্বুম নামক সঙ্ঘারাম স্থাপিত। এখানে একটী শ্বেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেঙ্গেনারো বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্ব্বে আম্‌দো গোমঙ্ গোন্‌প বা সেরখঙ্ গোন্‌প নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্য তগ্‌চে চোভো লামার অবতার। তিনিই এই ভূবিবরণপ্রণেতা। এখানে চন্‌নি মতাবলম্বী ২০০০ শ্রমণ বাস করেন। এখানকার উত্তরে আম্‌দো পরি নামক জেলার জোমোথোর সঙ্ঘারামগুলি অতি বিখ্যাত। চ্যম্বলিঙ্ নামক একটী মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ মূর্ত্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮০ ফিট্ উচ্চ প্রতিমা আছে। লোক্যাতুন সঙ্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক হ্রদ। ইহার গর্ভে মহাদেব নামে এক পর্ব্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দ্দারের অধীনে বাস করে, ইহারা বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই কংফুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোকেরা নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন-তাতার, তুর্কীস্থান ও মোঙ্গলিয়ার মুসলমানের বাস আছে, তাহারা তদ্দেশীয় দস্যুব্যবসায়ী লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছে।

বর্ত্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭° হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° হইতে ১০৫° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি। ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে ঐরূপ ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। তিব্বতকে চীনেরা চঙ্ বা সি-তঙ্ দেশ বলে। তিব্বত শব্দ চু-পেহ্-তেহ্ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো বা পো-যুল্ বলে। পো শব্দ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে ভোট আখ্যা দিয়াছেন। পো শব্দ লিখিতে 'বোদ' এইরূপ লিখিত হয়, সুতরাং উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পো-যুল্ অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ এবং পো-মো অর্থে পো-দেশীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়েরা মধ্যতিব্বতকেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পূর্ব্বতিব্বত সাধারণতঃ খম্ বা বৃহৎ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্মেণ্ট তিব্বতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—অগ্রতিব্বত ও পশ্চাৎতিব্বত। চঙ্ প্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত পূর্ব্বে চিয়েন চঙ্ (খম), মধ্যে চুঙ্ চঙ্, পশ্চিমোত্তরে ইউ চঙ্ (প্রকৃত ওতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)।

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইস্কার্দো বল্‌তি প্রদেশের প্রধান নগর। বল্‌তির মধ্যে সিন্ধুনদীতীরে বল্‌তি ও রোঙ্গদো, সিঙ্-গে-চু নদীতীরে খরটক্‌সো, তোল্‌তি, পর্কুত, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্বেওক নদীতীরে খ্যেবলু, চোর্ব্বত ও কিব্‌স সহর।

তিব্বতবাসীরা হিমালয় পর্ব্বতকে কঙ্গি বলে।

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্রু-নদীর পার্শ্ব দিয়া একটী পথ আছে। এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা। ইহা মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহ্‌রি প্রদেশে নীলন্‌ঘাট গিরিপথ, ইংরাজাধিকৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি ও মানা গিরিপথ, কমায়ুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, কুমায়ুন রাজ্যের সীমান্তে দর্ম্ম ও ব্যাস গিরিপথ ভারত হইতে তিব্বত-প্রবেশের কয়টী প্রধান রাস্তা।

অধিবাসী। তিব্বতবাসীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভূত। নেপাল ও ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয়েরা এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্ বলে। লদাকের লোকেরা আপনাদিগকে ভুটীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি মরুর দক্ষিণে খোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাস করে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ললো নামে আখ্যাত হয়।

বেশভূষা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রীষ্মে চীনা সাটীন ও শীতে ঐ সাটীনের নিম্নে পশুলোম লাগাইয়া ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে মেষচর্ম্ম ব্যবহার করে। সকলেই জুতা পায় দেয়। সাধারণ লোকে শীতে প্রায়ই স্নান করেনা; বস্ত্রাদিও সর্ব্বদা ধৌত করে না; এজন্য তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ জলস্পর্শে ফাটিয়া উঠে ও শীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসী যাহারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা স্নান করে না বা স্নান করাকে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কেহ বড় সাবান ব্যবহার করে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা কাপড় কাচিয়া লয়।

ব্যবসায়।—পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সকলেই ব্যবসা করে। ইহারা মার্চ্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত উপত্যকায় থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখানে অত্যল্প চাষবাস করে। তদুৎপন্ন শস্যে পুরুষেরা চাউল, ময়দা, তুলা ও চিনি প্রস্তুত করিয়া

তিব্বতে লইয়া যায় এবং সোহাগা, লবণ ও পশম লইয়া আসে। নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহারা পর্ব্বত ছাড়িয়া অলকনন্দাতীরে, কুরুপ্রয়াগে ও নন্দীপ্রয়াগে আসিয়া নজিবাবাদের বণিক্গণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহারা চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পশু ১৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২॥০ মণ পর্য্যন্ত ভার বহিতে পারে। তিব্বতে পর্ব্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্তু সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসায় চলিয়াছে। ৪ সের আন্দাজ এক এক বাণ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম ও ছাগলোম এবং এই দুই প্রকার পশুপালনই এখানকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল চরাইতে তিব্বতীয়েরা ১৫।১৬ হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠে, তাহার উপর উঠিতে সাহস পায় না।

ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র তিব্বত-বাসীরা সিয়া-মুসলমান। দলই-লামা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক, ইনি লাসা নগরে বাস করেন। তশিলামা দ্বিতীয় যাজক সাম্পু (ব্রহ্মপুত্রতীরে) তশি-ল্ হুনপো নগরে বাস করেন। সাধারণ যাজকেরা (শ্রমণ) "গাইলঙ্গ" নামে কথিত হয়। ইহাদের পর "তোহ্ব" বা "তুপ্প"গণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ের শিক্ষার্থিবৃন্দ। ইহারা ৮।১০ বৎসর হইতে কোন ধর্ম্ম মন্দিরে শিক্ষার্থে সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুপ্প' উপাধি ও ২৫ বৎসরে 'গাইলঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মীরা এখানে দুই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত—"গেলুগ্প" ও "শম্মর"। প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও অবিবাহিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকেরা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে। লামা, গাইলঙ্গ ও তুপ্প ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী অনেক আছে। ইহারা সকল প্রকার কাজকর্ম্ম করে।

উৎসব। কোন গোন্প বা গুম্বের লামার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই গুম্বে উৎসব ও আলোকমালা প্রদান করা হয়। তশি-ল্ হুন্পো গুম্বে প্রতিবৎসরে তিনবার এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যনুসারে প্রতিবৎসর লাসা নগরে 'লাসা মিউহলুম্' নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফন্সুপেচ, চুসুপেচ, গেসুপেচ, মেসুপেচ, গোসুঙ্গপেচ, গ্যাজিপেচ, লল্লুপেচ, চিন্দুপেচ, হুহুপেচ, কগুয়রপেচ ও লুক্কোপেচ নামক দ্বাদশটী বার্ষিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্হস্পত্য সংবৎসর প্রচলিত। খৃষ্টীয় ১০২৫ অব্দে ইহাদের অব্দ আরম্ভ হয়।

(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের মধ্যে) শাক্যকালে, দ্বিতীয়তঃ অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে) ও তৃতীয়তঃ কনিষ্ককালে (শাক্যের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসরেরও অধিক পরে), ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্ম্মগ্রন্থ ১২ খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এলুথক্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বর্ণিত আছে।

সংকারবিধি।—ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচায় করিয়া একটী পর্ব্বতে লইয়া যায়, (শ্মশান উদ্দেশ্যেই এই পর্ব্বত ব্যবহৃত হয়), সেখানে শববাহী লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়া পৃথক্ করে, অস্থি গুঁড়াইয়া চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জ্বালিয়া ধূমোৎপাদন করে। ধূমদর্শনে গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী হয় এবং ঐ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ তাঁহাদিগের স্বস্ব গোন্প মধ্যে নবপ্রস্তুত সমাধি মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিম্নপদস্থ লামার দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু ভস্মরাশি ধাতব পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়া মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের জন্য পারসিকদিগের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান' আছে। মোঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে প্রোথিত করে, কেহ কেহ শূন্যস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়।

ধর্ম্ম-বিস্তার ও ধর্ম্মমত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন বা নদর্ ও আধুনিক বা ছ্যি-দর এই দুইভাগে বিভক্ত। নহ্-থিৎ-ৎসম্পো রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৬ পুরুষ নমরি-স্রোন্-ৎসন্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কেহ জানিত না। ল্হ-থো-রি-নন্-ৎসন্ নামক রাজার (ইনি সামন্ত-ভদ্রের অবতার বলিয়া বিখ্যাত) রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে কয়েকভাগ পং কোং ছ্যগ-গ্য পুস্তক আকাশ হইতে পতিত হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারায় তিব্বতীয়েরা ইহার 'নং-পো সাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম বীজ। রাজা স্বপ্নে জানিলেন যে তাঁহা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচারিত হইবে॥ এতদনুসারে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার স্রোন্-ৎসন্-গম্পো রাজার অধিকার কালে তদীয় মন্ত্রী থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই তিব্বতের 'বুচন' নামক অক্ষরমালা সৃষ্টি করেন। মাত্রাযুক্ত নাগরী

অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত্তু অক্ষর (কাফিরিস্থান বা বাক্‌ট্রিয়া-প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমালা) হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাত্রা-যুক্ত 'বুচন' অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয় প্রথম বর্ণমালা। রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের (পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে শাক্যমুনির প্রতিমা আনয়ন করেন। এই দুই মূর্ত্তিই তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা। রস-থুল্ নং-কিচুং-লখং নামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা ঐ দুই প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম 'লাসা' হয়। থোন্-মি-সম্ভোট ও তাঁহার অনুযাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবসৃষ্ট অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। সংগ্যে-ফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে অনুবাদিত হয়।

থি স্রোন্-দে-ৎসন্ রাজা মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্ম-সম্ভব ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। ইহাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) আসিয়া-ছিলেন, বৈরোচন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের শিক্ষা-দানগুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং দুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্‌পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য রিঞ্চেন-ছোগ, যেসে বন্‌পো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান। ইহারা সূত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। শান্তরক্ষিত দুব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্ভব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় হ্বষন্ মহাযান নামক একজন চীন-দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই হউক মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই; শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর স্বর্ণেরই হউক সমান ভাবে বাঁধিয়া রাখে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহ হইতে পরিত্রাণ নাই।" এইমত প্রচারিত হইলে শান্তরক্ষি-তের দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল। হ্বষন্ মহাযানের মত অতি শীঘ্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। রাজা থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল-শীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপণ্ডিতকে পরাস্ত করায় তাঁহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। রাজা রলপচন্এর রাজত্বকালে পণ্ডিত জিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্তিসুলভ করিয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইহার পর যখন লন্‌দর্ম্ম নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহারই যত্নে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্-ছেন্-ছু-বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো দেশে গোন্-প-রব্-সল্ নামক লামার শিষ্য হন। ইহাদের পর আরও দশজন ঐ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল থিম্ ইহা-দের প্রধান ছিলেন। লন্‌দর্ম্মের মৃত্যুর পর ইহারা ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য উ ও ৎসন্ প্রদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইরূপে পুনরায় দুইজন আম্‌দোপ্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্-সল্ ও লুমে ছুল্-থিম কর্ত্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ল্হ-লামার সময়ে লোচব রিণছেন্-স্‌সংপো ভারতে শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুবাদ করেন।

লন্‌দর্ম্মরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে 'ন-দর' বলে ও পরবর্ত্তী কালকে 'ছ্যি-দর' বলে।

রিণছেন্ স্‌সংপো তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন।

রাজা ল্হ-লামা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার তিন শিষ্যকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বভারত হইতে ধর্ম্মপাল শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। ইহাদের নিকট গ্যল-বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া নেপালে বিনয়-শাস্ত্র শিখিবার জন্য হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের নিকট গমন করেন। ইহার শিষ্যগণই তো-দুব (উত্তরদেশীয় বিনয়-বিৎ) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা ল্হদের সময়ে কাশ্মীরপণ্ডিত শাক্যশ্রী আহূত হন। তাঁহা দ্বারা বহুতর শাস্ত্র অনূদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, তাহা 'পঞ্চেন ডোম গ্যুণ' নামে খ্যাত। আম্‌দো দেশীয় পঞ্চেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহা "লছেন ডোমগ্যাণ" নামে খ্যাত। এইরূপে বিনয় শাস্ত্রই

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিরূপে এবং ডোম্‌গ্যাণ বা আচার-বিধি বৌদ্ধধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাষিক মতের ন্যায় নানা সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল মতের কতকগুলি মত প্রবর্ত্তয়িতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্ত্তকদিগের ভারতীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তন্ত্রমতের ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌-প) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে নিং ম-প, কহ্ দম্প, কহ্ গ্যাংপ, শি-চ্যো-প, জোনংপ ও নিছেপ এই সাতটী শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের উপর দুইভাগে বিভক্ত নিং-ম-প ও শর্ম্মপ। এই ভেদের কথা নাকি তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্মৃতির পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত, তাহাই নিংস-প ও যাহা রিন্‌ছেন্‌-স্‌সংপো কর্ত্তৃক অনূদিত তাহাই শর্ম্মপ। মঞ্জুশ্রীমূল তন্ত্রগুলি রাজা থি-স্রোন্‌-এর রাজত্বকালে অনূদিত হইলেও সেগুলি শর্ম্মতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ আরও দুএকটী গোলমাল থাকিলেও রিন্‌ছেন্‌-স্‌সংপোই শর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হন। লোচব রিন্‌ছেন্‌-স্‌-সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, সর্ব্বোপরি যোগতন্ত্র তাঁহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের মতে সমাজগুহ্য মত প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রানুসারে সমাজগুহ্যমত, মাতৃতন্ত্রানুসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠান বিধি প্রচলিত করেন। এই সকল লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 'শর্ম্মতন্‌প' বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত।

রাজা স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পো নিজে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইহার ছাত্রেরা যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, তাহা 'ক্যোরিম' নামে ও অবলোকিতেশ্বরের উপদেশসমূহ 'ঝোগ-রিম' নামে কথিত হইত। স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পোই সর্ব্ব প্রথমে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক আচার্য্যদ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজা থি-স্রোন্ প্রথমে শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধর্ম্মাচরণের অবস্থা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার জন্য প্রথমে 'দশধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিষেধ, চৌর্য্যনিষেধ, ব্যভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকথন-নিষেধ, বৃথা বাক্যব্যয়নিষেধ, লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিন্তা-নিষেধ, সত্যের অপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে উদ্যয়ন হইতে পদ্মসম্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কূটাগারের ন্যায় এক বিহার স্থাপন করেন। পদ্মসম্ভব রাজাকে যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ত্রিবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা এদেশে আসেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতু-যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে—

(১) নং-থো (২) রং-গ্যাল্ (৩) চ্যব্‌-সেম (৪) ক্রিয়া (৫) উপ (৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) লুং অনু-যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ।

ইহার প্রথম তিনটী নির্ম্মাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) উপদেশ। ইহাই সাধারণ 'যান'। দ্বিতীয় তিনটী সম্ভোগ-কায় বজ্রসত্ত্বের উপদেশ; ইহাই বাহ্যতন্ত্রযান। শেষ তিনটী ধর্ম্মকায় সামন্তভদ্র বা কুন্তুৎসংপোর উপদেশ; ইহাই অনুত্তর অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত। কুন্তুৎসংপো এখানে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধ। বজ্রধর সংস্কৃতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগ্‌প) মধ্যে প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার বলিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাহ্য ও অন্তর তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতন্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও উপ বা কর্ম্মতন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম—(১) অক্ষোভ্য (২) বৈরোচন (৩) রত্নসম্ভব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটী জ্ঞানের প্রতিমাস্বরূপ। বজ্রধর অনুত্তর বা অন্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের নয়টী শ্রেণী—

(১ম) বুদ্ধ—যেমন শাক্যসিংহ, কুন্তুৎসংপো, দোর্জেসেম্ব, অমিতাভ। (২য়) রিগ্‌জিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিদ্বান ও শেষে বিদ্যাধরীগণ (যে সে খহ্‌দোম) কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হন; যথা—পদ্মসম্ভব, শ্রীসিংহ, মানপুর ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ। (৩য়) গং-সগ্‌-নন্ বা অনন্তপ্রাণিত সন্ন্যাসী, যাঁহারা অতি যত্নে গুহ্যবিষয় রক্ষা করেন। (৪র্থ) কহ্-বব্‌-লুন্‌ তন্—স্বপ্নাদিষ্ট ও স্বপ্নানুপ্রাণিত লামাগণ। (৫ম) লে-থো-তের—যে সকল লামা হঠাৎ লুক্কা-

য়িত ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের বিনা সাহায্যে তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬ষ্ঠ) মোন্‌-লম্‌-তংগ্যা—যে সকল লামা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক অবস্থার আর তিনটী ভেদ আছে;—(১ম) রিংকহ্‌ম (সিদ্ধির দূরস্থ শ্রেণী) (২) নে-তের্ম (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী) ও (৩) সব্‌-মো দগ্‌-নন্‌ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে আবার তিন উপবিভাগ আছে—গুাথুল, ছুপেদো ও সেমছোগ।

গুাথুল শ্রেণী—উ-চং ও খম প্রদেশে ব্যাপ্ত। পণ্ডিত বিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। ছুপেদো শ্রেণীর মূলশাস্ত্র দ্বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানরক্ষিত কাশ্মীরের ধর্ম্মবোধি ও বসুধর নামক পণ্ডিতদ্বয়কে উক্ত দুই পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তাঁহারাই তিব্বতে প্রচার করেন।

সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্য্যের অবতার রোন্‌সেম লোচব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন) এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধপ্রকৃতিক ও দৈত্য-বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পদ্মশ্রুব্‌, থুগ্‌ম ছচি, যোনতন ও কুর্প-থিন্‌লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষসাধক। জম্পল-কু নামক দেবতার পূজা শান্তিগর্ভ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই দেবতা মঞ্জুশ্রীর প্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে আলিঙ্গিত স্ত্রীমূর্ত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুঙ্কার নামক তান্ত্রিক যোগী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও ছচি উপাসনা বিমলমিত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।

অনুত্তরযানতন্ত্রই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার সেম্‌দে, লোন্‌দে ও মনন্‌গদে নামে ত্রিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে ৫ খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্ত্তৃক রচিত। লোন্‌দে গ্রন্থ ৯ খানি বৈরোচন ও পংমিকম্‌ গোন্‌পে কর্ত্তৃক রচিত। লামা ধর্ম্মবোধি ও ধর্ম্মসিংহ এই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশক ছিলেন। মন্‌গদে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজা থি-স্রোন্‌কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্রধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবজ্রের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বশিষ্য শ্রী-স্থিংহকে দেন। তাঁহার নিকট পদ্মসম্ভব ইহা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি যুদ্ধে ভীত হইয়া তুষারাবৃত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরবের পক্ষে সেনানী ছিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে বা পাণ্ডবদিগের পশ্চাদানুসরণের ভয়ে স্ত্রীবেশে এক সহস্র অনুচরসহ পুগ্যাল দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ নম্র ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার পর খৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিব্বত নানা ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়।

ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ৪১৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৬ অব্দে ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজা নহ্‌-খি-ৎসম্পো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাঁহার পিতা প্রসেনজিৎ কোশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী-দিগের ন্যায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রূলোম নীলবর্ণ, চক্ষুদ্বয় বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্মদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সদ্যোজাত শিশুর সমস্ত দন্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলান্তঃকরণের লোক ছিল বলিয়া এই পালিত পুত্র আপন ঔরস পুত্র বলিয়া প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাপন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজা হইতে পারি, তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রাখিব না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল। বন্য ফলে জীবন ধারণ করিয়া বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন মরণ দুই সমান, সে তাহাতে দৃক্‌পাত করিবে কেন? ক্রমশঃ আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় বালক তিব্বতের তুষারমণ্ডিত লহ্‌রি পর্ব্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের

শোভায় মুগ্ধ হইয়া বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া চারিদিকে চারিটী পথবিশিষ্ট চল-অব্ নামক মালভূমিতে উপনীত হইল। এখানকার লোকেরা তাহার মহিমান্বিত আকার-দর্শনে সসম্ভ্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বালক সে দেশের ভাষা জানিতনা, আকার ইঙ্গিতে জানাইল যে সে একজন রাজ-পুত্র, লহরি পর্ব্বতের দিক্ হইতে আসিতেছে। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং বুঝিল যে বালক একজন দেবতা। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদ্দেশের রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিল। বালকও স্বীকৃত হইল। পরে তাঁহাকে এক কাষ্ঠাসনে বসাইয়া অনেকে স্কন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া গেল। আসনে বসিয়া মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্-থি-ৎসম্পো (নহ্ = পৃষ্ঠ, খ্রি বা থি = কাষ্ঠাসন, ৎসম্পো = রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি যম্ব-লগব্ নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন।

নম-মুগ-মুগ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া নূতন রাজা অতি প্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে প্রজা-পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত্র মুগ্ থি-ৎসম্পো রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা "নম্থি" নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পো লু-ৎসন্-মের্-চম্ নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্ উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে তিব্বতে প্রথম খুব (লৌহ বর্ম্ম) ব্যবহৃত হয়। থম প্রদেশের মারথম নামক স্থান হইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্‌পো নামক স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের মাতা একযোগে যর্-লহ্-ৎসম্পো নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয় ও দুষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত রাজকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-চ্য-থি-ৎসম্পো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজা রোম-থং নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজারা প্রথম হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত "বোন্" নামক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই ধর্ম্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। প্রথম হইতে ৮ম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা-মাতার নামের কোন কোন অংশ লওয়া হইত। দি-গুম্-ৎসম্পো ও তৎপরবর্ত্তী একজন রাজা তিব্বতে পের্কিা-দিং নামে কথিত হইতেন। ইহাদের সকলের পত্নীই দেবকন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীরা স্ব স্ব স্বামীকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন, কাজেই ইহাদের কোন চিহ্ন পৃথিবীতে নাই। চ্য-থি-ৎসম্পোর পরবর্ত্তী ছয় জন রাজা 'সৈ-লেগ্' (ভৌমবর) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্ব্বে "দে" উপসর্গ যোগ আছে, ইহা সংস্কৃত 'সেন' শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং-ৎসন্ নামে রাজা হয়। ইহা হইতে পাঁচজন "ৎসন্" (রাজা) নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্ ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রবল, তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই।

৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সুবিখ্যাত রাজা লহ্-থো-থো-রি নন্-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্ ধর্ম্মের প্রধান দেবতা কুন্তু-ৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা লহ্ থো-থোরির ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ খৃষ্টাব্দে যম্বুলগং প্রাসাদের উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিন্ধুক পতিত হয়। তন্মধ্যে "দোদে সম্তোগ" (সূত্রান্তপিটক) 'সে-ক্যি-ছোর্ত্তেন' (স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৈত্য), "পন্‌কোং-ছ্যগ্য ছেন পো" (সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও 'চিন্তামণি নর্পো' (চিন্তামণি মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবপ্রসাদ লাভ করায় তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাঁহা হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। রাজা যত্নপূর্ব্বক সং-বনং-পো (যাহার অর্থ অপরিজ্ঞাত এরূপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষা করিলেন ও প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতেন। ৫৬১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রপৌত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার অভিষেককালে ঐ সকল দেবদত্ত দ্রব্যের পূজা করায় ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুষ্মান্ হইয়াই সর্ব্বপ্রথম ইনি তগ্রি পর্ব্বতে একটী মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং তজ্জন্য ইহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্ হয়। ইহার পর ইহার পুত্র নম্-রি-স্রোন্-ৎসন্ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতীয়েরা চীন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করে।

এ সময়ে পশুপালন ও গোধনের এত আদর ও প্রাচুর্য্য হইয়াছিল যে রাজা নিজ প্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে গো ও চমরীর দুগ্ধে গাঁথনীর সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার নিকটবর্ত্তী ২০ মাইল বিস্তৃত) ব্রগস্থুম্-দিনম্ নামক হ্রদতীরে এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। এই ঘোটক তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল, ইহার নাম রাখা হয় দোবং-চং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক দুর্দ্দান্ত চমরী শীকার করিয়া আসিবার সময় রাজা নম্-রি বিখ্যাত চাম্‌গি-চ্ছ্ নামক লবণক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পুত্র সুবিখ্যাত অদ্ভুতকর্ম্মা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো রাজা হন। ইহা হইতে তিব্বতে এক নূতন যুগ আবির্ভূত হয়।

স্রোন্-ৎসন্-গম্পো ৬০০ হইতে ৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মস্তকের তালুতে একটী 'আব' ছিল, উহা অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অনুমান করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত। রাজার মস্তকের ঐ চিহ্ন অতি পরিস্ফুট ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উহা রক্তবর্ণ সাটিনের টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে নানা পর্ব্বতগুহা ও পর্ব্বতের নানা গুপ্ত স্থান হইতে অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ম্ভূমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি খোদিত লিপিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই ষড়াক্ষর মন্ত্রও বর্ত্তমান ছিল। রাজা উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন করিয়া স্বহস্তে পূজা করেন। এখন যে স্থলে পোতালা প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজা সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈন্য দল ছিল এবং বিদ্যাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বলবীর্য্যে এই রাজা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও তাঁহাদের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্ত রাজগণের প্রতি সদয় সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতেন। ইহার রাজত্বের প্রথমেও তিব্বতে কোনরূপ লিখনপ্রণালী-সম্বলিত ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া মিত্রতা রক্ষা করিতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, চীন ও নেবারী (নেপালের) ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মোন্নতির দিকে মন নিবিষ্ট করেন।

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দেখিলেন, লেখনপ্রণালী বিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে না বা দেশ শাসনের জন্য রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া অনুর পুত্র থোন্-মি-সম্ভোটকে ১৬ জন সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে পাঠান। তিনি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলম্বন করিয়া তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদ্ভাষার জন্য বর্ণোদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

সম্ভোট আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট শিখিতে লাগিলেন। সম্ভোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্‌সিংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে সম্ভোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌদ্ধপ্রবচন ও রহস্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা লিখিবার জন্য সম্ভোট "উ চন্" (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র "সুমচু দগ্‌যিগ্" প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্ লোকে সকলেই লেখা পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্য ১৬টী আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদনুসারে চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যথা—

(১) কোন্-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে।
(২) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।
(৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।
(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্‌কে উচ্চাসন দিবে।
(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে।
(৬) বিনয় ও স্বজনপর হইবে।
(৭) ধনধান্যের সুব্যবহার জানিতে হইবে।
(৮) মহাজনের পদানুসরণ করিবে।
(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।
(১০) সদ্ভাব ও প্রীতি রাখিয়া হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিবে।
(১১) আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হইবে।
(১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কর্ম্মে তৎপর হইবে।

(১৩) খাঁটি ওজন (বাটখেরা) ব্যবহার করিবে।

(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিবে না।

(১৫) নম্র, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে।

(১৬) ধৈর্য্য ও নম্রতা সহকারে বিপদ্ ও ক্লেশ সহ্য করিবে।

এই সকল ব্যবহারে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং শীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে, রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পো ভারতমহাসাগরের কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ম্ভূ প্রতিমা প্রাপ্ত হন।

রাজা নেপালাধিপতি জ্যোতির্বর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুক স্বরূপ রাজা সাতটী অমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর চন্দন প্রতিমা এবং 'রত্নদেব' নামক বৈদূর্য্যমণি প্রধান।

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন্-পো (বৈথ-চুং)র-কন্যা হুণ-যিন্ কুমারীকে তাহার গরনামা প্রধান মন্ত্রীর কৌশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন।

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পোকে চেন্ রে-স্‌সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত দুই মহিষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই তিনজনের যত্নে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা ১০৮টী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মঞ্জুশ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্রোন্-ৎসন্ তিব্বতের বিখ্যাত লাসা নগরী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করাইবার জন্য তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হব-যন্ মহা-ৎযে নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আনাইয়া ছিলেন।

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, সেই জন্য স্রোন্-ৎসন্ জে-থি-কর ও থি-চন্ নামে দুইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথমার গর্ভে মন্-স্রোন্-মন্-ৎসন্ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি গুন্-ৎসন্ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুনরি ১৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে স্রোন্-ৎসন্ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮শ বর্ষে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই স্রোন্-ৎসন্‌কে আবার রাজদণ্ড পরিগ্রহ করিতে হইল। শেষাবস্থায় তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, ধর্ম্মচিন্তায় ও মন্দির-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি অমিতাভের ধর্ম্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাঁহার দুই প্রধান মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে রাজা হয়গ্রীব ও যম পূজা বিধি প্রচার করিয়া যান।

তৎপরে মন্-স্রোন্ মন্-ৎসন্ রাজা হইলেন। এদিকে চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন-সৈন্য পরাস্ত হইল। তিব্বতীয় সৈন্যগণও চীনরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুদিগের অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার চীনদিগের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন।

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়েরা অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্ত্তৃক আনীত সোণার শাক্যমূর্ত্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন।

চীনেরা রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্ত্তিও লইয়া যাইতে ছিল, কিন্তু বড় ভারী হওয়ায় একদিনের পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

২৭ বর্ষ বয়সে রাজা মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-স্রোন্-মন্‌পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করিল। দু-স্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিব্বতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দু-স্রোনের পর তৎপুত্র মেগ-অগ্-ৎযোম রাজা হন। তিনি আপন প্রপিতামহ স্রোন্‌সনের লিখিত একখানি তাম্রানুশাসন পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই অনুশাসনবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কৈলাসবাসী ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহ ও বুদ্ধশান্তিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় আসিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যে সকল দূত তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ ভাগ মহাযান-সূত্রান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার তাঁহারা তিব্বতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ করিয়া মহাযানসূত্রান্ত রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁহারই যত্নে সেরহোড্ তম্প প্রভৃতি কএকখানি শাস্ত্র অনুবাদিত হয়। তথনও তিব্বতে কেহ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত না। তিনি

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য নেপাল (লিয়ুল্) হইতে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি একখানি অতি বৃহৎ বৈদূর্য্য মণি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তত বড় বৈদূর্য্য আর জগতে কাহারও ছিল না। তিনি জন্-রাজকুমারী থি-ৎসুকের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জান্‌তষা-লাপোন্ নামে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মে। রাজা বিবাহ দিবার জন্য পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্যা কোথাও মিলিল না। শেষে চীনসম্রাট্ বৈজুনের নিকট লোক গেল। তাঁহার কন্যা ক্যাইম্-ষন্ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিব্বতের একজন সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজা অগ্ৎযোম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তিনি আর চীনে ফিরিলেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম যত্ন সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজকুমারীর যত্নেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মূর্ত্তি বাহির হইল।

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন মজিল। তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে চীনরাজবালা সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গর্ভে থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ জন্ম গ্রহণ করেন। এই রাজপুত্রকেই সকলে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজপুস্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমস্ত সমালোচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় দুই দল লোক ছিল, এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিদ্বেষী। বৌদ্ধবিদ্বেষী মন্ত্রিগণ সর্ব্বদাই রাজাকে বলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে রাজ্যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্য বৌদ্ধদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী মষন্ এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উপর রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, রাজার শীঘ্রই মহা বিপদ্ ঘটিবে, যদি সর্ব্বপ্রধান দুইজন রাজকর্ম্মচারী অন্ধকার গহ্বর মধ্যে গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে রাজার জীবনরক্ষা হইবে। রাজা সভাস্থ সকলকে একথা বলিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রী মষন্ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গো তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামিলেন। তিন জন মানুষ যত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটাও ততটা গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে একগাছি দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়া লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইরূপে প্রধান মন্ত্রী মষনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উড্ডয়ন হইতে শান্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে আনাইয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্ভব এখানে সম্যে নামে একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় হ্বষন্ মহাযান চীন হইতে আসিয়া ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে কমলশিল আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। তখন রাজাও বোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে লিখাইয়া সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা সাধারণের মঙ্গলের জন্য দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ৎষে-পো-স্যাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুনি-ৎসন্‌পো পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজা হন, তখন মুনি-ৎসন্‌পো বালক। তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণ তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদিগের অভাবমোচন করিবার জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাঁহার সময়ে তাঁহার যত্নে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হইতেছে। দরিদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানেরা সমস্ত ধন

বিতরণ করিয়াও পূর্ব্ববৎ ধনশালী হইতেছে। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবেরা রাজাকে বুঝাইলেন যে, মানব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, উচ্চ নীচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহা হউক রাজার সাধুসঙ্কল্পের জন্য আপামর প্রজাসাধারণ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে হইতেই তাঁহার মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিবার জন্য বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্-ৎসনপো রাজা হইলেন। রাজমাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মুতিগ্ পদ্মসম্ভবের নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও তিব্বত ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীলা শেষ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রল্‌পচন্ মন্ত্রিগণের নির্ব্বাচনে রাজপদ লাভ করেন।

৮৪৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রল্‌পচন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময় তিব্বত ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঐ রাজা মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধিমিত্রকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অনুবাদে ভ্রম ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার জন্য রত্নরক্ষিত, মঞ্জুশ্রীবর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষিত, জিনসেন, রত্নেন্দ্রশীল, জয়রক্ষিত, কবপল্-ৎসেগ্, চোদে স্থল্-ৎযন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য রাজা রল্‌পচন্ চীনদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচলিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধযাজকগণ যেরূপ বিধি ও রীতি নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, যাজকদিগের হস্তে ধর্ম্মশাসন নিহিত, এই জন্য তিনি উপযুক্ত লোক দেখিয়া যাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইঁহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্রমণ করিবার জন্য রল্‌পচন্ বিস্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভয় দেশের জ্ঞানিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহাদেরই যত্নে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি হইল। এই সময় গুঙ্মেরু নামক স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়া উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। একখানি প্রস্তরস্তম্ভে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল।

রল্‌পচনের সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শেষে এক দুর্বৃত্ত গলা টিপিয়া রাজার প্রাণবিনাশ করেন। ৯০৮ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসহোদর লন্দর্মের প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এখন দুষ্ট লন্দর্ম রাজা হইলেন। তাঁহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া বেড়াইতেন, 'বুদ্ধের প্রাধান্য ঘটিলে তাঁহার অসদুপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভারত ও চীনের লোকেরা সুখশান্তি হারাইয়াছে।' বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে বা তাঁহার জন্য পশু শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাইলেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রন্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমন্দির তাঁহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া দিল। এ সকল অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসহ্যবোধ হইল। লহলুন্-পল্-দোর্জে নামে এক সাধু পাপিষ্ঠ রাজার হস্ত হইতে ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষ্ণ শরদ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। সেই শরাঘাতেই লন্দর্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

লন্দর্মের দুই রাণী ছিল। প্রথমে ছোট রাণী অন্তঃসত্বা হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম নম্-দেহোদ-স্রুন্। বড়রাণী তাহাকে বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর নিকট একটী জলন্ত বাতি থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও

ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই এক দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনার পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও ঐ পুত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই বালকের নাম হইল থি দে-যুমতেন্।

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহারা বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লন্দর্মের দৌরাত্ম্যে যে সকল মন্দির অঙ্গহীন হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন।

দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। হোদ্-স্রুন্ পশ্চিমভাগ এবং যুম্তেন্ * পূর্ব্বভাগ পাইলেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজ্যময় যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যান্তরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িল।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে হোদ্স্রুন্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পল্-খোরৎ-সন্ ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া (৯৯৩ খৃষ্টাব্দে) ৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অনুগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ৎসেগ্‌প-পল ও থি-কি্য-দেৎ নিমগোন্। কনিষ্ঠ সেগ্‌প নাহ্‌রি (লদাক) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজা হইয়া 'পুরাণ' নামে রাজধানী ও নি স্রুন্ নামে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যি-দেরিগম্র-গোন্ মন-যুল প্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেৎসুগ্-গোন শান সুম্ (বর্ত্তমান গুগে) প্রদেশে রাজা হন। দেৎ সুগ্-গোনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ খোর-রে ও কনিষ্ঠ স্রোন্‌নে। জ্যেষ্ঠ যেশে-হোদ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন।

তসি-ৎসেগ্‌প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়—পল-দে, হোদ্-দে ও কি্য-দে।

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। লন্দর্মের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পণ্ডিত (তিব্বতে লেক্স-ৎসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত থল-রিণ্‌ব ও স্মৃতিকে তিব্বতে আহ্বান করেন; কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অন্য লোকে পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্মৃতি বিদেশে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তনুগ নামক স্থানে পশুপালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাঁহার বিদ্যার কথা ক্রমে প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন।

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি "শব্দমালা" রচনা করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র" নাম দেন।

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্নে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মপালকে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত তিনজন শিষ্য ছিল। রাজা ইঁহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম্ম, কলাশাস্ত্র ও বিনয়শাস্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন।

খোর-রে শ্রমণের পুত্র লহ-দে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করেন। এই মহাপণ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনুদিত করেন। বিখ্যাত অনুবাদক রিন্‌ছেন-স্‌সান্‌পো সুভূতি কর্ত্তৃক যাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। লহদের তিনপুত্র হোদ্ দে, শিব হোদ্ এবং চ্যান-ছুব-হোদ্। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ত্র ও তদ্বিরুদ্ধ মতের দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য এই পণ্ডিতরাজপুত্র আর্য্যাবর্ত্তে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পণ্ডিতের অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিষ পণ্ডিতের নাম ও যশ তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িল। চান্-ছুব-হোদ্ তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগৎসো লোচবের সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়া দেন। উক্ত লোচব আর্য্যাবর্ত্তে তখনকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল নগরে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজা তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক গ্য-ৎসোন্-সেনগে নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরে এই সকল পণ্ডিত প্রভু অতিষের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল্য উপহার দিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, শ্রীবৃদ্ধি, ধ্বংস ও পুনঃ প্রচার

* যুম্‌তেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

যুম্‌তেন
খি-দে-গোন্‌পো
গোন্‌পো-পেন্
রিগ্‌প-গোন্‌পো — খ্রি-দে-পো — খ্রি-হোদ-পো
নি-হোদপল্-গোন্ — নিহোদ-পল-গোন্ — গোন্ পো — ৎস-মল্ যেশেগ্যাল ৎসন্
ঙ-ৎস-র — গোণপো-ৎসন্ — গোণপো-ৎসেগ

চেষ্টার সমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর হৃদয়ে জানাইলেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই যে তিব্বতকে এই ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব তাঁহাকে একবার তিব্বতে যাইতে হইবে।

লোচব ও তাঁহার অনুযাত্রী পণ্ডিতেরা অতিষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর প্রত্যাদেশে তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমশিলের সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিব্বত যাত্রা করিলেন। নহ্-রি প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তন্ত্রসূত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্‌দোন (সত্যপথপ্রদীপ) প্রধান। ৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্-দের পুত্র অৎসেদের রাজত্ব কালে অতিষ উ, ৎসন্ ও থম্ প্রদেশের সমস্ত লামা ও শ্রমণকে একত্র করিয়া কালগণনার নূতন নিয়ম প্রচার করেন। উত্তরভারতে শম্ভল প্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়েরা ইহাকে রব্-জুন্ নামে অভিহিত করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিষের মতেই শিক্ষা চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মর্প, মিল গোন্‌পো, কাশ্মীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। ৎসেদে হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজা তগ্-প-দের * রাজত্বকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে ১২০০০ দোত-ষদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ হয়। তিনি মঞ্জুশ্রীদেবের এক প্রতিমা ৭ ত্রে (প্রায় ১ মণ) স্বর্ণরেণুদ্বারা নির্ম্মাণ করান। ইহার পুত্র অসোদে পিতার চেয়ে ভক্তিমান্ ছিলেন ও প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ার বজ্রাসন (দোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাইতেন। এই প্রথা তিনি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহার পৌত্র অনন্‌মল্ 'কহ্‌গুার' নামক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্‌মলের পুত্র রিহমল্ লাসানগরে বহুব্যয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রিহমলের পুত্র সঙ্গ্-হ-মল্ শাক্যপ লামাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহণ করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক পর-তব-মলের এক আত্মীয় সো-নম্-দে আহূত হইয়া পুণ্য-মল্ নাম ধারণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন।

তশ-ৎসেগ্-প রাজের পুত্র পল্‌দের বংশধরগণ গুণ-থন্ লুগ্যাল্‌ব, চিৎ-প, লহ-ৎসে, লন্‌লুন্ ও ৎসকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। ক্যি-দের বংশধরগণ মূ, জন, তনগ, য-রু-লগ ও গ্যল্-ৎসে জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুত্র—ফব্‌দেসে, থিদে, থিছুন ও নগ্-প। প্রথম ও চতুর্থ ৎসন্-রোন প্রদেশে, দ্বিতীয় আমদো ও ৎসোন্‌থ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধিকার স্থাপন করেন। তৃতীয় থি-ছুন যর্-লুন্ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। থি-ছুনের + অধস্তন পঞ্চম পুরুষ জোবো-নাল্-জোর চোন্-ন-রিন্‌পোছে ও পল-ফগমো-ড়-প নামক লামাদ্বয়কে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র তগ্‌প-রিন্-পোছে সুবিখ্যাত ফগ্‌প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা আদর প্রাপ্ত হন। তিনি তগ-থৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ

* ৎসেদের বংশাবলী—

(১) ৎদে
|
(২) বর্-দে
|
(৩) ক্রশি-দে (১ম)
|
(৪) ভদে
|
(৫) নাগ-দেব
|
(৬) ৎসন্ ফ্যুগ্
|
(৭) ক্রশি-দে (২য়)
|
(৮) গ্রগ্-ৎসন্-দে
|
(৯) তগ্-প-দে
|
(১০) অসো-দে
|
(১১) জে-দর্-মল্ (১ম)
|
(১২) অনন্-মল্
|
(১৩) রিহ মল্
|
(১৪) সঙ্গ্-হ-মল্
|
(১৫) জে-দর্-মল্ (২য়)
|
(১৬) অ-জিন্-মল্
|
(১৭) কলন্-মল্
|
(১৮) পর্-তব্-মল্
|
ইহার পর বংশলোপ।

+ থি-ছুনের বংশাবলী—

থ্রিছুন্ বা থিছুন্
|
হোদ্-ক্যি-দ্-বর্
|
যুম্ চন (আর ৬ পুত্র)
|
জো গহ্
|
দর্ম্ম (অন্যান্য কয়েক জন)
|
জোবো-নল্-ব্যোর্

জোবো বগ্
|
শাক্য-গোন্ (১ম)
|
শাক্যক্রশি
|
গ্রগ্-প্ রিন্‌পোছে
|
শাক্যগোন্‌পো(২য়) আর ৩জন
|
জে-শাক্য-রিন্‌ছেন্।

করেন। ইহার পুত্র শাক্য-গোন্‌পো (২য়) যুম্বু-লগন্ প্রাসাদে একটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন।

তিব্বতে মোগল অধিকার।—থিছুন্ বংশীয় রাজারা অনেকেই দুর্ব্বল ছিলেন। যে মোগলবীর ভারতাক্রমণ করেন, সেই ছেঙ্গিস্‌খাঁ * [জঙ্গিস বা চেঙ্গিজখাঁ দেখ।] ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনায়াসে সমস্ত তিব্বত অধিকার করেন। ছেঙ্গিসের পর তাঁহার এক পুত্র গোগন তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। গোগনের দুই পুত্র গোদন ও গোযুগন আপনাদের সভায় শাক্যপণ্ডিতকে আহ্বান করেন। এই ঘটনা হইতে শাক্য-সঙ্ঘারামের প্রধান যাজকেরা তিব্বতের রাজনৈতিক যুগে মোগলদিগের ধর্ম্ম-মত-পরিবর্ত্তনের এক নবযুগ গণনা করেন।

তিব্বতে যাজকাধিকার।—(১২৭০-১৩৪০ খৃষ্টাব্দ)। চীন-দেশের প্রথম মোগলসম্রাট্ প্রসিদ্ধ † কুব্‌লৈ (কৃহ্‌বলৈ) শাক্যপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ফগ্‌পলোদোই গ্যল্‌ৎষন্ নামক পণ্ডিতকে আপন সভায় আহ্বান করেন। তিনি ১৯শ বৎসর বয়সে চীনরাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে স্বর্ণসনন্দ, আপনার মোহর, মণিমুক্তার অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, স্বর্ণ দণ্ড ও স্বর্ণসূত্রের বৃহৎছত্র এবং নিশান প্রভৃতি উপহার দেন। সম্রাট্ তাঁহাকে আপন গুরু করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। অবশেষে সম্রাট্ গুরুকে প্রকৃত তিব্বত (উ ও ৎসন্ প্রদেশের ১৩টী জেলাসহ), ‡ খম্ ও আম্‌দো প্রদেশ দান করেন। এই অবধি শাক্যপ-লামারা তিব্বতের স্বাধীন শাসনকর্ত্তা হন ¶। ফগ্‌প এই সময় দোগন্ ফগ্‌প নামে বিশেষ বিখ্যাত হন। ১২ বৎসর চীনে বাস করিয়া ফগ্‌প শাক্যভূমিতে ফিরিয়া আসেন।

ফগ্‌প-দো-গোন শাক্যভূমে ৩ বৎসর বাস করিবার সময়ে কহ্‌গুার পুস্তকের আর একপ্রস্থ প্রতিলিপি প্রস্তুত করান। এই প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। প্রকৃত তিব্বতের ত্রয়োদশ জেলার রাজস্ব আদায় করিয়া শাক্যভূমে তিনি একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এক স্বর্ণের প্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিমা, এক অত্যুচ্চ ছোর্‌তেন (চৈত্য) ও অন্যান্য দেবপ্রতিমা স্থাপন করেন এবং প্রত্যহ একশত শ্রমণকে আহার্য্য ও ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসম্রাটের প্রার্থনানুসারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, ফিরিয়া আসিবার সময় ৩০০ ব্রে স্বর্ণ, ৩০০০ ব্রে রৌপ্য ও ১২০০০ ব্রে সাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন। শাক্যলামা-দিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী প্রতিনিধিগণ দুর্ব্বলমনা ও অক্ষমপ্রকৃতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সময়ে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হইয়া উঠেন। শাক্যলামারা এই সকল প্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঐ সকলের কোন প্রতিবিধান করিতেন না। কলহ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচলিত হইলেও

---

* জঙ্গিস্‌খাঁ তিব্বতে জেঙ্গির্ গ্যল্‌পো বা থৈ দ্-স্থন্ নামে খ্যাত। যে ফোর্গ বাহ্‌দুর (বাহাদুর ?) নামক কাল্‌কা (কৃহল কৃহ)-রাজের ঔরসে রাজ্ঞী হুলানের (কৃহলান) গর্ভে জঙ্গিস্‌খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতীয় গণনানু-সারে ১১১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর বয়সে পৈতৃক সিংহা-সনে আরোহণ করেন, ২৩ বৎসর ধরিয়া ইনি ভারত, চীন, তিব্বত ও এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কোনটা জয় ও কোনটা লুঠ মাত্র করিয়া ৬১ বৎসর বয়সে পত্নীক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

† কৃহবলৈ (কব্‌লাই) অর্থ অবতার বা অলৌকিক জন্মবিশিষ্ট।

‡ তিব্বতের ১৩ জেলা যাহা কুব্‌লৈ খাঁ ফগ্‌পকে দান করেন, তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ৎসন্ প্রদেশে ৭টী—

১।২ উত্তর ও দক্ষিণ লাটো (লো-টো)।
৩ গুর্ম্মো (কুমর্মা)
৪ ছুমিগ
৫ যন্।
৬ যলু।

উ প্রদেশে ৬টী—

১ গ্যাম
২ দিগুণ
৩ ৎযল্-প
৪ থন্-পো-ছে-ব
৫ ফগ-দু
৬ যহ-সন্।

উ ও ৎসন্ প্রদেশের মধ্যে যক্ষ-দগ্ জনপদের ১৩টী জেলা (য-রোৎ-যো বা যম্-দো-ছো জেলাসহ) অবস্থিত।

¶ শাক্যপ রাজপ্রতিনিধিগণ—

(১) শাক্যস্‌সন্‌পো
কুন্‌গহ্-স্‌সন্‌পো (ইনি রাজত্ব করেন নাই)।
(২) যন্ ৎস্থন্
(৩) বন কর্পো
(৪) চ্যান্-রিন্-ক্যোপ
(৫) কুন্-যন্
(৬) যন্-ধ্বন্
(৭) চ্যান্-দোর
(৮) অন্‌লোন্
(৯) লেগ-পা-পল্
(১০) সেঙ্গেপল্
(১১) হো-স্‌সের্দ্দপল্
(১২) হো স্‌সের সেঙ্গে (১ম)
(১৩) কুন্-রিন্
(১৪) দোন্-যো-পল্
(১৫) যোন্‌ৎ-স্থন্
(১৬) হো-স্‌সের সেঙ্গে (২য়)
(১৭) গ্যল্-ব-স্‌সন্‌পো (১ম)
(১৮) ধ্বন-ফ্যাগ-পল্
(১৯) সো নম্ পল্
(২০) গ্যল্-ব-স্‌সন্-পো (২য়)
(২১) বন্-ৎস্থন্।

ঐ সকল প্রতিনিধিরা কেহই লামাদিগের অধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই।

ফগ্‌পর পরবর্ত্তী চতুর্থ প্রতিনিধি চান্‌-রিন্‌-ক্যোপ চীন-সম্রাটের নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার পরেই তিনি স্বীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার পরবর্ত্তী প্রতিনিধিদ্বয় আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। অন্‌লেন্‌ নামক অষ্টম প্রতিনিধি শাক্য-সঙ্ঘারামের বেষ্টনী প্রাচীরাদি নির্ম্মিত করেন, তিনিই থন্‌-সয়্‌-লিন্‌ ও পোন্‌-পাই-রি নামক দুইটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে দিগুণ সঙ্ঘারামের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। এখানে তখন ১৮ হাজার শ্রমণ বাস করিত। শাক্যসঙ্ঘারাম ও দিগুণ সঙ্ঘারামের মধ্যে এই প্রাধান্য লইয়া মহাবিবাদ ঘটে। সে বিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শেষে ভয়ানক আকার ধারণ করায় অন্‌লেন্‌ সৈন্য পাঠাইয়া দিগুণ সঙ্ঘারাম লুঠ ও দাহ করেন। সঙ্ঘারামে অগ্নি দেওয়া হইলে অনেকগুলি শ্রমণ পলাইয়া যান, অনেকে দগ্ধ হন। এই দুর্দ্দশার কএক বৎসর পরে আবার এই সঙ্ঘারাম প্রবল ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তখন আবার গলুগ্‌প মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ ঘটে; সে বিবাদেও ইহার আর একবার ধ্বংস হয়। তৎপরে ইহা এখন শাক্যসঙ্ঘারামের সমান অবস্থায় উন্নীত হইয়া আছে। অন্‌লেন্‌ দি-গুন্‌ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া শাক্যভূমে প্রতিগমনকালে পথে মারা যান। বন্‌-ৎসুন নামক শেষ প্রতিনিধি ফগ্‌ দু-প নামক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সঙ্গে তিব্বতে ৭০ বৎসরের যাজকাধিকার লোপ পাইল।

তিব্বতে চীনাধিকার। শাক্য-সঙ্ঘারামের প্রভুত্ব লোপ হইলে দি-গুন্‌, ফগ্‌ দুব্‌ ও ৎসল্‌ নামক সঙ্ঘারামগুলি ক্রমশঃ প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ত-গ্রি চ্যন্‌ ছুব্‌-গ্যল্‌ৎষন্‌ যিনি ফগ্‌মো-দু * নামে বিখ্যাত, তিনি ফগ্‌মোদু নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত তিব্বতের ২৩টী জেলা ও খম্‌ প্রদেশ বশীভূত করিয়া স্বীয় রাজত্ব স্থাপন করেন। তিন বৎসর বয়সে ইনি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসর বয়সে ছো-ক্যি-তোন্‌চন্‌ লামা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। সাত বৎসর বয়সে ইনি চানব-ন লামা কর্ত্তৃক উপাসকধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি শাক্যসঙ্ঘারামে গিয়া প্রধান লামা দগ ছেন রিন্‌পোছের সহিত আলাপ করেন ও তাঁহাকে একটী টাটুঘোড়া উপহার দেন। তিনি কিছু দিন শাক্য-সঙ্ঘারামে বাস কালে এক দিন প্রধান লামার ভোজনকালে তৎকর্ত্তৃক তৎপ্রসাদভোজনে আমন্ত্রিত হন। সতর বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হয়। আঠার বৎসর বয়সে চীনসম্রাটের নিকট হইতে ১০ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সম্মানলাভে দি-গুন্‌, ৎযল, যহ্‌ সন ও শাক্যপ্রদেশের সর্দ্দারেরা তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন। শেষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। প্রথম যুদ্ধে ফগ্‌মোদু পরাজিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হন। এই যুদ্ধ আবার কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, শেষে ফগ্‌মোদুই জয়ী হন। বিপক্ষ সর্দ্দারেরা ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ইহার পর উ ও ৎসন্‌ প্রদেশের সর্দ্দার এবং লামারা একযোগে চীনসম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে, ফগ্‌মোদু বড় অত্যাচারী হইয়াছেন, বিশেষতঃ শাক্য সর্দ্দারগণকে তিনি কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ফগ্‌মোদুও চীনে স্বয়ং গিয়া তদানীন্তন থো-গন-থু-ম নামক প্রসিদ্ধ চীনসম্রাট্‌কে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী, দুর্লভ ধনরত্ন ও শ্বেত সিংহচর্ম্ম উপহার দিয়া প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। সম্রাট্‌ রহস্য বুঝিয়া ফগ্‌মোদুকে আরও সম্মান প্রদান করিলেন এবং ন্যায়পরতার পুরস্কারস্বরূপ বংশানুক্রমে ভোগ করিবার জন্য উ প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন। ৎসন্‌ প্রদেশ শাক্যদিগের রহিল। চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফগ্‌মোদু রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা ও নিয়মাদি স্থির করিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের সংস্কার করিলেন। শাক্যশাসনকর্ত্তারা স্রোন্‌-ৎসন্‌-গম্পো ও থি-স্রোনের আইনাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই সংস্কার করিয়া পুনঃ গ্রহণ করেন। ইনি নেদেন-ৎসে নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করেন। বিনয়শাস্ত্রানুসারে ফগ্‌মোদু সংযম আচরণ করিতেন এবং মদ্য ও রাত্রিভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গোন্‌কর্‌, ব্রগকর্‌ প্রভৃতি ১৩ দুর্গের ও ৎসে-থন্‌ সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা। শাক্য সর্দ্দারেরা দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতায় এবং চীনমোগলীয় নিয়ম অবলম্বন করায় তাহারা প্রজাবর্গের

* ফগ্‌মো-দুর বংশতালিকা—

(১) ফগ-মো-দু (তিস্‌রি) বা কিং-সিতু।
(২) জম্‌-যান্‌-গু-শৃ-ছেন্‌পো
(৩) গ্রগ্‌-প-রিন্‌ছেন্‌
(৪) সো-নম্‌-গ্রগ্‌-প
(৫) শাক্যরিনছেন
(৬) গ্রগপ গ্যলৎষন্‌
(৭) যান্‌-গ্রগ-যুান্‌নে
(৮) রিন্‌ছেন্‌-দোর্জে-বন
(৯) পল নগ্‌-বন
(১০) নন্‌-বন্‌-ক্রশি
(১১) নন্‌-বদ্‌-গ্রগ্‌পো
(১২) নম্বের্‌-গ্যমপো
(১৩) সোদ্‌-নম্‌-বন্‌-ফ্যুগ্‌।

বিশেষ অসন্তোষভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত প্রজাদিগের প্রায়ই বিবাদ হইত। ফগ্‌মোছ্ চীনসম্রাট্‌কে এই সকল ব্যাপার জানাইলে তিনি তাঁহাকে থম্ ও তিব্বতের অন্যান্য প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার আদেশ দেন। কথিত আছে, ফগ্‌মোছ্ সমস্ত তিব্বতের একাধিপত্য পাইয়া এক ক্রোর ধাতুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন ও 'কিংসিতু' নাম গ্রহণ করেন।

ফগ্‌মোছুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাক্য-রিন্‌ছেন্ চীন-সম্রাট্ থো-গন্-থুমের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। চীনসম্রাট্ প্রথমে ইহাকে সম্রাট্‌পুরীর রক্ষকপদে, পরে চীনসাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শাক্য রিন্‌ছেন্ কিন্তু সম্রাটকে খুন করিবার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে সাটিনের বস্ত্র আবরণ দিয়া কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য সম্রাট্ পুরীমধ্যে প্রেরণ করেন। সম্রাট্ হঠাৎ জানিতে পারিয়া গোপনে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মোঙ্গলিয়ায় পলায়ন করেন। প্রধান মন্ত্রী চীনের সম্রাট্ হইলেন। এই সময় হইতে চীন স্বদেশীয় অধিকারে আসিল ও কব্‌লাই-মোগল-বংশের উচ্ছেদ হইল। প্রধান মন্ত্রী ক্যোন্-হনের পুত্র য়ুন্-মিন্ প্রথম সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

শাক্য রিন্‌ছেনের তখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র তগ্‌প গ্যালৎষন্ সম্রাট্ কর্ত্তৃক নানারূপে সম্মানিত হইলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে থম্ ও আম্‌দো প্রদেশেরও অধিকার প্রদান করিলেন। তগ্‌প-গ্যাল্‌ৎষন্ এইরূপে নহ্-রি-কোর্-সুম হইতে থম্ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তিব্বতের সমগ্র ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক ৎসোন্‌খপের বিশেষ পরিপোষক বন্ধু ছিলেন। ইহার সময়েই ১ লক্ষ 'ধারণী' লিখিত হয়। বহু বৎসর ইনি নিজব্যয়ে ১ লক্ষ শ্রমণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হ-যুঙ্গ্-লিন্ ও কর্জোনদুর্গ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পৌত্র চীনসম্রাটের নিকট 'বন্' (রাজা) উপাধি লাভ করেন। এই বংশীয় দশমরাজা নন-বন্-তশি ভুটানের ধর্ম্মরাজের (পদ্মকর্পোর) বন্ধু ছিলেন। তিনি লাসানগরে চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রিন্‌ছেন্ পুম্পনামক মন্ত্রী বহুবার তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে 'ক্দিন-কৌ-শৃহ্' উপাধি প্রদান করেন।

এই বংশের রাজত্বকালে তিব্বতে যথার্থ সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষাদি হ্রাস ও বিদেশীর আক্রমণ বন্ধ হওয়ায় প্রজা বড় সুখে ছিল। সময়ে সময়ে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রীরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাদি উপস্থিত করিলেও এই বংশের অধীনে তিব্বতে শান্তিভঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ রাজা নম্বের গ্যাল্‌বনের রাজত্বকালে উ ও ৎসনের সর্দ্দারদ্বয় প্রবল হইয়া রাজার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে রাজা সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া নামমাত্র রাজা হইয়া থাকেন এবং ৎসনের রাজাই প্রকৃতপক্ষে রাজক্ষমতা পরিচালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন ভাগ্যলক্ষ্মী ৎসনের রাজার প্রতি প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে মোগলবীর গুশ্‌রি খাঁ তিব্বত আক্রমণও জয় করেন। গুশ্‌রি খাঁ ৫ম দলই লামাকে তিব্বতের রাজত্ব প্রদান করেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত তিব্বত একপ্রকার দলই-লামার অধীনে রহিয়াছে। [লামা দেখ।]